শব্দে শব্দে
আল কুরআন
দশম খণ্ড
মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

শব্দে শব্দে আল কুরআন

দশম খণ্ড

সূরা লুকমান থেকে সূরা সোয়াদ

মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ৪১৯

১ম প্রকাশ

শাওয়াল	১৪৩৩
ভাদ্র	১৪১৯
সেপ্টেম্বর	২০১২

মূল্য ঃ ৩৩০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

SHABDE SHABDE AL QURAN 10th Volume by Moulana Mohammad Habibur Rahman. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Price : Taka 330.00 Only

কিছু কথা

কুরআন মাজীদ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব। কিয়ামত পর্যন্ত যতো মানুষের আগমন পৃথিবীতে ঘটবে সকলের জন্য এ কিতাবের বিধানই অনুসরণীয়। তাই সকল মানুষ যাতে এ কুরআনকে বুঝতে পারে সেজন্য যেসব ভাষার প্রচলন পৃথিবীতে রয়েছে সেসব ভাষায় এ কিতাবের অনুবাদ হওয়া প্রয়োজন।

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদকে মানুষের জন্য সহজবোধ্য করে নাযিল করেছেন। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন—

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

"আর আমি নিশ্চয় কুরআন মাজীদকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, আছে কি কোনো উপদেশ গ্রহণকারী ?"—সূরা আল ক্বামার ঃ ১৭

সুতরাং কুরআন মাজীদকে গিলাফে বন্দী করে সম্মানের সাথে তাকের উপর না রেখে বরং তাকে গণমানুষের সামনে সম্ভাব্য সকল উপায়ে তুলে ধরে তদনুযায়ী ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠন করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ।

এ পর্যন্ত অনেক ভাষায় এর অনুবাদ হয়েছে। বাংলা ভাষায়ও এর বেশ কিছু অনুবাদ রয়েছে। তারপরও আধুনিক শিক্ষিতজনদের চাহিদা ও দাবির প্রতি লক্ষ্য রেখে আধুনিক প্রকাশনী এ মহান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এক্ষেত্রে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির প্রতি লক্ষ্য না করে পাঠকদের জন্য যাতে সহজবোধ্য হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। অনুবাদের ক্ষেত্রে পারিভাষিক পদ্ধতিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। প্রতিটি লাইনের অনুবাদ সে লাইনেই সীমিত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে পারিভাষিক অনুবাদের বিশেষত্ব কোথাও কোথাও ক্ষুণ্ন হয়েছে। অতপর অনূদিত অংশের শব্দে শব্দে অর্থপ্রদান করা হয়েছে। এরপরেই সংক্ষিপ্ত কিছু টীকা সংযোজিত হয়েছে। প্রতিটি রুকূ'র শেষে সংশ্লিষ্ট রুকূ'র শিক্ষণীয় বিষয়গুলো উল্লেখ করা হয়েছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় কুরআন মাজীদের অনেক ব্যাপক বিস্তৃত তাফসীর রয়েছে। এসব তাফসীর গ্রন্থের কিছু কিছু বাংলা ভাষায়ও অনূদিত হয়েছে। তবে আমাদের এ সংকলনের পদ্ধতি অনুযায়ী ইতিপূর্বে কেউ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। ওলামায়ে কেরামের জন্য সহায়ক অনেক তাফসীর গ্রন্থ রয়েছে। আমরা আধুনিক শিক্ষিত ও সাধারণ পাঠকদেরকে সামনে রেখেই এ ধরনের অনুবাদ-সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছি। এ ধরনের অনুবাদের মাধ্যমেই তাঁরা বেশী উপকৃত হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস। কুরআন মাজীদকে গণমানুষের জন্য অবাধ-উন্মুক্ত করে দেয়াই আমাদের লক্ষ্য। কুরআন মাজীদের এ অনুবাদ-সংকলনে নিম্নে উল্লেখিত তাফসীর ও অনুবাদ গ্রন্থসমূহের সাহায্য নেয়া হয়েছে ঃ (১) আল কুরআনুল কারীম—ইসলামিক ফাউণ্ডেশন; (২) মাআরেফুল কুরআন ; (৩) তালখীস তাফহীমুল কুরআন ; (৪) তাদাব্বুরে কুরআন ; (৫) লুগাতুল কুরআন ; (৬) মিসবাহুল লুগাত।

কুরআন মাজীদের এ অনন্য অনুবাদ-সংকলনটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করেছেন জনাব মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান।

এ সংকলনের দশম খণ্ডের প্রকাশ লগ্নে এর সংকলক, সহায়ক গ্রন্থসমূহের প্রণেতা ও প্রকাশক এবং অত্র সংকলনের প্রকাশনার কাজে নিয়োজিত সর্বস্তরের সহযোগীদের জন্য আল্লাহর দরবারে উত্তম প্রতিদানের প্রার্থনা জানাচ্ছি।

পরিশেষে যে কথাটি না বললেই নয় তা হলো, মানুষ ভুল-ত্রুটির ঊর্ধে নয়। আমাদের এ অনন্য দুরূহ কর্মে কোথাও যদি কোনো ভুল-ত্রুটি সম্মানিত পাঠকবৃন্দের দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে তা অনুগ্রহ করে আমাদেরকে অবহিত করার জন্য বিনীত অনুরোধ রইলো।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের এ দীনী খিদমতকে কবুল করুন এবং মানবজাতিকে আল কুরআনের আলোয় আলোকিত করুন। আমীন।

বিনীত
—প্রকাশক

গ্রন্থকারের কথা

সর্ব শক্তিমান রাব্বুল আলামীনের লাখো কোটি শোকর, যিনি আমার মতো তাঁর এক নগণ্য বান্দাহর হাতে তাঁর চিরন্তন হিদায়াতের একমাত্র মহাগ্রন্থ আল কুরআনের এ বিশাল খিদমত নিয়ে তাঁর এ বান্দার জীবনকে মহিমান্বিত করেছেন। দরূদ ও সালাম সকল নবী-রাসূল ও মুসলিম উম্মাহর চিরন্তন নেতা, খাতামুন নাবিয়্যিন, শাফিউল মুযনাবীন ও আফদালুল বাশার হযরত মুহাম্মদ সা.-এর উপর। আল্লাহ অশেষ রহমত বর্ষণ করুন তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবায়ে কিরামের উপর। মহান আল্লাহর দরবারে এ বান্দাহর আকুল আবেদন এই যে, তিনি যেন তাঁর এ নগণ্য বান্দার খিদমতটুকু-কে আখিরাতে তার নাজাতের উসীলা হিসেবে গ্রহণ করেন।

আধুনিক প্রকাশনী বাংলাদেশের সম্ভ্রান্ত প্রকাশনা সংস্থাগুলোর অন্যতম। মূলত এ ধরনের তাফসীর সংকলনের উদ্যোক্তা এ প্রতিষ্ঠান। আমি শুধু তাদের উদ্যোগকে কাজে পরিণত করেছি। প্রতিষ্ঠানের প্রকাশনা ম্যানেজার জনাব আনোয়ার হুসাইন সাহেবের পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রকাশনা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট দীনী ভাইদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার ফলে এ অনন্য তাফসীর সংকলনটি আলোর মুখ দেখেছে। আল্লাহ তাঁদের সকলের খিদমতের উত্তম বিনিময় দান করুন। কাজ শুরু করার পর থেকে সুদীর্ঘ দশটি বছর ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। অতপর মহান আল্লাহর খাস মেহেরবানীতে কাজটি সমাপ্ত হয়েছে। সমাপ্তি লগ্নে সেই মহান আল্লাহর শোকর পুনরায় আদায় করছি।

মু: হাবিবুর রহমান
২৭/৫/১২ ই:

পৃষ্ঠা

নামকরণ

এ সূরাতে হযরত লুকমান আ.-এর তাঁর পুত্রকে দেয়া উপদেশমালা উল্লিখিত হয়েছে, সে অনুসারে সূরাটির নাম "লুকমান" রাখা হয়েছে। এ উপদেশমালা সূরার দ্বিতীয় রুকূতে বর্ণিত হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরা লুকমান মাক্কী জীবনের প্রাথমিক দিকে নাযিল হয়েছে। এসময়-ই ইসলামের দাওয়াতের পথরোধ করার জন্য মক্কার কাফির-মুশরিকদের পক্ষ থেকে যুলুম-নির্যাতন শুরু হয়ে গিয়েছিল ; কিন্তু তখনও তা তেমন জোরালো হয়ে উঠেনি। এ সময়েই নওমুসলিম যুবকদেরকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর অধিকারের পরেই তোমাদের মাতা-পিতার অধিকারই তোমাদের ওপর সবচেয়ে বেশী। তাঁদের ইসলাম সম্মত সকল আদেশ-নিষেধ মেনে চলা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তারা যদি তোমাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করতে বাঁধা দেয় এবং শিরকের দিকে ফিরে যেতে বাধ্য করে, তবে তাদের এ জাতীয় আদেশ-নিষেধ মানা যাবে না। সূরা আনকাবুতেও এ বিষয়ে আলোচনা রয়েছে। উভয় সূরার বিষয়বস্তুর আলোকে ধারণা করা যায় যে, সূরা লুকমান আগে নাযিল হয়েছে, তারপরে নাযিল হয়েছে সূরা আনকাবুত।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় হযরত লুকমান আ.-এর উদাহরণ ও তাঁর শিক্ষা উল্লেখ করে মক্কার কাফির-মুশরিকদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, তোমরা যে শিরকে লিপ্ত রয়েছো তা অসার ও অযৌক্তিক। হযরত মুহাম্মদ স.-কর্তৃক তাওহীদ-ই সত্য। তোমরা তোমাদের পূর্ব-পুরুষদের অন্ধ অনুকরণ ত্যাগ করো। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর শেষ নবীর মাধ্যমে যে শিক্ষা পেশ করেছেন, তা নিরপেক্ষ মন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে দেখো। তিনি তোমাদেরকে কোনো নতুন কথা শোনাননি। তাঁর আগেও আল্লাহ তা'আলা অনেক নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন এবং তাঁরাও একই দাওয়াত দিয়েছেন।। হযরত লুকমান আ. সম্পর্কে তোমরা অবগত। তাঁর সম্পর্কে তোমরা প্রায়ই আলাপ আলোচনা করে থাকো। তাঁর জ্ঞানগর্ভ কথার উদ্ধৃতিও তোমরা দিয়ে-থাকো। সুতরাং তাঁর আকীদা-বিশ্বাস, নীতি-নৈতিকতা ও শিক্ষা-প্রশিক্ষণ সম্পর্কে তোমরা ভেবে দেখো। তিনি যা শিক্ষা দিয়েছেন, মুহাম্মদ স.-তার বিপরীত কিছু বলছেন কিনা। তাছাড়া তোমাদের মানবিক সত্তা ও বিশ্ব-জাহানের যাবতীয় সৃষ্টিতে যেসব নিদর্শন রয়েছে সবই তো শেষ নবীর দাওয়াতের তথা তাওহীদের সত্যতার সাক্ষ্য দেয়। এভাবে এ সূরায় শিরকের অসারতা ও অযৌক্তিতা এবং তাওহীদের সত্যতা ও যৌক্তিকতা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।
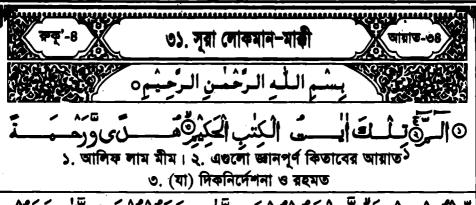
১. আলিফ লাম মীম। ২. এগুলো জ্ঞানপূর্ণ কিতাবের আয়াত[১]
৩. (যা) দিকনির্দেশনা ও রহমত

সৎকর্মপরায়ণদের জন্য[২]। ৪. যারা নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয় এবং তারা—

আখিরাতে যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে[৩]। ৫. এরাই তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সঠিক পথের ওপর রয়েছে এবং এরাই

①الم-আলিফ লাম-মীম-(এ বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলোর অর্থ আল্লাহ-ই জানেন)। ②تِلْكَ-এগুলো ; اٰيٰتُ-আয়াত ; الْكِتٰبِ-কিতাবের ; الْحَكِيْمِ-জ্ঞানপূর্ণ। ③هُدًى-(যা) দিক নির্দেশনা ; وَّ-ও ; رَحْمَةً-রহমত ; لِّلْمُحْسِنِيْنَ-সৎকর্মপরায়ণদের জন্য। ④الَّذِيْنَ-যারা ; يُقِيْمُوْنَ-কায়েম করে ; الصَّلٰوةَ-নামায ; وَ-ও ; يُؤْتُوْنَ-দেয় ; الزَّكٰوةَ-যাকাত ; وَ-এবং ; هُمْ-তারা ; بِالْاٰخِرَةِ-(ب+ال+اخرة)-আখিরাতে ; هُمْ-যারা ; يُوْقِنُوْنَ-দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। ⑤أُولٰٓئِكَ-এরাই ; عَلٰى-ওপর রয়েছে ; هُدًى-সঠিক পথের ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; أُولٰٓئِكَ-এরা ; هُمُ-এরাই ;

১. অর্থাৎ এ আয়াতগুলো এমন কিতাবের যে কিতাবে জ্ঞানময় কথা ছাড়া অন্য কিছু নেই। কেননা এটা বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা আল্লাহর বাণী।

২. অর্থাৎ এ আয়াতগুলো একমাত্র তাদের জন্য দিকদর্শন ও অনুগ্রহ। যারা সৎকাজ করে এবং দিকদর্শন অনুসারে নিজেদের জীবন গড়ে এবং সেসব সৎকর্মপরায়ণ লোকেরাই এ আয়াতসমূহ থেকে লাভবান হতে পারে। আর যারা এ দিক নির্দেশনা মেনে চলতে নারাজ তাদের জন্য এটা অনুগ্রহ নয় অর্থাৎ তারা এ অনুগ্রহ থেকে লাভবান হতে পারবে না।

৩. আয়াতে সৎকর্মপরায়ণ বলে যাদেরকে বুঝানো হয়েছে, তাদের মধ্যে তিনটি গুণ থাকা অপরিহার্য ঃ

الْمُفْلِحُونَ ۞ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ

সফলকাম[৪]। ৬. মানুষের মধ্যে এমনও আছে[৫], যে অর্থহীন কথাবার্তা[৬] ক্রয় করে নেয়, যাতে সে গুমরাহ করতে পারে (মানুষকে)

الْمُفْلِحُونَ-সফলকাম। ⑥وَ-আর ; مِنَ-মধ্যে ; النَّاسِ-মানুষের ; مَنْ-এমনও আছে; يَشْتَرِي-কেনে নেয় ; لَهْوَ-অর্থহীন ; الْحَدِيثِ-কথাবার্তা ; لِيُضِلَّ-যাতে সে গুমরাহ করতে পারে (মানুষকে) ;

প্রথম গুণ হচ্ছে—নামায কায়েম করা। নিয়মিত নামায কায়েম করলে আল্লাহর হুকুম মেনে চলা সহজ হয়ে যায় এবং মনে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয়। যার ফলে আল্লাহর ইবাদত করা আদত বা স্থায়ী অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে—তারা যাকাত দেয়। যাকাত দেয়ার ফলে যাকাতদাতার মধ্যে আত্মত্যাগের খেয়াল সুদৃঢ় ও শক্তিশালী হয় ; দুনিয়াবী সম্পদের প্রতি মোহ শিথিল হতে থাকে এবং আল্লাহর সন্তোষ অর্জনের আকাঙ্খা মনে জেগে ওঠে।

তৃতীয় গুণ হচ্ছে—তারা আখিরাতে বিশ্বাস করে। আখিরাতে বিশ্বাস মানুষের জন্য এমন একটি গুণ, যা মানুষের জীবনের পুরো কর্মকাণ্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে। আখিরাতের বিশ্বাসের ফলে ব্যক্তির মধ্যে দায়িত্বের অনুভূতি জেগে ওঠে এবং আল্লাহর দরবারে জবাবদিহী করার মনোভাব সৃষ্টি হয়। এর ফলে মানুষ নিজেকে স্বেচ্ছাচারী মনে করে না। পশুত্বের পর্যায় থেকে মানুষ মনুষত্বের পর্যায়ে উন্নীত হয়। সে নিজেকে একজন মহা পরাক্রমশালী সর্বশক্তিমান মনিবের গোলাম মনে করে। মনিবের কাজে অবহেলা করলে বা তাঁর হুকুম পালনে গাফলতি করলে তাঁর সামনে জবাবদিহী করতে হবে—এ বিশ্বাস তার অন্তরে দৃঢ় হয়ে যায়। ফলে তার জীবনের সকল কাজই মনিবের হুকুম মত করার জন্য সে চেষ্টা করে।

৪. অর্থাৎ (হে কাফির-মুশরিকরা!) তোমরা যে মনে করেছো মুহাম্মদ স.-এর দাওয়াত গ্রহণকারী লোকেরা নিজেদের জীবনকে ধ্বংসে করে চলছে, তোমাদের এ ধারণা সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে তারাই সফলকাম। আর তোমরা যারা এ নবীর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করছো, তারাই ব্যর্থ হবে। সফলতার যে মানদণ্ড তোমরা নির্ধারণ করে রেখেছো তা সঠিক মানদণ্ড নয়। দুনিয়াতে অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য আসল সফলতা নয়, মৃত্যুর পরবর্তী অনন্তকালের জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারাই আসল সফলতা।

৫. এখানে মক্কার সেসব মুশরিক ব্যবসায়ীদের কথা বলা হয়েছে যারা দেশ থেকে দেশান্তরে ব্যবসা উপলক্ষে সফর করতো এবং বিভিন্ন দেশের সম্রাটদের ইতিহাস, সেসব দেশের লোককাহিনী বা রূপকথা মক্কায় নিয়ে আসতো। তারা লোকদেরকে বলতো যে, মুহাম্মদ স. তোমাদেরকে যেসব 'আদ-সামূদ প্রভৃতি জাতির কাহিনী শোনাচ্ছে তার চেয়ে উত্তম কাহিনী শোনাচ্ছি। এভাবে সে মুশরিকদেরকে রুস্তম ও ইসফেন্দিয়ার প্রমুখ সম্রাটের কাহিনী শোনাতো। এদের মধ্যে মক্কার মুশরিক ব্যবসায়ী নযর ইবনে হারেস উল্লেখযোগ্য (তাফসীরে রুহুল মাআনী)

عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ وَّيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ

কোনো জ্ঞান ছাড়াই[৭] আল্লাহর পথ থেকে ; আর বানিয়ে নেয় তাকে (আল্লাহর পথকে) হাসি-ঠাট্টার বিষয়[৮] ; তারাই—তাদের জন্যই রয়েছে

عَنْ-থেকে ; سَبِيْلِ-পথ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; بِغَيْرِ-ছাড়াই ; عِلْمٍ-কোনো জ্ঞান ; وَ - আর ; يَتَّخِذَهَا(يَتَّخِذ+ها)-বানিয়ে নেয় তাকে (আল্লাহর পথকে) ; هُزُوًا -হাসি-ঠাট্টার বিষয় ; اُولٰٓئِكَ-তারাই ; لَهُمْ-তাদের জন্যই রয়েছে ;

৬. অর্থহীন কথাবার্তা কিনে নেয়ার অর্থ সত্য কথার পরিবর্তে মিথ্যা গ্রহণ করা। সত্যের পথ নির্দেশনা না শুনে এমন কথার প্রতি আগ্রহী হওয়া যাদ্বারা আখিরাতের কোনো লাভতো নেই, দুনিয়ারও কোনো লাভ হয় না। নিজের অর্থ খরচ করে এমন বাজে গাল-গল্পের বই-পুস্তক কিনে নেয়ার মতো লোক রাসূলুল্লাহ স.-এর যুগেও ছিল। উল্লিখিত নযর ইবনে হারেস এমন একজন লোক ছিল। কুরাইশদের সকল চেষ্টা সত্ত্বেও যখন রাসূলুল্লাহ স.-এর দাওয়াত প্রসার হয়েই চললো তখন উক্ত ব্যক্তি কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে বললো যে, তোমাদের কৌশল কোনো কাজে আসবে না, তার দাওয়াতের মুকাবিলা আমিই করবো। তারপর সে ইরাক গিয়ে সেখান থেকে অনারব রাজা-বাদশাহদের মুখরোচক কিসসা-কাহিনী রুস্তম ও ইস্কেন্দিয়া সম্পর্কে বিভিন্ন কল্প কাহিনী সংগ্রহ করে নিয়ে আসে। অতপর সেসব কাহিনী শোনানোর জন্য আসর জমিয়ে তোলে। তার ধারণা ছিল যে, এসব কাহিনী শুনে লোকেরা কুরআনের বাণী শোনা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, ফলে মুহাম্মদ স.-এর দাওয়াতের প্রতি মানুষের মনে বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হবে। এ উদ্দেশ্যে সে গায়িকা বাঁদীকেও কিনে নিয়ে আসে। এসব বাঁদীদেরকে সেসব লোকের পেছনে লেলিয়ে দিতো, যাদের মনে ইসলামের দাওয়াত রেখাপাত করেছে বলে তার কাছে খবর আসতো। এভাবে সে মানুষকে দীনের দাওয়াত থেকে ফিরিয়ে রাখতে চেষ্টা চালাতো।

'লাহওয়াল হাদীস' তথা অর্থহীন কথাবার্তা সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেছেন যে, তা হলো গান। একথা তিনি তিনবার বলেছেন।

বিভিন্ন রাওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ স.-এর থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে এবং এসব হাদীসে তিনি ইরশাদ করেছেন—"গায়িকা মেয়েদের ক্রয়-বিক্রয় ও তাদের ব্যবসা করা হালাল নয় এবং তাদের দান নেয়াও হালাল নয়।"

তিনি আরও বলেছেন—"তাদের মূল্য খাওয়া হারাম।"

অন্য এক হাদীসে তিনি বলেছেন—"বাঁদীদেরকে গান-বাজনা শিক্ষা দেয়া এবং তাদের কেনা-বেচা করা হালাল নয় ; আর তাদের মূল্যও হারাম।"

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন—"যে ব্যক্তি গায়িকা বাঁদীদের আসরে বসে তার গান শুনবে, কিয়ামতের দিন সীসা গরম করে তার কানে ঢেলে দেয়া হবে।

عَذَابٌ مُّهِينٌ ⑦ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا

অপমানকর আযাব। ৭. আর যখন আমার আয়াত তার কাছে পাঠ করা হয়, তখন সে অহংকারী হিসেবে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন সে তা শুনতেই পায়নি

كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا ۖ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ⑧ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا

যেন তার কান দুটোতে রয়েছে বধিরতা ; অতএব তাকে সুখবর শুনিয়ে দিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির। ৮. নিশ্চয়ই যারা ঈমান এনেছে

عَذَابٌ-আযাব ; مُّهِينٌ-অপমানকর। ⑦ وَ-আর ; إِذَا-যখন ; تُتْلَىٰ-পাঠ করা হয় ; عَلَيْهِ-তার কাছে ; آيَاتُنَا-আমার আয়াত ; وَلَّىٰ-সে মুখ ফিরিয়ে নেয় ; مُسْتَكْبِرًا-অহংকারী হিসেবে ; كَأَنْ-যেন ; لَّمْ يَسْمَعْهَا-(لم يسمع+ها)-সে তা শুনতেই পায়নি; كَأَنَّ-যেন ; فِي أُذُنَيْهِ-(فى+اذنى+ه)-তার কান দু'টোতে রয়েছে ; وَقْرًا-বধিরতা ; فَبَشِّرْهُ-(ف+بشر+ه)-অতএব তাকে সুখবর শুনিয়ে দিন ; بِعَذَابٍ-(ب+عذاب)-শাস্তির; أَلِيمٍ-যন্ত্রণাদায়ক। ⑧ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ;

উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, সে যুগে গান-বাজনার আসর সম্পূর্ণরূপে বাঁদীদেরকে দিয়েই বসানো হতো। স্বাধীন ও ভদ্র ঘরের মেয়েরা এসব কাজে আসতো না। তাই রাসূলুল্লাহ স. গায়িকা বাঁদীদের একথা বলেছেন। আর 'মূল্য' দ্বারা তাদের 'ফী'-এর কথা বুঝিয়েছেন।

৭. অর্থাৎ এসব অজ্ঞ-মূর্খ জানেনা যে, তারা কি মূল্যবান জিনিস বাদ দিয়ে কিসব ধ্বংসকর জিনিস কিনে নিচ্ছে। একদিকে রয়েছে জ্ঞানপূর্ণ সঠিক দিক নির্দেশ সম্বলিত আল্লাহর বাণী যা সে বিনা মূল্যেই লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে ; কিন্তু সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। অপরদিকে রয়েছে অর্থহীন আজেবাজে চটুল কথাবার্তা ও গালগল্প যা তাদের চরিত্রকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। আবার এসব সে নিজের অর্থ খরচ করে কিনে নিয়ে আসছে।

অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, এসব অজ্ঞ-মূর্খ লোক কোনো জ্ঞান ছাড়াই মানুষকে পথ দেখাচ্ছে এবং আল্লাহর সৃষ্টিকে আল্লাহর পথ থেকে সরিয়ে নেয়ার চেষ্টা করে নিজের ওপর নিজেই যুলুম চালাচ্ছে।

৮. এখানে সেই মুশরিক নযর ইবনে হারেসের দিকে ইংগীত করা হয়েছে। অবশ্য সকল যুগেই তার মতো লেখকের সাক্ষাত পাওয়া যায়। এ লোকটি গান-বাজনা ও গাল-গল্পের আসর জমিয়ে আল্লাহর রাসূলের দীনের দাওয়াতকে হাসি ঠাট্টার বিষয়ে পরিণত করতে চেয়েছে। একদিকে রাসূলুল্লাহ স. আল্লাহর বাণী লোকদেরকে শোনাতে চাচ্ছেন, অন্যদিকে মূর্খ লোকটি সুন্দরী গায়িকার কণ্ঠে গানের আসর জমিয়ে বসেছে

وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتُ النَّعِيْمِ ۝٨ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۖ وَعْدَ اللّٰهِ حَقًّا ۖ

এবং নেক কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতসমূহ।[১০] ৯. তারা হবে সেখানে অনন্তকালের বাসিন্দা—আল্লাহর ওয়াদাই সত্য ;

وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝١٠ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَاَلْقٰى

আর তিনি হচ্ছেন পরাক্রমশালী-প্রজ্ঞাময়[১১]। ১০. তিনিই[১২] আসমানসমূহ কোনো স্তম্ভ ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন, তোমরা তা দেখতেই পাচ্ছো[১৩] এবং তিনি স্থাপন করে দিয়েছেন

فِي الْاَرْضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَمِيْدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ۖ وَ

যমীনে পাহাড়সমূহ যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে[১৪] এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সব ধরনের জীব-জন্তু ; আর

وَ-এবং ; عَمِلُوا-করেছে ; الصّٰلِحٰتِ-নেক কাজ ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; جَنّٰتُ- জান্নাতসমূহ ; النَّعِيْمِ-নিয়ামতপূর্ণ। ⑨ خٰلِدِيْنَ-তারা হবে অনন্তকালের বাসিন্দা ; فِيْهَا-সেখানে ; وَعْدَ-ওয়াদা-ই ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; حَقًّا-সত্য ; وَ-আর ; هُوَ-তিনি হচ্ছেন; الْعَزِيْزُ-পরাক্রমশালী ; الْحَكِيْمُ-প্রজ্ঞাময়। ⑩ خَلَقَ-তিনিই সৃষ্টি করেছেন ; السَّمٰوٰتِ-আসমানসমূহ ; بِغَيْرِ-ছাড়াই ; عَمَدٍ-কোনো স্তম্ভ ; تَرَوْنَهَا-(ترون+ها)- তোমরা তা দেখতেই পাচ্ছো ; وَ-এবং ; اَلْقٰى-তিনি স্থাপন করে দিয়েছেন ; فِي- الْاَرْضِ-যমীনে ; رَوَاسِيَ-পাহাড়সমূহ ; اَنْ تَمِيْدَ-যেন তা ঢলে না পড়ে ; بِكُمْ- তোমাদেরকে নিয়ে ; وَ-এবং ; بَثَّ-ছড়িয়ে দিয়েছেন ; فِيْهَا-তাতে ; مِنْ كُلِّ-সব ধরনের ; دَابَّةٍ-জীব-জন্তু ; وَ-আর ;

যাতে করে লোকেরা রাসূলের মুখে আল্লাহ, আখিরাত ও নৈতিক চরিত্র গঠনের কথা শোনার আগ্রহই হারিয়ে ফেলে।

৯. অর্থাৎ আল্লাহর আয়াত, তাঁর রাসূল ও দীনকে যারা লাঞ্ছিত করতে চায় তাদের জন্য এ আযাবই তাদের অপরাধের যথার্থ শাস্তি। সকল যুগের এ জাতীয় লোকদের জন্য এ শাস্তিই নির্ধারিত।

১০. 'নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত' অর্থ তারা জান্নাত এবং তার নিয়ামতসমূহ উভয়েরই মালিকানা লাভ করবে। এমন নয় যে, তাদেরকে শুধুমাত্র জান্নাতের নিয়ামতসমূহ ভোগ করতে দেয়া হবে, জান্নাতের মালিকানা তাদের থাকবে না। বরং তাদেরকে জান্নাত ও তার মধ্যস্থ সুখের যাবতীয় উপায়-উপকরণসহ সবই তাদের মালিকানায় দিয়ে দেয়া হবে।

১১. অর্থাৎ আল্লাহ তাঁর ওয়াদা পালনে এমন পরাক্রমশালী যে, কোনো শক্তিই তাঁকে ওয়াদা পালনে বিরত রাখতে পারে না। আর তিনি প্রজ্ঞাময়, তিনি যা করেন জ্ঞান ও

أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿١١﴾ هَٰذَا خَلْقُ اللَّهِ

আমি আসমান থেকে বর্ষণ করেছি পানি, অতপর তাতে (যমীনে) উৎপন্ন করেছি সব ধরনের উত্তম উদ্ভিদরাজী। ১১. এটা আল্লাহরই সৃষ্টি

فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۚ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝

অতএব তোমরা আমাকে দেখাও—তিনি ছাড়া অন্য যারা আছে তারা কি কি সৃষ্টি করেছে[১৫] ; বরং সেসব যালিমরা সুস্পষ্ট গুমরাহীর মধ্যে রয়েছে।[১৬]

أَنْزَلْنَا-আমি বর্ষণ করেছি ; مِنَ-থেকে ; السَّمَاءِ-আসমান ; مَاءً-পানি ; فَأَنْبَتْنَا-(ف+انبتنا)-অতপর উৎপন্ন করেছি ; فِيهَا-তাতে (যমীনে) ; مِنْ كُلِّ-সব ধরনের ; زَوْجٍ-উদ্ভিদরাজী ; كَرِيمٍ-উত্তম। (১১) هَٰذَا-এটা ; خَلْقُ-সৃষ্টি ; اللَّهِ-আল্লাহর ; فَأَرُونِي-(ف+اروني)-অতএব তোমরা আমাকে দেখাও ; مَاذَا-কি কি ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছে ; الَّذِينَ-তারা যারা আছে ; مِنْ دُونِهِ-(من دون+ه)-তিনি ছাড়া ; بَلِ-বরং ; الظَّالِمُونَ-যালিমরা ; فِي ضَلَالٍ-গুমরাহীতে রয়েছে ; مُبِينٍ-সুস্পষ্ট।

ন্যায়পরায়ণতার দাবি অনুযায়ীই করেন। তাই ঈমান ও সৎকাজের বিনিময় হিসেবে তিনি যে নিয়ামতপূর্ণ জান্নাত দেয়ার ওয়াদা করেছেন তা থেকে তাঁকে বিরত রাখার মতো কোনো শক্তিই নেই এবং এ বিনিময় দেয়াটা তাঁর জ্ঞান ও ন্যায়পরায়ণতার দাবি অনুযায়ী করেন। এমন তিনি করেন না যে, হকদারকে বঞ্চিত করে পক্ষপাতিত্ব করে কোনো অযোগ্যকে দিয়ে দেন। ঈমানদার ও নেককারদেরকে পুরস্কার স্বরূপ জান্নাত এজন্যই দেবেন যে, তারা এর হকদার।

১২. এখান থেকে শিরক-কে নির্মূল করে তাওহীদের দাওয়াত দেয়া হচ্ছে। আর এটাই ইতোপূর্বেকার আলোচনার মূলকথা।

১৩. অর্থাৎ এ বিশাল আসমান ও গ্রহ-নক্ষত্র কোনো স্তম্ভ বা খুঁটি ছাড়াই যে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তা-তো তোমরা তোমাদের সামনেই দেখতে পাচ্ছো। অথবা এগুলো যে স্তম্ভ সমূহের উপর রয়েছে তা চোখে দেখা যায় না। বর্তমান বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে, এ বিশাল সৌরজগত যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সাহায্যেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তা চোখে দেখা যায় না। এ শক্তিই আসমানের চন্দ্র-সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্রগুলোকে পরস্পরের সাথে সংযুক্ত রেখেছে। এ শক্তি চোখে দেখার মতো কিছু নয়।

১৪. কুরআন মাজীদে পাহাড় সৃষ্টির যেসব উপকারিতা সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে তন্মধ্যে অন্যতম হলো—যাবতীয় সৃষ্টিকে নিয়ে একদিকে ঢলে না পড়া। সূরা আন নাবায় বলা হয়েছে যে, পাহাড় দ্বারাই যমীনের থর থর কম্পন বন্ধ করা হয়েছে। (পাহাড়কে

পেরেকস্বরূপ ব্যবহার করা হয়েছে। পাহাড় সৃষ্টির এটা মুখ্য উদ্দেশ্য। এ ছাড়াও এর অনেক উপকারিতা রয়েছে।

১৫. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া অন্য যেসব উপাস্যকে তোমরা ডেকে থাকো এবং যাদের পূজা-উপাসনায় তোমরা মগ্ন হয়ে আছো। তাদের সৃষ্টি করা কিছু কি তোমরা দেখাতে পারো?

১৬. অর্থাৎ বিশ্ব-জাহান এবং এর মধ্যকার কোনো সৃষ্টি তাদের উপাস্যদের নেই। তাহলে তাদের স্রষ্টা নয় এমন সত্তাকে তারা আল্লাহর সার্বভৌমত্বে ও তাঁর গুণাবলীতে কিভাবে শরীক করতে পারে? এসব মিথ্যা উপাস্যদের সামনে মাথা নত করা, তাদের কাছে আবেদন নিবেদন পেশ করা, নিজেদের প্রয়োজন তাদের কাছে চাওয়া—এসবই এ মুশরিকদের নির্বুদ্ধিতা মাত্র। শুধু তা-ই নয় বরং এসব কর্মকাণ্ড তাদের প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতার প্রমাণ।

১ম রুকূ' (১-১১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন এক মহা জ্ঞানপূর্ণ কিতাব। জ্ঞানময় কথা ছাড়া এতে অন্য কিছু নেই। এর চেয়ে জ্ঞানময় কথা আর কিছু হতে পারে না এবং কখনো হবে না।

২. মানব জীবনের সার্বিক হিদায়াত তথা দিকনির্দেশনা এ কিতাবেই নিহিত রয়েছে।

৩. এ কিতাব বিশ্ব-বাসীর জন্য আল্লাহর সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ। যারা এর বিধি-নিষেধ অনুসারে নিজেদের জীবন গড়বে, তারাই হবে মুহসিন তথা সৎকর্মশীল।

৪. মুহসিন-এর গুণ হলো—তারা যথাযথভাবে নামায কায়েম করে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদের ২.৫% ভাগ হারে যাকাত দেয় এবং মৃত্যুর পর আবার জীবিত হয়ে তথা আখিরাতকে দৃঢ় ভাবে বিশ্বাস করে।

৫. মুহসিনরাই সঠিক পথে রয়েছে এবং দুনিয়া-আখিরাতে তারাই সফলকাম হবে।

৬. 'লাহওয়াল হাদীস' তথা অশ্লীল, অর্থহীন, চটুল, রসাত্মক গান, কথাবার্তা, কিসসা-কাহিনী যা দুনিয়া বা আখিরাতের কোনো কাজে আসে না এমন চর্চা, ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি বৈধ নয়।

৭. অশ্লীল গান-বাজনা, খেলাধুলা ও যৌন উদ্দীপক গল্প-উপন্যাস মানুষকে আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাত সম্পর্কে উদাসীন করে দেয়। তাই এসবের চর্চা, প্রচার-প্রসার, ব্যবসা ও বিনিময় মূল্য গ্রহণ ইত্যাদি কাজ কোনো ঈমানদার লোক করতে পারে না।

৮. হাদীসে রয়েছে গায়িকা মেয়েদের কেনা-বেচা তাদের মাধ্যমে ব্যবসা করা, গান-বাজনা শিক্ষা দেয়া, এমনকি তাদের দান গ্রহণ করাও হারাম। শুধু তাই নয়, এসব কাজের সহায়ক সকল তৎপরতাও হারাম।

৯. গান-বাজনার আসরে বসে গান শোনার শাস্তি হিসেবে আখিরাতে শ্রোতার কানে গরম সীসা ঢেলে দেয়া হবে। সুতরাং এসব থেকে-বিষের মত মনে করে বেঁচে চলতে হবে।

১০. যারা আল্লাহর আয়াতকে উপেক্ষা করে, আল্লাহর দীনের জ্ঞান অর্জনকে কোনো গুরুত্ব দেয় না, বরং দীনের আলোচনা কোথাও হতে থাকলে তা না শোনার ভান করে চলে যায়, তাদের জন্য আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে—এটা আল্লাহর ঘোষণা।

১১. যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর রাসূল নির্দেশিত সৎকাজ করেছে, তাদেরকে নিয়ামতে পরিপূর্ণ জান্নাতের মালিক বানিয়ে দেয়া হবে। এটাই চরম সফলতা। এ সফল অর্জনে ঈমানদারদের সদা-সচেষ্ট থাকা কর্তব্য।

১২. ঈমানদার সৎলোকেরা জান্নাতের বাসিন্দা হবে অনন্তকালের জন্য। তারা যেসব জান্নাতের মালিক হবে তা হবে তাদের চিরস্থায়ী মালিকানা। এ মালিকানা থেকে তাদেরকে কেউ হঠাতে পারবে না।

১৩. নেককার মু'মিনদেরকে জান্নাতের মালিকানা দেয়ার যে ওয়াদা আল্লাহ দিচ্ছেন, এ ওয়াদা কখনো খেলাফ হবে না ; কেননা আল্লাহর ওয়াদা-ই একমাত্র সত্য।

১৪. আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, সুতরাং তার ওয়াদা পালনে বাধা দেয়া বা ওয়াদা ভঙ্গে বাধ্য করার মতো কোনো শক্তির অস্তিত্ব বিশ্ব-জাহানে নেই।

১৫. আল্লাহর আয়াতের প্রতি উপেক্ষাকারী অপরাধীদেরকে শাস্তিদান এবং নেককার মু'মিনদেরকে জান্নাত দান তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা এবং ন্যায়-ইনসাফের নীতি অনুযায়ী যথার্থ। কেননা তিনিই একমাত্র প্রজ্ঞাময়।

১৬. আমাদের চোখের সামনে দৃশ্যমান আসমান কোনো স্তম্ভ বা খুঁটি ছাড়াই কায়েম রয়েছে—যমীনে পাহাড়সমূহ পেরেকের মতো গেড়ে দিয়ে যমীনকে কম্পন ও হেলে পড়া থেকে সংরক্ষণ করা হয়েছে। যমীনে সব ধরনের জীব-জন্তু ছাড়িয়ে দেয়া হয়েছে। আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে সব ধরনের উপকারী উদ্ভিদসমূহ উৎপন্ন করা হয়েছে। এসবইতো আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তাহলে মুশরিকরা যাদের পূজা করে, তারা কি কি সৃষ্টি করেছে তা তারা পেশ করুক। তারাতো একটি সৃষ্টিও দেখাতে পারবে না। সুতরাং মুশরিকরা পথভ্রষ্ট।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১১
আয়াত সংখ্যা-৮

⑫ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا لُقْمٰنَ الْحِكْمَةَ اَنِ اشْكُرْ لِلّٰهِ ۖ وَمَنْ يَّشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ ۚ

১২. আর নিঃসন্দেহে আমি[১৭] লুকমানকে হিকমত তথা সূক্ষ্মজ্ঞান দিয়েছিলাম। (বলেছিলাম) যে, আল্লাহর শোকরগুযারী করতে থাকো[১৮] ; আর যে শোকরগুযারী করে সে তো শোকরগুযারী করে নিজের জন্যই ;

⑫ وَ-আর ; لَقَدْ اٰتَيْنَا-নিঃসন্দেহে আমি দিয়েছিলাম ; لُقْمٰنَ-লুকমানকে ; الْحِكْمَةَ-হিকমত তথা সূক্ষ্মজ্ঞান ; اَنِ-যে ; اشْكُرْ-শোকরগুযারী করতে থাকো ; لِلّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; مَنْ-যে ; يَّشْكُرْ-শোকরগুযারী করে ; فَاِنَّمَا يَشْكُرُ-সেতো শোকরগুযারী করে ; لِنَفْسِهٖ-(ل+نفسه+ه)-নিজের জন্যই ;

১৭. ইতোপূর্বে জোরালো যুক্তি পেশ করে শিরকের অসারতা প্রমাণ করার পর মুশরিকদের সমাজে সুপরিচিত বিখ্যাত জ্ঞানী লুকমান সম্পর্কে বলা হচ্ছে যে, তোমাদের জানা জ্ঞানী ব্যক্তিত্ব লুকমান যেসব উপদেশ তাঁর পুত্রকে দিয়েছেন তাতেও শিরকের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না, সুতরাং শিরক ত্যাগ করে তাওহীদের দিকে তোমাদের ফিরে আসা উচিত।

লুকমান-এর পরিচয় সম্পর্কে ঐতিহাসিক মুহাম্মদ ইসহাক বলেছেন যে, তিনি ছিলেন লুকমান ইবনে বাউর ইবনে নাহুর ইবনে তারিখ তথা আযর (ইবরাহীম আ.-এর পিতা)। ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বাহ বলেছেন যে, তিনি ছিলেন হযরত আইউব (আ)-এর ভাতিজা। মুকাতিল বলেছেন যে, তিনি ছিলেন হযরত আইউব (আ)-এর খালাতো ভাই। ওয়াকেদী বলেছেন যে, তিনি হযরত দাউদ (আ)-এর পূর্বে বনী ইসরাঈলের কাযী ছিলেন। এছাড়াও লুকমান সম্পর্কে অনেক মতামত রয়েছে। আল্লাহ-ই ভালো জানেন তিনি কে ছিলেন। সে যা-ই হোক আল্লাহর কালাম মতে তিনি একজন তাওহীদবাদী সূক্ষ্মজ্ঞানের অধিকারী, সৎকর্মশীল, উপদেশদাতা, স্বচ্ছ চিন্তার অধিকারী ও সত্যের প্রচারক ছিলেন। আগেকার মুফাসসিরদের মধ্যে শুধুমাত্র ইকরামা-ই তাঁকে নবী বলেছেন। (লুগাতুল কুরআন)

১৮. অর্থাৎ সূক্ষ্মজ্ঞান ও অর্ন্তদৃষ্টি যেহেতু আল্লাহ-ই দিয়েছেন, তাই মানুষের কর্তব্য তাঁর শোকরগুযারী করা। এ শোকরগুযারী শুধুমাত্র মৌখিকভাবে করলে চলবে না ; অন্তর দিয়ে মুখে প্রকাশ করে এবং কাজে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে। অন্তরে আল্লাহর অনুগ্রহের স্বীকৃতিকে লালন করে মস্তিষ্কের চিন্তা-চেতনায় তাঁর অনুগ্রহের কথা সঞ্চারিত করতে হবে। মনে করতে হবে যে, আমার যা কিছু অর্জন তা সবই আল্লাহর দান। আর এটা হবে আন্তরিক শোকরগুযারী। আর কণ্ঠে থাকবে আল্লাহর অনুগ্রহের প্রকাশ্য ঘোষণা, যা হবে শোকরগুযারীর মৌখিক স্বীকৃতি। অবশেষে কর্মক্ষেত্রে

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿١٢﴾ وَإِذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يَعِظُهٗ يٰبُنَيَّ

আর যে না-শোকরী করে তবে আল্লাহ অবশ্যই অভাবমুক্ত সপ্রশংসিত[১৯]। ১৩. আর (স্মরণীয়) যখন লুকমান তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন তখন তিনি তাকে (পুত্রকে) উপদেশ দিচ্ছিলেন—হে পুত্র!

لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ ۗ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ ۚ

আল্লাহর সাথে তুমি শরীক করো না,[২০] অবশ্যই শিরক নিশ্চিত বড় যুলুম[২১]। ১৪. আর[২২] আমি মানুষকে তার মাতা-পিতা সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছি (তাঁদের সাথে সদাচার করতে)

وَ-আর ; مَنْ-যে ; كَفَرَ-না-শোকরী করে ; فَإِنَّ-তবে অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; غَنِيٌّ-অভাবমুক্ত ; حَمِيدٌ-সপ্রশংসিত।(১৩)وَ-আর (স্মরণীয়) ; إِذْ-যখন ; قَالَ-বলেছিলেন ; لُقْمٰنُ-লুকমান ; لِابْنِهٖ-(ل+ابن+ه)-তাঁর পুত্রকে ; وَ-তখন ; هُوَ-তিনি; يَعِظُهٗ-(يعظ+ه)-তাকে উপদেশ দিচ্ছিলেন ; يٰبُنَيَّ-হে পুত্র! لَا تُشْرِكْ-তুমি শরীক করো না ; بِاللّٰهِ-আল্লাহর সাথে ; إِنَّ-অবশ্যই ; الشِّرْكَ-শিরক ; لَظُلْمٌ-নিশ্চিত যুলম ; عَظِيمٌ-বড়।(১৪)وَ-আর ; وَصَّيْنَا-আমি নির্দেশ দিয়েছি ; الْإِنْسَانَ-মানুষকে ; بِوَالِدَيْهِ-(ب+والدى+ه)-তার মাতা-পিতা সর্ম্পকে (তাদের সদাচার করতে) ;

আল্লাহর হুকুম অনুসারে জীবনযাপন করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট থেকে, তাঁর দেয়া নিয়ামতসমূহ তাঁর বান্দাহদের নিকট পৌঁছে দিয়ে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহকারীদের মুকাবেলায় সংগ্রাম করে কার্যক্ষেত্রে শোকরগুযারী করতে হবে।

১৯. অর্থাৎ কেউ আল্লাহর নিয়ামতের না-শোকরী করলে তা তার নিজের জন্যই ক্ষতিকর। আল্লাহর শোকরগুযারী হলে যেমন আল্লাহর কোনো লাভ নেই, তেমনি তাঁর না-শোকরী করলেও তাঁর কোনো ক্ষতি নেই। মানুষকে দেয়া যাবতীয় নিয়ামত যে, একমাত্র তাঁরই দয়ার দান-এ সত্যে কোনো পরিবর্তন ঘটানো কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

২০. হযরত লুকমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ হলো শিরক থেকে দূরে থাকা। তাঁর নসীহত করা থেকে প্রমাণিত হয় যে, শিরক মূলতই একটি জঘন্য কাজ। আল্লাহ তাআলা তাই এটা সবচেয়ে বড় যুলম আখ্যায়িত করেছেন। হযরত লুকমান যেখানে তাঁর নিজের সন্তানের কল্যাণ কামনায় তাকে শিরক থেকে দূরে থাকার উপদেশ দিয়েছেন সেখানে মক্কার কুরাইশ মুশরিকরা তাদের সন্তানদের শিরকী ধর্মের ওপর দৃঢ় থাকার এবং মুহাম্মদ স.-এর তাওহীদের দাওয়াতের বিরোধিতা করা ও তা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করছিল। অথচ তাদের আলাপ-আলোচনার এবং কাব্য চর্চার এক বিরাট অংশ হযরত লুকমানের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার বিষয় জুড়ে থাকতো। আল্লাহ তাআলা তাই হযরত লুকমানের উপদেশ উল্লেখ করে মুশরিকদেরকে সচেতন করতে চেয়েছেন যে, তোমরা যে লুকমানের প্রশংসায় মুখর, সেই লুকমানইতো তার পুত্রকে শিরক থেকে

حَمَلَتْهُ اُمُّهٗ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصٰلُهٗ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ ۭ

তার মাতা তাকে গর্ভে ধারণ করেছে কষ্টের ওপর কষ্ট করে, আর দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে[২৩], অতএব আমার শোকরগুজারী করো এবং তোমার মাতা-পিতারও ;

اِلَىَّ الْمَصِيْرُ ۝ وَاِنْ جَاهَدٰكَ عَلٰٓى اَنْ تُشْرِكَ بِىْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ

আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন (হবে)। ১৫. আর যদি তাঁরা (তোমার মাতাপিতা) তোমাকে চাপ দেয় (এর) ওপর যেন তুমি আমার সাথে শরীক সাব্যস্ত করো এমন কিছুকে যে সম্পর্কে তোমার কোনো জ্ঞান নেই[২৪],

حَمَلَتْهُ-(حملت+ه)-তাকে গর্ভে ধারণ করেছে ; اُمُّهٗ-(ام+ه)-তার মাতা ; وَهْنًا- কষ্ট করে ; عَلٰى-ওপর ; وَهْنٍ-কষ্টের ; وَ-আর ; فِصٰلُهٗ-(فصال+ه)-তার দুধ ছাড়ানো হয় ; فِىْ عَامَيْنِ-দু'বছরে ; اَنِ-অতএব ; اشْكُرْ-শোকরগুযারী করো ; لِىْ-আমার; وَ-এবং ; لِوَالِدَيْكَ-(ل+والدى+ك)-তোমার মাতাপিতারও ; اِلَىَّ-আমার কাছেই; الْمَصِيْرُ-(তোমার) প্রত্যাবর্তন (হবে)। ⑮ وَ-আর ; اِنْ-যদি ; جَاهَدٰكَ-(جاهد+ك)- তোমাকে চাপ দেয় ; عَلٰٓى-(এর) ওপর ; اَنْ-যেন ; تُشْرِكَ-তুমি শরীক সাব্যস্ত কর; بِىْ-আমার সাথে ; مَا-এমন কিছুকে ; لَيْسَ-নেই ; لَكَ-তোমার ; بِهٖ-যে সম্পর্কে ; عِلْمٌ-কোন জ্ঞান ;

বিরত থাকার জন্য উপদেশ দিয়েছেন, অথচ তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকেই শিরকে ডুবে থাকতে বাধ্য করেছো ?

২১. 'যুলম'-এর অর্থ অত্যাচার, বে-ইনসাফী, শিরক, গুনাহ। এর আসল অর্থ অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা ও সীমালংঘন করা। এজন্য ওলামায়ে কিরাম বিশ্লেষণ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যুলম-এর সংঘটন অসম্ভব। কেননা বিশ্ব জাহানের সবকিছুর ওপর তাঁর একক মালিকানা প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তিনি নিজ রাজ্যে যা কিছুই করেন তা-ই ইনসাফপূর্ণ।

২২. আল্লাহ তাআলা এ ১৪ আয়াত ও ১৫ আয়াতে নিজের পক্ষ থেকে হযরত লুকমানের উপদেশাবলীর অতিরিক্ত ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

২৩. মাতা-পিতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার ও তাঁদেরকে মান্য করা ফরয। এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা সেই নির্দেশ দান করেছেন। এখানে পিতার চেয়ে মাতার হককে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ মাতা সন্তানের আবির্ভাব ও অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট বরদাশত করেছেন। নয় মাস তাকে উদরে রেখে তার রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন এবং এ কারণে ক্রমবর্ধমান দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছেন। আবার ভূমিষ্ট হওয়ার পর দু'বছর পর্যন্ত স্তন্যদানের কঠিন ঝামেলা তাঁকে পোহাতে হয়েছে। ফলে তাঁর দুর্বলতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। অপরদিকে পিতা এসব ঝামেলা থেকে মুক্ত থেকেছে।

فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ

তবে তুমি তাদের কথা মানবে না এবং দুনিয়াতে তাদের সাথে বসবাস করো সদ্ভাবে; আর মেনে চলো তার পথ যে ফিরে এসেছে

إِلَيَّ ۚ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٦﴾ يَا بُنَيَّ إِنَّهَا

আমার দিকে ; অতপর তোমাদের প্রত্যাবর্তনতো হবে আমার কাছেই।[২৫] তখন আমি সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো যা তোমরা করতে[২৬]। ১৬. (লুকমান[২৭] বলেছিল) হে পুত্র! নিশ্চয় তা

فَلَا تُطِعْهُمَا-(ف+لاتطعهما)-তবে তুমি তাদের কথা মানবে না ; وَ-এবং ; صَاحِبْهُمَا-তাদের সাথে বসবাস করো ; فِي الدُّنْيَا-দুনিয়াতে ; مَعْرُوفًا-সদ্ভাবে ; وَ-আর ; اتَّبِعْ-মেনে চলো ; سَبِيلَ-পথ ; مَنْ-তার যে ; أَنَابَ-ফিরে এসেছে ; إِلَيَّ-আমার দিকে ; ثُمَّ-অতপর ; إِلَيَّ-আমার কাছেই ; مَرْجِعُكُمْ-(مرجع+كم)-তোমাদের প্রত্যাবর্তন তো হবে ; فَأُنَبِّئُكُمْ-(ف+انبئ+كم)-তখন আমি তোমাদেরকে জানিতে দেবো ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ-তোমরা করতে।(১৬) يَا بُنَيَّ-হে পুত্র ! إِنَّهَا-(ان+ها)-নিশ্চয়ই তা ;

এখানে সন্তানের দুধপানের মেয়াদ দু'বছর উল্লেখিত হয়েছে। এ থেকে ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ র. মত প্রকাশ করেছেন যে, সন্তানের দুধপানের মেয়াদ দু'বছর। এ দু'বছর মেয়াদের মধ্যে শিশুটি যদি অন্য কোনো মহিলার দুধ পান করে তবে সে মহিলা শিশুটির মায়ের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং তার আপন মায়ের দিক থেকে তার সাথে যাদের সাথে বিবাহ হারাম ছিল এ দুধ-মায়ের দিক থেকেও দুধমা'র সংশ্লিষ্ট লোকদের সাথে তার বিবাহ হারাম হয়ে যায়। ইমাম আবু হানীফা র. আড়াই বছর পর্যন্ত বাড়ানোর অভিমত প্রকাশ করেছেন।

২৪. অর্থাৎ তোমার মাতাপিতা যদি আল্লাহর সাথে শরীক করতে তোমাকে বাধ্য করে, তখন আল্লাহর নির্দেশ হলো তাদের কথা মানা যাবে না। তবে আল্লাহর নির্দেশ মানতে গিয়ে মাতা-পিতার সাথে কটু ভাষায় বাদানুবাদ করা যাবে না, বরং নরম ভাষায় তাদের সাথে আচরণ করতে হবে এবং তাদের সেবাযত্ন করা ও তাদের জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের ক্ষেত্রে কার্পণ্য করা যাবে না।

২৫. অর্থাৎ মাতা-পিতা ও সন্তান-সন্ততি সবাইকে একদিন আমার সামনে হাজির হতে হবে, তখন তোমাদের দুনিয়ার কাজকর্মের ফিরিস্তি তোমাদের সামনে তুলে ধরা হবে।

২৬. মাতা-পিতার সাথে সদাচারের ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ সম্পর্কে সূরা আনকাবুতের ৮ আয়াতের টীকা দ্রষ্টব্য।

إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ

যদি (কোনো কিছু) হয় সরিষার দানা পরিমাণও এবং
তা যদি পাথরের মধ্যেও থাকে অথবা

فِي السَّمٰوٰتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللّٰهُ ۚ إِنَّ اللّٰهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۝

(থাকে) আসমানে কিংবা যমীনে (কোথাও), আল্লাহ তা বের করে নিয়ে আসবেন[২৮];
নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী, সব বিষয়ের খবরদার।

۝١٧ يٰبُنَيَّ أَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا أَصَابَكَ ۖ

১৭. হে পুত্র! নামায কায়েম করো এবং নেক কাজের আদেশ দাও ও মন্দকাজ থেকে
বিরত রাখো, আর যে বিপদ-মসীবত তোমার ওপর আসে তাতে সবর করো[২৯] ;

إِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝١٧ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ

নিশ্চয় এটা হলো দৃঢ় সংকল্পের বিষয়[৩০]। ১৮. আর তুমি মানুষের প্রতি অহংকার
বশে তোমার মুখ ফিরিয়ে থেকো না[৩১] এবং বিচরণ করো না

إِنْ-যদি ; تَكُ-তা (কোন কিছু) হয় ; مِثْقَالَ-পরিমাণও ; حَبَّةٍ-দানা ; مِّنْ خَرْدَلٍ-সরিষার ; فَتَكُنْ-(ف+تكن)-এবং তা থাকে ; فِي-মধ্যেও ; صَخْرَةٍ-পাথরের ; أَوْ-অথবা ; فِي السَّمٰوٰتِ-(فى+ال+سموت)-(থাকে) আসমানে ; أَوْ-কিংবা ; فِي الْأَرْضِ-(فى+ال+ارض)-যমীনে (কোথাও) ; يَأْتِ-বের করে নিয়ে আসবেন ; بِهَا-তা ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَطِيفٌ-অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী ; خَبِيرٌ-সব বিষয়ের খবরদার। ⑰ يٰبُنَيَّ-হে পুত্র! أَقِمِ-কায়েম করো ; الصَّلٰوةَ-নামায ; وَ-এবং; أْمُرْ-আদেশ দাও ; بِالْمَعْرُوفِ-নেক কাজের ; وَ-ও ; انْهَ-বিরত রাখো ; عَنِ-থেকে ; الْمُنْكَرِ-মন্দকাজ ; وَ-আর ; اصْبِرْ-সবর কারো ; عَلٰى-ওপর ; مَا-যে; তাতে ; أَصَابَكَ-(اصاب+ك)-বিপদ-মসীবত তোমার ওপর আসে ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; ذٰلِكَ-এটা হলো ; مِنْ عَزْمِ-দৃঢ় সংকল্পের ; الْأُمُورِ-বিষয়। ⑱ وَ-আর ; لَا تُصَعِّرْ-তুমি অহংকার বশে ফিরিয়ে থেকো না ; خَدَّكَ-(خد+ك)-তোমার মুখ ; لِلنَّاسِ-মানুষের প্রতি ; وَ-এবং ; لَا تَمْشِ-বিচরণ কারো না ;

২৭. হযরত লুকমানের উপদেশ উল্লেখ করে আল্লাহ তাআলা বুঝাতে চেয়েছেন যে, মুহাম্মদ স. আকীদা-বিশ্বাস ও নীতি-নৈতিকতার যে শিক্ষা তোমাদেরকে দিতে চাচ্ছেন, তা-তো নতুন কোনো কথা নয়। লুকমানের উপদেশতো তোমরা ভালোই জানো।

فِي الْأَرْضِ مَرَحًا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿١٨﴾ وَاقْصِدْ

দুনিয়াতে গর্বভরে[৩২] ; আল্লাহ কখনো কোনো দাম্ভিক অহংকারীকে ভালোবাসেন না[৩৩]। ১৯. আর তুমি অবলম্বন করবে মধ্যমপন্থা

فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ﴿١٩﴾

তোমার চলনে এবং তোমার গলার আওয়াজ নিচু রাখবে[৩৪] ; নিঃসন্দেহে আওয়াজ-সমূহের মধ্যে গাধার আওয়াজই সবচেয়ে অপসন্দনীয়[৩৫]।

فِي الْأَرْضِ-দুনিয়াতে ; مَرَحًا-গর্বভরে ; إِنَّ-কখনো ; اللَّهَ-আল্লাহ ; لَا يُحِبُّ-ভালোবাসেন না ; كُلَّ-কোনো ; مُخْتَالٍ-দাম্ভিক ; فَخُورٍ-অহংকারীকে। ⑲ وَ-আর ; اقْصِدْ-তুমি অবলম্বন করবে মধ্যম পন্থা ; فِي مَشْيِكَ-(فى+مشى+ك)-তোমার চলনে; وَ-এবং ; اغْضُضْ-নিচু রাখবে ; مِن صَوْتِكَ-(من+صوت+ك)-তোমার আওয়াজ ; إِنَّ-নিঃসন্দেহে ; أَنكَرَ-সবচেয়ে অপসন্দনীয় ; الْأَصْوَاتِ-আওয়াজসমূহের মধ্যে ; لَصَوْتُ-আওয়াজ-ই ; الْحَمِيرِ-গাধার।

২৮. অর্থাৎ তোমাদের আকীদা-বিশ্বাস থাকতে হবে যে, কোনো অণু-পরিমাণ বস্তুও আল্লাহর অগোচরে নেই, যদিও তা পাথরের মধ্যে অথবা আসমানে বা যমীনের অভ্যন্তরে কোথাও লুকিয়ে থাকুক না কেন। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর কোনো বস্তু যেমন আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে থাকতে পারে না, তেমনি তুমি কোথাও কোন অবস্থায় সৎ বা অসৎ কোনো কাজ করতে পারো না, যা আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে থেকে যায়। শুধু তাই নয়, যখন তিনি তোমাদের হিসেব নেবেন, তখন তিনি তা তোমাদের সামনে নিয়ে আসবেন। এমনকি তোমাদের সামান্য অঙ্গ সঞ্চালনের রেকর্ড পর্যন্ত তোমাদের সামনে পেশ করবেন।

২৯. অর্থাৎ তুমি যখন সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা চালাবে, তখন তোমার ওপর বিপদ-মসীবত অনিবার্যভাবে আসতে থাকবে। এমতাবস্থায় তোমাকে সবর করতে হবে।

৩০. অর্থাৎ সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখার কাজ অত্যন্ত দৃঢ় মনোবল ও সাহসিকতার কাজ। দুর্বল হৃদয়, ভীরু কাপুরুষ লোকদের পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়।

৩১. صعر ধাতু থেকে لَا تُصَعِّرْ শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। এর দ্বারা উটের এক প্রকার রোগ বুঝানো হয়ে থাকে, এ রোগ হলে উটের ঘাড় একদিকে বেঁকে যায়। যেমন মানুষের খিচুনী রোগে মুখ বাঁকা হয়ে যায়। এর অর্থ চেহারা অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখা। মানুষের সাথে সাক্ষাত বা কথোপকথনের সময় একদিকে মুখ ফিরিয়ে রাখা, যা তাদের প্রতি অবজ্ঞা-উপেক্ষা ও অহংকারের শামিল এবং ভদ্রোচিত স্বভাব ও আচরণের বিরোধী।

৩২. অর্থাৎ ঔদ্ধত্যের সাথে যমীনে বিচরণ করো না। আল্লাহ ভূমিকে যাবতীয় সৃষ্ট বস্তু থেকে বিনত করে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের সৃষ্টিও এ ভূমির মাটি থেকেই। তোমরা এর ওপর দিয়েই চলাচল করে থাক। সুতরাং নিজের সৃষ্টির নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝতে চেষ্টা করো। আত্মাভিমানীদের মতো অহংকার ভরে ভূমিতে চলাফেরা করো না।

৩৩. 'মুখতাল' সেই ব্যক্তি যে নিজেকে বড় কিছু মনে করে। আর 'ফাখূর' সেই ব্যক্তি, যে নিজের বড়াই অন্যের কাছে করে। মানুষের আচার-আচরণে ঔদ্ধত্য তখনই প্রকাশ পায় যখন তার নিজের শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্বাস তার নিজের মাথায় প্রবেশ করে। আর তখনই সে অপর লোকদের কাছে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ব্যাপারটি বুঝাতে চেষ্টা করে।

৩৪. অর্থাৎ নিজ চলা-ফেরায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, দৌড়-ঝাপ করো না যা সভ্যতা ও শালীনতা বিরোধী। হাদীসে আছে দ্রুতগতিতে চলা মুমিনের সৌন্দর্য ও মর্যাদা হানিকর। এভাবে চলার কারণে নিজেও দুর্ঘটনায় পড়তে পারে এবং অপরের দুর্ঘটনার কারণও হতে পারে। আবার অত্যধিক মন্থর গতিতে চলাও ঠিক নয় ; কারণ এভাবে চলা গর্বিত ও অহংকারী লোকদের অভ্যাস।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন যে, সাহাবায়ে কিরামকে ইহুদীদের মতো দৌড়াতে বারণ করা হতো এবং খৃস্টানদের মতো ধীরগতিতে চলতেও বারণ করা হতো।

হযরত আয়েশা রা. এক ব্যক্তিকে অত্যন্ত ধীর গতিতে চলতে দেখলেন যেন লোকটি এক্ষণি পড়ে যাবে। তিনি তার এভাবে চলার কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, সে একজন ক্বারী ও আলেম (অর্থাৎ কুরআন অধ্যয়ন, শিক্ষাদান ও ইবাদত করায় মশগুল থাকেন) একথা শুনে তিনি (আয়েশা) বললেন যে, ওমর রা. ছিলেন কারীদের নেতা, তিনি পথ চলতে মধ্যম গতিতে চলতেন এবং কথা বলার সময় এমন আওয়াজে বলতেন যাতে লোকেরা শুনতে পায়। সুতরাং চাল-চলনে ও কথা-বার্তায় মধ্যম পন্থা অনুসরণ করতে হবে অর্থাৎ অতিদ্রুত বা অতি ধীরে চলার মধ্যে উভয় অবস্থায় কৃত্রিমতার প্রকাশ ঘটে। আবার কথা বলার মধ্যেও খুব জোরে বা একেবারে নিম্নস্বরে কথা বলার কৃত্রিমতার আভাস পাওয়া যায়, তাই উভয় পন্থা পরিহার করে স্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

৩৫. অর্থাৎ অহংকার ও ভীতি প্রদর্শন প্রকাশ পায় এমন উচ্চৈস্বরে গলা ফাটিয়ে কথা বলা অথবা অন্যকে অপমানিত ও সন্ত্রস্ত করার জন্য গাধার মতো বিকট স্বরে কথা বলাটাই আপত্তিকর। মানুষকে কখনো গলার আওয়াজ বড় করতেই হয়, আবার নীচুস্বরে কথা বললেও প্রয়োজন মেটে। যেমন বেশী লোকের মধ্যে কথা বললে একটু জোরে না বললে কথা সকলেই শুনতে পাবে না। অপরদিকে কম লোকের মধ্যে কথা বললে নীচু স্বরে বললেও সবাই শুনতে পারে। সুতরাং এ আয়াতে হযরত লুকমানের যে উপদেশ রয়েছে তার অর্থ এটা নয় যে, মানুষ সব সময়ই নীচু স্বরে কথা বলবে এবং কখনো জোরে কথা বলবে না। রুকূ'র শেষ দুটো আয়াতে লুকমান তাঁর পুত্রকে চারটি সামাজিক শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছেন ঃ

(১) মানুষের সাথে অহংকারবশত মুখ ঘুরিয়ে কথা বলতে বারণ করেছেন। (২) ভূ-পৃষ্টে অহংকারভরে বিচরণ করতে বারণ করেছেন। (৩) সকল ব্যাপারে মধ্যবর্তী চাল-চলন অবলম্বন করতে উপদেশ দিয়েছেন। (৪) উচ্চৈস্বরে চীৎকার করে কথা বলতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

২য় রুকূ' (১২-১৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মুফাসসিরীনে কিরামের মতে হযরত লুকমান নবী ছিলেন না। তিনি আল্লাহ প্রদত্ত সূক্ষ্মজ্ঞানের অধিকারী তাওহীদের প্রচারক আল্লাহর একজন নেক বান্দাহ ছিলেন।

২. হযরত লুকমান তাঁর পুত্রকে যেসব উপদেশ দিয়েছিলেন, এ রুকূতে সেসব উপদেশ বর্ণিত হয়েছে।

৩. মক্কার মুশরিকরা লুকমান সম্পর্কে জানতো। তাদের আলাপ-আলোচনায়, কাব্য-সাহিত্যে তার উল্লেখ-উদ্ধৃতি থাকতো, তাই তাদেরকে তাঁর উপদেশ শুনিয়ে দীনের পথে আনার জন্য তাঁর উপদেশমালা তাদেরকে শোনানো হয়েছে।

৪. লুকমানের উপদেশমালার সারকথাগুলো ছিল নিম্নরূপ—

এক ঃ আল্লাহর সাথে তাঁর সার্বভৌম সত্তা ও তাঁর গুণাবলীতে অন্য কোনো কিছুকে বা কাউকে শরীক করা যাবে না।

দুই ঃ শিরক হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুলুম। আল্লাহ কাউকে একান্তভাবে তাওবা করে শিরক থেকে ফিরে আসা ছাড়া তা ক্ষমা করেন না।

তিন ঃ আল্লাহর নির্দেশ পালনের সাথে সাথে মাতা-পিতার সাথে সদাচার করতে হবে। মাতা-পিতার সদাচারণ করা আল্লাহর ইবাদতের পরবর্তী ফরয কাজ।

চার ঃ সদাচারণের ক্ষেত্রে পিতার চেয়ে মাতার অধিকার অগ্রে ও অধিক। কারণ গর্ভে ধারণ থেকে শুরু করে দুধ ছাড়ানো পর্যন্ত অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট মাতা-ই ভোগ করেছেন।

পাঁচ ঃ সন্তানের দুধপানের মেয়াদ দু'বছর। তবে ইমাম আযম আবু হানিফা (র)-এর মতে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে আড়াই বছর পালন করতে হবে।

ছয় ঃ আল্লাহর শোকরগুজার হতে হবে এবং মাতা-পিতার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। এটা আল্লাহর নির্দেশ।

সাত ঃ আল্লাহর নির্দেশকে কতটুকু আন্তরিকতার সাথে পালন করেছিল তার হিসেব আল্লাহ অবশ্যই নেবেন। কেননা আমাদের সবাইকে আল্লাহর নিকটই ফিরে যেতে হবে।

আট ঃ মাতা-পিতা যদি আল্লাহর সাথে শরীক করার ব্যাপারে বাধ্য-বাধকতা আরোপ করতে চায় তাহলে তাঁদের আদেশের আনুগত্য করা যাবে না।

নয় ঃ মাতা-পিতা মুশরিক হলেও তাদের সাথে সদাচারণ করে যেতে হবে। তাদের জন্য ব্যয় বরাদ্ধ কমানো যাবে না। তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস করতে হবে। কিন্তু আনুগত্য করতে হবে নবী-রাসূলদের শিক্ষায় আলোকিত ব্যক্তির।

দশ ঃ সকল মানুষের এ দুনিয়ার কাজ-কর্মের হিসাব আল্লাহর নিকট রয়েছে এবং সবাইকে তাঁর নিকট ফিরে যেতে হবে। তখন সবার কাজের হিসেব তাদের সামনে পেশ করা হবে।

এগার ঃ সরিষার দানার চেয়ে সূক্ষ্ম কোনো বস্তু হলেও এবং তা পাথরের মধ্যে অথবা আসমান-যমীনের কোনো গোপন স্থানে লুকিয়ে থাকলেও আল্লাহ তা যথাসময়ে বের করে আনবেন।

বার ঃ মানুষের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোনো গুনাহ বা সৎকর্ম আল্লাহর অগোচরে ঘটতে পারে না ; সুতরাং মানুষের সকল কর্মতৎপরতা-ই শেষ বিচারের দিন তাদের সামনে পেশ করা হবে।

তের ঃ নামায কায়েমে সদা সচেতন থাকতে হবে।

চৌদ্দ ঃ সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজ থেকে বিরত রাখার আন্দোলনে সদা সক্রিয় থাকতে হবে।

পনের ঃ সৎকাজ প্রতিষ্ঠিত ও মন্দকাজ নির্মূলের সংগ্রামে বিপদ-মসিবত আসা অপরিহার্য। এমতাবস্থায় সবর ও দৃঢ় মনোবল নিয়ে এ কাজে এগিয়ে যেতে হবে।

ষোল ঃ এ পথে অহংকার বশত মানুষের সাথে কথা বলা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখা যাবে না। তাহলে সৎকাজে আদেশ ও মন্দ কাজ থেকে বারণের কাজ ফলপ্রসূ হবে না।

সতের ঃ চাল-চলন ও আচার-আচরণে ভদ্রতা ও বিনয় অবলম্বন করতে হবে। কখনো গর্বিত পদভারে বিচরণ করা যাবে না।

আঠার ঃ সকল ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করতে হবে। আল্লাহ দাম্ভিক-অহংকারীকে ভালোবাসেন না।

উনিশ ঃ অতি উচ্চৈস্বরে বা অতি নিম্নস্বরে কথা বলা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য নয়। সুতরাং কথা বলার সময়ও গলার আওয়াজকে প্রয়োজন অনুসারে মধ্যম আওয়াজে কথা বলতে হবে।

বিশ ঃ গাধার মতো কর্কশ ও উচ্চৈস্বরে কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা সবচেয়ে অপসন্দনীয় আওয়াজ হলো গাধার আওয়াজ।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-১২
আয়াত সংখ্যা-১১

⑳ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ

২০. তোমরা কি দেখ না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিয়োজিত রেখেছেন যাকিছু আছে আসমানে এবং যাকিছু আছে যমীনে,[৩৬] আর তিনিই সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন

عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ

তোমাদের প্রতি তাঁর (সকল) প্রকাশ্য ও গোপন নিয়ামতরাজী[৩৭] ; আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ্ সম্পর্কে বিতর্ক করে[৩৮]

⑳ أَلَمْ تَرَوْا-(ا+لم تروا)-তোমরা কি দেখ না ; أَنَّ-নিঃসন্দেহে ; اللَّهَ-আল্লাহ ; سَخَّرَ-নিয়োজিত রেখেছেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مَا-যা কিছু আছে ; فِي ; السَّمَٰوَٰتِ-আসমানে ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু আছে ; فِي الْأَرْضِ-যমীনে ; وَ-আর ; أَسْبَغَ-তিনিই সম্পূর্ণ করে দিয়েছেন ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ; نِعَمَهُ-(نعم+ه)-তাঁর নিয়ামতরাজী ; ظَاهِرَةً-(সকল) প্রকাশ্য ; وَ-ও ; بَاطِنَةً-গোপন ; وَ-আর ; مِنَ-মধ্যে; النَّاسِ-মানুষের ; مَنْ-কিছু (লোক) আছে যারা ; يُجَادِلُ-বিতর্ক করে ; فِي اللَّهِ-আল্লাহ সম্পর্কে ;

৩৬. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীনের মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তুরাজিকে মানুষের উপকারের জন্য নিয়োজিত করেছেন। এর মধ্যে কিছু কিছু বস্তুকে মানুষের পুরোপুরি অনুগত করে দিয়েছেন, মানুষ সেসব বস্তুকে নিজ প্রয়োজন অনুসারে ইচ্ছামতো ভোগ-ব্যবহার করতে পারে। যেমন, পানি, মাটি, আগুন, উদ্ভিদ ও খনিজ পদার্থ ইত্যাদি। আবার কিছু কিছু জিনিসকে একটা নিয়মের অধীন করে দিয়েছেন, যার ফলে মানুষ সেগুলো থেকে উপকৃত হচ্ছে ; কিন্তু সেগুলোকে মানুষ নিজ ইচ্ছামতো পরিচালনা বা পরিবর্তনের ক্ষমতা লাভ করেনি। যেমন-চাঁদ, সুরুজ, বায়ু, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদি।

৩৭. অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর পক্ষ থেকে যেসব নিয়ামত ভোগ করছে, তার কিছু কিছু নিয়ামত সম্পর্কে সে অনুভব করতে পারে যে, এগুলো আল্লাহর নিয়ামত। এগুলো হলো প্রকাশ্য নিয়ামত। আবার এমন অসংখ্য নিয়ামত রয়েছে যা মানুষের দৃষ্টির অগোচরে এমন কি তার জ্ঞানের বাইরে। এগুলো হলো—গোপন নিয়ামত। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে মানুষ এসব গোপন নিয়ামতের যৎকিঞ্চিত পরিচয় লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু এখনো যেসব নিয়ামতের পরিচয় মানুষের কাছে গোপন রয়েছে তার সংখ্যা সীমাহীন। সেসব নিয়ামত সম্পর্কে মানুষ কিছুই জানে না। মানুষ জানে

بِغَيْرِ عِلْمٍ وَّلَا هُدًى وَّلَا كِتٰبٍ مُّنِيْرٍ ﴿٢١﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ اَنْزَلَ

কোনো জ্ঞান ছাড়াই ; আর নেই (তাদের কাছে) কোনো পথনির্দেশ আর না কোনো উজ্জ্বল কিতাব[৩৯]।

২১. আর যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা তার অনুসরণ করো যা নাযিল করেছেন

اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ۭ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطٰنُ

আল্লাহ (তখন) তারা বলে—আমরাতো বরং তা অনুসরণ করবো, যার উপর আমরা আমাদের বাপদাদাদেরকে পেয়েছি ; যদিও শয়তান

يَدْعُوْهُمْ اِلٰى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿٢٢﴾ وَمَنْ يُّسْلِمْ وَجْهَهٗٓ اِلَى اللّٰهِ وَهُوَ

তাদেরকে জাহান্নামের আযাবের দিকে ডেকে থাকে তবুও কি ?[৪০] ২২. আর যে ব্যক্তি আত্মসমর্পণ করে তার চেহারাকে আল্লাহর দিকে ফেরায়[৪১] এবং কার্যত সে

بِغَيْرِ-(ب+غير)-ছাড়াই ; عِلْمٍ-কোনো জ্ঞান ; وَّ-আর ; لَا-নেই (তাদের কাছে) ; هُدًى-কোনো পথনির্দেশ ; وَّ-আর ; لَا-না ; كِتٰبٍ-কোনো কিতাব ; مُّنِيْرٍ-উজ্জ্বল। ﴿٢١﴾ وَ-আর ; اِذَا-যখন ; قِيْلَ-বলা হয় ; لَهُمُ-তাদেরকে ; اتَّبِعُوْا-তোমরা অনুসরণ করো ; مَآ-তার যা ; اَنْزَلَ-নাযিল করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; قَالُوْا-(তখন) তারা বলে ; بَلْ-বরং ; نَتَّبِعُ-আমরাতো অনুসরণ করবো ; مَا-তা ; وَجَدْنَا-আমরা পেয়েছি; عَلَيْهِ-যার ওপর ; اٰبَآءَنَا-(اباء+نا)-আমাদের বাপদাদাদেরকে ; اَوَلَوْ-যদিও, তবুও কি ; كَانَ-থাকে ; الشَّيْطٰنُ-শয়তান ; يَدْعُوْهُمْ-(يدعوا+هم)-তাদেরকে ডেকে ; اِلٰى-দিকে ; عَذَابِ-আযাবের ; السَّعِيْرِ-জাহান্নামের। ﴿٢٢﴾ وَ-আর; مَنْ-যে ব্যক্তি ; يُّسْلِمْ-আত্মসমর্পণ করে ফেরায় ; وَجْهَهٗ-(وجه+ه)-তার চেহারাকে ; اِلَى-দিকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-এবং কার্যত ; هُوَ-সে ;

না যে, তার স্রষ্টা তার হিফাযত ও সংরক্ষণের জন্য, তার জীবিকার ব্যবস্থা করার জন্য, তার জীবনের প্রবৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য এবং কল্যাণের জন্য কতসব সাজ-সরঞ্জাম নিয়োজিত করে রেখেছেন।

৩৮. অর্থাৎ এসব মানুষ এমন সব বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করে যেসব বিষয়ের জ্ঞান তার নেই। তার কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো দিক নির্দেশও আসেনি এবং তার কাছে আল্লাহ কোনো কিতাবও পাঠাননি। যেমন তারা আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি এক না একাধিক, তার গুণাবলী সম্পর্কে বিতর্ক করে। এসব বিষয়ের জ্ঞান আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী-রাসূলদের মাধ্যমে যে জ্ঞান পাঠিয়েছেন, তার বেশী কিছু জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং এসব বিষয় সম্পর্কে জানতে হলে আল্লাহর কিতাব থেকে ও রাসূলের সুন্নাহ থেকেই জানতে হবে।

مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ۗ وَإِلَى اللّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

সৎকর্মশীল[৪২], তবে সে নিঃসন্দেহে দৃঢ়ভাবে এক মজবুত হাতল ধারণ করে[৪৩] ; আর সকল কাজের পরিণাম ফল তো আল্লাহর কাছেই রয়েছে।

﴿٢٣﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا ۚ إِنَّ

২৩. আর যে কেউ কুফরী করে তার কুফরী যেন আপনাকে চিন্তাযুক্ত না করে[৪৪] ; তাদের প্রত্যাবর্তনস্থলতো আমার কাছেই, তখন আমি তাদেরকে জানিয়ে দেবো সে সম্পর্কে যা তারা করতো; নিশ্চয়ই

مُحْسِنٌ-সৎকর্মশীল ; فَقَدِ اسْتَمْسَكَ-(ف+قد استمسك)-তবে সে দৃঢ়ভাবে ধারণ করে; بِالْعُرْوَةِ-(ب+ال+عروة)-এক হাতল ; الْوُثْقٰى-মজবুত ; وَ-আর ; إِلَى-কাছেই রয়েছে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; عَاقِبَةُ-পরিণাম ফলতো ; الْأُمُورِ-সকল কাজের। وَ(২৩)-আর; مَنْ-যে কেউ ; كَفَرَ-কুফরী করে ; فَلَا يَحْزُنْكَ-(ف+لا يحزنك)-যেন আপনাকে চিন্তাযুক্ত না করে ; كُفْرُهُ-(كفر+ه)-তার কুফরী ; إِلَيْنَا-আমার কাছেই ; مَرْجِعُهُمْ-(مرجع+هم)-তাদের প্রত্যাবর্তন স্থলতো ; فَنُنَبِّئُهُمْ-(ف+ننبؤا+هم)-তখন আমি তাদেরকে জানিয়ে দেবো ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; عَمِلُوا-তারা করতো ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ;

৩৯. অর্থাৎ তাদের কাছে এসব বিষয় সম্পর্কে জানার কোনো মাধ্যম নেই, যার সাহায্যে তারা সরাসরি সত্যকে দেখতে বা পরীক্ষা-নিরিক্ষার মাধ্যমে তার সন্ধান লাভ করতে পারে। অথবা তাদের কাছে এমন কোনো পথ প্রদর্শকও আসেনি যার নির্দেশনা অনুসারে তারা বিতর্ক করছে অথবা সেই পথ প্রদর্শক সত্যকে দেখে এসে তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে, তাই তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে।

৪০. অর্থাৎ বাপ-দাদারা সত্যের ওপর ছিল বলে কোনো প্রমাণতো তাদের হাতে নেই। তাদেরকে যদি শয়তান পথভ্রষ্ট করে জাহান্নামের দিকে নিয়ে গিয়ে থাকে, তবুওকি তারা অন্ধভাবে বাপ-দাদাদের নিয়ম-পদ্ধতি মেনে চলে জাহান্নামে গিয়ে পড়বে ? তারা কি চোখ খুলে দেখবে না যে, তাদের বাপ-দাদারা সঠিক পদ্ধতি মেনে চলেছে কিনা ! কোনো বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ এমন চিন্তা করতে পারে না।

৪১. অর্থাৎ একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর ইবাদাতে মশগুল হয়। নিজের জীবনের সব দিককে আল্লাহর নির্দেশের আওতায় নিয়ে আসে এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত আল্লাহর আইন মেনে চলে।

৪২. অর্থাৎ সে শুধু মুখে মুখে আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলার কথা বলে না, বরং কাজেও তার প্রমাণ দেয় তথা আল্লাহ ও রাসূলের নির্দেশিত সৎকাজ করে।

৪৩. অর্থাৎ এমন লোকের মনে ভুল পথে চলার কোনো আশংকা থাকবে না। তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস থাকবে যে, সে আল্লাহর ইবাদাতে রত আছে এবং তিনি তার এ কাজের পুরস্কার অবশ্যই দেবেন।

اللّٰهَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ﴿٢٣﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيْلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ اِلٰى عَذَابٍ

আল্লাহ অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে বিশেষভাবে জ্ঞাত। ২৪. আমি তাদেরকে একান্ত কম সময়ের জন্য সুখের উপকরণ দেবো, অতপর তাদেরকে এমন শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করবো—

غَلِيْظٍ ﴿٢٤﴾ وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ مَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ لَيَقُوْلُنَّ اللّٰهُ ؕ

(যা অত্যন্ত) কঠোর। ২৫.—আর যদি আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন—আসমান ও যমীন কে সৃষ্টি করেছে ? তারা অবশ্যই বলবে—'আল্লাহ' ;

قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ ؕ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢٥﴾ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ

আপনি বলুন—'সকল প্রশংসাই আল্লাহর[৪৫] ; বরং তাদের অধিকাংশই তা জানে না[৪৬]। ২৬. আসমানে ও যমীনে যাকিছু রয়েছে, তা সবই আল্লাহর[৪৭] ;

-اللّٰهَ-আল্লাহ ; عَلِيْمٌ-বিশেষভাবে অবহিত ; بِذَاتِ-সে সম্পর্কে যা আছে ; الصُّدُوْرِ- অন্তরে। ㉔ نُمَتِّعُهُمْ-(نمتع+هم)-আমি তাদেরকে সুখের উপকরণ দেবো ; قَلِيْلًا- একান্ত কম সময়ের জন্য ; ثُمَّ-অতপর ; نَضْطَرُّهُمْ-(نضطر+هم)-তাদেরকে বাধ্য করবো; اِلٰى عَذَابٍ-এমন শাস্তি ভোগ করতে; غَلِيْظٍ-(যা অত্যন্ত) কঠোর। ㉕ وَ- আর; لَئِنْ-যদি ; سَاَلْتَهُمْ-(سئلت+هم)-আপনি তাদেরকে প্রশ্ন করেন ; مَنْ-কে ; خَلَقَ -সৃষ্টি করেছে ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضَ-যমীন ; لَيَقُوْلُنَّ-তারা অবশ্যই বলবে ; اللّٰهُ-'আল্লাহ' ; قُلِ-আপনি বলুন ; الْحَمْدُ-'সকল প্রশংসাই ; لِلّٰهِ-আল্লাহর ; بَلْ-বরং ; اَكْثَرُهُمْ-তাদের অধিকাংশই ; لَا يَعْلَمُوْنَ-তা জানে না। ㉖ لِلّٰهِ-আল্লাহর; مَا-যা কিছু রয়েছে ; فِى السَّمٰوٰتِ-আসমানে ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনে ;

৪৪. এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সম্বোধন করে ইরশাদ করছেন যে, কেউ যদি আপনাকে অস্বীকার করে, আপনার কথা মেনে নিতে না চায় এবং কুফরীর ওপর দৃঢ়তা দেখিয়ে মনে করে যে, আপনাকে অপমানিত করছে। আসলে সে নিজেই নিজেকে অপমানিত করছে এবং নিজেই নিজের ক্ষতি করছে। সুতরাং তার নিজের ইচ্ছায় সে নিজের ক্ষতি করার কারণে আপনার বিষন্ন হওয়ার কোনো কারণ নেই।

৪৫. অর্থাৎ তোমরা যখন আসমান-যমীনের স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহকেই জান এবং মান এবং এটাই যখন মূল সত্য, তখন সকল প্রশংসার মালিকতো একমাত্র আল্লাহরই হওয়া উচিত। আসমান-যমীনের সৃষ্টিতে যখন কোনো সত্তার অংশ নেই, তখন প্রশংসার অংশীদার অন্য কোনো সত্তা হতে পারে কেমন করে।

৪৬. অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা যখন আল্লাহ তাআলা, তখন বিশ্ব-জাহানের ইলাহ, প্রতিপালক, ইবাদাত-আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী, প্রশংসা ও পবিত্রতার অধিকারী

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ

নিঃসন্দেহে আল্লাহ—তিনি মুখাপেক্ষীহীন এবং নিজে নিজেই প্রশংসিত[৪৮]। ২৭. আর যদি যমীনে যতো গাছ আছে তা সবই নিশ্চিত কলম হয়ে যায়

وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ ۗ إِنَّ

এবং যত সমুদ্র আছে তারপরে তার সাথে যোগ হয় আরো সাতটি সমুদ্র (কালি হিসেবে) তবুও আল্লাহর বাণী শেষ হবে না[৪৯]; নিশ্চয়ই

إِنَّ-নিঃসন্দেহে ; اللَّهَ-আল্লাহ ; هُوَ-তিনি ; الْغَنِيُّ-মুখাপেক্ষীহীন ; الْحَمِيدُ-নিজে নিজেই প্রশংসিত। ㉗ وَ-আর ; لَوْ-যদি ; أَنَّ-নিশ্চিত ; مَا-যত, তা ; فِي الْأَرْضِ-যমীনে ; مِنْ شَجَرَةٍ-গাছ আছে ; أَقْلَامٌ-সবই কলম হয়ে যায় ; وَ-এবং ; الْبَحْرُ-যত সমুদ্র আছে ; يَمُدُّهُ-(يمد+ه)-তার সাথে যোগ হয় ; مِنْ بَعْدِهِ-(من+بعده)-তারপরে ; سَبْعَةُ-সাতটি ; أَبْحُرٍ-সমুদ্র (কালি হিসেবে) ; مَّا نَفِدَتْ-শেষ হবে না ; كَلِمَاتُ-বাণী ; اللَّهِ-আল্লাহর ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ;

একমাত্র তিনি হতে পারেন। এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই পরস্পর বিরোধী বিশ্বাসে লিপ্ত। তারা জানে না যে, এ পরস্পর বিরোধী বিশ্বাসের অনিবার্য ফল কি হতে পারে। একজনকে স্রষ্টা মেনে নিয়ে অন্য জনের উপাসনায় লিপ্ত হওয়া যুক্তি ও বুদ্ধি বিরোধী কথা। মূর্খতার ফলে এমন চিন্তা কেউ করতে পারে। তেমনি একজনকে স্রষ্টা মেনে অন্যজনের সামনে মাথানত করে দেয়া, আবার তৃতীয় একজনকে প্রয়োজন পূরণকারী ও সংকট নিরসনকারী ক্ষমতাসীন শাসক হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে তার আনুগত্য করা ইত্যাদি বিষয়গুলো পরস্পর বিরোধী কাজ। কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি কখনো এরূপ কাজ করতে পারে না।

৪৭. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এ বিশ্ব-জাহানের শুধুমাত্র স্রষ্টা-ই নন, বিশ্ব-জাহান ও এর মধ্যকার সকল কিছুর তিনি যেমন স্রষ্টা, তেমনি তিনি এসবের মালিকও বটে। তিনি সৃষ্টি করে এমনিই ছেড়ে দেননি যে, কেউ চাইলেই তার কিছু অংশের মালিক হয়ে বসবে। এ বিশ্ব-জাহানের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিকও একমাত্র তিনি।

৪৮. অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে যেসব নিয়ামত দিয়েছেন তার জন্য মানুষের উচিত তাঁর নিয়ামতের শোকরগুযারী করা, যদিও মানুষের পক্ষে তাঁর যথাযথ শোকর আদায় করা অসম্ভব। কিন্তু কেউ যদি শোকর আদায়ের পরিবর্তে কুফরী করে অর্থাৎ শোকর না করাই কুফরী—এবং এ নিয়ামতরাজীর জন্য আল্লাহর প্রশংসা বাণী উচ্চারণ না করে, তাহলে আল্লাহর কোনো ক্ষতি নেই, কারণ তিনি তাঁর প্রতি কারো শোকরগুযার হওয়া বা কারো পক্ষ থেকে প্রশংসা পাওয়ার মুখাপেক্ষী নন, কেউ শোকরগুযার হলে বা প্রশংসা করলেও তাঁর কোনো লাভ নেই ; বরং যে শোকরগুযার হবে এবং আল্লাহর প্রশংসা

إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٧﴾ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ إِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ

আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। ২৮. না তোমাদের সৃষ্টি আর না তোমাদের পুনরুত্থান একটি প্রাণীর (সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের) মতো ছাড়া বেশী কিছু ; নিশ্চয়ই আল্লাহ

سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿٢٨﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ

সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা[৫০]। ২৯. তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ অবশ্যই রাতকে প্রবেশ করান দিনের ভেতর এবং দিনকে প্রবেশ করান

اللَّهَ-আল্লাহ ; عَزِيزٌ-পরাক্রমশালী ; حَكِيمٌ-প্রজ্ঞাময়। ﴿٢٨﴾ مَا-কিছু নয় ; خَلْقُكُمْ-(خلق+كم)-তোমাদের সৃষ্টি ; وَ-আর ; لَا بَعْثُكُمْ-(لا+بعث+كم)-না তোমাদের পুনরুত্থান ; إِلَّا-ছাড়া বেশী কিছু ; كَنَفْسٍ-(ك+نفس)-প্রাণীর (সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের) মতো ; وَاحِدَةٍ-একটি ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; سَمِيعٌ-সর্বশ্রোতা ; بَصِيرٌ-সর্বদ্রষ্টা। ﴿٢٩﴾ أَلَمْ تَرَ-(أ+لم تر)-তুমি কি দেখ না যে, أَنَّ-অবশ্যই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; يُولِجُ-প্রবেশ করান ; اللَّيْلَ-রাতকে ; فِي-ভেতর ; النَّهَارِ-দিনের ; وَ-এবং ; يُولِجُ-প্রবেশ করান ; النَّهَارَ-দিনকে ;

করতে থাকবে তারই লাভ। আর অকৃতজ্ঞ হলে এবং প্রশংসা করা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকলে তারই ক্ষতি।

৪৯. অর্থাৎ দুনিয়াতে যত গাছ-গাছালি আছে সবগুলো কেটে কলম তৈরী করা হয় এবং যত সমুদ্র আছে তার সাথে আরো বেশী সংখ্যক সমুদ্রের পানি দিয়ে কালি তৈরী হয় তাহলেও আল্লাহর মহিমা তথা তাঁর সৃষ্টিকর্ম, শক্তি, ক্ষমতা ও জ্ঞানের নিদর্শনাবলীর কথা লিখে শেষ করা যাবে না। এখানে 'কালিমাতুল্লাহি' দ্বারা তাঁর সৃষ্টিরাজী, কুদরত বা ক্ষমতা, তাঁর দয়া-অনুগ্রহ এবং তার অসীম জ্ঞানের কথা বুঝানো হয়েছে। আর 'সাতটি সমুদ্র' দ্বারা নির্দিষ্ট 'সাত' সংখ্যা বুঝানো হয়নি ; বরং যত সমুদ্র আছে তার সাথে আরো অধিক সংখ্যক সমুদ্রের পানি যোগ করার কথা বুঝানো হয়েছে।

আল্লাহ তাআলা এ কথা দ্বারা এ ধারণা দিতে চেয়েছেন যে, যে আল্লাহর মহিমা এত বিরাট, যিনি বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করে অনন্তকাল পর্যন্ত তার আইন-শৃংখলা পরিচালনা করে চলছেন, তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা কর্তৃত্বের ক্ষেত্রে তোমরা যেসব ক্ষুদ্রক্ষুদ্র 'ইলাহ' বানিয়ে তাদের আনুগত্যের জীবন কাটিয়ে দিচ্ছে, তাদের কি ক্ষমতা আছে যে, তারা আল্লাহর কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করতে পারে ? তারাতো আল্লাহর সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশসমূহের জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম নয়।

৫০. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্বদ্রষ্টা তথা তিনি বিশ্ব-জাহানের সকল শব্দ একই সময়ে আলাদা আলাদাভাবে শোনেন। এমন কখনো হয় না যে, তিনি একটি শব্দ শুনতে গিয়ে অন্য শব্দ তাঁর শোনার বাইরে থেকে যায়। তিনি সর্বদ্রষ্টা তথা বিশ্ব-জাহানের ক্ষুদ্র

فِي الَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَّجْرِيْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَّ

রাতের ভেতর, আর চাঁদকে ও সূর্যকে নিয়োজিত করেছেন[৫১] ; প্রত্যেকেই নির্ধারিত মেয়াদকাল পর্যন্ত চলতে থাকবে[৫২], আর

أَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝ ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُوْنَ

তোমরা যা করে থাকো আল্লাহ অবশ্যই সে সম্পর্কে ভালোভাবে অবহিত। ৩০. এটা এ কারণে যে, আল্লাহ-ই সত্য[৫৩]; আর নিশ্চিত তারা যাকে ডাকে

مِنْ دُوْنِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۝

তাঁকে (আল্লাহকে) বাদ দিয়ে তা মিথ্যা[৫৪]; আর আল্লাহ—তিনি নিশ্চিত সর্বোচ্চ মর্যাদাশালী সর্বশ্রেষ্ঠ[৫৫]।

فِي-ভেতর ; الَّيْلِ-রাতের ; وَ-আর ; سَخَّرَ-নিয়োজিত করেছেন ; الشَّمْسَ-সুরুজ কে; وَ-ও ; الْقَمَرَ-চাঁদকে ; كُلٌّ-প্রত্যেকে ; يَّجْرِيْ-চলতে থাকবে ; إِلَى-পর্যন্ত ; أَجَلٍ-মেয়াদকাল ; مُّسَمًّى-নির্দিষ্ট ; وَّ-আর ; أَنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; تَعْمَلُوْنَ-তোমরা করে থাকো ; خَبِيْرٌ-ভালোভাবে অবহিত। (৩০) ذٰلِكَ-এটা ; بِأَنَّ-(ب+ان)-এ কারণে যে অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; هُوَ-তিনিই ; الْحَقُّ-সত্য ; وَ-আর ; أَنَّ-নিশ্চিত ; مَا-যাকে, তা ; يَدْعُوْنَ-তারা ডাকে ; مِنْ دُوْنِهِ-(من+دون+ه)-তাঁকে (আল্লাহকে বাদ) দিয়ে ; الْبَاطِلُ-মিথ্যা ; وَ-আর ; أَنَّ-নিশ্চিত ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; هُوَ-তিনি ; الْعَلِيُّ-সর্বোচ্চ মর্যাদাশালী ; الْكَبِيْرُ-সর্বশ্রেষ্ঠ।

থেকে বড় সকল ঘটনা ও প্রত্যেকটি জিনিস বিস্তারিত আকারে দেখেন। এমন কখনো হয় না যে, তিনি কোনো ঘটনা বা বস্তু দেখতে গিয়ে অন্য ঘটনা বা বস্তু তাঁর দৃষ্টির আড়াল হয়ে যায়। মানবকুলের সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের ব্যাপারেও একই প্রকার। তিনি চাইলে আদি-অন্ত সকল মানুষকে একই সাথে সৃষ্টি করতে পারেন। পুনরুত্থানের সময় সকল মানুষকে তিনি একই সময়ে মুহূর্তের মধ্যে সৃষ্টি করবেন। তাঁর জন্য একজন মানুষ সৃষ্টি যেমন কোটি কোটি মানুষ সৃষ্টিও তেমন। তাঁর সৃষ্টি করার ক্ষমতা এমন নয় যে, একজন মানুষ সৃষ্টি করার সময়ে অন্য মানুষ সৃষ্টির ক্ষমতা সীমিত হয়ে যায়।

৫১. অর্থাৎ রাত-দিন ও চাঁদ-সুরুজকে আল্লাহ তা'আলা এমন একটি নিয়মের অধীন করে রেখেছেন যে, এসব সৃষ্টির জন্য নির্ধারিত নিয়মের একচুল পরিমাণ এদিক-সেদিক করার ক্ষমতাও এদের নেই। মূলত আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব-জাহানের সবকিছুকেই একটি নিয়মের অধীন করে রেখেছেন, যার ব্যতিক্রম করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। চাঁদ-

সুরুজের কথা উল্লেখ এজন্য করেছেন—এগুলো মানুষের কাছে সৌরজগতের সবচেয়ে পরিচিত ও দৃশ্যমান জিনিস। তাছাড়া আল্লাহর এ দুটো সৃষ্টিকে প্রাচীনকাল থেকে দেবতা জ্ঞানে পূজো করে আসছে এবং আজো বিশ্বের বহু অঞ্চলে অনেক মানুষ এ দুটোর উপাসনা করে।

৫২. অর্থাৎ প্রত্যেকটি সৃষ্টি সূচনা ও সমাপ্তির মেয়াদও আল্লাহ তা'আলা ঠিক করে দিয়েছেন। চাঁদ-সুরুজ ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্রের কোনোটাই চিরন্তন ও চিরস্থায়ী নয়। এক সময় এদের অস্তিত্ব ছিল না, আবার এক সময় এদের অস্তিত্ব থাকবে না। সুতরাং ধ্বংসশীল ক্ষমতাহীন কোনো জিনিস কখনো উপাস্য হতে পারে না।

৫৩. অর্থাৎ আল্লাহ-ই সত্য ও চিরঞ্জীব সত্তা। সুতরাং তিনিই প্রকৃত ক্ষমতাশালী সত্তা এবং সৃষ্টি ও পরিচালনার একচ্ছত্র অধিকার তাঁরই।

৫৪. অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদেরকে কাল্পনিক উপাস্য বানিয়ে নিয়েছো, সেগুলো সবই মিথ্যা। তাদের কেউ-ই তোমাদের কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না। আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার ক্ষমতাও তাদের নেই।

৫৫. অর্থাৎ সবকিছুর উর্ধ্বে এবং সকল সৃষ্টির থেকে শ্রেষ্ঠ। তিনিই সবচেয়ে বড় আর সবাই তাঁর চেয়ে ছোট ; কেননা তিনি স্রষ্টা আর সব সৃষ্টি।

৩য় রুকূ' (২০-৩০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষের খেদমতে নিয়োজিত করে রেখেছেন। আর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন আল্লাহর ইবাদতের জন্য। সুতরাং মানুষের কর্তব্য একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করা।

২. আল্লাহ তা'আলার কিছু নিয়ামত প্রকাশ্য যা আমরা দেখি অথবা অনুভব করি ; কিন্তু অগণিত নিয়ামত রয়েছে যা আমাদের দৃষ্টির অগোচরে রয়েছে।

৩. দৃশ্যমান নিয়ামতরাজী আল্লাহ তা'আলা আমাদের অনুগত করে দিয়েছেন, যেগুলোকে আমরা স্বাধীনভাবে, ইচ্ছামতো ভোগ-ব্যবহার করতে পারি। যেমন আগুন, পানি, মাটি, খনিজ পদার্থ ইত্যাদি।

৪. দৃশ্যমান নিয়ামতরাজির মধ্যে কিছু কিছু এমন আছে যেগুলো আমাদের অধীন নয়, বরং সেগুলোকে আল্লাহ একটা সুনির্দিষ্ট নিয়ামতের অধীন করে দিয়েছেন। সেগুলো নির্ধারিত নিয়মের অধীনে থেকেই আমাদের সেবায় নিয়োজিত। যেমন—চাঁদ, সুরুজ, বায়ু ও গ্রহ-নক্ষত্র ইত্যাদি।

৫. কিছু কিছু মানুষ আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর জ্ঞান ছাড়া আল্লাহর অস্তিত্ব ও গুণাবলী সম্পর্কে বিতর্কে লিপ্ত হয়। এসব সম্পর্কে কোনো জ্ঞান ছাড়া বিতর্ক করা কোনো মতেই উচিত নয়। কেননা, এসবের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কিতাব আল-কুরআন ও রাসূলের সুন্নাতে রয়েছে।

৬. আল্লাহ, রাসূল ও আখিরাত সম্পর্কে জ্ঞান লাভের জন্য আল কুরআন ও রাসূলের হাদীসের জ্ঞান অপরিহার্য। তাই কুরআন সুন্নাহর জ্ঞানলাভ করা অপরিহার্য।

৭. সত্য ও সঠিক পথে জীবন যাপনের জন্য অনুসরণ করতে হবে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত নীতি-পদ্ধতি। আর তাহলো আল কুরআন ও শেষ নবী স. কর্তৃক প্রবর্তিত নীতি-পদ্ধতির।

৮. বাপ-দাদারা কোনো নীতি অনুসরণ করে চলেছে বলে তা সঠিক হবে, এটা কোনো জ্ঞানীর নীতি হতে পারে না। সুতরাং অন্ধভাবে তাদের নীতি অনুসরণ করা যাবে না। তবে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যদি সেসব নীতি গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে তা গ্রহণীয় হতে পারে।

৯. অন্ধভাবে বাপ-দাদাদের নীতি অনুসরণ করার এ মনোভাব শয়তানের সৃষ্টি। সুতরাং এ ধরনের মুর্খতা থেকে দূরে থাকতে হবে।

১০. সৎকর্মশীল মু'মিনরা যদি দৃঢ়তার সাথে নীতির ওপর অটল থাকে, আখিরাতে মুক্তির জন্য তাদের চিন্তার কোনো কারণ নেই। তাদের সব কাজের বিনিময় আল্লাহ অবশ্যই দেবেন এতে কোনো সন্দেহ নেই।

১১. আল্লাহর সৎ ও মু'মিন বান্দাহরা যদি তাদের দায়িত্ব পালনে সজাগ-সচেতন থাকে, তাহলে, কারো কুফরীর জন্য তাদেরকে দায়ী করা হবে না। সুতরাং এ ব্যাপারে তাদের চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই।

১২. কাফিরদেরকেও অবশ্যই আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা তখন তাদের কর্মের ফিরিস্তী তাদের সামনে তুলে ধরবেন, কারণ আল্লাহ তাদের সব কথাই জানেন।

১৩. দুনিয়ার জীবনে ভোগ-বিলাসিতায় যতবেশী উপকরণই কাফিররা লাভ করুক না কেন, এর মেয়াদকাল নিতান্ত কম ও ক্ষণস্থায়ী। আখিরাতে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি ভোগ করা বাধ্যতামূলক করে রাখা হয়েছে।

১৪. আসমান-যমীনের স্রষ্টা হিসেবে কাফিররাও আল্লাহকে স্বীকার করে। যিনি আসমান-যমীনের তথা সৌরজগতের স্রষ্টা, তিনিই সবকিছুর স্রষ্টা। সুতরাং সকল প্রশংসা একমাত্র তাঁর।

১৫. মানুষ নিজের অজ্ঞানতার জন্য স্রষ্টা হিসেবে জানে ও মানে একজনকে; কিন্তু আনুগত্য করে অন্যের। বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা যিনি আনুগত্য করতে হবে তারই।

১৬. আল্লাহ-ই বিশ্ব-জাহান ও এর মধ্যকার সবকিছুর মালিক। তাঁর মালিকানায় কোনো অংশীদার নেই। তিনি এ বিশ্ব-জাহানের সার্বভৌম মালিক।

১৭. আল্লাহ মানুষকে প্রকাশ্য ও গোপন যত নিয়ামত দিয়েছেন, তার জন্য যথাযথ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। তথাপি মানুষের কর্তব্য তাঁর সাধ্যমত আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা বর্ণনায় রত থাকা।

১৮. দুনিয়ার সকল মানুষও যদি আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা ঘোষণায় রত থাকে তাহলেও আল্লাহর কোনো লাভ নেই। আর দুনিয়ার কেউ যদি আল্লাহর প্রশংসা ও পবিত্রতা মোটেই ঘোষণা না করে তাহলেও আল্লাহর ক্ষমতা কর্তৃত্বে কোনো ক্ষতি হবে না।

১৯. মানুষের প্রতি আল্লাহর যেসব নিয়ামত রয়েছে এবং তাঁর যে কুদরত ও মহানত্ব রয়েছে সে সম্পর্কে ধারণা করা মানুষের পক্ষে সম্ভব না।

২০. আল্লাহ তা'আলা নিজেই মানব জাতিকে নিজ কুদরত ও মহানত্ব সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দিয়েছেন। দুনিয়ার সমস্ত গাছ দিয়ে কলম বানিয়ে এবং যত সমুদ্র আছে তার সাথে আরো অনেক সমুদ্রের পানিকে কালি বানিয়ে তাঁর কথা লেখা শুরু করলে সব পানি শেষ হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহর মাহাত্ম ও গুণাবলীর লেখা শেষ হবে না।

২১. এত বিশাল যে আল্লাহর কুদরত ও মহানত্ব তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বে হস্তক্ষেপ করার মতো কোনো সত্তার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়।

২২. আল্লাহ পরাক্রমশালী, সুতরাং এ বিশাল ক্ষমতায়ও কারো সাহায্যের প্রয়োজন নেই। তিনি প্রজ্ঞাময়, তাই কারো পরামর্শেরও প্রয়োজন নেই।

২৩. আল্লাহর নিকট সমগ্র মানব জাতির সৃষ্টি ও পুনরুত্থান একজন মানুষের সৃষ্টি ও পুনরুত্থানের মতোই সহজ কাজ। সুতরাং মানব জাতির পুনরুজ্জীবনও অবশ্যম্ভাবী।

২৪. আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সুতরাং সৃষ্টির সকল সশব্দ-নিশব্দ কথাবার্তা তিনি শোনেন। তিনি সর্বদ্রষ্টা, তাই সৃষ্টির সব কর্মতৎপরতা তিনি দেখেন।

২৫. হাজার হাজার বছর থেকে রাত-দিনের আবর্তন ও চাঁদ-সুরুজের নির্ধারিত নিয়মে উদয়-অস্ত যাওয়া অন্তহীন নয়। একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্তই এরা সচল থাকবে। অতপর সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

২৬. এ বিশাল সৌরজগত যখন ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন মানবজাতিও ধ্বংসশীল এবং মানুষের সকল তৎপরতাও আল্লাহর অবগতিতে সংরক্ষিত।

২৭. আল্লাহ তা'আলা-ই যেহেতু চূড়ান্ত সত্য, তাই তাঁর জাত ও সিফাতের পক্ষেই পুনরুজ্জীবন ও হিসেব গ্রহণ সম্ভব।

২৮. মুশরিকদের সকল উপাস্যই মিথ্যা। সুতরাং সকল ব্যাপারে আল্লাহর কাছেই ধরণা দিতে হবে।

২৯. কোনো মাখলুক-ই আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া কিছু করতে পারে না। আল্লাহ মাখলুকের কোনো সাহায্য ছাড়া সবই করতে পারেন।

৩০. অতএব আল্লাহ-ই সবচেয়ে মর্যাদার অধিকারী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১৩
আয়াত সংখ্যা-৪

﴿٣١﴾ اَلَمْ تَرَ اَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِىْ فِى الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ لِيُرِيَكُمْ مِّنْ اٰيٰتِهٖ

৩১. তুমি কি দেখ না যে, নৌকা-জাহাযগুলো আল্লাহর রহমতে সমুদ্রে চলাচল করে, যেন তিনি তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলীর কিছু কিছু দেখাতে পারেন[৫৬];

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ ﴿٣١﴾ وَاِذَا غَشِيَهُمْ مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ

নিশ্চয়ই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শনাবলী প্রত্যেক অধিক সবরকারী, অধিক শোকরকারীর জন্য[৫৭]। ৩২. আর যখন (সমুদ্রের) ঢেউ তাদেরকে চাঁদোয়ার মতো ঢেকে ফেলে

﴿٣١﴾ اَلَمْ تَرَ-(ا+لم تر)-তুমি কি দেখ না ; اَنَّ-যে ; الْفُلْكَ-নৌকা-জাহাজগুলো ; تَجْرِىْ-চলাচল করে ; فِى الْبَحْرِ-(فى+ال+بحر)-সমুদ্রে ; بِنِعْمَتِ-(ب+نعمت)-রহমতে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; لِيُرِيَكُمْ-(ليرى+كم)-যেন তিনি তোমাদেরকে দেখাতে পারেন ; مِّنْ-কিছু কিছু ; اٰيٰتِهٖ-(ايت+ه)-তাঁর নিদর্শনাবলীর ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِىْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَاٰيٰتٍ-নিশ্চিত নিদর্শনাবলী ; لِّكُلِّ-(ل+كل)-প্রত্যেক জন্য ; صَبَّارٍ-অধিক সবরকারী ; شَكُوْرٍ-অধিক শোকরকারীর। ﴿٣٢﴾ وَ-আর ; اِذَا-যখন ; غَشِيَهُمْ-(غشى+هم)-তাদেরকে ঢেকে ফেলে ; مَّوْجٌ-(সমুদ্রের) ঢেউ ; كَالظُّلَلِ-(ك+ال+ظلل)-চাঁদোয়ার মতো ;

৫৬. অর্থাৎ আল্লাহ মানুষকে সেসব নিদর্শন দেখাতে চান, যেসব নিদর্শন দেখে একজন নাস্তিকও বুঝতে পারে যে, আল্লাহ আছেন এবং একজন মুশরিক বুঝতে সক্ষম হয় যে, আল্লাহ মাত্র একজন। মানুষ নৌকা-জাহাজ তৈরীতে, সামুদ্রিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও নৌযান চালনায় যতই দক্ষ হোক না কেন, সামুদ্রিক ঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে পড়লে তার সকল জ্ঞান-দক্ষতা ব্যর্থ হয়ে যায়। এমন পরিস্থিতিতে সে জানতে পারে যে, তার কারিগরী দক্ষতা ও উপায়-উপকরণ অকেজো ও অর্থহীন যদি না আল্লাহর রহমত তার ওপর থাকে।

৫৭. অর্থাৎ আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম সেসব লোক যাদের মধ্যে এ দু'টো গুণ থাকবে। গুণ দু'টো হলো—'সব্বার' ও 'শাকূর'। 'সবর' অর্থ অত্যধিক সবরকারী বা ধৈর্যশীল। অর্থাৎ তারা কখনো অস্থির চিত্ত হবে না, বরং তাদের মধ্যে আল্লাহর ওপর দৃঢ় বিশ্বাস কার্যকর থাকবে। সহনীয়-অসহনীয়, ভালো-মন্দ সকল অবস্থায় তারা আল্লাহর প্রতি অনুগত থাকবে। তারা এমন হবে না যে, দুঃসময়ে আল্লাহকে নিষ্ঠার সাথে ডাকবে, আর সুসময়ে আল্লাহকে ভুলে যাবে। অথবা সুসময়ে আল্লাহর অনুগত থাকবে, আর দুঃসময়ে আল্লাহকে দোষারোপ করবে। 'শাকূর'

دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۚ فَلَمَّا نَجّٰىهُمْ اِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ

(তখন) তারা ডাকতে থাকে আল্লাহকে—আনুগত্যকে তাঁর জন্য একনিষ্ঠ করে ; কিন্তু যখন তাদেরকে উদ্ধার করে তিনি স্থলভাগে পৌছে দেন, তখন তাদের কিছু লোকই

مُّقْتَصِدٌ ۗ وَمَا يَجْحَدُ بِاٰيٰتِنَآ اِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُوْرٍ ﴿٣٢﴾ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ

সরল পথের পথিক থাকে[৫৮]; আর প্রত্যেক ওয়াদা ভঙ্গকারী অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি ছাড়া কেউ আমার নিদর্শনাবলী অস্বীকার করে না[৫৯]। ৩৩. হে মানুষ !

دَعَوُا-(তখন) তারা ডাকতে থাকে ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; مُخْلِصِيْنَ-একনিষ্ঠ করে ; لَهُ-তার জন্য ; الدِّيْنَ-আনুগত্যকে ; فَلَمَّا-(ف+لما)-কিন্তু যখন ; نَجّٰىهُمْ-(نجى+هم)-তিনি তাদেরকে উদ্ধার করে পৌছে দেন ; اِلَى الْبَرِّ-(الى+ال+بر)-স্থলভাগে ; فَمِنْهُمْ-(ف+من+هم)-তখন তাদের কিছু লোকই ; مُّقْتَصِدٌ-সরল পথের পথিক থাকে ; وَ-আর ; مَا يَجْحَدُ-কেউ অস্বীকার করে না ; بِاٰيٰتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার নিদর্শনাবলী ; اِلَّا-ছাড়া ; كُلُّ-প্রত্যেক ; خَتَّارٍ-ওয়াদা ভঙ্গকারী ; كَفُوْرٍ-অকৃতজ্ঞ। ৩৩ يٰۤاَيُّهَا-হে ; النَّاسُ-মানুষ !

অত্যধিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী অর্থাৎ নিমকহারাম ও বিশ্বাসঘাতক হবে না। উপকারীর উপকার ভুলে যাবার মতো লোক হবে না বরং অনুগ্রহের কথা স্মরণ রাখবে এবং অনুগ্রহকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকবে।

৫৮. 'মুকতাসিদুন' অর্থ মাঝপথের পথিক। এর তিনটি অর্থ হতে পারে—(১) অর্থাৎ তাদের মধ্যে এমন লোক খুব কমই হয় যারা সরল পথের পথিক হয়। এর অর্থ রূহের জগতে তাওহীদের স্বীকৃতি দেয়ার পর তারা দুনিয়ার জীবনেও তার ওপর অবিচল থাকে। মাঝপথের অপর অর্থ হতে পারে মধ্যমপন্থা ও ভারসাম্যপূর্ণ পথ। তখন এর দু'টো অর্থ হতে পারে—(২) এ কঠিন বিপদের অভিজ্ঞতা লাভের আগের মতো তারা শিরক ও নাস্তিক্যবাদী চিন্তা-বিশ্বাসের ওপর শক্তভাবে টিকে থাকে না। (৩) এ কঠিন অভিজ্ঞতা লাভের পরও তাদের মধ্যে এসময় যে মানসিক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তা স্তিমিত হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা এ দ্ব্যর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করে সম্ভবত বুঝাতে চেয়েছেন যে, সমুদ্রের বিপদের সময় তাদের মধ্যে শিরক মুক্ত যে মানসিক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল, বিপদমুক্তির পর তাদের অল্পসংখ্যক লোকই এ থেকে কোনো স্থায়ী শিক্ষা গ্রহণ করে। আবার এ অল্পসংখ্যক তিন শ্রেণীতে ভাগ হয়ে পড়ে। এক শ্রেণী চিরতরে নিজেদেরকে শুধরে নেয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর কুফরীর মধ্যে কিছুটা সমতা আসে। আর তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে সংকটকালীন মানসিক অবস্থার কিছু না কিছু পরবর্তীকালেও বাকী থাকে।

৫৯. আগের আয়াতে 'সব্বার' ও 'শাকূর' এ দু'টো গুণের উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, উল্লিখিত দু'টো গুণের অধিকারী লোকদের জন্যই বিপদকালীন অবস্থায় শিক্ষার

اتَّقُوْا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِيْ وَالِدٌ عَنْ وَّلَدِهٖ ز وَلَا مَوْلُوْدٌ

তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো এবং ভয় করো সেদিনকে যেদিন কোনো পিতা নিজ পুত্রের পক্ষে কোনো প্রতিদান দেবে না, আর না কোনো সন্তান—

هُوَ جَازٍ عَنْ وَّالِدِهٖ شَيْـًٔا ط اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ

সে কোনো কিছু প্রতিদানদাতা হবে তার পিতার পক্ষে[৬০] ; নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য[৬১], অতএব তোমাদেরকে যেন কখনো ধোঁকায় না ফেলে

اتَّقُوْا-তোমরা ভয় করো ; رَبَّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালককে ; وَ-এবং ; اخْشَوْا-ভয় করো ; يَوْمًا-সেদিনকে যেদিন ; لَا يَجْزِيْ-কোনো প্রতিদান দেবে না ; وَالِدٌ-কোনো পিতা ; عَنْ-পক্ষে ; وَلَدِهٖ-(ولد+ه)-নিজ পুত্রের ; وَ-আর ; لَا-না ; مَوْلُوْدٌ-কোনো সন্তান ; هُوَ-সে ; جَازٍ-প্রতিদানদাতা ; عَنْ-পক্ষে ; وَالِدِهٖ-(والد+ه)-তার পিতার ; شَيْـًٔا-কোনো কিছু ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; وَعْدَ-ওয়াদা ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; حَقٌّ-সত্য ; فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ-(ف+لا تغرن+كم)-অতএব তোমাদেরকে যেন কখনো ধোঁকায় না ফেলে ;

উপকরণ থাকে। আর এখানে বলা হয়েছে, এসব অবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে না এমন লোকেরা যারা ওয়াদা ভঙ্গকারী, বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতজ্ঞ। ওয়াদা ভঙ্গকারী ব্যক্তি মারাত্মক বেঈমানী করে এবং নিজের ওয়াদা রক্ষার কোনো চেষ্টাই করে না। আর অকৃতজ্ঞ এমন এক ব্যক্তি, যে তার প্রতি যতই দয়া-অনুগ্রহ দেখানো হোকনা কেন, সে তা স্বীকার করে না এবং নিজের অনুগ্রহকারীর প্রতি শত্রুতামূলক আচরণ দেখায়। ঝড়-তুফান ইত্যাদি কঠিন বিপদের সময় আল্লাহর একক অস্তিত্বের কিছু নিদর্শন তাদের মনের মধ্যে জেগে উঠলেও বিপদ কেটে গেলে এরা নিঃসংকোচে কুফরী, নাস্তিকতা ও শিরকের দিকে ফিরে যায়। এসব লোক মনে করে যে, কঠিন বিপদের সময় তারা মানসিক দুর্বলতার শিকার হয়ে আল্লাহকে ডেকেছিল, আসলে আল্লাহ বলতে কিছু নেই। ঝড়-তুফানের সময় কোনো আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচাননি। অমুক অমুক কারণে আমরা রক্ষা পেয়েছি। এভাবে ঝড়-তুফান প্রভৃতি কঠিন বিপদ উদ্ধার হয়ে গেলে মিথ্যা উপাস্যদের প্রতি এমনভাবে তারা কৃতজ্ঞতা জানাতে থাকে যে, বিপদের সময় এক লা-শরীক আল্লাহর শরণাপন্ন তারা হয়েছিল তার কোনো চিহ্নই তাদের অন্তরে থাকে না।

৬০. অর্থাৎ দুনিয়াতে সবচেয়ে আপন লোক যারা, তারাও আখিরাতে কেউ কারো কোনো কাজে আসবে না। সন্তানের জন্য পিতামাতার চেয়ে আপন কেউ হতে পারে না। সেই পিতা-মাতাও সন্তানের পক্ষে কোনো দায়িত্ব নিতে রাজী হবে না। অপরদিকে পিতা-মাতার পক্ষে কোনো সন্তান কোনো দায়িত্ব নিতে রাজী হবে না। সেখানে অবস্থা এমন হবে যে, পুত্র কোনো গুনাহের কারণে যদি পাকড়াও হয়, তখন পিতা-মাতা বলবে না যে, তার গুনাহের জন্য তাকে ছেড়ে দিয়ে আমাকে পাকড়াও করো। আর সন্তান ও পিতা-মাতার

ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴿٣٣﴾ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ

দুনিয়ার জীবন[৬২] এবং প্রতারক (শয়তান) যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে কখনো ধোঁকায় ফেলতে না পারে[৬৩]। ৩৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ—কিয়ামতের জ্ঞান তাঁর নিকট রয়েছে

وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا

ও তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তিনিই জানেন গর্ভাশয়গুলোতে কি আছে, আর কোনো ব্যক্তি জানে না কি

الْحَيٰوةُ-জীবন ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; وَ-এবং ; لَايَغُرَّنَّكُمْ-(لايغرن+كم)-যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় ফেলতে না পারে ; بِاللّٰهِ-(ب+الله)-আল্লাহ সম্পর্কে ; الْغَرُوْرُ-প্রতারক (শয়তান)। ৩৪ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; عِنْدَهُ-(عند+ه)-তাঁর নিকট রয়েছে ; عِلْمُ-জ্ঞান ; السَّاعَةِ-কিয়ামতের ; وَ-ও ; يُنَزِّلُ-তিনিই বর্ষণ করেন; الْغَيْثَ-বৃষ্টি ; وَ-এবং ; يَعْلَمُ-তিনিই জানেন ; مَا-কি আছে ; فِى الْاَرْحَامِ-গর্ভাশয়গুলোতে ; وَ-আর ; مَا تَدْرِى-জানে না ; نَفْسٌ-কোনো ব্যক্তি ; مَاذَا-কি ;

কোনো অপরাধের দায় নিজের কাঁধে নিতে কখনো রাজী হবে না। অবস্থা যেখানে এমন, সেখানে বন্ধু নেতা-নেতৃ বা পীর-মুরশিদ কোন্ কাজে লাগবে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

৬১. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে যে ওয়াদা করছেন সে ওয়াদা অবশ্যই সত্য। কিয়ামত একদিন সংঘটিত হবে। তখন আল্লাহর আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে। সেখানে প্রত্যেককে দুনিয়ার নিজের সকল ভাল-মন্দ কাজ কর্মের জন্য জবাবদিহী করতে হবে।

৬২. অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন তোমাদেরকে এমন ভুল ধারণায় নিমজ্জিত যেন না করে যে, জীবন মৃত্যু এ দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ, মৃত্যুর পরে আর কোনো জীবন নেই, সুতরাং যা কিছু করার এখানেই করে নাও।

এ ভুল ধারণায় পড়ে মানুষ অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও প্রাচুর্যের নেশায় মত্ত হয়ে মৃত্যু ও পরকালের কথা ভুলে যায় এবং এমন ভুল ধারণায় পড়ে যায় যে, তার এ ক্ষমতা-প্রতিপত্তি ও আরাম-আয়েশ চিরদিন থাকবে। কোনোদিন তাকে এসব ছেড়ে যেতে হবে না। কেউ কেউ আখিরাতকে ভুলে গিয়ে কেবলমাত্র দুনিয়াবী লাভ ও স্বাদ-আহলাদ ও ভোগ-বিলাসকেই মূল উদ্দেশ্য বানিয়ে নেয় এবং জীবন-যাত্রার মান উন্নয়ন ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যকে মনে স্থান দিতে রাজী হয় না। দুনিয়ার সমৃদ্ধির জন্য মনুষ্যত্বকে হারাতে হলেও কোনো পরওয়া করে না। আবার কেউ কেউ দুনিয়ার অর্থনৈতিক উন্নয়নকেই তার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির ফল মনে করে। যে কোনো উপায়েই হোক বিপুল বিত্ত-বৈভবের মালিক হতে পারলে সে নিজেকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র বলে ভাবে। আর যাদের আর্থিক অবস্থা খারাপ, তাদের পরকালও মন্দ বলে মনে করে, যদিও সে খাঁটি মুমিন ও

تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِىْ نَفْسٌۢ بِاَىِّ اَرْضٍ تَمُوْتُ ۖ اِنَّ اللّٰهَ

সে আগামীকাল উপার্জন করবে ; আর কোনো ব্যক্তি জানে না কোন্ স্থানে সে মৃত্যুবরণ করবে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ

عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝

সর্বজ্ঞ সব বিষয়ে খবরদার[৬৪]।

تَكْسِبُ-সে উপার্জন করবে ; غَدًا-আগামি কাল ; وَ-আর ; مَا تَدْرِىْ-জানে না ; نَفْسٌ-কোনো ব্যক্তি ; بِاَىِّ-কোন্ ; اَرْضٍ-স্থানে ; تَمُوْتُ-সে মৃত্যুবরণ করবে ; اِنَّ-নিশ্চয় ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; عَلِيْمٌ-সর্বজ্ঞ ; خَبِيْرٌ-সব বিষয়ে খবরদার।

সৎলোক হোক না কোনো। মানুষের মধ্যে এ ধরনের যত প্রকার মনোভাব দেখা যায় এসব মনোভাবকেই দুনিয়ার জীবনের ধোকা-প্রতারণা বলে আল্লাহ আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

৬৩. 'আল-গারূর' শব্দের অর্থ 'প্রতারক'। এর দ্বারা শয়তানকে বোঝানো হয়ে থাকতে পারে। তা ছাড়া এর অর্থ এক বা একাধিক মানুষ একটি দল ইত্যাদিও হতে পারে। এখানে সাধারণ ও সার্বজনীন শব্দ ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে যে, মানুষের প্রতারক বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যে লোক যেদিক থেকেই প্রতারণার শিকার হয়েছে যা সঠিক পথ থেকে ভুল পথে তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে তা-ই তার জন্য প্রতারক বা 'আল-গারূর'। তবে মূল প্রতারক যে "শয়তান" এতে কোনো সন্দেহ নেই।

মানুষকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারণা করার অর্থ অনেক ব্যাপক। কোনো কোনো প্রতারক মানুষকে ধারণা দেয় যে, 'আল্লাহ' বলে আদতেই কিছু নেই। কোনো প্রতারক বলে যে, আল্লাহ দুনিয়া তৈরী করে দিয়ে চুপচাপ বসে আছেন, আর সবকিছু তাঁর বান্দাহদের হাতে দিয়ে দিয়েছেন। প্রতারক কাউকে এমন ধারণা দেয় যে, আল্লাহর কিছু কিছু প্রিয়পাত্র মানুষ আছে, যাদের নৈকট্য অর্জন করতে পারলে তুমি নিশ্চিত ক্ষমা পেয়ে যাবে। কাউকে প্রতারক বলে যে, আল্লাহ অতিবড় ক্ষমাশীল ও করুণাময়, তিনি যত পাপ ক্ষমা করতে পারেন ততো পাপ করার সাধ্য তোমার নেই, সুতরাং পাপ করে যেতে থাকো। কাউকে এ বলে প্রতারণা করে যে, তোমরা অক্ষম জীব ছাড়া আর কিছু নও; তুমি যা পাপ কর, তা-তো আল্লাহ-ই করান এবং তোমাদের হাত-পা বাঁধা থাকার কারণে নেক কাজ করার তাওফীক আল্লাহ তোমাদেরকে দেন না। এভাবে বিভিন্নভাবে প্রতারিত হয়ে মানুষ বিভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়ে এবং আল্লাহ সম্পর্কিত তার বিশ্বাসে শিথিলতা দেখা দেয়। যার ফলে সে নৈতিকভাবে চরিত্রহীন হয়ে পড়ে।

৬৪. এখানে একটি উহ্য প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে, যে প্রশ্নটি কাফির-মুশরিকরা নবী করীম স.-কে প্রায়ই করতো। প্রশ্নটি হলো—"কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে?" কুরআন মাজীদে এ প্রশ্নের জবাব অনেক জায়গায়ই দেয়া হয়েছে—কোথাও প্রশ্নটি

উল্লেখ করে আবার কোথাও প্রশ্নটি উল্লেখ না করে। এখানেও প্রশ্নটি উল্লেখ করা হয়নি। এ উহ্য প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে—"কিয়ামতের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছেই রয়েছে" এরপরে বলা হয়েছে যে, শুধু কিয়ামতের জ্ঞান-ই নয়, আল্লাহর কাছে এমন অসংখ্য বিষয়ের জ্ঞান রয়েছে যা তোমাদের নিকট নেই। তোমাদের পরিচিত চারটি বিষয়ের জ্ঞানওতো তোমাদের নেই। যেমন—(১) বৃষ্টি বর্ষণের ব্যাপার তোমাদের জানা নেই ; আল্লাহ-ই বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তিনিই জানেন, কখন কোথায় কি পরিমাণ বৃষ্টি তিনি বর্ষণ করবেন। এও তোমাদের জানা নেই যে, কোন্ স্থানটি বৃষ্টি থেকে বঞ্চিত থাকবে। (২) তোমাদের স্ত্রীদের গর্ভাশয়ে তোমাদের বীর্য প্রতিস্থাপনের সাথে তোমাদের ভবিষ্যত বংশধারা বহমান থাকার প্রশ্ন জড়িত ; কিন্তু তোমাদের স্ত্রীদের গর্ভাশয়ে কি স্থাপিত হয়েছে, তার আকার-আকৃতি ও কল্যাণ-অকল্যাণ এবং দুর্ভাগ্য-সৌভাগ্য সম্পর্কে তোমরা কিছুই জান না। (৩) আগামীকাল অথবা একটু পরে তোমাদের কি হবে তা তোমাদের জানা নেই। এক মিনিট পরে আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনায় তোমাদের ভাগ্য বদলে যেতে পারে অথচ এক মিনিট আগেও তোমরা সে সম্পর্কে ধারণা করতে পার না। তোমাদের মৃত্যু কখন কোথায় হবে তা তোমরা জান না। এসব বিষয়ের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকট রয়েছে। এসব বিষয়ে আল্লাহর ব্যবস্থাপনা ও তাঁর ফায়সালার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা ছাড়া আর কোনো বিকল্প নেই। একইভাবে এ জগতের শেষ মুহূর্তটির ব্যাপারেও তার ফায়সালার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। এসব জ্ঞান আল্লাহ্ কাউকে দেননি, এটা কাউকে দেয়া যেতে পারে না।

৪র্থ রুকূ' (৩১-৩৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. জলপথে নৌযানসমূহের চলাচল আল্লাহর রহমতের নিদর্শনাবলীর অন্যতম।

২. আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ ও অত্যন্ত ধৈর্যশীল বান্দাহগণই নৌযানসমূহের চলাচল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

৩. কঠিন বিপদে যারা হতাশ হয় না বরং আল্লাহর প্রতি ভরসা রাখে তারাই 'সাব্বার' তথা অধিক ধৈর্যশীল।

৪. বিপদ থেকে মুক্তিলাভের পর যারা আল্লাহর অনুগ্রহের কথা ভুলে যায় না বরং আরো বেশী করে আল্লাহর প্রতি অনুগত হয়, তারাই 'শাকুর' তথা অধিক কৃতজ্ঞ।

৫. সমুদ্রের নৌযানসমূহ যখন ঝড়-তুফানের মধ্যে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন অতিবড় নাস্তিকও একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকতে থাকে, কেননা তখন তাঁর নিকট আল্লাহর অস্তিত্ব সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

৬. আল্লাহ্ তা'আলা যখন সমুদ্রে ডুবে যাওয়া থেকে উদ্ধার করে নৌযান ও তার আরোহীদেরকে স্থলভাগে পৌঁছে দেন তখন তাদের মধ্যে অত্যন্ত স্বল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে সেই মনোভাব সজীব থাকে যা সৃষ্টি হয়েছিল বিপদকালীন সময়ে।

৭. আল্লাহর সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখার পরও যারা তা অস্বীকার করে, তারাই ওয়াদা ভঙ্গকারী ও অকৃতজ্ঞ।

৮. আল্লাহর কুদরত তথা ক্ষমতা-প্রতিপত্তির কথা স্মরণে রেখে অন্তরে তাঁর ভয়কে সদা-সর্বদা সজাগ-সচেতন রাখতে হবে।

৯. আল্লাহর সামনে বিচার দিবসে মুখোমুখি হওয়ার কথা স্মরণ করে নিজের কর্মকাণ্ডকে শুধরে নিতে হবে। কেননা সেদিন কেউ কারো উপকার করতে রাজী হবে না।

১০. রোজ হাশরে বিচার দিনে কোনো পিতা-মাতা সন্তানের এবং কোনো সন্তান তার পিতা-মাতার দায়-দায়িত্ব নিতে রাজী হবে না।

১১. দুনিয়ার শান-শওকত ও জৌলুস দেখে আল্লাহ ও আখিরাতকে ভুলে গেলে আখিরাতে অবশ্যই ধোঁকায় পড়তে হবে।

১২. কিয়ামত সংঘটিত করার যে ওয়াদা এখানে আল্লাহ করছেন তা অবশ্যই সত্য ; কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে।

১৩. জিন-শয়তান ও মানুষরূপী শয়তানের ধোঁকা থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাইতে হবে।

১৪. প্রতারকদের প্রতারণা থেকে বাঁচতে হলে তাদের প্রতারণার স্বরূপ সম্পর্কে জানতে হবে। জ্ঞান ছাড়া প্রতারক শয়তানদের মুকাবিলা করা সম্ভব নয়।

১৫. কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার দিনক্ষণ একমাত্র আল্লাহই জানেন। এ জ্ঞান তাঁর সৃষ্টিজগতের কাউকে তিনি দেননি।

১৬. আসমান থেকে বৃষ্টি কখন, কোথায় কি পরিমাণ বর্ষিত হবে, তা একমাত্র আল্লাহই জানেন।

১৭. স্ত্রীলোকদের গর্ভাশয়ে কি আছে—পুত্র সন্তান না কন্যা সন্তান তার আকার-আকৃতি, তার কল্যাণ-অকল্যাণ, তার সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য এসব একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন।

১৮. ভবিষ্যতের কোনো জ্ঞান মানুষের নেই। কেউ জানে না, আগামিকাল সে কি উপার্জন করবে অথবা আগামিকাল তার ভাগ্যে কি ঘটবে। এমনকি একটু পরে সংঘটিতব্য আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনা সম্পর্কেও কেউ আগাম জানতে পারে না।

১৯. কেউ জানে না, কার মৃত্যু কখন, কোথায় কিভাবে সংঘটিত হবে।

২০. এসবের জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর-ই নিকট রয়েছে। কারো পক্ষে এসব আগেভাগে জেনে নেয়া সম্ভব নয়।

❑

সূরা আস সাজ্‌দাহ-মাক্কী
আয়াত ঃ ৩০
রুকূ' ঃ ৩

নামকরণ

সূরার ১৫ আয়াতটি তিলাওয়াতে সাজদাহর আয়াত। একেই সূরার শিরোনাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরার আলোচনা থেকে অনুমান করা যায় যে, সূরাটি রাসূল স.-এর মাক্কী জীবনের মধ্য ভাগে নাযিল হয়েছে। মাক্কী জীবনের তৃতীয় ভাগে নাযিলকৃত সূরাগুলোর পটভূমিতে মুসলমানদের ওপর কাফিরদের যুলম-নির্যাতনের যে ভয়াবহতা দেখা যায়, এ সূরার পটভূমিতে সেরূপ ভয়াবহতা দেখা যায় না। সুতরাং এটা বুঝা যায় যে, এ সূরা উপরোল্লিখিত সময়কালেই নাযিল হয়েছে। কারণ এ যুগেই যুলুম-নির্যাতনের প্রচণ্ডতা কম ছিল।

আলোচ্য বিষয়

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে মানুষের সন্দেহ দূর করে ঈমানের এ তিনটি মূল বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের দাওয়াত দেয়াই এ সূরার মূল আলোচ্য বিষয়। এক আল্লাহর উপাসনা, রাসূলের আনুগত্য ও আখিরাতের প্রতি তথা কিয়ামত, হিসাব-নিকাশ, জান্নাত বা জাহান্নাম লাভ—ইত্যাদি বিষয়ের ব্যাপারে কাফির-মুশরিকদের আপত্তির জবাবও এ সূরার আলোচ্য বিষয়গুলোর অন্যতম।

তাদের আপত্তির জবাবে বলা হয়েছে—এটা আল্লাহর বাণী, গাফলতীর ঘুমে অচেতন জাতিকে জাগিয়ে দেয়ার জন্যই এ বাণী নাযিল হয়েছে। এটা যে আল্লাহর বাণী তা যখন তোমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, তখন তোমরা এটাকে মিথ্যা বলতে পারো না।

তারপর তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, তোমরা আসমান-যমীনের ব্যবস্থাপনা, তোমাদের নিজেদের জন্ম ও গঠনাকৃতি সম্পর্কে চিন্তা করে দেখো—এসব কিছু কি কুরআনের শিক্ষার সত্যতা প্রমাণ করে না ? বিশ্ব-জগতের ব্যবস্থাপনা কি তাওহীদের সত্যতার প্রমাণ পেশ করে না ? তোমাদের জন্মের ব্যাপারে চিন্তা করলেই তো আখিরাতে তোমাদের পুনঃসৃষ্টির বিষয় প্রমাণিত হয়ে যায়।

অতপর ঈমানের সুফল ও কুফরীর কুফল বর্ণনা করে আখিরাতের চূড়ান্ত পরিণামের মুখোমুখি হওয়ার আগেই কুরআনের শিক্ষাগ্রহণ করে নিজেদেরকে সংশোধনের ব্যাপারে উৎসাহ দেয়া হয়েছে।

এরপর কাফির-মুশরিকদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে এই বলে যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ছোট-খাটো ভুলের জন্য তাৎক্ষণিক পাকড়াও করে তোমাদেরকে শাস্তি না দিয়ে দয়া করে তোমাদেরকে সংশোধনের সুযোগ দেন ; এটাতো তোমাদের কল্যাণের জন্যই করেন, যাতে তোমরা আগেভাগে সংশোধিত হয়ে চূড়ান্ত ক্ষতি থেকে বেঁচে যেতে পারো। তোমাদের কাছে ওহী নিয়ে এক ব্যক্তি এসেছেন—এটাতো কোনো নতুন ঘটনা নয়, তাঁর আগে মূসা আ.-এর নিকটও ওহীর মাধ্যমে কিতাব এসেছিল। এটাতো তোমাদের জানা আছে। তোমরা বিশ্বাস করো মূসা আ.-এর যুগে যা কিছু হয়েছিল এখন আবার তা সবকিছুই হবে। যারা এ কিতাব মেনে চলবে, নেতৃত্ব তাদের হাতেই আসবে। আর যারা এটাকে প্রত্যাখ্যান করবে, তারা ব্যর্থ হয়ে যাবে। কাফিরদেরকে সতর্ক করে আরও বলা হয়েছে যে, তোমরা যে পথে তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের খাতিরে সফরে যাও, সেসব পথের পাশেই অতীতের জাতি-গোষ্ঠির ধ্বংসাবশেষ পড়ে আছে। তোমরা কি নিজেদের জন্য সেসব জাতির পরিণাম পছন্দ করো ? মনে রেখো, এ নবীর দাওয়াত সত্য। যদিও কিছু যুবক ও দরিদ্র মানুষ ছাড়া এ দাওয়াত বর্তমানে কেউ গ্রহণ করতে রাজী হচ্ছে না এবং চারিদিকে সবাই তাঁর বিরোধিতা করছে ; কিন্তু এ অবস্থা চিরদিন থাকবে না ; খরার মৌসুমের শুষ্ক জমি যেমন বৃষ্টিপাতের পর সুজলা-সুফলা হয়ে উঠে, তেমনি তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের এ দাওয়াতও একদিন ফুলে-ফলে সুশোভিত হয়ে উঠবে।

উপসংহারে রাসূলুল্লাহ স.-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, এ কাফির মুশরিকদের ঠাট্টা-মশকরা ও নিন্দাবাদের জবাবে আপনি তাদেরকে বলুন যে, আমাদের ও তোমাদের মধ্যে যখন চূড়ান্ত ফায়সালার সময় আসবে তখন তোমাদের তো মেনে নেয়াতে কোনো লাভ হবে না। হয় এখন মেনে নাও, না হয় চূড়ান্ত পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে থাকো।

❒

১. আলিফ লা–ম মী–ম। ২. এ কিতাবটি নাযিলকৃত বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।[১]
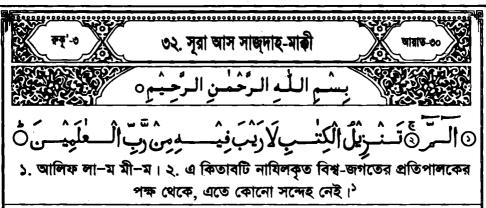
①الم-(আলিফ-লাম- মীম) এ বিচ্ছিন্ন অক্ষরগুলোর অর্থ একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। ②تَنْزِيلُ-নাযিলকৃত ; الْكِتَٰبِ-এ কিতাব ; لَا-নেই ; رَيْبَ-কোনো সন্দেহ ; فِيهِ-এতে ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّ-প্রতিপালকের ; الْعَٰلَمِينَ-বিশ্ব-জগতের।

১. এটা একটা পরিচিতি মূলক বক্তব্য। আল কুরআনের বেশ কয়েকটি সূরা এ জাতীয় বক্তব্য দিয়ে শুরু করা হয়েছে। এ জাতীয় বক্তব্যের উদ্দেশ্য হলো—একথা জানিয়ে দেয়া যে, এটা কোনো মানুষের বক্তব্য নয়। বরং এটা বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে আগত। যেহেতু এটা বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত তাই এ সংবাদের সাথে সাথে এ দাবীও উত্থাপিত হয় যে, এ কিতাবের প্রতি অনুগত হওয়া সকল মানুষের কর্তব্য। এ কিতাবের মুকাবিলায় মানুষের আর কোনো স্বাধীনতা থাকতে পারে না। এ দাবীর সাথে সাথে এ ভীতি প্রদর্শনও রয়েছে যে, মানুষ যদি এটাকে মেনে নিতে অস্বীকার করে, তাহলে তাকে অবশ্যই এক বিরাট ভয়াবহ আশংকার সম্মুখীন হতে হবে। এ ঘোষণা শোনার পর মানুষকে এ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, সে এটাকে আল্লাহর বাণী হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে সে অনুসারে নিজের জীবন গড়বে এবং দুনিয়া-আখিরাতে সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। অথবা এটাকে অস্বীকার করে উভয় জাহানে দুর্ভাগ্য বয়ে বেড়াবে।

উপোরক্ত ঘোষণার সাথে সাথে একথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ‘এতে কোনো সন্দেহ নেই’। অর্থাৎ এ কিতাব আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই। এ দাবীর সপক্ষে যুক্তি-প্রমাণও সেই লোকদের সামনে ছিল যাদের সামনে এ কিতাব নাযিল হয়েছিল। এ কিতাব যিনি উপস্থাপন করেছেন তাঁর জীবনের চল্লিশটি বছর তাদের সামনে ছিল। তারা জানতো যে, এ দাবী সহকারে যিনি কিতাবটি পেশ করছেন, তিনি তাদের জাতির সবচেয়ে সত্যবাদী, দায়িত্ববান ও সৎচরিত্রের অধিকারী। নবুওয়াত লাভের একদিন আগেও তাঁর মুখ থেকে এ ধরনের ভাষার বক্তব্য কেউ শোনেনি। তাঁর নিজস্ব ভাষার বর্ণনাও এ কিতাবের বর্ণনাভঙ্গিতে ছিল প্রচুর পার্থক্য। তারা জানতো যে, কোনো মানুষ হঠাৎ করে একদিনের মধ্যে এ ধরনের ভিন্ন বর্ণনাভঙ্গির দু'টো ভাষার অধিকারী হতে পারে না। তাদের কবি সাহিত্যিকরাও গদ্যে বা পদ্যে এ ভাষার মতো কোনো রচনা উপস্থাপন করতে সক্ষম

③ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرٰىهُ ۚ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ أَتٰىهُم

৩. তারা[২] কি বলে—'সে নিজে তা রচনা করে নিয়েছে[৩] ? বরং তা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সত্য[৪], যেন আপনি সতর্ক করে দিতে পারেন এমন কওমকে যাদের কাছে আসেনি

مِّنْ نَّذِيرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ④ اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ

কোনো সতর্ককারী আপনার আগে, সম্ভবত তারা সৎপথ পেয়ে যাবে[৫]। ৪. আল্লাহ তো সেই সত্তা[৬] যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান

③ أَمْ-কি ; يَقُولُونَ-তারা বলে ; افْتَرٰىهُ-(افترى+ه)-সে নিজে রচনা করে নিয়েছে ; بَلْ-বরং ; هُوَ-তা ; الْحَقُّ-সত্য ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; لِتُنْذِرَ-যেন আপনি সতর্ক করে দিতে পারেন; قَوْمًا-এমন কাওমকে; مَّآ أَتٰىهُمْ-(ما اتى+هم)-যাদের কাছে আসেনি ; مِنْ نَّذِيرٍ-কোনো সতর্ককারী ; مِنْ قَبْلِكَ-(من+قبل+ك)-আপনার আগে ; لَعَلَّهُمْ-সম্ভবত তারা ; يَهْتَدُونَ-সৎপথ পেয়ে যাবে। ④ اَللّٰهُ-আল্লাহ তো ; الَّذِي-সেই সত্তা যিনি ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ;

হয়নি। সুতরাং এটা যে বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা ও প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত কিতাব এবং এতে যে, কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই, এ দাবী যথার্থই।

২. অর্থাৎ মুহাম্মদ স.-এর রিসালাত সম্পর্কে মক্কার কাফির-মুশরিকরা বলে। প্রাথমিক ঘোষণার পর এখানে রিসালাত সম্পর্কে তাদের আপত্তির উল্লেখ করা হচ্ছে।

৩. অর্থাৎ এ কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয় মুক্ত হওয়ার পরও এরা এটাকে আপনার রচিত বলে মিথ্যা প্রোপাগাণ্ডা চালাচ্ছে, প্রকাশ্যে আল্লাহর কিতাবের ব্যাপারে হঠকারিতা দেখাচ্ছে এবং আপনার প্রতি মিথ্যা ও ভিত্তিহীন দোষারোপ করছে, এটাতো অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয়। এদের কি এ অনুভূতি নেই যে, যারা মুহাম্মদ স. এবং তাঁর কথা ও কাজ সম্পর্কে জানে তাদের কাছে তো এদের এসব অভিযোগ মিথ্যা বলে চিহ্নিত হবে, তখন তারা এদের সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করবে।

৪. এ কিতাব যে আল্লার পক্ষ থেকে আগত এ ব্যাপারে দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে—'এতে কোনো সন্দেহ নেই।' 'এটা মুহাম্মদ স.-এর রচিত—কাফিরদের এ জবাবে এখানেও শুধু এতটুকুই বলে দেয়া হয়েছে যে, 'এটা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত সত্য'। কারণ এর চেয়ে বেশী বলার তথা কোনো যুক্তি-প্রমাণ পেশ করার আর কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা, কে কোন্ পরিবেশে কিভাবে এ কিতাব নাযিল করেছেন তা শ্রোতাদের জানা আছে।

وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُمْ

ও যমীন এবং উভয়ের মধ্যবর্তী যাকিছু আছে সবই ছয় দিনে, তারপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন[৭] ; নেই তোমাদের

وَ-ও ; الْأَرْضَ-যমীন ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু আছে সবই ; بَيْنَهُمْ-উভয়ের মধ্যবর্তী ; فِي سِتَّةِ-ছয় ; أَيَّامٍ-দিনে ; ثُمَّ-তারপর ; اسْتَوَىٰ-তিনি অধিষ্ঠিত হয়েছেন ; عَلَى- উপর ; الْعَرْشِ-আরশের ; مَا-নেই ; لَكُمْ-তোমাদের ;

৫. অর্থাৎ এ কিতাব যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে তেমনি এ কিতাব নাযিলেরও একটি সদুদ্দেশ্য রয়েছে। আর তাহলো—দীর্ঘ সময় থেকে আরবদেশে কোনো নবী-রাসূল আসেননি, যারা আরববাসীকে তাদের জাহেলী কর্মকাণ্ডের জন্য সতর্ক করতে পারতেন, যার ফলে এ জাতি মূর্খতা, অজ্ঞতা, নৈতিক অধঃপতনে অত্যন্ত পেছনে পড়েছিল। তাই এ জাতির মধ্যে একজন নবী আসার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হচ্ছিল। আল্লাহ তাআলা তাই দয়া করে তাদের মধ্যে নবী ও কিতাব নাযিল করেন। যাতে করে তারা নিজেদের কাজ-কর্মের ব্যাপারে সতর্ক হতে পারে।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইতিহাস অনুসারে আরবে সর্বপ্রথম হযরত হুদ ও সালেহ আ.-এর মাধ্যমে দীনের দাওয়াত পৌঁছে। অতপর হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ.-এর মাধ্যমে তাদের মধ্যে দীনের দাওয়াত দেন। তা-ও প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। তারপর রাসূলুল্লাহ স.-এর আগে সর্বশেষ তাদের মধ্যে পাঠানো হয় হযরত শোআইব আ.-কে। তাঁর আগমণ হয়েছিল নবী স.-এর প্রায় দু'হাজার বছর আগে। এত দীর্ঘ সময় নবী না থাকাতে তাদের মধ্যে আপনার আগে কোনো সতর্ককারী আসেনি—একথা বলা যথার্থ ছিল।

মূলত তাদের মধ্যে দীর্ঘ সময় নবী না আসলেও তাওহীদের শিক্ষা তাদের মধ্য থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। আরবে প্রাচীন যুগেও ইবরাহীম আ.-এর ধর্ম পালিত হতো। তারা নিজেরাও নিজেদেরকে ইবরাহীমী ধর্মের অনুসারী বলে দাবী করতো। তাছাড়া নিকটতম দেশগুলোতে যেসব নবীর আগমন হয়েছিল তাদের শিক্ষার মাধ্যমেও আসল দীন যে তাওহীদ এবং নবীগণ যে মূর্তীপূজা শেখাননি, তা তাদের জানা ছিল। সে দেশে মূর্তীপূজার প্রচলন করেছে আমর ইবনে লুহাই নামক এক ব্যক্তি। মূর্তীপূজার ব্যাপক প্রচলন সত্ত্বেও আরবে 'হুনাফা' তথা 'সত্যপন্থী' নামক একদল লোকের অস্তিত্ব ছিল। যারা তাওহীদ অনুসারী ছিল এবং মূর্তীর বেদীতে বলিদান ও মূর্তীপূজাকে প্রকাশ্য নিন্দা জানাতো। এরা সবাই প্রকাশ্যে তাওহীদের ঘোষণা দান করতো এবং মুশরিকদের সাথে সম্পর্কহীনতার প্রকাশ্য ঘোষণা দিতো। সুতরাং নবী-রাসূল বিহীন দীর্ঘ সময়ে যেসব লোক অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের ঈমান ও কুফর-এর ফায়সালা কিভাবে করা হবে, এ প্রশ্ন তোলার সুযোগ থাকে না।

৬. মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ স.-এর তাওহীদ তথা এক আল্লাহর দাওয়াতের তীব্র আপত্তি জানাতো। তারা তাদের দেবতা ও মনীষীদেরকে উপাস্য হিসেবে মানতো। এ

مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا شَفِيْعٍ ۭ اَفَلَا تَتَذَكَّرُوْنَ ④ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَاۗءِ

কোনো অভিভাবক তিনি ছাড়া, আর না (তাঁর সামনে) কোনো সুপারিশকারী, তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না[৮] ? ৫. তিনিই পরিচালনা করেন যাবতীয় বিষয়—আসমান থেকে নিয়ে

اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِيْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا

যমীন পর্যন্ত, অতপর তা (পরিচালনার বিবরণ) তাঁর কাছে পৌঁছে এমনি একদিনে যার পরিমাণ হলো এক হাজার বছর, সে অনুযায়ী যেমন

تَعُدُّوْنَ ⑤ ذٰلِكَ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ⑥ الَّذِيْٓ

তোমরা গণনা করে থাক[৯]। ৬. তিনিই অদৃশ্য ও দৃশ্যমানের জ্ঞান রাখেন[১০], (তিনি) পরাক্রমশালী[১১] পরম দয়ালু[১২]। ৭. যিনি

مِنْ دُوْنِهٖ-(من+دون+ه)-তিনি ছাড়া ; مِنْ وَّلِيٍّ-কোনো অভিভাবক ; وَّ-আর ; لَا-না; شَفِيْعٍ-(তার সামনে) কোনো সুপারিশকারী ; اَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ-(ا+ف+لاتذكرون) তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ? ⑤ يُدَبِّرُ-তিনিই পরিচালনা করেন ; الْاَمْرَ-যাবতীয় বিষয় ; مِنَ-থেকে নিয়ে ; السَّمَاۗءِ-আসমান ; اِلَى-পর্যন্ত ; الْاَرْضِ-যমীন ; ثُمَّ-অতপর ; يَعْرُجُ-তা পরিচালনার বিবরণ পৌঁছে ; اِلَيْهِ-তাঁর কাছে ; فِيْ يَوْمٍ-এমন এক দিনে ; كَانَ-হলো ; مِقْدَارُهٗٓ-(مقدار+ه)-যার পরিমাণ; اَلْفَ-এক হাজার ; سَنَةٍ-বছর ; مِمَّا-সে অনুযায়ী যেমন ; تَعُدُّوْنَ-তোমরা গণনা করে থাক। ⑥ ذٰلِكَ-তিনিই ; عٰلِمُ-জ্ঞান রাখেন ; الْغَيْبِ-অদৃশ্য ; وَ-ও ; الشَّهَادَةِ-দৃশ্যমানের ; الْعَزِيْزُ-(তিনি) পরাক্রমশালী ; الرَّحِيْمُ-পরম দয়ালু। ⑦ الَّذِيْ-যিনি ;

আয়াতে তাদের দ্বিতীয় আপত্তির জবাবে বলা হয়েছে যে, এক আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মা'বূদ, কর্ম সম্পাদনকারী, প্রয়োজন পূরণকারী, প্রার্থনা শ্রবণকারী, বিপদ দূরকারী এবং স্বাধীন ক্ষমতাসম্পন্ন ইলাহ আর কেউ নেই। তারা এ ব্যাপারেই কঠোর আপত্তি জানাতো।

৭. আল্লাহ তা'আলার আরশে সমাসীন হওয়ার ব্যাপারে সূরা আল আ'রাফের ৫৪ আয়াত, সূরা ইউনুসের ৩ আয়াত এবং সূরা রা'আদ-এর ২ আয়াতে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতগুলো এবং সংশ্লিষ্ট টীকাসমূহ দ্রষ্টব্য।

৮. অর্থাৎ বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা যে আল্লাহ তা-তো তোমরা স্বীকার করে থাকো। আর যিনি স্রষ্টা তিনি-ই তো 'ইলাহ' বা মা'বূদ হওয়ার উপযুক্ত অথচ তোমরা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে বিশ্ব-জগতের পরিচালক ও কর্ম সম্পাদনকারী হিসেবে মনে করে বসেছো। সেই মহান সত্তা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদেরকে তোমরা মানো তারা সবাই

সৃষ্ট। মহান স্রষ্টা যদি তোমাদেরকে সাহায্য না করেন তাহলে তাঁর সৃষ্টিকূলের মধ্যে কে তোমাদেরকে সাহায্য করতে পারে? যদি তোমাদের কাউকে পাকড়াও করেন, তাহলে কে এমন আছে যে তোমাদেরকে তাঁর পাকড়াও থেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে? তিনি যদি কারো সুপারিশ গ্রহণ না করেন তাহলে কে তাঁকে দিয়ে সুপারিশ গ্রহণ করাতে পারে।

৯. অর্থাৎ আল্লাহর পূরণের কোনো কাজ পূরণকারীদের হাতে আজ দেয়া হলে কালই (দুনিয়ার হিসেবে যা এক হাজার বছরের সমান) তার বিবরণ তাঁর কাছে পেশ করা হয়। অর্থাৎ আল্লাহর হিসেবে একদিন দুনিয়ার এক হাজার বছরের সমান। আরবের কাফিররা বলতো—মুহাম্মদ স. তাঁর তাওহীদের দাওয়াত নিয়ে এসেছেন কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে গেলো। তাঁর দাওয়াত মেনে না নিলে আমাদের ওপর আযাব আসার ভয় তিনি আমাদেরকে বারবার দেখিয়েছেন। কয়েক বছর তো হয়ে গেলো, আমাদের ওপর আযাব তো আসলো না। আমরা তো হাজারবার তাঁর দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করেছি, যদি তাঁর কথা সত্য হতো তাহলে তো আমাদের ওপর আযাব অবশ্যই আসতো।

উল্লিখিত আয়াতে তাদের জবাব দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর একদিন যেহেতু তোমাদের এক হাজার দিনের সমান তাই তোমাদের প্রত্যাখ্যানের পর আযাব আসার ব্যাপারে তোমরা তাড়াহুড়ো করছো। আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য।

সূরা আল হাজ্জের ৪৭ আয়াতে বলা হয়েছে—"তারা আপনাকে তাগাদা দিচ্ছে আযাব তাড়াতাড়ি নিয়ে আসার জন্য, আর আল্লাহ তো কখনো ওয়াদা খেলাফ করবেন না। কিন্তু আপনার প্রতিপালকের কাছে একদিন আপনাদের গণনায় এক হাজার বছরের সমান।"

সূরা আল মা'আরিজের প্রথম আয়াত থেকে ৭ আয়াতে বলা হয়েছে—"এক প্রশ্নকারী সেই আযাব সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করে, যা আপতিত হবে কাফিরদের ওপর, যার কোনো প্রতিরোধকারী নেই, যা সংঘটিত হবে আল্লাহর পক্ষ থেকে। যিনি সুউচ্চ স্তরসমূহের মালিক (অর্থাৎ তিনি পর্যায়ক্রমে কাজ করেন)। ফেরেশতারা ও জিবরাঈল তাঁর দিকে উঠতে থাকে এমন একদিনে যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। অতএব আপনি সবর করুন—উত্তম সবর। তারা সেই দিনকে দূরবর্তী দেখছে আর আমি দেখছি তা নিকটবর্তী।"

এসব আয়াত থেকে যা বুঝা যায় তাহলো কোনো জাতির কাজের পরিণামফল প্রকাশের জন্য দিন, মাস, বছর নয় বরং শতাব্দীকাল সময়ও দীর্ঘকাল নয়।

১০. অর্থাৎ আল্লাহ-ই একমাত্র দৃশ্য-অদৃশ্য সব জানেন (অন্যরা একটা জিনিস জানলেও অসংখ্য জিনিস তাদের অজানা। ফেরেশতা, জ্বীন, নবী, ওলী যে কেউ-ই হোক না কেন, এমন একজনও নেই, যিনি সবকিছু জানেন। সবকিছু জানেন একমাত্র আল্লাহ।

১১. অর্থাৎ তিনি প্রত্যেকটি জিনিসের ওপর প্রভাবশালী। তাঁর হুকুম বাস্তবায়নে বাঁধা সৃষ্টি করতে পারে এমন কোনো শক্তি বিশ্ব-জাহানে নেই। সবকিছুই তাঁর অধীন। তাঁর মুকাবিলা করার ক্ষমতা কারো নেই।

أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ۝ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ

সুন্দর করেছেন প্রত্যেকটি জিনিস যা তিনি সৃষ্টি করেছেন[১৩] এবং তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি থেকে। ৮. তারপর তিনি সৃষ্টি করেন তার (মানুষের) বংশকে

مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ ۝ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ

তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে[১৪]। ৯. তারপর তিনি তাকে সুন্দর-সুঠাম করেন[১৫] এবং তার মধ্যে নিজের রূহ থেকে ফুঁকে দেন[১৬], আর তিনিই দান করেন

أَحْسَنَ-সুন্দর করেছেন ; كُلَّ-প্রত্যেকটি ; شَيْءٍ-জিনিস ; خَلَقَهُ-(خلق+ه)-যা তিনি সৃষ্টি করেছেন ; وَ-এবং ; بَدَأَ-তিনি সূচনা করেছেন ; خَلْقَ-সৃষ্টির ; الْإِنْسَانِ-মানুষ ; مِنْ-থেকে ; طِينٍ-কাদামাটি। ⑧ ثُمَّ-তারপর ; جَعَلَ-তিনি সৃষ্টি করেন ; نَسْلَهُ-(نسل+ه)-তার বংশকে ; مِنْ-থেকে ; سُلَالَةٍ-নির্যাস ; مِنْ مَاءٍ-পানির ; مَهِينٍ-তুচ্ছ। ⑨ ثُمَّ-তারপর ; سَوَّاهُ-(سوى+ه)-তিনি তাকে সুন্দর-সুঠাম করেন ; وَ-এবং ; نَفَخَ-ফুঁকে দেন ; فِيهِ-তার মধ্যে ; مِنْ-থেকে ; رُوحِهِ-(روح+ه)-নিজের রূহ ; وَ-আর ; جَعَلَ-তিনিই দান করেন ;

১২. অর্থাৎ তিনি পরম দয়ালু। তাঁর চেয়ে অধিক দয়ালু আর কেউ হতে পারে না। এত প্রভাব প্রতিপত্তি, পরাক্রম ও অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর কোনো সৃষ্টির উপর যুলুম করেন না।

১৩. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব-জগতে অগণিত জিনিস সৃষ্টি করেছেন। তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টি-ই নিজ নিজ স্থানে উপযোগী সুষম, যথার্থ ও সুন্দর। তিনি যে কাজের জন্য যে সৃষ্টি করেছেন, সে কাজের জন্য সে সৃষ্টির বিকল্প কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব-ই নয়। দেখার জন্য চোখ ও শোনার জন্য কান যেখানে সংযোজন করেছেন, তার চেয়ে উত্তম সংযোজন কেউ করতে পারে না। আলো, পানি, বায়ুকে যে উদ্দেশ্যে তিনি সৃষ্টি করেছেন তার জন্য এসব জিনিস যেমন হওয়া উচিত ঠিক তেমনি গুণসম্পন্ন করে তা সৃষ্টি করেছেন। এমনকি তাঁর সৃষ্টির নকশার খুঁত ধরা সম্ভব নয়, তাঁর সৃষ্টির নকশার মধ্যে সংস্কার-সংশোধনের কোনো প্রস্তাব দেয়া—যেমন, 'এটা এ রকম না হয়ে ওরকম হলে ভালো হতো'—এটা কোনো মতেই সম্ভব নয়।

১৪. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম আদম ও হাওয়া আ.-কে সরাসরি নিজ হাতে সৃষ্টি করেন। অতপর তাদের মধ্যেই বংশ বিস্তারের এমন শক্তি সৃষ্টি করে দেন, যার ফলে তাদের বীর্য থেকেই তাদের মতো মানুষের জন্ম হতে থাকে। এ ক্ষেত্রেও মাটির সারবস্তুকে মানুষের দেহের মধ্যে প্রথমে রক্ত ও পরে বীর্যরূপে এবং তাতে একটি নির্দেশের মাধ্যমে জীবন-চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তি সঞ্চার করে দেন, যার সাহায্যে মানুষের মতো একটি অত্যাশ্চর্য সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করে। এটা আল্লাহ তা'আলার অসংখ্য কর্মকুশলতার

لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ؕ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ۝١٠ وَقَالُوْٓا

তোমাদেরকে কান ও চোখ এবং হৃদয়[১৭], তোমরা যা শোকর করে থাক তা নিতান্তই কম[১৮]। ১০. আর[১৯] তারা বলে—

لَكُمْ-তোমাদেরকে ; السَّمْعَ-কান ; وَ-ও ; الْاَبْصَارَ-চোখ ; وَ-আর ; الْاَفْـِٕدَةَ-হৃদয়; قَلِيْلًا-নিতান্তই কম ; مَّا-যা, তা ; تَشْكُرُوْنَ-শোকর করে থাক। ⑩ وَ-আর; قَالُوْٓا-তারা বলে ;

মধ্যেকার একটি কর্মকুশলতা মাত্র। দ্বিতীয় পর্যায়ের কর্মকুশলতা হচ্ছে আগামিতে এ মানুষের বংশধারা অব্যাহত রাখার জন্য তাদের মধ্যেই এমন একটি প্রাকৃতিক নিয়ম সৃষ্টি করে দেন, যার প্রকৃতি ও কর্মকুশলতা মানুষকে হতবাক করে দেয়।

এ আয়াতে প্রথমত মানুষকে সরাসরি সৃষ্টির কথা উল্লেখিত হয়েছে। এছাড়াও আরও কতেক আয়াতে প্রথমত মানুষকে সরাসরি সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। যারা আল্লাহ কর্তৃক মানুষকে সরাসরি সৃষ্টির ব্যাপারকে অস্বীকার করে তারা কুরআনকেই অস্বীকার করে।

১৫. অর্থাৎ একটি শুক্রবিন্দু থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করে এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সংযোজন করে একটি পূর্ণ মানবিক আকার প্রদান করেন। অতপর দুনিয়ার আলো-বাতাসের সংস্পর্শে তাকে সুন্দর সুঠাম মানুষে পরিণত করেন।

১৬. 'রূহ' দ্বারা এমন একটি বিশেষ উপাদানকে বুঝানো হয়েছে। যদ্বারা মানুষ চিন্তা-চেতনা, বুদ্ধি -বিবেক, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং যার বদৌলতে মানুষ অন্য সকল সৃষ্টি থেকে আলাদা আমিত্বের অধিকারী, প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা সম্পন্ন সত্তায় পরিণত হয়। শুধুমাত্র প্রাণের প্রবাহ যদ্বারা প্রাণীর দেহযন্ত্র সচল থাকে তাকে 'রূহ' বলা হয়নি।

আল্লাহ তা'আলা নিজের রূহ থেকে ফুঁকে দেয়ার কথা বলে বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ রূহ তাঁরই মালিকানাধীন এবং তাঁর পবিত্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। যেমন কোনো জিনিস তার মালিকের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মালিকের জিনিস হিসেবে আখ্যায়িত হয়। 'রূহ' আল্লাহ কর্তৃক সৃষ্ট অন্য কোনো পদার্থ থেকে উৎসারিত বা একাধিক পদার্থের মৌলিক রূপ নয়। বরং আল্লাহর পবিত্র সত্তা-ই তার উৎস। মানুষের মধ্যেকার গুণাবলীসমূহ যেমন তার জ্ঞান, চিন্তা-চেতনা, ইচ্ছা-সংকল্প, সিদ্ধান্ত গ্রহণ-ক্ষমতা ও ইখতিয়ার প্রভৃতি গুণাবলী, মহান আল্লাহর গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়া। মানুষের মধ্যকার গুণ-বৈশিষ্ট্যগুলো কোনো অজ্ঞান, বোধহীন, অক্ষম বা কোনো জড় পদার্থ থেকে আসেনি। মানুষ জ্ঞান লাভ করেছে আল্লাহর জ্ঞান থেকে। আল্লাহর প্রজ্ঞা থেকে সে লাভ করেছে বিচক্ষণতা। আল্লাহর ক্ষমতা থেকে সে লাভ করেছে স্বাধীন ক্ষমতা। [সূরা আল হিজর এর ২৯ আয়াতের টীকায়ও এ সম্পর্কিত আলোচনা আছে। উক্ত অংশও দেখে নেয়া যেতে পারে।]

১৭. 'রূহ' ফুঁকে দেয়ার আগ পর্যন্ত মানুষকে সম্বোধন করা যায়নি, আল্লাহ তা'আলা তাই মানুষকে তৃতীয় পুরুষ ধরে নিয়ে বলেছেন—"তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন ;

ءَاِذَا ضَلَلْنَا فِى الْاَرْضِ ءَاِنَّا لَفِىْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۚ بَلْ هُمْ بِلِقَآءِ رَبِّهِمْ

"আমরা যখন যমীনে মিশে বিলীন হয়ে যাব তখন কি আমরা নিশ্চিত তাতে নতুন সৃষ্টিরূপে উঠবো" ; বরং তারা তাদের প্রতিপালকের সাক্ষাতকে

كٰفِرُوْنَ ﴿١١﴾ قُلْ يَتَوَفّٰىكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ

অবিশ্বাস করে[২০]। ১১. আপনি বলুন—তোমাদের প্রাণ হরণ করবেন মৃত্যুর ফেরেশতা যাকে নিয়োজিত করা হয়েছে তোমাদের ওপর, তারপর

اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ ۝

তোমাদের প্রতিপালকের কাছে তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে[২১]।"

ءَ اِذَا-(ءَ+اذا)-যখন, কি ; ضَلَلْنَا-মিশে বিলীন হয়ে যাব ; فِى الْاَرْضِ-যমীনে ; ءَاِنَّا-(ءَ+انا)-তখন কি আমরা ; لَفِىْ-নিশ্চিত তাতে ; خَلْقٍ-সৃষ্টিরূপে উঠব ; جَدِيْدٍ-নতুন ; بَلْ-বরং ; هُمْ-তারা ; بِلِقَآءِ-(ب+لقاء)-সাক্ষাতকে ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; كٰفِرُوْنَ-অস্বীকারকারী। ﴿١١﴾ قُلْ-আপনি বলুন ; يَتَوَفّٰىكُمْ-(يتوفى+كم)-তোমাদের প্রাণ হরণ করবেন ; مَلَكُ-ফেরেশতা ; الْمَوْتِ-মৃত্যুর ; الَّذِىْ-যাকে ; وُكِّلَ-নিয়োজিত করা হয়েছে ; بِكُمْ-তোমাদের ওপর ; ثُمَّ-তারপর ; اِلٰى-কাছে ; رَبِّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের ; تُرْجَعُوْنَ- তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে।

'তার বংশকে সৃষ্টি করেন' 'তাকে সুন্দর সুঠাম করেন', 'তার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দেন।' রূহ ফুঁকে দেয়ার পর সরাসরি মানুষকে দ্বিতীয় পুরুষ ধরে সম্বোধন করে বলছেন—"তোমাকে দান করেছেন কান, চোখ ও হৃদয়। অর্থাৎ প্রাণ সঞ্চারের পর মানুষ সম্বোধিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। 'কান' ও 'চোখ' এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে, অন্য ইন্দ্রীয়গুলোর চেয়ে 'কান' ও চোখ' দ্বারাই মানুষ জ্ঞান আহরণ করে। কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তা'আলা তাই কান ও চোখকে তাঁর উল্লেখযোগ্য দান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর 'হৃদয়' দ্বারা ইন্দ্রীয়সমূহের দ্বারা সংগৃহীত তথ্য উপাত্তগুলোকে বিন্যস্ত করে তা থেকে ফলাফল বের করে আনে এবং সম্ভাব্য কর্মপন্থাগুলো থেকে বেছে নিয়ে সে পন্থা অনুসরণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাই শেষে 'হৃদয়'-এর উল্লেখ করেছেন।

১৮. অর্থাৎ তোমাকে আল্লাহ তা'আলা সুন্দর-সুঠাম করে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তোমার মধ্যে তাঁর পবিত্র রূহ থেকে ফুঁকে দিয়ে তোমাকে সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন। তোমাকে কান, চোখ ও হৃদয় দিয়েছেন। এসব নিয়ামত তোমাকে এজন্য দেয়া হয়নি যে, তোমার আর পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। দু'টো চোখ তোমাকে দেয়া

হয়েছে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখার জন্য ; দু'টো কান তোমাকে দেয়া হয়েছে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য; হৃদয় তোমাকে দেয়া হয়েছে সত্যকে ভালভাবে বুঝার ও সঠিক চিন্তা করে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য। কিন্তু এসব নিয়ামতের জন্য আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছো। এসব নিয়ামতকে তুমি নাস্তিক্যবাদ বা শিরকের পথে ব্যয় করছো। তোমাদেরকে আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হিসেবে খুব কমই পাওয়া যায়।

১৯. এখানে কাফিরদের অন্য একটি আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বে তাদের তাওহীদ ও রিসালাত সম্পর্কে আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। এখানে তাদের আখিরাত সম্পর্কে আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে।

২০. কাফিরদের আপত্তি হলো—'আমরা যখন মরে মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যাবো, তখন কি আবার আমাদেরকে নতুন করে সৃষ্টি করা হবে?' এ আপত্তির দু'টো অংশ—একটা হলো 'আমরা মাটিতে মিশে যাবো'; আর দ্বিতীয় অংশটি হলো 'আমাদের পুনরায় মাটিতে মিশে যাওয়া'। আসলে কাফিরদের দু'টো আপত্তিই অযৌক্তিক। কারণ মানুষ কখনো মাটিতে মিশে যাবে না। মাটিতে মিশে যাবে শুধু মানুষের রূহের বাহন দেহ। দেহ মাটির তৈরী। দেহ মাটিতে মিশে যাবে। 'রূহ' কখনো মাটিতে মিশে যাবে না। যেমন এক ব্যক্তি 'যায়েদ' তার দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো এক এক করে কেটে ফেলা হয়, তখনও যায়েদ পুরোপুরি নিজের জায়গায় থেকে যায়। তার কোনো একটি অংশও কর্তিত কোনো অংশের সাথে চলে যায় না। আর যখন যায়েদের দেহ থেকে রূহ বের হয়ে যায়, কেবলমাত্র তখনই সম্পূর্ণ দেহ থাকা সত্ত্বেও তার দেহটিকে 'যায়েদ' বলা হয় না। কেননা যার নাম 'যায়েদ' সে চলে গেছে। অতপর শূন্য দেহ পিঞ্জিরটাকে দাফন করে ফেলা হয়। কাজেই কাফিরদের আপত্তি 'আমরা যখন মাটিতে মিশে যাব' কথাটার কোনো ভিত্তি নেই, কেননা 'আমরা' বলতে যাদেরকে বুঝানো হয়েছে, 'তারা' কখনো মাটিতে মিশে যায় না। বরং 'আমরা'-এর বাহন মাটির তৈরী দেহগুলোই মাটিতে মিশে যায়।

কাফিরদের আপত্তির দ্বিতীয় অংশ "আমাদেরকে কি নতুন নতুন করে সৃষ্টি করা হবে?" মানুষ যদি একটু চিন্তা করে দেখে, তাহলে তারা বুঝতে পারে যে, যিনি মাটি ও অন্যান্য উপাদান দিয়ে দেহটাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, তিনি মাটিতে মিশে যাওয়া সেসব উপাদানকে পুনরায় একত্র করে সেই দেহটাকে পুনরায় তৈরী করতে অবশ্যই সক্ষম। বাকী থাকে রূহ যা মাটিতে মিশে যায়নি ; বরং তা তার স্রষ্টার কাছে সংরক্ষিত অবস্থায় আছে। আল্লাহ তা'আলা কাফিরদের আপত্তির এ দ্বিতীয় অংশের জবাব দিয়েছেন যে, "আসলে তারা তাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করে।" অর্থাৎ পুনরায় সৃষ্টি যে অসম্ভব নয়, তারা তা ভাল করেই জানে। বরং তারা চায়না যে, তাদের প্রতিপালকের সামনে তাদেরকে দাঁড় করানো হোক। তারা চায়—তারা দুনিয়াতে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াবে, ইচ্ছামতো অপরাধ করবে এবং তারপর কোন প্রকার দণ্ড লাভ না করেই এখান থেকে বের হয়ে যাবে। তারপর তাদেরকে কোনো প্রকার জবাবদিহি করতে হবে না, এমনকি কোনো জিজ্ঞাসাবাদও তাদেরকে করা হবে না।

২১. অর্থাৎ তোমাদের ধারণা যে, তোমরা মাটিতে মিশে যাবে এবং তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করে বিচারের সম্মুখীন করা কোনোমতেই সম্ভব হবে না। তোমাদের এ ধারণা সঠিক নয়, তোমরা কখনো মাটিতে মিশে যাবে না। তোমাদের বহনকারী দেহ নামক মাটির খাঁচাটা মাটিতে মিশবে। তোমাদেরকে মৃত্যুর দায়িত্ব প্রাপ্ত ফেরেশতা একেবারে অক্ষত ও অটুট অবস্থায় তার তত্ত্বাবধানে নিয়ে যাবে এবং যথাসময় তার প্রতিপালকের সামনে হাজির করবে।

এ আয়াত ও কুরআন মাজীদের এ সম্পর্কিত অন্যান্য আয়াত থেকে যে বিষয়গুলো আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে তা হলো—

এক ঃ মৃত্যুর জন্য আল্লাহ তা'আলা একজন বিশিষ্ট ফেরেশতাকে নিয়োজিত করে রেখেছেন। তাঁর অধীনে আরো অনেক ফেরেশতা এ কাজে নিয়োজিত রয়েছে। তারাই প্রাণীর মৃত্যু ঘটায়। তারা মানুষের রূহকে তার দেহ থেকে বের করে আনে এবং নিজেদের নিরন্ত্রণে নিয়ে যায়। তারা মু'মিন ও নেক্‌কার রূহ এবং কাফির ও বদকার রূহের সাথে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে। এ সম্পর্কিত আলোচনা কুরআন মাজীদের সূরা নিসার ৯৭ আয়াত ; সূরা আন'আমের ৯৩ আয়াত ; সূরা নহলের ২৮ আয়াত এবং সূরা ওয়াকিয়ার ৮৩ ও ৯৪ আয়াতে রয়েছে। উল্লেখিত অংশসমূহ দ্রষ্টব্য।

দুই ঃ মানুষের রূহ তার মৃত্যুর সাথে সাথে বিলুপ্ত হয়ে যায় না। বরং দেহ থেকে রূহ আলাদা হয়ে গেলেও তা সঞ্জীবিত থাকে। "মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবেন, যাকে নিয়োজিত করা হয়েছে তোমাদের ওপর" একথা দ্বারা বুঝা যায় যে, রূহকে মৃত্যুর ফেরেশতা তার আয়ত্বে নিয়ে নেবে।

তিন ঃ মৃত্যুকালে ফেরেশতা মানুষের জৈবিক সত্তাকে তাঁর অধিকারে নিয়ে যান না, তিনি মানুষের রূহ তথা 'আমিত্ব' যাকে 'আমি' 'আমরা' 'তুমি' 'তোমরা' ইত্যাদি শব্দমালার সাহায্যে প্রকাশ করা হয়ে থাকে—তাকেই নিজ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে যায়। এ রূহকে এমনভাবে বের করে নেয়া হয় যে, তার সব গুণ অক্ষুণ্ন থাকে। অতপর এ রূহকেই তার প্রতিপালকের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়। একেই আখিরাতে দেহ দান করা হবে এবং এর বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে মামলা দায়ের করা হবে। একেই পুরস্কৃত করা হবে অথবা সাজা দেয়া হবে।

১ম রুকূ' (১-১১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল কুরআন বিশ্ব-জগতের স্রষ্টা ও পরিচালক এবং প্রতিপালক মহান আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে পথ দেখানোর জন্য নাযিলকৃত সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ আসমানী কিতাব।

২. এ কিতাব যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর প্রিয় রাসূল স.-এর মাধ্যমে নাযিলকৃত এবং এ কিতাবে বর্ণিত বিষয়াবলীতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই—এটা প্রমাণিত সত্য।

৩. কাফির-মুশরিকরা এ কিতাবকে মুহাম্মদ স. কর্তৃক রচিত বলে যে আপত্তি উথাপন করেছিল তার পক্ষে কোনো প্রমাণ তখন তারা পেশ করতে পারেনি এবং আজ পর্যন্তও কোনো মানুষ তাদের

সমর্থনে এমন একটি কিতাব রচনা করে তাদের আপত্তির পক্ষে প্রমাণ পেশ করতে পারেনি। সুতরাং এটা নিঃসন্দেহে আল্লাহর কিতাব।

৪. এ কিতাব নাযিল হয়েছে মানব জাতিকে আল্লাহর হুকুম অমান্য করার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করার জন্য। একই সাথে আল্লাহর হুকুম মেনে চলার শুভ পরিণামের খবর দেয়ার জন্যও এ কিতাব নাযিল হয়েছে।

৫. আল্লাহ তা'আলা আসমান-যমীন ও উভয়ের মধ্যকার যাবতীয় জিনিস সৃষ্টির পর এমনিই ছেড়ে দেননি বরং এসবের পরিচালানার দায়িত্বও নিজেই গ্রহণ করেছেন।

৬. আল্লাহ ছাড়া মানব জাতির জন্য দ্বিতীয় কোনো অভিভাবক নেই। তাঁর সামনে সুপারিশ করতে পারে এমন কোনো শক্তিও দুনিয়াতে নেই।

৭. মানুষকে দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির জন্য আল্লাহ তা'আলার আদেশ-নিষেধ পালন করার বিকল্প কোনো ব্যবস্থা নেই।

৮. আসমান থেকে যমীন পর্যন্ত যাবতীয় বিষয় আল্লাহ-ই পরিচালনা করেন।

৯. আল্লাহর নিকট দুনিয়ার যাবতীয় বিষয় পরিচালনায় আজকের বিবরণ আগামী কালই পৌঁছে যায়। অবশ্য দুনিয়ার হিসেবে এ সময়ের পরিমাণ এক হাজার বছর।

১০. আমাদের দৃশ্য ও অদৃশ্যের সব বিষয়ের খবর একমাত্র তিনিই জানেন।

১১. ফেরেশতা, জিন, নবী, ওলী কেউই দৃশ্য অদৃশ্য সকল খবর জানেন না।

১২. আল্লাহ তা'আলা পরাক্রমশালী। তাঁর কোনো ইচ্ছা পূরণে বাধা হয়ে দাঁড়ানোর মতো কোনো শক্তি দুনিয়া ও আখিরাতে নেই।

১৩. আল্লাহ তা'আলা পরম দয়ালু। তাঁর চেয়ে অধিক দয়ালু আর কেউ হতে পারে না।

১৪. অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিপত্তি ও পরাক্রম থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ তা'আলা তাঁর কোনো সৃষ্টির ওপর যুলুম করেন না।

১৫. আল্লাহ তা'আলা পরম দয়ালু। তাঁর চেয়ে অধিক দয়ালু এমন কোনো সত্তার কল্পনাও করা যেতে পারে না।

১৬. আল্লাহ তা'আলার সকল সৃষ্টি-ই সর্বোত্তম সুন্দর। এসব সৃষ্টিকে এর চেয়ে সুন্দর করে সৃষ্টি করা কারো পক্ষে কখনো সম্ভব নয়।

১৭. পৃথিবীর প্রথম মানুষকে কাঁদামাটি দিয়ে সরাসরি সৃষ্টি করেছেন।

১৮. আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবীর মধ্য থেকে নির্গত তুচ্ছ পানির নির্যাস থেকে পরোক্ষ সৃষ্টির মাধ্যমে মানব বংশধারার প্রবাহ অব্যাহত রাখেন।

১৯. আল্লাহ তা'আলা-ই একটি শুক্রবিন্দু থেকে নির্গত একটি শুক্রকীট ও ডিম্বাণুর সমন্বয়ে সৃষ্ট একটি পদার্থ থেকে ক্রমান্বয়ে প্রবৃদ্ধি দান করে একটি সুন্দর-সুঠাম পূর্ণাঙ্গ মানুষ সৃষ্টি করেন।

২০. মানবদেহ প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ কর্তৃক ফুঁকে দেয়া রূহের বাহন। সুতরাং রূহ-ই হলো মানুষ। রূহবিহীন দেহ মূল্যহীন।

২১. 'রূহ'-ই মানুষকে অন্য সকল প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী করেছে। রূহের দ্বারাই মানুষ চিন্তা-চেতনা, বিবেক-বুদ্ধি, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকে।

২২. মানব-রূহ আল্লাহর পবিত্র সত্তার সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ এ রূহ-এর মালিক তিনি। এ রূহের উৎস আল্লাহর পবিত্র সত্তা।

২৩. মানব-রূহ আল্লাহর সৃষ্ট কোনো মৌলিক বা যৌগিক পদার্থ থেকে উৎসারিত বা উৎপাদিত নয়।

২৪. আল্লাহ মানুষকে কান দিয়েছেন আল্লাহর বাণী মনোযোগ সহকারে শোনার জন্য।

২৫. মানুষকে চোখ দেয়া হয়েছে আল্লাহর নিদর্শনাবলী দেখে তাঁর প্রতি দৃঢ়-বিশ্বাস স্থাপনের জন্য।

২৬. মানুষকে হৃদয় তথা অন্তর দেয়া হয়েছে কান ও চোখ দ্বারা সংগৃহীত তথ্যাবলী অন্তর দিয়ে বিন্যাস করে সত্য-সঠিক পথ বেছে নেয়ার জন্য।

২৭. আল্লাহর দেয়া এসব নিয়ামতকে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী ব্যবহার করাই হলো তাঁর নিয়ামতের যথার্থ শোকর আদায় করা।

২৮. মানুষের রূহ-ই হলো আসল মানুষ। আর তা মৃত্যুর মাধ্যমে মাটিতে মিশে যায় না। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তা দেহ থেকে আলাদা হয়ে মৃত্যুর ফেরেশতার আয়ত্বে চলে যায়।

২৯. মাটির তৈরী দেহ-ই শুধুমাত্র মাটিতে মিশে যায়। অতপর এ মাটি থেকেই আল্লাহ দেহকে পুনরায় সৃষ্ট করে তার মধ্যে রূহ প্রবেশ করিয়ে দিয়ে মানুষকে বিচারের সম্মুখীন করবেন। এটা আল্লাহর জন্য অত্যন্ত সহজ কাজ।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১৫
আয়াত সংখ্যা-১১

﴿١٢﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا

১২. আর[২২] আপনি যদি দেখতেন, যখন অপরাধীরা তাদের প্রতিপালকের সামনে তাদের মাথাগুলো অবনত করে, (বলবে)—হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা দেখলাম

وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ﴿١٣﴾ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ

ও শুনলাম, এখন আমাদেরকে পুনরায় (দুনিয়াতে) পাঠিয়ে দিন, আমরা নেক কাজ করবো, আমরা অবশ্যই (এখন) দৃঢ় বিশ্বাসী। ১৩. আর আমি যদি চাইতাম তাহলে প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিয়ে আসতাম

هُدَاهَا وَلَٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

তার সঠিক পথে[২৩] কিন্তু আমার পক্ষ থেকে এ বাণী স্থিরিকৃত হয়ে আছে যে, আমি অবশ্য অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করবো জিন ও মানুষ

(১২) وَ-আর ; لَوْ-যদি ; تَرَىٰ-আপনি দেখতেন ; اِذْ-যখন ; الْمُجْرِمُوْنَ-অপরাধীরা ; نَاكِسُوْا-অবনতকারী হবে ; رُءُوْسِهِمْ-(رء وس+هم)-তাদের মাথাগুলো ; عِنْدَ-সামনে ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; رَبَّنَا-(বলবে) হে আমাদের প্রতিপালক ; اَبْصَرْنَا-আমরা দেখলাম ; وَ-ও ; سَمِعْنَا-আমরা শুনলাম ; فَارْجِعْنَا-(ف+ارجعنا)-এখন আমাদেরকে পুনরায় (দুনিয়াতে) পাঠিয়ে দিন ; نَعْمَلْ-আমরা কাজ করবো ; صَالِحًا-নেক ; اِنَّا-আমরা অবশ্যই (এখন) ; مُوْقِنُوْنَ-দৃঢ় বিশ্বাসী। (১৩) وَ-আর ; لَوْ-যদি ; شِئْنَا-আমি চাইতাম ; لَاٰتَيْنَا-আমি নিশ্চিত নিয়ে আসতাম ; كُلَّ-প্রত্যেক ; نَفْسٍ-ব্যক্তিকে ; هُدٰهَا-তার সঠিক পথে ; وَلٰكِنْ-কিন্তু ; حَقَّ-স্থিরিকৃত হয়ে আছে যে, الْقَوْلُ-এ বাণী ; مِنِّيْ-আমার পক্ষ থেকে ; لَاَمْلَئَنَّ-আমি অবশ্য অবশ্যই পূর্ণ করবো ; جَهَنَّمَ-জাহান্নাম ; مِنَ-দ্বারা ; الْجِنَّةِ-জিন ; وَ-ও ; النَّاسِ-মানুষ ;

২২. মানুষের রূহ যখন তার প্রতিপালকের সামনে নীত হবে, তখনকার অবস্থার চিত্র এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অপরাধীরা তখন সব দেখে শুনে তাদের ভুল বুঝতে পারবে এবং দুনিয়াতে আবার ফিরে আসতে চাইবে ; কিন্তু তাদেরকে আর সে সুযোগ দেয়া হবে না।

أَجْمَعِينَ ﴿١٣﴾ فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ۖ إِنَّا نَسِينَاكُمْ ۖ وَذُوقُوا

সবাইকে[২৪] দ্বারা। ১৪. অতএব (শাস্তির) মজা ভোগ করো, কেননা এদিনের তোমাদের সাক্ষাতের কথা তোমরা ভুলে গিয়েছিলে[২৫] আমিও তোমাদেরকে ভুলে গেলাম, সুতরাং ভোগ করতে থাকো।

أَجْمَعِينَ-সবাইকে। ⑭ فَذُوقُوا-(ف+ذوقوا)-অতএব (শাস্তির) মজা ভোগ করো ; بِمَا-কেননা ; نَسِيتُمْ-তোমরা ভুলে গিয়েছিলে ; لِقَاءَ-সাক্ষাতের কথা ; يَوْمِكُمْ-(يوم+كم)-তোমাদের দিনের ; هَٰذَا-এ ; إِنَّا-আমিও ; نَسِينَاكُمْ-(نسينا+كم)-তোমাদেরকে ভুলে গেলাম ; وَ-সুতরাং ; ذُوقُوا-ভোগ করতে থাকো ;

২৩. অর্থাৎ তোমরা এখন সব দেখে-শুনে অভিজ্ঞতা লাভ করে আবার দুনিয়াতে ফিরে যেতে চাচ্ছ এবং পুনরায় পরীক্ষা দিতে চাচ্ছ। এ ধরনের পরীক্ষা নেয়া তো অর্থহীন। সত্যকে তোমাদের সামনে খুলে দিয়ে পরীক্ষা নেয়া তো আমার উদ্দেশ্য ছিল না। তা যদি হতো, তাহলে তো আমি তা আগেই করতে পারতাম। সবার সামনে সত্যকে প্রকাশ করে দিয়ে সবাইকে হিদায়াত দিয়ে দিতে পারতাম। আমি তো চেয়েছি সত্যকে দৃষ্টির আড়ালে এবং ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ ও অনুভূতির বাইরে রেখে তোমাদের পরীক্ষা নিতে। আমি চেয়েছিলাম, বিশ্ব-জাহান এবং স্বয়ং তোমাদের মধ্যে সত্যের যেসব নিদর্শন রয়েছে, সেই নিদর্শনগুলো দেখে তোমরা সত্যকে চিনে নিতে পার কিনা। তাছাড়া আমি নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাব পাঠিয়ে সত্যকে চেনার ব্যাপারে তোমাদেরকে সাহায্য করেছি, যাতে করে তোমরা সত্যকে সহজে জেনে নিয়ে সে অনুসারে নিজেদের জীবন গড়ে নিতে পার ; কিন্তু তোমরা সেই পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছ। এখন তোমরা মূল ব্যাপারটা জেনে গেছ এবং এসব যদি তোমাদের মনে থাকে, তবে তো পুনরায় পরীক্ষার সুযোগ দেয়ার কোনো অর্থই থাকবে না। আর যদি প্রকৃত সত্য যা তোমরা এখন জানতে পেরেছো, তা যদি তোমাদের মন থেকে মুছে দিয়ে পুনরায় পরীক্ষা নেয়া হয় তাহলে ফলাফল বিগত পরীক্ষার মতোই হবে। সুতরাং দ্বিতীয়বার পরীক্ষা নেয়ার জন্য তোমাদেরকে দুনিয়াতে পাঠানো কোনো মতেই সম্ভব হবে না।

২৪. আল্লাহ তা'আলা এখানে সেদিকেই ইংগীত করেছেন, যা তিনি আদম সৃষ্টির সময় ইবলীসকে বলে দিয়েছিলেন। আদমকে সৃষ্টি করার পর ইবলীস সিজদা করতে অস্বীকার করার পর ইবলীসের সাথে আল্লাহ্ তা'আলার যে কথোপকথন হয়েছিল তা সূরা 'সাদ'-এর ৭১ আয়াত থেকে ৮৫ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে। ইবলীস আদমের বংশধরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর কাছে সুযোগ চায়। আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত হায়াত দিয়ে তাকে সে সুযোগ দেন এবং বলেন—

"তবে তাই ঠিক এবং আমি সত্য বলছি, আমি অবশ্য অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করবো তোকে দিয়ে এবং তাদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তাদের সবাইকে দিয়ে।"(সূরা সা'দ ৮৪-৮৫ আয়াত)

এখানে 'সবাইকে' শব্দ দ্বারা সমস্ত জিন ও ইনসান বুঝানো হয়নি, শুধুমাত্র শয়তানরা ও শয়তানদের অনুসারী জিন-ইনসানদেরকে বুঝানো হয়েছে।

عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑭ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا

অন্তহীন আযাব তার জন্য যা তোমরা করতে। ১৫. শুধুমাত্র তারাই তো আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান রাখে, যখন তাদেরকে

ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ۩

স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় তা (আমার আয়াতসমূহ), তারা লুটিয়ে পড়ে সিজদায় এবং নিজ প্রতিপালকের প্রশংসাসহ পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা অহংকার করে না[২৬]।

⑯ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا

১৬. তাদের শরীরের পার্শ্ব বিছানা থেকে এমনভাবে আলাদা হয়ে যায় যে, তারা তাদের প্রতিপালককে ডাকতে থাকে ভয় ও আশা নিয়ে[২৭]; আর তা থেকে, যে

عَذَابَ-আযাব ; الْخُلْدِ-অন্তহীন ; بِمَا-তার জন্য যা ; كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ-তোমরা করতে। ⑮ إِنَّمَا-শুধুমাত্র ; يُؤْمِنُ-ঈমান রাখে ; بِآيَاتِنَا-আমার আয়াতসমূহের প্রতি; الَّذِينَ-তারাই তো যারা ; إِذَا-যখন ; ذُكِّرُوا-তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় ; بِهَا-তা (আমার আয়াতসমূহ) ; خَرُّوا-তারা লুটিয়ে পড়ে ; سُجَّدًا-সিজদায় ; وَ-এবং ; سَبَّحُوا-পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করে ; بِحَمْدِ-প্রশংসাসহ ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-নিজ প্রতিপালকের ; وَ-এবং ; هُمْ-তারা ; لَا يَسْتَكْبِرُونَ-অহংকার করে না। ⑯ تَتَجَافَىٰ-এমনভাবে আলাদা হয়ে যায় যে, جُنُوبُهُمْ-(جنوب+هم)-তাদের শরীরের পার্শ্ব ; عَنِ-থেকে ; الْمَضَاجِعِ-বিছানা ; يَدْعُونَ-তারা ডাকতে থাকে ; رَبَّهُمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালককে ; خَوْفًا-ভয় ; وَ-ও ; طَمَعًا-আশা নিয়ে ; وَ-আর ; مِمَّا-তা থেকে যে,

২৫. অর্থাৎ তোমরা দুনিয়ার আরাম-আয়েশে ডুবে থেকে আমার সাথে সাক্ষাতের কথা যেমন ভুলে গেছো, আমিও তেমনি আজ তোমাদেরকে ভুলে গেলাম। ভুলে যাওয়ার মজা এখন ভোগ করো।

২৬. অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদাত বা দাসত্ব করাকে নিজেদের জন্য অপমানজনক মনে করো না। তাদেরকে আল্লাহর আয়াত শোনানো হলে বা তাদের সামনে আল্লাহর আয়াত পাঠ করা হলে তারা তার প্রতি আনুগত্যের মস্তক অবনত করে দেয়।

২৭. অর্থাৎ আল্লাহর মু'মিন বান্দারা জীবিকার জন্য দিনে কঠোর পরিশ্রম করলেও রাতের পুরো অংশ আরাম-আয়েশে কাটিয়ে দেয় না, বরং রাতের একটা অংশ তাঁদের প্রতিপালকের স্মরণে কাটিয়ে দেয় এবং নিজেদের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা তাঁর কাছেই পেশ করে।

رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ ⑯ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ

রিযক আমি তাদেরকে দিয়েছি, তারা ব্যয় করে[২৮]। ১৭. অতপর কোনো ব্যক্তি-ই জানে না, তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কি (জিনিস) লুকিয়ে রাখা হয়েছে

جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ⑰ اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا

তার প্রতিদানস্বরূপ যা তারা করতো[২৯]। ১৮. তবে কি যে (ব্যক্তি) মু'মিন হয়, সে কি তার মতো হতে পারে, যে নাফরমান?[৩০]

لَا يَسْتَوٗنَ ⑱ اَمَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ جَنّٰتُ الْمَاْوٰى

কখনো তারা সমান হতে পারে না[৩১]। ১৯. অতএব যারা ঈমান এনেছে ও নেককাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অনন্তকাল বসবাসের জান্নাত[৩২]

(رزقنا+هم)-رَزَقْنٰهُمْ-রিযক আমি তাদেরকে দিয়েছি ; يُنْفِقُوْنَ-তারা ব্যয় করে। ⑰ (ف+لاتعلم)-فَلَا تَعْلَمُ-অতপর জানে না ; نَفْسٌ-কোনো ব্যক্তিই ; مَّآ-কি (জিনিস); اُخْفِيَ-লুকিয়ে রাখা হয়েছে ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ-চোখ জুড়ানো ; جَزَآءً-প্রতিদান স্বরূপ ; بِمَا-তার, যা ; كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-তারা করতো। ⑱ اَفَمَنْ-(ا+ف+من)-তবে কি যে (ব্যক্তি) ; كَانَ-হয় ; مُؤْمِنًا-মু'মিন ; كَمَنْ-(ك+من)-তার মতো, যে ; كَانَ-হতে পারে ; فَاسِقًا-নাফরমান ; لَا يَسْتَوٗنَ-কখনো তারা সমান হতে পারে না। ⑲ اَمَّا-অতএব ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; وَ-ও ; عَمِلُوا-কাজ করেছে ; الصّٰلِحٰتِ-নেক ; فَلَهُمْ-(ف+لهم)-তাদের জন্য রয়েছে ; جَنّٰتُ-জান্নাত ; الْمَاْوٰى-অনন্তকাল বসবাসের ;

২৮. অর্থাৎ বৈধ উপায়ে আল্লাহ যা কিছু সম্পদ তাদেরকে দেন তা থেকেই তারা নিজেদের প্রয়োজন মেটায় এবং সাধ্যমতো আল্লাহর পথেও খরচ করে। অবৈধ পথে সম্পদের পাহাড় গড়ে তা অবৈধ পথে খরচ করার কোনো চিন্তা তারা অন্তরে স্থান দেয় না।

২৯. আল্লাহ তাঁর নেক বান্দাহদের জন্য জান্নাতে এমন দ্রব্য সামগ্রী লুকিয়ে রেখেছেন যে সম্পর্কে দুনিয়ার কোনো মানুষ অবগত নয়। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল স. ইরশাদ করেছেন—"আল্লাহ বলেন, আমার নেক বান্দাহদের জন্য আমি এমনসব জিনিস প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোনো চোখ কখনো দেখেনি, আর কোনো কান কখনো শোনেনি, আর না মানুষের মন কখনো কল্পনা করতে পেরেছে।"

৩০. 'মু'মিন' হলো সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহকেই একমাত্র ইলাহ তথা ইবাদাতের যোগ্য ও প্রতিপালক মেনে নিয়ে তাঁর নবী-রাসূলদের মাধ্যমে পাঠানো আইন-কানুনের

نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿২০﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ

তারা যা করতো তার মেহমানদারী স্বরূপ। ২০. আর যারা নাফরমানী করেছে, তাদের শেষ ঠিকানা হবে জাহান্নাম ;

كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا

যখনই তারা সেখান থেকে বের হতে চাইবে, তখনই তাদেরকে সেখানে ফিরিয়ে দেয়া হবে এবং তাদেরকে বলা হবে—তোমরা উপভোগ করো

عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ﴿২১﴾ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى

সেই জাহান্নামের আযাব যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। ২১. আর আমি অবশ্যই তাদেরকে (দুনিয়াতে) হালকা শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করাবো

دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿২২﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ

(পূর্বোক্ত) সেই বড় শাস্তি ছাড়াও, হয়তো তারা ফিরে আসবে[৩৩]। ২২. আর তার চেয়ে অধিক যালিম কে হতে পারে, যাকে উপদেশ দান করা হয়

نُزُلًا-মেহমানদারী স্বরূপ ; بِمَا-তার, যা ; كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-তারা করতো। ⑳ وَاَمَّا-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; فَسَقُوْا-নাফরমানী করেছে ; فَمَاْوٰهُمُ-(ف+ماوى+هم)-তাদের শেষ ঠিকানা ; النَّارُ-জাহান্নাম ; كُلَّمَا-যখনই ; اَرَادُوْا-তারা চাইবে ; اَنْ يَّخْرُجُوْا-বের হতে ; مِنْهَا-(من+ها)-সেখান থেকে ; اُعِيْدُوْا-তখনই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হবে ; فِيْهَا-সেখানে ; وَ-এবং ; قِيْلَ-বলা হবে ; لَهُمْ-তাদেরকে ; ذُوْقُوْا-তোমরা উপভোগ করো ; عَذَابَ-আযাব ; النَّارِ-জাহান্নামের ; الَّذِىْ-সেই ; كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ-যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। ㉑ وَ-আর ; لَنُذِيْقَنَّهُمْ-(لنذيقن+هم)-আমি অবশ্যই তাদেরকে স্বাদ গ্রহণ করাবো ; مِنَ الْعَذَابِ-শাস্তির ; الْاَدْنٰى-হালকা ; دُوْنَ-ছাড়াও ; الْعَذَابِ-সেই (পূর্বোক্ত শাস্তি ; الْاَكْبَرِ-বড় ; لَعَلَّهُمْ-হয়তো তারা ; يَرْجِعُوْنَ-ফিরে আসবে। ㉒ وَ-আর ; مَنْ-কে ; اَظْلَمُ-অধিক যালিম হতে পারে ; مِمَّنْ-(من+من)-তার চেয়ে যাকে ; ذُكِّرَ-উপদেশ দান করা হয় ;

আনুগত্য করে। আর 'ফাসিক' হলো সেই ব্যক্তি যে আল্লাহর আনুগত্য থেকে বের হয়ে স্বাধীন-স্বেচ্ছাচারী ও বিদ্রোহী হয়ে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো সত্তার আনুগত্য করে।

৩১. অর্থাৎ দুনিয়াতে 'মু'মিন' ও 'ফাসিক'-এর জীবন যাপন পদ্ধতি এক হতে পারে না। আর তাই আখিরাতেও উভয়ের সাথে আল্লাহর আচরণ এক সমান হবে না।

بِاٰيٰتِ رَبِّهٖ ثُمَّ اَعْرَضَ عَنْهَا ؕ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ مُنْتَقِمُوْنَ ۝

তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দ্বারা কিন্তু সে তা থেকে মুখ ফেরায়[৩৪] ? আমি অবশ্যই অপরাধীদের শাস্তিদানকারী।

بِاٰيٰتِ-আয়াতসমূহ দ্বারা ; رَبِّهٖ-(رب+ه)-তার প্রতিপালকের ; ثُمَّ-অতপর ; اَعْرَضَ-সে মুখ ফেরায় ; عَنْهَا-তা থেকে ; اِنَّا-আমি অবশ্যই ; مِنَ الْمُجْرِمِيْنَ-অপরাধীদেরকে ; مُنْتَقِمُوْنَ-শাস্তি দানকারী।

৩২. অর্থাৎ জান্নাতসমূহ মু'মিনদের জন্য সাময়িক আনন্দ লাভের স্থান হবে না ; বরং তা হবে তাদের চিরস্থায়ী বাসস্থান।

৩৩. 'বড় শাস্তি' হলো আখিরাতের শাস্তি আর 'হালকা শাস্তি' হলো দুনিয়ার শাস্তি। কুফরী ও ফাসেকীর জন্য আখিরাতে 'বড় শাস্তি' দেয়া হবে। আর দুনিয়াতে মানুষ যেসব কষ্ট পায় তা হলো 'হালকা শাস্তি'। যেমন ব্যক্তিগত জীবনে রোগ, শোক, দুর্ঘটনা, বড় ধরনের ক্ষতি ও ব্যর্থতা ইত্যাদি। সামাজিক জীবনে ঝড় তুফান, বন্যা, ভূমিকম্প, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদী। আর এ হালকা শাস্তির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা যেন ফিরে আসে অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার আনুগত্যের দিকে ফিরে আসে এবং আখিরাতে 'বড় শাস্তির' মুখোমুখি হওয়ার আগেই তারা সতর্ক হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দুনিয়াতে নিরবচ্ছিন্ন সুখে-স্বাচ্ছন্দে রাখেননি। যদি তা করতেন তাহলে মানুষ ভুল ধারণায় পড়ে যেতো, ফলে মানুষ মনে করতো যে, তার চেয়ে বড় কোনো শক্তির অস্তিত্ব কোথাও নেই। সেজন্য মহান আল্লাহ বিভিন্ন ব্যক্তি, জাতি ও দেশের ওপর মাঝে মধ্যে এমনসব বিপদ-আপদ পাঠাতে থাকেন, যা তাদেরকে নিজেদের অসহায়ত্ব ও সবার ওপরে সার্বভৌম শক্তি পরাক্রমশালী আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হতে সাহায্য করে। এ বিপদ তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, তোমাদের সবার ভাগ্য এক সার্বভৌম শক্তি নিয়ন্ত্রণ করেন। সবকিছু তোমাদের হাতে দিয়ে দেয়া হয়নি। মূল ক্ষমতা তাঁর হাতে তিনি সবকিছু পরিচালনা করছেন। তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের ওপর কোনো বিপদ আসলে তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে কিছুই করতে পার না। আর না তোমাদের পক্ষে জিন-ইনসান, ফেরেশতা, নবী-ওলী কেউ প্রার্থনা করে বিপদ দূর করে দিতে পারে। এ আয়াতের মর্ম অনুসারে বুঝা যায় যে, দুনিয়ার বিপদ-আপদ আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্ক সংকেত। কেউ যদি এ সতর্ক সংকেত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেদের বিশ্বাস ও কর্ম সংশোধন করে নেয়, তাহলে তাদেরকে আখিরাতে বড় শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে না।

৩৪. কুরআন মাজীদের সমস্ত বর্ণনানুসারে 'প্রতিপালকের আয়াতসমূহ' তথা নিদর্শনসমূহ বলতে নিম্নোক্ত ছয় প্রকারের নিদর্শন বুঝায় ঃ

এক ঃ আসমান-যমীনের সর্বত্র যেসব নিদর্শন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে সেসব নিদর্শন।

দুই ঃ মানুষের নিজের অস্তিত্ব লাভ, আকার-আকৃতি, বৃদ্ধি ও পরিণতির মধ্যে যেসব নিদর্শনাবলী ফুটে উঠে সেগুলো।

তিন ঃ মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতি ও চেতনায় এবং নৈতিক চিন্তাধারায় যে নিদর্শনাবলী পাওয়া যায়।

চার ঃ অতীত ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতায় মানুষের নিকট যে নিদর্শনাবলী সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

পাঁচ ঃ মানুষের ওপর আপতিত পার্থিব বিপদ-মসীবতের মাধ্যমে যেসব নিদর্শন সম্পর্কে জানতে পারা যায়।

ছয় ঃ অতপর আল্লাহ তাঁর নবী-রাসূলদের মাধ্যমে যেসব আয়াত পাঠিয়েছেন সেগুলো।

উল্লেখিত নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে যে সত্য মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাহলো—মানুষ এক আল্লাহর বান্দাহ। এক আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য করা ছাড়া তার আর কোনো বিকল্প পথ নেই। এ দুনিয়ার জীবন শেষে মানুষকে আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে দুনিয়ার সমস্ত কাজকর্মের হিসাব দিতে হবে। সেখানে নিজ নিজ কাজ অনুসারে পুরস্কার বা শাস্তি পেতে হবে। সুতরাং আল্লাহ মানুষকে পথ দেখাবার জন্য নবী-রাসূল ও আসমানী কিতাবের মাধ্যমে যে পথের দিশা দিয়েছেন তা মেনে চলা এবং স্বেচ্ছাচারী হওয়া থেকে বিরত থাকা কর্তব্য।

অতপর একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মানুষকে বিভিন্নভাবে বুঝানো, তাদেরকে সঠিক পথে পরিচালনা করা ও উপদেশ দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলা অসংখ্য নিদর্শন দুনিয়াতে রেখে দিয়েছেন ; তিনি দেখার জন্য তাদেরকে চোখ, শোনার জন্য কান এবং সঠিক চিন্তার জন্য হৃদয় দিয়েছেন, তারপরও যে মানুষ এসব দিনর্শনাবলী থেকে চোখ বন্ধ করে নেয়, উপদেশবাণী শোনা থেকে কান বন্ধ করে নেয় এবং নিজের হৃদয় দিয়ে গুমরাহীর দর্শন তৈরী করে তার চেয়ে অধিক যালিম আর কেউ হতে পারে না। এমন মানুষ যখন দুনিয়ার জীবন শেষে আখিরাতে আল্লাহর সামনে হাজির হবে তখন তার জন্য বড় শাস্তিই যথাযোগ্য হবে।

২য় রুকূ' (১২-২২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ইসলাম-বিরোধীরা যখন আল্লাহর সামনে হাজির হবে, তখন নবী-রাসূলদের বক্তব্যের সত্যতার চাক্ষুষ প্রমাণ পাবে। অতপর তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে দুনিয়াতে আবার আসতে চাইবে, কিন্তু তাদের ইচ্ছা পূরণের কোনো সুযোগ থাকবে না। সুতরাং এখনই সময় নিজেদের বিশ্বাস ও কর্ম সংশোধনের।মানুষের জন্য দুনিয়া একটি পরীক্ষার হল। নির্দিষ্ট সময় অন্তে হল থেকে বের হয়ে যাওয়ার এবং ফলাফল প্রকাশের পর পুনরায় হলে ঢুকে পরীক্ষা দেয়ার কোনো সুযোগ আর থাকে না ; কেননা এটা হলো চূড়ান্ত পরীক্ষা।

২. আল্লাহ যদি হিদায়াতের পথে চলতে মানুষকে বাধ্য করতেন তাহলে তো তা আর পরীক্ষা থাকতো না। আর পরীক্ষা না হলে আখিরাতে পুরস্কার বা শাস্তি কিসের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতো। সুতরাং এ চূড়ান্ত পরীক্ষার জন্য মানুষকে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

৩. আল্লাহ তা'আলা তাঁর ভবিষ্যত জ্ঞানের ভিত্তিতে জানেন, জিন ও ইনসানের মধ্যে কারা জাহান্নামের যোগ্য, তাই তাঁদের দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করার সিদ্ধান্ত তিনি পূর্বেই করে রেখেছেন।

৪. আখিরাতে আল্লাহর বিচারালয়ে তাঁর সামনে দাঁড়ানোর কথা স্মরণে রেখেই জীবন যাপন করতে হবে। আখিরাতকে ভুলে গিয়ে স্বেচ্ছাচারী জীবন-যাপন করলে সেখানে অন্তহীন আযাব ভোগ করতে হবে। সুতরাং আখিরাতের কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য দুনিয়াতে ঈমান ও নেক আমলের সাথে জীবন যাপন করতে হবে।

৫. আল্লাহর আয়াতের প্রতি যারা আনুগত্য পোষণ করে তারা মু'মিন। সুতরাং আমাদেরকে মু'মিনের বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে।

৬. আল্লাহর প্রশংসাসহ তাঁর মহিমা ঘোষণা করা এবং অহংকার পরিত্যাগ করা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য, এসব অর্জনের মাধ্যমে আমাদেরকে ঈমানী জীবন যাপন করতে হবে।

৭. এ সূরার ১৫ আয়াতে তিলাওয়াতে সিজদাহ রয়েছে। এ আয়াত তিলাওয়াত করলে পাঠক ও শ্রোতার ওপর ১টি সিজদাহ করা ওয়াজিব।

৮. মু'মিনদের আরেক বৈশিষ্ট্য হলো—তারা রাতের কিছু অংশ ঘুমিয়ে এবং কিছু অংশ আল্লাহর আযাবের ভয় ও তাঁর রহমতের আশা নিয়ে নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় কাটিয়ে দেয়। আমাদেরকে এ বৈশিষ্ট্য অর্জনে সচেষ্ট থাকতে হবে।

৯. মু'মিনদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো—তাদেরকে আল্লাহ বৈধ উপায়ে যা কিছু সম্পদ দান করেছেন তা থেকে তারা নিজের প্রয়োজন মেটায় এবং সাধ্যমত আল্লাহর পথে খরচ করে।

১০. অবৈধ উপায়ে সম্পদ অর্জন ও অবৈধ পথে তা ব্যয় করার চেষ্টা করা মু'মিনের বৈশিষ্ট্য নয়। সুতরাং এ জাতীয় কর্ম-প্রচেষ্টা থেকে বিরত থাকতে হবে।

১১. নেক আমলকারী মু'মিনদের জন্য তাদের কৃতকর্মের প্রতিদান স্বরূপ আল্লাহ তা'আলা আখিরাতে এমন সব নিয়ামত রেখেছেন যা দুনিয়ার মানুষ কখনো চোখে দেখেনি, কানেও শোনেনি এবং তাদের কল্পনা শক্তিও সে সম্পর্কে অনুমান করতে সক্ষম নয়।

১২. মু'মিন ও কাফির-মুশরিকদের মর্যাদা আল্লাহর কাছে সমান নয়, সুতরাং আখিরাতে উভয়ের পরিণাম কখনো সমান হতে পারে না। এ বিশ্বাস মনে দৃঢ় রাখতে হবে। নেক আমলকারী মু'মিনদের জন্য আখিরাতে রয়েছে চিরস্থায়ী বাসস্থান জান্নাত। এ জান্নাত থেকে তাদেরকে কখনো বের হতে হবে না।

১৩. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করেছে, তাদের শেষ ঠিকানা হবে জাহান্নাম। তারা সেখান থেকে বের হতে চাইলে তাদেরকে পুনরায় সেখানে ঠেলে দিয়ে বলা হবে এটাই সেই জাহান্নাম যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে।

১৪. দুনিয়ার মানুষকে সতর্ক করার জন্য আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে তাদেরকে ব্যক্তিগত বা সামষ্টিকভাবে দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মসিবত দিয়ে থাকেন। যাতে করে তারা তাওবা করে নিজেদের কর্ম-তৎপরতাকে সংশোধন করে নেয়। যারা দুনিয়ার বিপদ-মসিবতকে আল্লাহর সতর্ক সংকেত বুঝতে পেরে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়, তারাই আখিরাতের বড় শাস্তি থেকে মুক্তি পাবে। সুতরাং আখিরাতের বড় শাস্তি থেকে মুক্তির লক্ষে আমাদেরকে সজাগ-সচেতন থাকতে হবে।

১৫. অগণিত নিদর্শন থাকার পরও যারা আল্লাহর নাফরমানীতে লিপ্ত আছে, তাদের চেয়ে বড় যালিম আর কেউ হতে পারে না। আল্লাহ অবশ্যই এ যালিমদেরকে শাস্তি দেবেন—এতে কোনো সন্দেহ নেই।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-১৬
আয়াত সংখ্যা-৮

﴿٢٣﴾ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ فَلَا تَكُنْ فِيْ مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهٖ وَجَعَلْنٰهُ هُدًى

২৩. আর নিঃসন্দেহে আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি, অতএব তা (সেই কিতাবের) পাওয়ার ব্যাপারে আপনি সন্দেহে থাকবেন না[৩৫] এবং তাকে আমি পথপ্রদর্শক করেছিলাম

لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ ﴿٢٤﴾ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا ۟ وَ

বনী ইসরাঈলের জন্য[৩৬]। ২৪. আর আমি তাদের মধ্য থেকে নেতাদের মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার আদেশে হিদায়াত দান করতেন[৩৭] যখন তাঁরা ধৈর্যধারণ করেছিলেন এবং

(২৩) وَ-আর ; لَقَدْ اٰتَيْنَا-(ل+قد اتينا)-নিঃসন্দেহে আমি দিয়েছি ; مُوْسَى-মূসাকে ; الْكِتٰبَ-কিতাব ; فَلَا تَكُنْ-(ف+لا تكن)-অতএব আপনি থাকবেন না ; فِيْ مِرْيَةٍ-(فى+مرية)-সন্দেহে ; مِّنْ-ব্যাপারে ; لِّقَائِهٖ-(لقاء+ه)-তা সেই কিতাব পাওয়ার ; وَ-এবং ; جَعَلْنٰهُ-(جعلنا+ه)-তাকে আমি করেছিলাম ; هُدًى-পথ প্রদর্শক ; لِّبَنِيْ ; اِسْرَآءِيْلَ-বনী ইসরাঈলের জন্য। (২৪) وَ-আর ; جَعَلْنَا-আমি মনোনীত করেছিলাম ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্য থেকে ; اَئِمَّةً-নেতাদের ; يَّهْدُوْنَ-যারা হিদায়াত দান করতো ; بِاَمْرِنَا-(ب+امر+نا)-আমার আদেশে ; لَمَّا-যখন ; صَبَرُوْا -তারা ধৈর্যধারণ করেছিল ; وَ-এবং ;

৩৫. এখানে মূলত সেসব মানুষকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা রাসূলুল্লাহ স.-এর রিসালাত ও তাঁর প্রতি কিতাব নাযিল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করেছে। এসব লোকের আপত্তি ছিল যে, মুহাম্মদ স.-এর প্রতি কোনো কিতাব আসলে নাযিল হয়নি। সে নিজেই এটা রচনা করে নিয়ে এটাকে আল্লাহর কিতাব বলে দাবী করছে। সূরার শুরুতে তাদের আপত্তির জবাবে বলা হয়েছে যে, ঐ কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে. এতে কোনো সন্দেহ নেই। এখানে তাদের আপত্তির জবাবে বলা হয়েছে যে, হে নবী ! এ লোকেরা আপনার প্রতি কিতাব নাযিল হওয়াকে অস্বীকার করছে, এবং সন্দেহে পড়ে আছে। আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন— এটাতো নতুন কিছু নয় ; এর আগেও মূসা আ.-কে কিতাব দিয়ে বনী ইসরাঈলের নিকট পাঠানো হয়েছিল। মূসার আগেও আরও অনেক নবীকে কিতাব দেয়া হয়েছিল। সুতরাং এতে সন্দেহ সংশয়ের কিছু নেই।

৩৬. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলকে দিক-নির্দেশনা দেয়ার জন্য মূসা আ.-এর মাধ্যমে কিতাব নাযিল করা হয়েছিল। তেমনি তোমাদেরকে দিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য মুহাম্মদ

كَانُوْا بِاٰيٰتِنَا يُوْقِنُوْنَ ۝٢٤ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فِيْمَا

তাঁরা এমন ছিলেন যে, তাঁরা আমার আয়াতে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। ২৫. নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক—তিনি কিয়ামতের দিন তাদের মধ্যে সেই বিষয়ে ফায়সালা করে দেবেন

كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ۝٢٥ اَوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ

যাতে তারা পরস্পর মতভেদ করতো[৩৮]। ২৬. এটাও কি তাদেরকে পথ দেখালো না—তাদের আগে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি কত

كَانُوْا-তারা এমন ছিল যে, بِاٰيٰتِنَا-(ب+ايت+نا)-আমার আয়াতে ; يُوْقِنُوْنَ-তারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতো। ㉕ اِنَّ-নিশ্চয়ই رَبَّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালক ; هُوَ-তিনি ; يَفْصِلُ-ফায়সালা করে দেবেন ; بَيْنَهُمْ-তাদের মধ্যে ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামতের ; فِيْهَا-সেই বিষয়ে ; كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ-যাতে তারা পরস্পর মতভেদ করতো। ㉖ اَوَلَمْ يَهْدِ-(ا+و+لم يهد)-এটাও কি পথ দেখালে না ; لَهُمْ-তাদেরকে ; كَمْ-কত ; اَهْلَكْنَا-আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; مِنْ قَبْلِهِمْ-(من+قبل+هم)-তাদের আগে ;

স.-এর মাধ্যমে এ কিতাব নাযিল করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—বনী ইসরাঈল কয়েকশ বছর পর্যন্ত মিসরের ফিরআউনদের শাসনাধীনে চরম লাঞ্ছনা ও অপমানজনক জীবন যাপন করছিল। এমতাবস্থায় মূসা আ. জন্ম নেন এবং তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে দাসত্ব থেকে মুক্তিদান করেন। তাদের প্রতি মূসা আ.-এর মাধ্যমে কিতাব নাযিল করে তাদেরকে তিনি পথের দিশা দান করেন। যে কিতাবের বদৌলতে সেই অনুন্নত, লাঞ্ছিত জাতি দুনিয়ার বুকে একটি বিখ্যাত জাতিতে পরিণত হয়েছে। এদিকে ইশারা করেই আল্লাহ তা'আলা মক্কাবাসীকে বলেন যে, যে কিতাব বনী ইসরাঈলকে দুনিয়ার বুকে লাঞ্ছিত অবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে উন্নতি-অগ্রগতির দিশা দান করেছিল, সে একই উৎস থেকে আগত কিতাব তোমাদের জন্যও নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে সন্দেহে থাকা তোমাদের উচিত নয়।

৩৭. অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের উন্নতির মূলে ছিল তাদের প্রতি নাযিলকৃত আসমানী কিতাব। কিন্তু এর অর্থ এটা নয় যে, কিতাব নাযিল হওয়ার পরই অলৌকিকভাবে তারা উন্নতি করতে লাগলো। অথবা কিতাবকে তাবীয বানিয়ে তাদের গলায় ঝুলিয়ে নেয়ার পরই তারা ধাপে ধাপে উন্নতির উচ্চ শিখরে পৌঁছে যায়। বরং আল্লাহর কিতাবের প্রতি তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহর বিধান মেনে চলার ব্যাপারে তাদের ধৈর্য ও নিষ্ঠা এবং তাদের জাতির নেতৃত্বের আসনে নিঃস্বার্থ ও আল্লাহর কিতাবের প্রতি নিষ্ঠাবান লোকদের মনোনয়ন দানের ফলেই তাদের জাতি উন্নতি লাভ করেছিল। তাদের জাতির নেতৃবৃন্দ সত্যের জন্য প্রত্যেকটি বিপদের মুকাবিলা করতো, নিজেদের ক্ষতি ও কষ্ট বরদাশত করেও নিজেদের

مِّنَ الْقُرُوْنِ يَمْشُوْنَ فِيْ مَسٰكِنِهِمْ ۭ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ ۭ

মানব গোষ্ঠীকে, তারা তো ওদের বাসস্থানের মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে থাকে[৩৯], অবশ্যই এতে রয়েছে নিশ্চিত নিদর্শনাবলী

اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ ﴿٢٦﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّا نَسُوْقُ الْمَآءَ اِلَى الْاَرْضِ الْجُرُزِ

তবে কি তারা শুনবে না? ২৭. তারা কি দেখে না যে, আমিই শুকনো পতিত যমীনে পানি প্রবাহিত করি,

فَنُخْرِجُ بِهٖ زَرْعًا تَاْكُلُ مِنْهُ اَنْعَامُهُمْ وَاَنْفُسُهُمْ ۭ اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ ﴿٢٧﴾

তারপর তার সাহায্যে আমি শস্য উৎপন্ন করি, তা থেকে তাদের পশুগুলো খায় এবং তারা নিজেরাও (খায়); তবুও কি তারা দেখে না[৪০]?

مِنَ الْقُرُوْنِ-মানব গোষ্ঠীকে ; يَمْشُوْنَ-তারা যাতায়াত করে থাকে ; فِيْ-মধ্য দিয়ে; مَسٰكِنِهِمْ-(مساكن+هم)-তাদের বাসস্থানের ; اِنَّ-অবশ্যই ; فِيْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে; لَاٰيٰتٍ-নিশ্চিত নিদর্শনাবলী ; اَفَلَا يَسْمَعُوْنَ-(ا+ف+لا+يسمعون)-তবে কি তারা শুনবে না? ﴿٢٦﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا-(ا+و+لم+يروا)-তারা কি দেখেনা যে ; اَنَّا-আমিই ; نَسُوْقُ-প্রবাহিত করি ; الْمَآءَ-পানি ; اِلَى الْاَرْضِ-যমীনে ; الْجُرُزِ-শুকনো পতিত ; فَنُخْرِجُ-(ف+نخرج)-তারপর আমি উৎপন্ন করি ; بِهٖ-তার সাহায্যে ; زَرْعًا-শস্য ; تَاْكُلُ-খায় ; مِنْهُ-(من+ه)-তা থেকে ; اَنْعَامُهُمْ-(انعام+هم)-তাদের পশুগুলো ; وَ-এবং ; اَنْفُسُهُمْ-(انفس+هم)-তারা নিজেরাও ; اَفَلَا يُبْصِرُوْنَ-(ا+ف+لا+يبصرون)-তবুও কি তারা দেখে না।

প্রবৃত্তির ও দীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে তারা চূড়ান্ত সংগ্রামে লিপ্ত হতো। বনী ইসরাঈল উপরোল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের কারণেই দুনিয়ার নেতৃত্ব লাভ করেছিল। অতপর তারা যখন আল্লাহর কিতাব থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তখনই তাদের ভাগ্যে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। এখন যারাই আল্লাহর কিতাবকে ধৈর্য সহকারে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করবে, তারাই দুনিয়ার নেতৃত্ব লাভ করবে।

৩৮. অর্থাৎ বনী ইসরাঈল নিজেদের মধ্যে যেসব মতবিরোধ, কোন্দল ও দলাদলী করতো তার সঠিক ফায়সালা আল্লাহ কিয়ামতের দিন করে দেবেন। বনী ইসরাঈলের পারস্পরিক কোন্দলের দুনিয়াবী ফলতো এটাই যে, তারা দুনিয়াতে লাঞ্ছনা ও অবমাননার শিকার হয়েছে।

৩৯. অতীতের জাতিগুলোর যে জাতির মধ্যে যে নবী এসেছেন, সেই নবীর প্রতি তাদের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা তাদের ফায়সালা করেছেন। রাসূলের দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করার পর কোনো জাতি-ই ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচতে

㉘ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ㉙ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ

২৮. আর তারা বলে, '(বলো) কখন হবে এই ফায়সালা যদি তোমরা সত্যবাদী হও[৪১]। ২৯. আপনি বলে দিন সেই ফায়সালার দিন

لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ㉚ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَ

তাদের ঈমান আনা কোনো কাজে আসবে না যারা কুফরী করেছে এবং তাদেরকে কোনো অবকাশও দেয়া হবে না[৪২]। ৩০. অতএব তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দিন এবং

انْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ۝

অপেক্ষায় থাকুন তারাও অপেক্ষাকারী।

㉘ وَ-আর ; يَقُولُونَ-তারা বলে ; مَتَىٰ-(বলো) কখন হবে ; هَٰذَا-এই ; الْفَتْحُ-ফায়সালা ; إِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা হও ; صَادِقِينَ-সত্যবাদী। ㉙ قُلْ-আপনি বলে দিন ; يَوْمَ-দিন ; الْفَتْحِ-সেই ফায়সালার ; لَا يَنْفَعُ-কোনো কাজে আসবে না ; الَّذِينَ-তাদের যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; إِيمَانُهُمْ-(ايمان+هم)-তাদের ঈমান আনা ; وَ-এবং ; لَا-না ; هُمْ-তাদেরকে ; يُنْظَرُونَ-অবকাশ দেয়া হবে। ㉚ فَأَعْرِضْ-(ف+اعرض)-অতএব ছেড়ে দিন ; عَنْهُمْ-তাদেরকে তাদের অবস্থায় ; وَ-এবং ; انْتَظِرْ-অপেক্ষায় থাকুন ; إِنَّهُمْ-তারাও ; مُنْتَظِرُونَ-অপেক্ষাকারী।

পারেনি। তাদের মধ্যে যারা নবীর প্রতি ঈমান এনেছে এবং নবীর নির্দেশ মতো নেক আমল করেছে, তারাই ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। আর প্রত্যাখ্যানকারীরা ধ্বংস হয়ে চিরকালের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্তে পরিণত হয়েছে। এসব ধ্বংসাবশেষ দেখেও যারা শিক্ষালাভ করে না, তাদের হিদায়াতের আর কি পথ থাকতে পারে ?

৪০. অর্থাৎ একটি শুকনো, অনুর্বর ও পতিত জমি যেমন আল্লাহর পাঠানো বৃষ্টির এক পশলাতেই সবুজ শস্য-শ্যামল হয়ে উঠে, যার ফল তোমরা ও তোমাদের পশুগুলো ভোগ কর ; তেমনি ইসলামের দাওয়াতও আজকে তোমাদের কাছে গুরুত্বহীন মনে হলেও আল্লাহর রহমতে এমন উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করবে যা আজ তোমরা কল্পনা করতে পার না।

৪১. অর্থাৎ 'তোমরা যে বলছো—তোমাদেরকে যারা মিথ্যা মনে করবে তাদের ওপরে আল্লাহর গযব পড়বে এবং তোমাদের ও তোমাদের মধ্যে ফায়সালা হয়ে যাবে—সেই ফায়সালার দিনটি কবে আসবে ?'

৪২. অর্থাৎ তাদেরকে বলে দিন, যে ফায়সালার দিনের মুখোমুখি হওয়ার জন্য তারা অস্থির হয়ে গেছে সেদিনটি তাদের জন্য কোনো উপকার বয়ে আনবে না। কারণ

সেদিনটির মুখোমুখি হওয়ার পর তারা ঈমান আনতে চাইলেও তাদের থেকে ঈমান গ্রহণ করা হবে না

৩য় রুকূ' (২৩-৩০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা মূসা আ.-এর মাধ্যমে বনী ইসরাঈলের হিদায়াতের জন্য যেমন তাওরাত নাযিল করেছেন, তেমনি মক্কাবাসী ও পরবর্তী দুনিয়ার মানুষের হিদায়াতের জন্য সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী মুহাম্মদ স.-এর মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ ও পূর্ণাংগ কিতাব আল কুরআন নাযিল করেছেন।

২. এখানে ঈসা আ. ও ইনজীলের কথা উল্লেখ না করে মূসা আ. ও তাওরাতের উল্লেখ করার কারণ হলো—তৎকালীন আরবে মূসা আ.-এর কিতাবের অনুসারী হওয়ার দাবীদার ইয়াহুদীদের বসবাস ছিল এবং তাদের সাথে আরববাসীদের বিভিন্ন মুখী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত ছিল।

৩. বনী ইসরাঈল যতদিন তাওরাতের বিধানে দৃঢ় বিশ্বাস ও তার সঠিক অনুসারী ছিল, ততদিন তারা বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে আসীন ছিল।

৪. মুসলামনরা যতদিন পর্যন্ত আল কুরআনের বিধান যথাযথ অনুসরণ করেছে ততদিন বিশ্ব-নেতৃত্ব মুসলমানদের হাতে ছিল। অতপর মুসলমানরা যখন কুরআনের বিধান ত্যাগ করে মানব-রচিত বিধান অনুসরণ শুরু করেছে, তখন থেকে তারা নেতৃত্বের আসন থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে।

৫. বনী ইসরাঈল যেমন তাওরাতের বিধান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পারস্পরিক কোন্দলে জড়িয়ে পড়েছিল এবং লাঞ্ছনা ও অপমানের শিকার হয়েছে, তেমনি মুসলমানরাও আল কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পারস্পরিক দলাদলি ও মতবিরোধে জড়িয়ে পড়েছে। আর তখন থেকেই তারা পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়ে পড়েছে।

৬. পারস্পরিক মতভেদ ভুলে গিয়ে আল কুরআনের বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই মুসলমানরা পুনরায় বিশ্ব-নেতৃত্বের আসনে আসীন হতে পারে। কারণ আল কুরআনই বর্তমানে অবিকৃত অবস্থায় আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃত অবস্থায় থাকবে।

৭. শেষ বিচারের দিন প্রকৃত সত্য মানুষের সামনে প্রকাশিত হবে এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক মতভেদের অবসান ঘটবে, কিন্তু তখন তো সংশোধনের কোনো উপায় থাকবে না।

৮. আল্লাহর কিতাব অমান্য করার ফলে বিধ্বস্ত জাতিসমূহের ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকালয় দেখে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং নিজেদের কার্যক্রমকে আল্লাহ মুখী করার মধ্যেই মানবজাতির উভয় জাহানের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

৯. আল্লাহ তা'আলা আসমান থেকে বর্ষিত পানি দ্বারা যেমন শুষ্ক ও পতিত যমীনকে শস্য-শ্যামল করে তোলেন, তেমনি আসমানী বিধি-বিধানও মানব সমাজকে সুখী-সমৃদ্ধশালী করে তুলতে সক্ষম।

১০. দুনিয়ার জীবনেই আল্লাহর কিতাবের ওপর দৃঢ়-বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং তদনুযায়ী জীবনের কাজকর্মকে সংশোধন করে নিতে হবে। এ জীবন শেষে সত্য যখন সুস্পষ্টভাবে ধরা দেবে তখন সংশোধনের আর কোনো সুযোগ পাওয়া যাবে না।

১১. যারা আল্লাহর বিধানে বিশ্বাস করতে রাজী নয় তাদেরকে তাদের অবস্থায় ছেড়ে দেয়াই মু'মিনদের কর্তব্য। জোর-জবরদস্তি করে কাউকে মু'মিন বানানো আল্লাহর ইচ্ছা নয়।

□

সূরা আল আহযাব-মাদানী
আয়াত ঃ ৭৩
রুকূ' ঃ ৯

নামকরণ

সূরার ২০ আয়াতে উল্লিখিত আল-আহযাব শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

এ সূরার আলোচ্য তিনটি ঐতিহাসিক ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, সূরাটি হিজরী ৫ম সনের মধ্যে সংঘটিত ঘটনাবলী প্রসংগে বিভিন্ন সময়ে মদীনায় নাযিল হয়েছে। ঘটনাগুলো ছিল আহযাব যুদ্ধ, বনী কুরাইযার যুদ্ধ ও হযরত যয়নব রা.-এর সাথে রাসূলুল্লাহ স.-এর বিবাহ। এ তিনটি ঘটনাই ৫ম হিজরী সনে সংঘটিত হয়।

সূরা আহযাব নাযিলের পটভূমি

রাসূলুল্লাহ স. যখন মদীনায় হিজরত করেন তখন মদীনার আশেপাশে বনু কোরায়যা, বনু নযীর, বনু কায়নুকা প্রভৃতি কতিপয় ইয়াহূদী গোত্রের বসবাস ছিল। রাসূলুল্লাহ স. এসব গোত্রের লোকদের মুসলমান হওয়া কামনা করতেন। ঘটনাক্রমে এদের কিছু লোক রাসূলুল্লাহ স.-এর খেদমতে যাতায়াত শুরু করে এবং কপটতা করে নিজেদেরকে মুসলমান বলে প্রকাশ করতে থাকে ; কিন্তু তাদের অন্তরে ঈমান ছিল না। রাসূলুল্লাহ স. এদেরকে বিশ্বাস করেন এবং এদের মাধ্যমে এদের গোত্রের অন্যদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌছানো সহজ হবে মনে করে তাদেরকে স্বাগতম জানান। তিনি এদের প্রতি সৌজন্যমূলক ব্যবহার করতে লাগলেন এবং এদের ছোটবড় সবার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে লাগলেন। এমন কি তাদের দ্বারা কোনো অসংগতিপূর্ণ কাজ সংঘটিত হলেও সেগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন। এমন একটা অবস্থায়ই সূরা আহযাবের প্রারম্ভিক আয়াতসমূহ নাযিল হয়।-(কুরতুবী)

মূলত তৃতীয় হিজরীর শাওয়াল মাসে সংঘটিত উহুদ যুদ্ধের পর থেকে ৫ম হিজরীতে সংঘটিত আহযাব যুদ্ধ, বনু কুরাইযার যুদ্ধ, হযরত যয়নব রা.-এর সাথে রাসূলুল্লাহ স.-এর বিয়ে এবং এ বিয়ের পরিপ্রেক্ষিতে কাফির ও মুনাফিকদের গুজব রটানো ইত্যাদি যাবতীয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই সূরা আহযাব নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

সূরার প্রথম আয়াত থেকে ৮ আয়াত পর্যন্ত জাহেলী যুগের 'দত্তক' সম্পর্কিত ধারণা, কুসংস্কার ও রসম-রেওয়াজ এর মন্দ দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। জাহেলী যুগের এ প্রথাটি ইসলামী বিধি-বিধানের সাথে সাংঘর্ষিক ছিল। তাই সমাজ থেকে এ কু-প্রথাটি নির্মূল করার প্রয়োজনীয়তা রাসূলুল্লাহ স.-ও অনুভব করছিলেন। আল্লাহ

তা'আলা এ সম্পর্কে আলোচনা করে এ প্রথা দূর করার জন্য মু'মিনদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন।

অতপর রাসূলুল্লাহ স.-এর মর্যাদা সম্পর্কে মু'মিনদেরকে অবহিত করা হয়েছে। তৎসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স.-এর পবিত্র স্ত্রীগণের মর্যাদা সম্পর্কেও মু'মিনদেরকে সজাগ করে দেয়া হয়েছে।

৯ আয়াত থেকে নিয়ে ২৭ আয়াতে আহযাব যুদ্ধ ও বনী কুরাইযার যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

২৮ আয়াত থেকে ৩৫ আয়াত পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ স.-এর পবিত্র স্ত্রীগণকে অভাব-অনটনে সবর করার জন্য নসীহত করা হয়েছে এবং দুনিয়ার শোভা-সৌন্দর্য ও আল্লাহ-রাসূল-আখিরাত–এ দু'টোর মধ্যে একটিকে বেছে নেয়ার জন্য বলা হয়েছে। তাঁদেরকে জাহেলী যুগের সাজ-সজ্জা পরিত্যাগ করে আত্মমর্যাদা নিয়ে ঘরে অবস্থানের হুকুম দেয়া হয়েছে। বেগানা পুরুষদের সাথে কথা বলার ব্যাপারে কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখান থেকেই পর্দার বিধানের সূচনা হয়েছে।

৩৬ আয়াত থেকে ৪৮ আয়াত পর্যন্ত হযরত যয়নবের সাথে রাসূলুল্লাহ স.-এর বিবাহ সংক্রান্ত বিষয় আলোচিত হয়েছে। কাফির মুশরিক ও মুনাফিকদের পক্ষ থেকে এ বিয়ের ব্যাপারে যেসব আপত্তি উত্থাপন করা হয়েছে, সেসব আপত্তির জবাব দেয়া হয়েছে। তাছাড়া কিছু কিছু মুসলমানদের মনে এ ব্যাপারে যেসব সন্দেহ-সংশয় দানা বেঁধে উঠেছিল সেসব দূর করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স.-এর মর্যাদা সম্পর্কে মুসলমানদেরকে অবগত করানো হয়েছে এবং রাসূলুল্লাহ স.-কে ধৈর্য ধারণের উপদেশ দেয়া হয়েছে।

৪৯ আয়াতে ইসলামের তালাক আইনের একটি ধারা বর্ণনা করা হয়েছে।

৫০ থেকে ৫২ আয়াতে রাসূলুল্লাহ স.-এর জন্য বিবাহ সংক্রান্ত বিশেষ বিধান বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, দাম্পত্য জীবনের ক্ষেত্রে সাধারণ মুসলামনদের জন্য— যেসব বিধি-বিধান আরোপ করা হয়েছে সেসব বিধি-বিধান রাসূলুল্লাহ স.-এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

৫৩ আয়াত থেকে ৫৫ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ স.-এর অন্দর বাড়িতে বেগানা পুরুষের যাতায়াত নিষেধ। কেবলমাত্র নিকট-আত্মীয়দেরকেই অন্দর মহলে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। অতপর তাঁদের সাক্ষাত করা ও দাওয়াত দেয়ার নিয়ম-কানুন বলে দেয়া হয়েছে। তাঁদের কাছে কিছু চাইতে হলে বা কিছু বলতে হলে পর্দার আড়াল থেকেই চাইতে ও বলতে বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স.-এর পবিত্র স্ত্রীদের মর্যাদা মুসলমানদের নিকট তাদের মায়ের মর্যাদার মত। রাসূলুল্লাহ স.-এর পরেও তাঁদের কারো সাথে মুসলমানদের কারো বিয়ে হওয়াকে হারাম করে দেয়া হয়েছে।

৫৬ ও ৫৮ আয়াতে রাসূলুল্লাহ স. ও তাঁর বিবাহ এবং তাঁর পারিবারিক জীবন সম্পর্কে যেসব মিথ্যা কথা মুনাফিকদের পক্ষ থেকে রটানো হয়েছে সে সম্পর্কে মুসলমানদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। মুসলমানদেরকে হুকুম দেয়া হয়েছে যে, শত্রুদের নিন্দাবাদ ও দোষ খুঁজে বেড়ানোর সাথে তারা যেন নিজেদেরকে না জড়ায় ও এসব থেকে তারা যেন দূরে থাকে এবং তারা যেন সর্বদা রাসূলের ওপর দরূদ পাঠ করে। তাছাড়া তারা যেন নিজেদের মধ্যেও পরস্পরকে দোষারোপ ও অপবাদ দেয়া থেকে বিরত থাকে।

৫৯ আয়াতে মুসলিম নারী সমাজের জন্য পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে তাদের যখন বাইরে বের হবার প্রয়োজন দেখা দেবে তখন তারা যেন চাদর দিয়ে নিজেদেরকে ঢেকে এবং মাথায় ঘোমটা টেনে বের হয়।

৬০ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত মুনাফিক, জাহেল ও মূর্খ লোকদের গুজব ছড়ানোর অভিযানের বিরুদ্ধে কঠোর নিন্দা জানানো হয়েছে এবং এসব লোকদের কঠোর পরিণতি সম্পর্কে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে।

❐
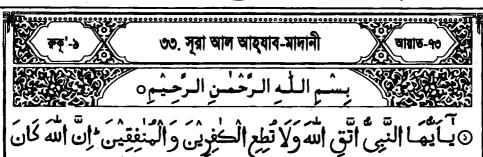
১. হে নবী[১], আপনি আল্লাহকে ভয় করুন এবং কাফিরদের ও মুনাফিকদের আনুগত্য করবেন না ; নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন

① يٰۤاَيُّهَا-হে ; النَّبِيُّ-নবী ; اتَّقِ-আপনি ভয় করুন ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; وَ-এবং ; لَا تُطِعِ-আনুগত্য করবেন না ; الْكٰفِرِيْنَ-কাফিরদের ; وَ-ও ; الْمُنٰفِقِيْنَ-মুনাফিকদের ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; كَانَ-হলেন ;

১. রাসূলুল্লাহ স.-এর বিশেষ মর্যাদার কারণে আল্লাহ তা'আলা তাকে নাম ধরে ডাকেননি। অন্যান্য নবীগণকে যেমন নাম ধরে ডেকেছেন—'ইয়া আদম', 'ইয়া মূসা', 'ইয়া নূহ', এবং 'ইয়া ইবরাহীম' বলে। তাঁকে যেখানেই সম্বোধন করার প্রয়োজন হয়েছে সেখানে 'নবী' বা 'রাসূল' বলে সম্বোধন করেছেন। শুধুমাত্র চার জায়গায় যেখানে তিনি যে 'রাসূল' তা প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তাঁর নাম নেয়া হয়েছে, যা একান্ত জরুরী ছিল।

আলোচ্য আয়াতে রাসূলুল্লাহ স.-এর প্রতি দু'টো নির্দেশ রয়েছে—এক, আল্লাহ তা'আলাকে ভয় করুন, অর্থাৎ মক্কার মুশরিকদের সাথে যে চুক্তি হয়েছে তা লংঘন করবেন না। দুই, মুশরিক মুনাফিক ও ইয়াহুদীদের মতামত গ্রহণ করবেন না। যদিও তিনি এসব নির্দেশের আগেও এসব হুকুমের ওপর অটল ছিলেন, তারপরও এ নির্দেশ দেয়ার কারণ হলো ভবিষ্যতে যেন এ নীতির ওপর স্থির থাকেন। তাছাড়া এ নির্দেশ তাঁর মাধ্যমে গোটা মুসলিম উম্মার জন্য দেয়া হয়েছে।

তাছাড়া এখানে এ নির্দেশের পেছনে আল্লাহ তা'আলার অন্য একটি ইংগিতও ছিল, যা রাসূলুল্লাহ স. নিজেও অনুভব করছিলেন। আর তা হলো এ আয়াত এমন এক সময় নাযিল হয়েছিল, যখন হযরত যায়েদ রা. হযরত যয়নব রা.-কে তালাক দিয়েছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ স. অনুভব করছিলেন যে, দত্তক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাহেলী সমাজে যে রেওয়াজ প্রচলিত রয়েছে তা ভেঙ্গে ফেলার এটাই উপযুক্ত সময়, আর আল্লাহর ইচ্ছাও তাই। তিনি যদি এখন যায়েদ রা.-এর স্ত্রীকে বিয়ে করে নেন, তাহলে এ বদ-রসম চিরতরে নির্মূল হয়ে যাবে। তবে তিনি আশংকা করছিলেন যে, এর ফলে মুশরিক ও মুনাফিকরা ইসলামের বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা চালানোর একটা বিরাট সুযোগ পেয়ে যাবে। অথচ তিনি ছাড়া অন্য কারো পক্ষে এ বদ-রসম নির্মূল করা সম্ভব হবে না। তিনি এ আশংকাও করছিলেন যে, মুশরিক ও মুনাফিকদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে ইসলামের

عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ وَّاتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰٓ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ

সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়[২]। ২. আর আপনি অনুসরণ করুন তার যা আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আপনার প্রতি ওহী করা হয় ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ হলেন

بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝ وَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ۝ مَا جَعَلَ

সে সম্পর্কে খবরদার যা তোমরা কর[৩]। ৩. আর আপনি আল্লাহ্র ওপর ভরসা রাখুন ; এবং কার্যনির্বাহি হিসেবে আল্লাহ-ই যথেষ্ট[৪]। ৪. সৃষ্টি করেননি

عَلِيْمًا-সর্বজ্ঞ ; حَكِيْمًا-প্রজ্ঞাময়।②وَّ-আর ; اتَّبِعْ-আপনি অনুসরণ করুন ; مَا-তার যা ; يُوْحٰى-ওহী করা হয় ; اِلَيْكَ-(الى+ك)-আপনার প্রতি ; مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; كَانَ-হলেন ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; تَعْمَلُوْنَ-তোমরা কর ; خَبِيْرًا-খবরদার।③وَّ-আর ; تَوَكَّلْ-আপনি ভরসা রাখুন ; عَلٰى-ওপর ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; كَفٰى-যথেষ্ট ; بِاللّٰهِ-আল্লাহ-ই ; وَكِيْلًا-কার্যনির্বাহি।④مَا جَعَلَ-সৃষ্টি করেননি ;

প্রতি ঝুঁকে পড়া বহু লোকের মনে ইসলামের প্রতি বিরূপ ধারণা জন্মাতে পারে এবং নিরপেক্ষ লোকেরা শত্রুদের পক্ষে ঝুকে পড়তে পারে। এমনকি মুসলমানদের মধ্যে কিছু দুর্বল চিত্ত লোকের মনেও সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হতে পারে। এসব কারণেই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে আয়াতে উল্লিখিত নির্দেশ দু'টো দেন।

২. অর্থাৎ আপনি কাফির মুশরিক ও মুনাফিকদের দ্বারা বিরূপ প্রোপাগাণ্ডার ভয় করবেন না এবং ইসলামের অকল্যাণ হওয়ার আশংকা করবেন না। ইসলামের কল্যাণ অকল্যাণের ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন। আপনি শত্রুদের মতামতের পরওয়া করবেন না ; বরং আপনার কর্তব্য হবে আল্লাহকে ভয় করা এবং তাঁর ইচ্ছার আনুগত্য করা।

৩. এখানে রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহ ও ইসলাম বিরোধীদেরকেও সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহর হুকুম পালনের কারণে তাঁর নবীর কোনো দুর্নাম কেউ রটালে এবং তিনি যদি তা ধৈর্য সহকারে সহ্য করেন, তবে তা আল্লাহর অগোচরে থাকবে না। আর মুসলমানদের মধ্যে তাঁর প্রতি অবিচল বিশ্বাসী এবং সন্দিহান দুর্বল চিত্ত লোকদের সম্পর্কেও আল্লাহ বেখবর নন। আর কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকদের তাঁর দুর্নাম রটানোর অপচেষ্টা সম্পর্কেও আল্লাহ খবর রাখেন। সুতরাং আপনি আল্লাহ ছাড়া কারো ভয় মনে পোষণ করবেন না। যার যা শাস্তি প্রাপ্য আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে তা দেবেন।

৪. অর্থাৎ আপনার প্রতি যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আপনি আল্লাহর ওপর ভরসা করে নিশ্চিন্তে তা পালন করুন। সারা দুনিয়ার মানুষের বিরোধিতাকেও আপনি পরওয়া করবেন না। মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহর হুকুম যখন সে নিশ্চিতভাবে জানতে পারে,

اللهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّٰئِي تُظْهِرُونَ

আল্লাহ কোনো ব্যক্তির জন্যে তার বুকের মধ্যে দুটো হৃদয়[৫] ; আর তোমাদের স্ত্রীদের—যাদের সাথে তোমরা যিহার কর—তিনি করেননি

مِنْهُنَّ أُمَّهَٰتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ

তাদের মধ্যে কাউকে তোমাদের মাতা[৬] ; আর তোমাদের পালক পুত্রদেরকেও তিনি তোমাদের প্রকৃত পুত্র করেননি[৭] ; এসব তোমাদের এমন কথা

اللهُ-আল্লাহ ; لِرَجُلٍ-(ل+رجل)-কোনো ব্যক্তির জন্য ; مِّنْ قَلْبَيْنِ-দু'টো হৃদয় ; فِي-মধ্যে ; جَوْفِهِ-(جوف+ه)-তার বুকের ; وَ-আর ; مَا جَعَلَ-তিনি করেননি ; أَزْوَاجَكُمُ-(ازواج+كم)-তোমাদের স্ত্রীদের ; الَّٰئِي-তাদের যাদের সাথে ; تُظْهِرُونَ-তোমরা যিহার কর ; مِنْهُنَّ-তাদের মধ্যে কাউকে ; أُمَّهَٰتِكُمْ-(امهت+كم)-তোমাদের মাতা ; وَ-আর ; مَا جَعَلَ-তিনি ; أَدْعِيَاءَكُمْ-(ادعياء+كم)-তোমাদের পালক পুত্রদেরকেও ; أَبْنَاءَكُمْ-(ابناء+كم)-তোমাদের প্রকৃত পুত্র ; ذَٰلِكُمْ-এসব ; قَوْلُكُمْ-(قول+كم)-তোমাদের (এমন) কথা ;

তখন তর মধ্যেই সমস্ত কল্যাণ রয়েছে বলে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করা। এর মধ্যে কি সুবিধা, কল্যাণ ও মঙ্গল রয়েছে তা খুঁজে বেড়ানো উচিত নয়। তাঁর কর্তব্য হলো আল্লাহর ওপর ভরসা করে তাঁর হুকুম পালন করে যাওয়া। মু'মিন তার সব বিষয়ই আল্লাহর ওপর সোপর্দ করবে। তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই সঠিক পথ দেখান। যে ব্যক্তি তাঁর দেখানো পথে চলবে, সে কখনো ভুল গন্তব্যে পৌঁছবে না ; বরং সে-ই একমাত্র সঠিক লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে।

৫. অর্থাৎ কোনো লোকের বুকের মধ্যে দু'টো হৃদয় আল্লাহ সৃষ্টি করেননি যে, সে একই সাথে মু'মিন ও মুনাফিক, সৎ ও অসৎ এবং সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী উভয়ই হতে পারে। সে হয়ত মু'মিন হবে অথবা মুনাফিক ; সে কাফির হবে অথবা মুসলিম।

৬. অর্থাৎ স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করলে সে মা হয়ে যায় না। তোমাদের প্রকৃত মা-তো তিনিই যাঁর উদর থেকে তোমরা জন্মগ্রহণ করেছো। স্ত্রীকে বা স্ত্রীর কোনো অঙ্গকে মায়ের সাথে বা মায়ের কোনো অঙ্গের সাথে তুলনা করলে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে 'যিহার' বলে। জাহেলী যুগে আরবের লোকেরা স্ত্রীর সাথে ঝগড়া করতে করতে হঠাৎ বলে বসতো যে, 'তোমার পিঠ আমার মায়ের পিঠের মতো'—এরূপ কেউ যদি একবার বলে বসতো, তখন সে স্ত্রী চিরতরে তার জন্য হারাম হয়ে গেছে বলে তারা মনে করতো। এখানে 'যিহার' শরয়ী বিধান বর্ণনা করা হয়নি। 'যিহার'-এর বিধান বর্ণনা করা হয়েছে সূরা আল মুজাদালার ২ আয়াত থেকে ৪ আয়াতে। সেখানে বলা হয়েছে যে, এরূপ কথা স্ত্রীকে বলা গুনাহ। তাই এ থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব। এরূপ যদি কেউ বলে ফেলে, তবে যিহার-এর কাফ্ফারা আদায় করে দিলে তার স্ত্রী তার জন্য হালাল হয়ে যাবে।

بِأَفْوَاهِكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ④ ادْعُوهُمْ

যা তোমাদের মুখে উচ্চারিত ; আর সত্য কথা একমাত্র আল্লাহ-ই বলেন এবং সরল পথও তিনিই দেখান। ৫. তোমরা তাদেরকে ডাকো

لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ

তাদের পিতাদের সম্পর্ক নিয়ে, তা-ই আল্লাহর নিকট অধিক ন্যায় সংগত ;[৮] তবে যদি তোমরা তাদের পিতাদেরকে না জান তাহলে তারা তোমাদের ভাই

فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۚ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ

দীনের সম্পর্কে এবং তোমাদের বন্ধু[৯] ; আর যা তোমরা ভুলে করে ফেলেছ তাতে তোমাদের গুনাহ নেই ;

بِأَفْوَاهِكُمْ-(ب+افواه+كم)-যা তোমাদের মুখে উচ্চারিত ; وَ-আর ; اللّٰهُ-একমাত্র আল্লাহই ; يَقُوْلُ-বলেন ; الْحَقَّ-সত্য কথা ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনিই ; يَهْدِىْ-দেখান ; السَّبِيْلَ-সরল পথ। ⑤ اُدْعُوْهُمْ-(ادعوا+هم)-তোমরা তাদেরকে ডাকো ; لِاٰبَائِهِمْ-(ل+اباء+هم)-তাদের পিতাদের সম্পর্ক নিয়ে ; هُوَ-তা-ই ; اَقْسَطُ-অধিক ন্যায়-সংগত ; عِنْدَ-নিকট; اللّٰهِ-আল্লাহর ; فَاِنْ-তবে যদি ; لَمْ تَعْلَمُوْٓا-তোমরা না জান; اٰبَآءَ هُمْ-(اباء+هم)-তাদের পিতাদেরকে ; فَاِخْوَانُكُمْ-(ف+اخوان+كم)-তাহলে তারা তোমাদের ভাই ; فِى الدِّيْنِ-দীনের সম্পর্কে ; وَ-এবং ; مَوَالِيْكُمْ-(موالى+كم)-তোমাদের বন্ধু ; وَ-আর ; لَيْسَ-নেই ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের ; جُنَاحٌ-কোনো গুনাহ ; فِيْمَا-(فى+ما)-যা ; اَخْطَاْتُمْ-তোমরা ভুল করে ফেলেছ ; بِهٖ-তাতে ;

৭. অর্থাৎ কোনো মানুষের যেমন দু'টো হৃদয় থাকে না, তেমনি স্ত্রী-ও মা হতে পারে না। আর পালক পুত্রও প্রকৃত পুত্র হতে পারে না এবং সে প্রকৃত সন্তানদের মতো মীরাসেও অংশীদার হতে পারে না, আর প্রকৃত সন্তানদের মতো বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হওয়া সংশ্লিষ্ট মাসয়ালাসমূহও তার প্রতি প্রযোজ্য হবে না, সুতরাং প্রকৃত পুত্রের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রী যেমন চিরতরে হারাম, তেমনি পালক পুত্রের তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী পালক পিতার জন্য তেমনভাবে হারাম হবে না।

৮. আল্লাহ তা'আলা পালক-পুত্রদেরকে তাদের পিতাদের সাথে সম্পর্কিত করে ডাকার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এ নির্দেশ পালনের জন্য প্রথমেই রাসূলুল্লাহ স.-এর পালক পুত্র যায়েদকে যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ এর পরিবর্তে 'যায়েদ ইবনে হারেসা' নামে ডাকা শুরু করে দেয়া হয়। সহীহ হাদীস গ্রন্থগুলোতে সংকলিত হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, যায়েদ ইবনে হারেসাকে প্রথমে সবাই 'যায়েদ

وَلٰكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ ۚ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى

কিন্তু তোমাদের মন যা সংকল্প করে (তাতে গুনাহ হবে)[১০] আর আল্লাহ হলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু[১১]। ৬. নবী অধিক ঘনিষ্ঠ

بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهٗۤ اُمَّهٰتُهُمْ ۚ وَاُولُوا الْاَرْحَامِ

মু'মিনদের কাছে তাদের নিজেদের চেয়েও[১২] এবং তাঁর স্ত্রীগণ তাদের মাতা[১৩] ; আর আত্মীয়-স্বজনরা

وَلٰكِنْ-কিন্তু ; مَا-যা ; تَعَمَّدَتْ-সংকল্প করে ; قُلُوْبُكُمْ-(قلوب+كم)-তোমাদের মন (তাতে গুনাহ হবে) ; وَ-আর ; كَانَ-হলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; غَفُوْرًا-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمًا-পরম দয়ালু ।৬ اَلنَّبِيُّ-নবী ; اَوْلٰى-অধিক ঘনিষ্ঠ ; بِالْمُؤْمِنِيْنَ-(ب+ال+مؤمنين)-মু'মিনদের কাছে ; مِنْ-চেয়েও ; اَنْفُسِهِمْ-(انفس+هم)-তাদের নিজেদের ; وَ-এবং ; اَزْوَاجُهٗ-(ازواج+ه)-তাঁর স্ত্রীগণ ; اُمَّهٰتُهُمْ-(امهات+هم)-তাদের মাতা ; وَ-আর ; اُولُوا الْاَرْحَامِ-(اولو+ال+ارحام)-আত্মীয়-স্বজনরা ;

ইবনে মুহাম্মদ' নামে ডাকতো, (যেহেতু সে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর পালকপুত্র ছিল) ; কিন্তু এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সবাই তাকে 'যায়েদ ইবনে হারেসা' ডাকা শুরু করে দেয়। হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস রা. বর্ণিত অন্য একটি হাদীসে আছে যে, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন যে, "যে নিজেকে নিজের পিতা ছাড়া অন্য কারো পুত্র বলে দাবী করে অথচ সে জানে ঐ ব্যক্তি তার পিতা নয় তার জন্য জান্নাত হারাম" একই বিষয়বস্তু সম্বলিত অন্য সূত্রে বর্ণিত হাদীসে এ কাজটিকে মারাত্মক গুনাহের কাজ বলে অভিহিত করা হয়েছে।

৯. অর্থাৎ কোনো পালক সন্তানের পিতৃ পরিচয় জানা না থাকলেও তার সাথে অন্য কারো পিতৃ সম্পর্ক জুড়ে দেয়া যাবে না।

১০. অর্থাৎ শ্রদ্ধা বশত কাউকে পিতা-মাতা বলে মুখে উচ্চারণ করা অথবা স্নেহ বশত কাউকে মেয়ে, ভাই বা বোন বলে ডাকায় কোনো দোষ নেই ; কিন্তু এরূপ দৃঢ় ইচ্ছা মনে পোষণ করা যে, যাকে পুত্র, ভাই, বোন ইত্যাদি বলে ডাকা হচ্ছে তাকে যথার্থই প্রকৃত পুত্র, ভাই বা বোনের মর্যাদা দিতে হবে এবং প্রকৃত পুত্র, ভাই বা বোনের যেমন সম্পর্ক থাকে তার সাথেও অনুরূপ সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এমন দৃঢ় সংকল্প যদি কেউ করে তাহলে এটা অবশ্যই আপত্তিকর হবে এবং এর জন্য তাকে পাকড়াও করা হবে।

১১. অর্থাৎ অতীতে যেসব ভুলবশত করা হয়েছে আল্লাহ সেগুলো মাফ করে দিয়েছেন। না জেনে কোনো কাজ করে ফেললে আল্লাহ তার জন্য পাকড়াও করবেন না। আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করার কোনো ইচ্ছা যদি অন্তরে না থাকে, কেবল মাত্র অজ্ঞতা বশত কোনো নিষিদ্ধ

بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَٰجِرِينَ

আল্লাহর কিতাব অনুসারে সাধারণ মু'মিন ও মুহাজিরদের চেয়ে তাদের একে অপরের অধিক ঘনিষ্ঠ

إِلَّآ أَن تَفْعَلُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا ۚ كَانَ ذَٰلِكَ فِي ٱلْكِتَٰبِ مَسْطُورًا ○

তবে তোমরা তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের প্রতি কোনো সদ্ব্যবহার (করতে চাইলে) করতে পার[১৪] ; এটা (আল্লাহর) কিতাবে বিধিবদ্ধ আছে।

بَعْضُهُمْ-(بعض+هم)-তাদের একে ; أَوْلَىٰ-অধিক ঘনিষ্ঠ ; بِبَعْضٍ-অপরের ; فِيْ ; كِتَٰبِ-কিতাব অনুসারে ; اللّٰه-আল্লাহর ; مِنَ-চেয়ে ; الْمُؤْمِنِيْنَ-সাধারণ মু'মিন ; وَ-ও ; الْمُهٰجِرِيْنَ-মুহাজিরদের ; اِلَّآ-তবে ; اَنْ تَفْعَلُوْا-তোমরা (করতে চাইলে) করতে পার ; اِلٰى-প্রতি ; اَوْلِيٰٓئِكُمْ-(اوليـاء+كـم)-তোমাদের বন্ধু-বান্ধবদের ; مَعْرُوْفًا-কোনো সদ্ব্যবহার ; كَانَ-আছে ; ذٰلِكَ-এটা ; فِى الْكِتٰبِ-(আল্লাহর) কিতাবে ; مَسْطُوْرًا-বিধিবদ্ধ।

কাজ কেউ করে ফেললে আল্লাহ তার জন্য কোনো শাস্তি দেন না। তিনি পরম দয়ালু, ক্ষমা করে দেয়া তাঁর দয়ার বহিঃপ্রকাশ।

১২. অর্থাৎ একজন মু'মিন বান্দাহর জন্য আল্লাহর রাসূলের চেয়ে অধিক ঘনিষ্ঠ তথা আপনজন আর কেউ হতে পারে না। তাঁর সাথে মু'মিনের সম্পর্ক সকল মানবিক সম্পর্কের উর্ধে। রাসূলুল্লাহ স. একজন মু'মিনের জন্য স্বীয় পিতা-মাতার চেয়েও অধিক স্নেহশীল ও কল্যাণকামী। পিতা-মাতা ও সন্তান-সন্ততি স্বার্থের জন্য তার সাথে শত্রুতামূলক আচরণ করতে পারে। তাকে বিপথে পরিচালিত করতে পারে, তাকে জাহান্নামে ঠেলে দিয়ে হলেও নিজেদের স্বার্থ উদ্ধার করতে পারে ; কিন্তু আল্লাহর রাসূল তার প্রকৃত কল্যাণ যাতে হয়, তা-ই করেন। আখিরাতে মু'মিনের চূড়ান্ত সফলতার জন্য তিনিই কাজ করেন। কোনো মু'মিন বান্দাহ বোকামী করে নিজের ক্ষতি নিজেই করতে পারে ; কিন্তু রাসূলুল্লাহ স. তার জন্য তারপক্ষে লাভজনক কাজই করবেন। তাই পিতা-মাতার চাহিদা যদি আল্লাহর রাসূলের নির্দেশের বিরুদ্ধে যায়, তাহলে সে চাহিদা পূরণ করা যাবে না। এমনকি রাসূলের নির্দেশকে নিজের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার ওপর অগ্রাধিকার দিতে হবে। সহীহ বুখারীতে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন—"এমন কোনো মু'মিন-ই নেই যার পক্ষে আমি তার ইহ-পরকালে সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক কল্যাণকামী ও আপনজন নই। যদি তোমরা চাও তাহলে এর সমর্থন ও সত্যতা প্রমাণের জন্য তোমরা কুরআন মাজীদের النبى اولى بالمؤمنين من انفسهم আয়াত পাঠ করে নিতে পার।

বুখারী ও মুসলিমে সামান্য শাব্দিক পার্থক্য সহকারে একই বিষয়বস্তুর ওপর অপর একটি হাদীস উল্লেখিত হয়েছে ঃ

⑦ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَإِبْرٰهِيْمَ

৭. আর (স্মরণ করুন) আমি গ্রহণ করেছিলাম নবীদের থেকে তাদের অঙ্গীকার এবং আপনার থেকে আর নূহ ও ইবরাহীম থেকে

وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ۖ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًا ۝

এবং মূসা ও মারয়াম পুত্র ঈসা থেকে ; আর আমি তাঁদের থেকে গ্রহণ করেছিলাম মযবুত অঙ্গীকার[১৫]।

⑦ وَ-আর ; إِذْ-(স্মরণ করুন) যখন ; أَخَذْنَا-আমি গ্রহণ করেছিলাম ; مِنَ-থেকে ; النَّبِيّنَ-নবীদের ; مِيْثَاقَهُمْ-(ميثاق+هم)-তাদের অঙ্গীকার ; وَ-এবং ; مِنْكَ-(من+ك)-আপনার থেকে ; وَ-আর ; مِنْ-থেকে ; نُوْحٍ-নূহ ; وَ-ও ; إِبْرٰهِيْمَ-ইবরাহীম ; وَ-এবং ; مُوْسٰى-মূসা ; وَ-ও ; عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ-মারয়াম পুত্র ঈসা (থেকে) ; وَ-আর ; أَخَذْنَا-আমি গ্রহণ করেছিলাম ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাঁদের থেকে ; مِيْثَاقًا-অঙ্গীকার ; غَلِيْظًا-মযবুত।

"তোমাদের কোনো ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না। যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার পিতা, তার সন্তান-সন্ততি ও সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই।"

১৩. রাসূলুল্লাহ স.-এর পুণ্যবতী স্ত্রীগণকে মুসলিম 'উম্মাহর মাতা' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর অর্থ হলো—তাঁরা ভক্তি-শ্রদ্ধার ক্ষেত্রে মাতা'র পর্যায়ভুক্ত। মাতা ও ছেলের সম্পর্কের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন আহকাম, যথা, পরস্পর বিয়ে-শাদী হারাম হওয়া, মুহরিম হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরস্পর পর্দা না করা এবং মীরাসে অংশীদারিত্ব ইত্যাদি ব্যাপারগুলো একেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন আয়াতের শেষে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। আর নবীর স্ত্রীগণের সাথে উম্মতের বিবাহ হারাম হওয়ার কথা অন্য এক আয়াতে ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং একেত্রে বিবাহ হারাম হওয়ার কারণ ছিল মা হওয়া—এটা জরুরী নয়। কুরআন মাজীদের দৃষ্টিতে নবীর স্ত্রীগণের সবাইকে মায়ের মতো সম্মান করা মুসলিম উম্মাহর সকলের ওপর ওয়াজিব।

১৪. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ স. ও তাঁর স্ত্রীগণের সাথে সাধারণ মুহাজির ও আনসারদের এবং মুসলিম উম্মাহর সম্পর্কে তাদের মাতা-পিতার চেয়েও উন্নততর ও অগ্রস্থানীয় হলেও, মীরাসের ক্ষেত্রে তাদের কোনো স্থান নেই। মীরাস বণ্টিত হবে বংশ ও আত্মীয়তার সম্পর্কের ভিত্তিতে।

ইসলামের সূচনালগ্নে মীরাসের অংশীদারিত্ব ঈমান ও আত্মিক সম্পর্কের ভিত্তিতে নির্ধারিত হতো। পরবর্তীকালে তা রহিত হয়ে যায় এবং আত্মীয়তার সম্পর্ককেই মীরাসের অংশীদারিত্ব নির্ধারণের ভিত্তি নির্ধারণ করে দেয়া হয়। স্বয়ং কুরআন মাজীদেই এর বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে। সূরা আনফালে এর সাথে সংশ্লিষ্ট রহিত ও রহিতকারী

আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতে 'আল-মুমিনীন'-এর পরে "আল মুহাজিরীন' উল্লেখ করে তাদের বিশিষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করা হয়েছে।

এ আয়াতের মর্মকথা হলো—রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে তো মুসলমানদের সম্পর্কের ধরন ছিল সম্পূর্ণ আলাদা ; কিন্তু সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক এমন উচিত যেন সাধারণ মুসলমানের তুলনায় আত্মীয়দের অধিকার পরস্পরের ওপর অগ্রগণ্য হয়। নিজের হওয়া মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি ও ভাইবোনদের প্রয়োজন উপেক্ষা করে অন্যদের মধ্যে দান-খয়রাত করে বেড়ালে তা সঠিক বলে গণ্য হবে না। যাকাতের মাধ্যমেও প্রথমে নিজের গরীব আত্মীয়-স্বজনকে সাহায্য করতে হবে। তারপর অন্য হকদারকে সাহায্য করতে হবে। মৃত্যু ব্যক্তির নিকটাত্মীয়রাই অপরিহার্যভাবে মীরাস লাভের প্রথম হকদার। অন্যদের জন্য সে চাইলে হেবা, ওয়াকফ বা অসীয়তের মাধ্যমে জীবিতাবস্থায় নিজের সম্পদের অংশবিশেষ দান করতে পারে। তবে ওয়ারিসদের বঞ্চিত করে সবকিছু দান করা বৈধ নয়।

১৫. এখানে যে অংগীকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সমগ্র মানবকুল থেকে নেয়া সাধারণ অংগীকার থেকে ভিন্ন। হাদীস থেকে জানা যায় যে, নবুওয়াত ও রিসালাত সংক্রান্ত অংগীকার নবী-রাসূলগণ থেকে স্বতন্ত্ররূপে বিশেষভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল। আর এ আয়াত থেকেও তা প্রমাণিত হয় যে, নবী-রাসূলদের থেকে নেয়া অংগীকার সাধারণ মানুষ থেকে নেয়া অংগীকার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। এ অংগীকারের কথা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে। সেসব আয়াত থেকেই এ অংগীকারের বিষয়বস্তু জানা যায়।

সূরা আশ শূরার ১৩ আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে—"তিনি তোমাদের জন্য নির্ধারিত করে দিয়েছেন সে দীনকে যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে আর যা আমি আপনার প্রতি ওহীর মাধ্যমে প্রেরণ করেছি। আর যার নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে এ মর্মে যে, তোমরা দীনকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং তাতে কোনো বিভেদ সৃষ্টি করো না।"

সূরা আলে ইমরানের ১৮৭ আয়াতে বলা হয়েছে—"স্মরণ করুন, যখন আল্লাহ আহলি কিতাবের অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তোমরা মানুষের কাছে কিতাব স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবে এবং তা গোপন করবে না।"

সূরা আল বাকারার ৮৩ আয়াতে বলা হয়েছে—"আর স্মরণ করুন, যখন আমি বনী ইসরাঈলের নিকট থেকে অংগীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদাত করবে না-- ।"

সূরা আল আ'রাফের ১৬৯ থেকে ১৭১ আয়াতে বল হয়েছে— "------ তাদের নিকট থেকে কিতাবের এ অংগীকার কি নেয়া হয়নি ? --------- আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি তা মযবুতভাবে ধরো এবং তাতে যা আছে তা স্মরণ রেখো, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার।"

⑧ لِّيَسْـَٔلَ الصّٰدِقِيْنَ عَنْ صِدْقِهِمْ ۚ وَاَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ⑧

৮. যেন তিনি (তাদের প্রতিপালক) সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পারেন[১৬]; আর তিনি কাফিরদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরি করে রেখেছেন[১৭]।

⑧ لِيَسْـَٔلَ-যেন তিনি (তাঁদের প্রতিপালক) জিজ্ঞাসা করতে পারেন ; الصّٰدِقِيْنَ-সত্যবাদীদেরকে ; عَنْ-সম্পর্কে ; صِدْقِهِمْ-(صدق+هم)-তাদের সত্যবাদিতা ; وَ-আর ; اَعَدَّ-তিনি তৈরী করে রেখেছেন ; لِلْكٰفِرِيْنَ-(ل+ال+كفرين)-কাফিরদের জন্য ; عَذَابًا-শাস্তি ; اَلِيْمًا-যন্ত্রণাদায়ক।

সূরা আল মায়েদাহর ৭ আয়াতে বলা হয়েছে—

"আর স্মরণ করো, তোমাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামতের কথা এবং তাঁর সে অংগীকারের কথা, যা তিনি তোমাদের নিকট থেকে নিয়েছেন, যখন তোমরা বলেছিলে, "আমরা শুনলাম ও মানলাম।"

সূরা আহযাবের ৭ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সে একই অংগীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁর প্রিয় রাসূলকে বলছেন যে, আপনি আমার রাসূল। অন্যান্য নবী-রাসূলদের মতো আপনার সাথেও আমার এ মর্মে অলংঘনীয় চুক্তি রয়েছে যে, 'আমি যা হুকুম করবো, আপনি তা-ই পালন করবেন এবং অন্যদেরকেও তা পালন করার জন্য হুকুম করবেন। অতএব কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকদের তিরস্কারের ভয় করবেন না। কোনো প্রকার সংকোচ না করে আমার হুকুম পালন করে যাবেন। জাহেলিয়াতের বদ রসম পালক সন্তানের সাথে আত্মীয়তার এ সম্পর্ক ভাঙ্গার ব্যাপারে আপনি মুশরিক ও মুনাফিকদের সমালোচনার ভয় করবেন না। আপনি শুধুমাত্র আল্লাহকেই ভয় করবেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, সাধারণভাবে সকল নবীদের উল্লেখ করার পর পাঁচজন নবীর নাম বিশেষভাবে এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাঁরা ছিলেন আম্বিয়ায়ে কিরামের স্বতন্ত্র ও বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। এঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ স.-এর আবির্ভাব সকলের শেষে হলেও 'ওয়া মিনকা' শব্দ দ্বারা তাঁকে আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হাদীসে উল্লিখিত আছে রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন, "আমি (নবীগণের মধ্যে) সৃষ্টিগত দিক দিয়ে সবার আগে, কিন্তু আবির্ভাব ও নবুওয়াত পাওয়ার দিক দিয়ে সবার পরে।"-(মাযহারী)

১৬. অর্থাৎ তাদের প্রতিপালক অঙ্গীকার নিয়েই থেমে থাকেননি ; বরং কারা কতটুকু অঙ্গীকার পালন করেছে সে সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। আর তখন নিষ্ঠাবান অঙ্গীকার পালনকারীরাই প্রকৃত অঙ্গীকার রক্ষাকারী হিসেবে গণ্য হবে।

১৭. অর্থাৎ যারা এ অঙ্গীকার যথাযথভাবে পালন করবে না, তাদের জন্যই আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রাখা হয়েছে।

১ম রুকূ' (১-৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের যে কোনো সমালোচনা বা অন্য কোনো সক্রিয় প্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে এগিয়ে যাওয়া-ই মু'মিনের কর্তব্য।

২. মন থেকে গায়রুল্লাহর সব রকমের ভয়কে বের করে দিয়ে কেবলমাত্র আল্লাহর ভয়কেই সেখানে স্থান দিতে হবে।

৩. দুনিয়ার সকল শক্তির আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে আনুগত্যকে কেবলমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্ধারণ করতে হবে।

৪. আল্লাহ যেহেতু সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়, তাই তাঁর নির্দেশ পালনেই মানুষের উভয় জাহানের কল্যাণ রয়েছে।

৫. যারা নিষ্ঠা সহকারে আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করে, এ অনুগতদের যারা বিরোধিতা করে এবং যারা দুর্বল বিশ্বাসী তাদের সকলের কার্যক্রম সম্পর্কে আল্লাহ খবর রাখেন। আখিরাতে সে অনুযায়ী তাদেরকে প্রতিদান দেয়া হবে।

৬. একমাত্র আল্লাহর ওপরই মু'মিনদের ভরসা করা উচিত। কেননা, তাঁর চেয়ে উত্তম কার্যনির্বাহী আর কেউ হতে পারে না।

৭. কোনো মানুষ একই সাথে দুটো অন্তরের অধিকারী হতে পারে না। আর তাই কেউ একই সাথে মু'মিন ও মুনাফিক হতে পারে না। হতে পারে না সে একই সাথে মুসলিম ও কাফির।

৮. কোনো ব্যক্তি হয়ত মু'মিন হবে নয়ত হবে কাফির। হয়ত সে মুনাফিক হবে নয়ত হবে মু'মিন ; কেননা মানুষের বুকের মধ্যে হৃদয় মাত্র একটি।

৯. কেউ যদি স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করে তাহলে স্ত্রী মা হয়ে যায় না। তবে এরূপ বলা গুনাহের কাজ। এ ধরনের কথা থেকে মু'মিনদের বিরত থাকা কর্তব্য।

১০. পালকপুত্র গ্রহণ করা এবং তাকে প্রকৃত পুত্রের মত মনে করা জাহেলী কাজ। এ কাজ থেকেও মু'মিনদের বিরত থাকা কর্তব্য।

১১. আল্লাহ যা বলেন, তা-ই একমাত্র সত্য। তিনি যে পথ নির্দেশ করেন, সেটাই একমাত্র সরল-সঠিক পথ (সুতরাং আল্লাহর বাণীই মেনে চলতে হবে এবং তাঁর দেখানো পথেই চলতে হবে।

১২. মানুষের পরিচিতি তাদের প্রকৃত পিতাদের পরিচয়ে। পালক পিতাদের পরিচয়ে পরিচিত হওয়া শরয়ী দৃষ্টিতে বৈধ নয়।

১৩. প্রকৃত পিতার পরিচয় জানা না থাকলে তাদের পরিচয় হবে দীনী ভাই ও বন্ধু হিসেবে। তবুও পালক পিতার পরিচয়ে পরিচিত হওয়া সমিচীন নয়।

১৪. অজ্ঞতা বশত কোনো ভুল করলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য কাউকে পাকড়াও করেন না। তবে ইচ্ছাকৃত জেনে শুনে মনের সংকল্প সহকারে কোনো অন্যায় কাজ করলে গুনাহ হবে।

১৫. আল্লাহর চেয়ে ক্ষমাশীল কেউ হতে পারে না এবং তাঁর চেয়ে অধিক দয়ালুও কেউ হতে পারে না।

১৬. মানব জাতির জন্য নবী-রাসূলদের চেয়ে অধিক কল্যাণকামী আর কেউ হতে পারে না।

১৭. মু'মিনদের জন্য তাদের নিজেদের চেয়েও আপনজন হলেন রাসূলুল্লাহ স.। তাঁর চেয়ে অধিক ঘনিষ্টজন আর কেউ হতে পারে না।

১৮. রাসূলুল্লাহ স.-এর পুণ্যাত্মা স্ত্রীগণ মুসলিম উম্মাহর সকলের জন্য মায়ের মর্যাদাসম্পন্ন।

১৯. আল্লাহর রাসূলের পর মু'নিদের জন্য সাধারণ মু'মিন ও মুহাজিরদের চেয়ে নিকটাত্মীয়গণ অধিক ঘনিষ্ট।

২০. মীরাসের ক্ষেত্রে অধিকার রয়েছে একমাত্র আত্মীয়দের।

২১. মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি ও ভাই-বোনগণই দান-সাদাকা পাওয়ার অগ্রাধিকার রাখে। আত্মীয়দেরকে বঞ্চিত করে অন্যদেরকে দান করা সঠিক নয়।

২২. অনাত্মীয়দেরকে কিছু দান করতে চাইলে অসীয়ত, হেবা বা ওয়াকফের মাধ্যমে দান করা যেতে পারে, তবে আত্মীয়দেরকে বঞ্চিত করে নয়।

২৩. আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কিরামের নিকট থেকে যে অংগীকার নিয়েছিলেন তা ছিল নবুওয়াত ও রিসালাতের দায়িত্ব পালন সংক্রান্ত অংগীকার।

২৪. সকল নবীদের কথা বলার পরও বিশেষভাবে পাঁচজন নবীর নাম উল্লেখ করার কারণ হলো, তাঁদের স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষ মর্যাদার কারণে।

২৫. কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে আম্বিয়ায়ে কিরামের নিকট থেকে গৃহীত অংগীকারের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

২৬. আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাথে কৃত অংগীকার পালন সম্পর্কে আখিরাতে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

২৭. যারা অংগীকার যথাযথভাবে পালন করবেন তাঁরা প্রকৃত অংগীকার রক্ষাকারী হিসেবে গণ্য হবেন।

২৮. যারা অংগীকার পালন করতে অস্বীকার করবে তাদের জন্য আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রয়েছে।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১৮
আয়াত সংখ্যা-১২

﴿٩﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ

৯. হে যারা ঈমান এনেছো[১৮], তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে তোমরা স্মরণ করো যখন (শত্রুদের) একটি বাহিনী তোমাদের ওপর চড়াও হয়েছিল।

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿ع﴾

তখন আমি তাদের ওপর পাঠিয়েছিলাম এক প্রচণ্ড বায়ু এবং এমন এক বাহিনী যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি[১৯]; আর তোমরা যা করো, আল্লাহ্ হলেন সে সম্পর্কে সর্বদ্রষ্টা।

﴿١٠﴾ إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَٰرُ

১০. যখন তারা আক্রমণ করেছিল তোমাদের উপরদিক[২০] থেকে ও নিম্নদিক থেকে এবং যখন (তোমাদের) চোখগুলো ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিল,

﴿٩﴾ يَآأَيُّهَا-হে; الَّذِيْنَ-যারা; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো; اذْكُرُوْا-তোমরা স্মরণ করো; نِعْمَةَ-নিয়ামতকে; اللّٰهِ-আল্লাহর; عَلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি; اِذْ-যখন; جَآءَتْكُمْ-(جاء ت+كم)-তোমাদের ওপর চড়াও হয়েছিল; جُنُوْدٌ-(শত্রুদের) একটি বাহিনী; فَأَرْسَلْنَا-(ف+ارسلنا)-তখন আমি পাঠিয়েছিলাম; عَلَيْهِمْ-(على+هم)-তাদের ওপর; رِيْحًا-এক প্রচণ্ড বায়ু; وَ-এবং; جُنُوْدًا-এমন এক বাহিনী; لَمْ تَرَوْهَا-(تروا+ها)-যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি; وَ-আর; كَانَ-হলেন; اللّٰهُ-আল্লাহ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা; تَعْمَلُوْنَ-তোমরা কর; بَصِيْرًا-সর্বদ্রষ্টা। ﴿١٠﴾ اِذْ-যখন; جَآءُوْكُمْ-(جاءوا+كم)-তারা তোমাদের ওপর আক্রমণ করেছিল; مِنْ-থেকে; فَوْقِكُمْ-(فوق+كم)-তোমাদের ওপর; وَ-ও; مِنْ-থেকে; اَسْفَلَ-নিম্নদিক; مِنْكُمْ-তোমাদের; وَ-এবং; اِذْ-যখন; زَاغَتِ-ভয়ে বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছিল; الْاَبْصَارُ-(তোমাদের) চোখগুলো;

১৮. এ দ্বিতীয় রুকূ' ও ৩য় রুকূ'তে আহযাব যুদ্ধ ও বনী কুরাইযার যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১৯. আহযাব বা খন্দক যুদ্ধে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে গায়েবী মদদ এসেছিল, এখানে সে কথাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন। কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনী

وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا ⑪ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ

আর (তোমাদের) প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে পড়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা করতে শুরু করেছিলে, ১১. তখন পরীক্ষা করা হয়েছিল সেখানে

الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ⑫ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ

মু'মিনদেরকে এবং তাদেরকে ভীষণ প্রকম্পনে প্রকম্পিত করা হয়েছিল[২১]। ১২. আর (স্মরণ করো) যখন বলতে লাগলো মুনাফিকরা এবং যাদের

فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ⑬ وَإِذْ قَالَتْ

মনে ছিল রোগ তারা—আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদের সাথে কোনো ওয়াদা করেননি[২২] ধোঁকা ছাড়া। ১৩. আর যখন বলেছিল

- وَ-আর ; بَلَغَتِ-হয়ে পড়েছিল ; الْقُلُوبُ-তোমাদের প্রাণ ; الْحَنَاجِرَ-কণ্ঠাগত ; وَ-এবং ; تَظُنُّونَ-তোমরা ধারণা করতে শুরু করেছিলে ; بِاللَّهِ-আল্লাহ সম্পর্কে ; الظُّنُونَا-বিভিন্ন ধারণা। ⑪ هُنَالِكَ-তখন সেখানে ; ابْتُلِيَ-পরীক্ষা করা হয়েছিল ; الْمُؤْمِنُونَ-মু'মিনদেরকে ; وَ-এবং ; زُلْزِلُوا-প্রকম্পিত করা হয়েছিল ; زِلْزَالًا-প্রকম্পনে ; شَدِيدًا-ভীষণ। ⑫ وَ-আর ; إِذْ-(স্মরণ করো) যখন ; يَقُولُ-বলতে লাগলো ; الْمُنَافِقُونَ-মুনাফিকরা ; وَ-এবং ; الَّذِينَ-তারা যাদের ; فِي قُلُوبِهِمْ-(فى+قلوب+هم)-মনে ছিল তাদের ; مَرَضٌ-রোগ ; مَا وَعَدَنَا-কোনো ওয়াদা করেননি আমাদের সাথে ; اللَّهُ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُولُهُ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূল ; إِلَّا-ছাড়া ; غُرُورًا-ধোঁকা। ⑬ وَ-আর ; إِذْ-যখন ; قَالَتْ-বলেছিল ;

দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত মদীনা অবরোধ করে রাখে। অতপর আল্লাহ তা'আলা এক প্রচণ্ড ধূলি ঝড় পাঠিয়ে কাফিরদের সম্মিলিত বাহিনীর তাঁবুগুলো তছনছ করে দেন। এ সাথে ছিল তীব্র শৈত্য-প্রবাহ ও বিজলীর চমক। রাতের অন্ধকার অত্যন্ত গাঢ়, নিজেদের হাত পর্যন্ত দেখা যাচ্ছিল না। এমতাবস্থায় কাফির বাহিনীর মধ্যে ভীষণ হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়। আল্লাহর কুদরতের এ আঘাত তারা সহ্য করতে পারলো না। রাতের অন্ধকারেই তারা নিজ নিজ গৃহের পথ ধরে। সকালে মুসলমানরা দেখলো যে, একজন শত্রুও ময়দানে নেই। এ যুদ্ধ ছিল মক্কার কুরাইশ ও ইয়াহুদী গোত্রগুলোর ইসলামের বিরুদ্ধে সম্মিলিত বাহিনীর শেষ আঘাত। এ যুদ্ধে তারা হেরে যাওয়ার পর মদীনার ওপর আক্রমণ করার সাধ্য তাদের আর হয়নি।

২০. ওপরের দিক থেকে অর্থাৎ নজদ ও খায়বরের দিক, আর নীচের দিক অর্থাৎ মক্কার দিক থেকে। আবার এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, সবদিক থেকে তোমাদের ওপর চড়াও হলো।

طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوْا ۚ وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ

তাদের মধ্য থেকে একটি দল—"হে ইয়াসরিববাসী ! তোমাদের জন্য (টিকে থাকার) কোনো স্থান নেই, অতএব তোমরা ফিরে চলো[২৩] ; আর অব্যাহতি চেয়েছিল একটি দল

مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ۛؕ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ ۚۛ اِنْ يُّرِيْدُوْنَ

তাদের মধ্য থেকে নবীর কাছে—তারা বলছিল—অবশ্যই আমাদের বাড়িঘর বিপন্ন[২৪], অথচ তা বিপন্ন ছিল না[২৫]; আসলে তারা চাচ্ছিল না

طَآئِفَةٌ-একটি দল ; مِّنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্য থেকে ; يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ-(يا+اهل+يثرب)-হে ইয়াসরিববাসী ! لَامُقَامَ-কোনো স্থান নেই (টিকে থাকার) ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; فَارْجِعُوْا-(ف+ارجعوا)-অতএব তোমরা ফিরে চলো ; وَ-আর ; يَسْتَاْذِنُ-অব্যাহতি চেয়েছিল ; فَرِيْقٌ-একটি দল ; مِّنْهُمْ-তাদের মধ্য থেকে ; النَّبِيَّ-নবীর কাছে ; يَقُوْلُوْنَ-তারা বলছিল ; اِنَّ-অবশ্যই ; بُيُوْتَنَا-(بيوت+نا)-তোমাদের বাড়ীঘর ; عَوْرَةٌ-বিপন্ন ; وَ-অথচ ; مَاهِيَ-তা ছিল না ; بِعَوْرَةٍ-বিপন্ন ; اِنْ يُّرِيْدُوْنَ-আসলে তারা চাচ্ছিল না ;

২১. যারা মুহাম্মদ স.-কে রাসূল বলে মৌখিকভাবে স্বীকার করে তাঁর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তাদের সবাইকে এখানে সাধারণভাবে মু'মিন বলা হয়েছে। এদের মধ্যে খাঁটি ঈমানদার ও মুনাফিক উভয়ে ছিল।

২২. অর্থাৎ ঈমানদারদের সাহায্য দান এবং তাদেরকে বিজয় দান করার ওয়াদা।

২৩. এটা ছিল মুনাফিকদের কথা। তাদের একথার দু'টো অর্থ হতে পারে—এক. কাফিরদের মুকাবিলায় খন্দকের সামনে অবস্থান করার সুযোগ নেই, চলো আমরা নগরে ফিরে যাই। দুই. ইসলামের ওপর টিকে থাকার আর সুযোগ নেই। এখন চলো আমরা আমাদের পৈতৃক ধর্মে ফিরে যাই। ইসলাম গ্রহণ করে আমরা যে পুরো আরব জাতির শত্রুতার মুখে পড়েছি, তা থেকে আমরা রেহাই পেয়ে যাবো।

২৪. বনূ কুরাইযা যখন শত্রুদের সাথে যোগ দিয়ে ষড়যন্ত্র শুরু করলো, তখন মুনাফিকরা এই বাহানায় রাসূলুল্লাহ স.-এর নিকট নিজেদের ঘর তথা পরিবার-পরিজন বিপন্নের ধুয়া তুলে ছুটি চাইতে লাগলো। অথচ সে সময় সমগ্র মদীনাবাসীদের হেফাযতের দায়িত্ব ছিল রাসূলুল্লাহ স.-এর ওপর। আর বনূ কুরাইযার চুক্তিভঙ্গের কারণে যে বিপদের আশংকা সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে মদীনাবাসীকে রক্ষা করার দায়িত্বও ছিল রাসূলের। এটা পৃথকভাবে কোনো সৈনিকের ওপর ছিল না এবং তা সম্ভবও ছিল না। আর এ ব্যাপার রাসূলুল্লাহ স.-এর নযরে ছিল। তিনি তার ব্যবস্থা করেছেন।

إِلَّا فِرَارًا ﴿١٣﴾ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا

পলায়ন করা ছাড়া অন্য কিছু। ১৪. আর যদি তার (শহরের) চারদিক থেকে তারা (শত্রুরা) তাদের মধ্যে ঢুকে পড়তো এবং তাদেরকে ফিতনা সৃষ্টির আহ্বান জানানো হতো[২৬] তারা অবশ্যই তাতে লিপ্ত হয়ে যেতো,

وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ

এবং আস্তে সরে পড়া ছাড়া তারা সেখানে অবস্থান করতো না। ১৫. অথচ নিঃসন্দেহে এরা এর আগে আল্লাহর সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল যে,

لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ ۚ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا ﴿١٥﴾ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ

তারা পেছন ফিরে পালাবে না ; আর আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা হলো অবশ্যই যাচাইকৃত বিষয়।[২৭] ১৬. (হে নবী!) আপনি বলে দিন—'পলায়ন তো কখনো তোমাদের কোনো উপকারে আসবে না—

اِلَّا-ছাড়া অন্য কিছু ; فِرَارًا-পলায়ন করা। ⑭ وَ-আর ; لَوْ-যদি ; دُخِلَتْ-ঢুকে পড়তো ; عَلَيْهِمْ-তাদের মধ্যে ; مِنْ-থেকে ; اَقْطَارِهَا-তার (শহরের) চারদিকে ; ثُمَّ-এবং ; سُئِلُوا-তাদেরকে আহ্বান জানানো হতো ; الْفِتْنَةَ-ফিতনা সৃষ্টির ; لَاٰتَوْهَا-তারা অবশ্যই তাতে লিপ্ত হয়ে যেতো ; وَ-এবং ; مَا تَلَبَّثُوا-তারা অবস্থান করতো না ; بِهَا-সেখানে ; اِلَّا-ছাড়া ; يَسِيرًا-আস্তে সরে পড়া ছাড়া। ⑮ وَ-অথচ ; لَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا-এরা নিঃসন্দেহে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল যে ; اللّٰهَ-আল্লাহর সাথে ; مِنْ قَبْلُ-এর আগে ; لَا يُوَلُّوْنَ-ফিরে তারা পালাবে না ; الْاَدْبَارَ-পেছন ; وَ-আর ; كَانَ-হলো ; عَهْدُ-ওয়াদা ; اللّٰهِ-আল্লাহর সাথে কৃত ; مَسْئُوْلًا-জিজ্ঞাসিত বিষয়। ⑯ قُلْ-(হে নবী !) আপনি বলে দিন ; لَنْ يَّنْفَعَكُمْ-(لن ينفع+كم)-কখনো তোমাদের উপকারে আসবে না ; الْفِرَارُ-পলায়ন তো ;

২৫. অর্থাৎ বনূ কুরাইযার পক্ষ থেকে যে বিপদের আশংকা ছিল তার জন্য রাসূলুল্লাহ স. সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা করেছিলেন। এরপর তাৎক্ষণিক এমন কোনো বিপদ দেখা দেয়নি। যার জন্য বাড়ীঘর বিপন্ন হওয়ার ধুয়া তুলে ছুটি চাওয়া যেতে পারে।

২৬. অর্থাৎ সম্মিলিত শত্রুবাহিনী যদি মদীনায় প্রবেশ করতে সমর্থ হতো এবং এ মুনাফিকদেরকে তাদের সহযোগী হয়ে মুসলমানদেরকে খতম করার জন্য আহ্বান জানাতো তাহলে তারা সানন্দে তাতেই লিপ্ত হয়ে যেতো।

২৭. অর্থাৎ এ মুনাফিকরা অতীতে উহুদ যুদ্ধের প্রাক্কালে যে দুর্বলতা দেখিয়েছিল, অতপর তারা অনুতাপ প্রকাশ করে আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিল যে, ভবিষ্যতে যদি কোনো পরীক্ষার সুযোগ আসে, তাহলে তারা আর এ ধরনের কাজ করবেন না। কিন্তু

إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا ⑯ قُلْ

যদি তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পালিয়েও যাও আর তখন তোমাদেরকে খুব অল্প সংখ্যক ছাড়া ভোগ করার সুযোগ দেয়া হবে না।[২৮] ১৭. আপনি বলে দিন—

مَن ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ۚ

"সে কে, যে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করতে পারে, যদি তিনি তোমাদের অকল্যাণ করতে চান ? অথবা তিনি তোমাদেরকে অনুগ্রহ করতে চান ? (তাহলে কে সে, যে তা ঠেকিয়ে রাখতে পারে ?):

وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ⑰ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ

আর তারা নিজেদের জন্য আল্লাহ ছাড়া না কোনো বন্ধু পাবে আর না পাবে কোনো সাহায্যকারী। ১৮. আল্লাহ নিঃসন্দেহে জানেন

إِنْ-যদি ; فَرَرْتُمْ-তোমরা পালিয়ে যাও ; مِّنَ-থেকে ; الْمَوْتِ-মৃত্যু ; أَوْ-অথবা ; الْقَتْلِ-হত্যা ; وَ-আর ; إِذًا-তখন ; لَا تُمَتَّعُونَ-তোমাদেরকে ভোগ করার সুযোগ দেয়া হবে না ; إِلَّا-ছাড়া ; قَلِيلًا-খুব অল্পসংখ্যক। ⑰ قُلْ-আপনি বলে দিন ; مَنْ-কে ; ذَا الَّذِي-সে, যে ; يَعْصِمُكُمْ-(يعصم+كم)-তোমাদেরকে রক্ষা করতে পারে ; مِّنَ-থেকে ; اللَّهِ-আল্লাহ ; إِنْ-যদি ; أَرَادَ-তিনি চান ; بِكُمْ-তোমাদের ; سُوءًا-অকল্যাণ করার ; أَوْ-অথবা ; أَرَادَ-তিনি চান ; بِكُمْ-তোমাদেরকে ; رَحْمَةً-অনুগ্রহ করতে (তাহলে কে সে, যে তা ঠেকিয়ে রাখতে পারে) ; وَ-আর ; لَا يَجِدُونَ-তারা না পারে ; لَهُمْ-নিজেদের জন্য ; مِّن دُونِ-ছাড়া ; اللَّهِ-আল্লাহ ; وَلِيًّا-কোনো বন্ধু ; وَ-আর ; لَا-না ; نَصِيرًا-কোনো সাহায্যকারী। ⑱ قَدْ يَعْلَمُ-নিঃসন্দেহে জানেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ;

আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকারতো আল্লাহ অবশ্যই যাঁচাই করে দেখবেন। কোনো ব্যক্তি যদি তাঁর সাথে কোনো অঙ্গীকার করে, তবে তিনি তার সামনে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দেন, যাতে তার কৃত অঙ্গীকারের সত্য-মিথ্যা যাঁচাই হয়ে যায়। আর তাই আল্লাহ তা'আলা উহুদ যুদ্ধের পর মাত্র দু'বছরের মাথায় তার চেয়ে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখী করে দিয়ে অঙ্গীকারকারীদেরকে যাচাই করে নিলেন যে, তাদের অঙ্গীকার কতটুকু খাঁটি।

২৮. অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নিহিত হওয়া থেকে তোমরা পালিয়ে বাঁচতে চাইলেও মৃত্যুর হাত থেকে তো বাঁচতে পারবে না। তোমাদের জন্য নির্ধারিত সময় শেষে অবশ্যই তোমাদেরকে মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দিতে হবে। তোমাদের হায়াত তো আর বৃদ্ধি পাবে না। অতপর তোমরা যে কয় বছর বাঁচবে তাতে কতটুকুইবা ভোগ-বিলাসের সুযোগ পাবে।

الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِيْنَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا ۚ وَلَا يَأْتُوْنَ الْبَأْسَ

তোমাদের মধ্যকার (যুদ্ধে) বাধাদানকারীদেরকে এবং নিজেদের ভাইদেরকে পরামর্শ দানকারীদেরকে (এই বলে) যে, "আমাদের কাছে এসো[২৯]", আসলে তারা মুকাবিলায় আসে না

إِلَّا قَلِيْلًا ﴿١٨﴾ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ۖ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْكَ

খুব অল্পসংখ্যক ছাড়া। ১৯.—তোমাদের প্রতি কৃপণতা সহকারে[৩০] ; অতপর যখন এসে পড়ে ভয় তখন আপনি তাদেরকে দেখতে পাবেন, তারা আপনার দিকে তাকিয়ে আছে—

تَدُوْرُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ

তাদের চোখগুলো উল্টে যাচ্ছে তার মতো, যার ওপর মৃত্যুভয়ের কারণে অচেতনতা চেপে বসেছে ; তারপর যখন ভয় চলে যায়—

سَلَقُوْكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ۚ أُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَأَحْبَطَ اللّٰهُ

তারা তীক্ষ্ণ ভাষায় তোমাদেরকে আক্রমণ করে কল্যাণ লাভে স্বার্থলোভী হয়ে[৩১] ; তারা ঈমান আনেনি, অতএব আল্লাহ বরবাদ করে দিয়েছেন

; وَ-এবং ; مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্যকার ; الْمُعَوِّقِيْنَ-(যুদ্ধে) বাধা দানকারীদেরকে ; الْقَائِلِيْنَ-পরামর্শ দানকারীদেরকে ; لِإِخْوَانِهِمْ-(ل+اخوان+هم)-নিজেদের ভাইদেরকে (এই বলে) যে, ; هَلُمَّ-এসো ; إِلَيْنَا-আমাদের কাছে ; وَ-আসলে ; لَا يَأْتُوْنَ-তারা আসে না ; الْبَأْسَ-মুকাবিলায় ; إِلَّا-ছাড়া ; قَلِيْلًا-খুব অল্পসংখ্যক। ⑲ أَشِحَّةً-কৃপণতা সহকারে ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ; فَإِذَا-(ف+اذا)-অতপর যখন ; جَاءَ-এসে পড়ে ; الْخَوْفُ-ভয় ; رَأَيْتَهُمْ-(رايت+هم)-তখন আপনি তাদেরকে দেখতে পাবেন ; يَنْظُرُوْنَ-তারা তাকিয়ে আছে ; إِلَيْكَ-আপনার দিকে ; تَدُوْرُ-উল্টে যাচ্ছে ; أَعْيُنُهُمْ-(اعين+هم)-তাদের চোখগুলো ; كَالَّذِيْ-তার মতো ; يُغْشٰى-অচেতনতা চেপে বসেছে ; عَلَيْهِ-যার ওপর ; مِنَ-কারণে ; الْمَوْتِ-মৃত্যু ভয়ের ; فَإِذَا-(ف+اذا)-অতপর যখন ; ذَهَبَ-চলে যায় ; الْخَوْفُ-ভয় ; سَلَقُوْكُمْ-(سلقوا+كم)-তারা তোমাদেরকে আক্রমণ করে ; بِأَلْسِنَةٍ-(ب+السنة)-ভাষায় ; حِدَادٍ-তীক্ষ্ণ ; أَشِحَّةً-স্বার্থলোভী হয়ে ; عَلَى الْخَيْرِ-(على+ال+خير)-কল্যাণ লাভে ; أُولٰٓئِكَ-তারা ; لَمْ يُؤْمِنُوْا-তারা ঈমান আনেনি ; فَأَحْبَطَ-অতএব বরবাদ করে দিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ;

২৯. অর্থাৎ তোমরা আমাদের দলে এসে পড়ো, আমাদের মতো বিপদমুক্ত অবস্থানে অবস্থান করো। ঈমান ও সৎকর্মের শ্লোগানে বিভ্রান্ত হয়ে নিজেদেরকে বিপদে জড়িয়ে ফেলো

أَعْمَالَهُمْ ۗ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ⑲ يَحْسَبُونَ الْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا ۖ

তাদের কাজগুলো[৩২] ; আর এটা হলো আল্লাহর জন্য খুবই সহজ কাজ[৩৩]।
২০. তারা ধারণা করে যে, এখনো সম্মিলিত শত্রুবাহিনী চলে যায়নি ;

وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُم بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ

আর যদি শত্রুবাহিনী পুনরায় এসে পড়ে, তাহলে তারা কামনা করবে যে, কতই না ভাল হতো যদি নিশ্চিত তারা মরুচারীদের মধ্যে অবস্থানকারী হতো। জিজ্ঞেস করে জেনে নিত

عَنْ أَنبَائِكُمْ ۖ وَلَوْ كَانُوا فِيكُم مَّا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا ○

তোমাদের খবরাখবর সম্পর্কে ; আর তারা যদি তোমাদের সাথে থেকেও যেতো— তারা নগণ্য সংখ্যক ছাড়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো না।

أَعْمَالَهُمْ-(اعمال+هم)-তাদের কাজগুলো ; وَ-আর ; كَانَ-হলো ; ذَٰلِكَ-এটা ; عَلَى -জন্য ; اللَّهِ-আল্লাহর ; يَسِيرًا-খুব সহজ কাজ। ⑳ يَحْسَبُونَ-তারা ধারণা করে যে, الْأَحْزَابَ-সম্মিলিত বাহিনী ; لَمْ يَذْهَبُوا-এখনো চলে যায়নি ; وَ-আর ; إِنْ-যদি ; يَأْتِ-পুনরায় এসে পড়ে ; الْأَحْزَابُ-শত্রুবাহিনী ; يَوَدُّوا-তারা কামনা করবে ; لَوْ -(কতই না ভালো হতো) যদি ; أَنَّهُمْ-নিশ্চিত তারা ; بَادُونَ-অবস্থানকারী হতো ; فِي الْأَعْرَابِ-(فى+ال+اعراب)-মরুচারীদের মধ্যে ; يَسْأَلُونَ-তারা জিজ্ঞেস করে জেনে নিত ; عَنْ-সম্পর্কে ; أَنبَائِكُمْ-(انباء+كم)-তোমাদের খবরাখবর ; وَ-আর ; لَوْ -যদি ; كَانُوا-তারা থেকেও যেতো ; فِيكُمْ-তোমাদের মধ্যে ; مَا قَاتَلُوا-তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতো না ; إِلَّا-ছাড়া ; قَلِيلًا-নগণ্য সংখ্যক।

না। ভয়-ভীতি ও বিপদাশংকা থেকে নিরাপদে অবস্থান করাই বুদ্ধিমানের কাজ।—এটা ছিল মুনাফিকদের কাজ।

৩০. অর্থাৎ এ মুনাফিকরা খাঁটি মু'মিনদের মতো নিষ্ঠা সহকারে নিজেদের সম্পদ, শ্রম, মেধা ও সময় ব্যয় করতে রাজী নয়। এমন কি তারা মু'মিনদের সাথে স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করতেও রাজী নয়।

৩১. অর্থাৎ বিপদের ভয় কেটে গেলে তথা তোমরা যখন বিজয়ীর বেশে যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে আসো তখন তারা খুবই আন্তরিকতার ভান করে তোমাদেরকে স্বাগত জানায় এবং বড় বড় কথা বলে বুঝাতে চায় যে, তারাও পাক্কা মু'মিন, এ বিজয়ে তাদেরও অবদান রয়েছে। সুতরাং গনীমতের মালে তাদেরও হক রয়েছে। অথবা, এর অর্থ হলো—বিজয় আসলে গনীমতের দাবীতে তাদের কণ্ঠ সোচ্চার হয়ে যায় এবং তারা জোরালোভাবে গনীমতের অংশ দাবী করে।

৩২. অর্থাৎ এসব লোক ঈমানী পরীক্ষার মুখোমুখি হতে ভয় পায় এবং পরীক্ষা থেকে পালিয়ে বেড়াতে চায়, তারা বাহ্যিকভাবে মু'মিন হিসেবে পরিচিত হলেও এবং বাহ্যিকভাবে নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ও অন্যান্য সৎকর্ম করলেও আল্লাহর সাক্ষ্য অনুসারে তারা মু'মিন নয়। তাদের কোনো সৎকর্মই গৃহীত হবে না, কেননা, কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্বে যখন কঠিন পরীক্ষার সময় আসলো তখন তারা দীনের স্বার্থের ওপর নিজের স্বার্থকে প্রাধান্য দিল এবং ইসলামের হিফাযতের জন্য নিজেদের শ্রম, ধন-সম্পদ ও প্রাণ কুরবানী করে ঈমানের দাবী পূরণ করতে অস্বীকার করলো। কেবলমাত্র এরই ভিত্তিতে তাদের ঈমান ও সৎকর্মসমূহ চিরতরে বরবাদ হয়ে গেল।

৩৩. অর্থাৎ যেসব কাজের কোনো গুরুত্ব ও মূল্য নেই, সেগুলো বিনষ্ট করা আল্লাহর জন্য কোনো কষ্টকর কাজ নয়। কারণ এসব কাজের কোনো শক্তিই নেই, যার ফলে এগুলো বিনষ্ট করা আল্লাহর জন্য কষ্টকর হতে পারে।

২য় রুকূ' (৯-২০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর রহমত কার্যকর রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে মানুষ হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। অতপর ঈমানের মতো অমূল্য সম্পদ দান করেছেন, এসব অনুগ্রহের কথা স্মরণ রেখেই তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলা আমাদের অবশ্য কর্তব্য।

২. আল্লাহর দীন কায়েমের জন্য নিষ্ঠার সাথে নিজেদের সার্বিক সামর্থ নিয়ে ময়দানে নামলে, আল্লাহ অবশ্যই গায়েবী মদদ দিয়ে থাকেন। আহযাব যুদ্ধের ঘটনা থেকে এটাই প্রমাণিত হয়।

৩. বিপদের সময় আল্লাহর ওপর থেকে ভরসা হারিয়ে ফেলা এবং আল্লাহর শানে অসঙ্গত কথা বলা মুনাফিকীর লক্ষণ। অতএব এ জাতীয় বিষয়গুলো থেকে বেঁচে থাকার জন্য সচেষ্ট থাকতে হবে।

৪. আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে এবং তাঁর প্রিয় রাসূলের মাধ্যমে যে ওয়াদা দিয়েছেন তাকে অবিশ্বাস করা কুফরী।

৫. ইসলামের বিজয় দেখে যারা ইসলামের পক্ষে থাকে, আবার যখন ইসলামের দুঃসময় আসে তখন ইসলামের বিপক্ষে চলে যায় তারা মুনাফিক। সুতরাং সকল পরিস্থিতিতে তা অনুকূল হোক বা প্রতিকূল, ইসলামের পক্ষে থাকাই মু'মিনের কাজ।

৬. মুনাফিকরাই মিথ্যা অজুহাতে দীনী দায়িত্ব পালন থেকে অব্যাহতি চায়। অতএব খাঁটি মু'মিন হতে হলে এ মুনাফিকী চরিত্র পরিত্যাগ করতে হবে।

৭. আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা সম্পর্কে আখিরাতে আল্লাহ অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

৮. আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা কতটুকু খাঁটি তা তিনি দুনিয়াতেও পরীক্ষা করে দেখবেন।

৯. দুনিয়াতে মৃত্যু থেকে কোথাও পালিয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। যেহেতু দুনিয়ার হায়াত নির্দিষ্ট সময়ে শেষ হয়ে যাবে—অতপর মৃত্যু হবেই—এটাই মু'মিনের ঈমান।

১০. আল্লাহ যার অকল্যাণ করতে চান, তা থেকে রক্ষা করার কেউ নেই।

১১. আল্লাহ যার কল্যাণ করতে চান, তাতে বাধা সৃষ্টি করারও কেউ নেই।

১২. সকল সময়ে, সকল অবস্থায় আল্লাহ-ই মানুষের একমাত্র বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক।

১৩. কারা ইসলামের পক্ষে আর কারা ইসলামের বিপক্ষে আল্লাহ তা'আলা সবই জানেন। তাই শুধুমাত্র বাহ্যিক দিকের ওপর ভিত্তি করে পক্ষ-বিপক্ষ নির্ধারণ করা হবে না।

১৪. কোনো ভয়ের কারণ দেখা দিলে মুনাফিকরা মৃত্যুপথ যাত্রীর মত চোখ উল্টে ফেলে যেন তাদের সামনে মৃত্যু দাঁড়িয়ে আছে।

১৫. ভয় কেটে গিয়ে বিজয় দেখা দিলে মুনাফিকদের গলার স্বর উচ্চমার্গে উঠে যায় এবং বিজয়ে তাদের কৃতিত্ব বাহির করে। আর বিজয়ের ফলে সম্ভাব্য সুবিধায় নিজেদের অংশ দাবী করে।

১৬. মুনাফিকদের বাহ্যিক ঈমান যেহেতু আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, তাই তারা মু'মিন নয়।

১৭. মুনাফিকদের নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং দান-খয়রাতসহ সকল সৎকর্ম আল্লাহ বরবাদ করে দেবেন।

১৮. মুনাফিকদের সকল সৎকর্ম বরবাদ করে দেয়া আল্লাহর জন্য অত্যন্ত সহজ কাজ।

১৯. শত্রুবাহিনীর আগমনের আশংকা হলে মুনাফিকরা নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে মু'মিনদের অবস্থা জানতে আকাঙ্ক্ষা করে। সকল যুগেই এমন মুনাফিকদের অস্তিত্ব দেখা যায়।

২০. মু'মিনদের মাঝে অবস্থান করলেও মুনাফিকরা যুদ্ধক্ষেত্রে থেকেও সক্রিয়ভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না। তারা শুধু সংঘর্ষ এড়িয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

❑

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-১৯
আয়াত সংখ্যা-৭

﴿٢١﴾ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ

২১. নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে তোমাদের মধ্যে তাদের জন্য[৩৪] যারা কামনা করে আল্লাহ ও

الْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢٢﴾ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا

শেষ বিচারের দিনের (সাক্ষাতের) এবং আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে[৩৫]। ২২. আর যখন মু'মিনরা[৩৬] সম্মিলিত শত্রুবাহিনীকে দেখতে পেল, তারা বলে উঠলো—

(২১) لَقَدْ كَانَ-নিঃসন্দেহে রয়েছে ; لَكُمْ-তোমাদের ; فِي-মধ্যে ; رَسُولُ اللَّهِ-রাসূলুল্লাহর ; أُسْوَةٌ-আদর্শ ; حَسَنَةٌ-উত্তম ; لِمَنْ-তাদের জন্য যারা ; كَانَ يَرْجُوا-কামনা করে ; اللَّهَ-আল্লাহ ; وَ-ও ; الْيَوْمَ-দিনের (সাক্ষাতের) ; الْآخِرَ-শেষ বিচারের ; وَ-এবং ; ذَكَرَ-স্মরণ করে ; اللَّهَ-আল্লাহকে ; كَثِيرًا-বেশী-বেশী। (২২) وَ-আর ; لَمَّا-যখন ; رَأَ-দেখতে পেল ; الْمُؤْمِنُونَ-মু'মিনরা ; الْأَحْزَابَ-সম্মিলিত শত্রুবাহিনীকে ; قَالُوا-তারা বলে উঠলো ;

৩৪. এ আয়াত দ্বারা রাসূলুল্লাহ স.-এর বাণী ও কার্যাবলী উভয়ই অনুসরণের হুকুম রয়েছে বলে প্রমাণিত হয়। তবে মুফাসসিরিনে কিরামের মতে যেসব কাজ করা বা পরিহার করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স. দ্বারা অবশ্য করণীয় স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে তা অনুসরণ ওয়াজিব বা অপরিহার্য। আর যেসব কাজ করা বা বর্জন করা উত্তম (মুস্তাহাব) হওয়ার স্তর পর্যন্ত পৌঁছেছে, তা করা বা বর্জন করা আমাদের ক্ষেত্রেও মুস্তাহাব স্তরেই থাকবে এবং তা অনুসরণ না করলে অপরাধ হবে না। এটা হলো রাসূল স. আমাদের জন্য আদর্শ হওয়ার মৌলিক বিধান।

তবে এ আয়াতে সেসব লোকদেরকে শিক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে রাসূলের কর্মনীতিকে আদর্শ হিসেবে পেশ করা হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে যে, ঈমান, ইসলাম ও রাসূলের অনুসরণের দাবীদার হলে অনুকূল-প্রতিকূল সকল পরিস্থিতিতে রাসূলের কর্মনীতি-ই অনুসরণ করতে হবে। যুদ্ধকালীন এ পরিস্থিতিতে তিনি অনুসারীদের কাছে যে ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারের দাবী করেছেন, নেতা হিসেবে তিনি সবার আগে সেই ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। ক্ষুধা ও অন্যান্য কষ্ট স্বীকারে তিনি একজন সাধারণ মুসলমানের মতোই সমানভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। বনূ কুরাইযার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সমস্ত মুসলমানের সন্তান ও পরিবারবর্গ যে বিপদের মুখে পড়েছিল,

هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ ۚ وَمَا زَادَهُمْ

"এটাতো তা-ই যার ওয়াদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলেছেন[৩৭] আর (এতে) তাদের বাড়ালো না কিছু

هٰذَا-এটাতো ; مَا-তা-ই যার ; وَعَدَنَا-ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُولُهُ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূল ; وَ-এবং ; صَدَقَ-সত্যই বলেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُولُهُ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূল; وَ-আর ; مَازَادَهُمْ-(مازاد+هم)-(এতে) তাদের বাড়ালো না ;

তাঁর সন্তান ও পরিবারবর্গও একই বিপদের মুখে ছিল। আর এ দৃষ্টিকোণ থেকেই রাসূলের জীবন মুসলমানদের জন্য শর্তহীনভাবে অনুপম আদর্শ। আর তাই সেই আদর্শ অনুযায়ীই মুসলমানরা নিজেদের চরিত্র ও জীবন গড়ে তুলবে—এটাই এ আয়াতের দাবী।

৩৫. অর্থাৎ যে ব্যক্তি বেশী বেশী আল্লাহকে স্মরণ করে তার জন্যই রাসূলের এ আদর্শ। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে গাফিল এবং শুধুমাত্র মাঝে মধ্যে ঘটনাচক্রে আল্লাহর নাম নেয়, তার জন্য এ আদর্শ নয়। একইভাবে সেই ব্যক্তির জন্যও এ আদর্শ নয়, যে আল্লাহর নিকট কিছু আশা করে না এবং আখিরাতে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে বিশ্বাস করে না। তবে যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে যে, আখিরাত অবশ্যই আছে এবং তাকে সেখানে আল্লাহর সামনে তার এ দুনিয়ার বিশ্বাস ও কর্মনীতি রাসূলের বিশ্বাস ও কর্মনীতির কতটুকু নিকটে ছিল তার যাঁচাই বাছাই হবে, তার জন্য রাসূলের জীবন অবশ্যই আদর্শ।

৩৬. এখানে সাহাবায়ে কিরামের কর্মনীতিকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। এর দ্বারা রাসূলের নিষ্ঠাবান অনুসারী তথা খাঁটি ঈমানদার ও ঈমানের মিথ্যা দাবীদার উভয় কার্যাবলীর মধ্যেকার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে যায়। যদিও ঈমানের মৌখিক স্বীকারোক্তির ব্যাপারে উভয়েই একই পর্যায়ভুক্ত ছিল এবং রাসূলের সাথে নামাযে উভয়ই অংশগ্রহণ করতো; কিন্তু পরীক্ষার মুখোমুখি হওয়ার পরই খাঁটি ও ভেজাল সুস্পষ্টভাবে আলাদা হয়ে যায় এবং কে নিষ্ঠাবান মুসলমান আর কে শুধুমাত্র মৌখিক মুসলমান তা সকলের সামনে পরিষ্কার হয়ে যায়।

৩৭. অর্থাৎ সামনে সম্মিলিত শত্রুবাহিনী এবং পেছনে ইয়াহুদী গোত্র বনূ কুরায়যার আক্রমণ দেখে মুনাফিক ও মনের রোগে আক্রান্ত লোকেরা আল্লাহ ও রাসূলের ওয়াদাকে যেখানে মিথ্যা বলে মনে করেছে, সেখানে খাঁটি মু'মিনরা সেই ওয়াদাকে নিরেট সত্য বলে বিশ্বাস করেছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মু'মিনদের সাথে ওয়াদা করেছেন যে, আল্লাহর দীনের প্রতি ঈমান আনলে আল্লাহর সাহায্য ও সমর্থন তোমরা লাভ করবে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তোমাদেরকে এমনসব সফলতা দান করবেন যার কল্পনাও তোমরা করতে পার না। তবে এর জন্য তোমাদেরকে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। তোমাদের মাথায় বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়বে। তোমাদেরকে চরম ত্যাগ স্বীকার করতে হবে।

إِلَّا إِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا ۝٢٢ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا

ঈমান ও আনুগত্য ছাড়া[৩৮]। ২৩. মু'মিনদের মধ্যে কতক লোক আছে, যারা সত্যে পরিণত করে দেখালো—যে চুক্তি তারা করেছিল

إِلَّا-ছাড়া ; إِيْمَانًا-ঈমান ; وَ-ও ; تَسْلِيْمًا-আনুগত্য। ۝٢٣ مِنَ-মধ্যে ; الْمُؤْمِنِيْنَ - মু'মিনদের মধ্যে ; رِجَالٌ-কতক লোক আছে ; صَدَقُوْا-যারা সত্যে পরিণত করে দেখালো ; مَا-যে ; عَاهَدُوا-চুক্তি তারা করেছিল ;

সূরা আল বাকারা'র ২১৪ আয়াতে আল্লাহ্ বলেন—

"তোমরা কি মনে কর যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, এখন তোমাদের ওপর তাদের অবস্থার মতো অবস্থা আসেনি, যারা তোমাদের আগে অতীত হয়ে গেছে, তাদের ওপর আপতিত হয়েছে অর্থকষ্ট ও দুঃখ ক্লেশ। তারা এমনভাবে ভীত-শিহরিত হয়ে উঠেছিল যে, রাসূল এবং তাঁর সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাঁরা বলে উঠেছিলেন, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ?" হ্যা, আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই অতি নিকটে।"

সূরা আন-কাবূতের ২ ও ৩ আয়াতে বলা হয়েছে—

"লোকেরা কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' একথা বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না ? অথচ তাদের পূর্ববর্তীদেরকেও আমি পরীক্ষা করেছিলাম, আল্লাহ্ অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন তাদেরকে যারা সত্যবাদী এবং তিনি অবশ্যই প্রকাশ করে দেবেন মিথ্যাবাদীদেরকেও।"

৩৮. অর্থাৎ খাঁটি মু'মিনদের সামনে বিপদ আসলে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়, ফলে আল্লাহর হুকুম পালন থেকে পালিয়ে যাবার পরিবর্তে তাঁর হুকুমের আনুগত্য করার প্রতি তাদের প্রবণতা বেড়ে যায় এবং তারা আল্লাহর নির্দেশ পালনে নিজের সর্বস্ব কুরবান করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। ঈমান ও আনুগত্য যখন পরীক্ষার মুখোমুখি হয় এর জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ মু'মিন এমন অবস্থার সম্মুখীন হয় যে, ঈমানের দাবী পূরণের কতক কাজ করতে হয় এবং কতক কাজ থেকে বিরত থাকতে হয় অথবা ঈমান ধন-সম্পদ, সময়, শ্রম, এমন কি প্রাণ পর্যন্ত দাবী করে। এমতাবস্থায় যারা আল্লাহর আনুগত্য থেকে সরে আসবে তাদের ঈমান ও আনুগত্যে ঘাটতি দেখা দেবে। অপর দিকে যারা আল্লাহর নির্দেশের সামনে আনুগত্যের মাথানত করে দেবে তাদের ঈমান প্রবৃদ্ধি ঘটবে। সুতরাং দেখা যায় যে, ঈমান নৈতিকতার দিক থেকে স্থবির কোনো জিনিস নয় ; বরং ঈমান এমন একটা জিনিস যাতে মানের দিক থেকে কমবেশী হয়। গুণগত দিক দিয়ে ঈমানের উন্নতি-অবনতি উভয়ের সম্ভাবনা থাকে। এক ব্যক্তি শুরুতে ঈমান আনা তথা ইসলাম গ্রহণ করলেই মু'মিন-মুসলমান রূপে গণ্য হয়ে যেতে পারে ; কিন্তু আনুগত্য ও আন্তরিকতার অভাব বা স্বল্পতার কারণে তাতে অবনতি দেখা দেয়। এমনকি আনুগত্য ও আন্তরিকতা কমতে কমতে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে যায়, যেখান থেকে এক চুল পেছনে গেলেই সে মু'মিনের পরিবর্তে মুনাফিক হয়ে যায়। অন্য দিকে আনুগত্য ও আন্তরিকতা

اللهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوا

আল্লাহর সাথে তা ; আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের নযর (শাহাদাতের মানত) পূর্ণ করেছে আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ অপেক্ষায় আছে[৩১] ; এবং তারা পরিবর্তন করেনি

تَبْدِيلًا ﴿٢٣﴾ لِيَجْزِيَ اللهُ الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ

একটুও তাদের সংকল্প। ২৪. (এটা এজন্য) যেন আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার পুরস্কার দেন এবং মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন—

إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٤﴾ وَرَدَّ اللهُ الَّذِيْنَ

যদি তিনি চান অথবা তিনি তাদের তাওবা কবুল করে নেন ; নিশ্চয়ই আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। ২৫. আর আল্লাহ ফিরিয়ে দিলেন তাদেরকে যারা

كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا ۚ وَكَفَى اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ۚ وَكَانَ اللهُ

কুফরী করেছে তাদের মনের জ্বালা সহকারে, তারা উত্তম কিছু হাসিল করতে পারেনি ; আর লড়াইয়ে মু'মিনদের পক্ষে আল্লাহ-ই যথেষ্ট ; এবং আল্লাহ হলেন

اللهَ-আল্লাহর সাথে ; عَلَيْهِ-তা ; فَمِنْهُمْ-(ف+من+هم)-আর তাদের মধ্যে ; مَنْ-কেউ কেউ ; قَضَىٰ-পূর্ণ করেছে ; نَحْبَهُ-(نحب+ه)-তাদের নযর (শাহাদাতের মানত) ; وَ-আর ; مِنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্যে ; مَنْ-কেউ কেউ ; يَنْتَظِرُ-অপেক্ষায় আছে ; وَ-এবং ; مَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا-তারা পরিবর্তন করেনি একটুও তাদের সংকল্প। ﴿٢٤﴾ لِيَجْزِيَ-(এটা এজন্য) যেন পুরস্কার দেন ; اللهُ-আল্লাহ ; الصّٰدِقِيْنَ-সত্যবাদীদেরকে ; بِصِدْقِهِمْ-(ب+صدق+هم)-তাদের সত্যবাদিতার ; وَ-এবং ; يُعَذِّبَ-শাস্তি দেন ; الْمُنٰفِقِيْنَ-মুনাফিকদেরকে ; إِنْ-যদি ; شَاءَ-তিনি চান ; أَوْ-অথবা ; يَتُوبَ-তাওবা কবুল করে নেন ; عَلَيْهِمْ-তাদের ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللهَ-আল্লাহ ; غَفُورًا-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; رَحِيمًا-পরম দয়ালু। ﴿٢٥﴾ وَ-আর ; رَدَّ-ফিরিয়ে দিলেন ; اللهُ-আল্লাহ ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; بِغَيْظِهِمْ-(ب+غيظ+هم)-তাদের মনের জ্বালা সহকারে ; لَمْ يَنَالُوا-তারা হাসিল করতে পারেনি ; خَيْرًا-উত্তম কিছু ; وَ-আর ; كَفَى-যথেষ্ট ; اللهُ-আল্লাহ-ই ; الْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদের পক্ষে ; الْقِتَالَ-লড়াইয়ে ; وَ-আর ; كَانَ-হলেন ; اللهُ-আল্লাহ ;

বৃদ্ধি হতে পারে—যদি তা হয় তাহলে তা বাড়তে বাড়তে ঈমানও বেড়ে যেতে থাকে এবং এক সময় তা 'সিদ্দীক' তথা পূর্ণ সত্যবাদিতার স্তরে পৌঁছে যায়। তবে ঈমানের এ হ্রাস-বৃদ্ধির

قَوِيًّا عَزِيْزًا ﴿٢٥﴾ وَأَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتٰبِ

মহা ক্ষমতাবান প্রবল প্রতাপশালী। ২৬. আর তিনি (আল্লাহ) নামিয়ে দিলেন তাদেরকে আহ্‌লি কিতাবদের মধ্য থেকে যারা সাহায্য করেছিল[৪০] তাদেরকে (মুশরিকদেরকে)

مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَ

তাদের দুর্গগুলো থেকে এবং তাদের অন্তরসমূহে ভয় ঢুকিয়ে দিলেন, (যার ফলে) তাদের একদলকে তোমরা হত্যা করছো এবং

تَأْسِرُوْنَ فَرِيْقًا ﴿٢٦﴾ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا

অন্য দলকে তোমরা করছো বন্দী। ২৭. আর তিনি তোমাদেরকে মালিক বানিয়ে দিলেন তাদের জায়গা-জমি ও তাদের ঘরবাড়ী এবং তাদের ধন-সম্পদের, আর এমন এলাকার

قَوِيًّا-মহা ক্ষমতাবান ; عَزِيْزًا-প্রবল প্রতাপশালী। ㉖ وَ-আর ; أَنْزَلَ-তিনি (আল্লাহ) নামিয়ে দিলেন ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; ظَاهَرُوْهُمْ-সাহায্য করেছিল তাদেরকে (মুশরিকদেরকে) ; مِنْ-মধ্য থেকে ; أَهْلِ-আহ্‌লি ; الْكِتٰبِ-কিতাবদের ; مِنْ-থেকে ; صَيَاصِيْهِمْ-(صياصى+هم)-তাদের দুর্গগুলো ; وَ-এবং ; قَذَفَ-ঢুকিয়ে দিলেন; فِىْ قُلُوْبِهِمْ-(فى+قلوب+هم)-তাদের অন্তরসমূহে ; الرُّعْبَ-ভয় ; فَرِيْقًا-(যার ফলে) তাদের একদলকে ; تَقْتُلُوْنَ-তোমরা হত্যা করছো ; وَ-এবং ; تَأْسِرُوْنَ-তোমরা করছো বন্দী ; فَرِيْقًا-অন্যদলকে। ㉗ وَ-আর ; أَوْرَثَكُمْ-(اورث+كم)-তোমাদেরকে বানিয়ে দিলেন ; أَرْضَهُمْ-(ارض+هم)-তাদের জায়গা-জমি ; وَ-ও ; دِيَارَهُمْ-(ديار+هم)-তাদের ঘরবাড়ী ; وَ-এবং ; أَمْوَالَهُمْ-(اموال+هم)-তাদের ধন-সম্পদের ; وَ-আর ; أَرْضًا-এমন এলাকার ;

হিসাব করার মানদণ্ড আমাদের কাছে নেই, তাই আমরা কাউকে সিকি, আধা বা দ্বিগুণ, তিনগুণ মুসলমান বলতে পারি না। অতএব আইনগত দিক থেকে সকল মুসলমান যেমন সমান, তেমনি অধিকারের ক্ষেত্রেও সবাই সমান। এসব দিক থেকে ঈমান কম-বেশী হতে পারে না। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. বলেছেন—'ঈমান বাড়ে না এবং কমেও না।'

৩৯. অর্থাৎ তাদের কেউ আল্লাহর দীনের জন্য শাহাদাত বরণ করে আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তিকে সত্যে পরিণত করেছে এবং কেউ কেউ শাহাদাতের নযর পুরা করার অপেক্ষায় আছে।

لَّمْ تَطَـُٔوْهَا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرًا ۝

যেখানে তোমরা এখনও পা রাখোনি ; আর আল্লাহ্ হলেন সকল বিষয়ে সর্ব শক্তিমান।

لَمْ تَطَـُٔوْهَا-যেখানে তোমরা এখনও পা রাখোনি ; وَ-আর ; كَانَ-হলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ-সকল বিষয়ে ; قَدِيْرًا-সর্বশক্তিমান

৪০. এখানে 'আহলি কিতাব' দ্বারা মদীনার ইয়াহুদী গোত্র 'বনী কুরাইযা'-কে বুঝানো হয়েছে। তারাই কুরাইশদেরকে মুসলমানদের সাথে কৃত চুক্তি ভঙ্গ করে সাহায্য করেছিল।

৩য় রুকূ' (২১-২৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হযরত মুহাম্মদ স.-এর জীবন কর্ম সমগ্র মানব জাতির জন্য এক পূর্ণাংগ আদর্শ।

২. বিশ্ব-শান্তির জন্য রাসূলুল্লাহ স.-এর জীবন ও কর্মনীতি অনুসরণের কোনো বিকল্প নেই।

৩. এ আদর্শের ধারক-বাহক তারাই যারা আল্লাহ ও আখিরাতের বিচারের দিনকে বিশ্বাস করে এবং সার্বক্ষণিক বেশী বেশী করে স্মরণ করে; আর তারাই এটা থেকে ফায়েদা হাসিল করতে পারে।

৪. যারা আল্লাহর পথে বিপদের মুখোমুখি হলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওয়াদাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তারা মুনাফিক।

৫. খাঁটি মু'মিনরা দীনের পথে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার মধ্যে আল্লাহ ও তার রাসূলের ওয়াদার সত্যতা খুঁজে পায়।

৬. আল্লাহ মু'মিনদের উভয় জাহানে যে সাফল্যের ওয়াদা দিয়েছেন, তা নিঃশর্ত ওয়াদা নয়, বরং তার জন্য পরীক্ষা অবশ্যই দিতে হবে।

৭. পরীক্ষার মুখোমুখী হলে মুনাফিকদের মুনাফিকী প্রকাশ পায় ; অপরদিকে এমতাবস্থায় খাঁটি মু'মিনদের ঈমান সুদৃঢ় হয় এবং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি আনুগত্য বৃদ্ধি পায়।

৮. দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যারা নিজেদের জীবন কুরবানী করেছে তারাই ঈমান গ্রহণের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তিকে সত্যে পরিণত করেছে।

৯. মু'মিনদের মধ্যে কতেক এমন আছে যে, তারা তাদের আল্লাহর সাথে কৃত চুক্তিকে সত্যে পরিণত করার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় আছে। প্রত্যেক মু'মিনের মধ্যেই এ আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত।

১০. ঈমানের পরীক্ষায় যারা সফল হবে, তারাই সত্যবাদী। আল্লাহ নিঃসন্দেহে সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতার পুরস্কার দান করবেন।

১১. ঈমানের পরীক্ষায় যারা ব্যর্থ হবে তারা মিথ্যাবাদী মুনাফিক বলে সাব্যস্ত হবে। আল্লাহ অবশ্যই মুনাফিকদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

১২. আল্লাহ যদি চান তবে কোনো কোনো মুনাফিকদেরকে তাওবা করার সুযোগ দিয়ে তাদের তাওবা কবুলের মাধ্যমে তাদেরকে শাস্তি থেকে রেহাই দিতে পারেন।

১৩. আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু । তিনি কাউকে ক্ষমা করে দিতে চাইলে বা কারো প্রতি দয়া করতে চাইলে তাতে বাধা দেয়ার কারো শক্তি নেই।

১৪. আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধী শক্তি যখন মু'মিনদেরকে পরাজিত করতে ব্যর্থ হয়, তখন তাদের ব্যর্থতার কারণে তাদের মনের জ্বালা বেড়ে যায়। তখন নিজেরাই নিজেদের মনের জ্বালায় জ্বলে-পুড়ে মরে।

১৫. আল্লাহ-বিরোধী শক্তির সাথে মুকাবিলার ক্ষেত্রে মু'মিনদের পক্ষে আল্লাহর সাহায্যই যথেষ্ট। তবে আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল হতে হবে সুদৃঢ়।

১৬. আল্লাহ মহাক্ষমতাবান ও প্রবল প্রতাপশালী ; সুতরাং তাঁর বিরোধিতা করে কেউ বিজয়ী হতে পারে না।

১৭. আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের বিরুদ্ধে ইয়াহূদী গোত্র বনূ কুরায়যা আহযাব যুদ্ধে মক্কার কাফিরদের সাহায্য করেছিল ; কিন্তু তারা বিজয় লাভ করতে পারেনি বরং নিজেরাই ভিটে-মাটি-ছাড়া হয়ে গেছে।

১৮. আল্লাহ তা'আলা আহযাব যুদ্ধে মু'মিনদেকে বিজয় দান করেছেন এবং মুনাফিকদের স্বরূপ উদঘাটন করে দিয়েছেন। একইভাবে সর্বযুগেই আল্লাহ মু'মিনদের সাহায্য করে থাকেন।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১
আয়াত সংখ্যা-৭

۞يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا

২৮. হে নবী[৪১]। আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে বলুন— যদি তোমরা দুনিয়ার জীবন ও তার সৌন্দর্য চাও

فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۞ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَ

তবে এসো আমি তোমাদেরকে ভোগের উপকরণ দিয়ে দেই এবং তোমাদেরকে বিদায় করে দেই—উত্তম বিদায়। ২৯. আর যদি তোমরা চাও আল্লাহ ও

(২৮) يٰٓأَيُّهَا-হে ; النَّبِيُّ-নবী ; قُلْ-আপনি বলুন ; لِّأَزْوَاجِكَ-(ل+ازواج+ك)-আপনার স্ত্রীদেরকে ; إِنْ-যদি ; كُنْتُنَّ تُرِدْنَ-তোমরা চাও ; الْحَيٰوةَ-জীবন ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার ; وَ-ও ; زِيْنَتَهَا-(زينت+ها)-তার সৌন্দর্য ; فَتَعَالَيْنَ-(ف+تعالين)-তবে এসো ; أُمَتِّعْكُنَّ-আমি তোমাদেরকে ভোগের উপকরণ দিয়ে দেই ; وَ-এবং ; أُسَرِّحْكُنَّ-তোমাদেরকে বিদায় করে দেই ; سَرَاحًا-বিদায় ; جَمِيْلًا-উত্তম। (২৯) وَ-আর ; إِنْ-যদি; كُنْتُنَّ تُرِدْنَ-তোমরা চাও ; اللهَ-আল্লাহ ; وَ-ও ;

৪১. আলোচ্য ২৮ আয়াত থেকে ৩৫ আয়াত পর্যন্ত আহযাব ও বনূ কুরায়যার যুদ্ধকালীন অবস্থায় নাযিল হয়েছিল। সে সময়ে রাসূলুল্লাহ স.-এর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ ছিল এবং কুফর ও ইসলামের দ্বন্দ্বের দিনগুলোতে সাংসারিক খরচাদির জন্য তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের তাগাদা তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত করে তুলেছিল। মুসলিম শরীফে হযরত জাবির ইবনে আবদুল্লাহ রা. বর্ণিত একটি হাদীসে সেসময়কার অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

একদা হযরত আবু বকর রা. ও উমর রা. রাসূলুল্লাহ স.-এর খেদমতে হাজির হয়ে দেখলেন যে, তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ তাঁর চারদিকে বসে আছেন কিন্তু তিনি কোনো কথা বলছেন না। রাসূলুল্লাহ স. হযরত উমর রা.-কে উদ্দেশ করে বললেন যে, "তুমি দেখতে পাচ্ছো যে, এরা আমার কাছে তাদের খরচপত্রের টাকা চাচ্ছে। একথা শুনে তাঁরা উভয়ে নিজ নিজ মেয়েকে ধমক দিয়ে বললেন, "তোমরা রাসূলুল্লাহ স.-কে কষ্ট দিচ্ছ এবং এমন জিনিস চাচ্ছ যা তাঁর কাছে নেই।" অতপর আল্লাহ এ আয়াত নাযিল করে রাসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রীগণকে অধিকার দেয়া হয়েছে যে, তাঁরা হয়ত রাসূলুল্লাহ স.-এর বর্তমান দারিদ্র পীড়িত চরম আর্থিক সংকটপূর্ণ অবস্থা মেনে নিয়ে তাঁর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখবেন, আর না হয় তালাকের মাধ্যমে তাঁর থেকে মুক্ত হয়ে যাবেন। প্রথম অবস্থায় তাঁরা অন্যান্য স্ত্রীলোকের তুলনায় পুরস্কার এবং পরকালের স্বতন্ত্র ও সু-উচ্চ

رَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا○

তাঁর রাসূল এবং আখিরাতের আবাস, তবে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের মধ্যকার সৎকর্মশীলদের জন্য উত্তম প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।[৪২]

৩০ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ مَنْ يَّاْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُّضٰعَفْ لَهَا الْعَذَابُ

৩০. হে নবীর পত্নীগণ ! তোমাদের মধ্যে যে কেউ সুস্পষ্ট অশ্লীল কাজে লিপ্ত হবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে

رَسُوْلَهٗ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূল ; وَ-এবং ; الدَّارَ-আবাস ; الْاٰخِرَةَ-আখিরাতের ; فَاِنَّ-তবে অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; اَعَدَّ-ব্যবস্থা করে রেখেছেন ; لِلْمُحْسِنٰتِ-সৎকর্মশীলদের জন্য ; مِنْكُنَّ-তোমাদের মধ্যকার ; اَجْرًا-প্রতিদানের ; عَظِيْمًا-উত্তম। ৩০ يٰنِسَآءَ-(يا+نساء)-হে পত্নীগণ ; النَّبِيِّ-নবীর ; مَنْ-যে কেউ ; يَّاْتِ-লিপ্ত হবে ; مِنْكُنَّ-তোমাদের মধ্যে ; بِفَاحِشَةٍ-(ب+فاحشة)-অশ্লীল কাজে ; مُّبَيِّنَةٍ-সুস্পষ্ট ; يُّضٰعَفْ-দেয়া হবে দ্বিগুণ ; لَهَا-তাকে ; الْعَذَابُ-শাস্তি ;

মর্যাদার অধিকারী হবেন। আর দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ তালাক গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতেও তাঁদেরকে দুনিয়ার অপরাপর লোকের মতো বিশেষ জটিলতা ও অপ্রীতিকর অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে না। বরং সসম্মানে তাদেরকে বিদায় দেয়া হবে।

এ মর্মে বিভিন্ন সূত্রে আরও হাদীস রয়েছে। এসব হাদীসে রাসূলুল্লাহ স.-এর তখনকার আর্থিক সংকট ফুটে উঠছে।

৪২. এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ স.-কে তাঁর পুণ্যাত্মা স্ত্রীদের নিজেদের তালাক নেয়ার ক্ষমতা প্রদান করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইসলামী শরীয়তে স্ত্রীদের তালাক নেয়ার ক্ষমতা প্রদানকে 'তাখঈর' বলা হয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ স.-এর চারজন স্ত্রী ছিলেন। তাঁরা হলেন হযরত সাওদা রা. হযরত আয়েশা রা. হযরত হাফসা রা. ও হযরত উম্মে সালামাহ রা.। এ 'তাখঈর' প্রদান সম্পর্কে তিরমিযী শরীফে হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে। তিনি বলেন, 'যখন তাখঈর প্রদানের এ আয়াত নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে দিয়েই এটা প্রকাশ ও প্রচারের সূচনা করেন। আয়াতটি শোনানোর আগে তিনি আমাকে বলেন, 'আমি তোমাকে একটি কথা বলবো, তাড়াতাড়ি এর উত্তর দিয়ো না ; বরং তোমার মাতা-পিতার সাথে পরামর্শ করে উত্তর দিয়ো।' হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. বলেন, 'আমার মাতা-পিতার সাথে পরামর্শ না করে উত্তর দিতে নিষেধ করাটা ছিল আমার প্রতি তাঁর অপার অনুগ্রহ। কারণ তিনি জানতেন যে, আমার পিতা-মাতা কখনো আমাকে রাসূলুল্লাহ স. থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরামর্শ দিবেন না।

ইসলামী ফিকাহ অনুসারে 'তাখঈর' স্ত্রীকে তালাকের ক্ষমতা দেয়ার পর্যায়ভুক্ত অর্থাৎ স্বামী তাখঈরের মাধ্যমে স্ত্রীকে এ ক্ষমতা দেয় যে, সে চাইলে তার স্ত্রী হিসেবে

ضِعْفَيْنِ ۚ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيرًا ○

দ্বিগুণ[৪৩] ; আর এটা আল্লাহর জন্য অত্যন্ত সহজ[৪৪] ।

وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلّٰهِ وَرَسُولِهِۦ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُّؤْتِهَآ

৩১. আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের অনুগত হবে এবং সৎকাজ করবে, আমি তাকে দেবো

أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۙ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ۝٣١ يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ

তার প্রতিদান দু'বার করে[৪৫], আর আমি তার জন্য তৈরী করে রেখেছি এক সম্মানজনক জীবিকা। ৩২. হে নবীর পত্নীগণ! তোমরাতো নও

ضِعْفَيْنِ-দ্বিগুণ ; وَ-আর ; كَانَ-হলো ; ذٰلِكَ-এটা ; عَلَى-জন্য ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; يَسِيرًا-অত্যন্ত সহজ। (৩১) وَ-আর ; مَنْ-যে কেউ ; يَقْنُتْ-অনুগত হবে ; مِنكُنَّ-তোমাদের মধ্যে ; لِلّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-ও ; رَسُوْلِهٖ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের ; وَ-এবং ; تَعْمَلْ-কাজ করবে ; صَالِحًا-সৎ ; نُؤْتِهَا-(نؤت+ها)-আমি তাকে দেবো ; أَجْرَهَا-(اجر+ها)-তার প্রতিদান ; مَرَّتَيْنِ-দু'বার করে ; وَ-আর ; أَعْتَدْنَا-আমি তৈরি করে রেখেছি ; لَهَا-তার জন্য ; رِزْقًا-জীবিকা ; كَرِيمًا-সম্মানজনক। (৩২) يٰنِسَآءَ-হে পত্নীগণ ; النَّبِيِّ-নবীর ; لَسْتُنَّ-তোমরাতো নও ;

থাকতে পারে এবং চাইলে আলাদা হয়ে যেতে পারে। এ ব্যাপারে ফকীহগণ কুরআন ও সুন্নাহ থেকে ইজ্‌তিহাদের মাধ্যমে বিস্তারিত বিধান দিয়েছেন। ফিকাহর কিতাবগুলোতে তা সন্নিবেশিত রয়েছে।

৪৩. এ আয়াত দ্বারা এটা বুঝানো হয়নি যে, (নাউযু বিল্লাহ) রাসূলুল্লাহ স.-এর পবিত্র স্ত্রীগণ থেকে কোনো অশ্লীলতার আশংকা ছিল। বরং এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রীগণকে এটা বুঝানো উদ্দেশ্য যে, নবীর স্ত্রী এবং মু'মিনদের মাতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে তাঁদের দায়িত্বও অনেক বেশী। তাই তাঁদের চাল-চলন হতে হবে অত্যন্ত পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন। এটা এমন যে রাসূলুল্লাহ স.-কে সম্বোধন করে সূরা যুমার-এর ৬৫ আয়াতে আল্লাহ বলেন, "যদি আপনি শিরক করেন তাহলে আপনার সমস্ত কাজ বরবাদ হয়ে যাবে।" এর দ্বারা এটা বুঝানো হয়নি যে, (নাউযুবিল্লাহ) রাসূলুল্লাহ স. থেকে শিরক-এর আশংকা ছিল। বরং রাসূলুল্লাহ স. এবং তাঁর মাধ্যমে মানব জাতিকে শিরক-এর অপরাধের ভয়াবহতা বুঝানো এবং তাকে কঠোরভাবে এড়িয়ে চলার অপরিহার্যতা বুঝানো উদ্দেশ্য।

৪৪. অর্থাৎ তোমাদেরকে পাকড়াও করে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়া আল্লাহর জন্য কোনো কঠিন কাজ নয়। এমন নয় যে, তোমরা নবীর স্ত্রী হওয়ার কারণে আল্লাহর পাকড়াও থেকে

كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِىْ

কোনো এক সাধারণ নারীর মতো[৪৬], যদি তোমরা ভয় করে থাকো (আল্লাহকে) তাহলে কোমল কণ্ঠে কথা বলো না যাতে লোভাতুর হয়ে পড়ে সেই ব্যক্তি

فِىْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝٣٢ وَقَرْنَ فِىْ بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ

যার অন্তরে রোগ রয়েছে বরং তোমরা সুস্পষ্ট-স্বাভাবিক কথা বলবে[৪৭]। ৩৩. আর তোমরা তোমাদের নিজেদের ঘরে অবস্থান করবে[৪৮] এবং নিজেদের সাজ-সজ্জা দেখিয়ে বেড়িয়ো না

كَأَحَدٍ-(ك+احد)-কোনো এক, মতো ; مِّنَ النِّسَآءِ-সাধারণ নারীর ; اِنِ-যদি ; اتَّقَيْتُنَّ-তোমরা ভয় করে থাকো (আল্লাহকে) ; فَلَا تَخْضَعْنَ-(ف+لاتخضعن)-তাহলে কোমল কণ্ঠে বলো না ; بِالْقَوْلِ-(ب+ال+قول)-কথা ; فَيَطْمَعَ-(ف+يطمع)-যাতে লোভাতুর হয়ে পড়ে ; الَّذِىْ-সেই ব্যক্তি ; فِىْ قَلْبِهٖ-(فى+قلب+ه)-যার অন্তরে রয়েছে ; مَرَضٌ-রোগ ; وَّ-বরং ; قُلْنَ-তোমরা বলবে ; قَوْلًا-কথা ; مَّعْرُوفًا-সুস্পষ্ট স্বাভাবিক ; ۝৩৩ وَ-আর ; قَرْنَ-তোমরা অবস্থান করবে ; فِىْ بُيُوتِكُنَّ-(فى+بيوت+كن)-তোমাদের নিজেদের ঘরে ; وَ-এবং ; لَا تَبَرَّجْنَ-নিজেদের সাজ-সজ্জা দেখিয়ে বেড়াবে না ;

রেহাই পেয়ে যাবে। অথবা এমনও নয় যে, তোমাদের মর্যাদা এতো বেশী যে, তোমাদেরকে পাকড়াও করে শাস্তি দেয়া আল্লাহর জন্য কঠিন হয়ে যেতে পারে।

৪৫. আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে যাদেরকে সমাজের মর্যাদার আসনে আসীন করেন তাদেরকে জনগণের নেতা বানিয়ে দেন। অতপর জনগণ ভালো কাজ ও মন্দ কাজ উভয়ক্ষেত্রেই তাদেরকে অনুসরণ করা শুরু করে। সুতরাং তাদের মন্দ কাজগুলো যেমন তাদের মধ্যে সীমিত থাকে না, তেমনি তাদের ভালো কাজগুলো-ও তাদের নিজেদের মধ্যেই সীমিত থাকে না। তাদের চরিত্র ও আচরণের প্রভাব জাতির সমস্ত লোকের ওপরই পড়ে। তাদের মন্দ চরিত্রের কারণে যাদের চরিত্র মন্দ হয়ে যায় তাদের খারাপ কাজের ফলও নেতাকে ভোগ করতে হয়। আর সেই নেতাদের ভাল কাজের ফলে যেসব লোক ভালো কাজে অভ্যস্ত হয়ে যায় তাদের ভালো কাজের ফলেও নেতাদের অংশ থাকাই স্বাভাবিক। আল্লাহ্ তা'আলা তাই এমন মর্যাদায় আসীন লোকদের অপরাধে দ্বিগুণ শাস্তি এবং ভালো কাজে দ্বিগুণ পুরস্কার দেবেন।

এ আয়াতের মাধ্যমে এ মূলনীতি পাওয়া যায় যে, মর্যাদা যেখানে যতবেশী এবং বিশ্বস্ততার আশা যেখানে যতবেশী সেখানে মর্যাদা হানী ও অবিশ্বস্ততার অপরাধ তত বড় তার শাস্তিও তত কঠোর হবে। যেমন ঘরে বসে শরাব পান করার অপরাধের চেয়ে মসজিদে বসে শরাব পান করা অনেক বড় অবরাধ। তদ্রূপ গায়রে মাহরাম নারীদের সাথে

যিনার অপরাধের চেয়ে মাহরাম নারীদের সাথে যিনার অপরাধ অনেক বড় হবে। আর তাই একই অপরাধের শাস্তির পরিমাণ স্থান-কাল-পাত্র ভেদে অনেক কম-বেশী হবে।

৪৬. এ আয়াতে বাহ্যত নবী-পত্নীদের সম্বোধন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে সমস্ত মুসলিম পরিবারের নারীরা। নবী-পত্নীদের সম্বোধনে বুঝানো হয়েছে যে, মুসলিম উম্মাহর পরিবারসমূহে এ ব্যবস্থা প্রচলন করা। নবীর পরিবার থেকেই এ পবিত্র জীবনধারার সূচনা হবে। এ আয়াত থেকে নিয়ে সামনের দিকে পর্দার ব্যাপারে বিধান জারীর সূচনা করা হয়েছে।

৪৭. আল্লাহ তা'আলা নবী-পত্নীদেরকে তাঁদের নবী-পত্নী হওয়ার কারণে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তাই তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া হচ্ছে যে, তোমরা সাধারণ নারীদের মত নও। তাই বলে তোমরা এর ওপর ভরসা করে বসে থেকো না। বস্তুত তোমাদের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য শর্ত হলো, তোমরা তাকওয়া এবং আহকামে ইলাহিয়ার তথা আল্লাহর বিধানের পূর্ণ অনুসরণ করবে। –কুরতুবী ও মাযহারী

অতপর রাসূলুল্লাহ্ স.-এর পবিত্র স্ত্রীগণের উদ্দেশ্যে কয়েকটি হিদায়াত দান করা হয়েছে ঃ

প্রথম হিদায়াত হলো—যদি পরপুরুষের সাথে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তবে কথা বলার সময় কৃত্রিমভাবে নারী কণ্ঠের স্বভাবসুলভ কোমলতা পরিহার করে সুস্পষ্ট, সোজা ও স্বাভাবিক কথা বলতে হবে। এমন কোমল স্বরে কথা বলা যাবে না, যাতে ব্যধিগ্রস্ত লোকের মনে কোনো কু-লালসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। মনের ব্যধি দ্বারা নিফাকের অংশ বুঝানো হয়েছে। কেননা প্রকৃত মুনাফিক ছাড়া এমন লালসা সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক নয়।

এ হিদায়াতের মূলকথা হলো—নারীদেরকে পরপুরুষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করতে হবে এবং পর্দার এমন উন্নত স্তর পর্যন্ত পৌঁছতে হবে, যাতে করে কোনো অপরিচিত দুর্বল ঈমান বিশিষ্ট লোকের মনে কোনো কামনা ও লালসার উদয় তো হবেই না ; বরং তার নিকটও ঘেঁষতে পারবে না।

এ হিদায়াত শোনার পর উম্মাহাতুল মু'মিনীনগণের কাউকে যদি কোনো পরপুরুষের সাথে কথা বলতে হতো তখন মুখে হাত রেখে কথা বলতেন, যাতে কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে যায়। এজন্যই হযরত আমর ইবনুল আস রা. বর্ণিত এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. নারীদেরকে তাদের স্বামীর অনুমতি ব্যতীত পরপুরুষের সাথে কথাবার্তা বলতে নিষেধ করেছেন।

৪৮. এটা হলো উম্মাহাতুল মু'মিনীন-এর জন্য দ্বিতীয় হিদায়াত অর্থাৎ তাঁরা তাদের ঘরে নিশ্চিন্তে শান্তিতে টিকে থাকবেন। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, নারীর আসল কর্মস্থল হলো তার ঘর। ঘরের মধ্যে অবস্থান করেই সে তার দায়িত্ব-কর্তব্য নিশ্চিন্তে পালন করে যাবে। হাদীস থেকে এ আয়াতের প্রকৃত অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, নারীরা নবী করীম স.-এর খেদমতে নিবেদন করলো যে, পুরুষরাতো সকল শ্রেষ্ঠ মর্যাদা নিয়ে গেলো। তারা জিহাদ করে এবং আল্লাহর

تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَوٰةَ وَآتِينَ الزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ

আগেকার মূর্খতা-যুগের সাজ-সজ্জা প্রদর্শনীর মতো[৪৯] এবং তোমরা নামায কায়েম করবে ও যাকাত দেবে, আর আনুগত্য করবে

تَبَرُّجَ-সাজ-সজ্জা প্রদর্শনীর মতো ; الْجَاهِلِيَّةِ-মূর্খতা যুগের ; الْأُولَىٰ-আগেকার ; وَ-এবং ; أَقِمْنَ-তোমরা কায়েম করবে ; الصَّلَوٰةَ-নামায ; وَ-ও ; آتِينَ-দেবে ; الزَّكَوٰةَ-যাকাত ; وَ-আর ; أَطِعْنَ-আনুগত্য করবে ;

পথে বড় বড় অনেক কাজ করে। মুজাহিদদের সমান প্রতিদান পাবার জন্য আমাদের করণীয় কি আছে ? জবাবে তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্য থেকে যে গৃহের মধ্যে বসে থাকবে সে মুজাহিদের সমান মর্যাদা লাভ করবে।' অর্থাৎ মুজাহিদ যখন লড়াই করতে যাবে তখন তার স্ত্রী তার গৃহস্থালী ও সন্তান-সন্ততিকে আগলে রাখবে এবং তার অবর্তমানে তার স্ত্রী কোনো অঘটন ঘটাবে না। এমতাবস্থায় মুজাহিদ পুরোপুরি নিশ্চিন্ততা সহকারে জিহাদ করতে পারবে। যে স্ত্রী তার মুজাহিদ স্বামীকে এ নিশ্চিন্ততা দান করতে সক্ষম হবে, সে স্ত্রী ঘরে বসে জিহাদে অংশগ্রহণের পুরোপুরি সওয়াব লাভ করবে। তিরমিযী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রা. থেকে অন্য একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে রাসূলুল্লাহ্ স. ইরশাদ করেছেন—

"নারী পর্দার মধ্যে থাকার জিনিস। যখন সে বের হয় তখন শয়তান তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, এবং তখনই সে আল্লাহর রহমতের নিকটতর হয় যখন সে নিজের ঘরে অবস্থান করে।"

কুরআন ও হাদীসের এ সুস্পষ্ট বর্ণনার পরও মুসলমান নারীদের জন্যে শিক্ষা-প্রশিক্ষণের জন্য বা চাকরী-বাকরী ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে পুরুষের পাশাপাশি কাজকর্ম করার বৈধতা কিভাবে থাকতে পারে। এসব ব্যাপারে বৈধতা প্রমাণের জন্য হযরত আয়েশা রা.-এর উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশ গ্রহণকে উপস্থাপন করা হয় অথচ হাদীসে উল্লেখ আছে যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. যখন কুরআন তিলাওয়াতের সময় অত্র সূরার আলোচ্য আয়াতটি পর্যন্ত পৌঁছতেন তখন স্বাভাবিকভাবে কেঁদে ফেলতেন। এমনকি তাঁর ওড়না ভিজে যেতো। কারণ এ সময় তাঁর উষ্ট্রের যুদ্ধে অংশ গ্রহণের কথা মনে পড়ে যেতো।

৪৯. 'তাবাররুজ' শব্দের তিনটি অর্থ হতে পারে—(১) চেহারা ও দেহের সৌন্দর্য মানুষকে দেখানো, (২) পোশাক অলংকারের আধিক্য মানুষের সামনে প্রকাশ করা, (৩) চাল-চলন ও চমক-ঢমক অন্যদের সামনে তুলে ধরা। মুফাসসিরগণের মতে 'তাবাররুজ' হলো গর্ব ও মনোরম অংগভঙ্গি সহকারে হেলে দুলে চলা এবং নিজের ঘাড়, গলার হার ও গলা খুলে রেখে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। মোটকথা তাবাররুজ অর্থ নারীর শরীর এবং পোশাক ও অলংকারের সৌন্দর্য মানুষের সামনে খোলা রেখে এমনভাবে দেখানো

اللهَ وَرَسُوْلَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের ; আল্লাহ্ তো কেবলমাত্র তোমাদের আহলে বায়ত (নবী পরিবার) থেকে অপবিত্রতা দূর করতে চান

وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا ﴿٣٣﴾ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِيْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللهِ

এবং তোমাদেরকে পবিত্র করার মতই পবিত্র করতে (চান)[৫০]। ৩৪. আর তোমরা স্মরণ রাখবে তা, যা তোমাদের ঘরে পঠিত হয় আল্লাহর আয়াতসমূহ থেকে

اللهَ-আল্লাহ্ ; وَ-ও ; رَسُوْلَهُ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলের ; اِنَّمَا-কেবলমাত্র ; يُرِيْدُ - চান ; اللهُ-আল্লাহ্ তো ; لِيُذْهِبَ-দূর করতে ; عَنْكُمْ-(عن+كم)-তোমাদের থেকে ; الرِّجْسَ-অপবিত্রতা ; اَهْلَ الْبَيْتِ-আহলে বায়ত (নবী-পরিবার) ; وَ-এবং ; يُطَهِّرَ-كُمْ-(يطهر+كم)-তোমাদেরকে পবিত্র করতে (চান) ; تَطْهِيْرًا-পবিত্র করার মতো। ৩৪ وَ-আর ; اذْكُرْنَ-তোমরা স্মরণ রাখবে ; مَا-তা, যা ; يُتْلٰى-পঠিত হয় ; فِيْ بُيُوْتِكُنَّ-(فى+بيوت+كن)-তোমাদের ঘরে ; مِنْ-থেকে ; اٰيٰتِ-আয়াতসমূহ ; اللهِ-আল্লাহর ;

যাতে মানুষ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর ইসলামী পরিভাষায় জাহেলিয়াত বলতে এমন প্রত্যেকটি কার্যকলাপকে বুঝায় যা ইসলামী তাহযীব-তমদ্দুন, নীতি-নৈতিকতা ও ইসলামী মানসিকতার বিরোধী। আর 'প্রথম যুগের জাহেলিয়াত' বলতে এমন অসৎ কার্যাবলীকে বুঝানো হয়েছে যেসব কর্মকাণ্ডে ইসলাম পূর্ব যুগে আরববাসী এবং দুনিয়ার অন্যান্য স্থানের লোকেরা লিপ্ত ছিল। এ আয়াত থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, নারীদের আসল কর্মক্ষেত্র হলো গৃহ। তবে কোনো কারণে যদি গৃহ থেকে বের হবার প্রয়োজন দেখা দেয় তবে বের হতে হবে ইসলামী পর্দা সহকারে। সাজ-সজ্জা করে, অলংকারের মাধ্যমে সেজেগুজে, প্রসাধনী মেখে ও ঠোঁট রাঙিয়ে এবং কপালে টিপ লাগিয়ে বেপর্দা অবস্থায় বের হওয়া কোনো মতেই বৈধ হতে পারে না। কেননা এরূপ করা কোনো মু'মিনের কাজ নয়, এগুলো হলো জাহেলীযুগের রীতি। সংস্কৃতির নামে এসব কাজ ইসলাম কখনো সমর্থন করে না।

নবী-পত্নীদের প্রতি তৃতীয় নির্দেশ—তোমরা নামায কায়েম করবে। চতুর্থ নির্দেশ হলো—যাকাত দেবে এবং পঞ্চম নির্দেশ হলো—তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত থাকবে।

এ পাঁচটি নির্দেশ বিশ্বের সমস্ত মুসলিম নারীর জন্যও প্রযোজ্য। অর্থাৎ (১) পরপুরুষের সাথে কথা বলার প্রয়োজন হলে পর্দার আড়াল থেকে সুস্পষ্ট সোজাসুজি কণ্ঠস্বরের কোমলতা পরিহার করে কথা বলতে হবে। (২) গৃহের মধ্যে অবস্থান করতে হবে। একান্ত প্রয়োজনে বের হতে হলে শরয়ী পর্দার সাথে বের হওয়া যাবে। (৩) নামায কায়েম করতে হবে (৪) যাকাত দিতে হবে এবং (৫) সর্বদা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত হবে।

وَالْحِكْمَةِ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ۝

এবং হিকমত তথা জ্ঞানগর্ভ কথা থেকে[৫১] ; নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন সূক্ষ্মদর্শী[৫২] পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

وَ-এবং ; الْحِكْمَةِ-হিকমত তথা জ্ঞানগর্ভ কথা ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; كَانَ -হলেন ; لَطِيْفًا-সূক্ষ্মদর্শী ; خَبِيْرًا-পূর্ণ ওয়াকিফহাল।

৫০. এ আয়াতে উপরোল্লিখিত পাঁচটি নির্দেশের তাৎপর্য বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, 'আহলে বায়ত' তথা নবী স.-এর গৃহবাসীগণকে যাবতীয় আবীলতা ও কলুষতা থেকে মুক্ত রাখার জন্য এসব নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সুতরাং এ নির্দেশগুলো মেনে চললে বিশ্বের সমস্ত মুসলিম পরিবার থেকেও আবিলতা ও কলুষতা দূর হয়ে গৃহগুলো শান্তির আবাস হিসেবে গড়ে উঠবে।

এখানে 'রিজসুন' শব্দটি উল্লেখিত হয়েছে। এর বিভিন্ন অর্থ রয়েছে। এর অর্থ কখনো প্রতিমা অর্থে, কখনো নিছক পাপ অর্থে, কখনো আযাব অর্থে, আবার কখনো কলুষতা ও অপবিত্রতা অর্থে ব্যবহৃত হয়। এ আয়াতে শেষোক্ত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

আর 'আহলে বায়ত' শব্দ দ্বারা নবী-পত্নীগণের সাথে সাথে তাঁদের সন্তান-সন্ততি ও পিতা-মাতাকেও বুঝায়। কিন্তু এ আয়াতে এর দ্বারা নবী-পত্নীগণকে বুঝানো হয়েছে। এছাড়া হযরত ফাতিমা রা., আলী রা. এবং হাসান-হুসাইন রা.-ও আহলে বায়তের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।

৫১. অর্থাৎ তোমাদের গৃহে আল্লাহর কিতাব ও হিকমত সম্পর্কে যাকিছু আলোচিত হয় সেসব বিষয় স্মরণ রেখো এবং সেগুলোর ওপর আমল করো। আর এসব বিষয় উম্মতের অন্যান্য লোকদের কাছে বর্ণনা করো। 'আল্লাহর আয়াত' দ্বারা এখানে কুরআন মাজীদ বুঝানো হয়েছে। আর 'হিকমত' দ্বারা বুঝানো হয়েছে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা তথা সকল প্রকার জ্ঞানের কথা। হিকমত শব্দের অর্থের ব্যাপকতার কারণে এর মধ্যে রাসূলুল্লাহ স.-এর নিজের পবিত্র জীবন, নৈতিক চরিত্র এবং নিজের কথার মাধ্যমে যেসব শিক্ষা দিতেন সেসব বিষয়ও শামিল। এদিক থেকে 'হিকমত'-এর মধ্যে রাসূলের সুন্নাত তথা হাদীসও অন্তর্ভুক্ত। কেউ কেউ 'মা ইউত্লা' শব্দ থেকে এ আয়াতে উল্লিখিত 'আল্লাহর আয়াত' ও 'হিকমত' উভয়ের অর্থ 'কুরআন মাজীদ' বলে মত প্রকাশ করেন। তাদের মতে 'তিলাওয়াত' শব্দটি দ্বারা একমাত্র কুরআন মাজীদের তিলাওয়াত বুঝায়। কিন্তু এটা সঠিক নয়, কারণ কুরআন মাজীদে এ শব্দটি পারিভাষিক অর্থে ব্যবহার করা হয়নি ; বরং শব্দটিকে শাব্দিক অর্থ তথা আভিধানিক অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন সূরা বাকারা'র ১০২ আয়াতে শব্দটিকে যাদুমন্ত্রের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে—

"তারা এমন জিনিসের অনুসরণ করতো যা শয়তানরা সুলায়মানের বাদশাহীর সাথে জড়িত করে তিলাওয়াত করতো (পড়ে শোনাতো)।"

এতে বুঝা যায় যে, কুরআন মাজীদ শব্দটিকে আল্লাহর কিতাবের আয়াত শোনাবার জন্য নির্দিষ্ট করেনি।

৫২. অর্থাৎ আল্লাহ্ একান্ত গোপন কথাও জানতে পারেন, কেননা তিনি সূক্ষ্মদর্শী। কোনো জিনিসই তাঁর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখা যায় না।

৪র্থ রুকূ' (২৮-৩৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মুসলিম উম্মাহর নারীদের জন্য উম্মাহতুল মু'মিনীনদের প্রতি প্রদত্ত নসীহত-ই একমাত্র অনুকরণীয় আদর্শ। আর এ আদর্শ অনসুরণের মধ্য দিয়েই প্রকৃত পারিবারিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

২. নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মু'মিনের কামনা-বাসনার মূল লক্ষ্য হবে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আখিরাত।

৩. উল্লিখিত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে যারা সৎ জীবন যাপন করবে আল্লাহ তাদের উত্তম প্রতিদানের ব্যবস্থা করে রেখেছেন।

৪. দুনিয়াতে মর্যাদার দিক থেকে যাদের অবস্থান ওপরে তাদের অপরাধের শাস্তি হবে দ্বিগুণ। কারণ তাদের অপরাধমূলক কাজের প্রভাব সাধারণ মানুষের ওপর পড়ে।

৫. অনুরূপভাবে একই কারণে উচ্চ মর্যাদার লোকদের সৎকাজের প্রতিদানও তারা দ্বিগুণ হারে লাভ করবে।

৬. কাউকে তার অপরাধের শাস্তি দিগুণ হারে দেয়া আল্লাহর জন্য একেবারেই সহজ কাজ।

৭. কাউকে তাঁর সৎকাজের প্রতিফল দু'বার দেয়াও আল্লাহর জন্য কোনো কঠিন ব্যাপার নয় এবং এতে কেউ বাধা দেয়ার ক্ষমতা রাখে না।

৮. সৎকর্মশীল লোকের জন্য আল্লাহ আখিরাতে সম্মানজনক জীবিকা প্রস্তুত করে রেখেছেন।

৯. পর পুরুষের সাথে মু'মিন নারীদের কথা বলা সংগত নয়। একান্ত যদি বলতেই হয়, তাহলে পর্দার আড়াল থেকে নারী কণ্ঠের কোমলতা পরিহার করে সুস্পষ্ট স্বরে সোজাসুজি শুধুমাত্র স্বাভাবিক প্রয়োজনীয় কথা বলা যেতে পারে।

১০. এ বিধান এজন্য যাতে রোগাক্রান্ত মনের লোকেরা নারীর কোমল কণ্ঠের লালিত্যে লোভাতুর হয়ে না পড়ে।

১১. নারীর সৌন্দর্য প্রকাশ হয়ে পড়ে এমন পোশাক-পরিচ্ছদ, অলংকার ও প্রসাধনী ব্যবহার করে গৃহের বাইরে বের হওয়া বৈধ নয়। কারণ এটা ইসলাম-পূর্ব জাহেলী যুগের সংস্কৃতি।

১২. মু'মিন নারীদের পাঁচটি কাজ—(১) পর পুরুষের সাথে কথা বলার সময় কণ্ঠের কোমলতা পরিহার করে সোজাসুজি প্রয়োজনীয় কথা বলা ; (২) গৃহমধ্যে অবস্থান করা এবং সাজ-সজ্জা করে বাইরে বের না হওয়া ; (৩) নামায কায়েম করা ; (৪) যাকাত দেয়া এবং (৫) সকল বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে।

১৩. উল্লিখিত পাঁচটি কাজ করলে মুসলিম পরিবারগুলো কলুষমুক্ত শান্তির আবাস হিসেবে গড়ে উঠবে।

১৪. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মাধ্যমেই আমাদের জীবন পবিত্র হবে এবং তৎসঙ্গে পবিত্র হবে সমাজ ও জাতি।

১৫. পরিবারে কুরআন ও হাদীসের চর্চা করা ও জ্ঞান গর্ভ কথা আলোচনা করা এবং এসব বিষয় অন্য নারীদের কাছে প্রচার করতে হবে।

১৬. নবী স.-এর 'আহলে বায়ত' তথা পরিবারবর্গের মধ্যে তাঁর পুণ্যাত্মা স্ত্রীগণ, তাদের সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা, হযরত ফাতেমা রা., হযরত আলী রা. ও হযরত হাসান-হুসাইন রা. অন্তর্ভুক্ত।

১৭. এ আয়াতের উপদেশমালা রাসূলুল্লাহ স.-এর পবিত্র স্ত্রীগণকে সম্বোধন করে বর্ণিত হলেও এ উপদেশমালা মুসলিম উম্মাহর সকল নারীদের জন্য প্রযোজ্য।

১৮. আল্লাহর আয়াত ও রাসূলের হাদীস পাঠ করা এবং সেগুলো স্মরণ রাখা অতপর অন্য নারীদের কাছে প্রচার করা মু'মিন পুরুষের সাথে মু'মিন নারীদের ওপরও অর্পিত দায়িত্ব।

১৯. আল্লাহ অত্যন্ত সূক্ষ্মদর্শী। সুতরাং তাঁর থেকে গোপন করে লুকিয়ে কোনো কিছু করার কোনো সুযোগ নেই।

২০. আল্লাহ সব বিষয়ে খবর রাখেন, তাই তাঁর জ্ঞান বা অবহিতির বাইরে কোনো কিছু ঘটতে পারে না।

❒

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-২
আয়াত সংখ্যা-৬

۞إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَٰتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ وَالْقَٰنِتِينَ

৩৫. নিশ্চয়ই[৫৩] মুসলিম পুরুষগণ ও মুসলিম নারীগণ[৫৪] এবং মু'মিন পুরুষগণ ও মু'মিন নারীগণ[৫৫] এবং অনুগত পুরুষগণ

وَالْقَٰنِتَٰتِ وَالصَّٰدِقِينَ وَالصَّٰدِقَٰتِ وَالصَّٰبِرِينَ وَالصَّٰبِرَٰتِ وَ

ও অনুগত নারীগণ[৫৬] এবং সত্যবাদী পুরুষগণ ও সত্যবাদী নারীগণ[৫৭] আর ধৈর্যশীল পুরুষগণ ও ধৈর্যশীল নারীগণ[৫৮] এবং

৩৫ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; الْمُسْلِمِينَ-মুসলিম পুরুষগণ ; وَ-ও ; الْمُسْلِمَٰتِ-মুসলিম নারীগণ; وَ-এবং ; الْمُؤْمِنِينَ-মু'মিন পুরুষগণ ; وَ-ও ; الْمُؤْمِنَٰتِ-মু'মিন নারীগণ ; وَ-এবং ; الْقَٰنِتِينَ-অনুগত পুরুষগণ ; وَ-ও ; الْقَٰنِتَٰتِ-অনুগত নারীগণ ; وَ-এবং ; الصَّٰدِقِينَ-সত্যবাদী পুরুষগণ ; وَ-ও ; الصَّٰدِقَٰتِ-সত্যবাদী নারীগণ ; وَ-আর ; الصَّٰبِرِينَ-ধৈর্যশীল পুরুষগণ ; وَ-ও ; الصَّٰبِرَٰتِ-ধৈর্যশীল নারীগণ ; وَ-এবং ;

৫৩. অর্থাৎ নবী-পত্নীদের প্রতি প্রদত্ত হুকুমগুলো তাদের জন্যই নির্দিষ্ট নয়, বরং মুসলিম উম্মাহর সকল লোকের জন্যই এ নির্দেশ প্রযোজ্য। মুসলিম সমাজের সামগ্রিক সংশোধনও এসব নির্দেশের আওতায় কার্যকর করতে হবে।

৫৪. অর্থাৎ যারা ইসলামকেই পরিপূর্ণ জীবন বিধান হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে এবং ইসলাম প্রদত্ত চিন্তা ও কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে যাদের কোনো আপত্তি নেই তারা ইসলামের অনুসারী হবার ব্যাপারে সচেতনভাবে স্থির সিদ্ধান্ত নিয়েছে ও তার পূর্ণ আনুগত্য ও অনুসরণের পথ গ্রহণ করে নিয়েছে।

৫৫. অর্থাৎ যারা বাহ্যিক তথা শুধুমাত্র মৌখিকভাবে নয়, বরং আন্তরিকভাবে ইসলামের নেতৃত্বকে যথার্থ সত্য বলে মেনে নিয়েছে। যারা বিশ্বাস করে যে, কুরআন ও মুহাম্মদ স. যে পথ তাদেরকে দেখিয়েছেন সে পথেই তাদের সফলতা রয়েছে এবং এটাই তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। যেটাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলে দিয়েছেন সেটাই একমাত্র সত্য, আর যেটাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভুল বলে আখ্যায়িত করেছেন, সেটা সুনিশ্চিতভাবে ভুল বলে তারা নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে। কুরআন ও রাসূলের সুন্নাত থেকে যে হুকুম প্রমাণিত হয়েছে, তাকে তারা কখনো অসংগত মনে করে না। কুরআন ও সুন্নাহর বিধানকে নিজেদের মর্জিমতো ঢালাই করে নেয়ার মতো অবাস্তব চিন্তা তারা কখনো করে না। রাসূলুল্লাহ স. ঈমানের সঠিক অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন—

ٱلۡخَٰشِعِينَ وَٱلۡخَٰشِعَٰتِ وَٱلۡمُتَصَدِّقِينَ وَٱلۡمُتَصَدِّقَٰتِ وَٱلصَّٰٓئِمِينَ

বিনয়ী পুরুষগণ ও বিনয়ী নারীগণ[৫৯] এবং দানশীল পুরুষগণ ও দানশীল নারীগণ[৬০] আর রোযাদার পুরুষগণ

ٱلۡخَٰشِعِينَ-বিনয়ী পুরুষগণ ; وَ-ও ; ٱلۡخَٰشِعَٰتِ-বিনয়ী নারীগণ ; وَ-এবং ; ٱلۡمُتَصَدِّقِينَ-দানশীল পুরুষগণ ; وَ-ও ; ٱلۡمُتَصَدِّقَٰتِ-দানশীল নারীগণ ; وَ-আর ; ٱلصَّٰٓئِمِينَ-রোযাদার পুরুষগণ ;

"সেই ব্যক্তিই ঈমানের স্বাদ গ্রহণ করেছেন যে আল্লাহকে তার প্রতিপালক হিসেবে। ইসলামকে তার জীবন বিধান হিসেবে এবং মুহাম্মাদ স.-কে রাসূল হিসেবে সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছে।"–(মুসলিম)

অন্য একটি হাদীসে তিনি ইরশাদ করেছেন—

"তোমাদের মধ্যে কোনো ব্যক্তি মু'মিন হতে পারে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি তার অনুগত হয়ে যায়—যা আমি নিয়ে এসেছি।"–(শারহুস সুন্নাহ)

৫৬. অর্থাৎ ঈমান আনার পর তারা ঈমানের দাবী তথা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমের আনুগত্য করে যায়। তারা আল্লাহ ও রাসূলের হুকুমকে মৌখিকভাবে সত্য বলে স্বীকৃতির সাথে সাথে কার্যত তাকে সত্য বলে অনুসরণ করে। একইভাবে আল্লাহ ও রাসূলের নিষেধাজ্ঞারও মৌখিক ও কার্যত আনুগত্য করে। এর অর্থ হলো—আল্লাহ ও রাসূল যেসব কথা, কাজ ও চিন্তা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন তা থেকে তারা বিরত থাকে।

৫৭. অর্থাৎ তারা কথা ও কাজে সত্যবাদিতার প্রমাণ দেয়। তারা কথা বলার সময় যেমন যা সত্য তা-ই বলে, তেমনি যে কাজ তাদের ঈমান ও বিশ্বাস অনুসারে সত্য বলে জানে, সেই কাজই তারা করে। মিথ্যা প্রতারণা, ঠগবাজী ও ছলনা-চাতুরী তাদের জীবনে পাওয়া যায় না।

৫৮. অর্থাৎ আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে আপাতত সকল বিপদ-মসিবত, বাধা-প্রতিবন্ধকতা তারা ধৈর্য ও দৃঢ়তার সাথে মুকাবিলা করে। কোনো কষ্ট, ক্ষয়ক্ষতি ও ভয়-ভীতি তাদের সত্যের পথ থেকে হটিয়ে দিতে পারে না।

৫৯. অর্থাৎ নামায আদায়ের সময় যেমন আল্লাহর সামনে বিনয়াবনত হয়ে খুশূ-খুযূ-এর সাথে আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগরুক থেকে নামায আদায় করে, তেমনি নামাযের বাইরেও তারা দৈনন্দিন কাজকর্মেও বিনয় অবলম্বন করে। তারা কখনো গর্ব-অহংকার করে না। কারণ তারা নিজেদেরকে আল্লাহর বান্দাহ বা দাস মনে করে ; আর দাসের কাজ-ই হলো দাসত্ব। এর বাইরে তাদের আর কোনো মর্যাদা নেই বলেই তাদের বিশ্বাস। অতএব কোনো প্রকার গর্ব-অহংকার ও আত্মম্ভরিতা তাদের মনে স্থান পায় না।

وَالصّٰٓئِمٰتِ وَالْحٰفِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحٰفِظٰتِ وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا

ও রোযাদার নারীগণ[৬১] এবং নিজ লজ্জাস্থান হিফাযতকারী পুরুষগণ ও নিজ লজ্জাস্থান হিফাযতকারী নারীগণ[৬২] এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষগণ

وَّالذّٰكِرٰتِ ۙ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٣٥﴾ وَمَا كَانَ

ও অধিক স্মরণকারী নারীগণ[৬৩] তাদের জন্য আল্লাহ তৈরী করে রেখেছেন ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান[৬৪]। ৩৬. আর নেই কোনো অবকাশ

وَ-ও ; الصّٰٓئِمٰتِ-রোযাদার নারীগণ ; وَ-এবং ; الْحٰفِظِيْنَ-হিফাযতকারী পুরুষগণ ; فُرُوْجَهُمْ-(فروج+هم)-নিজ লজ্জাস্থানের ; وَ-ও ; الْحٰفِظٰتِ-নিজ লজ্জাস্থানের হিফাযতকারী নারীগণ ; وَ-এবং ; الذّٰكِرِيْنَ-স্মরণকারী পুরুষগণ ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; كَثِيْرًا-অধিক ; وَ-ও ; الذّٰكِرٰتِ-অধিক স্মরণকারী নারীগণ ; اَعَدَّ-তৈরী করে রেখেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; مَّغْفِرَةً-ক্ষমা ; وَّ-ও ; اَجْرًا-প্রতিদান ; عَظِيْمًا-বিরাট। ﴿٣٦﴾ وَ-আর ; مَا كَانَ-নেই ;

৬০. এখানে 'সাদাকা' দান করার অর্থ কেবল যাকাত দান করা-ই নয়, বরং সাধারণ দান-খয়রাতও এর অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ তারা আল্লাহর রাস্তায় মুক্ত হস্তে দান করতে ইতস্তত করে না। আল্লাহর বান্দাহদের বিশেষ করে নিজেদের আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যেকার এতীম, বিধবা, রুগ্ন গরীব-দুঃখীদেরকেও তারা একমাত্র আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য করে। তাছাড়া আল্লাহর দীনের ঝাণ্ডা উর্ধে তুলে ধরার জন্যও প্রয়োজনে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে তারা পেছনে থাকে না।

৬১. এর দ্বারা ফরয ও নফল উভয় রোযা রাখার কথা বলা হয়েছে।

৬২. অর্থাৎ তারা যিনা-ব্যভিচার থেকে দূরে থাকে এবং যিনা-ব্যভিচারে উদ্বুদ্ধকারী চাল-চলন ও ভাবভঙ্গি পরিহার করে চলে। নগ্নতা ও বেহায়াপনাকে তারা এড়িয়ে চলে। পোশাকবিহীন হওয়াই শুধু নগ্নতা নয় ; পাতলা কাপড় পরা যাতে শরীর দেখা যায় এবং এমন আটসাট পোশাক পরা যাতে শরীরের উঁচুনিচু অংশ স্পষ্ট হয়ে উঠে—এমন পোশাক পরাও নগ্নতা।

৬৩. অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করার অর্থ হলো সময় নির্দিষ্ট ইবাদাত-এর আগে-পরের সময়গুলোতেও আল্লাহকে স্মরণ করে। অর্থাৎ দৈনন্দিন জীবনে সকল কাজ কর্মে তাদের মুখে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হয়। তাদের সকল কথা ও কাজে আল্লাহর নাম অবশ্যই এসে যায়। তারা খাবার গ্রহণ করতে গেলে আল্লাহর নাম তথা 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করে। খাওয়া শেষ হলে 'আল হামদুলিল্লাহ' বলে, ঘুমাতে গেলে তারা আল্লাহর নাম নিয়ে ঘুমাতে যায়, আবার ঘুম থেকে জেগেও আল্লাহরই প্রশংসা করে। তাদের মুখে বারবার 'বিসমিল্লাহ' 'আল হামদুলিল্লাহ', 'ইনশাআল্লাহ', 'মাশাআল্লাহ' প্রভৃতি

لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ

কোনো মু'মিন পুরুষের জন্য আর না কোনো মু'মিন নারীর[৬৫] জন্য—তাদের জন্য ইচ্ছাধীন হওয়ার—যখন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল ফায়সালা দিয়ে দেন—

لِمُؤْمِنٍ-কোনো মু'মিন পুরুষের জন্য ; وَ-আর ; لَا-না ; مُؤْمِنَةٍ-কোনো মু'মিন নারীর জন্য ; اِذَا-যখন ; قَضَى-ফায়সালা দিয়ে দেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُوْلُهٗ-তাঁর রাসূল ; اَمْرًا-কোনো বিষয়ের ; اَنْ يَّكُوْنَ-হওয়ার ; لَهُمُ-তাদের জন্য ; الْخِيَرَةُ-ইচ্ছাধীন ;

যিকির উচ্চারিত হতে থাকে। প্রত্যেক ব্যাপারেই তারা আল্লাহর সাহায্য চায়। প্রত্যেক নিয়ামত লাভে তারা আল্লাহর শোকর আদায় করে। বিপদ-মসিবতে তারা আল্লাহর রহমতের আশা করে। অন্যান্য ইবাদাত তথা নামায, যাকাত বা হজ্জ ইত্যাদির সময় নির্ধারিত আছে, কিন্তু 'যিকির'-এর জন্য কোনো সময় নির্ধারিত নেই। আনুষ্ঠানিক ইবাদাত শেষে মানুষ তা থেকে আলাদা হয়ে যায়, কিন্তু যিকির থেকে কখনো আলাদা হওয়ার অবকাশ নেই। যিকির-ই আল্লাহ্ ও তাঁর ইবাদাতের সাথে মানুষের সম্পর্ক সার্বক্ষণিকভাবে জুড়ে রাখে। আসলে এ যিকির-ই যাবতীয় ইবাদাতের প্রাণ।

হযরত মুআয ইবনে আনাস জুহানী রা. থেকে বর্ণিত এক হাদীসে আছে যে, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করে যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! মুজাহিদদের মধ্যে সবচেয়ে বড় প্রতিদান কে লাভ করবে? তিনি জবাব দিলেন—তাদের মধ্যে সে-ই সর্বচেয়ে বড় প্রতিদান লাভ করবে, যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে স্মরণ করবে।" সে আবার প্রশ্ন করলো, 'রোযাদারদের মধ্যে সর্বোত্তম প্রতিদান কে লাভ করবে?' জবাবে তিনি বললেন–"যে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে স্মরণ করবে।" অতপর তিনি নামায, যাকাত, হজ্জ, সাদকাহ ইত্যাদি সম্পর্কে জানতে চাইলে রাসূলুল্লাহ স. একই কথাই বলেন—

"যে আল্লাহকে বেশী বেশী স্মরণ করে।"

তাছাড়া সকল ইবাদাতের মধ্যে সবচেয়ে সহজ ইবাদাত যিকির। এটা আদায়ের ব্যাপারে শরীয়তে কোনো শর্ত আরোপ করা হয়নি। অযূসহ বা বিনা অযূতে উঠতে-বসতে, চলতে ফিরতে সবসময় আল্লাহর যিকর করা যায়। বলতে গেলে এর জন্য মানুষের কোনো শ্রমই ব্যয় করতে হয় না। অবসরেরও কোনো প্রয়োজন হয় না। দুনিয়ার কাজ কর্মে রাসূল নির্দেশিত মাসনুন দোয়াসমূহ পড়ার অভ্যাস করে নিলে আমাদের দুনিয়াবী কাজসমূহ ইবাদাতে পরিণত হয়ে যাবে। এসব দোয়া পড়ার উদ্দেশ্য হলো মুসলমান যেন কখনো আল্লাহর স্মরণ থেকে অমনোযোগী ও গাফেল না হয়ে যায়। তারা যেন সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহকে স্মরণে রেখে কাজ করে, তাহলে গুনাহের কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং নেক কাজ বেশী বেশী করা সহজ হয়ে যাবে।

৬৪. এ আয়াতে উল্লিখিত কাজগুলোতে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র আলাদা হলেও উল্লিখিত গুণাবলী অর্জন করতে পারলে,

مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ۝

তাদের কোনো বিষয়ের ; আর যে কেউ অমান্য করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সেতো প্রকাশ্যে পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়[৬৬]।

۝৩৭ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ

৩৭. আর[৬৭] (স্মরণ করুন) যখন আপনি বলেছিলেন—তাকে যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং আপনিও যার প্রতি অনুগ্রহ দেখিয়েছেন[৬৮]—"তুমি রেখে দাও তোমার জন্য

مِنْ أَمْرِهِمْ-তাদের কোনো বিষয়ের ; وَ-আর ; مَنْ-যে কেউ ; يَعْصِ-অমান্য করে ; اللَّهَ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُولَهُ-তাঁর রাসূলকে ; فَقَدْ ضَلَّ-(ف+قد ضل)-সে তো নিসন্দেহে পতিত হয় ; ضَلَالًا-পথভ্রষ্টতায় ; مُبِينًا-প্রকাশ্য। ۝৩৭ وَ-আর ; إِذْ-(স্মরণ করুন) যখন ; تَقُولُ-আপনি বলেছিলেন ; لِلَّذِي-তাকে ; أَنْعَمَ-অনুগ্রহ করেছেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; عَلَيْهِ-যার প্রতি ; وَ-এবং ; أَنْعَمْتَ-আপনিও অনুগ্রহ দেখিয়েছেন ; عَلَيْهِ-যার প্রতি ; أَمْسِكْ-তুমি রেখে দাও ; عَلَيْكَ-তোমার জন্য ;

তাদের উভয়ের মর্যাদা আল্লাহর কাছে সমান হবে এবং প্রতিদানও উভয়ের সমান হবে। একজন ঘরে অবস্থান করে গৃহের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করলো, আর অপরজন খেলাফতের দায়িত্বে নিযুক্ত হয়ে শরয়ী বিধান জারী করলো ; আবার একজন সন্তানদের লালন-পালন ও শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করলো, আর অপরজন জিহাদের ময়দানে গিয়ে আল্লাহর দীনের জন্য যুদ্ধ করলো, আল্লাহর নিকট তাতে তাদের প্রতিদানে কোনো পার্থক্য হবে না।

৬৫. হযরত যয়নব রা.-এর সাথে রাসূলুল্লাহ স.-এর বিবাহ এবং একই ধরনের আরও কয়েকটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এখান থেকে নিয়ে পরবর্তী কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়।

৬৬. এ আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা প্রসঙ্গে নাযিল হলেও এখানে ইসলামী ফিকাহর একটি মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে যা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হয়েছে। আর সেই মূলনীতিটি হলো—কোনো বিষয়ে কোনো বিধান যদি আল্লাহ ও রাসূলের পক্ষ থেকে বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে সেই বিষয়ে কোনো ব্যক্তি, জাতি, প্রতিষ্ঠান, আদালত, সংসদ বা দেশের নিজের কোনো মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রয়োগ করার কোনো অধিকার নেই। মুসলমান হওয়ার অর্থই হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হাতে নিজের স্বাধীন ইচ্ছাকে অর্পণ করা। ইসলাম গ্রহণ করার পর কোনো বিষয়ে স্বাধীন ইচ্ছা প্রয়োগ করার কোনো অবকাশ থাকতে পারে না। যাকিছু করতে হবে তা আল্লাহ ও রাসূলের বিধানের অনুগত হয়েই করতে হবে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূলের বিধানের আনুগত্য করতে রাজী নয়, সে মুসলমানই হতে পারে না। তারপর সে নিজেকে মুসলমান হিসেবে যতই যাহির করুক না কেনো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলিম উম্মাহর কাছে সে মুনাফিক হিসেবেই বিবেচিত হবে।

৬৭. আলোচ্য ৩৭ আয়াত থেকে ৪৮ আয়াত পর্যন্ত আয়াতসমূহ রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে যয়নাবের বিবাহের পরই নাযিল হয়েছে। এ বিবাহের পর মুশরিক, মুনাফিক ও ইহুদীরা রাসূলুল্লাহ স.-এর বিরুদ্ধে তুমুল অপপ্রচার শুরু করেছিল। তারা ইচ্ছা করেই জোরে শোরে রাসূলুল্লাহ স.-এর বিরুদ্ধে দুর্নাম, অপবাদ ও গালমন্দ করে যাচ্ছিল। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের এসব অপবাদের বিরুদ্ধে কোনো জবাব না দিয়ে মুসলমানদের উদ্দেশ্যে কথা বলা হয়েছে। মুসলমানদেরকে বিরোধীদের নিন্দাবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার এবং প্রচারিত সন্দেহ সংশয় থেকে তাদেরকে সংরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যেই আয়াতসমূহ নাযিল হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে যারা আল্লাহর কালামকে আল্লাহর কালাম হিসেবে জানতো তারাই তার ওপর দৃঢ় ও নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করে এটাকে মেনে চলতো। কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও ইয়াহুদীদের অপপ্রচারের ফলে মুসলমানদের মনেও কোনোভাবে কোনো জটিলতা ও সংশয় সৃষ্টি করতে যেন সক্ষম না হয়, সেজন্য আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতসমূহের মাধ্যমে একদিকে সম্ভাব্য সকল সন্দেহ নিরসন করেছেন, অপরদিকে রাসূলুল্লাহ স. ও মু'মিনদেরকে এ পরিস্থিতিতে করণীয় কাজ সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন।

৬৮. এ আয়াতে উল্লিখিত আল্লাহ ও রাসূলের অনুগৃহীত ব্যক্তি ছিল হযরত যায়েদ ইবনে হারেসা রা.। যায়েদ ছিলেন হারেসা ইবনে শারহীল এবং সুদা বিনতে সা'লাবা দম্পতির পুত্র। হারেসা ছিলেন কালব গোত্রভুক্ত, আর সুদা ছিলেন তাঈ গোত্রের বনী মা'ন শাখার মেয়ে। যায়েদের বয়স যখন আট বছর তখন তার মা তাকে নিয়ে নিজ পিতার বাড়িতে চলে যান। সেখানে বনী কাঈন গোত্রের লোকেরা তাদের বসতীর ওপর আক্রমণ চালিয়ে লুটপাট করে অন্যদের সাথে যায়দকেও নিয়ে চলে যায়। অতপর তায়েফের নিকটবর্তী উকাযের মেলায় তাকে দাস হিসেবে বিক্রি করার জন্য নিয়ে যায়। সেখান থেকে হযরত খাদীজা রা.-এর ভাতিজা হাকিম ইবনে হিযাম তাকে কিনে এনে আপন ফুফু খাদীজা রা.-এর খেদমতের জন্য উপঢৌকন হিসেবে দান করেন। হযরত খাদীজার সাথে রাসূলুল্লাহ স.-এর বিয়ের পর রাসূলুল্লাহ স. যায়েদকে দেখে এবং তার আচার আচরণে মুগ্ধ হয়ে হযরত খাদীজার নিকট থেকে তাকে চেয়ে নেন। এভাবে যায়েদ রাসূলুল্লাহ স.-এর সংস্পর্শে আসে। এ সময় তার বয়স ছিল পনের বছর। এর কয়েক বছর পর রাসূলুল্লাহ স.-নবুওয়াত লাভ করেন। কিছুদিন পর যায়েদের পিতা ও চাচা সংবাদ পেয়ে মক্কায় রাসূলুল্লাহ স.-এর খেদমতে হাজির হয় এবং মুক্তিপণ দিয়ে যায়েদকে মুক্ত করার প্রস্তাব রাসূলুল্লাহ স.-এর খেদমতে পেশ করেন। উত্তরে তিনি বলেন—আমি তাকে ডেকে আনছি এবং তাঁর ইচ্ছার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। সে যদি আপনাদের সাথে যেতে চায়, তাহলে সে যেতে পারবে। এজন্য কোনো মুক্তিপণ লাগবে না। আর যদি সে এখানে থাকতে চায়, তাহলে আমি তাকে তাড়িয়ে দেয়ার লোক নই। অতপর তিনি যায়েদকে তাদের সামনে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন, সে আগন্তুকদেরকে চেনে কিনা। যে যখন তাদেরকে চিনে বলে জানালো তখন তিনি বললেন, এঁরা তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছেন। তুমি এঁদেরকেও জান এবং আমাকেও জান। এখন তোমাকে স্বাধীনতা দেয়া হলো, তুমি চাইলে তাঁদের সাথে যেতে পার, আর তা না হলে আমার এখানে থেকেও

زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْفِيْ فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى

তোমার স্ত্রীকে এবং আল্লাহকে ভয় করো"[৬৯] আর আপনি আপনার মনে এমন কিছু গোপন করছিলেন যার প্রকাশকারী আল্লাহ্ এবং আপনি ভয় করছিলেন

-وَ ; زَوْجَكَ-(زوج+ك)-তোমার স্ত্রীকে ; وَ-এবং ; اتَّقِ-ভয় করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; وَ-আর ; تُخْفِيْ-আপনি গোপন করে রেখেছিলেন ; فِيْ نَفْسِكَ-(فى+نفس+ك)-আপনার মনে ; مَا-এমন কিছু ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مُبْدِيْهِ-(مبدى+ه)-যার প্রকাশকারী; وَ-এবং ; تَخْشَى-আপনি ভয় করেছিলেন ;

যেতে পার। যায়েদ রাসূলুল্লাহ স.-কে ছেড়ে যেতে রাজী হলো না এবং বললো যে, আমি এ ব্যক্তির মধ্যে যেসব গুণাবলী দেখেছি তাতে তাঁকে ছেড়ে আমি আর কোথাও যেতে পারি না। তার পিতা ও চাচা এ জবাব শুনে তাকে রেখে যেতে রাজী হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ স. তখনই তাকে আযাদ করে দেন এবং হারাম শরীফে নিয়ে গিয়ে কুরাইশদের সমাবেশে ঘোষণা করে দেন যে, আপনারা সাক্ষী থাকুন, আজ থেকে যায়েদ আমার ছেলে, সে আমার উত্তরাধিকারী হবে, আর আমি তার উত্তরাধিকারী হবো। আর তখন থেকেই লোকেরা তাকে 'যায়েদ ইবনে মুহাম্মদ' নামে ডাকতে থাকে। রাসূলুল্লাহ স.-এর নবুওয়াত দাবীর পর সর্বপ্রথম যে চারজন কোনো প্রকার সন্দেহ সংশয় ছাড়া তাঁকে নবী বলে মেনে নেন তাঁদের মধ্যে যায়েদও একজন। অন্য তিনজন হলেন—হযরত খাদীজা রা., হযরত আলী রা. এবং হযরত আবু বকর রা.। এ সময় যায়েদ রা.-এর বয়স হয়েছিল ৩০ বছর। রাসূলুল্লাহর সংস্পর্শে তাঁর ১৫ বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে।

অতপর রাসূলুল্লাহ স. তাঁর ফুফাত বোন যয়নব বিনতে জাহশকে যায়েদের সাথে বিবাহ দেয়ার প্রস্তাব পাঠান। যেহেতু যয়নব ছিলেন উচ্চ বংশ কুরাইশ পরিবারের মেয়ে এবং যায়েদ রা. ছিলেন মুক্তিপ্রাপ্ত দাস, তাই যয়নব এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। যয়নাবের ভাই আবদুল্লাহ ইবনে জাহসও এ প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। তারপর مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ আয়াত নাযিল হয়। এতে বলা হয় যে, রাসূল কোনো বিষয়ে কোনো মু'মিনকে কোনো নির্দেশ দান করলে, সে নির্দেশের বিপরীত কাজ করার তার অধিকার নেই। যদি কেউ এমন করে, তবে সেটা হবে সুস্পষ্ট গোমরাহী। এ আয়াত শোনার পর যয়নব ও তাঁর ভাই বিবাহে সম্মতি দান করেন এবং বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। রাসূলুল্লাহ স. মোহর হিসেবে দশটি লাল দীনার (প্রায় চার তোলা স্বর্ণ) এবং ষাট দিরহাম (প্রায় আঠারো তোলা রৌপ্য) একটি ভারবাহী পশু, কিছু গৃহস্থালী আসবাবপত্র, পঁচিশ সের আটা। পাঁচশের খেজুর নিজ থেকে আদায় করেন।-ইবনে কাসীর

৬৯. "তোমার স্ত্রীকে রেখে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো"—একথা রাসূলুল্লাহ স. যায়েদকে সে সময় বলেছিলেন যখন যয়নবের সাথে যায়েদের সম্পর্ক তিক্ততার চরম সীমায় পৌছে গিয়েছিল। যায়েদ রা. বারবার রাসূলুল্লাহ স.-এর খেদমতে আরয করলেন যে, 'আমি তাকে তালাক দিতে চাই'। যয়নব রা. যদিও রাসূলুল্লাহ স.-এর নির্দেশে

النَّاسَ ۚ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۖ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا

মানুষকে অথচ আল্লাহ-ই অধিক হকদার যে, আপনি তাকেই ভয় করবেন[৭০] ; অতপর যায়েদ তার (স্ত্রী) থেকে সকল প্রয়োজন ফুরিয়ে ফেললো,[৭১]

زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম[৭২], যাতে মু'মিনদের জন্য কোনো অসুবিধা না থাকে তাদের পালক পুত্রদের স্ত্রীদের ব্যাপারে—

النَّاسَ-মানুষকে ; وَ-অথচ ; اللَّهُ-আল্লাহ-ই ; أَحَقُّ-অধিক হকদার ; أَنْ-যে ; تَخْشَاهُ-(تخش+ه)-আপনি তাঁকেই ভয় করবেন ; فَلَمَّا-(ف+لما)-অতপর যখন ; قَضَى-ফুরিয়ে ফেললো ; زَيْدٌ-যায়েদ ; مِنْهَا-(من+ها)-তার (স্ত্রী) থেকে ; وَطَرًا-সকল প্রয়োজন ; زَوَّجْنَاكَهَا-(زوجنا+ك+ها)-তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম ; لِكَيْ-যাতে ; لَا يَكُونَ-না থাকে ; عَلَى-জন্য ; الْمُؤْمِنِينَ-মু'মিনদের ; حَرَجٌ-কোনো অসুবিধা ; فِي-ব্যাপারে ; أَزْوَاجِ-স্ত্রীদের ; أَدْعِيَائِهِمْ-(ادعياء+هم)-তাদের পালক পুত্রের ;

যায়েদ রা.-কে বিয়ে করতে রাজী হয়েছেন, কিন্তু তাঁর উচ্চ বংশ ও যায়েদের মুক্তিপ্রাপ্ত দাস হওয়া এবং নিজেদের আশ্রিত হওয়ার কথা তার মন থেকে মুছে যায়নি। যার পরিণতি তালাকের পর্যায়ে পর্যন্ত পৌঁছেছে।

৭০. অর্থাৎ আল্লাহ যয়নবকে বিয়ে করার জন্য নবী স.-কে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং রাসূলুল্লাহ স. জানতেন যে আরব দেশের পালকপুত্র রাখা এবং তাকে নিজপুত্রের মতো মনে করার এই জাহেলী কুপ্রথাকে উৎখাত করার জন্য তাঁর নিজ পালকপুত্র যায়েদের স্ত্রী যয়নব অবশ্যই তালাকপ্রাপ্ত হবে এবং যয়নবকে আল্লাহর নির্দেশেই তাঁকে বিয়ে করতে হবে, যাতে এ কুপ্রথা সমূলে উৎখাত হয়ে যায়। আর তিনি ছাড়া অন্য কোনো লোকের পক্ষে এ কুপ্রথার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি এটা ভাল করেই জানতেন যে, পালকপুত্র যায়েদের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করার প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে। যায়েদ রা. যখন তাঁর নিকট এসে যয়নব রা.-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন তখন আল্লাহ কর্তৃক যা তিনি জেনেছেন তা মনের মধ্যে গোপন রেখে যায়েদকে বলেছিলেন যে, 'তোমার স্ত্রীকে তালাক দিও না, আল্লাহকে ভয় করো'। তিনি ভাবছিলেন যে, এতে করে তিনি যয়নবকে বিয়ে করে মানুষের তীব্র সমালোচনার মুখে পড়া থেকে বেঁচে যাবেন। রাসূলুল্লাহ স.-এর একথায় আল্লাহ তা'আলা বলছেন যে, আমি তো তোমাকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, আমি তোমাকে যয়নবের সাথে বিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। অথচ তুমি যায়েদের সাথে কথা বলার সময় সেকথা গোপন করছিলে যা আল্লাহ প্রকাশ করতে চান।

إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۚ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿٣٧﴾ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ

যখন তারা (পালক পুত্ররা) তাদের (স্ত্রীদের) থেকে তাদের সকল প্রয়োজন ফুরিয়ে ফেলে[৭৩], আর আল্লাহর নির্দেশই কার্যকরী হয়। ৩৮. নবীর জন্য ছিল না

مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ

কোনো বাধা তাতে, যা আল্লাহ তাঁর জন্য বিধিসম্মত করেছেন[৭৪]; (এটাই ছিল) আল্লাহর রীতি তাঁদের ক্ষেত্রেও, যাঁরা (যেসব নবী) আগেই গত হয়ে গেছেন ;

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ﴿٣٨﴾ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ

আর আল্লাহর হুকুমতো হলো আগে থেকে স্থিরিকৃত সিদ্ধান্ত[৭৫]। ৩৯.—তাদের জন্য যারা আল্লাহর বাণী পৌঁছিয়ে থাকে

اذا-যখন ; قَضَوْا-তারা ফুরিয়ে ফেলে; مِنْهُنَّ-তাদের থেকে ; وَطَرًا-সকল প্রয়োজন; وَ-আর ; كَانَ-হয় ; اَمْرُ-নির্দেশ-ই ; اللّٰه-আল্লাহর ; مَفْعُوْلًا-কার্যকরী হয়। ﴿٣٨﴾ مَا كَانَ-ছিল না ; عَلَى-জন্য ; النَّبِيِّ-নবীর ; مِنْ حَرَجٍ-কোনো বাধা ; فِيْمَا-তাতে যা; فَرَضَ-বিধি সম্মত করেছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَهُ-তাঁর জন্য ; سُنَّةَ-(এটাই) রীতি ; اللّٰه-আল্লাহর ; فِى الَّذِيْنَ-তাদের ক্ষেত্রেও যারা ; خَلَوْا-গত হয়ে গেছেন ; مِنْ قَبْلُ-আগেই ; وَ-আর ; كَانَ-হলো ; اَمْرُ-হুকুমতো ; اللّٰه-আল্লাহর ; قَدَرًا-সিদ্ধান্ত ; مَّقْدُوْرًا-আগে থেকেই। ﴿٣٩﴾ الَّذِيْنَ-তাদের জন্য যারা ; يُبَلِّغُوْنَ-পৌঁছিয়ে থাকে ; رِسٰلٰتِ-বাণী ; اللّٰه-আল্লাহর ;

৭১. অর্থাৎ যায়েদ যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলো এবং ইদ্দতও শেষ হলো। ‘প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়া’ কথার দ্বারাই ইদ্দত পূর্ণ হওয়ার অর্থ নিহিত রয়েছে। কারণ তালাকের পর ইদ্দতের মধ্যে স্বামী যদি চায় তাকে ফিরিয়ে নেয়ার প্রয়োজন থাকতে পারে। তাছাড়া স্ত্রী গর্ভবতী কিনা তা দেখার প্রয়োজনও ইদ্দতের মধ্যে থাকতে পারে। প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়ার অর্থ ইদ্দত শেষ হয়ে যাওয়া, কারণ ইদ্দতকালীন অবস্থায়ই স্বামীর প্রয়োজন ছিল।

৭২. এখান থেকেই সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, রাসূলুল্লাহ স. স্বেচ্ছায় এ বিয়ে করেননি বরং আল্লাহই তাঁকে এ বিয়ে করতে হুকুম করেছেন।

৭৩. এ আয়াতের শব্দগুলো থেকে পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ স.-এর মাধ্যমে এ কাজ আল্লাহ করিয়েছেন এক বিরাট উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। আর সে উদ্দেশ্য এ পদ্ধতি ছাড়া অন্য কোনোভাবে করা সম্ভবপর ছিল না। পালকপুত্র রাখার এ জাহেলী কুপ্রথা এবং এ সম্পর্কিত রসম-রেওয়াজ আরবে যেভাবে মযবুতভাবে শিকড় গজিয়ে

وَيَخْشَوْنَهٗ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهَ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا ○

এবং তাঁকেই ভয় করে, আর তারা আল্লাহ ছাড়া কাউকেই ভয় করে না ; আর হিসাব গ্রহণকারীরূপে তো আল্লাহ-ই যথেষ্ট।[৭৬]

④⓪ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَآ اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ

৪০. মুহাম্মাদ তোমাদের মধ্যকার কোনো পুরুষের পিতা নন, বরং তিনি আল্লাহর রাসূল ও সমাপ্তকারী

النَّبِيّٖنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ○

নবীগণের আগমনের ধারা ; আর আল্লাহ হলেন সর্ব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।[৭৭]

وَ-এবং ; يَخْشَوْنَهٗ-(يخشون+ه)-তাঁকেই ভয় করে ; وَ-আর ; لَا يَخْشَوْنَ-ভয় করে না ; اَحَدًا-কাউকেই ; اِلَّا-ছাড়া ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; وَ-আর ; كَفٰى-যথেষ্ট ; بِاللّٰهِ-আল্লাহ-ই ; حَسِيْبًا-হিসাব গ্রহণকারীরূপে তো। ④⓪ مَا كَانَ-নন ; مُحَمَّدٌ-মুহাম্মদ ; اَبَآ-পিতা ; اَحَدٍ-কোনো ; مِّنْ-মধ্যকার ; رِّجَالِكُمْ-(رجال+كم)-তোমাদের কোনো পুরুষের ; وَلٰكِنْ-বরং ; رَّسُوْلَ-তিনি রাসূল ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-ও ; خَاتَمَ-সমাপ্তকারী ; النَّبِيّٖنَ-নবীগণের (আগমনের) ধারা ; وَ-আর ; كَانَ-হলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহই ; بِكُلِّ-সর্ব ; شَيْءٍ-বিষয়ে ; عَلِيْمًا-সর্বজ্ঞ।

বসেছিল, তা আল্লাহর রাসূল নিজে অগ্রসর হয়ে উচ্ছেদ না করলে তা উচ্ছেদ করা আর কারো পক্ষেই সম্ভবপর ছিল না।

৭৪. অর্থাৎ নবীর জন্য এ কাজটি আল্লাহ ফরয করে দিয়েছেন ; কিন্তু অন্যান্য মুসলমানদের জন্য এ কাজ তথা পালকপুত্রের তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করার কাজ হলো মুবাহ তথা অনুমোদিত। রাসূলুল্লাহ স. আল্লাহর নির্দেশেই এ কাজে যেসব বাধা-বিপত্তি ছিল তা দূর করে দিয়েছেন। আর তাই সবার জন্য বাধা দূর হয়ে গেলো।

৭৫. অর্থাৎ অতীতের নবী-রাসূলদের জন্য এ বিধানই ছিল যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি যেসব হুকুম আসে তা আগে থেকেই আল্লাহর স্থিরিকৃত সিদ্ধান্ত। এ হুকুম নবীদেরকে বাধ্যতামূলক কার্যকর করতে হয়। সারা দুনিয়াও যদি এ হুকুমের বিরোধিতা করে তবুও তাঁদেরকে সে কাজ করতেই হয়।

৭৬. অর্থাৎ হিসেব নেয়ার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। সুতরাং তিনি ছাড়া অন্য কারো কাছে হিসেব দেয়ার ভয় নেই। অথবা এর অর্থ প্রত্যেক ভয় ও বিপদের মুকাবিলায় আল্লাহ-ই যথেষ্ট।

৭৭. রাসূলুল্লাহ স.-এর পালকপুত্রের তালাক প্রাপ্ত স্ত্রীকে বিয়ে করার বিপক্ষে যত আপত্তি সমসাময়িককালে কাফির, মুশরিক, মুনাফিক ও ইয়াহুদীদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত হয়েছিল এবং ভবিষ্যতে উত্তাপিত হওয়ার সম্ভাব্যতা রয়েছে, এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তার জবাব দিয়ে দিয়েছেন।

বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে প্রথম আপত্তি ছিল—তিনি পুত্রবধুকে বিয়ে করেছেন, অথচ তাঁর শরীয়তেও পুত্রবধুকে বিয়ে করা হারাম। এর জবাবে বলা হয়েছে যে, তিনি তোমাদের মধ্যে কোনো পুরুষের পিতা-ই নন : তাঁর তো কোনো পুত্রই নেই, তাহলে পুত্রবধু কোথা থেকে আসবে ? অর্থাৎ যায়েদ তো তাঁর পুত্র-ই নন, সুতরাং তার স্ত্রীকে বিয়ে করা হবে না কেন ? আর তোমরা সবাই জান যে তাঁর কোনো পুত্র সন্তান-ই নেই।

বিরুদ্ধবাদীদের দ্বিতীয় আপত্তি ছিল—পালকপুত্র আসল পুত্র না হলেও তার স্ত্রীকে বিয়ে করা বড়জোর বৈধই হতে পারতো, কিন্তু তাকে বিয়ে করার কি প্রয়োজন ছিল ? এর জবাবে বলা হয়েছে যে, কিন্তু তিনি তো আল্লাহর রাসূল অর্থাৎ যেহেতু তিনি আল্লাহর রাসূল, তাই তোমাদের এ রসম-রেওয়াজ যা একটি হালাল বিষয়কে হারাম করে রেখেছে, তার অবসান ঘটানোর দায়িত্ব কর্তব্য তাঁর ওপরই বর্তায়, যাতে করে এ কাজটি হালাল হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ সংশয় না থাকে। এরপর বলা হয়েছে "এবং তিনি শেষ নবী" অর্থাৎ তাঁর পরে আর কোনো নবীও আসবে না, যার ওপর এ আইন ও সামাজিক সংস্কারের কাজের দায়িত্ব দেয়া যেতো।

সুতরাং শেষ নবী হওয়ার কারণে এ জাহেলী রসমটির মূলোচ্ছেদ করা তাঁর জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।

অতপর আরো তাকীদ সহকারে বলা হয়েছে যে, "আল্লাহ হলেন সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ" অর্থাৎ তিনি জানেন এ রসমটির মূলোচ্ছেদ যদি এখনই শেষ নবীর মাধ্যমে না করা হয়, তাহলে এমন কোন্ ব্যক্তিত্ব আর কে হবেন যার মাধ্যমে এ রসমটি উৎখাত করা সম্ভব হবে ; কারণ তাঁর পক্ষ থেকে তো আর কোনো নবী আসবেন না। তাছাড়া পরবর্তী সংস্কারকগণেরে কারো পক্ষে এমন সার্বজনীন ও চিরন্তন কর্তৃত্বের অধিকারী হওয়া সম্ভব নয়, যার সংস্কারকৃত বিধান সকল যুগের এবং সকল দেশের লোক অনুসরণ করে চলবে। আর নবী-রাসূল ছাড়া অন্য কারো ব্যক্তিত্বই এমন প্রভাব বিস্তারকারী হবে না যার রীতি-পদ্ধতিকে মানুষ নির্দ্বিধায় গ্রহণ করে নেবে এবং যার পছন্দ-অপছন্দের সাথে নিজেদের পছন্দ-অপছন্দকে মিলিয়ে নেবে।

৫ম রুকূ' (৩৫-৪০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আলোচ্য ৩৫ আয়াতে যে ১০টি গুণের উল্লেখ করা হয়েছে, এ দশটি গুণ যারা অর্জন করতে সক্ষম হবে, তাদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান তৈরী করে রেখেছেন। সুতরাং আমাদের সবাইকে এ গুণগুলো অর্জনের জন্য সদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

২. ইসলামকে পরিপূর্ণ জীবনব্যবস্থা হিসেবে যারা জানে ও জীবনের সর্বক্ষেত্রে মেনে চলে তারাই মুসলিম।

৩. যারা ইসলামকে শুধু বাহ্যিকভাবে নয় ; বরং আন্তরিকভাবেও মানে এবং বিশ্বাস করে যে, আল কুরআন ও মুহাম্মদ স. যে পথ দেখিয়েছেন সেটাই মানুষের জন্য একমাত্র কল্যাণকর পথ, তারাই মু'মিন।

৪. ঈমান আনার পর যারা কুরআন ও মুহাম্মদ স.-এর মাধ্যমে যেসব আদেশ-নিষেধ এসেছে সেগুলোকে যথাযথভাবে মেনে চলে তারাই অনুগত বান্দাহ।

৫. কথা ও কাজে যারা সত্যবাদিতার প্রমাণ দেয়—কথা বলার সময় যা সত্য তা-ই বলে, তদ্রূপ কাজ করার সময়ও তাদের ঈমান অনুসারে যে কাজকে সত্য বলে জানে সে কাজই করে, তারাই সত্যবাদী।

৬. আল্লাহর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজে যাদের ওপর বিপদ মুসীবত ও জেল-যুলুমের সাথে পাহাড় ভেঙ্গে পড়লেও সবর ও দৃঢ়তার সাথে যারা মুকাবিলা করে এবং কোনো ক্ষয়-ক্ষতি ও ভয়-ভীতি যাদেরকে সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে না, তারাই প্রকৃতপক্ষে ধৈর্যশীল।

৭. নামাযে খুশূ-খুযূ ছাড়াও দৈনন্দিন কাজে যারা বিনয় অবলম্বন করে এবং নিজেকে আল্লাহর গোলাম মনে করে। আল্লাহর গোলাম হতে পারার মধ্যেই নিজেদের প্রকৃত মর্যাদা বলে যারা বিশ্বাস করে তারাই প্রকৃত বিনয়ী।

৮. প্রকৃত দানশীল তারাই যারা নিজেদের ওপর ধার্যকৃত যাকাতের নিসাব-ই আদায় করে না ; বরং আত্মীয়-অনাত্মীয় নিকট ও দূরের প্রতিবেশীদের মধ্যকার গরীব-দুঃখী এতীম বিধবার জন্য সাধ্যমত সাহায্য করে।

৯. যারা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত শুধু ফরয রোযা নয়, ফরযের পাশাপাশি নফল রোযাও রাখে, তারাই প্রকৃত রোযাদার।

১০. যারা যিনা-ব্যভিচার থেকে তো দূরে থাকেই—এমনকি যিনা-ব্যভিচারের দিকে উদ্বুদ্ধকারী কর্মতৎপরতা থেকেও দূরে থাকে, তারাই নিজেদের লজ্জাস্থানের প্রকৃত হিফাযতকারী।

১১. আল্লাহর অধিক পরিমাণ স্মরণকারী তারাই যারা সময়-নির্দিষ্ট ইবাদাতসমূহের বাইরে দৈনন্দিন জীবনের সকল পর্যায়ে আল্লাহকে স্মরণে রেখে তাঁর আদেশ-নিষেধ অনুসারে জীবন নির্বাহ করে।

১২. দৈনন্দিন বিভিন্ন কাজে রাসূলুল্লাহ স. থেকে যেসব মাসনূন দোয়া হাদীসে বর্ণিত হয়েছে সেসব দোয়া যথাস্থানে পাঠকরার মাধ্যমে বেশী বেশী যিকির করার বিধান আমরা অনুসরণ করতে পারি।

১৩. আল্লাহ ও রাসূল থেকে বিধিবদ্ধ কোনো ফায়সালা প্রমাণিত হলে সেই বিষয়ে কোনো ব্যক্তি সংস্থা, প্রতিষ্ঠান, জাতি, সংসদ বা কোনো দেশের নিজের কোনো মতামত প্রকাশ করার কোনো অধিকার নেই।

১৪. কেউ যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল থেকে প্রমাণিত ফায়সালা সম্পর্কে নিজস্ব মতামত প্রকাশের অধিকার আছে বলে দাবী করে, তাহলে সে আল্লাহ, রাসূল ও মুসলিম উম্মাহর নিকট মুনাফিক হিসেবে বিবেচিত হবে।

১৫. ইসলামের বিরুদ্ধে বাতিলের পক্ষ থেকে কোনো অপপ্রচার বা মিথ্যাচার হতে থাকলে সে বিষয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের কর্মপন্থা অনুসরণ করতে হবে।

১৬. বাতিলের অপপ্রচার ও মিথ্যাচারকে যাঁচাই-বাছাই না করে কখনো অন্তরে স্থান দেয়া যাবে না এবং ইসলাম সম্পর্কে নিজেদের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় রাখতে হবে।

১৭. আল্লাহর বিধান অনুসরণের ব্যাপারে কাউকে ভয় করা ঈমানের বিপরীত কাজ। সুতরাং এ ব্যাপারে দুনিয়ার কোনো শক্তিকে ভয় করা যাবে না।

১৮. আল্লাহর বিধান পালন না করলে আল্লাহ অবশ্যই পাকড়াও করতে সক্ষম। সুতরাং মাখলুক তথা সৃষ্টির ভয় মন থেকে মুছে ফেলে আল্লাহর ভয়কে মনে স্থান দিতে হবে।

১৯. রাসূলুল্লাহ স.-এর সকল কাজ-ই ওহীর ভিত্তিতে সম্পাদিত হয়েছিল। সুতরাং যয়নাব রা.-কে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করাও আল্লাহর নির্দেশে ছিল।

২০. পালকপুত্র গ্রহণ করা এবং তাকে প্রকৃত পুত্রের মতো মনে করার এই জাহেলী রসম মুসলিম সমাজ থেকে উৎখাত করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা রাসূল স.-এর সাথে যয়নবের বিবাহের ব্যবস্থা করেছেন।

২১. রাসূলুল্লাহ স. ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে জাহেলী সমাজের এ বদ রসম-এর মূলোচ্ছেদ করার সম্ভব ছিল না। আল্লাহ তা'আলা তাই তাঁর রাসূলের মাধ্যমে এটাকে উৎখাত করে কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম সমাজকে এ থেকে রক্ষা করেছেন।

২২. নবী-রাসূলদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশসমূহ তাঁর পূর্ব থেকেই স্থিরিকৃত সিদ্ধান্ত। এর নির্দেশের ব্যতিক্রম করার কোনো ক্ষমতা তাঁদের নেই। সারা দুনিয়ার মানুষের বিরোধিতা সত্ত্বেও তাঁদেরকে আল্লাহর নির্দেশ কার্যকর করতে হয়।

২৩. যেহেতু মানুষের হিসেব নেয়ার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নেই, তাই ভয়ও করতে হবে একমাত্র তাঁকে। আর সকল ভয়-ভীতি ও বিপদে তাঁর কাছেই আশ্রয় চাইতে হবে।

২৪. পালকপুত্র যেহেতু প্রকৃত পুত্র নয়, তাই তার তালাক প্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করা হারাম হতে পারে না।

২৫. যয়নবকে যায়েদের নিকট বিয়ে দেয়া, এরপর উভয়ের সম্পর্ক ছিন্ন করে রাসূলের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করা—এসবই জাহেলী রসম উৎখাত করার লক্ষ্যে আল্লাহর ইচ্ছায় সম্পাদিত হয়েছে।

২৬. মুহাম্মদ স. আল্লাহর রাসূল হওয়ার কারণে পালকপুত্র গ্রহণ করার বদ-রসমটির মূলোচ্ছেদ করার দায়িত্ব তাঁর উপরই পড়েছে। কারণ রাসূল ছাড়া অন্য কারো সংস্কারকের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর নিকট গ্রহণ যোগ্যতাও পেতো না।

২৭. তিনি শেষ নবী হওয়ার কারণে অন্য কোনো নবী আসার সম্ভাবনাও যেহেতু নেই, তাই তাঁকেই এ দায়িত্ব নিতে হয়েছে।

২৮. আল্লাহ-ই সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। তাই তিনি জানেন যে, এ বদ রসমটি উৎখাতের সুযোগ এখনই এবং মুহাম্মদ স.-ই এর জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিত্ব।

২৯. আল্লাহ তা'আলা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত। তাই তিনি মানুষের জন্য যা করেন, তা তাদের কল্যাণের জন্যই করেন।

❑

সূরা হিসেবে রুকু'-৬
পারা হিসেবে রুকু'-৩
আয়াত সংখ্যা-১২

﴿٤١﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ﴿٤٢﴾ وَسَبِّحُوْهُ

৪১. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহকে স্মরণ করো বেশী বেশী।
৪২. এবং তাঁর পবিত্রতা-মহিমা বর্ণনা করো

بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ﴿٤٣﴾ هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ لِيُخْرِجَكُمْ

সকালে ও সন্ধ্যায়[৭৮]। ৪৩. তিনি সেই সত্তা যিনি তোমাদের প্রতি রহমত করেন এবং তাঁর ফেরেশতারাও (তোমাদের জন্য রহমত প্রার্থনা করেন) যেন তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে বের করে আনেন

مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ؕ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَحِيْمًا ﴿٤٤﴾ تَحِيَّتُهُمْ

অন্ধকার থেকে আলোর দিকে ; আর তিনি হলেন মু'মিনদের জন্য পরম দয়ালু[৭৯]।
৪৪. সেদিন তাদের অভিবাদন হবে

﴿৪১﴾ يٰٓاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; اذْكُرُوْا-তোমরা স্মরণ করো ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; ذِكْرًا-স্মরণ ; كَثِيْرًا-বেশী বেশী। ﴿৪২﴾ وَ-এবং ; سَبِّحُوْهُ-(سبحوا+ه)-তাঁর পবিত্রতা-মহিমা বর্ণনা করো; بُكْرَةً-সকালে ; وَ-ও ; اَصِيْلًا-সন্ধ্যায়। ﴿৪৩﴾ هُوَ-তিনি ; الَّذِيْ-সেই সত্তা যিনি ; يُصَلِّيْ-রহমত করেন ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ; وَ-এবং ; مَلٰٓئِكَتُهٗ-(ملئكة+ه)-তাঁর ফেরেশতারাও (তোমাদের জন্য রহমত প্রার্থনা করেন) ; لِيُخْرِجَكُمْ-(ليخرج+كم)-যেন তিনি (আল্লাহ) তোমাদেরকে বের করে আনেন ; مِنَ-থেকে ; الظُّلُمٰتِ-অন্ধকার ; اِلَى-দিকে ; النُّوْرِ-আলোর ; وَ-আর ; كَانَ-তিনি হলেন ; بِالْمُؤْمِنِيْنَ-(ب+المؤمنين)-মু'মিনদের জন্য ; رَحِيْمًا -পরম দয়ালু। ﴿৪৪﴾ تَحِيَّتُهُمْ-(تحية+هم)-(সেদিন) তাদের অভিবাদন হবে ;

৭৮. অর্থাৎ বিরোধীদের নিন্দাবাদ এবং রাসূলের প্রতি অপবাদের জবাবে তাদের প্রতি নিন্দাবাদ ও তাদেরকে গালি-গালাজ করা অথবা চুপচাপ তাদের নিন্দাবাদ ও বাজে কথাবার্তা শুনতে থাকা মু'মিনদের কাজ নয় ; বরং তাদের কাজ হলো স্বাভাবিক দিনগুলোর চেয়ে বেশী বেশী করে আল্লাহকে স্মরণ করা এবং সকাল-সন্ধ্যায় তাঁর পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করা। এর অর্থ সার্বক্ষণিকভাবে তাঁর তসবীহ করা।

৭৯. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ওপর রহমত বর্ষণ করেন, ফেরেশেতারাও তোমাদের জন্য আল্লাহর দরবারে রহমত প্রার্থনা করেন। আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর

يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلٰمٌ ۚ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَرِيْمًا ۝٤٥ يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ اِنَّا

'সালাম'—যেদিন তারা (মু'মিনরা) তাঁর (আল্লাহর) সাথে সাক্ষাত করবে[৮০]; এবং তিনি (আল্লাহ) তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন এক সম্মানজনক প্রতিদান। ৪৫. হে নবী![৮১] আমি অবশ্যই

يَوْمَ-যেদিন ; يَلْقَوْنَهُ-(يلقون+ه)-তারা (মু'মিনরা) তাঁর (আল্লাহর) সাথে সাক্ষাত করবে ; سَلٰمٌ-'সালাম' ; وَ-এবং ; اَعَدَّ-তিনি (আল্লাহ) তৈরি করে রেখেছেন ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; اَجْرًا-এক প্রতিদান ; كَرِيْمًا-সম্মানজনক। ৪৫ يٰاَيُّهَا-হে ; النَّبِيُّ- নবী ! اِنَّا-আমি অবশ্যই ;

সবচেয়ে মূল্যবান রহমত হলো—তোমাদেরকে জাহেলিয়াতের অন্ধকার থেকে হিদায়াতের আলোকময় পথে নিয়ে আসা। এটাই আল্লাহর বান্দাহদের প্রতি তাঁর সবচেয়ে বড় রহমত। কাফির-মুশরিকদের সবচেয়ে বড় মর্মজ্বালার কারণতো এটাই যে, তোমাদের প্রতি তাঁর রহমতের কারণে তোমরা হিদায়াতের পথ পেয়েছো। তোমাদের মধ্যে এমন নৈতিক গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছে যেগুলোর কারণে তোমরা সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছ। তোমাদের শ্রেষ্ঠত্ব দেখে ঈর্ষাপরায়ণ কাফির-মুশরিকরা তোমাদের রাসূলের নিন্দা করে বেড়াচ্ছে। এমতাবস্থায় তোমরা তো আর তাদের মত হতে পার না, তাহলে তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে।

এখানে 'ইউসাল্লী' শব্দ ব্যবহার করে আল্লাহর রহমত বর্ষণের কথা বুঝানো হয়েছে। শব্দটি 'সালাত' শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 'সালাত' শব্দটি যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাহর জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন তার অর্থ হয় রহমত। আর যখন শব্দটি ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে মানুষের জন্য ব্যবহৃত হয় তখন মানুষের জন্য রহমতের দোয়া করা অর্থ প্রদান করে। অর্থাৎ ফেরেশতারা মানুষের জন্য আল্লাহর নিকট এই বলে দোয়া করে যে, আল্লাহ আপনি অমুক মানুষের ওপর আপনার রহমত বর্ষণ করুন।

৮০. অর্থাৎ আল্লাহর সাথে যখন তাদের সাক্ষাত হবে তখন তাদেরকে 'সালাম' দ্বারা অভ্যর্থনা জানানো হবে। এ অভ্যর্থনা আল্লাহর পক্ষ থেকে হতে পারে—আল্লাহ নিজেই 'আস্সালামু আলাইকুম' বলে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাবেন। যেমন কুরআন মাজীদের সূরা ইয়াসীনের ৫৮ আয়াতে বলা হয়েছে-"(তাদেরকে) বলা হবে 'সালাম'-পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে।"

অথবা, ফেরেশতারা তাদেরকে সালাম জানাবে। যেমন সূরা আন নামলের ৩২ আয়াতে বলা হয়েছে— "যাদের জান কবয করবে ফেরেশতারা তাদের পবিত্র অবস্থায় ; ফেরেশতারা বলবে—'সালাম' (তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক), তোমরা (দুনিয়াতে) যা করতে তার বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করো।"

অথবা, তারা নিজেরাই একে অপরকে সালাম করবে। যেমন সূরা ইউনুসের ১০ আয়াতে বলা হয়েছে—

أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٤٥﴾ وَّدَاعِيًا إِلَى اللّٰهِ بِإِذْنِهٖ وَ

আপনাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী হিসেবে[৮২] ও সুসংবাদদাতা হিসেবে এবং সতর্ককারী হিসেবে[৮৩]। ৪৬.—আর আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী রূপে[৮৪]—তাঁর অনুমতিক্রমে এবং

أَرْسَلْنٰكَ-(ارسلنا+ك)-আপনাকে পাঠিয়েছি ; شَاهِدًا-সাক্ষী হিসেবে ; وَ-ও ; مُبَشِّرًا-সুসংবাদদাতা হিসেবে ; وَ-এবং ; نَذِيْرًا-সতর্ককারী হিসেবে। ৪৬ وَ-আর ; دَاعِيًا-আহ্বানকারী রূপে ; إِلَى-দিকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; بِإِذْنِهٖ-(ب+اذن+ه)-তাঁর অনুমতি ক্রমে ; وَ-এবং ;

"সেখানে তাদের মুনাজাত হবে—'হে আল্লাহ! তুমি মহান পবিত্র ; আর সেখানে তাদের অভ্যর্থনা হবে 'সালাম'। তাদের শেষ প্রার্থনা হবে—'সমস্ত প্রশংসা সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।"

৮১. আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে ইরশাদ করছেন যে, হে নবী আমি আপনাকে এ সমস্ত মর্যাদা দান করেছি। কাফির মুশরিক ও মুনাফিকরা আপনার বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ চালিয়ে আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আপনার মর্যাদা অনেক ওপরে। এসব শয়তানদের অপতৎপরতায় আপনি দুঃখিত হবেন না। আপনি নিশ্চিন্তে নিজ দায়িত্ব পালন করে যেতে থাকুন। এসব বিরোধীদের সকল তৎপরতাকে উপেক্ষা করুন। এর সাথে সাথে পরোক্ষভাবে মু'মিন-কাফির নির্বিশেষে সবাইকে এ বলে সতর্ক করা হয়েছে যে, তোমরা কোনো এক সাধারণ মানুষের সাথে মুকাবিলা করছ না ; আল্লাহ যাঁকে এমন সব মর্যাদায় ভূষিত করেছেন তেমন এক মহান ব্যক্তিত্বের সাথে তোমাদের মুকাবিলা, যার চেয়ে উচ্চ মর্যাদায় আর কেউ পৌঁছতে সক্ষম নয়।

৮২. কোনো বিষয়ের সাক্ষী হওয়ার ব্যাপারটি অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ। তদুপরি রাসূলুল্লাহ স.-এর সাক্ষী হওয়ার ব্যাপারে নিসন্দেহে সবচেয়ে বড় গুরুদায়িত্ব। রাসূলের সাক্ষ্যদানের এ দায়িত্ব তিন পর্যায়ে বিভক্ত ঃ

এক ঃ মৌখিক সাক্ষ্য অর্থাৎ রাসূল আল্লাহর দীনের মূলনীতি ও বিধান সম্পর্কে পরিষ্কার সাক্ষ্য দেবেন যে, তাঁর প্রচারিত দীন-ই সত্য। আল্লাহর অস্তিত্ব, ফেরেশতাদের অস্তিত্ব, অহী, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন, হাশর-নশর, বিচার ও জান্নাত বা জাহান্নাম ইত্যাদি সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে মানুষের সামনে প্রকাশ করবেন ও এতে কেউ তাঁর কথা বিশ্বাস করুক বা না করুক অথবা কেউ তাকে পাগল বলুক তাতে তিনি পরওয়া করবেন না। আল্লাহর শরীয়ত যে নীতি-নৈতিকতা, মূলনীতি, মূল্যবোধ ও বিধিনিষেধ দিয়েছেন তার সত্যতা ও কল্যাণ সম্পর্কে তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেবেন। আল্লাহ যেটাকে হারাম বলেছেন, তার হারাম হওয়ার কথা এবং আল্লাহ যেটাকে হালাল বলেছেন তার হালাল হওয়ার কথা সারা দুনিয়ার মানুষের সামনে প্রকাশ করবেন। সারা দুনিয়ার মানুষ এতে বিরোধিতা করলেও তাঁর দাবীতে একটুও নড়তে হবে না। এ মৌখিক সাক্ষ্য তিনি তাঁর জীবদ্দশায় দিয়েছেন এবং এর সত্যতার স্বীকৃতিও তিনি বিদায় হজ্জের ভাষণে আদায় করেছেন।

দুই ঃ কাজের মাধ্যমে সাক্ষ্য অর্থাৎ রাসূল দুনিয়ার মানুষের সামনে যে দীনের দাওয়াত দিচ্ছেন সেই দীন সর্বাগ্রে তাঁকে মেনে চলতে হবে। যে কাজকে তিনি আল্লাহর নির্দেশ বলছেন সেই কাজ তাঁকেই সর্বপ্রথম করতে হবে। অপরদিকে যে কাজকে তিনি মন্দ বলে মানুষকে তা থেকে বেঁচে থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন তা থেকে তাঁকেই সর্বপ্রথম মুক্ত থাকতে হবে। যেটাকে তিনি ফরয বলছেন তা পালন করার ব্যাপারে তিনি এগিয়ে যাবেন এবং যেটাকে তিনি গুনাহ বলছেন তা থেকে তিনিই প্রথমে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করবেন। যে জীবনব্যবস্থাকে তিনি আল্লাহ প্রদত্ত শাশ্বত জীবনব্যবস্থা বলে প্রচার করছেন তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তিনি জীবনপণ প্রচেষ্টা চালাবেন। তাঁর প্রচেষ্টা-সংগ্রাম দেখে দুনিয়ার মানুষের বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, তিনি কোন্ চরিত্রের মানুষ তৈরী করতে চান। আর এটাই হল কাজের মাধ্যমে সাক্ষ্য।

তিন ঃ আখিরাতে সাক্ষ্য অর্থাৎ আখিরাতে হাশর ময়দানে যখন আল্লাহর আদালত প্রতিষ্ঠিত হবে তখন তিনি আল্লাহর সামনে সাক্ষ্য দেবেন যে, তাঁকে যে পয়গাম মানুষের কাছে পৌঁছানোর দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল, তিনি তা যথাযথভাবে মানুষের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন। তিনি মৌখিক ও কাজের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে দিয়েছেন। তার দায়িত্ব পালনে তিনি সামান্যতম ত্রুটি করেননি। তাঁর এ সাক্ষ্যের আলোকে তাঁর আনুগত্যকারীদেরকে কি পুরস্কার দেয়া হবে এবং অমান্যকারীদেরকে কি সাজা দেয়া হবে তা নির্ধারিত হবে।

রাসূলের এ সাক্ষ্যের ভিত্তিতে দুনিয়ার মানুষের ওপর আল্লাহর হুজ্জাত বা প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। সুতরাং আল্লাহ তাঁর প্রতি কত বড় গুরুদায়িত্ব চাপিয়েছেন, তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে এ সাক্ষ্য প্রদানে তিনি সামান্যতম ত্রুটি করেননি। (নাউযু বিল্লাহ) যদি তা হতো তাহলে তিনি আর আখিরাতে সত্যের সাক্ষ্য হিসেবে দাঁড়াতে পারবে না ; যার ফলে আখিরাতে অপরাধীদের অপরাধ প্রমাণিত হবে না এবং অনুগতদের আনুগত্যের প্রমাণও পাওয়া যাবে না অর্থাৎ মানুষের সামনে তা প্রকাশ হবে না। আর এতে পুরস্কার ও শাস্তি দানের যৌক্তিকতাও পাওয়া যাবে না।

৮৩. অর্থাৎ রাসূল ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী। তিনি স্বেচ্ছাকৃতভাবে এ দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। সুতরাং ঈমান ও সৎকাজের পুরস্কার সংক্রান্ত সুসংবাদ দান করা যেমন আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব, তেমনি কুফরী ও অসৎকাজের পরিণাম তথা শাস্তি সংক্রান্ত কারণের দায়িত্বও আল্লাহ-প্রদত্ত দায়িত্ব। সুতরাং যিনি এ দায়িত্ব পালন করছেন তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। আর তিনি যখন কোনো কাজকে আল্লাহর পছন্দনীয় ও প্রতিদান লাভের যোগ্য বলে ঘোষণা দেন, তখন সে কাজটি অবশ্যই ফরয, ওয়াজিব বা মুস্তাহাব হবে।

আর তিনি যখন কোনো কাজের মন্দ পরিণামের ঘোষণা দেন তখন অবশ্যই আল্লাহ তা করতে নিষেধ করেছেন এবং তা হারাম বা গোনাহের কাজ হবে। আর এমন কাজ যদি কেউ করে তবে তার জন্য সে শাস্তি পাবে।

৮৪. এখানেও বলা হয়েছে যে, রাসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত

سِرَاجًا مُّنِيرًا ﴿٤٦﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ○

উজ্জ্বল বাতিরূপে। ৪৭. আর আপনি মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দিন যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে রয়েছে এক বিরাট অনুগ্রহ।

﴿٤٨﴾ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

৪৮. আর আপনি কাফিরদের ও মুনাফিকদের কথা মানবেন না এবং তাদের উৎপীড়নকে উপেক্ষা করুন, আর ভরসা রাখুন আল্লাহর ওপর

وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ

আর (মানুষের) সকল বিষয়ে কার্যনির্বাহক হিসেবে আল্লাহ-ই যথেষ্ট। ৪৯. হে যারা ঈমান এনেছো! যখন তোমরা বিবাহ করো

الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ

মু'মিন নারীদেরকে, তারপর তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই তোমরা তাদেরকে তালাক দিয়ে দাও[৮৫], তবে তাদের ওপর তোমাদের জন্য নেই

سِرَاجًا-বাতিরূপে ; مُّنِيرًا-উজ্জ্বল। ﴿٤٧﴾ وَ-আর ; بَشِّرِ-আপনি সুসংবাদ দিন ; الْمُؤْمِنِينَ-মু'মিনদেরকে ; بِأَنَّ-যে অবশ্যই ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; مِّنَ-পক্ষ থেকে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; فَضْلًا-অনুগ্রহ ; كَبِيرًا-বিরাট। ﴿٤٨﴾ وَ-আর ; لَاتُطِعِ-আপনি কথা মানবেন না ; الْكَافِرِينَ-কাফিরদের ; وَ-ও ; الْمُنَافِقِينَ-মুনাফিকদের ; وَ-এবং ; دَعْ-উপেক্ষা করুন ; أَذَاهُمْ-(اذى+هم)-তাদের উৎপীড়নকে ; وَ-আর ; تَوَكَّلْ-ভরসা রাখুন ; عَلَى-ওপর ; اللَّهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; كَفَىٰ-যথেষ্ট ; بِاللَّهِ-আল্লাহ-ই ; وَكِيلًا-(মানুষের) সকল বিষয়ে কার্যনির্বাহক হিসেবে। ﴿٤٩﴾ يَا أَيُّهَا-হে ; الَّذِينَ-যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছো ; إِذَا-যখন ; نَكَحْتُمُ-তোমরা বিবাহ কর ; الْمُؤْمِنَاتِ-মু'মিন নারীদেরকে ; ثُمَّ-তারপর ; طَلَّقْتُمُوهُنَّ-তোমরা তাদেরকে-তালাক দিয়ে দাও ; مِن قَبْلِ-আগেই ; أَن تَمَسُّوهُنَّ-তাদেরকে স্পর্শ করার আগেই ; فَمَا-তবে নেই ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; عَلَيْهِنَّ-তাদের ওপর ;

আহ্বায়ক তথা দীন প্রচারক। একজন সাধারণ প্রচারক বা আহ্বায়ক আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত হন না তাই তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নন। রাসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়োজিত হওয়ার কারণে তার কাজের বিরোধিতা স্বয়ং আল্লাহর বিরোধিতার শামিল। তাই দেখা যায়, নবী-রাসূলদের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যালিমদের পরিণতি

مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا ۚ فَمَتِّعُوْهُنَّ وَسَرِّحُوْهُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ۝٥٠ يٰٓاَيُّهَا

কোনো ইদ্দত যা তোমরা গণনা করে থাক ; অতএব তোমরা তাদেরকে কিছু ভোগ্য-সামগ্রী দিয়ে দাও এবং তাদেরকে বিদায় করে দাও—উত্তম বিদায়[৮৬]। ৫০. হে

مِنْ عِدَّةٍ-কোনো ইদ্দত ; تَعْتَدُّوْنَهَا-(تعتدون+ها)-যা তোমরা গণনা করে থাক ; فَمَتِّعُوْهُنَّ-(ف+متعوا+هن)-অতএব তোমরা তাদেরকে কিছু ভোগ্য সামগ্রী দিয়ে দাও ; وَ-ও ; سَرِّحُوْهُنَّ-(سرحوا+هن)-তাদেরকে বিদায় করে দাও ; سَرَاحًا-বিদায় ; جَمِيْلًا-উত্তম। ৫০ يٰٓاَيُّهَا-হে ;

দুনিয়াতেও অত্যন্ত মন্দ হয়েছে। আর আখিরাতে তো তারা অত্যন্ত ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হবে।

৮৫. অর্থাৎ তোমরা যখন কোনো মু'মিন নারীকে শুধুমাত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ কর এবং তখন পর্যন্ত তাদের সাথে তোমাদের সহবাস না হয়ে থাকে ; অতপর এ অবস্থায়ই তোমরা তাদেরকে তালাক দিয়ে থাক, তাহলে তাদের জন্য এ বিধান বিধিবদ্ধ করা হলো যে, তাদের কোনো ইদ্দত পালন করতে হবে না। ইদ্দত পালন করতে হয় স্ত্রী গর্ভবতী কি না সে সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য ; কিন্তু যেখানে সহবাসই হয়নি সেখানে গর্ভবতী হওয়ার প্রশ্নই উঠে না। তাই ইদ্দত পালন করার প্রয়োজন পড়ে না।

৮৬. এ আয়াতটি এমন একটি একক আয়াত যা থেকে ইসলামী শরীয়া আইনের নিম্নোক্ত বিধানগুলো বের হয় ঃ

এক ঃ এ আইন মু'মিন নারীদের জন্য যেভাবে প্রযোজ্য তেমনি সেসব কিতাবী তথা ইয়াহুদী ও খৃস্টান নারীদের জন্যও প্রযোজ্য যারা মু'মিন পুরুষের বিবাহাধীন রয়েছে। অর্থাৎ কিতাবী নারীদের জন্যও তালাক মহর, ইদ্দত ও তালাকের পর ভরণ-পোষণ পাওয়ার ক্ষেত্রে একই বিধান প্রযোজ্য।

এ আয়াতে এদিকেও ইংগীত রয়েছে যে, মু'মিন পুরুষরা শুধুমাত্র মু'মিন নারীদেরকেই বিয়ে করবে। যদিও কিতাবী নারীদের বিয়ে করার বৈধতা রয়েছে।

দুই ঃ স্ত্রীর সাথে একান্ত নির্জনবাস তথা যে নির্জনবাসে স্ত্রী সংগম সম্ভব হয়ে থাকে এমন নির্জনবাসের পর তালাক দিলে ইদ্দত পালন অপরিহার্য। আর যদি একান্ত বাসের আগে তালাক দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে ইদ্দত পালন করতে হবে না।

তিন ঃ একান্ত নির্জনবাসের আগে তালাক দিলে স্ত্রীর ইদ্দত পালন করতে হয় না এবং এ অবস্থায় স্বামীর আর স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়ার অধিকার থাকে না। এ বিধান একান্ত নির্জনবাসের আগে তালাক দেয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট, একান্ত নির্জনবাসের আগে স্বামীর মৃত্যু হলে এ বিধান কার্যকরী নয় ; বরং সেসময় তাকে স্বামীর সাথে সহবাস হয়েছে এমন স্ত্রীর মতোই চারমাস দশদিন ইদ্দত পালন ওয়াজিব হবে। ইদ্দত পালন করা দ্বারা এমন প্রতীক্ষাকালকে বুঝায় যা অতিবাহিত হওয়ার আগে নারীর জন্য পুনর্বিবাহ বৈধ নয়।

চার ঃ এ আয়াত থেকে এ বিধানও বের হয় যে, ইদ্দত পালন করা স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার। স্বামীর অধিকার এজন্য যে, সে ইদ্দত পালনকালীন অবস্থায় স্বামী চাইলে স্ত্রীকে ফিরিয়ে নিতে পারে। তা ছাড়া স্ত্রী গর্ভবতী কিনা এবং গর্ভবতী হলে স্বামীর সন্তানের বংশ প্রমাণ করার জন্যও স্ত্রীর ইদ্দত পালন করা স্ত্রীর ওপর স্বামীর অধিকার।

অপরদিকে এটা আল্লাহর শরীয়তের অধিকার। কেননা শরীয়ত এ অধিকার সংরক্ষণ করা জরুরী মনে করে। তাই যদি কোনো স্বামী স্ত্রীকে লিখে দেয় যে, আমার মৃত্যুর পর অথবা তোমাকে তালাক দেয়ার পর তোমাকে ইদ্দত পালন করতে হবে না, তাহলে স্ত্রীর ওপর ইদ্দত পালন ওয়াজিব হবে না ; কিন্তু শরীয়ত কোনো অবস্থায়-ই ইদ্দত পালন থেকে স্ত্রীকে অব্যহতি দেয় না।

পাঁচ ঃ আয়াতে উল্লিখিত "তাদেরকে কিছু ভোগ্য সামগ্রী দিয়ে দাও এবং তাদেরকে উত্তমভাবে বিদায় দিয়ে দাও" এর হুকুম নিম্নোক্ত দু' পদ্ধতি থেকে কোনো একটি পদ্ধতিতে পালন করতে হবে।

যদি বিয়ের সময় মহর নির্ধারিত হয়ে থাকে এবং একান্ত নির্জনবাসের আগে তালাক দিয়ে দেয়া হয় তাহলে এ অবস্থায় অর্ধেক মহর দেয়া ওয়াজিব হয়ে যাবে। এর বেশী কিছু দিলে তা মুস্তাহাব হিসেবে গণ্য হবে। আর যদি বিয়ের সময় মহর নির্ধারিত না থাকে তাহলে তাকে কিছু ভোগ্য সামগ্রী দিয়ে বিদায় করতে হবে। আর কিছু ভোগ্য সামগ্রী এর পরিমাণ হবে স্বামীর মর্যাদা ও সামর্থ অনুযায়ী। ফকীহদের একটি দলের মতে বিয়ের সময় মহর নির্ধারিত থাক বা না থাক উভয় অবস্থায়ই 'মুতা-ই তালাক' দিতে হবে। আর মুতা-ই তালাক এমন সম্পদকে বলা হয় যা তালাক দিয়ে বিদায় করার সময় স্ত্রীকে দিতে হয়।

ছয় ঃ 'উত্তমভাবে বিদায় করা'র অর্থ শুধু 'কিছু ভোগ্য সামগ্রী' দিয়ে বিদায় করাই নয়, বরং এ অর্থও এতে রয়েছে যে, স্ত্রীকে কোনো অপবাদ না দিয়ে এবং বেইয্যত না করে ভালভাবে আলাদা হয়ে যাওয়া। কারো যদি কোনো কারণে স্ত্রীকে পছন্দ না হয় তাহলে তার বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ না দিয়ে তাকে ভালো লোকদের মতো বিদায় করে দিতে হবে। কুরআনের আয়াত থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, তালাকের প্রয়োগ কোনো সালিশ বা আদালতের অনুমতির ওপর নির্ভরশীল নয়। এরূপ করা ইসলামী শরীয়তের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। আয়াতের মর্ম অনুযায়ী তালাকের ইখতিয়ার ও দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে স্বামীর ওপর নির্ভরশীল। তালাক প্রয়োগকে সালিশ বা আদালতের অনুমতির সাথে সম্পর্কিত করলে "ভালোভাবে বিদায়" করার সম্ভাবনা আর থাকে না। স্বামী না চাইলেও অপমান, বেইয্যতি ও দুর্নামের বোঝা বহন করতেই হয়। আয়াতের শব্দাবলী থেকে যে উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, তাহলো তালাকের ইখতিয়ার ও দায়িত্ব স্বামীর ওপরই থাকবে। স্বামী যদি স্ত্রীকে স্পর্শ করার আগে তালাক দিয়ে দেয়, তাহলে অর্ধেক মহর ও কিছু ভোগ্য সামগ্রী স্ত্রীকে দিয়ে তাকে বিদায় করতে হবে। যার ফলে স্বামী তালাকের ইখতিয়ারকে যাচ্ছে তাই ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ তালাক দিলেই তার ওপর একটি আর্থিক বোঝা চাপবে। তালাকের ইখতিয়ার ও দায়িত্ব একান্তভাবে স্বামীর

النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الّٰتِيٓ اٰتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ

নবী! আমি অবশ্যই আপনার স্ত্রীদেরকে আপনার জন্য হালাল করে দিয়েছি, যাদেরকে আপনি তাদের মহর দিয়ে দিয়েছেন[৮৭] এবং (সেসব নারীদেরকেও) যারা মালিকানায় এসেছে।

يَمِينُكَ مِمَّآ أَفَآءَ اللّٰهُ عَلَيْكَ وَبَنٰتِ عَمِّكَ وَبَنٰتِ عَمّٰتِكَ وَ

আপনার হস্তগত হয়ে (দাসীগণ), তা থেকে যা আল্লাহ আপনাকে গণীমত হিসেবে দিয়েছেন এবং আপনার চাচার কন্যাদেরকে ও আপনার ফুফুর কন্যাদেরকে, আর

بَنٰتِ خَالِكَ وَبَنٰتِ خٰلٰتِكَ الّٰتِيْ هَاجَرْنَ مَعَكَ ز وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً

আপনার মামার কন্যাদেরকে ও আপনার খালার কন্যাদেরকে যারা আপনার সাথে হিজরত করেছে এবং এমন মু'মিন নারীকে

النَّبِيُّ-নবী ; إِنَّا-আমি অবশ্যই ; أَحْلَلْنَا-হালাল করে দিয়েছি ; لَكَ-আপনার জন্য ; أَزْوَاجَكَ-(ازواج+ك)-আপনার স্ত্রীদেরকে ; الّٰتِيٓ-যাদেরকে ; اٰتَيْتَ-আপনি দিয়ে দিয়েছেন ; أُجُورَهُنَّ-(اجور+هن)-তাদের মহর ; وَ-এবং ; مَا-(সেসব নারীদেরকেও) যারা ; مَلَكَتْ-মালিকানায় এসেছে ; يَمِينُكَ-(يمين+ك)-আপনার হস্তগত হয়ে (দাসীগণ) ; مِمَّآ-তা থেকে যা ; أَفَآءَ-গণীমত হিসেবে দিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلَيْكَ-আপনাকে ; وَ-এবং ; بَنٰتِ-কন্যাদেরকে ; عَمِّكَ-(عم+ك)-আপনার চাচার ; وَ-ও ; بَنٰتِ-কন্যাদেরকে ; عَمّٰتِكَ-(عمت+ك)-আপনার ফুফুর ; وَ-আর ; بَنٰتِ-কন্যাদেরকে ; خَالِكَ-(خال+ك)-আপনার মামার ; وَ-ও ; بَنٰتِ-কন্যাদেরকে ; خٰلٰتِكَ-(خالت+ك)-আপনার খালার ; الّٰتِيْ-যারা ; هَاجَرْنَ-হিজরত করেছে ; مَعَكَ-(مع+ك)-আপনার ; وَ-এবং ; امْرَأَةً-এমন নারীকে ; مُّؤْمِنَةً-মু'মিন ;

ওপর থাকার কারণে পরিবারিক গোপনীয়তাও রক্ষা পাবে এবং বাইরের কোনো হস্তক্ষেপ হওয়ার সুযোগও এতে থাকবে না, বরং তালাক দেয়ার কারণ কারো কাছে সে প্রকাশ করতেও বাধ্য হবে না। ফলে স্ত্রীর দোষও গোপন থাকবে এবং তার বিদায়টাও আয়াতের মর্ম অনুসারে ভালোভাবেই হবে।

৮৭. অর্থাৎ সাধারণ মুসলমানদের স্ত্রীদের সংখ্যা সর্বোচ্চ চারজন পর্যন্ত সীমা যেমন আল্লাহ্-ই নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তেমনি তাঁর নবীর জন্য তিনি চার-এর সীমা নির্দিষ্ট করেননি। এ আয়াত যখন নাযিল হয় তখন রাসূলুল্লাহ স.-এর স্ত্রীদের সংখ্যা ছিল পাঁচজন। হযরত যয়নব রা. ছিলেন পঞ্চম স্ত্রী। কাফির মুশরিক ও মুনাফিকরা হযরত যয়নব রা.-কে বিয়ে করার পর যে আপত্তি তুলেছিল এখানে আল্লাহ তা'আলা তার জবাব দিয়েছেন যে, হে নবী! আপনি যে পাঁচজন স্ত্রীর মহর আদায় করে দিয়েছেন, তাঁদেরকে আমি আপনার জন্য

إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا ۖ خَالِصَةً

যদি সে তার নিজেকে নবীর কাছে সমর্পণ করে—যদি নবী চান তাকে বিয়ে করতে[৮৮] ; (এ হুকুম) বিশেষভাবে

لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ۗ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ

আপনার জন্য অন্য মু'মিনদের ছাড়া[৮৯] ; আমি নিঃসন্দেহে তা জানি যা আমি তাদের (মু'মিনদের) জন্য নির্ধারণ করেছি তাদের স্ত্রীদের ব্যাপারে

اِنْ-যদি ; وَهَبَتْ-সে সমর্পণ করে ; نَفْسَهَا-(نفس+ها)-তার নিজেকে ; لِلنَّبِيِّ-নবীর কাছে ; اِنْ-যদি ; اَرَادَ-চান ; النَّبِيُّ-নবী ; اَنْ يَسْتَنْكِحَهَا-(ان يستنكح+ها)-তাকে বিয়ে করতে ; خَالِصَةً-(এ হুকুম) বিশেষভাবে ; لَكَ-আপনার জন্য ; مِنْ دُوْنِ-ছাড়া ; الْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদের ; قَدْ عَلِمْنَا-আমি নিঃসন্দেহে জানি ; مَا-তা, যা ; فَرَضْنَا-আমি নির্ধারণ করেছি ; عَلَيْهِمْ-তাদের জন্য ; فِي-ব্যাপারে ; اَزْوَاجِهِمْ-(ازواج+هم)-তাদের স্ত্রীদের ;

হালাল করে দিয়েছি। এ জবাব আল্লাহ কাফির-মুশরিক ও মুনাফিকদেরকে নিশ্চিন্ত করার উদ্দেশ্যেই দেননি, বরং তাদের আপত্তির কারণে যেসব মুসলমানের মনে সংশয় সৃষ্টি হওয়ার আশংকা রয়েছে, তাদেরকে নিশ্চিন্ত করার উদ্দেশ্যেই দিয়েছেন। আল্লাহর ঘোষণা হলো—সাধারণ মুসলমানদের জন্য চারজন পর্যন্ত স্ত্রী রাখার সীমা যেমন আমিই দিয়েছি, তেমনি রাসূলকে এ সীমানার বাইরে রাখার আইনও আমিই করেছি। নবী নিজে এ সীমানা অতিক্রম করেননি।

৮৮. হযরত যয়নব রা. সহ পাঁচজন স্ত্রীর বাইরেও আল্লাহ তাআলা নিম্নোক্ত মহিলাদেরকে বিয়ে করার অনুমতিও দিয়েছেন—

এক ঃ এ অনুমতির প্রেক্ষিতে তিনি যুদ্ধবন্দিনীদের মধ্য থেকে হযরত রায়হানা রা., হযরত যুয়াইরিয়া রা. এবং হযরত সাফিয়্যা রা.-কে মুক্তি দান করে বিয়ে করেন। হযরত মারিয়া কিবতীয়া রা.-কে মিসর অধিপতি মুকাওকিস রাসূলল্লাহ স.-কে উপঢৌকন হিসেবে দান করেন। তিনি বাঁদী হিসেবে আল্লাহর অনুমতিক্রমেই তাঁর সাথে সহবাস করেন।

দুই ঃ তাঁর চাচাতো, মামাতো, ফুফাতো ও খালাতো বোনদের মধ্যে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করে দীনের জন্য তাঁর সাথে হিজরত করেছেন তাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা বিয়ে করার অনুমতিও আল্লাহ তা'আলা তাঁকে দেন। এর ভিত্তিতে তিনি হযরত উম্মে হাবীবাকে ৭ম হিজরীতে বিয়ে করেন। (এ আয়াতে পরোক্ষভাবে ইয়াহুদী ও খৃস্ট ধর্ম থেকে ইসলামী শরীয়া-কে আলাদা করে দেয়া হয়েছে। ইসলামী শরীয়ত অনুসারে মামাতো, ফুফাতো, চাচাতো ও খালাতো বোনদের বিবাহ করা জায়েয। আর খৃস্ট ধর্মে সাত পুরুষ পর্যন্ত

وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

এবং তাদের (ব্যাপারে) যাদের মালিক হয়েছে তাদের হাতসমূহ (দাসীগণ) (এটা এজন্য করেছি) যাতে আপনার কোনো অসুবিধা না হয়[৯০], আর আল্লাহ্ হলেন, অত্যন্ত ক্ষমাশীল

وَ-এবং ; مَا-তাদের (ব্যাপারে) যাদের ; مَلَكَتْ-মালিক হয়েছে ; أَيْمَانُهُمْ-(ايمان+هم)-তাদের হাতসমূহ (দাসীগণ) ; لِكَيْلَا يَكُونَ-(এটা এজন্য করেছি) যাতে না হয় ; عَلَيْكَ-আপনার ; حَرَجٌ-কোনো অসুবিধা ; وَ-আর ; كَانَ-হলেন ; اللَّهُ-আল্লাহ; غَفُورًا-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ;

বংশধারা মিলে যায় এমন মহিলাকে বিয়ে করা অবৈধ। অপরদিকে ইয়াহুদী ধর্মে সহোদর ভাইয়ের মেয়ে ও সহোদর বোনের মেয়েকে বিয়ে করা বৈধ)।

তিন ঃ এ আয়াতে এমন মহিলাকেও বিয়ে করা রাসূলের জন্য হালাল ঘোষণা করা হয়েছে, যে নিজেকে মহর ছাড়াই হিবা তথা দান করতে আগ্রহী। এ অনুমতির প্রেক্ষিতে তিনি হযরত মায়মুনা রা.-কে ৭ম হিজরীর শাওয়াল মাসে বিয়ে করেন। তবে তিনি হিবার সুযোগ নিয়ে বিনা মহরে তাঁকে বিয়ে করেননি, বরং মহর দিয়েই বিয়ে করেছেন।

৮৯. এ আয়াত (৫০ আয়াত) থেকে এমন কিছু সুবিধা ও বিধান জানতে পারা যায় যা একমাত্র রাসূলুল্লাহ স.-এর জন্যই নির্দিষ্ট, অন্য কোনো মুসলমানের জন্য এ সুবিধা ও বিধান কার্যকর নয়। যেমন একই সাথে চার-এর অধিক স্ত্রী রাখা ; কোনো মহিলার নিজেকে কোনো পুরুষের জন্য মহরবিহীনভাবে হিবা করা এবং কোনো পুরুষের মহরবিহীন কোনো মহিলাকে গ্রহণ করা। কুরআন হাদীসের মাধ্যমে রাসূলের জন্য আরো বিশেষ কিছু বিধান পাওয়া যায় যা অন্য অন্য মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য নয়। রাসূলুল্লাহ স.-এর জন্য তাহাজ্জুদ নামায ফরয হওয়া, যা অন্য মুসলমানের জন্য নফল; রাসূলুল্লাহ স. ও তাঁর পরিবারবর্গের জন্য সাদকা গ্রহণ হারাম হওয়া, যা অন্য মুসলমানের জন্য হারাম নয় ; রসূলুল্লাহ স.-এর মীরাস বণ্টনযোগ্য না হওয়া, কিন্তু অন্য সকলের মীরাস বণ্টনযোগ্য হওয়া ; রাসূলুল্লাহ স.-এর জন্য স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বিধান ফরয ছিল না, কিন্তু অন্য সকলের জন্য তা ফরয ; তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর স্ত্রীগণ অন্য সকল মুসলমানের জন্য মায়ের মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া তাদেরকে বিয়ে করা হারাম হওয়া এবং কোনো কিতাবী মহিলাকে বিয়ে করা তাঁর জন্য হারাম হওয়া, যা অন্য মুসলমানের জন্য হারাম নয়।

৯০. অর্থাৎ মু'মিনদের জন্য স্ত্রীর সীমা চার-এ নির্ধারণ করা ও বাঁদীদের ব্যাপারে বিধান দেয়া এবং রাসূলুল্লাহ স.-কে তা থেকে আলাদা রাখার কল্যাণ ও সুবিধা সম্পর্কে আল্লাহ-ই ভালো জানেন। মূলত রাসূলুল্লাহ স. যে কয়জন স্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন, সবই দীনী প্রয়োজনেই করেছিলেন। একটি অগোছালো, অসংগঠিত ও উচ্ছৃংখল জাতিকে উন্নত, রুচিশীল ও সুসভ্য জাতিতে পরিণত করা ছিলো তাঁর নবুওয়াতের দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পুরুষদের অনুশীলন দেয়াই যথেষ্ট ছিলো না ; বরং তৎসঙ্গে মহিলাদের প্রশিক্ষণ দানও জরুরী ছিলো। কিন্তু তাঁর প্রচারিত দীনের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষের অবাধ

رَحِيمًا ۞ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُـْٔوِيٓ إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ ۖ وَمَنِ

পরম দয়ালু। ৫১. আপনি তাদের (স্ত্রীদের) মধ্য থেকে যাকে চান দূরে রাখবেন এবং আপনি যাকে চান আপনার কাছে রাখবেন ; আর যাদেরকে

ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَنْ تَقَرَّ

আপনি দূরে রেখেছিলেন তাদের মধ্য থেকে কাউকে যদি আপনি (আবার) কামনা করেন তাহলে আপনার কোনো গুনাহ নেই ; এটা অধিক নিকটবর্তী যে, শীতল হবে

رَحِيمًا-পরম দয়ালু। (৫১) تُرْجِي-আপনি দূরে রাখবেন ; مَنْ-যাকে ; تَشَاءُ-চান ; مِنْهُنَّ-তাদের মধ্য থেকে ; وَ-এবং ; تُـْٔوِيٓ-আপনি কাছে রাখবেন ; إِلَيْكَ-আপনার ; مَنْ-যাকে ; تَشَاءُ-আপনি চান; وَ-আর ; مَنِ-যাকে ; ابْتَغَيْتَ-আপনি (আবার) কামনা করেন ; مِمَّنْ-তাদের মধ্য থেকে যাদেরকে ; عَزَلْتَ-আপনি দূরে রেখেছিলেন ; فَلَا جُنَاحَ-(ف+لاجناح)-তাহলে নেই কোনো গুনাহ ; عَلَيْكَ-আপনার ; ذَٰلِكَ-এটা ; أَدْنَىٰٓ-অধিক নিকটবর্তী ; أَنْ-যে ; تَقَرَّ-শীতল হবে ;

মেলা-মেশাও বৈধ ছিলো না। আর তাঁর পক্ষে দীনের মূলনীতিতে পরিবর্তন করে অবাধ মেলামেশার মাধ্যমে নারীদের প্রশিক্ষণ দান-ও সম্ভব ছিলো না। অতএব দীনের উদ্দেশ্য সাধনে তাঁর জন্য একটি পথই খোলা ছিলো, আর তা হলো বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন বুদ্ধিবৃত্তি যোগ্যতা সম্পন্ন মহিলাকে বিবাহের মাধ্যমে তাঁর সংস্পর্শে এনে তাদেরকে প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে তাঁর সাহায্য করার যোগ্যতা সম্পন্ন করে গড়ে তোলা। অতপর তাদের মাধ্যমে সমাজের সকল শ্রেণীর সকল বয়সের যুবতী, পৌঢ়া ও বৃদ্ধা নারীদের মধ্যে দীনের মূলনীতিসমূহের শিক্ষা-প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা। কারণ নারীদেরকে বাদ দিয়ে কোনো সভ্যতা-ই পূর্ণাঙ্গভাবে গড়ে উঠতে পারে না।

তাছাড়া শত শত বছর থেকে যে জাহেলী সভ্যতা শিকড় গেড়ে বসে ছিলো তা উৎখাত করে তাওহীদ ভিত্তিক ইসলামী সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করা ছিল রাসূলের মূল দায়িত্ব। এ দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে অনিবার্যভাবে তাঁকে জাহেলী জীবনব্যবস্থার অনুসারী ও পৃষ্ঠপোষকদের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল। গোত্রীয় জীবনধারার অনুসারী শত্রুদের শত্রুতাকে নিষ্ক্রীয় করার জন্য বিভিন্ন গোত্রের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়োজনে এসব গোত্রের মেয়েদের বিয়ে করে নেয়া ছিলো অন্যতম উপায়। তাই তিনি এমন মেয়েদেরকে বিয়ের জন্য নির্বাচন করেন, যাদের মাধ্যমে দীনের প্রচার কার্যের সাথে সাথে উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়। এ উদ্দেশ্যেই তিনি হযরত আবু বকর রা.-এর কন্যা হযরত আয়েশা রা. এবং হযরত ওমর রা.-এর কন্যা হযরত হাফসা রা.-কে বিয়ে করেন। এতে করে তিনি দুই প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করে ফেলেন। হযরত উম্মে সালামাহ রা. এমন এক পরিবারের মেয়ে যার সম্পর্ক ছিলো আবু জেহেল ও খালিদ ইবনে ওলীদের সাথে। হযরত উম্মে হাবীবা রা. ছিলেন আবু সুফিয়ানের

أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ

তাদের চোখগুলো ; এবং তারা দুঃখিত হবে না ও তারা সবাই সন্তুষ্ট থাকবে সে সম্পর্কে, যা আপনি তাদেরকে দিয়েছেন[৯১] ; আর আল্লাহ জানেন

مَا فِي قُلُوبِكُمْ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿٥١﴾ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ

যা আছে তোমাদের অন্তরে ; আর আল্লাহ হলেন মহাজ্ঞানী পরম ধৈর্যশীল[৯২]।
৫২. হালাল নয় আপনার জন্য অন্য কোনো নারী—

أَعْيُنُهُنَّ-(اعين+هن)-তাদের চোখগুলো ; وَ-এবং ; لَا يَحْزَنَّ-তারা দুঃখিত হবে না; وَ-ও ; يَرْضَيْنَ-তারা সন্তুষ্ট থাকবে ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; آتَيْتَهُنَّ-(اتيت+هن)-আপনি তাদেরকে দিয়েছেন ; كُلُّهُنَّ-সবাই ; وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ ; يَعْلَمُ-জানেন; مَا-যা আছে ; فِي قُلُوبِكُمْ-(فى+قلوب+كم)-তোমাদের অন্তরে ; وَ-আর ; كَانَ-হলেন ; اللَّهُ-আল্লাহ ; عَلِيمًا-মহাজ্ঞানী ; حَلِيمًا-পরম ধৈর্যশীল। ﴿٥٢﴾ لَا يَحِلُّ-হালাল নয় ; لَكَ-আপনার জন্য ; النِّسَاءُ-অন্য কোনো নারী ;

মেয়ে। উপরোক্ত বিয়েসমূহের কারণে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলোর শত্রুতা অনেকাংশই কমে যায়। এমনকি হযরত উম্মে হাবীবা রা.-কে বিয়ের কারণে আবু সুফিয়ান আর কখনো রাসূলুল্লাহ স.-এর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেননি। এমনিভাবে তাঁর তিনজন স্ত্রী ছিলেন ইয়াহুদী পরিবারের মেয়ে। তাঁরা ছিলেন হযরত সাফিয়্যা রা., হযরত জুয়াইরিয়া ও হযরত রায়হানা রা. এঁদেরকে বিয়ে করার পর রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে ইয়াহুদীদের শত্রুতা অনেকাংশে কমে যায়। সে যুগের রীতি অনুসারে কোনো লোকের সাথে যদি কোনো গোত্রের কোনো মেয়ের বিয়ে হতো, তাকে গোত্রের সবাই জামাতা হিসেবে মনে করতো। আর জামাতার সাথে যুদ্ধ করাকে লজ্জাজনক কাজ মনে করতো।

সামাজিক বদ রসম সংস্কারের জন্য তিনি হযরত যয়নব রা.-কে বিয়ে করেন। এভাবে ইসলামকে সার্বজনীন 'দীনে হক' হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই চার-এর অধিক বিয়ে তাঁকে করতে হয়। সাধারণ মুসলমানের জন্য স্ত্রীর সর্বোচ্চ সংখ্যা চার-এ সীমিত রাখা, বাঁদীদের ব্যাপারে দেয় বিধান এবং রাসূলের জন্য দেয় বিধান-এর প্রকৃত কল্যাণকর দিকগুলো আল্লাহই ভাল জানেন।

৯১. অর্থাৎ উম্মাহতুল মু'মিনীন তথা রাসূলের পবিত্র স্ত্রীগণ তাঁদের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত ফায়সালা সানন্দে মেনে নিয়েছিলেন। রাসূলের মতো মহান ব্যক্তির স্ত্রী হতে পারা, দীনের ক্ষেত্রে যাদের অবদান সম্পর্কে কিয়ামত পর্যন্ত মানুষ স্মরণ করবে, যারা মুসলিম উম্মাহর কাছে তাদের মাতাদের সম্মানে ভূষিত হয়েছেন ; বিশ্বমানবতার কল্যাণে নিবেদিত প্রাণ সাহাবায়ে কিরামের তালিকায় যাদের নাম কিয়ামত পর্যন্ত চিরভাস্বর হয়ে থাকবে তাঁরা অবশ্যই আল্লাহর ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকবেন—এটাই স্বাভাবিক।

مِنْۢ بَعْدُ وَلَآ اَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ اَزْوَاجٍ وَّلَوْ اَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ

এরপর, আর না তাদের (স্ত্রীদের) পরিবর্তে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা আপনার জন্য (হালাল), যদিও তাদের সৌন্দর্য আপনাকে মুগ্ধ করে[৯৩]

اِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيْبًا ۟

আপনার মালিকানাধীন দাসীগণ ছাড়া (তাদের ব্যাপার আলাদা)[৯৪] ; আর আল্লাহ হলেন সকল কিছুর ওপর সজাগ দৃষ্টিদানকারী।

مِنْ بَعْدُ-এরপর ; وَ-আর ; لَآ-না ; اَنْ تَبَدَّلَ-আপনার জন্য পরিবর্তে গ্রহণ করা (হালাল) ; بِهِنَّ-তাদের ; مِنْ اَزْوَاجٍ-অন্য স্ত্রী ; وَلَوْ-যদিও ; اَعْجَبَكَ-(اعجب+ك) আপনাকে মুগ্ধ করে ; حُسْنُهُنَّ-(حسن+هن)-তাদের সৌন্দর্য ; اِلَّا-তবে ; مَا-যা ; مَلَكَتْ يَمِيْنُكَ-আপনার মালিকানাধীন ; وَ-আর ; كَانَ-হলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; عَلٰى-ওপর ; كُلِّ-সকল ; شَيْءٍ-কিছুর ; رَّقِيْبًا-সজাগ দৃষ্টিদানকারী।

রাসূলুল্লাহ স.-এর সংগ্রামী জীবনকে সংকটমুক্ত রাখার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্ত্রীদের মধ্যে সমতা বিধানের দায়িত্ব থেকে তাঁকে যদিও মুক্ত করে দিয়েছেন, তথাপিও তিনি তাঁদের মধ্যে সমতা রক্ষা করেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী আয়েশা রা. সাক্ষ্য দেন যে, রাসূলুল্লাহ স. পালা বন্টনের ক্ষেত্রে আমাদের কাউকে কারো উপর প্রাধান্য দিতেন না।" হযরত আয়েশা রা. আরও বলেন যে, রাসূলুল্লাহ স. যখন শেষ রোগে আক্রান্ত হন এবং চলাফেরা তাঁর জন্য অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে, তখন তিনি সকল স্ত্রীর কাছে এ মর্মে অনুমতি চান যে, আমাকে আয়েশার কাছে থাকতে দাও, তখন সবার অনুমতিক্রমে তিনি আমার কাছে থাকেন।

৯২. এখানে রাসূলুল্লাহ স.-এর পবিত্র স্ত্রীগণের উদ্দেশ্যে এ বিষয়ে সতর্কবাণী যে, আল্লাহর ফায়সালায় তারা যদি অন্তরে দুঃখবোধ করে, তবে আল্লাহ্ অন্তরের খবর সম্পর্কেও অবগত। তোমরা তাঁর পাকড়াও হতে রেহাই পাবে না। সাথে সাথে সমস্ত মুসলিম উম্মাহর জন্যও এতে এ মর্মে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে যে, রাসূলের দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে যদি তোমাদের মনে কোনো ভুল ধারণা পোষণ করো, অথবা চিন্তা-চেতনার কোনো এক পর্যায়েও কোনো বক্রচিন্তা মনের গভীরে লালন করে থাক তবে তা-ও আল্লাহর কাছে গোপন থাকবে না। তবে আল্লাহ্ অত্যন্ত সহনশীল যদি কারো মনে এ ধরনের কুচিন্তা জেগেও থাকে সে যদি তা মন থেকে বের করে দেয়, তাহলে আল্লাহর কাছে ক্ষমা পাওয়ার আশা করা যায়।

৯৩. অর্থাৎ আপনার স্ত্রীগণ যখন যে কোনো পরিস্থিতিতে আপনার সাথে থাকতে প্রস্তুত তখন এঁদের কাউকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা আপনার জন্য বৈধ নয়। অথবা এর অর্থ

এটাও হতে পারে যে, আপনার জন্য যে নারীদেরকে হালাল ঘোষণা করা হয়েছে, তারা ছাড়া এখন আর কোনো নারী আপনার জন্য হালাল নয়।

৯৪. অর্থাৎ নির্ধারিত বিবাহিত স্ত্রীগণ ছাড়া নিজ মালিকানাধীন দাসীদের সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন ইসলামী শরীয়তে বৈধ করা হয়েছে। তবে এদের সংখ্যা নির্ধারিত করে দেয়া হয়নি। শরীয়ত এদেরকে আলাদা গোষ্ঠী হিসেবে বর্ণনা করেছে। কুরআন মাজীদের যে কয়টি স্থানে দাসীদের সম্পর্কে বিধান দেয়া হয়েছে তার কোথাও তাদের সংখ্যা সর্বোচ্চ কতো হবে তা নির্ধারিত করে দেয়া হয়নি, অথচ সাধারণ মুসলিম জনগণের জন্য স্ত্রীদের সংখ্যা সর্বোচ্চ চার-এ নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। আর এখানে রাসূলুল্লাহ স.-কে বলা হয়েছে যে, আপনার স্ত্রীদের মধ্য থেকে কাউকে তালাক দিয়ে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা আপনার জন্য হালাল নয় ; কিন্তু আপনার মালিকানাধীন নারীগণ আপনার জন্য হালাল। এ থেকে পরিষ্কার জানা যায় যে, মালিকানাধীন নারীদের জন্য এখানে কোনো সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়নি।

মালিকানাধীন বাঁদীদের সম্পর্কে ইসলাম যে বিধান দিয়েছে তা মানুষের প্রয়োজনেই দিয়েছে। এ বিধান থেকে সুযোগ গ্রহণ করে অবাধে বাঁদী রেখে নিছক যৌন-লালসা পূরণের জন্য দেয়া হয়নি। যেমন স্ত্রীদের সংখ্যা চার-এ সীমিত রেখে মানুষের প্রয়োজনেই বিধান দেয়া হয়েছিল, এখন কেউ যদি চারজন মহিলাকে বিয়ে করে কিছুদিন স্ত্রী হিসেবে ব্যবহার করার পর তাদেরকে তালাক দিয়ে দেয় এবং নতুন করে চারজনকে বিয়ে করে—এভাবে সে যদি করতেই থাকে, তবে এটা হবে আইনের সুযোগে অসৎ যৌন-লালসা পূরণের নামান্তর।

৬ষ্ঠ রুকূ (৪১-৫২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হক-এর সাথে বাতিলের সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি একটি রীতি। কিয়ামত পর্যন্ত কম-বেশী এটা চলতেই থাকবে। এমতাবস্থায় পরিস্থিতি যেমনই হোক, মু'মিনদের কাজ হবে সদা-সর্বদা আল্লাহর স্মরণ-কে অন্তরে জাগরুক রাখা।

২. নিজেকে সদা-সর্বদা আল্লাহর যিকির তথা স্মরণে লিপ্ত রাখার উপায় হলো আল্লাহর নির্ধারিত বিধি-নিষেধ মেনে চলার সাথে সাথে সকল কাজে রাসূলুল্লাহ স. কর্তৃক অনুসৃত মাসনূন দোয়াসমূহের আমল জারী রাখা।

৩. আল্লাহর দীনের প্রতি যাদেরকে আল্লাহ হিদায়াত দান করেছেন, তাদের ওপর আল্লাহ বিরাট রহমত করেছেন। এ রহমতের কোনো তুলনা নেই।

৪. মু'মিনদের জন্য আল্লাহর ফেরেশতারাও তাঁর কাছে রহমত প্রার্থনা করেন। আর ফেরেশতাদের দোয়া অবশ্যই গৃহীত হয়ে থাকে বলে আশা করা যায়।

৫. ঈমানের কারণেই মু'মিনদের শ্রেষ্ঠত্ব। আর এ শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের যত মর্মজ্বালা।

৬. আখিরাতে মু'মিনরা আল্লাহর রাসূল ও ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে 'সালাম'-এর মাধ্যমে সংবর্ধিত হবে।

৭. মু'মিনরাও আল্লাহর সালামের জবাবে তাঁর প্রশংসা-মহিমা ঘোষণারত থাকবে।

৮. আল্লাহ তা'আলাই যেখানে তাঁর প্রিয় রাসূলের মর্যাদা উর্ধে তোলার দায়িত্ব নিয়েছেন, সেখানে দুনিয়ার কোনো শক্তিই তাঁর মর্যাদাকে ভূলুণ্ঠিত করতে সক্ষম হয়নি, আর ভবিষ্যতেও সক্ষম হবে না।

৯. আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের জন্য এমন এক সম্মানজনক প্রতিদান তৈরী করে রেখেছেন, যা কেউ কল্পনা-ও করতে পারে না।

১০. আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় শেষ নবীকে মানব জাতির জন্য তাঁর দীনে হকের পক্ষে সাক্ষী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন।

১১. রাসূলের এ সাক্ষ্য প্রদান তিন পর্যায়ে বিভক্ত। (১) মৌখিক সাক্ষ্য, (২) কাজের মাধ্যমে সাক্ষ্য, (৩) আখিরাতে আল্লাহর সামনে অনুষ্ঠিতব্য বিচার কার্যের সময় দেয়া সাক্ষ্য।

১২. রাসূলুল্লাহ স. বিশ্বের মানুষের সামনে আল্লাহর দীন যথাযথভাবে প্রচারের মাধ্যমে তাঁর মৌখিক সাক্ষ্য প্রদানের দায়িত্ব পূর্ণাংগভাবে পালন করে গেছেন।

১৩. রাসূলুল্লাহ স. তাঁর দীনকে পূর্ণাংগভাবে প্রতিষ্ঠিত করার মাধ্যমে এবং নিজে সেই দীনে হকের পূর্ণাংগ ও বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁর কর্মগত সাক্ষ্যও প্রদান করেছেন।

১৪. আখিরাতে হাশরের ময়দানে তিনি আল্লাহর সামনে তাঁর ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন বলে সাক্ষ্য দেবেন।

১৫. শেষ দিবসের এ সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই বিচারকার্য অনুষ্ঠিত হবে। এর ভিত্তিতেই কেউ জান্নাত পাবে আর কেউ পাবে জাহান্নাম।

১৬. আখিরাতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের ওপর বিশেষভাবে রহমত বর্ষণ করবেন।

১৭. রাসূল যেসব কাজের শুভ পরিণামের সুসংবাদ দিয়েছেন, সেসব কাজ অবশ্যই শুভ পরিণাম বয়ে আনবে, কেননা তাঁর সুসংবাদ কখনো মিথ্যা হতে পারে না। কারণ তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমতা প্রাপ্ত দায়িত্বশীল। অতএব সেগুলো অবশ্যই পালনীয়।

১৮. রাসূল যেসব কাজের অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করেছেন তা সম্পূর্ণ সত্য। সুতরাং সেসব কাজে নিশ্চিত অশুভ পরিণাম বয়ে আনবে। অতএব সেগুলো বর্জনীয়।

১৯. রাসূল আল্লাহর পক্ষ থেকে নিযুক্ত দীনের আহ্বায়ক তথা প্রচারক। সুতরাং তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়া মানব জাতির প্রত্যেক সদস্যের পরিত্রাণের একমাত্র উপায়।

২০. রাসূল এমন একটি উজ্জ্বল বাতি যার আলোকেই সারা বিশ্বের জাহেলিয়াতের অন্ধকার দূরীভূত হতে পারে।

২১. আল্লাহর নির্দেশ পালনে দুনিয়ার কোনো বাতিল শক্তির পরোয়া করা যাবে না। সকল প্রকার যুল্ম-নির্যাতনকে উপেক্ষা করে দীনের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

২২. মু'মিন নারীদের জন্য বিধান হলো—তাদেরকে বিয়ে করার পর একান্ত নির্জনবাসের আগেই যদি তালাক দিয়ে দেয়া হয়, তাহলে তাদেরকে তালাকের ইদ্দত পালন করতে হবে না। অর্থাৎ তালাকের পরপর তারা অন্য পুরুষের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে।

২৩. উপরোক্ত অবস্থায় মু'মিন পুরুষদের কর্তব্য তাদের তালাকপ্রাপ্ত স্ত্রীকে কিছু ভোগ্য সামগ্রী দিয়ে উত্তম আচরণের মাধ্যমে বিদায় করে দেয়া।

২৪. আল্লাহর তা'আলা তাঁর নবীর জন্য স্ত্রীদের সংখ্যা মু'মিনদের জন্য নির্ধারিত চার-এর মধ্যে সীমিত রাখেননি। দীন প্রচারের খাতিরেই নবীর জন্য এ বিধান রাখা হয়েছে।

২৫. বিভিন্ন যুদ্ধে গ্রেফতারকৃত এমন নারীদেরকেই সামাজিক কল্যাণেই বাঁদী হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে যাদেরকে তাদের অভিভাবকরা বন্দী বিনিময় বা মুক্তিপণ দিয়ে ছাড়িয়ে নেয়নি।

২৬. সহোদর বোন ছাড়া অন্য বোনদেরকে বিয়ে করাকে ইসলামে বৈধ করা হয়েছে। এ ব্যবস্থা খৃষ্ট ধর্মের চরম ব্যবস্থা ও ইয়াহুদীদের লাগামহীন নীতির মাঝামাঝি একটি মধ্যম পন্থা।

২৭. খৃষ্টান সাত পুরুষের মধ্যে যে মেয়ের সাথে কোনো পুরুষের বংশ ধারা মিলে যায় তার সাথে বিবাহ হতে পারে না।

২৮. ইয়াহুদীদের মধ্যে আপন ভাইয়ের মেয়ে ও আপন বোনের মেয়েকেও বিবাহ করা বৈধ।

২৯. কোনো মু'মিন নারী যদি কোনো মু'মিন পুরুষের কাছে মহর বিহীন নিজেকে সমর্পণ করে। তাহলে কোনো মু'মিন পুরুষের জন্য মহর বিহীনভাবে এমন নারীকে বিয়ে করা বৈধ নয়।

৩০. রাসূলুল্লাহ স.-এর জন্যই নিজেকে হেবাকারিণী কোনো নারীকে মহর বিহীনভাবে বিবাহ করা বৈধ ছিলো। এ বৈধতা আল্লাহ-ই দান করেছেন।

৩১. মু'মিন স্ত্রীদের জন্য ও বাঁদীদের জন্য আল্লাহ তা'আলা যে বিধান দিয়েছেন, তার কল্যাণকারিতা তিনিই জানেন। তবে এসব বিধানই মানুষের কল্যাণে দেয়া হয়েছে, এটা সুনিশ্চিত।

৩২. বিবাহের ক্ষেত্রে রাসূলের জন্য যে বিধান দেয়া হয়েছে তা এজন্য করা হয়েছে, যাতে দীন প্রচারের ক্ষেত্রে তাঁর কোনো অসুবিধা না হয়।

৩৩. মু'মিন স্ত্রীদের জন্য রাসূলুল্লাহ স.-এর পবিত্র স্ত্রীগণই উত্তম আদর্শ। তাঁদেরকে অনুসরণ করে চললেই উভয় জাহানে কল্যাণ লাভ করা সম্ভব।

৩৪. রাসূলুল্লাহ স.-এর দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে কোনো প্রকার কুচিন্তা অন্তরে লালন করা আল্লাহর নিকট কঠিন শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৩৫. মানুষ হিসেবে শয়তানের প্ররোচনায় যদি কখনো কোনো বিরূপ চিন্তা অন্তরে জেগেও থাকে তবে আল্লাহর নিকট তাওবা করে ক্ষমা চাইতে হবে।

৩৬. আল্লাহ অত্যন্ত ধৈর্যশীল, তিনি কাউকে তাৎক্ষণিক পাকড়াও করেন না ; বরং নিজেকে সংশোধনের সুযোগ দেন। এ সুযোগকে কাজে লাগানোই বুদ্ধিমানের কাজ।

৩৭. দীনের প্রয়োজনে যে কয়জন স্ত্রী রাসূলের জন্য হালাল করা হয়েছিল তার বাইরে আর কোনো স্ত্রী রাখার তাঁর জন্য অনুমতি ছিল না।

৩৮. আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের সকল ব্যাপারেই সজাগ দৃষ্টি রাখেন, কোনো ব্যাপারই তাঁর সজাগ দৃষ্টির বাইরে নেই।

□

সূরা হিসেবে রুকূ'-৭
পারা হিসেবে রুকূ'-৪
আয়াত সংখ্যা-৬

۞ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَدْخُلُوا۟ بُيُوتَ ٱلنَّبِىِّ إِلَّآ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ

৫৩. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা নবীর ঘরে প্রবেশ করবে না,[৯৫] তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া ছাড়া

إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرَ نَٰظِرِينَ إِنَىٰهُ وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَٱدْخُلُوا۟ فَإِذَا

খাওয়ার জন্য, তোমরা অপেক্ষাকারীও থাকবে না সেই সময়ের জন্য ; তবে তোমাদেরকে যখন ডাকা হয় তখন তোমরা প্রবেশ করো[৯৬]; অতপর যখন

৫৩ يَٰٓأَيُّهَا-হে ; الَّذِينَ-যারা ; اٰمَنُوا-ঈমান এনেছো ; لَا تَدْخُلُوا-তোমরা প্রবেশ করবে না ; بُيُوتَ-ঘরে ; النَّبِىِّ-নবীর ; اِلَّا-ছাড়া ; اَنْ يُّؤْذَنَ-অনুমতি দেয়া ; لَكُمْ-তোমাদেরকে ; اِلٰى-জন্য ; طَعَامٍ-খাওয়ার ; غَيْرَ نٰظِرِيْنَ-তোমরা অপেক্ষাকারীও থাকবে না ; اِنٰىهُ-সেই সময়ের জন্য ; وَلٰكِنْ-তবে ; اِذَا-যখন ; دُعِيْتُمْ-তোমাদেরকে ডাকা হয় ; فَادْخُلُوا-(ف+ادخلوا)-তখন তোমরা প্রবেশ করো ; فَاِذَا-(ف+اذا)-অতপর যখন ;

৯৫. সূরা আন্ নূর-এ এ সম্পর্কে যে বিধান এ সূরার এক বছর পর নাযিল হয়েছে, এ সূরায় তার ভূমিকা হিসেবে অত্র আয়াত নাযিল হয়েছে। জাহেলী যুগে লোকেরা যখন-তখন নিঃসংকোচে একে অপরের ঘরে ঢুকে পড়তো, দরজায় দাঁড়িয়ে অনুমতি গ্রহণ করার কোনো নিয়ম মেনে চলতে তারা অভ্যস্ত ছিলো না। ঘরের ভেতরে ঢুকেই তারা গৃহস্বামী ঘরে আছে কিনা জানতে চাইতো। এ অনিয়মের কারণে অনেক সময় অনেক অঘটন সৃষ্টি হতো। এমনকি অনেক অনৈতিক ঘটনাও সৃষ্টি হতো। অতপর প্রথমত রাসূলুল্লাহ স.-এর গৃহে নিয়ম জারী করা হয় যে, কোনো ঘনিষ্ট বন্ধু-বান্ধব ও দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজনও বিনা অনুমতিতে তাঁর (নবীর) ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না। এর এক বছর পর সূরা আন্ নূর-এ এ সম্পর্কিত সাধারণ হুকুম নাযিল হয়।

৯৬. আরবদের মধ্যে জাহেলী যুগে একটি অশালীন অভ্যাস ছিল যে, তারা কোনো বন্ধু বা পরিচিত লোকের বাড়ীতে ঠিক খাবারের সময় গিয়ে উপস্থিত হতো অথবা আগে থেকে গৃহে এসে খাবার সময় পর্যন্ত বসে থাকতো এতে করে গৃহস্বামী মনে মনে বিরক্ত হলেও মুখে কিছু বলতে পারতো না। কারণ খাবার সময় যদি হঠাৎ করে একাধিক মেহমান এসে পড়ে, তখন তাদের খাবারের আয়োজন করা অনেকের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়তো। আবার বিনা দাওয়াতে আগে থেকে এসে খাবারের সময় পর্যন্ত বসে থাকাও ভদ্রতা বিরুদ্ধ আচরণ।

طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ ۚ إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى

তোমরা খাদ্য গ্রহণ শেষ করো তখন তোমরা চলে যাও এবং কোনো কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না[৯৭]; নিশ্চয়ই তোমাদের এ আচরণ কষ্ট দেয়

النَّبِىَّ فَيَسْتَحْىٖ مِنْكُمْ ۖ وَاللّٰهُ لَا يَسْتَحْىٖ مِنَ الْحَقِّ ۚ وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ

নবীকে এবং তিনি তোমাদেরকে (উঠিয়ে দিতে) সংকোচ বোধ করেন ; কিন্তু আল্লাহ সত্যের ব্যাপারে সংকোচবোধ করেন না ; আর যখন তোমরা তাঁদের (রাসূলের স্ত্রীদের) নিকট চাও

طَعِمْتُمْ-তোমরা খাদ্য গ্রহণ শেষ করো ; فَانْتَشِرُوْا-(ف+انتشروا)-তখন তোমরা চলে যাও ; وَ-এবং ; لَامُسْتَأْنِسِيْنَ-মশগুল হয়ে পড়ো না ; لِحَدِيْثٍ-কোনো কথা বার্তায় ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; ذٰلِكُمْ-তোমাদের এ আচরণ ; كَانَ يُؤْذِىْ-কষ্ট দেয় ; النَّبِىَّ-নবীকে ; فَيَسْتَحْىٖ-(ف+يستحى)-এবং তিনি (উঠিয়ে দিতে) সংকোচবোধ করেন ; مِنْكُمْ-তোমাদেরকে ; وَ-কিন্তু ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لَايَسْتَحْىٖ-সংকোচবোধ করেন না ; مِنَ-ব্যাপারে ; الْحَقِّ-সত্যের ; وَ-আর ; اِذَا-যখন ; سَأَلْتُمُوْهُنَّ-তোমরা তাঁদের (রাসূলের স্ত্রীদের) নিকট চাও ;

আল্লাহ তা'আলা এসব অভদ্র ও অশালীন আচার-অভ্যাসের বিরুদ্ধে হুকুম দেন যে, কোনো লোকের গৃহে খাওয়ার জন্য তখনই যাওয়া যাবে যখন খাবারের দাওয়াত দেয়া হবে। অতপর এ হুকুম নবী কারীম স. ছাড়াও আদর্শ গৃহগুলোতে জারী করা হয়, যাতে করে এ নিয়ম মুসলমানদের সাংস্কৃতিক জীবনের অঙ্গে পরিণত হয়ে যায়।

৯৭. এ আয়াতে তৎকালীন আরববাসীদের আরেকটি অসভ্য আচরণ সংশোধন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু কিছু লোকের অভ্যাস এমন ছিলো যে, খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পরও তারা বসে বসে এমনভাবে গল্প-গুজবে মেতে উঠতো যে, মেযবানের কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা সেদিকে তাদের কোনো খেয়াল-ই থাকতো না। অথচ মেযবান চাইতেন যে, মেহমানরা চলে গেলে তিনি বিশ্রাম নেবেন বা অন্য কোনো জরুরী কাজ সারবেন। কিন্তু তিনি সংকোচ বশত মুখ ফুটে কিছু বলতেও পারছেন না। আল্লাহ তা'আলা তাই ইরশাদ করছেন যে, তোমাদের খাওয়া শেষ হয়ে গেলে তোমরা অযথা বসে বসে গল্প করে মেযবানকে কষ্ট দিয়ো না, বরং তোমরা নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে চলে যাও।

এ আয়াতটি বিশেষ একটি ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হলেও এর বিধান সমস্ত মুসলিম উম্মাহর জন্য প্রযোজ্য। আয়াতের সংশ্লিষ্ট ঘটনাটি হলো—হযরত আনাস রা. বলেন, রাতের বেলা ওলীমার দাওয়াত ছিলো। দাওয়াতী মেহমানরা সবাই খাওয়া-দাওয়া সেরে বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিল। কিন্তু দু'তিনজন মেহমান বসে বসে নানা গল্প-গুযবে মশগুল হয়ে পড়লো। রাসূলুল্লাহ স. বিরক্ত হয়ে উঠে গেলেন এবং উম্মাহতুল মু'মিনদের ওদিক থেকে ঘুরে আসলেন ; কিন্তু লোকগুলো উঠলো না। তিনি আবার ফিরে গিয়ে মা আয়েশার

مَتَاعًا فَسْـَٔلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابٍ ۚ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ ۚ

কোনো দ্রব্য সামগ্রী, তখন চাও তাদের কাছে পর্দার পেছন থেকে ; এটা অধিক পবিত্রকর তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাঁদের অন্তরের জন্যও,[৯৮]

وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا۟ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓا۟ أَزْوَٰجَهُۥ

আর আল্লাহর রাসূলকে কষ্ট দেয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়,[৯৯] আর না তাঁর স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য বৈধ[১০০]

مِنۢ بَعْدِهِۦٓ أَبَدًا ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ﴿٥٣﴾ إِن تُبْدُوا۟

কখনো তাঁর (মৃত্যুর) পরে ; নিশ্চয় এটা হলো আল্লাহর কাছে বিরাট ব্যাপার (অপরাধ)। ৫৪. যদি তোমরা প্রকাশ করো

مَتَاعًا-কোনো দ্রব্য সামগ্রী ; فَسْـَٔلُوهُنَّ-(ف+اسئلوا+هن)-তখন চাও তাদের কাছে ; مِنْ-থেকে ; وَرَآءِ-পেছন ; حِجَابٍ-পর্দার ; ذَٰلِكُمْ-এটা ; أَطْهَرُ-অধিক পবিত্রকর ; لِقُلُوبِكُمْ-(ل+قلوب+كم)-তোমাদের অন্তরের জন্য ; وَ-এবং ; قُلُوبِهِنَّ-(قلوب+هن)-তাদের অন্তরের জন্যও ; وَ-আর ; مَا-বৈধ নয় ; كَانَ لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; أَنْ تُؤْذُوا-তোমাদের কষ্ট দেয়া ; رَسُولَ-রাসূলকে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; لَآ-না বৈধ; أَنْ تَنْكِحُوا-তোমাদের বিয়ে করা ; أَزْوَاجَهُ-(ازواج+ه)-তাঁর স্ত্রীদেরকে ; مِنْ بَعْدِهِ-(من+بعد+ه)-তাঁর মৃত্যুর পর ; أَبَدًا-কখনো ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; ذَٰلِكُمْ-এটা ; كَانَ-হলো; عِنْدَ-কাছে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; عَظِيمًا-বিরাট ব্যাপার (অপরাধ)। ﴿٥٤﴾ إِنْ-যদি ; تُبْدُوا-তোমরা প্রকাশ করো ;

কামরায় গিয়ে বসে থাকলেন। বেশ রাত হয়ে যাবার পর তিনি তাদের যাওয়ার কথা জানতে পারলেন। তখন তিনি হযরত যয়নাবের কক্ষে গেলেন। লোকদের এ বদ অভ্যাসগুলো সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে আল্লাহ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন।

৯৮. সূরা আহযাবের এ ৫৩ আয়াতটিতে পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে। বুখারীতে হযরত আনাস ইবনে মালেক রা. থেকে বর্ণিত আছে যে, এ আয়াত নাযিল হওয়ার আগে হযরত ওমর রা. রাসূলুল্লাহ স.-কে কয়েকবার বলেছেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ স.! আপনার কাছে ভালোমন্দ অনেক লোকই তো আসে, আহা যদি আপনি আপনার পবিত্র স্ত্রীদেরকে পর্দা করার আদেশ দিতেন তাহলে কতো ভালো হতো ! অন্য এক বর্ণনায় আছে যে, ওমর রা. একবার নবী-পত্নীগণকে উদ্দেশ করে বলেন, "আপনাদের ব্যাপারে যদি আমার কথা মেনে নেয়া হয়, তাহলে আমার চোখ আর কখনো আপনাদেরকে দেখবে না।" কিন্তু যেহেতু আইন প্রণয়নের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ স.-এর স্বাধীন ক্ষমতা ছিলো না তাই তিনি ওহীর অপেক্ষা করছিলেন। অতপর সূরার ৫৫ আয়াত নাযিল হয়।

شَيْئًا اَوْ تُخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ﴿٥٤﴾ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ

কোনো বিষয় অথবা তা গোপন রাখো, তবে নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন প্রত্যেক বিষয়ে সবিশেষে অবহিত[১০১]। ৫৫. নেই কোনো গুনাহ তাদের (নবী পত্নীদের) জন্য

فِيْٓ اٰبَآئِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآئِهِنَّ وَلَآ اِخْوَانِهِنَّ وَلَآ اَبْنَآءِ اِخْوَانِهِنَّ

(পর্দা না করায়) তাঁদের পিতাদের ব্যাপারে ও না তাদের পুত্রদের (ব্যাপারে) এবং না তাদের ভাইদের (ব্যাপারে) আর না তাদের ভাইয়ের পুত্রদের (ব্যাপারে)

وَلَآ اَبْنَآءِ اَخَوٰتِهِنَّ وَلَا نِسَآئِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ ۚ وَاتَّقِيْنَ

আর না তাদের বোনের পুত্রদের (ব্যাপারে)[১০২] এবং না তাদের নিজস্ব (ধর্মাবলম্বী) মহিলাদের ব্যাপারে[১০৩] আর না তাদের মালিকানাধীন দাসদাসীদের (ব্যাপারে)।[১০৪] আর (হে নবী পত্নীগণ!) তোমরা ভয় করো

شَيْئًا-কোনো বিষয় ; اَوْ-অথবা ; تُخْفُوْهُ-(تخفوا+ه)-তা গোপন রাখো ; فَاِنَّ-তবে নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; كَانَ-হলেন ; بِكُلِّ-(ب+كل)-প্রত্যেক ; شَيْءٍ-বিষয়ে ; عَلِيْمًا-সবিশেষে অবহিত। ﴿٥٥﴾ لَا-নেই ; جُنَاحَ-কোনো গুনাহ ; عَلَيْهِنَّ-(على+هن)-তাদের (নবী পত্নীদের) জন্য; فِيْٓ-ব্যাপারে (পর্দা না করায়) ; اٰبَآئِهِنَّ-(ابا+هن)-তাদের পিতাদের ; وَ-ও ; لَآ-না ; اَبْنَآئِهِنَّ-(ابناء+هن)-তাদের পুত্রদের (ব্যাপারে) ; وَ-এবং ; لَآ-না ; اِخْوَانِهِنَّ-(اخوان+هن)-তাদের ভাইদের (ব্যাপারে) ; وَ-আর ; لَآ-না ; اَبْنَآءِ-পুত্রদের (ব্যাপারে) ; اِخْوَانِهِنَّ-(اخوان+هن)-তাদের ভাইদের; وَ-আর ; لَآ-না ; اَبْنَآءِ-পুত্রদের (ব্যাপারে) ; اَخَوٰتِهِنَّ-(اخوات+هن)-তাদের বোনের ; وَ-এবং ; لَا-না ; نِسَآئِهِنَّ-(نساء+هن)-তাদের নিজস্ব (ধর্মাবলম্বী) মহিলাদের (ব্যাপারে) ; وَ-আর ; لَا-না ; مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ-(ما+ملكت+ايمان+هن)-তাদের মালিকানাধীন দাসদাসীদের (ব্যাপারে) ; وَ-আর (হে নবী পত্নীগণ!) اتَّقِيْنَ-তোমরা ভয় করো ;

উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে যে, মাহরাম পুরুষগণ ছাড়া অন্য কোনো পুরুষ রাসূলুল্লাহ স.-এর গৃহে প্রবেশ করতে পারবে না। আর নবী পত্নীদের কাছে কোনো কিছু চাওয়ার প্রয়োজন পড়লে পর্দার আড়াল থেকে চাইতে হবে। এ নির্দেশ আসার পর রাসূলুল্লাহ স.-এর গৃহের দরজায় পর্দা লটকিয়ে দেয়া হয়। অতপর নবীর এ আদর্শ অনুসারে মুসলমানদের সকলের গৃহের দরজায় পর্দা ঝুলানো হয়। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, পুরুষ ও নারীর মনকে পবিত্র রাখার জন্য এ পদ্ধতি তথা পর্দা মেনে চলাই একমাত্র উপায়।

৯৯. এখানে সেসব মুসলমানের দিকে ইংগীত করা হয়েছে কাফির ও মুনাফিকদের মধ্যে যারা রাসূলুল্লাহ স.-এর বিরুদ্ধে অপপ্রচারে প্রভাবিত হয়ে পড়েছিল।

اللهَ ۚ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝٥٥ إِنَّ اللهَ وَمَلَٰئِكَتَهُ

আল্লাহকে ; নিশ্চয়ই আল্লাহ হলেন প্রত্যেক বিষয়ের ওপর প্রত্যক্ষ সাক্ষী[১০৫]।

৫৬. অবশ্যই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা

اللهَ-আল্লাহকে ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللهَ-আল্লাহ ; كَانَ-হলেন ; عَلَى-ওপর ; كُلِّ-প্রত্যেক ; شَيْءٍ-বিষয়ের ; شَهِيدًا-প্রত্যক্ষ সাক্ষী। ⑤৬ إِنَّ-অবশ্যই ; اللهَ-আল্লাহ ; وَ-ও ; مَلَٰئِكَتَهُ-(ملئكة+ه)-তাঁর ফেরেশতারা ;

১০০. রাসূলুল্লাহ স.-এর পবিত্র স্ত্রীগণকে বিয়ে করা এজন্য বৈধ নয়, কারণ ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, 'তাঁর স্ত্রীগণ হলেন মু'মিনদের মাতা'।

১০১. অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে কেউ যদি রাসূলুল্লাহ স.-এর বিরুদ্ধে মনে মনেও কোনো কু-ধারণা পোষণ করো তা-ও আল্লাহ জানেন। সুতরাং তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণের সম্পর্কে কোনো অসৎ ধারণা পোষণ করলেও তা আল্লাহর অজানা থাকবে না। এ জন্যও তাকে শাস্তি দেয়া হবে।

১০২. ভাইয়ের পুত্র ও বোনের পুত্রের বিধানের মধ্যে রক্ত সম্পর্কিত ও দুধ সম্পর্কিত আত্মীয়রা অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যারা একজন মহিলার জন্য হারাম। এদিক থেকে এ তালিকায় চাচা ও মামার উল্লেখ করা হয়নি। কারণ তারা মহিলার জন্য পিতার সমতুল্য। অথবা ভাইয়ের পুত্র ও বোনের পুত্রের কথা উল্লেখ করার পর তাদের কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কারণ ভাইয়ের পুত্র ও বোনের পুত্রের সাথে পর্দা না করার কারণ যা, চাচা ও মামাকে পর্দা না করার কারণও তাই।–(রুহুল মায়ানী)

১০৩. নিজস্ব মহিলা অর্থাৎ মুসলমান স্ত্রীলোকগণ। তাদের সামনে সেসব অঙ্গই খোলা রাখা যাবে যেসব অঙ্গ নিজ পিতা ও পুত্রের সামনে খোলা রাখা যায়। পর্দার এ ব্যতিক্রম শুধুমাত্র পর্দার বিধানের ক্ষেত্রে গোপন অঙ্গ ঢেকে রাখার ক্ষেত্রে নয়। কেননা, নারী যেসব অঙ্গ তার মাহরাম পুরুষদের সামনে খুলতে পারে না সেসব অঙ্গ কোনো মুসলিম মহিলার সামনেও খুলতে পারে না। তবে চিকিৎসার প্রয়োজন হলে ভিন্ন কথা। 'নিসা-ইহিন্না' তথা 'মুসলিম মহিলা' বলা দ্বারা বুঝা গেলো যে, কাফির ও মুশরিক মহিলাদের থেকেও পর্দা করা ওয়াজিব। তারা গায়রে মাহরাম পুরুষের মতো।

১০৪. অর্থাৎ দাস-দাসী উভয়েই এ বিধানের অন্তর্ভুক্ত। তবে অধিকাংশ ফকীহের মতে 'মালাকাত আইমানুহুন্না'-এর দ্বারা শুধুমাত্র দাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে। দাসরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব রা. বলেন—তোমরা সূরা নূর-এর আয়াতের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ো না। আয়াতে শুধুমাত্র দাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে, দাসরা এর মধ্যে শামিল নেই।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হাসান বসরী ও ইবনে সিরীন বলেন—"পুরুষ দাসের জন্য তার নারী-প্রভুর কেশ পর্যন্ত দেখাও জায়েয নয়।" –(রুহুল মায়ানী)

১০৫. অর্থাৎ তোমরা অবশ্যই পর্দার এ বিধান মেনে চলবে। এমন কোনো পুরুষকে পর্দাহীন থাকা অবস্থায় তোমাদের গৃহে প্রবেশের অনুমতি দেবে না, যে উল্লিখিত ব্যতিক্রম

يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ○

নবীর ওপর দরূদ পাঠান ;[১০৬] হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরাও তাঁর ওপর দরূদ পাঠাও এবং সালাম পাঠানোর মতই সালাম পাঠাও।[১০৭]

يُصَلُّونَ-দরূদ পাঠান ; عَلَى-ওপর ; النَّبِيِّ-নবীর ; يَا أَيُّهَا-হে ; الَّذِينَ-যারা ; اٰمَنُوا-ঈমান এনেছো ; صَلُّوا-তোমরা দরূদ পাঠাও ; عَلَيْهِ-তাঁর ওপর ; وَ-এবং ; سَلِّمُوا-সালাম পাঠাও ; تَسْلِيمًا-সালাম পাঠানোর মতই।

মাহরাম পুরুষের তালিকার বাইরে। অথবা এর অর্থ এই যে, তোমরা এমন নীতি অবলম্বন করবে না যে, স্বামীর উপস্থিতিতে তো তোমরা পর্দার নিয়ম মেনে চলবে, কিন্তু তার অনুপুস্থিতিতে গায়রে মাহরাম পুরুষের সামনে পর্দা উঠিয়ে ফেলবে। এতে করে তোমাদের এ কাজ স্বামীর চোখের আড়াল করতে পারবে কিন্তু আল্লাহর চোখের আড়াল কিভাবে করবে ? কেননা আল্লাহ তো প্রত্যেকটি বিষয়ের ওপর প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

১০৬. অত্র আয়াতটি পর্দা সম্পর্কিত বিষয়ের মাঝখানে একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন আয়াত। এ আয়াতটিতে রাসূলুল্লাহ স.-এর মাহত্ম্য প্রকাশ করে তাঁর সম্মান, মহব্বত ও আনুগত্যের প্রতি মু'মিনদেরকে উৎসাহ দান করা হয়েছে।

আয়াতের মূল উদ্দেশ্য ছিল মু'মিনদেরকে রাসূলুল্লাহ স.-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠের নির্দেশ দান করা। কিন্তু সে নির্দেশ এভাবে দেয়া হয়েছে যে, প্রথমে স্বয়ং আল্লাহ এবং তার ফেরেশতাদের দরূদ পাঠানোর কথা ঘোষণা করা হয়েছে। অতপর সাধারণ মু'মিনদেরকে দরূদ পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এভাবে নির্দেশ দানের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ স.-এর মাহাত্ম্য ও মর্যাদা এতো উর্ধে তুলে ধরা হয়েছে যে, রাসূলের সম্পর্কে যে কাজের নির্দেশ মুসলমানদেরকে দেয়া হয়, সে কাজ স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারাও করেন। অতএব মু'মিনদের প্রতি যে রাসূলের অনুগ্রহের শেষ নেই, তাঁর প্রতি দরূদ পাঠে তাদের অবশ্যই অত্যন্ত যত্নবান হওয়া উচিত। এতে করে দরূদ ও সালাম প্রেরণকারী মুসলমানদেরও এক বিরাট শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে এমন এক কাজে শরীক করে নিয়েছেন যে কাজ তিনি ও তাঁর ফেরেশতারা করেন।

তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের মাধ্যমে দুনিয়ার মানুষকে একথাও জানিয়ে দিচ্ছেন যে, যে রাসূলের শানে স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা কল্যাণ কামনা করেন, তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে তাঁর কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারবে না—তারা অবশ্যই ব্যর্থ হবে।

১০৭. অর্থাৎ হে লোকেরা ! তোমরা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মদ স.-এর উসীলায় হিদায়াত লাভ করেছো। তোমরা ছিলে মূর্খতার অন্ধকারে নিমজ্জিত। তিনি তোমাদেরকে আলোর পথ দেখিয়েছেন। তোমরা নৈতিক অধঃপতনের শিকার হয়ে পড়েছিলে, তিনি তোমাদেরকে তা থেকে তুলে দুনিয়াতে মর্যদার আসনে বসিয়েছেন, যার কারণে কাফির-মুশরিকরা এখন তোমাদেরকে ঈর্ষা করে এবং তাঁর বিরুদ্ধতায় তারা উঠে পড়ে লেগেছে। তা না হলে তিনি তো তাদের কোনো ক্ষতি করেননি। এখন তাঁর প্রতি তোমাদের কতটুকু

কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত, কতটুকু আনুগত্য তাঁর করা উচিত তা তোমরা আন্দাযই করতেই সক্ষম নও। কাফির-মুশরিকরা তাঁর প্রতি যতটুকু হিংসা-বিদ্বেষ পোষণ করে, তোমাদের কর্তব্য তাঁর প্রতি তার চেয়ে অধিক ভালবাসা পোষণ করা। তারা তাঁর যতটুকু নিন্দা করে, তোমরা তার চেয়ে অনেক বেশী প্রশংসা তাঁর করবে। তারা তাঁর যতটুকু অকল্যাণ কামনা করে, তোমরা তার চেয়ে অনেক বেশী তাঁর কল্যাণ কামনা করবে। তারা তাঁর যতটুকু বিরোধিতা করে, তোমরা তার চেয়ে অনেক বেশী তাঁর আনুগত্য করবে, আর তোমরা তাঁর জন্য সেই দোয়াই করবে যা আল্লাহর ফেরেশতারা তাঁর জন্য দিনরাত আল্লাহর কাছে দোয়া করে। তোমরা তাঁর জন্য এভাবে দোয়া করো যে, হে আল্লাহ্ আপনার নবী যেমন আমাদের প্রতি বিরাট অনুগ্রহ্ করেছেন, তেমনি আপনিও তাঁর প্রতি অসীম-অগণিত রহমত বর্ষণ করুন, তাঁর মর্যাদা দুনিয়াতেও সবচেয়ে বেশী উন্নত করুন, আর আখিরাতেও তাঁকে সকল নৈকট্যলাভকারীদের চেয়ে অধিক নৈকট্য দান করুন।

এ আয়াতে মুসলমানদেরকে দু'টো নির্দেশ দান করা হয়েছে। (১) 'সাল্লু' অর্থাৎ দরুদ পড়ো ; (২) 'ওয়া সাল্লিমু তাসলীমা' অর্থাৎ তাঁর প্রতি হক আদায় করে সালাম ও প্রশান্তি কামনা করো।

'সাল্লু' শব্দটি 'সালাত' শব্দ থেকে গৃহীত। 'সালাত' শব্দটিকে যখন আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করা হবে তখন তার অর্থ হবে রহমত নাযিল করা। তাই 'আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মুহাম্মাদিন' অর্থ "হে আল্লাহ আপনি মুহাম্মদ স.-এর প্রতি রহমত নাযিল করুন।" আর শব্দটি ফেরেশতাদের সাথে সম্পর্কিত করা হলে তখন অর্থটি হবে—রহমতের দোয়া করা। তাই ফেরেশতারা 'সালাত' প্রেরণ করেন অর্থ—ফেরেশতারা আল্লাহর নিকট রাসূলের প্রতি রহমতের দোয়া করেন। আর সাধারণ মু'মিনদের পক্ষ থেকে সালাতের অর্থ দোয়া ও প্রশংসা করা।

'সালাম' শব্দটি দু'টো অর্থে ব্যবহৃত হয়—এক, 'সালামতি বা নিরাপত্তা' অর্থে এবং দুই, শান্তি, সন্ধি ও বিরোধিতাহীনতা। অতএব 'সাল্লিমু তাসলীমা' অর্থ তোমরা তাঁর জন্য যথার্থ নিরাপত্তার জন্য দোয়া করো। আর এর দ্বিতীয় অর্থের দিক থেকে উল্লিখিত নির্দেশের অর্থ হবে—"তোমরা তাঁর প্রতি মনে-প্রাণে যথার্থভাবে তাঁর সাহায্যকারী হয়ে যাও, তাঁর বিরোধিতা থেকে দূরে থাকো এবং তাঁর যথার্থ অনুগত হয়ে যাও।"

এ আয়াত নাযিলের পর সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ স. সালামের পদ্ধতি তো আপনি আমাদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন। (অর্থাৎ নামাযে 'আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' বলা এবং অন্য সময় আপনার সাথে সাক্ষাত হলে 'আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলা) কিন্তু আপনার প্রতি 'সালাত' কিভাবে পাঠাবো ? এর জবাবে রাসূলুল্লাহ স. বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লোককে বিভিন্ন দরূদ শিক্ষা দিয়েছেন। এসব দরূদের শব্দাবলীতে সামান্য পার্থক্য থাকলেও সবগুলোর অর্থ একই।

রাসূলুল্লাহ স. মুসলিম উম্মাহকে উদ্দেশ করে ইরশাদ করেছেন যে, আমার ওপর দরূদ পাঠ করার সবচেয়ে উত্তম উপায় হচ্ছে তোমরা আল্লাহর কাছে এই বলে দোয়া করো যে, "হে

আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ স.-এর ওপর দরূদ পাঠান।" এর তাৎপর্যও রাসূলুল্লাহ স. ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন যে, তোমরা আমার প্রতি সালাতের হক আদায় করতে চাইলেও করতে পারো না, তাই তোমরা আল্লাহর কাছেই দোয়া চাও যেন তিনি আমার প্রতি দরূদ পাঠান।

এটা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, রাসূলুল্লাহ স.-এর মর্যাদা পরিমাপ করা আমাদের সাধ্যের বাইরে, তাই তাঁর মর্যাদা বুলন্দ করাও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ-ই তাঁর যথার্থ মর্যাদা দান করতে পারেন। তাই তাঁর প্রতি সালাত বা দরূদ পাঠানোর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা ছাড়া আমাদের আর কোনো পথই নেই।

রাসূলুল্লাহ স.-এর মহানুভবতার তুলনা নেই। তিনি নিজের সাথে পরিবার-পরিজনকেও দোয়ায় শামিল করে নিয়েছেন। 'পরিবার' দ্বারা স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে বুঝানো হয়ে থাকে। আর 'পরিজন' বলতে পরিবার ছাড়া এমন সব লোককেও বুঝায় যারা তাঁর অনুসারী এবং তাঁর পথে চলে। আরবীতে 'আ-ল' (آل) দ্বারা আত্মীয় বা অনাত্মীয় সাথী, সাহায্যকারী ও অনুসারীদের বুঝানো হয়ে থাকে। আর 'আহল' (اهل) দ্বারা (সাথী বা অনুসারী হোক বা না হোক) আত্মীয়দেরকে বুঝানো হয়ে থাকে। কুরআন মাজীদে 'আলে ফিরআউন' উল্লিখিত হয়েছে, যদ্বারা এমন সব লোককে বুঝানো হয়েছে, যারা মূসা আ.-এর মুকাবিলায় ফিরআউনের সাথী ও সহযোগী ছিলো।

রাসূলুল্লাহ স. যেসব দরূদ লোকদেরকে শিখিয়ে দিয়েছেন তার প্রত্যেকটিতেই হযরত ইবরাহীম আ. এবং তাঁর 'আ-ল'-এর ওপর বর্ষণ করার কথা উল্লিখিত রয়েছে। এর কারণ হলো—যারা নবুওয়াত, ওহী ও আসমানী কিতাবকে সঠিক পথ পাওয়ার উপায় বলে মেনে নেয়, তারা সবাই হযরত ইবরাহীম আ.-এর নেতৃত্বের প্রশ্নে একমত। এ ব্যাপারে মুসলমান, ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এটা হলো ইবরাহীম আ.-এর ওপর আল্লাহর এক বিশেষ করুণা। আর তাই মুহাম্মদ স.-ও তেমন করুণা-ই কামনা করতেন যেমন করুণা ইবরাহীম আ.-এর ওপর করা হয়েছিল। অর্থাৎ ইবরাহীম আ.-কে যেমন আল্লাহ তা'আলা সকল নবীর অনুসারীদের নেতা বানিয়েছেন, তেমনি তাঁকেও যেন আল্লাহ তা'আলা অনুরূপ নেতৃত্ব দান করেন। নবুওয়াতকে স্বীকার করে এমন কোনো লোক যেন মুহাম্মদ স.-এর নবুওয়াতের প্রতি ঈমান আনা থেকে বঞ্চিত না হয়। রাসূলুল্লাহ স.-এর ওপর দরূদ ও সালাম পাঠ করার ফযীলত যে কতো বেশী তা আমাদের পক্ষে অনুমান করা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে উলামায়ে কিরাম সম্পূর্ণ একমত।

দরূদ পাঠ করা ইসলামের একটি অত্যাবশ্যকীয় সুন্নাত। নামাযে দরূদ পাঠ করা সুন্নাত। সারা জীবনে একবার রাসূলুল্লাহ স.-এর ওপর দরূদ পাঠ করা ফরয। কারণ আল্লাহ তা'আলা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় দরূদ পাঠের হুকুম দিয়েছেন।

অধিকাংশ ইমামের মতে কেউ রাসূলুল্লাহ স.-এর নাম উল্লেখ করলে বা শুনলে দরূদ পাঠ করা তার ওপর ওয়াজিব হয়ে যায়, কেননা রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন—"রাগিমা আনফু রাজুলিম যুকিরতু ইন্দাহু ফালাম ইউসাল্লি আলাইয়্যা" অর্থাৎ সেই ব্যক্তির নাক ধুলি-মলিন হোক যার সামনে আমার নাম উচ্চারণ করা হলে সে আমার ওপর

﴿٥٧﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

৫৭. যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে লা'নত করেন

وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿٥٨﴾ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَٰتِ

এবং তিনি তাদের জন্য অপমানজনক শাস্তি তৈরী করে রেখেছেন[১০৮]। ৫৮. আর যারা কষ্ট দেয় মু'মিন পুরুষদেরকে ও মু'মিন নারীদেরকে

﴿৫৭﴾ اِنَّ-অবশ্যই ; الَّذِيْنَ-যারা ; يُؤْذُوْنَ-কষ্ট দেয় ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; وَ-ও ; رَسُوْلَهٗ-(رسول+ه)-তাঁর রাসূলকে ; لَعَنَهُمُ-(لعن+هم)-লা'নত করেন তাদেরকে ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; فِى الدُّنْيَا-দুনিয়াতে ; وَ-ও ; الْاٰخِرَةِ-আখিরাতে ; وَ-এবং ; اَعَدَّ-তিনি তৈরী করে রেখেছেন ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; عَذَابًا-শাস্তি ; مُّهِيْنًا-অপমানজনক। ﴿৫৮﴾ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; يُؤْذُوْنَ-কষ্ট দেয় ; الْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিন পুরুষদেরকে ; وَ-ও ; الْمُؤْمِنٰتِ-মু'মিন নারীদেরকে ;

দরূদ পাঠ করলো না। অন্য এক হাদীসে আছে—'আল-বাখীলু মান যুকিরতু ইন্‌দাহ ফালাম ইউসাল্লি আলাইয়্যা" অর্থাৎ সেই ব্যক্তি কৃপণ যার কাছে আমার নাম উল্লিখিত হলে সে দরূদ পাঠ করলো না।

বিশ্ব মানবতার জন্য মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ স. এক অনুপম রহমত স্বরূপ। মানব জাতির প্রতি তাঁর অনুগ্রহের পরিমাপ মানুষের সাধ্যায়ত্ত নয়। কোনো মানুষের মনে ঈমান ও ইসলামের মর্যাদা যতো বেশী হবে, রাসূলুল্লাহ স.-এর মর্যদাও তার অন্তরে ততো বেশী হবে। আর যার অন্তরে রাসূলের মর্যদা যতো বেশী হবে, সে রাসূলের ওপর ততো বেশী দরূদ পাঠ করতে থাকবে। রাসূলুল্লাহ স.-এর প্রতি কার অন্তরে কতটুকু মহব্বত আছে, তাঁর দীনের সাথে কার সম্পর্ক কতটুকু সচেতনতার সাথে বেশী বেশী দরূদ পাঠের দ্বারাই তা পরিমাপ করা যায়।

দরূদ পাঠের ফযীলত এবং প্রতিদান বা সাওয়াব যে কতো বেশী তা রাসূলুল্লাহ স.-এর নিম্নোক্ত বাণী থেকে বুঝা যায়—

এক ঃ কোনো ব্যক্তি আমার ওপর দরূদ পাঠ করতে থাকে, ফেরেশতাও তার প্রতি দরূদ পাঠ করতে থাকে।–(আহমদ, ইবনে মাজাহ)

দুই ঃ কোনো ব্যক্তি আমার ওপর একবার দরূদ পাঠ করলে আল্লাহ্ তাঁর ওপর দশবার দরূদ পাঠ করেন।–(মুসলিম)

তিন ঃ যে ব্যক্তি আমার ওপর সবচেয়ে বেশী দরূদ পড়বে, সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে থাকার সবচেয়ে বেশী হকদার হবে।–(তিরমিযী)

بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝

কোনো অর্জিত কারণ ছাড়াই তারা নিঃসন্দেহে চাপিয়ে নিয়েছে নিজেদের ঘাড়ে একটি বড় মিথ্যা অপবাদ[১০৯] ও প্রকাশ্য গুনাহের বোঝা।

بِغَيْرِ-ছাড়াই ; مَا-কোনো ; اكْتَسَبُوا-অর্জিত কারণ ; فَقَدِ احْتَمَلُوا-(ف+قد)-এতে তারা নিঃসন্দেহে বোঝা নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে নিয়েছে ; (احتملوا)-بُهْتَانًا-একটি বড় মিথ্যা অপবাদের ; وَ-ও ; إِثْمًا-গুনাহের ; مُّبِينًا-প্রকাশ্য।

মুসলিম উম্মাহর সর্বসম্মত মতানুসারে 'সালাত'-কে নবী-রাসূল ব্যতীত অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা বৈধ নয়। অধিকাংশ আলেমের মতে আখেরী নবী মুহাম্মদ স. ছাড়া অন্য কোনো নবীর জন্যও 'সালাত'-এর ব্যবহার সঠিক নয়।

১০৮. আল্লাহর নাফরমানী করা, কুফরী করা, শিরক করা, নাস্তিক্যবাদ গ্রহণ করা ইত্যাদি কাজ আল্লাহর কষ্টের কারণ হতে পারে। অথবা আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ অমান্য করার মাধ্যমে তাঁর নির্দেশ অমান্য করা এবং তাঁর রাসূলের নিন্দা করার মাধ্যমে তাঁরই নিন্দা করা এবং রাসূলের বিরোধিতার মাধ্যমে আল্লাহর বিরোধিতা করা। অর্থাৎ এসব কাজে রাসূলের কষ্ট হয়, আর তাঁর কষ্টের কারণে আল্লাহ-ও কষ্ট পান। আসলে আল্লাহ্ কোনো ক্রিয়ার প্রভাব গ্রহণের অনেক উর্ধে। তাঁকে কষ্ট দেয়ার সাধ্য কারোর নেই। তাই আল্লাহকে কষ্ট দেয়ার অর্থ এমন কথা বলা বা এমন কাজ করা যা মনো বেদনার কারণ হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ স. মৌখিকভাবে এসব বিষয় উল্লেখ করেছেন যে, এসব কাজ আল্লাহ তা'আলার কষ্টের কারণ হয়। যেমন বিপদাপদের সময় মহাকালকে গালমন্দ করা। মূলত ! সবকিছুর কর্তা আল্লাহ তা'আলা ; কিন্তু কাফিররা মহাকালকে কর্তা মনে করে গালি দিতো। ফলে এসব গালি আসল কর্তা পর্যন্ত পৌঁছতো। কোনো কোনো রিওয়ায়াতে আছে যে, প্রাণীর চিত্র অংকন করা আল্লাহ তা'আলার কষ্টের কারণ। সুতরাং আয়াতে আল্লাহকে কষ্ট দেয়ার অর্থ এ ধরনের কথা-বার্তা ও কাজ-কর্ম করা।

১০৯. এ আয়াত দ্বারা কোনো মুসলমানকে শরীয়ত সম্মত কারণ ছাড়াই কষ্ট দেয়ার অবৈধতা প্রমাণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন যে, "মুসলমান সে যার হাত ও মুখ থেকে অন্য মুসলমানগণ নিরাপদ থাকে—কেউ কষ্ট না পায়। আর মু'মিন সে যার নিকট থেকে মানুষ তাদের রক্ত ও ধন-সম্পদ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত থাকে। (মাযহারী)

৭ম রুকূ' (৫৩-৫৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. পূর্বানুমতি ছাড়া কারো ঘরে ঢুকে পড়া বৈধ নয়। কারো ঘরে প্রবেশ করার প্রয়োজন হলে প্রথম দরজায় গিয়ে সালাম দিয়ে অনুমতি চাইতে হবে।

২. ঘরে ঢোকার অনুমতি পাওয়া গেলে ঢোকা যাবে, নচেৎ ফিরে আসতে হবে।

৩. কারো বাড়িতে খাওয়ার দাওয়াত থাকলে খাওয়ার জন্য নির্ধারিত সময়ের আগে গিয়ে খাওয়ার জন্য বসে অপেক্ষা করা অশোভনীয়। তাই নির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হতে হবে।

৪. খাওয়ার দাওয়াতে খাওয়া শেষে অপেক্ষা করে অন্যদের অসুবিধার কারণ হওয়াও ভদ্রতা ও শালীনতা বিরোধী। সুতরাং খাওয়া শেষে অন্যদের জন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে বিদায় নিতে হবে।

৫. কোনো মু'মিন মহিলার কাছে কিছু চাওয়ার প্রয়োজন পড়লে পর্দার আড়াল থেকে চাইতে হবে।

৬. পর্দা রক্ষা করা পুরুষ ও মহিলা উভয়ের মনকে পবিত্রকারী বিধান। কেবল মাত্র পর্দার বিধান প্রতিষ্ঠা করেই একটি অপরাধমুক্ত সমাজ গড়ার পথে অনেকটা পথ এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।

৭. একজন মু'মিনের জন্য এমন কথা বলা বা এমন কাজ করা কখনো বৈধ হতে পারে না, যার দ্বারা আল্লাহর রাসূল স.-এর মনে কষ্ট পেতে পারেন।

৮. রাসূলুল্লাহ স.-এর পবিত্র স্ত্রীগণ মু'মিনদের জন্য তাদের মায়ের মর্যাদাসম্পন্ন। সুতরাং তাঁদের মর্যাদাহানীকর কোনো কথা বলা বা কাজ করা এমনকি অন্তরে তাঁদের সম্পর্কে কোনো কু-ধারণা পোষণ করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

৯. কারো মনে উম্মাহাতুল মু'মিনীন সম্পর্কে কোনো বিরূপ ধারণা জাগলে সাথে সাথে তাওবা ইস্তেগফার করে মন থেকে বের করে দিতে হবে। নচেৎ আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচা যাবে না।

১০. মুসলিম মহিলাদের যেসব মাহরাম পুরুষদের সাথে দেখা দেয়া জায়েয তারা হলো—পিতা, পুত্র, ভাইয়ের পুত্র, বোনের পুত্র।

১১. উল্লিখিত পুরুষদের সামনে শুধুমাত্র মুখমণ্ডল, দু'হাতের কবজী পর্যন্ত, পায়ের টাখনু গিরা পর্যন্ত খোলা রাখা যাবে।

১২. অপর মুসলিম মহিলাদের সামনেও সেসব অঙ্গই খোলা রাখা যাবে, যা পিতা ও পুত্রের সামনে খোলা রাখা যায়।

১৩. নিজস্ব মালিকানাধীন দাসীদের সামনেও উল্লিখিত অঙ্গসমূহ খোলা রাখা যাবে।

১৪. পর্দার ব্যাপারে মুসলিম মহিলাদেরকে অবশ্যই আল্লাহকে ভয় করতে হবে এবং যথাযথভাবেই পর্দা রক্ষা করতে হবে। কারণ আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকল কাজের প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

১৫. আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর প্রতি 'সালাত' তথা রহমত বর্ষণ করেন, তাঁর ফেরেশতারাও নবীর জন্য রহমতের দোয়া করেন। অতএব মু'মিনদেরও কর্তব্য নবীর জন্য দরূদ পাঠ করা তথা তাঁর প্রতি রহমত নাযিলের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করা।

১৬. সূরার ৫৬ আয়াতে রাসূলুল্লাহ স.-এর মাহাত্ম্য তুলে ধরা হয়েছে। অতএব আমাদের কর্তব্য তাঁর মর্যাদাকে রক্ষা করার জন্য প্রয়োজনে নিজেদের সর্বস্ব ত্যাগ করা।

১৭. প্রিয় নবীর ভালবাসাকে অন্তরে সবচেয়ে অগ্রাধিকার না দিলে পূর্ণাঙ্গ মু'মিন হওয়া যাবে না।

১৮. এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদেরকে যে কাজের নির্দেশ দিয়েছেন সেই কাজ স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারাও করেন। এ থেকে রাসূলুল্লাহ স.-এর মর্যাদা সম্পর্কে কিছুটা অনুমান করা যায়।

১৯. প্রিয় নবীর প্রতি সালাত ও সালাম পাঠানোর উত্তম পন্থা হলো তাঁর শেখানো দরূদের মাধ্যমে তা সম্পাদন করা।

২০. তাঁর শেখানো দরূদগুলোর মধ্যে আমরা নামাযের শেষ বৈঠকে তাশাহুদের পরে যে দরূদ পড়ি তা উত্তম দরূদ। এ দরূদকে 'দরূদে ইবরাহীমী' বলা হয়।

২১. যেসব হতভাগা নামায পড়ে না, তারা রাসূলের প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠানোর সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত।

২২. যারা রীতিমত নামায আদায় করে তারা প্রত্যেক নামাযেই তাশাহুদের মধ্যে 'আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' বলে রাসূলের প্রতি সালাম পাঠিয়ে থাকে।

২৩. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের মনোকষ্ট হতে পারে এমন কথা ও কাজ থেকে দূরে থাকতে হবে।

২৪. শিরক ও কুফরী আল্লাহর মনোকষ্টের কারণ ; আর তাঁর প্রিয় রাসূলের মনোকষ্টও আল্লাহর মনোকষ্টের কারণ।

২৫. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে যারা কথা ও কাজে কষ্ট দেয় তাদের ওপর দুনিয়া ও আখিরাতে আল্লাহ লা'নত বর্ষণ করেন।

২৬. আখিরাতে তাদেরকে অপমানকর শাস্তি ভোগ করতে হবে।

২৭. শরীয়তের কারণ ছাড়া কোনো মু'মিন-কে (পুরুষ বা নারী) কষ্ট দেয়া এক বিরাট অপরাধ। কোনো কারণ ছাড়া কোনো মু'মিনকে হত্যা করা কুফরী।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৮
পারা হিসেবে রুকূ'-৫
আয়াত সংখ্যা-১০

۝ يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ

৫৯. হে নবী! আপনি বলে দিন আপনার স্ত্রীদেরকে ও আপনার কন্যাদেরকে এবং মু'মিনদের স্ত্রীদেরকে তারা যেন টেনে দেয়

عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ۚ ذٰلِكَ اَدْنٰۤى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ

নিজেদের ওপর তাদের চাদরের কিছু অংশ[১১০]; এটা অধিকতর উপযোগী তাদেরকে চেনার জন্য ; ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না[১১১];

(৫৯) يَاَيُّهَا-হে ; النَّبِيُّ-নবী! قُلْ-আপনি বলে দিন ; لِّاَزْوَاجِكَ-(ل+ازواج+ك)-আপনার স্ত্রীদেরকে ; وَ-ও ; بَنٰتِكَ-(بنت+ك)-আপনার কন্যাদেরকে ; وَ-এবং ; نِسَآءِ - স্ত্রীদেরকে ; الْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদের ; يُدْنِيْنَ-তারা যেন টেনে দেয় ; عَلَيْهِنَّ - নিজেদের ওপর ; مِنْ-কিছু অংশ ; جَلَابِيْبِهِنَّ-(جلابيب+هن)-তাদের চাদরের ; ذٰلِكَ -এটা; اَدْنٰۤى-অধিকতর উপযোগী ; اَنْ يُّعْرَفْنَ-তাদেরকে চেনার জন্য ; فَلَا يُؤْذَيْنَ-(ف+لايوذين)-ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না ;

১১০. আলোচ্য ৫৯ আয়াতে উল্লিখিত "ইউদনীনা আলাইহিন্না মিন জালাবীবিহিন্না"-এর অর্থ—"তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ তাদের নিজেদের ওপর টেনে দেয়"। উল্লিখিত 'ইউদনীনা' শব্দটি 'ইউদনাউন' থেকে উদ্ভূত। এর শাব্দিক অর্থ 'নিকটে আনা' আর 'জালাবীব' শব্দটি বহুবচন, একবচনে 'জিলবাব' অর্থ বিশেষ ধরনের লম্বা চাদর। এ চাদরের আকার-আকৃতি সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন—এ চাদর ওড়নার ওপর পরিধান করা হয়।-(ইবনে কাসীর)

ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সিরীন রহ. বলেন 'আমি হযরত ওবায়দা সালমানী রা.-কে এ আয়াতের উদ্দেশ্য এবং জিলবাব-এর আকার আকৃতি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছি, উত্তরে তিনি মাথার ওপর দিক থেকে চাদরকে মুখমণ্ডলের ওপর ঝুলিয়ে দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন এবং কেবল বামচক্ষু খোলা রাখলেন। এভাবে তিনি 'ইদনা' ও 'জিলবাব' ব্যাখ্যা কার্যত দেখিয়ে দিলেন।

সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈদের যুগের পরবর্তী যুগের মশহুর মুফাস্‌সিরগণের মতেও আলোচ্য আয়াতের অর্থ এরূপ যে, কোনো ভদ্র ঘরের মহিলারা যেন নিজেদের পোশাক-

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾ لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ

আর আল্লাহ্ হলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু[১১২]। ৬০. যদি বিরত না হয় মুনাফিকরা ও তারা যাদের

وَ-আর ; كَانَ-হলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; غَفُوْرًا-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمًا -পরম দয়ালু। ⑥০ لَئِنْ-যদি ; لَّمْ يَنْتَهِ-বিরত না হয় ; الْمُنٰفِقُوْنَ-মুনাফিকরা ; وَ-ও ; الَّذِيْنَ-তারা ;

পরিচ্ছদে বাঁদীদের মতো সেজেগুজে বাইরে বের না হয়, বরং তারা তাদের চেহারা ও চুল যেনো ঢেকে রাখে এবং তাদের মাথার উপর থেকে চাদর ঝুলিয়ে দেয়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-এর উক্তি যা ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম ও ইবনে মারদুইয়া উদ্ধৃত করেছেন তার সারকথা এই যে, আল্লাহ মহিলাদেরকে হুকুম দিয়েছেন যে, তারা যেনো বাইরে বের হওয়ার সময় নিজেদের চাদরের কিছু অংশ মাথার ওপর থেকে ঝুলিয়ে দিয়ে নিজেদের মুখমণ্ডল ঢেকে নেয় এবং শুধুমাত্র চোখ দু'টো খোলা রাখে। আল্লামা আবু বকর জাস্সাস তাঁর আহকামুল কুরআনে বলেন যে, এ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা যুবতী মেয়েদেরকে তাদের চেহারা অপরিচিত পুরুষদের নিকট থেকে লুকিয়ে রাখার হুকুম দিয়েছেন।

আল্লামা যামাখশারী তাঁর তাফসীর 'কাশ্শাফে' আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে বলেন যে, যুবতী মেয়েরা যেন নিজেদের ওপর নিজেদের চাদরের কিছু অংশ ঝুলিয়ে নেয় এবং তার সাহায্যে নিজেদের চেহারা ও প্রান্তভাগগুলো ভালোভাবে ঢেকে নেয়।

ইমাম রাযী তাফসীরে কাবীরে বলেন—এ আয়াতের উদ্দেশ্য হলো, লোকেরা যেনো জানতে পারে এরা দুশ্চরিত্র মেয়ে নয়। কেননা যে মেয়ে নিজের চেহারা ঢেকে রাখবে অথচ চেহারা সতরের মধ্যে শামিল নয়, তার কাছে কেউ এ আশা করতে পারে না যে, সে নিজের সতর অন্যের সামনে খুলে রাখবে। এভাবে লোকেরা জানবে যে, মেয়েটি পর্দানশীল—একে অশালীন কাজে লিপ্ত করার আশা করা একটা দূরাশা মাত্র।

১১১. অর্থাৎ এ পোশাক তথা চাদর দ্বারা মাথা ও মুখ ঢাকা অবস্থায় তাদেরকে সম্ভ্রান্ত ঘরের পূত-পবিত্র মহিলা বলে চিনে নেয়া যাবে। এতে করে অসৎ চরিত্রের লোকেরা তাকে উত্যক্ত ও জ্বালাতন করার সাহস পাবে না।

'ফলে তাদেরকে কষ্ট দেয়া হবে না' বলে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, মহিলারা যদি আল্লাহর নির্দেশের আনুগত্য করে এবং নিজেদের চাদর দ্বারা নিজেদের সৌন্দর্যকে অন্য পুরুষ থেকে ঢেকে রাখে, তাহলে অবশ্যই তারা অসৎ লোকদের যুলুম-নির্যাতন থেকে বেঁচে যাবে। এ থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, এ নির্দেশ এমন মহিলাদেরকে দেয়া হচ্ছে, যারা অসৎ চরিত্রের পুরুষদের যৌন-লালসার শিকার হতে চায় না বরং নিজেদেরকে স্বামীর ঘরের রাণী এবং একজন সতী-সাধ্বী, শরীফ ও পূত চরিত্রের অধিকারিণী সৎকর্মশীলা মহিলা হিসেবেই দেখতে চায়। যেসব মহিলা নিজেদেরকে আকর্ষণীয় পোশাক ও অলংকারে ভূষিত করে ঘরের বাইরে বের হয়, তাদের উদ্দেশ্য

فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِي الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ

মনে রোগ রয়েছে[১১৩] এবং মদীনাতে গুজব রটনাকারীরা,[১১৪] তবে আমি অবশ্যই আপনাকে তাদের উপর পরাক্রমশালী করে দেবো

ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَا إِلَّا قَلِيْلًا ﴿٦١﴾ مَّلْعُوْنِيْنَ ۚ أَيْنَمَا ثُقِفُوْا

অতপর তারা তাতে (এ শহরে) আপনার প্রতিবেশী হিসেবে থাকতে পারবে না খুব কম সময় ছাড়া। ৬১. —অভিশপ্ত অবস্থায় ; যেখানেই তাদেরকে পাওয়া যাবে

فِيْ قُلُوْبِهِمْ-(فى+قلوب+هم)-যাদের মনে রয়েছে ; مَرَضٌ-রোগ ; وَ-এবং ; الْمُرْجِفُوْنَ-গুজবরটনাকারীরা ; فِى الْمَدِيْنَةِ-মদীনাতে ; لَنُغْرِيَنَّكَ-তবে আমি অবশ্যই আপনাকে পরাক্রমশালী করে দেবো ; بِهِمْ-তাদের ওপর ; ثُمَّ-অতপর ; لَا يُجَاوِرُوْنَكَ-(لايجاورن+ك)-তারা আপনার প্রতিবেশী হিসেবে থাকতে পারবে না ; فِيْهَا-তাতে (এ শহরে) ; اِلَّا-ছাড়া ; قَلِيْلًا-খুব কম সংখ্যক। ﴿٦١﴾ مَلْعُوْنِيْنَ - অভিশপ্ত অবস্থায় ; اَيْنَمَا-যেখানেই ; ثُقِفُوْا-তাদেরকে পাওয়া যাবে ;

কখনো সৎ হতে পারে না। নিজেদের প্রতি পুরুষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ছাড়া তাদের উদ্দেশ্য আর কিছুই হতে পারে না।

১১২. অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণের আগে অজ্ঞতার কারণে যেসব ভুল-ভ্রান্তি তোমাদের হয়ে গেছে সেসব ভুল-ভ্রান্তি আল্লাহ দয়া পরবশ হয়ে ক্ষমা করে দেবেন। তবে সেজন্য শর্ত হলো, ইসলাম গ্রহণের পর তোমরা জেনে-বুঝে দীনেরে বিরোধিতা করবে না এবং নিজেদের কাজকর্ম সংশোধন করে নেবে।

১১৩. 'মনের রোগ' বলতে এমন মানসিক অবস্থা বুঝানো হয়েছে যে, নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে পরিচয় দেয়া সত্ত্বেও তাদের অন্তরে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য কোনো কল্যাণ কামনা নেই। অথবা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তাদের মানসিকতার পরিবর্তন হয়নি ; বরং অসৎ ইচ্ছা, লাম্পট্য ও অপরাধী মানসিকতা তারা লালন করে। তাদের উদ্যোগ, আচরণ ও কাজকর্ম থেকে তাদের মানসিকতা প্রকাশ পেয়ে যায়।

১১৪. গুজব রটনাকারী বলতে সেসব লোককে বুঝানো হয়েছে যারা তৎকালীন সময়ে মদীনাতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন গুজব ছড়িয়ে বেড়াতো। এরা প্রতিদিন একটা না একটা মিথ্যা কথা রটিয়ে দিয়ে মুসলমানদের মনোবল ভেঙ্গে দেয়া এবং তাদের নৈতিক প্রভাবকে ক্ষতিগ্রস্ত করার অপচেষ্টা চালাতো। তারা কখনো বলতো যে, মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিরাট প্রস্তুতি চলছে। সহসা একটা বড় আক্রমণ হবে। কখনো বলতো যে, অমুক জায়গায় মুসলমানরা বিরাট মার খেয়েছে। অথবা তারা রাসূলুল্লাহ স. ও সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে ভিত্তিহীন গুজব ছড়িয়ে জনগণের মধ্যে কুধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করতো।

أُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا ۝ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ ۚ

ধর-পাকড় করা হবে এবং হত্যা করা হবে, হত্যা করার মতো। ৬২. এটাই আল্লাহর রীতি, তাদের ব্যাপারেও যারা আগেই গত হয়েছে ;

وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۝ يَسْئَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ ۖ قُلْ

আর আপনি কখনো আল্লাহর রীতিতে কোনো পরিবর্তন পাবেন না[১১৫]। ৬৩. লোকেরা আপনাকে কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে[১১৬] ; আপনি বলুন—

إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ ۖ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا ۝

তার (কিয়ামতের) জ্ঞান কেবলমাত্র আল্লাহর কাছেই আছে ; আর কিসে আপনাকে জানাবে ? হয়তো কিয়ামত সংঘটিত হবে অত্যন্ত নিকটেই।

أُخِذُوْا-ধর-পাকড় করা হবে ; وَ-এবং ; قُتِّلُوْا-হত্যা করা হবে ; تَقْتِيْلًا- হত্যা করার মতো। (৬২) سُنَّةَ-এটাই রীতি ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; فِي الَّذِيْنَ-তাদের ব্যাপারেও যারা ; خَلَوْا-গত হয়েছে ; مِنْ قَبْلُ-আগেই ; وَ-আর ; لَنْ تَجِدَ-আপনি কখনো পাবেন না ; لِسُنَّةِ-রীতিতে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; تَبْدِيْلًا-কোনো পরিবর্তন। (৬৩) يَسْئَلُكَ-আপনাকে জিজ্ঞেস করছে ; النَّاسُ-লোকেরা ; عَنِ-সম্পর্কে ; السَّاعَةِ - কিয়ামত ; قُلْ-আপনি বলুন ; إِنَّمَا-কেবলমাত্র ; عِلْمُهَا-(علم+ها)-তার (কিয়ামতের) জ্ঞান ; عِنْدَ-কাছেই ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; مَا-কিসে ; يُدْرِيْكَ - (يدرى+ك)-আপনাকে জানাবে ; لَعَلَّ-হয়তো ; السَّاعَةَ-কিয়ামত ; تَكُوْنُ - সংঘটিত হবে ; قَرِيْبًا-অত্যন্ত নিকটেই।

১১৫. আল্লাহর শরীয়তের বিধান হচ্ছে সমাজে এসব দুষ্কৃতিকারীদেরকে বিকশিত হওয়ার কোনো সুযোগ দেয়া হয় না। যখনই কোনো দেশে শরয়ী বিধান প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন এ ধরনের লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়, যেনো তারা তাদের অসৎ নীতি পরিবর্তন করে আল্লাহর বিধানের অনুগত হয়ে যায়। অতপর তারা যদি নিজেদের নীতি পরিবর্তন না করে, তাহলে তাদেরকে কঠোর হস্তে দমন করার ব্যবস্থা করা হয়। আল্লাহর এ বিধান ও নীতির পরিবর্তন হয় না।

১১৬. কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকরাই কিয়ামত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ স.-কে এ ধরনের প্রশ্ন করতো। এর দ্বারা কিয়ামত সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা তাদের উদ্দেশ্য থাকতো না। তারা কিয়ামত আসার আগে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেবে, এ উদ্দেশ্যে তারা তা জানতে চাইতেন এমন নয়, বরং তারা রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে ঠাট্টা-মস্করা করার জন্যই এসব জিজ্ঞাসা করতো। মূলত তারা আখিরাতেই বিশ্বাসী ছিলো না। তাদের উদ্দেশ্য এই ছিলো যে, তুমি যে কিয়ামতের ভয় দেখাচ্ছো তা আমাদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য কবে আসবে ?

إِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا ﴿٦٤﴾ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ

৬৪. নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফিরদেরকে অভিশাপ দিয়েছেন এবং তৈরী করে রেখেছেন তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুন। ৬৫. তারা সেখানে অনন্তকালের বাসিন্দা হবে ;

لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ﴿٦٥﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ

তারা কোনো অভিভাবক পাবে না আর না কোনো সাহায্যকারী। ৬৬. যেদিন ওলট-পালট করে দেয়া হবে তাদের চেহারাগুলো আগুনের মধ্যে

يَقُوْلُوْنَ يٰلَيْتَنَآ اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلَا ﴿٦٦﴾ وَقَالُوْا رَبَّنَآ اِنَّآ

তারা বলবে—"হায়! যদি আমরা আনুগত্য করতাম আল্লাহর এবং আনুগত্য করতাম রাসূলের। ৬৭. তারা আরও বলবে—'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো অবশ্যই

اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَاَضَلُّوْنَا السَّبِيْلَا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَآ اٰتِهِمْ ضِعْفَيْنِ

আমাদের নেতাদের এবং আমাদের সরদারদের আনুগত্য করেছিলাম, অতপর তারাই তো আমাদেরকে সঠিক পথ থেকে বিপথে নিয়ে গেছে। ৬৮. হে আমাদের প্রতিপালক! তাদেরকে দ্বিগুণ করে দিন

৬৪ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; لَعَنَ-অভিশাপ দিয়েছেন ; الْكٰفِرِيْنَ-কাফিরদেরকে ; وَ-এবং ; اَعَدَّ-তৈরী করে রেখেছেন ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; سَعِيْرًا-জ্বলন্ত আগুন। ৬৫ خٰلِدِيْنَ-তারা বাসিন্দা হবে ; فِيْهَا-সেখানে ; اَبَدًا-অনন্ত কালের ; لَا يَجِدُوْنَ-তারা পাবে না ; وَلِيًّا-কোনো অভিভাবক ; وَّ-আর ; لَا نَصِيْرًا-না কোনো সাহায্যকারী। ৬৬ يَوْمَ-যেদিন ; تُقَلَّبُ-ওলট-পালট করে দেয়া হবে ; وُجُوْهُهُمْ-(وجوه+هم)-তাদের চেহারাগুলো ; فِيْ-মধ্যে ; النَّارِ-আগুনের ; يَقُوْلُوْنَ-তারা বলবে ; يٰلَيْتَنَا-হায় ! যদি আমরা ; اَطَعْنَا-আনুগত্য করতাম ; اللّٰهَ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; اَطَعْنَا-আনুগত্য করতাম ; الرَّسُوْلَا-রাসূলের। ৬৭ وَ-আরও ; قَالُوْا-তারা বলবে ; رَبَّنَآ-হে আমাদের প্রতিপালক ; اِنَّا-আমরা তো অবশ্যই ; اَطَعْنَا-আনুগত্য করেছিলাম ; سَادَتَنَا-(سادة+نا)-আমাদের নেতাদের ; وَ-এবং ; كُبَرَآءَنَا-(كبراء+نا)-আমাদের সরদারদের ; فَاَضَلُّوْنَا-(ف+اضلوا+نا)-অতপর তারাই তো আমাদেরকে বিপথে নিয়ে গেছে ; السَّبِيْلَا-সঠিক পথ থেকে। ৬৮ رَبَّنَآ-হে আমাদের প্রতিপালক ! اٰتِهِمْ-(ات+هم)-তাদেরকে দিন ; ضِعْفَيْنِ-দ্বিগুণ করে ;

আমরা তো তোমাকে বিশ্বাস-ই করি না। এখন কিয়ামত নিয়ে এসে তোমার কথামতো আমাদের শাস্তির ব্যবস্থা করো।

مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا ۝

শাস্তি এবং তাদের প্রতি কঠোর লা'নত বর্ষণ করুন[১১৭]।

مِنَ الْعَذَابِ-শাস্তি; وَ-এবং ; الْعَنْهُمْ-(العن+هم)-তাদের প্রতি লা'নত বর্ষণ করুন; لَعْنًا-লা'নত ; كَبِيرًا-কঠোর।

১১৭. দুনিয়াতে যেসব পথভ্রষ্ট নেতা-নেত্রীরা তাদের কর্মী-সমর্থককে বিপথে পরিচালিত করতো। তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দেয়ার জন্য তাদের অনুসারীরা আখিরাতে আল্লাহর দরবারে দাবী জানাবে। কুরআন মাজীদে নিম্নোক্ত স্থানগুলোতেও এ বিষয়ে আলোচনা রয়েছে—

সূরা আ'রাফ ১৮৭ আয়াত ; সূরা হিজর ২ ও ৩ আয়াত ; সূরা ফুরকান ২৭ ও ২৯ আয়াত ; সূরা হামীম আস সাজদাহ ২৬ ও ২৯ আয়াত ; সূরা সাবা ৩ ও ৫ আয়াত ; সূরা মুলক ২৪ ও ২৭ আয়াত এবং সূরা আল মুতাফ্ফিফীন ১০ ও ১৭ আয়াত।

৮ম রুকূ' (৫৯-৬৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মুসলিম উম্মাহর মহিলাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে পর্দার যে বিধান দেয়া হয়েছে তা মেনে চলা অবশ্যই ফরয।

২. মহিলাদের গৃহের বাইরে বের হবার সময় অবশ্যই চাদর বা বড় ওড়না দ্বারা মাথা ও মুখ ঢেকে বের হতে হবে।

৩. যথাযথ পর্দানশীন মহিলারা অবশ্যই সকলের নিকট সম্মানের পাত্রে হিসেবে বিবেচিত হন। দুষ্কৃতকারীরাও পর্দানশীন মহিলাদেরকে উত্যক্ত করতে সাহস পায় না।

৪. আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত পর্দার এ বিধান মেনে চললে মহিলারা অবশ্যই সকল প্রকার যুলম-নির্যাতন ও যৌন উৎপীড়ন থেকে রক্ষা পাবে।

৫. ইসলাম গ্রহণের আগের এবং পর্দার আয়াত নাযিলের আগের পর্দাহীনতার সকল অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন, কেননা আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

৬. মুনাফিক, অসৎচরিত্রের লোক এবং গুজব রটনাকারীরা কখনো সফলতা লাভ করতে পারে না। দুনিয়াতেই এক সময় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে চরম বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে দেন, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

৭. একটি পূর্ণাংগ ইসলামী সমাজব্যবস্থার অধীনে মুনাফিক ও দুষ্কৃতকারীরা তাদের অসৎ কর্মকাণ্ড চালাবার সুযোগ পায় না। তাই তাদের নিজেদেরকে সংশোধন করে নিতে হয়, নচেৎ আল্লাহর বিধানানুসারে ধ্বংস হয়ে যেতে হয়।

৮. মুনাফিক, অসৎ চরিত্রের লোক গুজব রটনাকারী এবং এ শ্রেণীর মানুষরাই সমাজে বিশৃংখলা ও সকল অশান্তির মূল কারণ।

৯. ইসলামী সমাজব্যবস্থায় উল্লিখিত অপরাধীরা কঠোর সাজা পায়। ফলে সমস্ত বিশৃংখলা ও শান্তি ফিরে আসে।

১০. মানুষের মৌলিকতা হলো, তারা তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসী হবে এবং তাদের কথা ও কাজ হবে আখিরাত মুখী। এটাই মানুষের সুস্থ-স্বাভাবিক মানসিকতা।

১১. মানুষের অসুস্থ মানসিকতার পরিচয় হলো দীনে হকের বিরোধিতা করা ; কুফর, শিরক ও নিফাক হচ্ছে মানুষের মনের রোগ। এ রোগ-ই মানুষকে নৈতিকভাবে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়। ঈমান ও নেক-আমল-ই হলো এ রোগের ঔষধ।

১২. কিয়ামত কখন সংঘটিত হবে তা একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন। সুতরাং এটা জানার পরও সে সম্পর্কে প্রশ্ন করা হঠকারিতা।

১৩. কাফির-মুশরিকদের কিয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাটা তাদের জানার জন্যে ছিলো না ; তাদের প্রশ্ন ছিলো অবিশ্বাস্যমূলক ঠাট্টা-মস্করা করা।

১৪. কাফির-মুশরিকদের এহেন আচরণের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি লা'নত করছেন এবং আখিরাতে তাদের জন্য জ্বলন্ত আগুন তৈরী করে রেখেছেন।

১৫. কাফির-মুশরিকদের বাসস্থান হবে অনন্তকালের জাহান্নাম। সেখান থেকে তারা কখনো রেহাই পাবে না।

১৬. আখিরাতে কাফির-মুশরিকদের কোনো বন্ধু বা সাহায্যকারী থাকবে না।

১৭. জাহান্নামের আগুনে পুড়ে কাফির-মুশরিকদের মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে যাবে।

১৮. আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য না করার জন্য কাফির-মুশরিকরা আফসোস করবে ; কিন্তু তাদের সে আফসোস কোনো ফল বয়ে আনবে না।

১৯. অপরাধীরা সেদিন তাদের নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার অভিযোগ তুলে তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তির দাবী জানাবে।

২০. সেসব নেতা-নেত্রীরা নিজেরা তো পথভ্রষ্ট ছিলো, এটা তাদের এক অপরাধ। অপরদিকে তারা তাদের অনুসারী ও কর্মীদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে এটা তাদের দ্বিতীয় অপরাধ। এজন্য তাদের দ্বিগুণ শাস্তি হবে।

২১. যেসব রাজনৈতিক দল ও সাংস্কৃতিক সংগঠন আল্লাহর দীনের বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে কাজ করছে। তাদের কর্মপদ্ধতি ও কর্মসূচী দীনের আলোকে বিচার করে আখিরাতে তাদের অবস্থান নির্ধারিত হবে।

২২. পথভ্রষ্ট এসব নেতা-নেত্রীরা সেদিন তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ অস্বীকার করতে পারবে না ; কেননা তাদের সকল অপকর্মের সকল রেকর্ড সংরক্ষিত থাকবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৯
পারা হিসেবে রুকূ'-৬
আয়াত সংখ্যা-৫

﴿٦٩﴾ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اٰذَوْا مُوْسٰى فَبَرَّاَهُ اللّٰهُ

৬৯. হে যারা ঈমান এনেছো,[১১৮] তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল, অতপর আল্লাহ তাঁকে নির্দোষ প্রমাণিত করলেন,

مِمَّا قَالُوْا ؕ وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَجِيْهًا ﴿٧٠﴾ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا

তা থেকে যা তারা রটিয়েছিল ; আর তিনি ছিলেন আল্লাহর নিকট অত্যন্ত সম্মানিত।[১১৯] ৭০. হে যারা ঈমান এনেছো, তোমরা ভয় করো

﴿٦٩﴾ يَاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; لَاتَكُوْنُوْا-তোমরা হয়ো না ; كَالَّذِيْنَ-(ك+الذين)-তাদের মতো যারা ; اٰذَوْا-কষ্ট দিয়েছিল ; مُوْسٰى-মূসাকে ; فَبَرَّاَهُ-(ف+برا+ه)-তারপর তাঁকে নির্দোষ প্রমাণিত করলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; مِمَّا-(من+ما)-তা থেকে যা ; قَالُوْا-তারা রটিয়েছিল ; وَ-আর ; كَانَ-তিনি ছিলেন ; عِنْدَ-নিকট ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَجِيْهًا-অত্যন্ত সম্মানিত। ﴿٧٠﴾ يَاَيُّهَا-হে ; الَّذِيْنَ-যারা; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছো ; اتَّقُوْا-তোমরা ভয় করো ;

১১৮. এখানে 'হে যারা ঈমান এনেছো' বলে সাধারণ মুসলমানদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, তোমরা ইয়াহুদীদের মতো নবীকে কষ্ট দেয়ার কারণ হয়ো না। কুরআন মাজীদে 'হে যারা ঈমান এনেছো' বলে কোথাও খালেস ঈমানের অধিকারীদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে, কোথাও সাধারণভাবে সকল মুসলমানকে সম্বোধন করা হয়েছে, আবার কোথাও মু'মিন-মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানদার সবাইকে এ সম্বোধনে শামিল করা হয়েছে। মুনাফিক ও দুর্বল মু'মিনদেরকে যখন 'হে যারা ঈমান এনেছো' বলে—সম্বোধন করা হয়েছে, তখন তাদেরকে লজ্জা দেয়াই তার উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তোমরা যারা ঈমানদার হওয়ার দাবী করেছো, তোমাদের কাজগুলো কি একজন ঈমানদারের কাজ ? 'হে যারা ঈমান এনেছো' বলে কোথায় কাফেরদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে তা আগের-পরের কথা দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

১১৯. অর্থাৎ হে মুসলমানরা ইয়াহুদীরা তাদের প্রতি সবচেয়ে বেশী অনুগ্রহকারী ও সবচেয়ে উপকারকারী নবী মূসা আ.-কে যে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিল, তোমরা তোমাদের নবীর সাথে সেরূপ আচরণ করো না।

ইয়াহুদীরা মূসা আ.-এর প্রতি সন্দেহ করলো যে, তার শরীরে কোনো খুঁত (একশিরা রোগ) আছে তাই তিনি সবসময় তাঁর শরীর ঢেকে রাখেন। কথিত আছে যে, তৎকালীন

اللهَ وَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ

আল্লাহকে এবং বলো সঠিক কথা।[১২০] ৭১. তিনি (আল্লাহ) তোমাদের কাজকর্ম সংশোধন করে দেবেন তোমাদের জন্য এবং ক্ষমা করে দেবেন তোমাদের জন্য

اللهَ-আল্লাহকে ; وَ-এবং ; قُولُوا-বলো ; قَوْلًا-কথা ; سَدِيدًا-সঠিক। ﴿٧١﴾ يُصْلِحْ - তিনি (আল্লাহ) সংশোধন করে দেবেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; أَعْمَالَكُمْ-(اعمال+كم)-তোমাদের কাজ কর্ম ; وَ-এবং ; يَغْفِرْ-ক্ষমা করে দেবেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য;

সময়ে মূসা আ.-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের মধ্যে নগ্ন হয়ে গোসল করার ব্যাপক প্রচলন ছিলো; কিন্তু মূসা আ. ছিলেন অত্যন্ত লজ্জাশীল, তাই তিনি পর্দার মধ্যে থেকে গোসল করতেন।·আল্লাহ তা'আলা চাইলেন মূসা আ.-কে এ দায় থেকে মুক্তি দিতে। একদা মূসা আ. এক নির্জন স্থানে গোসল করার সময় নিজের পরনের কাপড় খুলে একটি পাথরের উপর রাখলেন, অতপর গোসল শেষে যখন তিনি হাত বাড়িয়ে কাপড় নিতে গেলেন, তখন পাথরটি নড়ে চড়ে উঠল এবং কাপড়সহ দৌড়াতে লাগলো। মূসা আ.-ও তাঁর লাঠি হাতে নিয়ে 'আমার কাপড়' 'আমার কাপড়' বলতে বলতে পাথরের পেছনে পেছনে দৌড়াতে লাগলেন, এদিকে পাথরটি-ও দৌড়াতে দৌড়াতে তাঁর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের এক সমাবেশে গিয়ে থেমে গেলো। তখন যেসব লোক সমাবেশে ছিলো তারা মূসা আ.-কে নগ্ন অবস্থায় দেখলো, তারা প্রমাণ পেলো যে, মূসা আ.-এর শরীর একবারে নিখুঁত। এভাবে আল্লাহ তা'আলা মূসা আ.-এর নির্দোষিতা সকলের সামনে প্রকাশ করে দিলেন। অতপর মূসা আ. পাথরের উপর থেকে কাপড় উঠিয়ে পরে নিলেন এবং লাঠি দ্বারা পাথরকে আঘাত করতে লাগলেন আল্লাহর কসম মূসা আ.-এর লাঠির আঘাতে পাথরের উপর তিন, চার অথবা পাঁচটি দাগ পড়ে গিয়েছিল। বুখারীতে হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে উল্লিখিত হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ স. আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

মূসা আ. আল্লাহর কাছে অত্যন্ত সম্মানিত ছিলেন। আল্লাহর নিকট সম্মানিত হওয়ার অর্থ হলো—আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করতেন এবং তাঁর বাসনা অপূর্ণ রাখতেন না। কুরআন মাজীদে বর্ণিত অনেক ঘটনায় তাঁর আল্লাহর কাছে মর্যাদার প্রমাণ পাওয়া যায়। এসব ঘটনায় প্রমাণ পাওয়া যায় যে, তিনি আল্লাহর দরবারে যেভাবে দোয়া করেছেন, সেভাবেই তা কবুল হয়েছে। এসব দোয়ার মধ্যে বিস্ময়কর দোয়া এই যে, তিনি তাঁর ভাই হারূন আ.-কে নবী করার জন্য দোয়া করেন, আল্লাহ তা'আলা তাঁর দোয়া কবুল করে হারূন আ.-কে তাঁর রিসালাতে অংশীদার করেন। অথচ কারও সুপারিশে কাউকে রিসালাতের পদ দান করা হয় না।–(ইবনে কাসীর)

১২০. 'কাওলান সাদীদা' অর্থ–সঠিক কথা সরল কথা ও সত্য কথা। কুরআন মাজীদে এস্থলে 'সাদিকুন' বা 'মুসতাকীমুন' না বলে 'সাদীদুন' বলা হয়েছে। কেননা এ শব্দের মধ্যে সবগুলো অর্থই বিদ্যমান রয়েছে। 'কাওলুন সাদীদুন' অর্থ এমন কথা যা সত্য— যাতে মিথ্যার নামগন্ধও নেই ; যা সঠিক—যাতে ভুলের নামগন্ধ নেই ; যা গাম্ভীর্যপূর্ণ, যাতে হেঁয়ালী ও রসিকতার নামগন্ধও নেই এবং যা কোমল, হৃদয় বিদারক নয়।

ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿٧١﴾ إِنَّا

তোমাদের গুনাহসমূহ ; আর যে আনুগত্য করবে আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের, তবে সে নিঃসন্দেহে লাভ করবে এক মহাসাফল্য।[১২১] ৭২. নিশ্চয়ই আমি

عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ

পেশ করেছিলাম এ আমানতকে (কুরআনকে) আকাশ ও যমীন এবং পর্বতমালার সামনে কিন্তু তারা অস্বীকার করলো

أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا

তা বহন করতে এবং তা থেকে ভয় পেলো, কিন্তু তা বহন করে নিয়েছে মানুষ ; নিশ্চয়ই সে হলো অতিশয় যালেম

جَهُولًا ﴿٧٢﴾ لِّيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ

বড়ই মূর্খ।[১২২] ৭৩. যার ফলে আল্লাহ সাজা দেবেন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ

ذُنُوبَكُمْ-(ذنوب+كم)-তোমাদের গুনাহসমূহ ; وَ-আর ; مَنْ-যে ; يُطِعِ- আনুগত্য করবে ; اللّٰهَ-আল্লাহর ; وَ-ও ; رَسُولَهُ-তাঁর রাসূলের ; فَقَدْ فَازَ-(ف+قد فاز)-তবে সে নিঃসন্দেহে লাভ করবে ; فَوْزًا-এক সাফল্য ; عَظِيمًا-মহা। ﴿٧٢﴾ إِنَّا -নিশ্চয়ই আমি ; عَرَضْنَا-পেশ করেছিলাম ; الْأَمَانَةَ-আমানতকে (কুরআনকে) ; عَلَى-সামনে ; السَّمٰوٰتِ-আকাশ জগত ; وَ-ও ; الْأَرْضِ-যমীন ; وَ-এবং ; الْجِبَالِ-পর্বতমালার ; فَأَبَيْنَ-(ف+ابين)-কিন্তু তারা অস্বীকার করলো ; أَنْ يَحْمِلْنَهَا-(ان يحملن+ها)-তা বহন করতে ; وَ-এবং ; أَشْفَقْنَ-ভয় পেলো ; مِنْهَا-(من+ها)-তা থেকে ; وَ-কিন্তু ; حَمَلَهَا-(حمل+ها)-তা বহন করে নিয়েছে ; الْإِنْسَانُ-মানুষ ; إِنَّهُ-(ان+ه)-নিশ্চয়ই সে ; كَانَ-হলো ; ظَلُومًا-অতিশয় যালিম ; جَهُولًا-বড়ই মূর্খ। ﴿٧٣﴾ لِيُعَذِّبَ-যার ফলে সাজা দেবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الْمُنٰفِقِينَ-মুনাফিক পুরুষ ; وَ-ও ; الْمُنٰفِقٰتِ-মুনাফিক নারী ; وَ-এবং ; الْمُشْرِكِينَ-মুশরিক পুরুষ ;

১২১. ৭০ আয়াতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্য-সরল-সঠিক কথা বলো। আল্লাহভীতি ও সত্য সঠিক কথা বলার ফলাফল আলোচ্য ৭১ আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহভীতির স্বরূপ হলো আল্লাহর বিধানের পরিপূর্ণ আনুগত্য। অর্থাৎ যাবতীয় আদেশ পালন ও যাবতীয় নিষেধাজ্ঞা ও মাকরূহ বা অপসন্দনীয় কথা ও কাজ

থেকে বেঁচে থাকা। বলা বাহুল্য এটা অবশ্য একটা কঠিন কাজ। তাই আল্লাহভীতির আদেশের পর একটি বিশেষ কাজের আদেশ দেয়া হয়েছে। আর তা হলো কথাবার্তা সংশোধন করা, এটা আল্লাহভীতিরই অংশ, কিন্তু এমন অংশ যা করায়ত্ত হলে আল্লাহভীতির বাকী অংশগুলো সহজেই করায়ত্ত হয়ে যায়। আল্লাহ বলেন—সঠিক-সত্য কথা বলার ফলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের কাজকর্ম সংশোধন করে দেবেন—এটা আল্লাহর ওয়াদা। অতপর তিনি আরও বলেন যে, তিনি এরূপ লোকের সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন।

আয়াতের শেষে আরও বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর নির্দেশমতে আল্লাহভীতি অর্জন করবে এবং সত্য-সঠিক কথা বলতে অভ্যস্ত হবে, তারাই মহা সাফল্য লাভ করবে।

১২২. এ আয়াতে 'আমানত' দ্বারা 'খিলাফত' বুঝানো হয়েছে যা কুরআন মাজীদের দৃষ্টিতে মানুষকে দুনিয়াতে দান করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা মানুষকে তার আনুগত্য ও অবাধ্যতার যে স্বাধীনতা দান করেছেন এবং এ স্বাধীনতা ব্যবহারের জন্য তাকে দুনিয়াতে অসংখ্য সৃষ্টির ওপর যে কতৃর্ত ও ক্ষমতা দান করেছেন। তার অনিবার্য ফল তো এটাই হবে যে, সে তার স্বেচ্ছাকৃত সঠিক কাজের জন্য পুরস্কার লাভ করবে এবং স্বেচ্ছাকৃত অন্যায় কাজের জন্য শাস্তি লাভ করবে। মানুষ নিজে নিজে যেহেতু এসব ক্ষমতা অর্জন করেনি, আল্লাহ তা'আলাই তাকে এসব দিয়েছেন, তাই এসব ক্ষমতা-কর্তৃত্বকে কুরআন মাজীদে বিভিন্ন স্থানে 'খিলাফত' বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর এ খিলাফতকে-ই এখানে 'আমানত' নামে অভিহিত করা হয়েছে।

আর এ খিলাফতের দায়িত্বের মধ্যেই ইসলামের যাবতীয় শরঈ বিধি-বিধান শামিল রয়েছে।-(মাযহারী)

এরমধ্যে রয়েছে শরীয়তের ফরয কাজসমূহ, সতীত্বের হিফাযত, ধন-সম্পদের আমানত, ফরয গোসল, নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি। এজন্য মুফাস্সিরীনে কিরাম বলেন, দীনের যাবতীয় কর্তব্য ও কাজসমূহ এ আমানতের মধ্যে শামিল। (কুরতুবী)

এ আমানতের এতোই গুরুভার ও গুরুত্বপূর্ণ যে, এর ভার বহনের যোগ্যতা ও প্রতিভা, যা বিশেষ স্তরের জ্ঞান-বুদ্ধি ও চেতনার ওপর নির্ভরশীল। আল্লাহর 'খিলাফত' তথা প্রতিনিধিত্বের ক্ষমতা এ বিশেষ যোগ্যতার ওপর নির্ভরশীল। যেসব সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে এ যোগ্যতা নেই সেসব বস্তুরাজী যতো বিরাট-বিশাল হোক না কেন, তাদের পক্ষে এ খিলাফতের দায়িত্ব বহন করা সম্ভব নয়। এজন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন—আসমান ও যমীন তাদের সমস্ত শ্রেষ্ঠত্ব এবং পাহাড় তার আয়তনের বিশালত্ব ও গুরুগাম্ভির্য সত্ত্বেও এ 'আমানত' তথা খিলাফতের দায়িত্ব বহন করার শক্তি ও হিম্মত রাখতো না, তাই তারা ভীত হয়ে এ দায়িত্ব বহনে নিজেদের অপরাগতা প্রকাশ করে তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। কিন্তু আসমান, যমীন ও পাহাড়ের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য ও দুর্বল দেহবিশিষ্ট মানুষ নিজের ক্ষুদ্রতম প্রাণের ওপর এ ভারী বোঝা উঠিয়ে নিয়েছে।

আসমান-যমীন ও পাহাড়ের সামনে এ আমানত পেশ করা হয়ত শাব্দিক অর্থেই সংঘটিত হয়েছিল। অথবা তা রূপকভাবে সংঘটিত হয়েছিল। আল্লাহর সাথে তাঁর সৃষ্টির সম্পর্ক-সম্বন্ধ আমাদের বুঝার ক্ষমতার বাইরে। আমাদের কাছে আসমান-যমীন,

চন্দ্র-সূর্য্য ও পাহাড়-পর্বত যেমন প্রাণহীন জড় পদার্থ রূপে পরিচিত, আল্লাহর কাছে তাঁর এসব সৃষ্টি তেমন না-ও হতে পারে। আল্লাহর কাছে তারা বাকশক্তিসম্পন্ন, তারা আল্লাহর ভাষা বুঝেন এবং আল্লাহও তাদের ভাষা বুঝেন। অতএব এ আমানত তাদের সামনে পেশ করা এবং তাদের তা গ্রহণে অস্বীকৃতির প্রকৃত রূপ বুঝা ও অনুধাবন করার মতো জ্ঞান ও বোধশক্তি আমাদের নেই।

এ আমানতের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য আসমান, যমীন ও পাহাড়ের সামনে পেশ করাটা ছিলো তাদের ইচ্ছাধীন—বাধ্যতামূলক নয়। কারণ বাধ্যতামূলক নির্দেশ হলে তা অমান্য করা তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল।

মুফাস্সিরীনে কেরাম একাধিক সহীহ্ হাদীস থেকে এ আমানত পেশ করার ঘটনা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা প্রথমে আসমানের সামনে, অতপর যমীনের সামনে এবং শেষে পাহাড়ের সামনে তাদের ইচ্ছাধীনে এ বিষয় পেশ করেন যে, আমার এ খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের আমানতের বোঝা তোমরা নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে গ্রহণ করো। তারা প্রত্যেকেই বিনিময় কি, তা জানতে চাইলে বলা হলো—তোমরা যদি পূর্ণাঙ্গভাবে এ দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হলে, অর্থাৎ এর বিধি-বিধান পুরোপুরি পালন করতে পারলে, এমন পুরস্কার পাবে, যা আল্লাহর নৈকট্য, সন্তুষ্টি ও জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামতের আকারে তোমরা ভোগ করবে। পক্ষান্তরে যদি এ বিধান পালন না করো, অর্থাৎ দায়িত্ব পালনে অবহেলা করো, তাহলে তার জন্য কঠিন শাস্তি পাবে। একথা শুনে আসমান-যমীন ও পাহাড়-পর্বত আরয করলো যে, হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা তো আপনার আজ্ঞাবহ গোলাম ; কিন্তু আমাদেরকে যখন আপনি ইখতিয়ার দিয়েছেন তখন আমাদের আরয এই যে, আমরা এ বিশাল দায়িত্ব পালনে অক্ষম। আমরা পুরস্কারের আশাও করি না এবং আযাব বা শাস্তি ভোগ করার ক্ষমতাও রাখি না।

হযরত ইবনে আব্বাস রা. কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেন, আসমান-যমীন ও পর্বতমালা যখন এ আমানত গ্রহণে নিজেদের অক্ষমতা পেশ করলো, তখন আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম আ.-কে সম্বোধন করে বললেন—"আমি আমার আমানত আসমান, যমীন ও পর্বতমালার কাছে পেশ করেছিলাম, তারা এ বোঝা বহনে তাদের অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এখন তুমি কি এর নির্ধারিত প্রতিদানের বিনিময়ে এ আমানতের বোঝা বহনের দায়িত্ব নিতে রাজী আছো ? আদম আ. জিজ্ঞেস করলেন—'হে আমার পালনকর্তা ! এর বিনিময়ে কি প্রতিদান পাওয়া যাবে ?' জওয়াবে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করলেন যে, পূর্ণাঙ্গ আনুগত করলে আল্লাহর নৈকট্য, সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের চিরস্থায়ী নিয়ামত পাবে। আদম আ. আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টিতে উন্নতি লাভের আগ্রহে এ বোঝা বহন করে নিলেন।-(কুরতুবী)

আয়াতের শেষে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে 'যালূম' তথা নিজের ওপর যুলুমকারী এবং 'জাহুল' তথা পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা সমগ্র মানব জাতির নিন্দা করেননি; বরং মানুষের অধিকাংশ লোকের বাস্তব অবস্থা বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ মানব জাতির অধিকাংশ-ই যালিম ও অজ্ঞ প্রমাণিত হয়েছে। তারা

وَالْمُشْرِكٰتِ وَيَتُوْبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ

ও মুশরিক নারীদেরকে ; আর আল্লাহ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের তাওবা কবুল করে নেবেন ;

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ○

আর আল্লাহ হলেন অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।[১২৩]

وَ-ও ; الْمُشْرِكٰتِ-মুশরিক নারীদেরকে ; وَ-আর ; يَتُوْبَ-তাওবা কবুল করে নেবেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিন পুরুষ ; وَ-ও الْمُؤْمِنٰتِ-মু'মিন নারীদের ; وَ-আর ; كَانَ-হলেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; غَفُوْرًا-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; رَّحِيْمًا-পরম দয়ালু।

এ আমনতের হক আদায় করেনি এবং এতে নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অধিকাংশের অবস্থাকে মানবজাতির অবস্থা বলা হয়েছে।

মূলত, সে লোকদেরকেই আয়াতে যালিম বলা হয়েছে, যারা শরীয়তের আনুগত্যে সফলকাম হয়নি এবং আমানতের হক আদায় করেনি। কাফির, মুনাফিক ও পাপাচারী মুসলমান সকলেই এর মধ্যে শামিল। হযরত ইবনে আব্বাস রা. ইবনে যুবায়ের রা. ও হাসান বসরী র. এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। –(কুরতুবী)

১২৩. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পরিণামে মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীদেরকে এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে শাস্তি দেবেন এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে পুরস্কৃত করবেন। মানুষ যে আমানতের এ বোঝা বহন করে নিয়েছে, এর পরিণামে মানুষ দু'দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক ঃ কাফির, মুশরিক ও মুনাফিক ইত্যাদি যারা অবাধ্য হয়ে আমানত বিনষ্ট করবে। যার ফলে তারা শাস্তি প্রাপ্ত হবে। দুই ঃ মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী। যারা আনুগত্যের মাধ্যমে আমানতের দায়িত্ব পালনের হক আদায় করবে। তাদের সাথে অনুগ্রহ ও ক্ষমাসুন্দর ব্যবহার করা হবে।

৯ম রুকূ' (৬৯-৭৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মূসা আ.-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈল তাঁকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছিল, আয়াতে সেদিকে ইংগীত করা হয়েছে।

২. আল্লাহ তা'আলা মূসা আ. ও তাঁর সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করে মুসলমানদেরকে সতর্ক করেছেন, তারা যেন তাদের নবীর কষ্টের কারণে পরিণত না হয়।

৩. বনী ইসরাঈল মূসা আ.-এর শারীরিক খুঁত আছে বলে মিথ্যা রটনা করেছিল। আল্লাহ তা'আলা এক অলৌকিক ঘটনার মাধ্যমে তাঁকে নির্দোষ প্রমাণিত করেছেন।

৪. সকল নবী-রাসূল-ই উচ্চ বংশে নিখুঁত শারীরিক গঠন নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন। নচেৎ মানুষ তাঁদের দাওয়াত মেনে নিতে অনীহা প্রকাশ করতো।

৫. আল্লাহর কাছে সম্মানিত হওয়ার অর্থ তাঁর দোয়া আল্লাহর কাছে কবুল হওয়া এবং তাঁর মনের সকল বাসনা পূর্ণ হওয়া।

৬. মূসা আ.-এর সম্মানিত হওয়ার প্রমাণ হলো তাঁর দোয়ায় তাঁর ভাই হারূন আ.-কে নবী হিসেবে মনোনীত করে তাঁর রিসালাতে অংশীদার করা।

৭. আল্লাহভীতি ও সত্য-সরল ও সঠিক কথা বলা মু'মিননের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্য অর্জনে সকল মু'মিনকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

৮. উল্লিখিত দু'টো বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারলে আল্লাহ তা'আলা মু'মিনের সকল কাজকর্ম ঈমানের অনুকূলে সংশোধন করে দেবেন বলে আল্লাহ ওয়াদা করেছেন। আর আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই সত্য।

৯. উক্ত বৈশিষ্ট্য দু'টো অর্জন করতে পারলে তিনি মু'মিনের সকল অপরাধও ক্ষমা করে দেবেন বলে ওয়াদা করছেন।

১০. আল্লাহর ভয় মনে পোষণ করা এবং সত্য-সঠিক কথা বলা দ্বারা আখিরাতে মহা সাফল্য লাভ করা সম্ভব।

১১. আল্লাহর ভয় ও সত্য-সঠিক কথা দ্বারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করা সহজ হয়ে যায়, যার ফলে আখিরাতে সাফল্য অর্জন করাও সহজ হয়ে যায়।

১২. আয়াতে উল্লিখিত 'আমানত' অর্থ আল্লাহর খিলাফত বা প্রতিনিধিত্ব, যে জন্য তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন।

১৩. আল্লাহর সকল সৃষ্টির মধ্যে একমাত্র মানুষ-ই 'খিলাফত' তথা আমানতের গুরু দায়িত্ব পালনের যোগ্য। অন্য কোনো সৃষ্টির মধ্যে এ যোগ্যতা আল্লাহ দান করেননি।

১৪. যেহেতু কোনো সৃষ্টির মধ্যেই খিলাফতের দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা-ই নেই, তাই আসমান, যমীন ও পর্বতমালার বিশালতা সত্ত্বেও তারা এ দায়িত্ব পালনে অক্ষমতা প্রকাশ করেছে।

১৫. আসমান, যমীন ও পবর্তমালার বিশালতার তুলনায় মানুষের আকার-আকৃতি ক্ষুদ্রতা সত্ত্বেও মানুষই এ দায়িত্ব গ্রহণ করে নিয়েছে, কারণ তাদেরকে তো সৃষ্টি করা হয়েছে এ উদ্দেশ্যেই।

১৬. মানুষের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই এ খিলাফতের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সক্ষম হয়নি, তাই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নিজের প্রতি যুলুমকারী ও পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ বলে অভিহিত করেছেন।

১৭. আমাদের কাছে আসমান, যমীন ও পর্বতমালা নির্জীব পদার্থ হলেও আল্লাহর কাছে তারা বাকশক্তি সম্পন্ন। তাই বলা যায় যে, তাদের কাছে আমানত গ্রহণের দায়িত্ব পেশ করা ও তাদের অক্ষমতা প্রকাশ বাস্তবেই সংঘটিত হয়েছিল।

১৮. খিলাফত বা আমানতের দায়িত্ব পালনে যারা নিজেদের ব্যর্থতা দেখিয়েছে, সেই মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে আল্লাহ সাজা দেবেন। তাদের কাজ-ই তাদেরকে শাস্তির যোগ্য বানিয়েছে।

১৯. আর এ দায়িত্ব পালনে যারা সদা সজাগ-সচেষ্ট থাকবে, সেই মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে আল্লাহ অবশ্যই পুরস্কার দান করবেন। আমাদেরকে সেই গুরু দায়িত্বের কথা স্মরণ করেই জীবনযাপন করতে হবে।

❐

সূরা সাবা-মাক্কী
আয়াত ঃ ৫৪
রুকূ' ঃ ৬
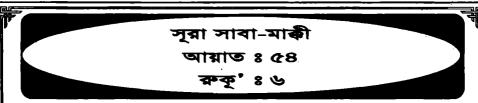
নামকরণ

সূরার ১৫ আয়াতের 'লি-সাবাইন' শব্দ থেকে সূরার নামকরণ করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা সেই সূরা যাতে 'সাবা'-এর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরার বর্ণনাধারা থেকে অনুমিত হয় যে, সূরাটি রাসূলুল্লাহ স.-এর মাক্কী জীবনের মাঝামাঝি যুগের প্রথম দিকে অথবা প্রাথমিক যুগের শেষ দিকে নাযিল হয়েছে। এটা ছিলো এমন এক সময় যখন পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ স. ও মুসলমানদের প্রতি কেবলমাত্র ঠাট্টা-বিদ্রূপ, মিথ্যা অপবাদ ও প্ররোচনা দানের মাধ্যমে ইসলামের বিরোধিতা সীমাবদ্ধ ছিলো। তখনো যুলম-নির্যাতন তীব্র আকার ধারণ করেনি।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরায় রাসূলুল্লাহ স.-এর তাওহীদ ও আখিরাতের প্রতি দাওয়াত এবং তাঁর নবুওয়াতের বিরুদ্ধে কাফিরদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও মিথ্যা অপবাদ আকারে বিরোধিতার জবাব দেয়া হয়েছে। কাফিরদেরকে জবাব দেয়া হয়েছে বুঝানো ও আলোচনার ভঙ্গিতে। তাদের আপত্তিগুলো কোথাও উল্লেখ করে জবাব দেয়া হয়েছে, আবার কোথাও তা উল্লেখ করার প্রয়োজন পড়েনি, জবাবের মধ্যেই তাদের আপত্তি সুস্পষ্ট হয়েছে। আবার কোথাও তাদের হঠকারিতার ভয়াবহ পরিণতির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

আলোচনা প্রসঙ্গে হযরত দাউদ ও সুলায়মান আ.-এর কাহিনী এবং 'সাবা' জাতির ঘটনাও তাদেরকে শুনিয়ে দেয়া হয়েছে। এ কাহিনীগুলো তাদেরকে এ উদ্দেশ্যে শোনানো হয়েছে যে, ইতিহাসের এ কাহিনীগুলো তাদের সামনে আছে। হযরত দাউদ ও সুলায়মান আ.-কে আল্লাহ তা'আলা বিপুল শক্তি-সামর্থ ও শান-শওকত দান করেছিলেন, যা ইতিপূর্বে আর কাউকে দান করেননি ; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা অহংকার করেননি এবং তাঁরা তাঁদের প্রতিপালকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি, বরং আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দাহ হিসেবে জীবনযাপন করেন।

অপরদিকে 'সাবা' জাতিকে আল্লাহ বিপুল ধন-সম্পদ দান করেছিলেন, কিন্তু তারা অহংকারে মেতে উঠেছিল। আল্লাহ গর্ভ-অহংকারের কারণে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেন। পরবর্তী 'সাবা' জাতির কথা শুধুমাত্র ইতিহাসের কাহিনী হিসেবেই রয়ে গেছে।

এসব কাহিনীর প্রেক্ষিতে কাফিরদের প্রতি সিদ্ধান্তের ভার দেয়া হয়েছে যে, তারা কি তাওহীদ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনে আল্লাহর নিয়ামতের শোকর আদায়ের ভিত্তিতে জীবন যাপন করবে না—কি কুফর, শিরক, আখিরাতে অবিশ্বাস ও বৈষয়িক স্বার্থ পূজার ভিত্তিতে জীবন যাপন করবে।
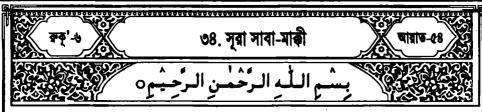
①اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِى الْاٰخِرَةِ ؕ

১. সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর-ই জন্য যার মালিকানায়[১] সেসব কিছু যা আছে আসমানে এবং যা আছে যমীনে। আর আখিরাতেও সকল প্রশংসা তাঁরই[২] ;

وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخَبِيْرُ ② يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى الْاَرْضِ وَمَا

এবং তিনি প্রজ্ঞাময় (সকল বিষয়) জ্ঞাত[৩]। ২. তিনি জানেন যা কিছু যমীনে প্রবেশ করে এবং যাকিছু

①اَلْحَمْدُ-সমস্ত প্রশংসা ; لِلّٰهِ-আল্লাহর-ই জন্য ; الَّذِىْ-যার لَهٗ-মালিকানায় ; مَا- সেসব কিছু যা আছে ; فِى السَّمٰوٰتِ- আসমানে ; وَ-এবং ; مَا-যা আছে ; فِى الْاَرْضِ-যমীনে ; وَ-আর ; لَهُ- তাঁরই الْحَمْدُ-সকল প্রশংসা ; فِى الْاٰخِرَةِ- আখিরাতেও ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; الْحَكِيْمُ-প্রজ্ঞাময় ; الْخَبِيْرُ-(সকল বিষয়) জ্ঞাত।②يَعْلَمُ-তিনি জানেন ; مَا-যা কিছু ; يَلِجُ-প্রবেশ করে ; فِى الْاَرْضِ-যমীনে; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু ;

১. 'হামদ' শব্দ দ্বারা প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা দু'টোই বুঝায়। এখানেও দু'টো অর্থই প্রযোজ্য। আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব-জাহান ও এর মধ্যকার সবকিছুর মালিক। বিশ্ব-জগতের যাবতীয় কিছুর সৃষ্টি নৈপুণ্য, প্রতিপালন ও পরিচালনার জন্য জগতের সকল প্রশংসার মালিকানা একমাত্র তাঁরই থাকা যুক্তিযুক্ত। তিনি ছাড়া আর কোনো সত্তা প্রশংসা পাওয়ার অধিকারী হতে পারে না।

আল্লাহর সৃষ্টিজগত যেহেতু তাঁর দয়ায় অস্তিত্ব লাভ করেছে, তাঁর দয়ায় টিকে আছে, এক সৃষ্টি তাঁর অন্য সৃষ্টি থেকে লাভবান হচ্ছে এবং স্বাদ-আনন্দ উপভোগ করছে। তাই কৃতজ্ঞতা পাওয়ার অধিকারীও তিনিই।

২. অর্থাৎ ইহলোকে যে কারণে আল্লাহ তা'আলাই প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার মালিক, তেমনি আখিরাতে আল্লাহর যেসব নিয়ামত মানুষ ভোগ করবে তাঁর মালিকানাও তাঁরই। তাই সেখানেও সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার অধিকারীও তিনিই।

৩. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা প্রজ্ঞা ও যথার্থ দূরদৃষ্টির অধিকারী, তাই তিনি সঠিক কাজই করেন। তাঁর সৃষ্টকূলের কে কোথায়, কিভাবে আছে ; কার কখন কি প্রয়োজন ; কে কি করছে এবং করবে এসবই তিনি খবর রাখেন।

يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۚ وَهُوَ الرَّحِيمُ

সেখান থেকে বের হয়ে আসে আর যাকিছু নাযিল হয় আসমান থেকে এবং যাকিছু সেখানে উত্থিত হয় ; আর তিনি পরম দয়ালু

الْغَفُورُ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ ۖ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي

অতিশয় ক্ষমাশীল[৪]। ৩. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে—'আমাদের ওপর কিয়ামত আসবে না'[৫]; আপনি বলে দিন— হাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম

لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ ۖ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ

অবশ্যই তা তোমাদের ওপর আসবে,[৬] তিনি গায়েব সম্পর্কে জ্ঞাত ; তাঁর থেকে লুকিয়ে থাকতে পারে না অণু পরিমাণ কিছুও আসমানে

يَخْرُجُ-বের হয়ে আসে ; مِنْهَا-(من+ها)-সেখান থেকে ; وَ-আর ; مَا-যা কিছু ; يَنْزِلُ-নাযিল হয় ; مِنْ-থেকে ; السَّمَاءِ-আসমান ; وَ-এবং; مَا-যা কিছু; يَعْرُجُ-উত্থিত হয় ; فِيهَا-সেখানে ; وَ-আর ; هُوَ-তিনি ; الرَّحِيمُ-পরম দয়ালু ; الْغَفُورُ-অতিশয় ক্ষমাশীল। ③وَ-আর ; قَالَ-তারা বলে ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; لَاتَأْتِينَا-আমাদের ওপর আসবে না ; السَّاعَةُ-কিয়ামত ; قُلْ-আপনি বলে দিন ; بَلَىٰ-হাঁ ; وَرَبِّي-আমার প্রতিপালকের কসম ; لَتَأْتِيَنَّكُمْ-(لتاتين+كم)-অবশ্যই তা তোমাদের পর আসবে ; عَالِمِ-তিনি জ্ঞাত ; الْغَيْبِ-গায়েব সম্পর্কে; لَا يَعْزُبُ-লুকিয়ে থাকতে পারে না কিছু ; عَنْهُ-তাঁর থেকে ; مِثْقَالُ-পরিমাণ ; ذَرَّةٍ-এক অণু; فِي السَّمَاوَاتِ-আসমানে ;

৪. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা পরম দয়ালু ও অতিশয় ক্ষমাশীল। তাই তিনি তাঁর অপরাধী বান্দাহকে পাকড়াও করেন না, অপরাধ করার সাথে সাথে তার রিযক বন্ধ করে দেন না, অপরাধের শাস্তি দেয়া শুরু করেন না ; বরং অপরাধীকে কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ, অনুশোচনা করে ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ দেন। অথচ অপরাধ করার সাথে সাথে তিনি চাইলে অপরাধীকে পাকড়াও করে তাৎক্ষণিক শাস্তি দিতে পারেন। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর বান্দাহদের ঢিল দিয়ে থাকেন এবং নিজের আচরণ ও কাজকর্ম শুধরে নেয়ার সুযোগ দেন। বান্দাহ যখনই নাফরমানী থেকে বিরত হয়ে ক্ষমা চায়, তখনই তিনি ক্ষমা করে দেন।

৫. কাফির, মুশরিকরা এসব কথা রাসূলুল্লাহ স.-কে বিদ্রূপ করে বলতো। তারা বলতো যে, মুহাম্মদ আমাদেরকে কিয়ামতের ভয় দেখায়, আমরা তো এসব বিশ্বাস করি না,

وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝

আর না যমীনে—এবং তার (অণুর) চেয়ে ক্ষুদ্র কিছুও (লুকিয়ে থাকতে পারে) না, আর না (লুকিয়ে থাকতে পারে) বড় কিছু তার চেয়ে—কিন্তু সবই একটি সুস্পষ্ট কিতাবে (সংরক্ষিত) আছে।[৭]

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ ۝٤

৪. (কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী) যেন তিনি পুরস্কৃত করতে পারেন তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে ; তারাই—তাদের জন্যই রয়েছে ক্ষমা ও জীবিকা—

كَرِيمٌ ۝ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ ۝٥

সম্মান জনক। ৫. আর যারা আমার আয়াতসমূহকে ব্যর্থ করার চেষ্টা করে তারাই—তাদের জন্যই রয়েছে আযাব—

مِنْ رِجْزٍ أَلِيمٌ ۝ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ ۝٦

কঠোর যন্ত্রণাদায়ক আযাব থেকে[৮]। ৬. আর তারা ভালো করেই জানে যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে যে, যাকিছু আপনার প্রতি নাযিল করা হয়েছে

وَ-আর ; لَا-না ; فِي الْأَرْضِ-যমীনে ; وَ-এবং ; لَآ-না (লুকিয়ে থাকতে পারে) ; وَ-আর ; لَآ-না (লুকিয়ে থাকতে পারে) ; أَصْغَرُ-ক্ষুদ্র কিছুও ; مِنْ-চেয়ে ; ذَٰلِكَ-তার (অনুর) ; أَكْبَرُ-বড় কিছু (তার চেয়ে) ; إِلَّا-কিন্তু ; فِي كِتَابٍ-একটি কিতাবে (সংরক্ষিত) আছে ; مُبِينٍ-সুস্পষ্ট। ④لِيَجْزِيَ-(কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী) যেনো তিনি পুরস্কৃত করতে পারেন ; الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; وَ-ও; عَمِلُوا-করেছে ; الصَّالِحَاتِ-সৎকাজ ; أُولَٰئِكَ-তারাই ; لَهُمْ-তাদের জন্যই রয়েছে; مَغْفِرَةٌ-ক্ষমা ; وَ-ও ; رِزْقٌ-জীবিকা ; كَرِيمٌ-সম্মান জনক।⑤وَ-আর ; الَّذِينَ-যারা ; سَعَوْا-চেষ্টা করে ; فِي آيَاتِنَا-আমার আয়াতসমূহকে ; مُعَاجِزِينَ-ব্যর্থ করার ; أُولَٰئِكَ-তারাই- ; لَهُمْ-তাদের জন্যই রয়েছে ; عَذَابٌ-আযাব ; مِنْ-থেকে; رِجْزٍ-কঠোর আযাব ; أَلِيمٌ-যন্ত্রণাদায়ক।⑥ وَ-আর ; يَرَى-ভাল করেই জানে ; الَّذِينَ-তারা যাদেরকে ; أُوتُوا-দান করা হয়েছে যে, ; الْعِلْمَ-জ্ঞান ; الَّذِي-যা কিছু ; أُنْزِلَ-নাযিল করা হয়েছে ; إِلَيْكَ-আপনার প্রতি ;

তাকে মিথ্যা বলে জানলাম, তার সাথে এতো বেয়াদবী করলাম ; কিন্তু কিয়ামত তো আসলো না। আসলে কিয়ামত আদৌ আসবে না।

مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ ۙ وَيَهْدِيْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ⑥ وَقَالَ

আপনার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তা-ই একমাত্র সত্য ; এবং তা পরাক্রমশালী সর্বগুণে গুণান্বিত সত্তার (আল্লাহর) দিকে পথ দেখায়[৯]। ৭. আর বলে

مِنْ-পক্ষ থেকে ; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালকের ; هُوَ-তা-ই ; الْحَقَّ-একমাত্র সত্য ; وَ-এবং ; يَهْدِيْ-তা দেখায় ; اِلٰى-দিকে ; صِرَاطِ-পথ ; الْعَزِيْزِ-পরাক্রমশালী ; الْحَمِيْدِ-সর্বগুণে গুণান্বিত। ⑦ وَ-আর ; قَالَ-বলে ;

৬. অর্থাৎ কিয়ামত আসাটা অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তার আসার নির্ধারিত সময়টা একমাত্র আল্লাহ আলেমুল গায়েব ছাড়া আর কেউ জানে না। কুরআন মাজীদের অনেক সূরাতে একথা বিভিন্নভাবে বলা হয়েছে।

৭. অর্থাৎ তোমরা যারা আখিরাত তথা মৃত্যুর পরের জীবনকে অসম্ভব মনে করে অস্বীকার করো, তাদের জেনে রাখা উচিত যে, তোমাদের দেহের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশগুলো যখন মাটিতে মিশে যাবে এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, তখন দেহের এসব অংশগুলো কোনটা কোথায় গেছে তা আল্লাহর দপ্তরে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে সংরক্ষতি হয়ে গেছে। যখন তিনি পুনরায় সৃষ্টি করতে চাইবেন, তখন সেগুলোকে একত্র করা তাঁর পক্ষে মোটেই কোনো কঠিন কাজ হবে না।

৮. আখিরাতের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি পেশের পর এখানে তার অপরিহার্যতার পক্ষে যুক্তি পেশ করা হচ্ছে। অর্থাৎ যুক্তি-বুদ্ধি ও ন্যায়-ইনসাফের দাবী হচ্ছে এমন একটি সময় অবশ্যই আসা উচিত যখন যালিমকে তার যুলুমের এবং সৎলোককে তার সৎকাজের প্রতিদান দেয়া হবে। যে সৎকাজ করবে সে সৎকাজের জন্য পুরস্কার পাবে এবং যে মন্দ কাজ করবে, সে মন্দ কাজের শাস্তি পাবে। এখন যদি দেখা যায় যে, সৎলোক সৎকাজের পুরস্কার ও মন্দ লোক মন্দ কাজের শাস্তি পাচ্ছে না, বরং উল্টো হচ্ছে অর্থাৎ সৎলোক শাস্তি পাচ্ছে এবং মন্দ লোক পুরস্কার পাচ্ছে তাহলে স্বীকার করে নিতে হবে যে, যুক্তি-বুদ্ধি ও ইনসাফের দাবী অবশ্যই একদিন পূরণ হবে। সেই দিনটিকেই কিয়ামত বা আখিরাত বলে। আখিরাত না আসাকে যুক্তি-বুদ্ধি ও ন্যায়-ইনসাফ সমর্থন করে না।

এ আয়াত থেকে এটাও জানা যায় যে, ঈমান ও সৎকাজের বিনিময়ে গুণাহ মাফ করে দেয়া হবে এবং সম্মানজনক রিযিক দেয়া হবে। আর যারা আল্লাহর দীনকে ব্যর্থ করার চেষ্টা চালাবে তাদেরকে ভয়াবহ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে। এ থেকে এটাও সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, খালেস নিয়তে ঈমান এনে সৎকাজ করে গেলে তাদের যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু হয়েও যায়, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তা ক্ষমা করে দেবেন এবং দুনিয়াতে সম্মানজনক রিযক যদি না-ও পাওয়া যায়, আখিরাতে তাদের ক্ষমা ও সম্মানজনক রিযিক সুনিশ্চিত।

৯. অর্থাৎ কোন্‌টা একমাত্র সত্য আর কোনটা মিথ্যা তা জ্ঞানীদের জানা আছে। সুতরাং সত্যের বিরোধিরা যতই সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দিতে চেষ্টা করুক না কেন, তারা সফল হবে না।

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ يُّنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ ۙ

তারা, যারা কুফরী করে— আমরা কি তোমাদেরকে সন্ধান দেবো এমন এক ব্যক্তির, যে তোমাদেরকে সংবাদ দেয় যে, যখন তোমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে প্রত্যেকটি টুকরাসহ

اِنَّكُمْ لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۞ اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَمْ بِهٖ جِنَّةٌ ۗ

(তখন) অবশ্যই তোমরা এক নতুন সৃষ্টি হবে। ৮. তবে কি সে আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করছে, না কি তার ওপর পাগলামী চেপে বসেছে[১০] ;

بَلِ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلٰلِ الْبَعِيْدِ ۝

বরং যারা আখিরাতে বিশ্বাস রাখে না তারাই শাস্তি পাবে এবং তারাই রয়েছে ঘোরতর পথভ্রষ্টতায়[১১]।

۞ اَفَلَمْ يَرَوْا اِلٰى مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۗ

৯. তবে কি তারা লক্ষ করে না তার প্রতি যা রয়েছে তাদের সামনে এবং যা রয়েছে তাদের পেছনে—আসমানের ও যমীনের ;

الَّذِيْنَ-তারা যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করে ; هَلْ-কি ; نَدُلُّكُمْ-(ندل+كم)-তোমাদেরকে সন্ধান দেবো ; عَلٰى رَجُلٍ-এমন এক ব্যক্তির ; يُنَبِّئُكُمْ-(ينبء+كم)-তোমাদেরকে সংবাদ দেয় ; اِذَا-যখন ; مُزِّقْتُمْ-তোমরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে ; كُلَّ-প্রত্যেকটি ; مُمَزَّقٍ-টুকরো সহ ; اِنَّكُمْ-(তখন) অবশ্যই তোমরা ; لَفِيْ خَلْقٍ-এক সৃষ্টি হবে ; جَدِيْدٍ-নতুন। ⑧ اَفْتَرٰى-তবে কি সে আরোপ করছে ; عَلٰى-প্রতি ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; كَذِبًا-মিথ্যা ; اَمْ-না-কি ; بِهٖ-তার ওপর ; جِنَّةٌ-পাগলামী চেপে বসেছে; بَلْ-বরং ; الَّذِيْنَ-যারা ; لَا يُؤْمِنُوْنَ-বিশ্বাস রাখে না ; بِالْاٰخِرَةِ-আখিরাতে; فِي الْعَذَابِ-তারাই শাস্তি পাবে ; وَ-এবং ; الضَّلٰلِ-পথভ্রষ্টতায় ; الْبَعِيْدِ-ঘোর। ⑨ اَفَلَمْ يَرَوْا-(ا+ف+لم يروا)-তবে কি তারা লক্ষ্য করে না ; اِلٰى-প্রতি ; مَا-তার যা; بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ-তাদের সামনে রয়েছে ; وَ-এবং ; مَا-যা রয়েছে ; خَلْفَهُمْ-(خلف+هم)-তাদের পেছনে ; مِّنَ السَّمَآءِ-আসমানের ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ;

১০. অর্থাৎ কাফির সরদাররা লোকদেরকে এটা বলে বিভ্রান্ত করতে চাচ্ছে যে, মুহাম্মদ— আখিরাতে মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা হবে বলে যে কথা বলছে, তা সঠিক নয়, সে জেনে বুঝে আল্লাহর নামে মিথ্যা আরোপ করছে অথবা তার ওপর পাগলামী চেপে বসেছে (নাউযুবিল্লাহ)। আখিরাত অবিশ্বাসীরা জানতো যে, মুহাম্মদ স.-কে মিথ্যাবাদী হিসেবে

إِنْ نَّشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ ۚ

আমি যদি ইচ্ছা করি, আমি যমীনকে তাদের সহ ধ্বসিয়ে দিতে পারি, অথবা তাদের ওপর আকাশের খণ্ডবিশেষ নিক্ষেপ করতে পারি[১২]

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝

নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে, এমন প্রত্যেক বান্দাহর জন্য যে আল্লাহ অভিমুখী[১৩]।

اِنْ-যদি ; نَّشَأْ-আমি ইচ্ছা করি ; نَخْسِفْ-আমি ধ্বসিয়ে দিতে পারি ; بِهِمُ-তাদের সহ ; الْأَرْضَ-যমীনকে ; اَوْ-অথবা ; نُسْقِطْ-নিক্ষেপ করতে পারি ; عَلَيْهِمْ-তাদের ওপর ; كِسَفًا-খণ্ড বিশেষ ; مِّنَ السَّمَاءِ-আকাশের ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِيْ ذٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَاٰيَةً-নিশ্চিত নিদর্শন ; لِّكُلِّ-এমন প্রত্যেক জন্য ; عَبْدٍ-বান্দাহর ; مُّنِيْبٍ-যে আল্লাহ অভিমুখী ;

জনগণের কাছে প্রমাণ করাটা সম্ভব নয়, তাই তারা কৌশল অবলম্বন করে তাঁকে পাগল বলে আখ্যায়িত করছে।

১১. অর্থাৎ মুহাম্মদ স. আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করছেন না এবং তাঁকে পাগলামীতেও পায়নি। বরং তোমরা যারা আখিরাতকে অবিশ্বাস করছো, তারাই শাস্তির উপযুক্ত কাজ করছো। কারণ তোমরা ঘোরতর পাথভ্রষ্টতার মধ্যে রয়েছো।

১২. কাফিরদের আখিরাত অস্বীকার ছিল তিনটি পর্যায়ে—(১) তারা আল্লাহর কাছে হিসেব দেয়ার ব্যাপারটাকে মেনে নিতে অস্বীকার করতো, কারণ এটা মেনে নিলে তাদের যা ইচ্ছে তা করার স্বাধীনতা থাকে না ; (২) বিশ্ব-জগতের এ ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যাওয়া এবং পুনরায় এক নতুন জগত সৃষ্টি হওয়াকে তারা সম্ভব বলে মনে করতো না ; (৩) মানুষের ধ্বংস তথা মাটিতে মিশে যাওয়া হাড়-মাংস একত্র করে পুনরায় দেহ-প্রাণের সম্মিলনে নতুন করে সৃষ্টি করাকে তারা অসম্ভব বলে মনে করতো। তাদের এসব অবিশ্বাসের জবাবে এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, তাদের চোখের সামনে যে আসমান ও যমীন রয়েছে, তা-ইতো প্রমাণ করে যে, এক সর্বশক্তিমান ও সর্বময় ক্ষমতার মালিক এসব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি আসমানের নীচে ও যমীনের উপরে বিভিন্ন ভোগ্যদ্রব্য দিয়ে এবং তা ভোগ-ব্যবহারের স্বাধীন ক্ষমতা ও ইচ্ছা শক্তি দিয়ে যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে এসবের হিসেব না নিয়ে এমনিই ছেড়ে দেবেন না।

এ আসমান-যমীনের অস্তিত্ব একথাও প্রমাণ করে যে, যিনি এগুলো তৈরী করেছেন, তিনি এগুলো ধ্বংস করে দিয়ে অন্য বিশ্ব তৈরী করতে পারেন। এ বিশ্ব-জগত তৈরী যেমন তাঁর জন্য কঠিন ছিল না, তেমনি অন্য বিশ্ব তৈরী করাও তাঁর জন্য কঠিন হবে না।

এ থেকে এটাও প্রমাণিত হয় যে, যিনি এগুলোর স্রষ্টা তিনি অবশ্যই পঁচে-গলে মাটির সাথে মিশে যাওয়া মানুষের দেহকে পুনরায় গঠন করে তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিতে অবশ্যই সক্ষম। এ আসমান-যমীন তো তাঁরই কর্তৃত্বের অধীন রয়েছে আর মানুষের দেহ পঁচে গলে এ আসমান-যমীনের সীমার বাইরে তো আর যেতে পারেনি। সুতরাং মাটি পানি ও বাতাসের মধ্যে মানুষের দেহ কনা যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন, আল্লাহ অবশ্যই তা বের করে এনে একত্রিত করে আগের মতই মানব-দেহ তৈরী করতে সক্ষম। আর রূহ তো তাঁর নিকট-ই সংরক্ষিত আছে। অতএব মানুষকে পুনর্জীবিত করা তাঁর পক্ষে মোটেই অসম্ভব হবে না।

অতএব এ আয়াতে যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, তা হলো—মানুষ আসমান ও যমীনের মধ্যে ঘেরাও হয়ে আছে, এ ঘেরাও থেকে বের হয়ে যাওয়ার কোনো উপায় নেই। অপরদিকে আল্লাহর ক্ষমতা-কর্তৃত্বও অসীম, তিনি চাইলে যেকোনো মুহূর্তে আসমান থেকে বা যমীন থেকে কোনো বিপদ আপদ দিয়ে দিতে অবশ্যই পারেন। অতএব মানুষের কর্তব্য পরকালের কথা স্মরণ করে আল্লাহর ভয়কে অন্তরে জাগরুক রাখা এবং পরকাল থেকে কখনো গাফেল না থাকা।

১৩. অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোনো ধরনের বিদ্বেষ ও অন্ধ স্বার্থপ্রীতি দুষ্ট নয়, যার মধ্যে কোনো জিদ ও হঠকারিতা নেই বরং যে আন্তরিকতা সহকারে তার মহান প্রতিপালকের কাছে পথনির্দেশনার প্রত্যাশী হয়, সে তো আকাশ ও পৃথিবীর এ ব্যবস্থা দেখে বড় রকমের শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। কিন্তু যার মন আল্লাহর প্রতি বিমুখ সে বিশ্ব-জাহানে সবকিছু দেখবে তবে প্রকৃত সত্যের প্রতি ইংগিতকারী কোনো নিদর্শন সে অনুভব করবে না।

১ম রুকূ' (১-৯ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. বিশ্ব-জগত ও এর মধ্যকার সবকিছু সৃষ্টির কৃতিত্ব ও মালিকানা একমাত্র আল্লাহর ; সুতরাং আমাদেরকে একমাত্র তারই প্রশংসা করতে হবে।

২. আল্লাহর সৃষ্টি জগতের মধ্যেই আমাদের স্থিতি, তাঁর নিয়ামত দ্বারাই আমাদের জীবন ধারণ ; তাঁর কর্তৃত্বের বাইরে কোথাও যাওয়ার কোনো উপায় আমাদের নেই। অতএব আমাদের সকল কৃতজ্ঞতা তাঁর জন্যই নির্ধারণ করতে হবে।

৩. দুনিয়াতে যে কারণে সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার মালিক আল্লাহ, আখিরাতেও একই কারণে তিনিই সকল প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার একমাত্র অধিকারী।

৪. আল্লাহ যা করেন, তা সঠিক করেন, যেহেতু তিনি সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান। তিনি সবকিছুর খবর রাখেন। তাই তাঁর দৃষ্টির অগোচরে কিছু সংঘটিত হতে পারে না।

৫. অপরাধী বান্দাহকে আল্লাহ তাৎক্ষণিক পাকড়াও করে শাস্তি দেন না, তাঁর রিযিকও বন্ধ করে দেন না, এটা তার পরম দয়ালু হওয়ার পরিচয়।

৬. তিনি অপরাধিকে ক্ষমা করার জন্য অনুতাপ-অনুশোচনার জন্য অবকাশ দেন, এটি তাঁর অতিশয় ক্ষমাশীলতার পরিচয়।

৭. মানুষকে তাদের অপরাধের শাস্তি তাৎক্ষণিক দিয়ে দেন বলে, কিয়ামত সংঘটিত হবে না এ মনে করার কোনো কারণ নেই। কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে।

৮. আল্লাহ তা'আলা দৃশ্য অদৃশ্য সকল বিষয় সম্পর্কে অবগত আছেন। আসমান-যমীনের কোথাও অণুপরিমাণ কোনো কিছুও তাঁর অবগতির বাইরে লুকিয়ে থাকতে পারে না।

৯. মানুষের পক্ষে আল্লাহর অগোচরে কিছু করা সম্ভব নয়। তাই মানুষকে একথা স্মরণ রেখেই জীবন যাপন করতে হবে।

১০. মৃত্যুর পর মানুষের দেহাবশেষ এর কোনো অণুপরিমাণ অংশও মাটি, পানি বা বাতাসে লুকিয়ে থাকবে না। আল্লাহ যখন পুনঃসৃষ্টি করবেন, তাঁর নির্দেশে সব অংশ একত্রিত হয়ে দেহ গঠিত হবে।

১১. ঈমান ও সৎকাজের পুরস্কার দেয়া এবং কুফরী ও মন্দ কাজের শাস্তি দেয়া আল্লাহর জন্য কোনো কঠিন কাজ নয়। কেননা তাঁর সামনে হাজির হওয়া থেকে পালিয়ে থাকা কারো জন্য সম্ভবই নয়।

১২. আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে দীনের জ্ঞান দান করেছেন, তারা অবগত যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর রাসূলের ওপর নাযিলকৃত ওহীর ভিত্তিতে পরিচালিত জীবনব্যবস্থা-ই একমাত্র সত্য।

১৩. দীনের জ্ঞান ছাড়া প্রকৃত সত্যকে চেনা কখনো সম্ভব নয়। তাই দীনের জ্ঞান অর্জন করা সবচেয়ে বড় ফরয।

১৪. কাফিররা আখিরাতে বিশ্বাস রাখে না, কারণ তাতে বিশ্বাস করলে তাদের যা ইচ্ছা তা করার বা স্বেচ্ছাচারিতার পথ বন্ধ হয়ে যায়।

১৫. শুধুমাত্র আখিরাতে বিশ্বাস-ই মানুষের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে।

১৬. পরকালের মহাশাস্তি থেকে রক্ষা পেতে হলে আখিরাতে বিশ্বাসকে মনে সুদৃঢ়ভাবে স্থান দিতে হবে।

১৭. আখিরাতে অবিশ্বাস যারা করে তারাই ঘোরতর পথভ্রষ্ট। তাদের জন্যই রয়েছে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

১৮. আল্লাহ তা'আলা ইচ্ছা করলে আমাদের মাথার উপরের আসমান থেকে বিচ্ছিন্ন খণ্ড নিক্ষেপ করে আমাদেরকে ধ্বংস করে দিতে পারেন। অথবা যমীনকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিয়ে ধ্বংস করে দিতে পারেন।

১৯. আল্লাহর আসমান ও যমীনের ঘেরাও থেকে পালিয়ে কোথাও যাওয়ার উপায় নেই। আল্লাহর সকল সৃষ্টিই আল্লাহর হুকুমের অনুগত, অতএব মানুষের কর্তব্য আল্লাহর হুকুমের অনুগত থাকা।

২০. আল্লাহর অনুগত বান্দাহদের জন্যই আল্লাহর সৃষ্টি জগতের মধ্যে শিক্ষার উপকরণ রয়েছে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-৮
আয়াত সংখ্যা-১২

۞ وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ مِنَّا فَضْلًا ؕ يٰجِبَالُ اَوِّبِيْ مَعَهٗ وَالطَّيْرَ ۚ

১০. আর নিঃসন্দেহে আমি দাউদকে দান করেছিলাম আমার পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ[১৪] ; (যেমন আমি নির্দেশ দিলাম)— হে পর্বতমালা, তোমরা তাঁর (দাউদের) সাথে একাত্ম হও, এবং পাখিদেরকেও (এ নির্দেশ দিয়েছিলাম)[১৫]

وَاَلَنَّا لَهُ الْحَدِيْدَ ۙ﴿١٠﴾ اَنِ اعْمَلْ سٰبِغٰتٍ وَّقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوْا

আর আমি তাঁর জন্য লৌহকে নরম করে দিয়েছিলাম। ১১. (বলেছিলাম) যে, পূর্ণ মাপের বর্ম তৈরী করুন এবং সংযোজন কালে পরিমাপ ঠিক রাখুন[১৬], আর তোমরা সকলে কাজ করো

১০-وَ-আর ; لَقَدْ اٰتَيْنَا-আমি নিঃসন্দেহে দান করেছিলাম ; دَاوٗدَ-দাউদকে ; مِنَّا-আমার পক্ষ থেকে ; فَضْلًا-বিরাট অনুগ্রহ ; يٰجِبَالُ-(يا+جبال)-(যেমন আমি নির্দেশ দিলাম) হে পর্বতমালা ; اَوِّبِيْ-তোমরা একাত্ম হও ; مَعَهٗ-(مع+ه)-তাঁর (দাউদের) সাথে ; وَ-এবং ; الطَّيْرَ-পাখিদেরকেও (এ নির্দেশ দিয়েছিলাম) ; وَ-আর; اَلَنَّا-নরম করে দিয়েছিলাম ; لَهُ-তাঁর জন্য ; الْحَدِيْدَ-লৌহকে। ১১ اَنِ-(বলেছিলাম) যে ; اعْمَلْ-তৈরি করুন ; سٰبِغٰتٍ-পূর্ণ মাপের বর্ম ; وَ-এবং ; قَدِّرْ-পরিমাপ ঠিক রাখুন ; فِي السَّرْدِ-সংযোজন কালে ; وَ-আর ; اعْمَلُوْا-তোমরা সকলে কাজ করো ;

১৪. আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ আ.-এর প্রতি যে অনুগ্রহ করেছিলেন তা হলো— আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বায়তুল লাহমের ইয়াহুদা গোত্রের সাধারণ একজন যুবক থেকে প্রথমে ইয়াহুদা রাজ্যের শাসনকর্তা এবং পরে বনী ইসরাঈলের সর্বসম্মত বাদশাহর মর্যাদা দান করেন। তিনি ফিলিস্তীনের সাথে যালিম বাদশাহ জালুতের যুদ্ধে অত্যাচারী জালুতকে হত্যা করেন। তালূত ছিলেন সেই যুদ্ধের সেনাপতি। অতপর তালূতের মৃত্যুর পর তিনিই নেতৃত্বের আসনে আসীন হন এবং পরে বনী ইসরাঈলের বাদশাহ হন। তিনি জেরুসালেম জয় করে সেখানে রাজধানী স্থানান্তর করেন। তাঁর নেতৃত্বেই ইসরাঈলী রাষ্ট্রের সীমানা আকাবা উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং সম্পূর্ণরূপে সেই রাষ্ট্রটি আল্লাহর অনুগত রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা তাকে এসব বৈষয়িক অনুগ্রহের সাথে সাথে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমত্তা, ইনসাফ ও ন্যায়নিষ্ঠা, আল্লাহভীতি, আল্লাহর আদেশের প্রতি আনুগত্যশীলতা প্রভৃতি সুকুমার বৈশিষ্ট্যও দান করেন।

صَالِحًا ۖ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١﴾ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ

নেককার হিসেবে ; তোমরা যা-ই করো, আমি তার অবশ্যই দ্রষ্টা ১২. আর আমি সুলায়মানের জন্য বাতাসকে (বশীভূত করেছিলাম), তাঁর সকালে চলার পথ ছিল এক মাসের এবং

وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ۖ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ ۖ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ

সন্ধ্যায় চলার পথ ছিল এক মাসের[১৭] ; আর আমি তাঁর জন্য প্রবাহিত করেছিলাম (গলিত) তামার এক ঝরণা[১৮], আর (বশীভূত) জ্বিনদের কতক ছিলো যারা তাঁর সামনে কাজ করতো

بِإِذْنِ رَبِّهِ ۖ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿١٢﴾

তাঁর প্রতিপালকের আদেশে[১৯]; আর তাদের মধ্যে যে আমার আদেশ থেকে সরে যাবে, আমি তাকে আস্বাদন করাবো জাহান্নামের শাস্তি থেকে।

صَالِحًا-নেককার হিসেব ; اِنِّىْ-আমি অবশ্যই ; بِمَا-তার যা-ই ; تَعْمَلُوْنَ-তোমরা করো ; بَصِيْرٌ-দ্রষ্টা। ⑫ وَ-আর ; لِسُلَيْمٰنَ-সুলায়মানের জন্য ; الرِّيْحَ-বাতাসকে (বশীভূত করেছিলাম) ; غُدُوُّهَا (غدو+ها)-তাঁর সকালে চলার পথ ছিল ; شَهْرٌ-এক মাসের ; وَ-এবং ; رَوَاحُهَا (رواح+ها)-সন্ধ্যায় চলার পথ ছিল ; شَهْرٌ-এক মাসের ; وَ-আর ; اَسَلْنَا-আমি প্রবাহিত করেছিলাম ; لَهٗ-তাঁর জন্য ; عَيْنَ-এক ঝরণা ; الْقِطْرِ-(গলিত) তামার ; وَ-আর ; مِنَ-কতোক ছিলো ; الْجِنِّ-জ্বিনদের ; مَنْ-যারা; يَعْمَلُ-কাজ করতো ; بَيْنَ يَدَيْهِ-তাঁর সামনে ; بِاِذْنِ (ب+اذن)-আদেশে ; رَبِّهٖ-তাঁর প্রতিপালকের ; وَ-আর ; مَنْ-যে ; يَّزِغْ-সরে যাবে ; مِنْهُمْ-তাদের মধ্যে ; عَنْ-থেকে ; اَمْرِنَا (امر+نا)-আমার আদেশ ; نُذِقْهُ (نذق+ه)-আমি তাকে আস্বাদন করাবো ; مِنْ-থেকে ; عَذَابِ-শাস্তি ; السَّعِيْرِ-জাহান্নামের।

১৫. হযরত দাঊদ আ.-এর সাথে আল্লাহর যিকিরে পাহাড়-পর্বত ও পক্ষীকূল একাত্মতা ঘোষণা করতো তা ইতিপূর্বে সূরা আল আম্বিয়ার ৭৯ আয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। উল্লিখিত অংশ দ্রষ্টব্য।

১৬. যুদ্ধকালে দেহকে শত্রুর তীর-তরবারীর আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য লোহার পোশাক তথা বর্ম তৈরির কৌশলও আল্লাহ তা'আলা দাঊদ আ.-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এ বিষয়টি সূরা আল আম্বিয়ার ৮০ আয়াত ও সংশ্লিষ্ট টীকায় বর্ণিত হয়েছে। উল্লিখিত অংশ দ্রষ্টব্য।

১৭. দাঊদ আ.-এর পুত্র সুলায়মান আ.-কেও আল্লাহ তা'আলার যেসব মু'জিযা দান করেছিলেন তার মধ্যে ছিলো বাতাস দ্বারা পরিচালিত সিংহাসন। এ বিষয়টি সূরা আল আম্বিয়ার ৮১ আয়াত ও সংশ্লিষ্ট টীকায় আলোচিত হয়েছে।

﴿١٣﴾ يَعْمَلُوْنَ لَهٗ مَا يَشَآءُ مِنْ مَّحَارِيْبَ وَتَمَاثِيْلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ

১৩. তারা তাঁর (সুলায়মানের) জন্য সেসব কাজ করতো, যা তিনি চাইতেন, যেমন উঁচু ভবনসমূহ এবং চিত্রকর্ম[২০] ও পুকুরের মতো বড় বড় পাত্র,

﴿١٣﴾ يَعْمَلُوْنَ-তারা কাজ করতো ; لَهٗ-তাঁর (সুলায়মানের) জন্য ; مَا-সেসব যা ; يَشَآءُ-তিনি চাইতেন ; مِنْ-যেমন ; مَحَارِيْبَ-উঁচু ভবনসমূহ ; وَ-এবং ; تَمَاثِيْلَ-চিত্রকর্ম ; وَ-ও ; جِفَانٍ-বড় বড় পাত্র ; كَالْجَوَابِ-(ك+جواب)-পুকুরে মতো ;

১৮. অর্থাৎ ভূগর্ভ থেকে গলিত তামার একটি ঝর্ণা আল্লাহ তা'আলা প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন যদ্বারা বিভিন্ন তৈজসপত্র তৈরি করা হতো। এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাও হতে পারে যে, হযরত সুলায়মান আ.-ই তামা-কে গলাবার এবং তার দ্বারা বিভিন্ন জিনিসপত্র তৈরির কৌশল আবিষ্কার করেছিলেন যে কৌশল আল্লাহ-ই তাঁকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

১৯. অর্থাৎ আমি কিছু জ্বিনকে সুলায়মান এর বশীভূত করে দিয়েছিলাম যারা তাঁর সামনে তাঁর প্রতিপালকের আদেশে কাজ করতো। 'তাঁর সামনে কাজ করতো' অর্থাৎ তাঁর নির্দেশে চাকর-বাকরের মতো অর্পিত দায়িত্ব পালন করতো।

২০. 'তামাসীল' শব্দটি 'তিমসাল'-এর বহুবচন। আল্লাহর সৃষ্টি করা জিনিসের মতো তৈরী করা সব জিনিসকে 'তিমসাল' বলা হয়। আমরা যাকে ছবি বা প্রতিকৃতি বলি তা-ই তিমসাল। এটা দু'প্রকার হতে পারে প্রাণিদের চিত্র ও অপ্রাণীদের চিত্র। অপ্রাণীদের চিত্র আবার দু'প্রকার-(১) জড় পদার্থ, যার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেনা ; যেমন পাথর ও কাঠি ইত্যাদি। (২) হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে এমন জিনিস ; যেমন গাছপালা ও ফসল ইত্যাদি। সুলায়মান আ.-এর জ্বিনেরা যেসব 'তিমসাল' তৈরি করতো হতে পারে তা অপ্রাণীবাচক ছিলো। এমনও হতে পারে হযরত সুলায়মান আ. নিজের ইমারতগুলোকে লতাপাতা ফুল-ফল ও প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর চিত্র দ্বারা সুশোভিত করেছিলেন। তিনি প্রাণীবাচক ছবি বা ভাস্কর্য বা বিগ্রহ তৈরি করিয়েছিলেন একথা মেনে নেয়া যায় না ; কারণ সুলায়মান আ. মূসার শরীয়তের অনুসারী ছিলেন। আর ইসলামী শরীয়ার মতো মূসা আ.-এর শরীয়তেও প্রাণীর ছবি ও মূর্তী তৈরী নিষিদ্ধ ছিলো। তাই সুলায়মান আ. কর্তৃক প্রাণীর ছবি ও মূর্তী তৈরী করা হয়েছিল বলে যেসব কথা প্রচলিত আছে তা কোনোক্রমেই মেনে নেয়া যায় না। স্মরণীয় যে, সুলায়মান আ.-এর সাথে বনী ইসরাঈলের একটি গ্রুপের সাথে শত্রুতা ছিলো, তারা এর বশবর্তী হয়ে তাঁর প্রতি শিরক, মূর্তীপূজা ও ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করে। এসব অপবাদে বিভ্রান্ত হয়ে একজন মহিমান্বিত পয়গম্বরের প্রতি এমন ধারণা পোষণ করা উচিত নয়, যা আল্লাহ প্রেরিত কোনো শরীয়তের বিরুদ্ধে চলে যায়। সকলের জানা আছে যে, মূসা আ. থেকে নিয়ে ঈসা আ. পর্যন্ত মধ্যবর্তী যতো নবী এসেছেন সবাই তাওরাতের অনুসারী ছিলেন। আর স্বয়ং তাওরাতেই মানুষ ও পশুপাখির ছবি বা মূর্তী তৈরি হারাম ছিল।

وَقُدُوْرٍ رّٰسِيٰتٍ ؕ اِعْمَلُوْٓا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ؕ وَقَلِيْلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُوْرُ ○

আর চুল্লীর উপর দৃঢ়ভাবে স্থাপিত বড় বড় ডেগসমূহ[২১] ; হে দাউদের পরিবার! তোমরা কৃতজ্ঞতার সাথে কাজ করে যাও[২২], আর আমার বান্দাহদের মধ্যে খুব কমই কৃতজ্ঞ।

⑭ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلٰى مَوْتِهٖٓ اِلَّا دَآبَّةُ الْاَرْضِ تَاْكُلُ

১৪. অতপর যখন তার (সুলায়মানের) ওপর আমি মৃত্যুর ফায়সালা দিলাম তখন কোনো কিছুই তাঁর মৃত্যুর খবর তাদেরকে (জ্বিনদেরকে) জানায়নি যমীনের ঘুণপোকা ছাড়া যা খেয়ে ফেলছিলো

وَ-আর ; قُدُوْرٍ-বড় বড় ডেগসমূহ ; رّٰسِيٰتٍ-চুল্লীর উপর দৃঢ়ভাবে ; اِعْمَلُوْٓا-তোমরা কাজ করে যাও ; اٰلَ-হে পরিবার ; دَاوٗدَ-দাউদের ; شُكْرًا-কৃতজ্ঞতার সাথে ; وَ-আর ; قَلِيْلٌ-খুব কমই ; مِّنْ-মধ্যে ; عِبَادِيَ-(عباد+ى)-আমার বান্দাহদের ; الشَّكُوْرُ-কৃতজ্ঞ। ⑭ فَلَمَّا-অতপর যখন ; قَضَيْنَا-আমি ফায়সালা দিলাম ; عَلَيْهِ-তাঁর (সুলায়মানের) ওপর ; الْمَوْتَ-মৃত্যুর ; مَا دَلَّهُمْ-(ما دل+هم)-তখন কোনো (কিছুই তাদেরকে জ্বিনদেরকে জানায়নি ; عَلٰى مَوْتِهٖ-(على+موت+ه)-তাঁর মৃত্যুর খবর ; اِلَّا-ছাড়া ; دَآبَّةُ الْاَرْضِ-(دابة+ال+ارض)-যমীনের ঘুণপোকা ; تَاْكُلُ -তারা খেয়ে ফেলছিলো ;

'তামাসীল' শব্দটি দ্বারা যদিও প্রাণী অপ্রাণী উভয় প্রকার ছবি বুঝানো হয়ে থাকে, তাই এ শব্দের ওপর ভিত্তি করে এ সিদ্ধান্ত দেয়া যায় না যে, কুরআনের দৃষ্টিতে মানুষ ও পশু-পাখির চিত্র ও ভাস্কর্য নির্মাণ করা বৈধ। কারণ বিপুল সংখ্যক সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ স. প্রাণীবাচক যেকোনো জিনিসের ছবি তৈরী ও সংরক্ষণকে অকাট্য ও চূড়ান্তরূপে হারাম ঘোষণা করেছেন।

২১. অর্থাৎ সুলায়মান আ.-এর গৃহে বড় বড় হাউযের সমান ডেগ তৈরি করে তাতে মেহমানদের জন্য খাদ্য তৈরি করে রাখা হতো। এসব ডেগের মধ্যে একই সাথে হাজার হাজার মানুষের খাদ্য পাকানো হতো। 'জিফান' শব্দটি 'জাফনাতুন' শব্দের বহুবচন অর্থ বড় বড় পাত্র। আর 'জাওয়াব' শব্দটি 'জাবিয়াতুন'-এর বহুবচন, অর্থ চৌবাচ্চা। অর্থাৎ চৌবাচ্চার সমান পানি ধরে এমন পাত্র তৈরি করতো। আর 'কুদূরুন' শব্দটি বিদরুন' -এর বহুবচন অর্থ ডেগ।

২২. আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ আ.ও তাঁর পুত্র সুলায়মান আ.-এর প্রতি তাঁর অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করার পর এখানে তাঁদেরকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রকাশ পায় এমন কাজ করার জন্য আদেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ কৃতজ্ঞ বান্দাহরা যেমন কাজ করে তোমরাও তেমন কাজ করো। মুখে মুখে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কার্যত তার বিপরীত করা নয়। হযরত দাউদ আ. ছিলেন আল্লাহর শোকর গুজার বান্দাহ। রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহর কাছে দাউদ আ.-এর নামায অধিক প্রিয় ছিল। তিনি অর্ধরাত

مِنْسَاَتَهٗ ۚ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ اَنْ لَّوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ الْغَيْبَ

তাঁর লাঠি ; তারপর যখন তিনি (সুলায়মান) পড়ে গেলেন তখন জ্বিনদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো[২৩] যে, যদি তারা গায়েবী বিষয় জানতো

مَا لَبِثُوْا فِي الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ ﴿١٥﴾ لَقَدْ كَانَ لِسَبَاٍ فِيْ مَسْكَنِهِمْ اٰيَةٌ ۚ

তাহলে এ লাঞ্ছনাকর শাস্তিতে তারা আবদ্ধ থাকতো না[২৪]। ১৫. সাবাবাসীদের[২৫] জন্য তাদের আবাসভূমিতেই নিঃসন্দেহে ছিলো এক নিদর্শন[২৬] ;

مِنْسَاَتَهٗ-(منسلة+ه)-তাঁর লাঠি ; فَلَمَّا-অতপর যখন ; خَرَّ-তিনি (সুলায়মান) পড়ে গেলেন ; تَبَيَّنَتِ-তখন পরিষ্কার হয়ে গেলো ; الْجِنُّ-জ্বিনদের কাছে ; اَنْ-যে ; لَّوْ-যদি ; كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ-তারা জানতো ; الْغَيْبَ-গায়েবী বিষয় ; مَا لَبِثُوْا-তারা আবদ্ধ থাকতো না ; فِي الْعَذَابِ-এ শাস্তিতে ; الْمُهِيْنِ-লাঞ্ছনাকর। ⑮ لَقَدْ كَانَ-নিঃসন্দেহে ছিলো ; لِسَبَاٍ-সাবাবাসীদের জন্য ; فِيْ مَسْكَنِهِمْ-(فى+مسكن+هم)-তাদের আবাসভূমিতেই ; اٰيَةٌ-এক নিদর্শন ;

ঘুমাতেন। অতপর রাতের এক তৃতীয়াংশ ইবাদাতে মশগুল থাকতেন এবং শেষের এক-ষষ্টাংশ ঘুমাতেন। আল্লাহর নিকট তাঁর রোযা অধিক প্রিয়। তিনি একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন।-(ইবনে কাসীর)

এ আয়াতটি নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ স. মিম্বরে দাঁড়িয়ে আয়াতটি তিলওয়াত করে বললেন—তিনটি কাজ যে করবে, সে দাউদ আ.-এর পরিবারের বৈশিষ্ট্য লাভ করবে। সাহাবায়ে কিরাম আরজ করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ সেই তিনটি কাজ কি কি ? তিনি বললেন, (১) সন্তুষ্টি ও ক্রোধ উভয় অবস্থায় ন্যায় বিচারে কায়েম থাকা (২) স্বাচ্ছন্দ ও দারিদ্র উভয় অবস্থায় মিতব্যয়ী হওয়া। (৩) গোপন ও প্রকাশ্য উভয় অবস্থায় আল্লাহকে ভয় করা। -(কুরতুবী, আহকামুল কুরআন-জাস্সাস)

অতপর একটি বাস্তব সত্য তুলে ধরা হয়েছে যে, কৃতজ্ঞ বান্দাহদের সংখ্যা কমই হয়ে থাকে। এর দ্বারাও কৃতজ্ঞতার প্রতি মু'মিনদেরকে উৎসাহিত করা হয়েছে।

২৩. অর্থাৎ জ্বিনদের কাছে সুলায়মান আ.-এর মৃত্যুর ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেলো, তখন তারা বুঝতে পারলো যে, তাদের অদৃশ্য ব্যাপার সম্পর্কে জানার ব্যাপারটা নিতান্তই ভুল। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, যেসব মানুষ জ্বিনদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে বলে ধারণা করতো, তাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, জ্বিনরা অদৃশ্য বিষয়ের কোনো জ্ঞান রাখে না।

২৪. হযরত সুলায়মান আ.-এর এ ঘটনার মধ্যে আমাদের জন্য অনেক পথ নির্দেশনা রয়েছে। তিনি এক অদ্বিতীয় ও অনুপম সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁর শুধু তৎকালীন সমগ্র বিশ্বের মানুষের ওপরই নয় বরং পক্ষীকূল ও বায়ু ও জ্বিন জাতির ওপরও কার্যকর ছিল।

কিন্তু এতো বিশাল ক্ষমতা-প্রতিপত্তি ও উপায়-উপকরণ থাকা সত্ত্বেও তিনি মৃত্যুর কবল থেকে রেহাই পাননি। নির্দিষ্ট সময়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। বায়তুল মুকাদ্দাস-এর নির্মাণ কাজ তাঁর পিতা দাঊদ আ. শুরু করেছিলেন, আর তিনি এর নির্মাণ কাজ শেষ করেন। তাঁর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কিছু কাজ বাকী থেকে গিয়েছিল। কাজটির দায়িত্ব ছিল অবাধ্যতাপ্রবণ জ্বিনদের ওপর তারা হযরত সুলায়মান আ.-এর ভয়ে কাজ করতো। এসব জ্বিন তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারটা জানতে পারলে কাজটি অসমাপ্ত ছেড়ে দিতো। তাই তিনি আল্লাহর নির্দেশে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে স্বচ্ছ কাঁচ দ্বারা নির্মিত মেহরাবে প্রবেশ করলেন। এবং নিয়ম অনুযায়ী তাঁর লাঠিতে ভর দিয়ে ইবাদাতে মশগুল হলেন, যেন তাঁর মৃত্যু হয়ে গেলেও তাঁর মরদেহ দাঁড়ানো অবস্থায় থাকে। যথা সময়ে তাঁর মৃত্যু হয়ে গেল ; কিন্তু বাইরে থেকে স্বচ্ছ কাঁচের মধ্য দিয়ে দেখা গেলো যে, তিনি ইবাদাতে মশগুল হয়ে আছেন। এভাবে এক বছর চলে গেলো। মেহরাবের ভেতরে গিয়ে ধরে দেখার ক্ষমতা ও সাহস জ্বিনদের ছিলো না। এদিকে বায়তুল মুকাদ্দাসের অসমাপ্ত কাজ শেষ হয়ে গেলো। আল্লাহ তা'আলা তাঁর লাঠির মধ্যে ঘুণপোকা লাগিয়ে দিয়েছিলেন ; যাকে কুরআন মাজীদে 'দাব্বাতুল আরদ' বলা হয়েছে। ঘুণপোকা ক্রমে ক্রমে লাঠি খেয়ে ফেললো এবং অবশেষে সুলায়মান আ.-এর দেহ মাটিতে পড়ে গেলো ; আর জ্বিনরাও জানতে পারলো যে, তারা নিজেরা গায়েবী বিষয়ের কোনো জ্ঞান রাখে না।

অপরদিকে দুনিয়ার মানুষও জানতে পারলো যে, জ্বিনেরা গায়েবের খবর জানে না ; যদি তারা তা জানতো, তাহলে তাদের পাশেই সুলায়মান আ. মৃতুবরণ করেছেন এবং এক বছর পর্যন্ত তাঁর মৃতদেহ দাঁড়িয়ে আছে, অথচ তারা তাঁকে জীবিত মনে করে তাঁর ভয়ে কঠোর শ্রমের কাজ করেই যাচ্ছিল।

২৫. রিসালাত ও আখিরাতে অবিশ্বাসী কাফিরদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাঁর সর্বময় ক্ষমতা সম্পর্কে হুঁশিয়ার করে দিয়ে পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের বিস্ময়কর কীর্তি ও মু'জিযা সম্পর্কে বর্ণনা দিচ্ছিলেন। এ প্রসঙ্গে প্রথমে দাঊদ আ. ও তাঁর পুত্র সুলায়মান আ.-এর ঘটনাবলী উল্লেখ করেছেন। অতপর এখানে 'সাবা' সম্প্রদায়ের ওপর আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামত বর্ষণও তাদের অকৃতজ্ঞতার ফলে তাদের ওপর তাঁর আযাব অবতীর্ণের ঘটনা উল্লেখ প্রসঙ্গে আলোচ্য আয়তসমূহ নাযিল করেন।

২৬. অর্থাৎ 'সাবা' সম্প্রদায়ের উত্থান ও পতন এ বিষয়ের নিদর্শন যে, তাদের প্রতি যে নিয়ামত বর্ষিত হয়েছিল তা একমাত্র সর্বময় ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তা'আলাই দান করেছেন। তাই তাদের ইবাদাত-বন্দেগী। কৃতজ্ঞতা ও প্রশংসা পাওয়ার অধিকারীও তিনিই। এসব নিয়ামত দানে যাদের কোনো অংশ নেই, তারা তাদের ইবাদাত-বন্দেগী, কৃতজ্ঞতা-প্রশংসা পাওয়ারও অধিকারী নয়। সাবা'র ইতিহাস এ বিষয়েরও নিদর্শন যে, সম্পদ অবিনশ্বর নয় ; তা যেভাবে আসে, সেভাবে চলেও যেতে পারে।

ইয়ামানের সম্রাট ও সে দেশের অধিবাসীদের উপাধী ছিল 'সাবা' আল্লাহ তা'আলা তাদের জীবনকে সমৃদ্ধশালী করার জন্য অগণিত জীবনোপকরণ দান করেছিলেন এবং পয়গম্বরগণের মাধ্যমে এসব নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার নির্দেশ দান করেছিলেন।

جَنَّتٰنِ عَنْ يَمِيْنٍ وَّشِمَالٍ ۚ كُلُوْا مِنْ رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوْا لَهٗ ؕ

দু'টো বাগান—ডানে ও বামে[২৭]; (তাদেরকে বলা হয়েছিল) তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দেয়া রিযক থেকে খাও এবং তাঁর শোকর আদায় করো ;

بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَّرَبٌّ غَفُوْرٌ ﴿١٥﴾ فَاَعْرَضُوْا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ

(তোমাদের) শহর উত্তম-পরিচ্ছন্ন এবং (তোমাদের) প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল। ১৬. কিন্তু তারা মুখ ফেরালো[২৮], অবশেষে আমি পাঠালাম তাদের বিরুদ্ধে প্রবল বন্যা[২৯]

جَنَّتٰنِ-দু'টো বাগান ; عَنْ يَمِيْنٍ-ডানে ; وَّ-ও ; شِمَالٍ-বামে ; كُلُوْا-(তাদেরকে বলা হয়েছিল) তোমরা খাও ; مِنْ-থেকে ; رِّزْقِ-রিযক ; رَبِّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের দেয়া ; وَ-এবং ; اشْكُرُوْا-শোকর আদায় করো ; لَهٗ-তাঁর; بَلْدَةٌ-তোমাদের শহর ; طَيِّبَةٌ-উত্তম-পরিচ্ছন্ন ; وَّ-এবং ; رَبٌّ-(তোমাদের) প্রতিপালক ; غَفُوْرٌ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল। ﴿١٦﴾ فَاَعْرَضُوْا-(ف+اعرضو)-কিন্তু তারা মুখ ফেরালো ; فَاَرْسَلْنَا-(ف+ارسلنا)-অবশেষে আমি পাঠালাম ; عَلَيْهِمْ-তাদের বিরুদ্ধে ; سَيْلَ-বন্যা ; الْعَرِمِ-প্রবল ;

তারা দীর্ঘকাল হিদায়াতের উপর থাকে এবং সুখ-শান্তি ভোগ করতে থাকে। অবশেষে তারা ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে আল্লাহ তা'আলার প্রতি গাফেল হয়ে পড়ে, এমনকি আল্লাহ তা'আলাকে অস্বীকার করতে থাকে। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে সতর্ক করার জন্য তের জন পয়গম্বর পাঠান। তাঁরা ওদেরকে সঠিক পথে আনার জন্য যারপর নাই চেষ্টা করে, কিন্তু তাদের চেতনা জাগ্রত হয়নি। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা প্রচণ্ড বন্যা দিয়ে তাদেরকে আযাব দেন, ফলে তাদের সমৃদ্ধ শহর-বন্দর, বাগ-বাগিচা সবই ধ্বংস হয়ে যায়।-(ইবনে কাসীর)

২৭. অর্থাৎ 'সাবা' রাজ্যের কোনো স্থানে দাঁড়িয়ে ডানে ও বায়ে তাকালে শস্য-শ্যামল বাগ-বাগিচার সমারোহ দেখা যেতো। 'সাবা' রাজ্য শস্য-শ্যামল হওয়ার পেছনে ছিল একটি বাঁধের অবদান। অবশ্য এ বাধ নির্মাণের বুদ্ধি ও সামর্থ আল্লাহ তা'আলাই তাদেরকে দিয়েছেন। ইয়ামানের রাজধানী 'সানআ' থেকে তিন মনযিল দূরে ছিল 'মাআরিব' নগরীর অবস্থান। এ নগরীতেই ছিল 'সাবা' সম্প্রদায়ের বসতি। শহরটির অবস্থান ছিল দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকায়। ফলে পাহাড়ী ঢলে শহরের জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়তো। অবশেষে দেশের সম্রাটগণ উভয় পাহাড়ের মাঝখানে একটি মযবূত বাঁধ নির্মাণ করে পাহাড়ী ঢলকে প্রতিরোধ করেন। ফলে বাঁধের বিপরীত দিকে সঞ্চিত পানির এক বিশাল আকার সৃষ্টি হয়। শুকনো মৌসুমে বাঁধের উপর থেকে নীচে তিনটি দরজা করে শহরের লোকদের মধ্যে এবং তাদের ফল-ফলাদীর বাগানে এ পানি সরবরাহ করা হতো। প্রথমে উপরের দরজা দিয়ে পানি ছাড়া হতো, পানি কমে গেলে দ্বিতীয় দরজা

وَبَدَّلْنٰهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَّأَثْلٍ وَّشَيْءٍ

এবং বদলে দিলাম তাদেরকে তাদের দুটো বাগানের বদলে অন্য দুটো বাগান যা ছিলো তিক্ত ফল ও ঝাউগাছ বিশিষ্ট এবং কতেক

مِّنْ سِدْرٍ قَلِيْلٍ ۝١٦ ذٰلِكَ جَزَيْنٰهُمْ بِمَا كَفَرُوْا ۖ وَهَلْ نُجٰزِيْٓ

সামান্য সংখ্যক কুলগাছ[৩০]। ১৭. এটা (শাস্তি) তাদেরকে আমি দিয়েছি তাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে ; আর আমি এমন শাস্তি দেইনি কাউকে

وَ-এবং ; بَدَّلْنٰهُمْ-(بدلنا+هم)-বদলে দিলাম তাদেরকে ; بِجَنَّتَيْهِمْ-(ب+جنتى+هم)-তাদের দু'টো বাগানের বদলে ; جَنَّتَيْنِ-অন্য দু'টো বাগান ; ذَوَاتَيْ أُكُلٍ-ফল বিশিষ্ট ; خَمْطٍ-তিক্ত ; وَّ-ও ; أَثْلٍ-ঝাউগাছ ; وَّ-এবং ; شَيْءٍ-কতেক ; مِّنْ سِدْرٍ-কুলগাছ ; قَلِيْلٍ-সামান্য সংখ্যক। ⑰ ذٰلِكَ-এটা (শাস্তি) ; جَزَيْنٰهُمْ-(جزينا+هم)-আমি তাদেরকে দিয়েছি ; بِمَا كَفَرُوْا-(ب+ما+كفروا)-তাদের অকৃতজ্ঞতার কারণে ; وَ-আর ; هَلْ نُجٰزِيْٓ-এমন শাস্তি দেইনি কাউকে ;

দিয়ে পানি ছাড়া এবং আরও কমে গেলে সর্বনিম্ন তৃতীয় দরজা দিয়ে পানি ছাড়া হতো ? এভাবে সারা বছরই পানির যথেষ্ট সরবরাহ থাকায় এবং জনপদটি পাহাড়ের ঢালে অবস্থিত হওয়ায় শহরের ডানে-বায়ে পাহাড়ের ঢালে ব্যাপক ফল-মূলের চাষাবাদ হতো। এসব ফল-মূলের বাগানসমূহ পরস্পর সংযুক্ত থাকায় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত পাহাড়ের দু'ঢালে দু'টো বাগান বলেই মনে হতো। আর এজন্যই কুরআন মাজীদে 'জান্নাতান' তথা দু'টো বাগান বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।-(ইবনে কাসীর)

এসব বাগানে সবরকম ফলফলাদী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হতো। কাতাদাহ রা. উল্লেখ করেছেন যে, একজন লোক একটি খালী ঝুড়ি মাথায় নিয়ে বাগানের ফলগাছের তলা দিয়ে হেঁটে আসলে ঝুড়ি ভর্তি হয়ে যেতো, হাত লাগানোর প্রয়োজন হতো না, গাছ থেকে ঝরেই ঝুড়ি ভরে যেতো।-(ইবনে কাসীর)

২৮. অর্থাৎ আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের প্রাচুর্য এবং নবী-রাসূলদের সতর্ককরণ সত্ত্বেও তারা আল্লাহর বন্দেগী ও কৃতজ্ঞতা আদায় করার পরিবর্তে নাফরমানী ও নিমকহারামী করতে থাকলো।

২৯. 'সাইলাল আরিম' অর্থ বাঁধভাঙ্গা বন্যা। অর্থাৎ যে বাঁধটি তাদের হিফাযত ও স্বাচ্ছন্দ্যের ওপর ছিল। তাকেই তাদের ধ্বংস ও বিপদ-মসীবতের কারণ বানিয়ে দিলেন। মুফাস্‌সিরীনে কিরামের মতে, আল্লাহ তা'আলা যখন তাদেরকে বাঁধভাঙ্গা বন্যা দিয়ে ধ্বংস করার চিন্তা করলেন তখন বাঁধের গোড়ায় অন্ধ ইঁদুর লাগিয়ে দিলেন। ইঁদুরগুলো বাঁধের ভিত্তি দুর্বল করে দিলো। অপর দিকে সাবাবাসীরা ইঁদুর দেখে বিপদ সংকেত বুঝতে

إِلَّا الْكَفُورَ ⑰ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً

অতি অকৃতজ্ঞ ছাড়া।১৮. আর আমি গড়ে তুলেছিলাম তাদের ও সেসব জনপদের মধ্যবর্তী স্থানে—যেগুলোতে আমি সমৃদ্ধি দান করেছিলাম—বহু দৃশ্যমান জনপদ

وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ ⑱ فَقَالُوا رَبَّنَا

এবং সেগুলোতে (সেসব জনপদে) আমি ভ্রমণের যথাযথ ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম[৩১] ; (তাদেরকে বলেছিলাম)—'তোমরা ভ্রমণ করো তাতে নিরাপদে রাতে ও দিনে।' ১৯. কিন্তু তারা বললো—হে আমাদের প্রতিপালক!

اِلَّا-ছাড়া ; الْكَفُورَ-অতি অকৃতজ্ঞ। ⑱ وَ-আর ; جَعَلْنَا-আমি গড়ে তুলেছিলাম ; بَيْنَهُمْ-তাদের মধ্যে ; وَ-ও ; بَيْنَ-(بين+هم)-মধ্যবর্তী স্থানে ; الْقُرَى-সেসব জনপদের ; الَّتِي-যেগুলোতে ; بَرَكْنَا فِيهَا-আমি সমৃদ্ধি দান করেছিলাম ; قُرًى-বহু জনপদ ; ظَاهِرَةً-দৃশ্যমান ; وَ-এবং ; قَدَّرْنَا-আমি যথাযথ ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম ; فِيهَا-সেগুলোতে (সেসব জনপদে) ; السَّيْرَ-ভ্রমণের ; سِيرُوا-(তাদেরকে বলেছিলাম) তোমরা ভ্রমণ করো ; فِيهَا-তাতে ; لَيَالِيَ-রাতে ; وَ-ও ; أَيَّامًا-দিনে ; آمِنِينَ-নিরাপদে। ⑲ فَقَالُوا-(ف+قالوا)-কিন্তু তারা বললো ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক !

পারলো এবং ইঁদুর তাড়ানোর জন্য বাঁধের নিচে অনেক বিড়াল ছেড়ে দিলো যাতে করে ইঁদুরগুলো বাঁধের নিকট আসতে না পারে। কিন্তু আল্লাহর তাকদীর কে রদ করতে পারে। ইঁদুরগুলোর কাছে বিড়ালরা হার মানলো এবং ইঁদুরগুলো বাঁধের ভিত্তিতে ঢুকে বাঁধের ভিত্তি দুর্বল করে দিলো।–(ইবনে কাসীর)

৩০. অর্থাৎ বাঁধভাঙ্গা বন্যার ফলে সাবাবাসীদের সেচ ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যায়। জলাধারে পানি না থাকায় সেচের নালা ও খালগুলো অকেজো হয়ে যায়। ফল-ফলাদীর বাগানগুলো পরিত্যক্ত হয়ে যায়। ফলে সেখানে কাটাযুক্ত ঝাউ গাছ ও বন্য কুলের গাছ ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকলো না।

৩১. এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা সাবাবাসীদের প্রতি আর একটি নিয়ামত এবং তাদের অকৃতজ্ঞতা ও মূর্খতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তারা নিজেরাই এ নিয়ামতের পরিবর্তন করে সহজ ব্যবস্থার পরিবর্তে কঠোর ব্যবস্থার জন্য দোয়া ও বাসনা প্রকাশ করেছিল। এখানে 'সমৃদ্ধ জনপদ' দ্বারা সিরিয়া ও ফিলিস্তীনকে বুঝানো হয়েছে। কেননা একাধিক আয়াতে সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের ওপর আল্লাহর বরকত নাযিলের কথা বর্ণিত হয়েছে। সাবাবাসীদের শহর 'মাআরিব' থেকে সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের দূরত্ব ছিল অনেক এবং রাস্তাও সহজ ছিল না। আল্লাহ তা'আলা সাবাবাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করে মাআরিব থেকে সিরিয়া যাওয়ার পথে কিছুদূর পর পর রাজপথের পাশে পাশে জনবসতি সৃষ্টি করে দেন। সেসব

بَعِّدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَٰهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَٰهُمْ

আমাদের সফরগুলোর মধ্যকার দূরত্ব বাড়িয়ে দিন[৩২]; এবং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর যুলম করেছে, তাই আমি তাদেরকে ইতিহাসের কাহিনীতে পরিণত করে রেখেছি এবং তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছি

كُلَّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿١٩﴾ وَلَقَدْ صَدَّقَ

সম্পূর্ণরূপে ;[৩৩] নিশ্চয়ই এতে নিশ্চিত নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক অধিক ধৈর্যশীল ও বেশী বেশী কৃতজ্ঞ বান্দাহর জন্য[৩৪]। ২০. আর নিঃসন্দেহে সত্য প্রমাণ করলো

وَ-এবং; أَسْفَارِنَا-আমাদের সফরগুলোর ; بَيْنَ-মধ্যকার ; بَعِّدْ-দূরত্ব বাড়িয়ে দিন; ظَلَمُوا-তারা যুলুম করেছে ; أَنفُسَهُمْ-(انفس+هم)-নিজেরাই নিজেদের ওপর ; فَجَعَلْنَٰهُمْ-(ف+جعلنا+هم)-তাই আমি তাদেরকে পরিণত করে রেখেছি ; أَحَادِيثَ-ইতিহাসের কাহিনীতে ; وَ-এবং ; مَزَّقْنَٰهُمْ-(مزقنا+هم)-আমি তাদেরকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছি ; كُلَّ مُمَزَّقٍ-সম্পূর্ণরূপে ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; فِى ذَٰلِكَ-এতে রয়েছে ; لَءَايَٰتٍ-নিশ্চিত নিদর্শন ; لِّكُلِّ-প্রত্যেক জন্য ; صَبَّارٍ-অধিক ধৈর্যশীল ; شَكُورٍ-বেশী বেশী কৃতজ্ঞ বান্দাহর ।(২০) وَ-আর ; لَقَدْ صَدَّقَ-নিঃসন্দেহে সত্য প্রমাণ করলো ;

জনবসতিকে 'দৃশ্যমান জনপদ' বলা হয়েছে। এসব জনবসতি থাকার ফলেই কোনো মুসাফির সকালে নিজ গৃহ থেকে বের হয়ে দুপুরে কোনো জনপদে পৌঁছে সেখানে দুপুরে খেয়ে বিশ্রাম নিতে চাইলে তা অনায়াসেই করতে পারতো। তার পর যোহরের পর রওয়ানা হয়ে সূর্যাস্তের আগেই অন্য বসতিতে পৌঁছে রাত কাটাতে পারতো। জনবসতি এমন সুষম দূরত্বে গড়ে উঠেছিল যে, নির্দিষ্ট সময়েই এক বসতি থেকে অন্য বসতিতে পৌঁছা অত্যন্ত সহজ ছিল। ফলে মুসাফিরদের মাআরিব থেকে সিরিয়া পর্যন্ত ভ্রমণ পথের দূরত্ব এবং এক মনযিল থেকে অন্য মনযিলের দূরত্ব ও সময় জানা থাকতো। মুসাফির কখন কোথায় গিয়ে থামবে এবং কোথায় গিয়ে রাত কাটাবে, তা আগেই পরিকল্পনা করে নিতে পারতো।

৩২. অর্থাৎ এসব যালিম আল্লাহর নিয়ামতের কদর বুঝলো না। তাদের আচরণ ও কর্মকাণ্ড দ্বারা এটাই প্রমাণ হলো, যেনো তারা আল্লাহর কাছে এ দোয়াই করেছে যে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য আমাদের সফরের দূরত্ব সৃষ্টি করে দিন, মাঝে মাঝে যেসব জনপদ আছে এটার প্রয়োজন নেই। জঙ্গল ও জনশূন্য মরু অঞ্চল থাকলেই ভালো যাতে আমাদের কষ্ট হয় হোক। তারা মুখে এ দোয়া উচ্চারণ করেছিল এমনটা জরুরী নয়। আসলে যে বা যারা আল্লাহর নিয়ামতের প্রতি নাশোকরী করে, তারা যেনো নিজেদের কর্মকাণ্ডের মধ্যে উপরোল্লিখিত কথা-ই বলে। সাবাবাসীদের অবস্থা বনী ইসরাঈলের অনুরূপ ছিল, যারা কোনো পরিশ্রম ও কষ্ট ছাড়াই 'মান্না' ও 'সালওয়া' রিযিক হিসেবে পেতো। এতে অতিষ্ট হয়ে তারা আল্লাহর কাছে দোয়া করেছিল যে, হে আল্লাহ! এর পরিবর্তে আমাদেরকে শাক-সবজী ও তরি-তরকারী দান করুন।

عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَمَا كَانَ

ইবলীস তার ধারণাকে তাদের ব্যাপারে এবং মু'মিনদের একটি দল ছাড়া সবাই তার অনুসরণ করলো।[৩৫] ২১. আর ছিলো না

عَلَيْهِمْ-তাদের ব্যাপারে ; إِبْلِيسُ-ইবলীস ; ظَنَّهُ-(ظن+ه)-তার ধারণাকে ; فَاتَّبَعُوهُ-(ف+اتبعوا+ه)-এবং সবাই অনুসরণ করলো ; إِلَّا-ছাড়া ; فَرِيقًا-একটি দল ; مِّنَ-; الْمُؤْمِنِينَ-মু'মিনদের। ﴿٢١﴾ وَ-আর ; مَا كَانَ-ছিলো না ;

৩৩. আল্লাহ তা'আলা সাবাবাসীদের নাশোকরীর কারণে তাদেরকে এমনভাবে ছিন্নভিন্ন করে দেন যে, তাদের অধিকাংশই বাধ ভাঙা বন্যায় প্রাণ হারালো। আর কিছু লোক স্থান ত্যাগ করে আশেপাশের দেশগুলোতে চলে গেছে। বন্যার ফলে তাদের শহর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। তাদের দশটি গোত্রের মধ্যে ছয়টি গোত্রের ধ্বংস থেকে রক্ষা প্রাপ্ত লোকেরা ইয়ামানে এবং চারটি গোত্রের লোক সিরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। মদীনার বসতিও তাদের কতক গোত্র থেকে শুরু হয়। তাদের গোত্রগুলোর মধ্যে গাস্সানীরা জর্দান ও সিরিয়ার দিকে এবং আওস ও খাযরাজ গোত্র ইয়াসরিব তথা মদীনায় বসতিস্থাপন করে। আর খুযাআহ গোত্র বর্তমান জেদ্দার নিকটবর্তী তিহামা অঞ্চলে আবাস গড়ে তোলে। আবদ গোত্র বর্তমান ওমানে আশ্রয় নেয়। লাখম, জুযাম ও কিন্দা প্রভৃতি গোত্রও দেশ ত্যাগে বাধ্য হয়। এমনিভাবে 'সাবা' নামে কোনো জাতি-ই দুনিয়াতে বেঁচে থাকেনি। কেবলমাত্র ইতিহাসের কাহিনীতে 'সাবা' জাতি বেঁচে আছে।

সাবাবাসীদের সমূলে ধ্বংস হওয়ার ব্যাপারটা এমনই ছিল যে, আরবে তা প্রবাদে পরিণত হয়। আজো আরবেরা কোনো জাতির ধ্বংসের আলোচনায় বলে—"তারা তো 'সাবা' জাতির মতো নৈরাজ্যের শিকার হয়েছে।"

৩৪. অর্থাৎ 'সাবা'বাসীদের এ ঘটনা থেকে অত্যন্ত ধৈর্যশীল ও অত্যন্ত শোকরকারী বান্দাহদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে। এখানে 'ধৈর্যশীল' ও 'শোকরকারী' বলতে এমন বান্দাহদের বুঝানো হয়েছে, যারা আল্লাহর পক্ষ থেকে ধন-সম্পদ ও সুখ-শান্তির নিয়ামত লাভ করে অহংকারী ও সীমালংঘনকারী হয়ে উঠেনা ; তারা আল্লাহকে সকল অবস্থাতে স্মরণ করে এবং দারিদ্র ও সচ্ছল কোনো অবস্থাতেই আল্লাহকে তখন আল্লাহর নির্দেশকে ভুলে যায় না। এসব লোকই নাফরমান জাতিসমূহের পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে থাকে। আসলে প্রকৃত মু'মিনরাই সবর ও শোকরের প্রতীক।

৩৫. 'সাবা' জাতির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র দলের অস্তিত্ব ছিল যারা অন্য উপাস্যের পরিবর্তে এক আল্লাহর উপাসনা করতো। এখানে সেদিকেই ইংগীত করা হয়েছে, ইতিহাস থেকেও এ তথ্য পাওয়া যায়। আর বর্তমানকালের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার ফলে যেসব শিলালিপি আবিস্কৃত হয়েছে তাতেও একথার সমর্থন মেলে।

لَهٗ عَلَيْهِمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُّؤْمِنُ بِالْاٰخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا

তার (ইবলীসের) কোনো কর্তৃত্ব তাদের ওপর কিন্তু যাতে আমি প্রকাশ করে দিতে পারি কে আখিরাতে ঈমান রাখে, আর তাদের মধ্যে সে কে

فِيْ شَكٍّ ؕ وَرَبُّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيْظٌ ۝

যে সন্দেহে নিপতিত[৩৬] ; আর আপনার প্রতিপালক তো প্রত্যেক জিনিসের ওপর হিফাযতকারী।[৩৭]

لَهٗ-তার ; عَلَيْهِمْ-তাদের পর ; مِنْ سُلْطٰنٍ-কোনো কর্তৃত্ব ; اِلَّا-কিন্তু ; لِنَعْلَمَ-যাতে আমি প্রকাশ করে দিতে পারি ; مَنْ-কে ; يُؤْمِنُ-ঈমান রাখে ; بِالْاٰخِرَةِ(ب+ال+اخرة)-আখিরাতে ; مِمَّنْ-তাদের মধ্যে কে ; هُوَ-সে ; مِنْهَا-তাদের মধ্যে ; فِيْ شَكٍّ-সন্দেহে নিপতিত ; وَ-আর ; رَبُّكَ-আপনার প্রতিপালক তো ; عَلٰى-ওপর ; كُلِّ-প্রত্যেক ; شَيْءٍ-জিনিসের ; حَفِيْظٌ-হিফাযতকারী।

৩৬. অর্থাৎ শয়তান তথা ইবলীসের এমন ক্ষমতা ছিল না এবং এখনো নেই যে, কেউ আল্লাহর আনুগত্যের পথে চলতে চাইলে জোর করে তাকে নিজের আনুগত্য করতে বাধ্য করতে পারে। তাকে তো শুধুমাত্র এতটুকু ক্ষমতাই দেয়া হয়েছে যে, সে লোকদের বিভ্রান্ত করতে পারে এবং যারা তার পেছনে চলতে চায় তাদেরকে তার নিজের অনুসারী বানাতে পারে। আর ইবলীসকে এ সুযোগ এজন্যই দেয়া হয়েছে যেন সে—যারা আখিরাতে বিশ্বাস করে এবং যারা আখিরাতের ব্যাপারে সন্দিহান তাদের মধ্যকার পার্থক্যকে সুস্পষ্ট করে দিতে পারে।

এ আয়াত থেকে এটা সুস্পষ্ট হয়ে যায় যে, 'আখিরাত বিশ্বাস ছাড়া এমন কোনো জিনিস দুনিয়াতে নেই, যা মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে পারে। যে ব্যক্তি একথা না মানে যে, মৃত্যুর পর তাকে আবার জীবিত করা হবে এবং তাকে এ দুনিয়ার সকল কাজের হিসাব দিতে বাধ্য করা হবে ; তাহলে সে অবশ্যই বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট। কারণ এছাড়া কোনো দায়িত্বানুভূতি ও জবাবদিহিতার ভয় সৃষ্টি হতে পারে না। তাই ইবলীস মানুষকে আখিরাত থেকে গাফিল করে দেয়। এটাই তার বড় অস্ত্র। আর যে ব্যক্তি ইবলীসের এ প্রতারণা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সমর্থ হয় সে কখনো তার আখিরাতের চিরন্তন ও স্থায়ী জীবনের বদলায় দুনিয়ার এ অস্থায়ী জীবনকে গ্রহণ করতে পারে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি ইবলীসের প্রতারণায় আখিরাতকে অবিশ্বাস করে কিংবা আখিরাত সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে, সে কখনো দুনিয়ার নগদ লাভকে আখিরাতের আশায় ছেড়ে দিতে রাজী হবে না। দুনিয়াতে যে বা যারাই পথভ্রষ্ট হয়েছে, তার মূলে অবশ্যই আখিরাতে অবিশ্বাস বা সন্দেহ কার্যকর রয়েছে। অপরদিকে আখিরাতের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস-ই মানুষকে সঠিক পথে পরিচালিত করেছে।

৩৭. 'সাবা' জাতির সম্পর্কে কুরআন মাজীদে শুধু মাত্র ইংগীত করা হয়েছে। ইতিহাসের বিভিন্ন মাধ্যম থেকে এ জাতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়।

এ জাতির আবাসভূমি ছিল বর্তমান আরবের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত বর্তমান 'ইয়ামান' নামে পরিচিত দেশটি। 'সাবা' ছিল আরবের এক ব্যক্তির নাম। আরবে তার বংশ থেকে দশটি গোত্র গড়ে উঠে। এ গোত্রগুলো 'সাবা' নামক ব্যক্তির দশ পুত্রের নামে পরিচিত ছিল। তাদের নাম হলো—ইয়ামানে বসবাসকারী ছয় পুত্রের নামে ছয়টি গোত্র ছিল–মাদজাজ, কেন্দা, ইযদ, আশয়ারী, আনমার ও হিমাইয়ার। শাম বা সিরিয়ার অঞ্চলে বসবাসকারী চার পুত্রের নামে চারটি গোত্র হলো—লখম, জুযান, আমেলা ও গাস্‌সান।

হযরত দাউদ ও সুলায়মান আ.-এর যুগে এ জাতির ধনাঢ্যতার কথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। ঐতিহাসিকদের বর্ণনানুসারে তারা সোনা ও রূপার পাত্র ব্যবহার করতো। তাদের গৃহের ছাদ, দেয়াল ও দরজায় সোনা, রূপা, হিরা, জহরত ও হাতির দাঁতের কারুকার্য খচিত ছিল। তৎকালীন সারা দুনিয়ার মধ্যে তারা ছিল সবচেয়ে ধনাঢ্য ও সম্পদশালী। তাদের দেশ সবুজ-শ্যামল বাগ-বাগিচা, ক্ষেত-খামার ও পশু সম্পদে পরিপূর্ণ ছিল। তারা বিলাসীতার স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। তারা দারুচিনি, চন্দন ও অন্যান্য সুগন্ধি কাঠকে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করতো। তারাই সানআর সুউচ্চ পর্বতমালার উপত্যকাসমূহে আকাশ ছোয়া ইমারত নির্মাণ করে। এসব ইমারতগুলো ছিল ২০ তলা বিশিষ্ট এবং এক একটি তলার উচ্চতা ছিল ৩৬ ফুট। হযরত সুলায়মান আ.-এর আমলে (খৃঃ পূঃ ৯৬৫ থেকে ৯২৬) তাঁর হাতে সাবার রাণী ঈমান আনেন এবং তাঁর সাথে তাঁর জাতির অধিকাংশ লোকই মুসলমান হয়ে যায়। অতপর কোনো এক সময় তাদের মধ্যে শিরক ও মুর্তি পূজা অনুপ্রবেশ করে। তারা চন্দ্র, সূর্য, শুক্র প্রভৃতি গ্রহ-নক্ষত্র এবং আরও বহু দেব-দেবীর পূজা করা আরম্ভ করে। তাদের ওপর যতদিন আল্লাহর অনুগ্রহ ছিল ততদিন তাদের সম্পদরাজী ছিল। অতপর তারা যখন আল্লাহর অনুগ্রহকে অস্বীকার করে এবং চরম অকৃতজ্ঞের পরিচয় দেয়, তখন সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাদের নাম-নিশানা মুছে দেন। তারা এখন শুধুমাত্র ইতিহাসের এক কাহিনীতে পরিণত হয়ে আছে।

২য় রুকূ' (১০-২১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়ায়ে কিরামের মধ্যে হযরত দাউদ আ. এবং তাঁর পুত্র সুলায়মান আ.-কে এমন কিছু অতিরিক্ত গুণাবলী ও স্বাতন্ত্র্য দিয়েছেন যা অন্য নবীদেরকে দেননি।

২. দাউদ আ.-কে রিসালাতের দায়িত্ব দেয়ার সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে তৎকালীন বিশ্বের রাজত্বও দান করেছেন।

৩. দাউদ আ.-কে এমন সুমধুর কণ্ঠস্বর দেয়া হয়েছিল যে, তিনি যখন যবুর তিলাওয়াত করতেন অথবা আল্লাহর যিকর করতেন তখন আকাশের পক্ষীকুল এবং পানিতে মাছ পর্যন্ত তা শোনার জন্য সমবেত হয়ে যেত।

৪. দাউদ আ.-এর তাসবীহ পাঠ ও যিকরের সাথে সাথে পর্বতমালা ও পক্ষীকূল তাঁর সাথে অংশগ্রহণ করতো।

৫. হযরত দাউদ আ.-এর সাথে পর্বতমালা ও পক্ষীকূল যে তাসবীহ পাঠ করতো, তা সৃষ্টি জগতের সাধারণ তাসবীহ পাঠ থেকে ভিন্ন। তা ছিল দাউদ আ.-এর মু'জিযা।

৬. দাউদ আ.-এর আরও অনেক মু'জিযা ছিল, যেমন তিনি লোহাকে আগুনে পোড়ানো ছাড়াই তদ্দারা বর্ম তৈরী করতেন। লোহা তাঁর হাতে মোমের মত গলে যেতো।

৭. হযরত সুলায়মান আ.-এর মু'জিযা ছিল—আল্লাহ তা'আলা বাতাসকে এবং জ্বিনদেরকে তাঁর বশীভূত করে দিয়েছিলেন। বাতাস তাঁর সিংহাসনকে সকালে ও সন্ধ্যায় এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত পরিবহন করতো।

৮. আল্লাহ তা'আলা সুলায়মান আ.-এর জন্য গলিত তামার ঝরণা প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন, যদ্দারা জ্বিনেরা বিশালকার ডেগ ও পাত্রসমূহ তৈরী করতো।

৯. জ্বিনেরা তাঁর পরিচালনায় সুউচ্চ প্রসাদরাজী নির্মাণ করতো। তাছাড়া জ্বিনেরা তাঁর নির্দেশে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্রও অংকন করতো।

১০. বায়তুল মাকদাস নির্মাণের শেষ দিকে সুলায়মান আ. ইন্তেকাল করেন ; কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাঁর দেহকে মেহরাবের ভেতরে লাঠিতে ভর দিয়ে ইবাদাতে দাঁড়ানো অবস্থায় এক বছর অক্ষত রেখে দেন।

১১. জ্বিনেরা তাঁকে জীবিত মনে করে বায়তুল মাকদাসের নির্মাণ কাজ করে যেতে থাকে এবং কাজ সমাপ্ত করে।

১২. এ আয়াত প্রমাণ করে যে, জ্বিনেরা গায়েব তথা অদৃশ্যের খবর জানে না। যদি তারা তা জানতো তাহলে তাদের পাশেই যে সুলায়মান আ. এক বছর পর্যন্ত মৃত অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, তা জানতে সমর্থ হতো।

১৩. আল্লাহ তা'আলা সুলায়মান আ.-এর লাঠিতে ঘুণপোকা লাগিয়ে দিয়েছিলেন ; যা তাঁর লাঠি খেয়ে ফেলতে থাকে এবং বায়তুল মাকদাস নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার সাথে সাথে তাঁর লাঠি ভেঙ্গে যায়। ফলে তাঁর মৃতদেহ ভূমিতে পড়ে যায়।

১৪. জ্বিনেরা বুঝতে পারলো যে, তারা অদৃশ্যের খবর জানে না ; আর যারা জিনদেরকে অদৃশ্যের খবর জানে বলে মনে করতো, তারাও জানতে পারলো যে, জ্বিনেরা তা জানে না।

১৫. জ্বিনেরা সুলায়মান আ.-এর ভয়েই নির্মাণ কাজের মতো কঠিন পরিশ্রমের কাজ করতো।

১৬. সুলায়মান আ.-এর মৃত্যুর ব্যাপারটা যদি তারা জানতে পারতো, তাহলে তারা এ কঠিন কাজ করতো না, ফলে বায়তুল মাকদাস নির্মাণের কাজও অসমাপ্ত থেকে যেতো।

১৭. হযরত দাউদ আ. ও সুলায়মান আ.-কে আল্লাহ তা'আলা এতসব নিয়ামত দান করেছেন যা তাদের আগে বা পরে কাউকে দান করেননি।

১৮. হযরত দাউদ আ. এবং সুলায়মান আ. এতসব সম্পদ ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তির অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা উভয়ে ছিলেন নিরহংকার ও আল্লাহর শোকরগুযার বান্দাহ।

১৯. দাউদ আ. জনগণের সম্পদ নিজের জন্য ব্যবহার করতেন না। এসব সম্পদ দেশ ও জনগণের কাজে ব্যবহৃত হতো। তিনি লোহার বর্ম তৈরি এবং তা বিক্রি করে নিজের ও পরিবারের ভরণ পোষণ করতেন।

২০. দাউদ আ. রাতের প্রথমার্ধ ইবাদাতে তথা সালাতে কাটাতেন, 'পরবর্তী এক-তৃতীয়াংশ ঘুমাতেন এবং পরবর্তী এক-তৃতীয়াংশ সালাত ও যিক্‌রে নিমগ্ন থাকতেন।

২১. তিনি একদিন পর একদিন রোযা রাখতেন। তাঁর সালাত ও রোযা আল্লাহ তা'আলার অত্যন্ত পছন্দনীয় ছিল।

২২. সকল প্রকার কারিগরী তথা শিল্পকর্ম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যেহেতু আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহান নবীকে শিল্পকর্ম শিক্ষা দিয়েছেন। অতএব কোনো শিল্পজীবি মানুষকে হেয় জ্ঞান করা গুনাহ।

২৩. দাউদ আ. ছদ্মবেশে সাধারণ মানুষদের থেকে নিজের দোষ জেনে নিতেন এবং নিজেকে সংশোধন করে নিতেন। এটাই নিজেকে সংশোধন করার উত্তম উপায়।

২৪. পক্ষান্তরে 'সাবা'বাসীদেরকেও আল্লাহ প্রাচুর্য দান করেছিলেন ; কিন্তু তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়ে তাঁর নাফরমানী করেছে। ফলে আল্লাহ তাদেরকে বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যা দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেন। তারা এখন ইতিহাসের কাহিনী হয়ে আছে।

২৫. সাবা জাতির উত্থান ও পরিণতি থেকে ধৈর্যশীল ও শোকরগুযার বান্দাহর জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে

২৬. দাউদ আ., সুলায়মান আ. এবং সাবাবাসীদের উত্থান ও পরিণতি থেকে আমাদের শিক্ষণীয় বিষয় হলো—সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অবস্থায় আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ এবং তাঁর হামদ ও যিকর-এ মশগুল থাকতে হবে। তেমনি দুঃখ-দৈন্যতা ও রোগ-শোকেও সবর বা ধৈর্য অবলম্বন করতে হবে এবং আল্লাহর নিকট সাহায্য চাইতে হবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৯
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿٢٢﴾ قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

২২. আপনি বলুন,[৩৮] তোমরা তাদেরকে ডাকো, যাদেরকে তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে (উপাস্য) মনে করতে[৩৯] ; তারা অণু পরিমাণও মালিক নয়

فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْاَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيْهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَّمَا لَهٗ مِنْهُمْ

আসমানের আর না যমীনের এবং এতদুভয়ের মধ্যে তাদের কোনো অংশও নেই, আর তাদের মধ্যে কেউ নয় তাঁর (আল্লাহর)

مِّنْ ظَهِيْرٍ ﴿٢٣﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا لِمَنْ اَذِنَ لَهٗ ۚ حَتّٰٓى اِذَا

সাহায্যকারী। ২৩. আর তাঁর নিকট কারো সুপারিশ কোনো উপকারে আসবে না, যাকে তিনি অনুমতি দেবেন তার ছাড়া।[৪০] এমন কি যখন

(২২) قُلْ-আপনি বলুন ; ادْعُوا-তোমরা ডাকো ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে, যাদেরকে ; زَعَمْتُمْ-তোমরা (উপাস্য) মনে করতে ; مِنْ دُوْنِ-পরিবর্তে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; لَا يَمْلِكُوْنَ-তারা মালিক নয় ; مِثْقَالَ-পরিমাণও ; ذَرَّةٍ-অণু ; فِي السَّمٰوٰتِ-আসমানের ; وَ-আর ; لَا-না ; فِي الْاَرْضِ-যমীনের ; وَ-এবং ; مَا-নেই ; لَهُمْ-তাদের ; فِيْهِمَا-(في+هما)-এতদুভয়ের মধ্যে ; مِنْ شِرْكٍ-কোনো অংশও ; وَّ-আর ; مَا-নয় ; لَهٗ-তাঁর (আল্লাহর); مِنْهُمْ-তাদের মধ্যে ; مِنْ ظَهِيْرٍ-কেউ সাহায্যকারী। (২৩) وَ-আর ; لَا تَنْفَعُ-কোনো উপকারে আসবে না ; الشَّفَاعَةُ-কারো সুপারিশ ; عِنْدَهٗٓ-তাঁর নিকট ; اِلَّا-ছাড়া, ব্যতীত ; لِمَنْ-যাকে ; اَذِنَ-তিনি অনুমতি দেবেন ; لَهٗ-তার ; حَتّٰٓى-এমন কি ; اِذَا-যখন ;

৩৮. এখান থেকে শিরক-এর বিরুদ্ধে যুক্তি প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে। এর আগে আখিরাত তথা পরকাল সম্পর্কে কাফিরদের ভুল ধারণা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

৩৯. অর্থাৎ তোমাদের সেসব উপাস্যদের ডেকে দেখো, তারা কি কারো সৌভাগ্যকে দুর্ভাগ্যে এবং দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যে পরিবর্তিত করে দেয়ার কোনো ক্ষমতা রাখে ; আল্লাহ তা'আলা যেমন দাউদ আ. সুলায়মান আ. এবং সাবা জাতির মত ব্যক্তি ও জাতির ক্ষেত্রে করেছেন।

فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا ۙ قَالَ رَبُّكُمْ ۚ قَالُوا الْحَقَّ ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ

তাদের মন থেকে ভয় দূর করে দেয়া হবে। তারা (সুপারিশকারীদেরকে) বলবে—'তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন ?' তারা জবাব দেবে—'সঠিক' (বলেছেন) ; এবং তিনি সমুন্নত

الْكَبِيْرُ ﴿٢٣﴾ قُلْ مَنْ يَّرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ قُلِ اللّٰهُ ۙ وَاِنَّا اَوْ

সুমহান[৪১]। ২৪. আপনি বলুন—তোমাদেরকে আসমান ও যমীন থেকে কে রিযিক দান করেন ? আপনিই বলে দিন—'আল্লাহ'[৪২] এবং অবশ্যই আমরা অথবা

فُزِّعَ-ভয় দূর করে দেয়া হবে ; عَنْ-থেকে ; قُلُوْبِهِمْ-(قلوب+هم)-তাদের মন ; قَالُوْا-তারা বলবে (সুপারিশকারীদেরকে) ; مَاذَا-কি ; قَالَ-বলেছেন ; رَبُّكُمْ-তোমাদের প্রতিপালক ; قَالُوْا-তারা জবাব দেবে ; الْحَقَّ-সঠিক (বলেছেন) ; وَ-এবং; هُوَ-তিনি ; الْعَلِيُّ-সমুন্নত ; الْكَبِيْرُ-সুমহান। ㉔ قُلْ-আপনি বলুন ; مَنْ-কে ; يَرْزُقُكُمْ-(يرزق+كم)-তোমাদেরকে রিযিক দান করেন ; مِّنَ-থেকে ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীন ; قُلِ-আপনিই বলে দিন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَ-এবং; اِنَّا-অবশ্যই আমরা ; اَوْ-অথবা ;

৪০. অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বে এমন কোনো সত্তা নেই, যে উপযাচক হয়ে এগিয়ে গিয়ে কারো পক্ষে সুপারিশ করতে পারে। আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীনে এমন কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী বান্দাহ নেই, যারা আল্লাহর অনুমতি ছাড়াও তাঁর দরবারে কোনো মানুষের জন্য সুপারিশ করতে পারে এবং আল্লাহও তাঁদের সুপারিশ গ্রহণ করতে বাধ্য। সুপারিশ একমাত্র সে-ই করতে পারবে, যাকে সুপারিশ করার জন্য আল্লাহ অনুমতি দেবেন। আর সে-ও শুধু তার জন্যই সুপারিশ করতে পারবে। যার জন্য সুপারিশের অনুমতি তাকে দেয়া হবে। আর সে-ও কোনো অসংগত সুপারিশ করতে পারবে না বরং সে ততটুকু কথা-ই বলতে পারবে। যতটুকু বলার জন্য তাকে অনুমতি দেয়া হবে। এটিই সুপারিশের ইসলামী ধারণা।

আলোচ্য আয়াতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহর আদেশ অবতীর্ণ হওয়ার সময় যেখানে ফেরেশতারাও সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে সেখানে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তাঁর সামনে সুপারিশ করার সাহস কার থাকতে পারে। হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে যে, আল্লাহ তা'আলা যখন আকাশে কোনো আদেশ জারী করেন, তখন সমস্ত ফেরেশতা বিনয় ও নম্রতা সহকারে তাদের পাখা নাড়তে থাকে এবং সংজ্ঞাহীনের মত হয়ে যায়। অতপর যখন তাদের মন থেকে অস্থিরতা ও ভয় ভীতির প্রভাব দূর করে দেয়া হয়। তখন ফেরেশতারা পরস্পরে জিজ্ঞেসা করে যে, তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন, অন্যরা জবাব দেয় যে, অমুক সত্য আদেশ জারী করেছেন।

إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿٢٤﴾ قُل لَّا تُسْـَٔلُونَ عَمَّآ أَجْرَمْنَا

তোমরা নিশ্চিত হিদায়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত অথবা সুস্পষ্ট গোমরাহীতে নিপতিত।[৪৩] ২৫. আপনি বলুন—'আমরা যে অপরাধ করেছি সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না

إِيَّاكُمْ-তোমরা ; لَعَلَىٰ-(ل+على)-নিশ্চিত উপর প্রতিষ্ঠিত ; هُدًى-হিদায়াতের ; أَوْ-অথবা ; فِي ضَلَٰلٍ-গোমরাহীতে নিপতিত ; مُّبِينٍ-সুস্পষ্ট। ﴿٢٥﴾ قُلْ-আপনি বলুন ; لَّا تُسْـَٔلُونَ-তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না ; عَمَّآ-সে সম্পর্কে, যে ; أَجْرَمْنَا-অপরাধ আমরা করেছি ;

৪১. কিয়ামতের দিন সুপারিশকারী ও যার জন্য সুপারিশ করা হবে উভয়ে অত্যন্ত অস্থিরভাবে শংকাগ্রস্ত অবস্থায় অপেক্ষারত থাকবে। সুপারিশকারী সুপারিশের অনুমতি প্রার্থনা করেছে তার জবাব কি আসে সেটাই হবে তাদের উদ্বেগের বিষয়। অবশেষে যখন অনুমতি এসে যাবে তখন সুপারিশকারীর চেহারা দেখে বোঝা যাবে যে, ব্যাপারটি আর উদ্বেগজনক নয়, তখন যার পক্ষে সুপারিশ করা হবে, সে এগিয়ে গিয়ে সুপারিশকারীকে জিজ্ঞেস করবে যে, কি জবাব পাওয়া গেছে? সুপারিশকারী বলবে, সঠিক জবাবই পাওয়া গেছে। এর মাধ্যমে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর দরবারের এমন অবস্থার মধ্যে এমন ধারণা কেমন করে করা যায় যে, সেখানে প্রভাব বিস্তার করে কারো জন্য ক্ষমার সুপারিশ করতে পারবে এবং ক্ষমা আদায় করে নিতে পারবে।

৪২. আসমান ও যমীন থেকে কে রিযিক তথা জীবিকা দান করেন—এ প্রশ্নের জবাব মুশরিকদের জানা আছে। কারণ তাদেরও বিশ্বাস যে, জীবিকা দান করেন একমাত্র আল্লাহ। তারা যেসব দেব-দেবীকে পূজা করে তাদের জীবিকা দান করার মতো ক্ষমতা নেই। তাই আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ জীবিকা দান করেন, এটা তারা বলতে পারে না, কারণ এটা তাদের এবং তাদের জাতীয় লোকদের বিশ্বাসের বিরোধী। আবার 'আল্লাহ জীবিকা দান করেন' এটা মুখে স্বীকার করতেও তারা কুণ্ঠিত ; কারণ তাতে প্রশ্ন, তাহলে তোমরা দেব-দেবীদের পূজা করো কেন? এমতাবস্থায় মুশরিকরা এ প্রশ্নের জবাবে নিরবতা-ই অবলম্বন করে। তাই প্রশ্নকর্তা নিজেই তার জবাব দেন যে, জীবিকা দান করেন 'আল্লাহ'।

৪৩. আলোচ্য আয়াতে দাওয়াতে দীনের একটি কৌশল বর্ণিত হয়েছে। পথভ্রষ্ট মানুষকে দীনে হকের প্রতি দাওয়াত দিতে হবে হিকমত বা কৌশলের সাথে। নচেৎ হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে। যদি কোনো অমুসলিমকে এভাবে বলা হয় যে, তুমি পথভ্রষ্ট, আমি সত্যের উপর আছি, তবে সে ব্যক্তি জিদ ও হটকারি হয়ে পড়বে এবং তার আকীদা-বিশ্বাসকে সঠিক বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করবে। এমনকি তার হিদায়াতের সম্ভাবনাও দূর হয়ে যেতে পারে। অথচ তাকে যদি এভাবে বলা হয় যে, 'আমার আপনার মধ্যেকার পার্থক্য তো সুস্পষ্ট—আমি এমন সত্তাকে উপাস্য মনে করি, যিনি রিযিক দান করেন ; আর আপনি এমন সব সত্তাকে উপাস্য করেন, যারা রিযক দেয় না।' এখন উপরোক্ত পার্থক্য সহকারে আমাদের উভয় পক্ষ সঠিক হতে পারে না, আমাদের এক পক্ষই সঠিক হবে। আর যে পক্ষই সঠিক হোক না কেন, তার বিপরীত পক্ষ অবশ্যই ভ্রান্ত তথা পথভ্রষ্ট হবে। অতপর সে নিজেই চিন্তা

وَلَا نُسْـَٔلُ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿٢٥﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ

এবং তোমরা যা করছো সে সম্পর্কে আমরাও জিজ্ঞাসিত হবো না।[৪৪] ২৬. আপনি বলুন—'আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে একত্রিত করবেন, অতপর আমাদের মধ্যে সঠিক ফায়সালা করে দেবেন ;

وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيْمُ ﴿٢٦﴾ قُلْ اَرُوْنِيَ الَّذِيْنَ اَلْحَقْتُمْ بِهٖ شُرَكَاۤءَ كَلَّا

আর তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী, সর্বজ্ঞ[৪৫]। ২৭. আপনি বলুন—'তোমরা আমাকে দেখাও তো তাদেরকে যাদেরকে তোমরা তাঁর (আল্লাহর) সাথে শরীক হিসেবে জুড়ে রেখেছো,[৪৬] কক্ষণো নয়,

وَ-এবং ; لَا نُسْـَٔلُ-আমরাও জিজ্ঞাসিত হবো না ; عَمَّا-সে সম্পর্কে যা ; تَعْمَلُوْنَ-তোমরা করছো। ㉖ قُلْ-আপনি বলুন ; يَجْمَعُ-একত্রিত করবেন ; بَيْنَنَا-আমাদেরকে ; رَبُّنَا-আমাদের প্রতিপালক ; ثُمَّ-অতপর ; يَفْتَحُ-ফায়সালা করে দেবেন ; بَيْنَنَا-আমাদের মধ্যে ; بِالْحَقِّ-সঠিক ; وَ-আর ; هُوَ-তিনি হলেন ; الْفَتَّاحُ-শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী; الْعَلِيْمُ-সর্বজ্ঞ। ㉗ قُلْ-আপনি বলুন ; اَرُوْنِيَ-তোমরা আমাকে দেখাও তো ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে, যাদেরকে ; اَلْحَقْتُمْ-তোমরা জুড়ে রেখেছো; بِهٖ-তাঁর (আল্লাহর) সাথে ; شُرَكَاۤءَ-শরীক হিসেবে ; كَلَّا-কক্ষণো নয় ;

করবে—যুক্তি ও প্রমাণ কোন পক্ষকে সঠিক বলে রায় দিচ্ছে এবং সে আবেগহীন অন্তরে চিন্তা করার সুযোগ পাবে, জিদ ও হঠকারিতা তাকে হিদায়াতের সম্ভাবনা থেকে দূরে সরিয়ে নিতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে তাঁর নবীকে এবং তৎসঙ্গে যারাই দীনের দাওয়াত দিতে যাবে তাদেরকে এ কৌশলই শিক্ষা দিয়েছেন।

৪৪. অর্থাৎ যদি আমরা পথভ্রষ্ট হই, তাহলে তার জন্য তো তোমরা দায়ী হবে না, আমাদের পথ ভ্রষ্টতার জন্য আমরা দায়ী হবো। আর তোমাদের পথভ্রষ্টতার জন্যও তোমরাই দায়ী হবে সেজন্য আমাদেরকে কেউ দায়ী করতে পারবে না। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কোনো মত-পথ ও আকীদা-বিশ্বাস গ্রহণ করার আগে আমাদের নিজেদের স্বার্থেই ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করা প্রয়োজন, যাতে করে কোনো ভুল পথে চলে নিজের জীবনকে ব্যর্থ করে না দেই। এ বক্তব্যের মাধ্যমে শ্রোতা তথা যাকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে তাকে অধিক চিন্তায় সুযোগ করে দেয়া হয়েছে। ইতিপূর্বেকার আয়াতেও তাকে চিন্তা করার অবকাশ দেয়া হয়েছিল। এখন তার মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত হবে যে, আমাদের জীবন যাপনের সঠিক পথ ও ভুল পথের এ বিষয়টির যথাযথ ফায়সালা করা আমাদের নিজেদের স্বার্থেই জরুরী। এ ব্যাপারে ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ক্ষতিটা আমাদের নিজেদেরই হবে।

৪৫. অর্থাৎ কেউ বিশ্বাস করুক আর না-ই করুক, আমাদের সবাইকে আমাদের প্রতিপালক একদিন একত্রিত করবেন এবং সেখানে একথা চূড়ান্তভাবে তিনিই ফায়সালা করে দেবেন আমাদের মধ্যে কোন্ পক্ষ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর কোন্ পক্ষ মিথ্যার

بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا كَآفَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيْرًا

বরং তিনি-ই আল্লাহ—পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। ২৮. আর আমি তো আপনাকে পাঠাইনি সমগ্র মানুষের জন্য সুসংবাদদাতারূপে ছাড়া

وَّنَذِيْرًا وَّلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ

এবং সতর্ককারীরূপে (ছাড়া) কিন্তু অধিকাংশ মানুষই (তা) জানে না[৪৭]। ২৯. আর তারা বলে—'কখন এ ওয়াদা (বাস্তবায়িত) হবে

بَلْ-বরং ; هُوَ-তিনিই ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الْعَزِيْزُ-পরাক্রমশালী ; الْحَكِيْمُ-প্রজ্ঞাময়। ㉘وَ-আর ; مَآ اَرْسَلْنٰكَ-(ما ارسلنا+ك)-আমি তো আপনাকে পাঠাইনি ; اِلَّا-ছাড়া; كَآفَّةً-সমগ্র ; لِّلنَّاسِ-মানুষের জন্য ; بَشِيْرًا-সুসংবাদ দাতারূপে ; وَّ-এবং ; نَذِيْرًا-সতর্ককারীরূপে (ছাড়া) ; وَّلٰكِنَّ-কিন্তু ; اَكْثَرَ-অধিকাংশ ; النَّاسِ-মানুষ ; لَا يَعْلَمُوْنَ-(তা) জানে না। ㉙وَ-আর ; يَقُوْلُوْنَ-তারা বলে ; مَتٰى -কখন (বাস্তবায়িত) হবে ; هٰذَا-এ ; الْوَعْدُ-ওয়াদা ;

উপর রয়েছে। যেহেতু আমাদের দু'পক্ষের মধ্যে আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মগত পরস্পর বিরোধিতা রয়েছে তাই দু'পক্ষই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—এটা হতে পারে না। একপক্ষ অবশ্যই মিথ্যার উপর রয়েছে এবং তার বিপক্ষ সত্যের উপর রয়েছে। আমাদের প্রতিপালক-ই জানেন আমাদের কোন্ পক্ষ সত্যের উপর রয়েছে, কারণ তিনি প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত আছেন। তিনি তোমাদের ও আমাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত ফায়সালা করে দেয়ার সাথে সাথে এটাও পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, তোমাদের কাছে সত্যকে তুলে ধরার জন্য আমাদের ভূমিকা কি ছিল এবং মিথ্যাকে আঁকড়ে ধরে তোমরা আমাদের বিরোধিতা কিভাবে করেছো।

৪৬. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সত্যের বিরোধীদেরকে বলার জন্য তাঁর নবীকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আপনি তাদেরকে বলুন—যেসব দেব-দেবী বা মানুষকে তোমরা আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে দেখেছো এবং আখিরাতকে অবিশ্বাস করে চলার মতো বিরাট বিপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়েছো তারা কারা ? তারা কি এমন শক্তি রাখে যে, তোমাদেরকে আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করতে পারে ?

৪৭. আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জানিয়ে দিচ্ছেন যে, আপনাকে তো আমি শুধুমাত্র এ শহর বা এ জনপদের লোকদের জন্য রাসূল হিসেবে পাঠাইনি, সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের জন্য পাঠিয়েছি। সুতরাং মক্কাবাসী কাফির-মুশরিকরা আপনাকে না মানলেও তাতে আপনার কোনো ক্ষতি নেই; দুনিয়াতে মানুষ আরও আছে, তারা আপনাকে মেনে নেবে। তাছাড়া আপনার দায়িত্ব তো তাদেরকে সুসংবাদ দান করা যারা মেনে নেবে, আর যারা অমান্য করবে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া। আসলে

إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝٣٠ قُلْ لَّكُمْ مِّيْعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ عَنْهُ سَاعَةً

যদি তোমরা সত্যবাদী হও[৪৮]। ৩০. আপনি বলুন—'তোমাদের জন্য রয়েছে এক নির্দিষ্ট দিনের ওয়াদা, যা থেকে তোমরা না এক মুহূর্তও পেছনে নিতে পার,

وَّلَا تَسْتَقْدِمُوْنَ ۝٥٤

আর না পার এগিয়ে নিতে।[৪৯]

اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা হও ; صٰدِقِيْنَ-সত্যবাদী। ৩০ قُلْ-আপনি বলুন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য রয়েছে ; مِّيْعَادُ-নির্দিষ্ট ওয়াদা ; يَوْمٍ-এক দিনের ; لَّا تَسْتَاْخِرُوْنَ-না তোমরা পেছনে নিতে পার ; عَنْهُ-যা থেকে ; سَاعَةً-এক মুহূর্তও ; وَّ-আর ; لَاتَسْتَقْدِمُوْنَ-না পার এগিয়ে নিতে।

আপনার সমকালীন ও স্বদেশী এ কাফির-মুশরিকরা আপনার মর্যাদা বুঝে না। তাদের এ অনুভূতি নেই যে, কত বড় মহান ব্যক্তিত্বকে তাদের মধ্যে পাঠানো হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ স.-কে কেবল তাঁর সমকালীন ও স্বদেশীয় লোকদের জন্য পাঠানো হয়নি বরং কিয়ামত পর্যন্ত যত লোক দুনিয়ার সর্বত্র আগমন করবেন এমন সমগ্র লোকের জন্য রাসূল হিসেবে পাঠানো হয়েছে, তা কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত আয়াতসমূহ এবং তাঁর নিজের উক্তিতে উল্লিখিত হয়েছে ঃ

সূরা আনআমের ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে—"আর আমার কাছে এ কুরআন ওহী করা হয়েছে যেন আমি এর দ্বারা তোমাদেরকে এবং যাদের নিকট এটা পৌঁছবে তাদেরকে সতর্ক করি।"

সূরা আল আ'রাফের ১৫৮ আয়াতে বলা হয়েছে—"আপনি বলে দিন, হে মানুষ ! আমি অবশ্যই তোমাদের সকলের প্রতি সেই আল্লাহর রাসূল যিনি আসমান ও যমীনের সার্বভৌমত্বের অধিকারী।"

সূরা আল আম্বিয়ার ১০৭ আয়াতে বলা হয়েছে—"আর আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবলমাত্র রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি।"

সূরা আল ফুরকানের ১ আয়াতে বলা হয়েছে—"বরকতময় তিনি, যিনি তাঁর বান্দাহর প্রতি ফায়সালাকারী গ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল করেছেন, যেন তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হন।"

নিম্নে এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা.-এর কিছু বাণীও উদ্ধৃত হলো। তিনি ইরশাদ করেছেন—"আমাকে সাদা-কালো সবার প্রতি (রাসূল হিসেবে) পাঠানো হয়েছে।"-(মুসনাদে আহমদ, আবু মূসা আশআরী রা. থেকে বর্ণিত)

"আমি সমস্ত মানব জাতির প্রতি ব্যাপকভাবে প্রেরিত হয়েছি, আর আমার আগেকার নবীদেরকে বিশেষভাবে তাঁদের কাওমের প্রতি পাঠানো হতো।"–(মুসনাদে আহমদ)

"আগেকার নবীদেরকে বিশেষভাবে তাদের কাওমের প্রতি পাঠানো হতো, আর আমি মানবজাতির সকলের প্রতি প্রেরিত হয়েছি।–(বুখারী ও মুসলিম)

"আমার ও কিয়ামতের অবস্থান দু'আঙ্গুলের অবস্থানের মতো (একথা বলে রাসূলুল্লাহ সা. নিজের দু'আঙ্গুল উঠান)।"–(বুখারী ও মুসলিম)

অর্থাৎ পাশাপাশি দু'টো আঙ্গুলের মাঝে যেমন কোনো অন্তরাল নেই, তেমনি আমার ও কিয়ামতের মাঝে আর কোনো নবী আসবে না। অর্থাৎ আমার নবুওয়াত কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

৪৮. অর্থাৎ আমরা তো তোমাকে দীর্ঘদিন থেকেই মিথ্যা বলে আসছি, আর তুমি বলছো যে, তোমার প্রতিপালক আমাদের সবাইকে একত্র করে সঠিক ফায়সালা করে দেবেন ; কিন্তু সেই ফায়সালার দিনটি কবে আসবে ?

৪৯. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা সেই ফায়সালার দিনটি সুনির্দিষ্ট রেখেছেন। তিনিই জানেন সেই দিনটি কবে আসবে—মানব জাতিকে কতদিন তিনি দুনিয়াতে কাজ করার অবকাশ দেবেন। দুনিয়াতে তাদের কোন্ জাতিকে কি কি পরীক্ষার সম্মুখীন করবেন এবং আগের-পরের মানুষদেরকে তাদের হিসাব-নিকাশের জন্য কখন তিনি ডেকে নেবেন—এসব কিছুই তাঁর পরিকল্পনাধীন। কোনো সৃষ্টিই এসব বিষয় অবহিত নয়। তোমরা চাইলেও সেই নির্দিষ্ট সময়কে যেমন পিছিয়ে নিতে পারো না, তেমনি তোমাদের ইচ্ছামতো এগিয়েও আনতে পারো না। তোমাদের কেন, তিনি কারো ইচ্ছামতো সেই সময়কে পিছিয়ে নেবেন না, অথবা এগিয়েও আনবেন না।

৩য় রুকূ' (২২-৩০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আসমান ও যমীনের সবকিছুর মালিকানা একমাত্র আল্লাহর। কোনো ফেরেশতা, জ্বিন বা দেব-দেবীর এতে কোনো অংশ নেই।

২. কোনো মিথ্যা উপাস্য দেব-দেবী আল্লাহর সাহায্যকারী নয়, হতেও পারে না।

৩. আল্লাহর সার্বভৌম মালিকানায় অন্য কোনো সত্তার অংশ আছে বলে মনে করা এবং আল্লাহর কাজে কাউকে সাহায্যকারী মনে করা সরাসরি শির্ক।

৪. শেষ বিচার দিনে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কারো জন্য কেউ সুপারিশ করতে পারবে না।

৫. যাকে যার জন্য ও যতটুকু সুপারিশ করার অনুমতি দেবেন, সে ব্যক্তি কেবল ততটুকুই সুপারিশ করতে পারবে ; নিজ ইচ্ছায় সে বাড়িয়ে বা কমিয়ে কিছু বলতে পারবে না।

৬. সুপারিশকারী ও সুপারিশকৃত উভয়ে আল্লাহর ভয়ে এমনভাবে ভীত হয়ে পড়বে যে, আল্লাহর ফায়সালা সম্পর্কে অনবহিত থাকবে।

৭. আল্লাহ তা'আলা তাদের মন থেকে ভয় দূর করে দেবেন তখন তারা তাঁর ফায়সালা জানার জন্য আগ্রহী হবে। আর সঠিক ফায়সালার কথা জানতে পেরে খুশী হবে, কারণ এটাই তারা আশা করেছিল।

৮. মুশরিক বা কাফিরদের প্রতি সত্য দীনের দাওয়াত দিতে হলে কৌশলের সাথে তা দিতে হবে। এক্ষেত্রে আল্লাহ কর্তৃক তাঁর নবীকে শেখানো পন্থা অবলম্বন করতে হবে।

৯. কাফির-মুশরিককে সরাসরি তাদের পথভ্রষ্টতা সম্পর্কে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলা যাবে না।

১০. রিয্ক যেহেতু আল্লাহ-ই দান করেন, মিথ্যা উপাস্যরা যেহেতু রিযিকদানের ক্ষমতা রাখেন না, সুতরাং তারা ইবাদাত-আনুগত্য পাওয়ারও অধিকারী হতে পারে না।

১১. কাফির-মুশরিকদেরকে তাদের গুমরাহীর কথা সরাসরি না বলে দাওয়াতদাতা নিজেকেও সে ব্যাপারে শংকিত বলে প্রকাশ করতে হবে। এতে করে শ্রোতাকে তার নিজের গুমরাহীর ব্যাপারে চিন্তার অবকাশ দেয়া হয়। শ্রোতা চিন্তা করে দেখবে যে, দুটো বিপরীত আদর্শের উভয়টি সঠিক হতে পারে না। একটি সঠিক হলে অপরটা অবশ্যই গুমরাহ হবে।

১২. কারো অপরাধের জন্য তার বিপক্ষ দায়ী হতে পারে না, তাই উভয় পক্ষকেই নিজের স্বার্থে সঠিক পথ বেছে নিতে হবে—এ অনুভূতি শ্রোতার মনে জাগিয়ে দিতে হবে।

১৩. আখিরাত সম্পর্কে নবী-রাসূলগণ যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন অর্থাৎ শেষ বিচার দিনের একত্রীকরণ ও দুনিয়ার জীবনের সকল কাজের যথার্থ প্রতিফলদান সম্পর্কে শ্রোতার অনুভূতিকে যুক্তির মাধ্যমে জাগিয়ে দিতে হবে।

১৪. মুশরিকদেরকে আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত যুক্তি পেশ করে তাদের শিরকের ভিত্তিহীনতা সম্পর্কে সজাগ করতে হবে।

১৫. আল্লাহর পরাক্রম ও প্রজ্ঞার সাথে কোনো সত্তার পরাক্রম ও প্রজ্ঞার তুলনা হতে পারে না। সুতরাং কোনো সত্তা-ই আল্লাহর শরীক হতে পারে না।

১৬. আল্লাহ মুহাম্মদ সা.-কে তাঁর আবির্ভাব-কাল থেকে নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ দুনিয়াতে আসবে সকল মানুষের জন্য রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন। তিনি সৎকর্মশীল মানুষকে সুসংবাদ এবং দুষ্কৃতিকারীদেরকে সতর্ক করে গেছেন। আর এটাই ছিল তাঁর দায়িত্ব।

১৭. বিশ্ববাসী মানুষের অধিকাংশ মুহাম্মদ সা.-এর বিশ্ব-মানবতার জন্য শেষ নবী হওয়া সম্পর্কে জ্ঞান রাখে না তাই তারা পথভ্রষ্ট হয়ে আছে।

১৮. কিয়ামতের নির্ধারিত সময় সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ অবগত নয়। সেই নির্দিষ্ট সময়কে কেউ এগিয়ে আনতে পারবে না। আর পারবে না পিছিয়ে নিতেও।

❒

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ وَلَا بِالَّذِيْ ﴿٣١﴾
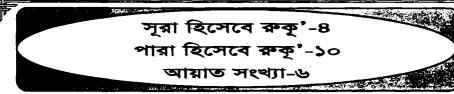
৩১. আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে—'আমরা কখনো এ কুরআনের ওপর ঈমান আনবো না, আর না তার ওপর যা

بَيْنَ يَدَيْهِ ؕ وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ مَوْقُوْفُوْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۚۖ

তার সামনে আছে (পূর্ববর্তী কোনো কিতাব)[৫০] ; আর আপনি যদি দেখতেন যখন যালিমরা তাদের প্রতিপালকের সামনে দণ্ডায়মান হবে ;

يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلٰى بَعْضِ ۨالْقَوْلَ ۚ يَقُوْلُ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ

(তখন) তাদের একে অপরের প্রতি দোষ চাপাবে ;—যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তারা বলবে ওদের উদ্দেশ্যে যারা

اسْتَكْبَرُوْا لَوْلَاۤ اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٣٢﴾ قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا لِلَّذِيْنَ

(দুনিয়াতে) ক্ষমতার অহংকার করতো—'যদি তোমরা না হতে তাহলে আমরা অবশ্যই মু'মিনদের শামিল হয়ে যেতাম[৫১]।' ৩২. যারা ক্ষমতার অহংকার করতো তারা (জবাবে) বলবে তাদের উদ্দেশ্যে যাদেরকে

(৩১) وَ-আর ; قَالَ-বলে ; الَّذِيْنَ-তারা, যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; لَنْ نُّؤْمِنَ-আমরা কখনো ঈমান আনবো না ; بِهٰذَا الْقُرْاٰنِ-(ب+هذا+ال+قران)-এ কুরআনের ওপর ; وَ-আর ; لَا-না ; بِالَّذِيْ-(ب+لذي)-তার ওপর যা ; بَيْنَ يَدَيْهِ-(بين+يدى+ه)-তার সামনে আছে (পূর্ববর্তী কোনো কিতাব) ; وَ-আর ; لَوْ-যদি ; تَرٰى-আপনি দেখতেন ; اِذْ-যখন ; الظّٰلِمُوْنَ-যালিমরা ; مَوْقُوْفُوْنَ-দণ্ডায়মান হবে ; عِنْدَ-সামনে ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; يَرْجِعُ-চাপাবে ; بَعْضُهُمْ-(بعض+هم)-তাদের একে ; اِلٰى-প্রতি ; بَعْضٍ-অপরের ; ن الْقَوْلَ-দোষ ; يَقُوْلُ-বলবে ; الَّذِيْنَ-তারা যাদেরকে ; اسْتُضْعِفُوْا-দুর্বল করে রাখা হয়েছিল ; لِلَّذِيْنَ-ওদের উদ্দেশ্যে যারা ; اسْتَكْبَرُوْا-(দুনিয়াতে) ক্ষমতার অহংকার করতো ; لَوْ-যদি; لَا-না হতে ; اَنْتُمْ-তোমরা ; لَكُنَّا-আমরা অবশ্যই হয়ে যেতাম ; مُؤْمِنِيْنَ-মু'মিনদের শামিল। (৩২) قَالَ-(জবাবে) বলবে ; الَّذِيْنَ-তারা, যারা ; اسْتَكْبَرُوْا-ক্ষমতার অহংকার করতো ; لِلَّذِيْنَ-তাদের উদ্দেশ্যে যাদেরকে ;

اسْتُضْعِفُوْٓا اَنَحْنُ صَدَدْنٰكُمْ عَنِ الْهُدٰى بَعْدَ اِذْ جَآءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ

দুর্বল করে রাখা হয়েছিল—'তারপর আমরা কি তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিলাম হিদায়াত থেকে যখন তা তোমাদের কাছে এসেছিল ?' বরং তোমরাই ছিলে

مُّجْرِمِيْنَ ﴿٣٢﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ اسْتُضْعِفُوْا لِلَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا بَلْ مَكْرُ الَّيْلِ

অপরাধী[৫২]। ৩৩. আর যাদেরকে দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তারা বলবে তাদের উদ্দেশ্যে যারা ক্ষমতার অহংকার করতো—'বরং (তোমাদের) চক্রান্ত ছিল রাত

اسْتُضْعِفُوْٓا-দুর্বল করে রাখা হয়েছিল ; اَنَحْنُ-(ا+نحن)-আমরা কি ; صَدَدْنٰكُمْ-(صدد+نا+كم)-তোমাদেরকে বাধা দিয়েছিলাম ; عَنِ-থেকে ; الْهُدٰى-হিদায়াত থেকে ; بَعْدَ-তারপর ; اِذْ-যখন ; جَآءَكُمْ-(جاء+كم)- তোমাদের কাছে এসেছিল ; بَلْ-বরং ; كُنْتُمْ-তোমরাই ছিলে ; مُّجْرِمِيْنَ-অপরাধী। ﴿٣٣﴾ وَ-আর; قَالَ-বলবে ; الَّذِيْنَ-তারা যাদেরকে ; اسْتُضْعِفُوْا-দুর্বল করে রাখা হয়েছিল ; لِلَّذِيْنَ -তাদের উদ্দেশ্যে যারা ; اسْتَكْبَرُوْا-ক্ষমতার অহংকার করতো ; بَلْ-বরং ; مَكْرُ - (তোমাদের) চক্রান্ত ছিল ; الَّيْلِ-রাত ;

৫০. আরবের কাফিররা ছিল মূর্তিপূজক মুশরিক। তারা কোনো আসমানী কিতাবকে মানতো না। কিন্তু তাদের পাশাপাশি ছিল ইয়াহুদী সম্প্রদায়, যারা তাওরাত অনুসারী ছিল বলে তারা দাবী করতো। কারণ তারা হযরত মূসা আ.-এর নবুওয়াতকে স্বীকার করতো। আলোচ্য আয়াতে আরবের উপরোল্লিখিত মুশরিকদের কথাই বলা হয়েছে।

৫১. অর্থাৎ যারা নিজেদের অসৎ নেতা, সরদার, ভণ্ড পীর ও যালিম শাসকদের অন্ধ অনুসারী ছিল সেই সাধারণ মানুষরা তাদের সামনে উপস্থিত প্রকৃত সত্যকে দেখবে। তখন তাদের নেতা-নেত্রী ও সরদারদেরকে তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার জন্য অভিযুক্ত করবে। তারা বলবে যে, তোমরাই তো আমাদেরকে বিপথে নিয়েছো। তোমরা আমাদের দ্বারা সেসব কাজই করিয়েছো যেসব আমাদের কুফর ও শিরকে লিপ্ত করেছে। সুতরাং আমাদের পথভ্রষ্টতার জন্য তোমরাই দায়ী। তোমরা না হলে আমরা অবশ্যই মু'মিন হয়ে যেতাম। তোমরাই আমাদেরকে দুনিয়াতে ভয় ভীতি ও প্রলোভনের মাধ্যমে দাবিয়ে রেখেছিলে। আমাদেরকে তোমাদের নিজেদের স্বার্থে এবং তোমাদের অসদুদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করেছিলে।

৫২. আখিরাতে আল্লাহর বিচারালয়ে সমবেত অসৎ নেতা-নেত্রী, সরদার ও ভণ্ড পীর-পুরোহিতরা তাদের অন্ধ অনুসারীদের অভিযোগের জবাবে বলবে যে, আমরা তো তোমাদেরকে আমাদের পেছনে পেছনে চলতে বাধ্য করিনি। আমাদের নিকট এমন কোনো শক্তি ছিল না যদ্বারা তোমাদেরকে বিপথে চলতে বাধ্য করা যায়। আসলে তোমরা নিজেরাই ছিলে নিজেদের কামনা-বাসনার গোলাম ও স্বার্থপূজারী। তোমরা সংখ্যায় ছিলে কোটি

وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ۚ وَأَسَرُّوا

ও দিনের, যখন তোমরা আমাদেরকে আদেশ দিতে, যেন আমরা আল্লাহর সাথে কুফরী করি এবং তাঁর সমকক্ষ সাব্যস্ত করি[৫৩] ; আর তারা গোপন করবে

النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ ۚ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ

(তাদের) অনুতাপ-অনুশোচনা যখন তারা (জাহান্নামের) আযাব দেখবে ; এবং আমি জিঞ্জীর পরিয়ে দেবো তাদের গলায় যারা

وَ-ও ; النَّهَارِ-দিনের ; إِذْ-যখন ; تَأْمُرُونَنَا-তোমরা আমাদেরকে আদেশ দিতে ; أَنْ-যেন ; نَكْفُرَ-আমরা কুফরী করি ; بِاللَّهِ-আল্লাহর সাথে ; وَ-এবং ; نَجْعَلَ-সাব্যস্ত করি ; لَهُ-তারা ; أَنْدَادًا-সমকক্ষ ; وَ-আর ; أَسَرُّوا-তারা গোপন করবে ; النَّدَامَةَ-(তাদের) অনুতাপ-অনুশোচনা ; لَمَّا-যখন ; رَأَوُا-তারা দেখবে ; الْعَذَابَ-(জাহান্নামের) আযাব ; وَ-এবং ; جَعَلْنَا-আমি পরিয়ে দেবো ; الْأَغْلَالَ-জিঞ্জীর ; فِي أَعْنَاقِ-গলায় ; الَّذِينَ-তাদের যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছিল ;

কোটি, আমরা তো সংখ্যায় ছিলাম নিতান্ত নগণ্য। তোমরা চাইলে আমাদের ক্ষমতা-প্রতিপত্তি ও ধন-সম্পদের অহংকার খতম করে দিতে পারতে। আমাদের ধন-সম্পদ ও শক্তি ক্ষমতার উৎস তো তোমরাই ছিলে, তোমরা না চাইলে আমাদের ক্ষমতা তো একদিনও চলতো না। আল্লাহর নবী-রাসূলগণ যে পথের দিকে তোমাদেরকে দাওয়াত দিয়েছিলেন, তোমরা যদি সে পথে চলতে চাইতে তাহলে তোমাদেরকে তা থেকে বাধা দিয়ে রাখার কোনো ক্ষমতা-ই আমাদের ছিল না। তোমরা তাকওয়ার পরিবর্তে নিজেদের কামনা-বাসনা পূরণের প্রত্যাশী ছিলে ; তোমরা হারাম হালাল বাছ-বিচার না করে, আরাম আয়েশের তলদেশে ছিলে ; তোমরা এমনসব পীর মুরশীদের সন্ধানে ছিলে যারা নযরানা ও হাদিয়া তোহফার বিনিময়ে তোমাদের পাপ মোচনের দায়িত্ব নিতে পারে এবং তোমাদেরকে যে কোনো পাপ করার অনুমতি দিতে পারে। তোমরা এমন পণ্ডিত ও মাওলানার তল্লাশে ছিলে যারা তোমাদেরকে খুশী করার জন্য প্রত্যেকটি শির্‌ক-বিদয়াতকে তোমাদের সামনে সত্যরূপে তুলে ধরতে পারে। তোমরা চাইতে যে, পরকালে যা-ই হোক না কেন, তোমাদের দুনিয়া যেন সমৃদ্ধ হয়। তোমরা চাইতে, দানকে তোমাদের চাহিদামতো সাজিয়ে দিতে। আর এসব কিছু তোমরা আমাদের নিকটই পেয়েছো। সুতরাং তোমরা স্বেচ্ছায়-সাগ্রহে আমাদের অনুসরণ করেছো এটা প্রমাণ হয়ে গেলো। এখন তোমাদের পথভ্রষ্টতার জন্য আমাদের ওপর দোষারোপ করার কোনো উপায় নেই।

৫৩. অর্থাৎ নেতা-নেত্রী ও ভণ্ড পীর-পুরোহিতদের অনুসারীরা তখন জবাব দেবে যে, তোমরা তো আমাদের সামনে চালবাজী, প্রতারণা ও মিথ্যা প্রচারণার মাধ্যমে মোহময় এক দুনিয়া সৃষ্টি করে রেখে ছিলে এবং আল্লাহর বান্দাহদেরকে নিজেদের ফাঁদে আটকাবার জন্য নিত্য-নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলে। তোমাদের প্রলোভনে পড়েই তো আমরা

هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝ وَمَآ اَرْسَلْنَا فِيْ قَرْيَةٍ

কুফরী করেছিল ; তারা যা করতো তা ছাড়া কি (অতিরিক্ত) প্রতিদান তাদেরকে দেয়া হবে ? ৩৪. আর আমি পাঠাইনি কোনো জনপদে

مِّنْ نَّذِيْرٍ اِلَّا قَالَ مُتْرَفُوْهَآ ۙ اِنَّا بِمَآ اُرْسِلْتُمْ بِهٖ كٰفِرُوْنَ ۝

এমন কোনো সতর্ককারী, যার বিত্তশালী লোকেরা বলেনি—তোমরা যে বিষয় নিয়ে প্রেরিত হয়েছো আমরা অবশ্যই তার অমান্যকারী[৫৪]।

هَلْ-কি ; يُجْزَوْنَ-তাদেরকে অতিরিক্ত প্রতিদান দেয়া হবে ; اِلَّا-তা ছাড়া ; مَا-যা ; كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ-তারা করতো।(৩৪)-وَ-আর ; مَآ اَرْسَلْنَا-আমি পাঠাইনি ; فِيْ قَرْيَةٍ কোনো জনপদে ; مِّنْ نَّذِيْرٍ-এমন কোনো সতর্ককারী ; اِلَّا قَالَ-বলেনি ; مُتْرَفُوْهَآ-(مترفوا+ها)-যার বিত্তশালী লোকেরা ; اِنَّا-আমরা অবশ্যই ; بِمَآ-যে বিষয় নিয়ে ; اُرْسِلْتُمْ-তোমরা প্রেরিত হয়েছো ; بِهٖ-তার ; كٰفِرُوْنَ-অমান্যকারী।

আখিরাতকে ভুলে গিয়ে তোমাদের জন্য জীবন দিলাম। সুতরাং আমাদের পথভ্রষ্টতার দায় তোমরা এড়াতে পারো না, তোমাদের দায় আমাদের চেয়ে অনেক বেশী। এভাবে নেতা-নেত্রী ও তাদের অনুসারীদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা চলতে থাকবে।

৫৪. অর্থাৎ সমাজের বিত্তশালী প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ও ক্ষমতাসীন শাসক শ্রেণী ও তাদের আমলা-মুৎসুদ্দী শ্রেণীই যুগে যুগে নবী-রাসূলদের দাওয়াতে দীনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতো। একথা কুরআন মাজীদের অনেক স্থানেই বর্ণিত হয়েছে ঃ

সূরা আল আন'আমের ১২৩ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—"এভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে তার অপরাধীদের সর্দারদের সেখানে চক্রান্ত করার সুযোগ দিয়েছি, কিন্তু তারা তো শুধুমাত্র নিজেদের বিরুদ্ধেই চক্রান্ত করে, অথচ তারা তা বুঝতেই পারে না।"

সূরা আল আরাফের ৭৫ আয়াতে বলা হয়েছে—"ক্ষমতার অহংকারীরা বলে, তোমরা যাতে বিশ্বাস করেছো, আমরা তো তার অমান্যকারী।"

একই সূরার ৬০ আয়াতে 'আদ' জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে—"তাঁর (হুদ-এর) নেতারা বললো—যারা কুফরী করেছিল—আমরা তো তোমাকে নির্বোধ দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদীদের একজন মনে করি।"

এ সূরার ৮৮ আয়াতে বলা হয়েছে—"শো'আইবের জাতির নেতারা বললো—হে শো'আইব, আমরা তোমাকে এবং তোমার সঙ্গীদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেবো, অথবা তোমাদেরকে আমাদের মিল্লাতে ফিরে আসতেই হবে।"

﴿٣٥﴾ وَقَالُوْا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَّاَوْلَادًا ۙ وَّمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ○

৩৫. আর তারা বলে—আমরা ধন-সম্পদে ও সন্তান-সন্ততিতে (তোমাদের চেয়ে) সমৃদ্ধ, অতএব আমরা শাস্তিপ্রাপ্তদের শামিল হবো না।[৫৫]

(৩৫) وَ-আর ; قَالُوْا-তারা বলে ; نَحْنُ-আমরা ; اَكْثَرُ-(তোমাদের চেয়ে) সমৃদ্ধ ; -اَمْوَالًا ধন-সম্পদে ; وَّ-ও ; اَوْلَادًا-সন্তান-সন্ততিতে ; وَّ-অতএব ; مَا-হবো না ; نَحْنُ-আমরা ; بِمُعَذَّبِيْنَ-শাস্তিপ্রাপ্তদের শামিল।

এ সূরার ৯০ আয়াতে বলা হয়েছে—"তাঁর (শো'আইবের) জাতির কাফির নেতারা বললো—তোমরা যদি শো'আইবের অনুসরণ কর তাহলে তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাবে।"

এভাবে সূরা হূদ-এর ২৭ আয়াত ; সূরা বনী ইসরাঈলের ১৬ আয়াতে ; সূরা আল মু'মিনূন-এর ২৪ ও ৩৩ আয়াত এবং ৪৬ ও ৪৭ আয়াত এবং সূরা যুখরুফ-এর ২৩ আয়াতে একই বক্তব্য এসেছে।

৫৫. দুনিয়াতে মানবজাতির জন্মলগ্ন থেকেই পার্থিব ধন-সম্পদ ও ভোগ-বিলাসের নেশায় মানুষ সত্যের বিরোধিতা ও নবী-রাসূল এবং সৎ লোকদের বিরোধিতা করে আসছে। শুধু তাই নয়, তারা সত্য পন্থীদের মুকাবিলায় এ দাবীও করে আসছে যে, তাদের ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট, তাই দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অর্থ-বিত্ত ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তি দান করেছেন। তারা আরও বলে যে, আল্লাহ অবশ্যই আমাদের কাজকর্ম পছন্দ করেন, তাই আমাদেরকে দুনিয়াতেও ক্ষমতাসীন ও সম্পদশালী করেছেন এবং আখিরাতেও আমাদেরকে তিনি সুখেই রাখবেন। আল্লাহ যদি আমাদের ওপর সন্তুষ্ট না থাকবেন তবে আমাদেরকে দুনিয়াতে এত সুখ-সমৃদ্ধি দান করবেন কেন? কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে এর জবাব বিভিন্ন ভঙ্গিতে দেয়া হয়েছে। এমনি ধরনের একটি ঘটনা হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে, যার প্রসঙ্গে এ আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে এবং কাফির নেতা ও বিত্তশালীদের উল্লিখিত আকীদা-বিশ্বাসের জবাব দান করা হয়েছে।

আইয়ামে জাহিলিয়াতে দু'জন লোক মক্কায় অংশীদারী ব্যবসা করতো। কিছুদিন পর এক ব্যক্তি স্থান পরিবর্তন করে সমুদ্র উপকূলে চলে যায়। রাসূলুল্লাহ সা.-এর আবির্ভাব ও তাঁর নবুওয়াত লাভের পর উক্ত ব্যক্তি মক্কায় অবস্থিত তার ব্যবসায়ীক অংশীদারের কাছে চিঠি লিখে রাসূলুল্লাহর নবুওয়াত দাবী সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইল। উত্তর দিতে গিয়ে তার অংশীদার লিখে জানালো যে, কুরাইশ বংশের কেউ তার অনুসরণ করে না ; শুধুমাত্র কিছু নিঃস্ব, দুর্বল, দরিদ্র ও নিম্নস্তরের লোকেরাই তার সঙ্গী হয়েছে। এ জবাব পেয়ে উপকূলবর্তী লোকটি তার ব্যবসা-বাণিজ্য পরিত্যাগ করে মক্কায় চলে আসলো এবং তার মক্কাস্থ সঙ্গীর নিকট থেকে রাসূলুল্লাহ সা.-এর ঠিকানা জেনে নিয়ে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হলো। লোকটি তাওরাত ও ইনজীল প্রভৃতি প্রাচীন আসমানী গ্রন্থ কিছু কিছু পাঠ করেছিল। সে রাসূলুল্লাহ সা.-কে জিজ্ঞেস করলো যে, আপনি কিসের দাওয়াত দেন? জবাবে রাসূলুল্লাহ সা. দাওয়াতের প্রধান প্রধান বিষয়গুলো উল্লেখ করেন। তাঁর জবাব

৩৬ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ

৩৬. আপনি বলে দিন—নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা করেন তার রিয্‌ক বাড়িয়ে দেন এবং যাকে চান মেপে মেপে দেন কিন্তু অধিকাংশ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

মানুষই (তা) জানে না[৫৬]।

৩৬ قُلْ-আপনি বলুন ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبِّيْ-আমার প্রতিপালক ; يَبْسُطُ-বাড়িয়ে দেন; الرِّزْقَ-রিয্‌ক ; لِمَنْ-যার জন্য ; يَشَاءُ-ইচ্ছা করেন ; وَ-এবং ; يَقْدِرُ-(যাকে চান) মেপে মেপে দেন ; وَلٰكِنَّ-কিন্তু ; أَكْثَرَ-অধিকাংশ ; النَّاسِ-মানুষই ; لَا يَعْلَمُوْنَ-(তা) জানে না।

শুনেই লোকটি বলে উঠলো—"আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল"। রাসূলুল্লাহ সা. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আমার নবুওয়াতের সত্যতা কিরূপে জানতে পারলে ?" সে আরজ করলো যে, জ্ঞান-বুদ্ধির মাধ্যমে আপনার নবুওয়াতের সত্যতা বুঝতে পেরেছি এবং এ লক্ষণ দেখেছি যে, অতীতে যেসব নবী-রাসূল এসেছেন শুরুতে দরিদ্র, নিঃস্ব ও নিম্নস্তরের লোকেরাই তাঁদের অনুসারী ছিল। এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।-(ইবনে কাসীর)

আয়াতে 'মুতরাফ' শব্দ দ্বারা সমাজের অর্থ বিত্তের অধিকারী এবং ক্ষমতার গর্বে গর্বিত নেতা-নেতৃদের কথাই বলা হয়েছে। এসব লোকের কথা হলো—আমরা ধনে-জনে সবদিক দিয়েই তোমাদের চেয়ে সমৃদ্ধ। সুতরাং আমরা আযাবে নিপতিত হবো এটা কিভাবে মেনে নেয়া যায়।

৫৬. কাফির-মুশরিক নেতা-নেতৃদের ধারণার প্রতিবাদে অত্র আয়াতে বলা হয়েছে যে, দুনিয়াতে ধন-সম্পদ, মান-সম্মান ও শাসন-কর্তৃত্ব লাভ, আল্লাহর প্রিয়ভাজন হওয়া ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের দলীল নয়। বরং সৃষ্টিগত সুবিবেচনার ভিত্তিতে আল্লাহ তা'আলা কাউকে দুনিয়াতে অগাধ ধন-সম্পদ দান করেন এবং কাউকে পরিমিত সম্পদ দেন, আবার কাউকে একেবারেই দরিদ্র করেন। এর রহস্যও তিনিই জানেন। ধন-সম্পদ ও জনবলকে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার দলীল মনে করা মূর্খতা। আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়া একমাত্র ঈমান ও সৎকর্মের উপর নির্ভরশীল।

৪র্থ রুকূ' (৩১-৩৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মক্কার কুরাইশ কাফিররা সুদীর্ঘকাল থেকে কোনো আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী ছিল না। তাই সেখানে মানবতার চরম বিপর্যয় ঘটেছিল। আর এজন্যই আল্লাহ তা'আলা বিশ্বনবীকে তাদের মধ্যেই পাঠিয়েছেন।

২. আখিরাতে কাফির-মুশরিক জনগোষ্ঠী ও তাদের পথভ্রষ্ট নেতা-নেতৃরা আল্লাহর সামনে একে অপরের প্রতি দোষারোপ করতে থাকবে।

৩. ক্ষমতাদর্পী নেতা-নেতৃদেরকে তাদের অনুসারীরা বলবে যে, তোমরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছো, তোমরা না হলে আমরা ঈমান ও সৎকর্ম করে জান্নাতবাসী হয়ে যেতাম।

৪. অভিযুক্ত নেতা-নেতৃরা এ অভিযোগ অস্বীকার করে চলবে যে, হিদায়াতের বাণী তোমাদের কাছে আসার পর আমরা তোমাদেরকে তা গ্রহণ করতে বাধা দেইনি, তোমরা নিজেরাই নিজেদের স্বার্থ পূজায় অন্ধ হয়ে তা থেকে বিরত থেকেছো। তোমরাই অপরাধী।

৫. অনুসারী জনতা বলবে যে, তোমরা দিন-রাত বিভিন্ন চক্রান্ত করে, বিভিন্ন প্রকার লোভ-লালসা এবং হুমকী-ধমকী দেখিয়ে আমাদেরকে ঈমান ও সৎকাজ থেকে বিরত রেখেছো ; অতএব আমাদের এ অবস্থার জন্য তোমরাই দায়ী।

৬. মূলতঃ এসব পথভ্রষ্ট নেতা-নেত্রী এবং তাদের অনুসারী দীনি জ্ঞান থেকে বঞ্চিত মূর্খ জনতা উভয় পক্ষই তাদের শিরক ও কুফরীর জন্য দায়ী।

৭. মু'মিনদেরকে অবশ্যই নিজেদের নেতা নির্বাচনে দীনি জ্ঞানকে কাজে লাগাতে হবে। আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ সা.-এর সুন্নাহর আলোকে নেতা নির্বাচন করতে হবে।

৮. আখিরাতে কাফির-মুশরিক নেতা-নেতৃ তাদের কাফির-মুশরিক অনুসারীরা জাহান্নামের কঠিন শাস্তি দেখে নিজেদের হতাশা ও অনুতাপকে গোপন করতে চাইবে, কিন্তু তা প্রকাশ হয়ে যাবে।

৯. উল্লিখিত উভয় পক্ষের গলায় আল্লাহ তা'আলা জিঞ্জীর পরিয়ে দেবেন। অতএব তারা জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না।

১০. তাদেরকে যে শাস্তি দেয়া হবে, তা-ই হবে তাদের কৃতকর্মের উপযুক্ত ও যথার্থ ফল। তাদের কৃতকর্মের অতিরিক্ত একটুও সাজা দেয়া হবে না।

১১. পৃথিবীর মানুষের সূচনাকাল থেকে নিয়ে আল্লাহ তা'আলা যেসব জনপদেই নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, তার প্রত্যেক জনপদের বিত্তশালী, ক্ষমতাদর্পী, প্রভাবশালী লোকেরাই নবী-রাসূলদের দাওয়াতের সোচ্চার বিরোধী ছিল।

১২. শেষ নবীর আবির্ভাবকালেও একই পরিস্থিতি ছিল এবং সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর আনীত দীন ইসলামের দাওয়াত নিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত যারাই উঠবে তাদের সাথেও সমাজের বাতিলপন্থী সম্পদশালী ক্ষমতাসীনদের পক্ষ থেকে একই আচরণ করা হবে। এর কোনো ব্যতিক্রম হবে না।

১৩. সত্য দীনের বিরোধী স্বার্থপূজারী এ প্রভাবশালী গোষ্ঠী সর্বযুগেই একই কথা বলেছে। আর তা হলো—"তোমরা যে জীবনব্যবস্থা নিয়ে এসেছো তা আমরা মানি না।"

১৪. ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য আল্লাহর সন্তুষ্টির মাপকাঠি নয়। সুতরাং দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধি দ্বারা আখিরাতেও মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করা যাবে বলে ধারণা করা নিতান্তই ভুল।

১৫. দুনিয়াতে আল্লাহ তা'আলা যাকে চান রিযক বাড়িয়ে দেন। এটা তাঁর প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিচায়ক নয়।

১৬. আর দুনিয়াতে আল্লাহ যাকে সীমিত রিযক দান করেন, তার প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্টি এ ধারণাও নিতান্ত ভুল।

১৭. মূলত সঠিক ঈমান ও সৎকর্ম দ্বারাই আখিরাতে মুক্তি ও কল্যাণ লাভ করার আশা করা যায়। দুনিয়াতে সে সম্পদশালী ছিল কি দরিদ্র ছিল তা বিচার্য নয়।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-১১
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿٣٧﴾ وَمَآ اَمْوَالُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ بِالَّتِىْ تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفٰٓى اِلَّا مَنْ

৩৭. আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি এমন কিছু নয় যা তোমাদেরকে মর্যাদায় আমার নিকটবর্তী করে দেবে ; তবে যারা

اٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ز فَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ جَزَآءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوْا وَهُمْ

ঈমান আনে ও সৎকাজ করে[৫৭], তারাই—তাদের জন্যই রয়েছে বহুগুণ পুরস্কার—তার বিনিময়ে যা তারা করেছে এবং তারা

فِى الْغُرُفٰتِ اٰمِنُوْنَ ﴿٣٧﴾ وَالَّذِيْنَ يَسْعَوْنَ فِىْٓ اٰيٰتِنَا مُعٰجِزِيْنَ اُولٰٓئِكَ

জান্নাতের কক্ষসমূহে নিরাপদ থাকবে[৫৮]। ৩৮. আর যারা আমার আয়াতসমূহের ব্যাপারে ব্যর্থ করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকবে, তাদেরকে

৩৭ وَ-আর ; مَآ-নয় ; اَمْوَالُكُمْ-(اموال+كم)-তোমাদের ধন-সম্পদ ; وَ-ও; لَآ-নয় ; اَوْلَادُكُمْ-(اولاد+كم)-তোমাদের সন্তান-সন্ততি ; بِالَّتِىْ-এমন কিছু যা ; تُقَرِّبُكُمْ-(تقرب+كم)-তোমাদেরকে নিকটবর্তী করে দেবে ; عِنْدَنَا-আমার ; زُلْفٰى-মর্যাদায়; اِلَّا-তবে ; مَنْ-যারা ; اٰمَنَ-ঈমান আনে ; وَ-ও ; عَمِلَ-করে ; صٰلِحًا-সৎ কাজ ; فَاُولٰٓئِكَ-তারাই ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; جَزَآءُ-পুরস্কার ; الضِّعْفِ-বহুগুণ ; بِمَا-তার বিনিময়ে যা ; عَمِلُوْا-তারা করেছে ; وَ-এবং ; هُمْ-তারা ; فِى الْغُرُفٰتِ-জান্নাতের কক্ষসমূহে ; اٰمِنُوْنَ-নিরাপদ। ৩৮ وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; يَسْعَوْنَ-চেষ্টায় লিপ্ত থাকবে ; فِىْ-ব্যাপারে ; اٰيٰتِنَا-(ايت+نا)-আমার আয়াতসমূহের ; مُعٰجِزِيْنَ-ব্যর্থ করার ; اُولٰٓئِكَ-তাদেরকে ;

৫৭. এ আয়াতের দু'টো অর্থ হতে পারে এবং দু'টো অর্থই এখানে প্রযোজ্য। একটি অর্থ হলো—ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বেশী হলে আল্লাহর কাছে মর্যাদাও বেশী হবে এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যাবে এমন কোনো কথা নেই ; বরং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে তারাই যারা ঈমান আনে ও নেকআমল করে। এর দ্বিতীয় অর্থ হলো—ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য্য আল্লাহর নৈকট্য ও মর্যাদা লাভে সহায়ক নয় তবে যারা ধন-সম্পদ নেক কাজে তথা আল্লাহর পথে ব্যয় করে এবং নিজের সন্তানকে উত্তম শিক্ষা দিয়ে সৎকর্মশীল হিসেবে গড়ে তুলতে পারে তাদের জন্য সম্পদ ও সন্তান আল্লাহর নৈকট্য ও মর্যাদা লাভে সহায়ক হতে পারে।

فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُوْنَ ﴿٣٩﴾ قُلْ إِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ

আযাবের মধ্যে উপস্থিত রাখা হবে। ৩৯. আপনি বলে দিন—'নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক যাকে চান প্রচুর রিযিক দান করেন

مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۚ وَهُوَ

তার বান্দাহদের মধ্য থেকে, এবং (যাকে চান) তার জন্য সীমিত করে দেন[৫৯] ; আর তোমরা কোনো বস্তুর যা কিছু ব্যয় কর, তিনি (আল্লাহ) তার প্রতিদান দেবেন ; আর তিনিই

خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ﴿٤٠﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيْعًا ثُمَّ يَقُوْلُ لِلْمَلٰٓئِكَةِ أَهٰٓؤُلَاءِ

রিয্কদানকারীদের মধ্যে সর্বোত্তম।[৬০] ৪০. আর (স্মরণীয়) যেদিন তিনি (আল্লাহ) তাদের সবাইকে একত্র করবেন, অতপর ফেরেশতাদেরকে বলবেন—'এরাই কি

فِيْ-মধ্যে ; الْعَذَابِ-আযাবের ; مُحْضَرُوْنَ-উপস্থিত রাখা হবে। ﴿٣٩﴾ قُلْ-আপনি বলে দিন ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; رَبِّيْ-(رب+ى)-আমার প্রতিপালক ; يَبْسُطُ-প্রচুর দান করেন ; الرِّزْقَ-রিযিক ; لِمَنْ-যাকে ; يَشَاءُ-চান ; مِنْ-মধ্য থেকে ; عِبَادِهِ-(عباد+ه)-তাঁর বান্দাহদের ; وَ-এবং ; يَقْدِرُ-সীমিত করে দেন ; لَهُ-(যাকে চান) তার জন্য; وَ-আর ; مَا-যা কিছু ; اَنْفَقْتُمْ-তোমরা ব্যয় কর ; مِنْ شَيْءٍ-কোনো বস্তুর ; فَهُوَ-তিনি (আল্লাহ) ; يُخْلِفُهُ-(يخلف+ه)-তার প্রতিদান দেবেন ; وَ-আর ; هُوَ-তিনিই ; خَيْرُ-সর্বোত্তম ; الرّٰزِقِيْنَ-রিযিকদানকারীদের মধ্যে। ﴿٤٠﴾ وَ-আর (স্মরণীয়) ; يَوْمَ-যেদিন ; يَحْشُرُهُمْ-(يحشر+هم)-তিনি একত্র করবেন তাদের ; جَمِيْعًا-সবাইকে ; ثُمَّ-অতপর ; يَقُوْلُ-তিনি বলবেন ; لِلْمَلٰٓئِكَةِ-ফেরেশতাদেরকে ; اَهٰٓؤُلَاءِ-(ا+هؤلاء)-এরাই কি ;

৫৮. অর্থাৎ জান্নাতের প্রাসাদসমূহে সে নিরাপদ-নিশ্চিন্তে বসবাস করবে। সকল প্রকার ভয়-ভীতি থেকে সে নিরাপদ থাকবে এবং জান্নাতের নিয়ামতরাজী থেকে কখনো বঞ্চিত হয়ে যাওয়া বা তার নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনো আশংকাও থাকবে না। কারণ হারিয়ে ফেলা বা ছিনতাই হওয়া বা সেখান থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার আশংকা থাকলে সুখ ভোগ নিরবচ্ছিন্ন হতে পারে না।

৫৯. অর্থাৎ দুনিয়াতে ধন-দৌলত ও সন্তান-সন্ততির প্রাচুর্য্য আল্লাহর সন্তুষ্টির যে পরিচায়ক নয় তা আগেই বলা হয়েছে। এখানে সেকথা জোর দিয়ে বলা হচ্ছে একথা বুঝানোর জন্য যে, রিযিক কম-বেশী দেয়া আল্লাহর সন্তুষ্টির সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং তা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহ তাঁর নিজ ইচ্ছায় ভালো-মন্দ, মু'মিন-কাফির ও মুত্তাকী-মুনাফিক সবাইকে রিযিক দিয়ে থাকেন। তাই প্রচুর রিযিক লাভকারীর

إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿٤١﴾ قَالُوا سُبْحٰنَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ ۚ

তোমাদের ইবাদাত করতো[৬১] ?' ৪১. তারা বলবে—'আপনি পবিত্র মহান, আপনিইতো আমাদের অভিভাবক, তাদের ছাড়াই (তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই) ;[৬২]

إِيَّاكُمْ-তোমাদের ; كَانُوا يَعْبُدُونَ-ইবাদাত করতো। ﴿٤١﴾ قَالُوا-তারা বলবে ; سُبْحٰنَكَ-(سبحان+ك)-আপনি পবিত্র মহান ; أَنْتَ-আপনিই তো ; وَلِيُّنَا-(ولى+نا)-আমাদের অভিভাবক ; مِنْ دُونِهِمْ-তাদের ছাড়াই (তাদের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই) ;

ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট এবং সে আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ—একথা বলা যায় না। অপরদিকে সীমিত রিযিক লাভকারী বা অভাবগ্রস্ত ব্যক্তির ওপর আল্লাহ রাগান্বিত ও অসন্তুষ্ট একথাও বলা যায় না। বাস্তবে দেখা যায় যে, একজন কাফির-বেঈমান ও যালিম ব্যক্তি দুনিয়াতে প্রচুর সম্পদের মালিক, অথচ কুফরী ও যুলুম আল্লাহর একেবারেই না পসন্দ। পক্ষান্তরে একজন ঈমানদার আল্লাহ ভীরু ও সত্যবাদী ব্যক্তি কষ্ট ভোগ করে, ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দরিদ্রতার মধ্যে জীবন যাপন করে ; অথচ উল্লেখিত গুণগুলো আল্লাহ পছন্দ করেন। অতএব যে ব্যক্তি বস্তুগত স্বার্থ ও লাভালাভকে ভালো-মন্দের মাপকাঠি গণ্য করে সে বিরাট ভুল করে। মূলত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে হলে তাঁর পছন্দনীয় নৈতিক গুণাবলী অর্জন করতে হবে। সেসব গুণাবলীর সাথে সাথে কেউ যদি আল্লাহর নিয়ামতও অধিক হারে লাভ করে, তাহলে এজন্য আল্লাহর কাছে তার কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কিন্তু উল্লিখিত গুণাবলী বিহীন কোনো ব্যক্তি যদি প্রচুর ধন-সম্পদের মালিক হয়, তখন বুঝতে হবে যে, সে কঠিন জবাবদিহি ও নিকৃষ্টতম শাস্তির সম্মুখীন হতে যাচ্ছে।

৬০. 'রিযিকদাতাদের মধ্যে সর্বোত্তম' বলে বোঝানো হয়েছে যে, তোমরা রূপকভাবে যাদেরকে রিযিকদাতা বা অন্নদাতা বলে মনে কর সেসবের মধ্যেও সর্বোত্তম রিযিকদাতা হলেন আল্লাহ। আসলে প্রকৃত স্রষ্টা, রিযিকদাতা, দাতা ও উদ্ভাবক একমাত্র আল্লাহ; কিন্তু মানুষ রূপকভাবে উল্লিখিত গুণাবলীকে মানুষের সাথে সম্পর্কিত করে। এখানে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আল্লাহকে 'সর্বোত্তম রিযিকদাতা' বলা হয়েছে।

৬১. মুশরিকরা প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্তও ফেরেশতাদেরকে দেবতা বা দেবী জ্ঞানে তাদের মূর্তি বানিয়ে পূজা করতো। তারা বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ফেরেশতাদের মূর্তি তৈরি করে 'বৃষ্টির দেবতা' বায়ুর দেবতা, আগুনের দেবতা, বিদ্যার দেবতা ও ধন-সম্পদের দেবতা ইত্যাদি ইত্যাদি নাম দিয়ে তাদের পূজা করতো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন—তাদেরকে যে দেবতা জ্ঞানে মানুষ পূজা করেছে, এতে তাদের সম্মতি ছিল কি না। এ প্রশ্ন শুধু যে ফেরেশতাদেরকে করা হবে তা নয় ; বরং দুনিয়াতে যাদের পূজা-ই মানুষ করুক না কেন, তাদের সকলকেই এ প্রশ্ন করা হবে।

সূরা ফুরকানের ১৭ আয়াতে বলা হয়েছে-"আর সেদিন আল্লাহ তাদেরকে একত্র করবেন এবং তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদাত করতো তাদেরকেও। অতপর

بَلْ كَانُوْا يَعْبُدُوْنَ الْجِنَّ ۚ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُّؤْمِنُوْنَ ﴿٤١﴾ فَالْيَوْمَ

বরং তারা ইবাদাত করতো জ্বিনদের, তাদের অধিকাংশই তাদের (জ্বিনদের) প্রতি বিশ্বাসী[৬৩]। ৪২. আর আজ

لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَّفْعًا وَّلَا ضَرًّا ۖ وَنَقُوْلُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذُوْقُوْا

তোমাদের একে অপরের উপকার করার কোনো ক্ষমতা-ই নেই ; আর না কোনো অপকার করার (ক্ষমতা আছে) ; আর আমি তাদেরকে বলবো যারা যুলম করেছে—'তোমরা মজা ভোগ করো—

عَذَابَ النَّارِ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ﴿٤٢﴾ وَإِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا

সেই জাহান্নামের শাস্তির যাকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে। ৪৩. আর যখন তাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করা হয়

بَلْ-বরং ; يَعْبُدُوْنَ كَانُوْا-তারা ইবাদাত করতো ; الْجِنَّ-জ্বিনদের ; اَكْثَرُ هُمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশই ; بِهِمْ-(ب+هم)-তাদের (জ্বিনদের) প্রতি ; مُؤْمِنُوْنَ-বিশ্বাসী। ⑫ فَالْيَوْمَ-(ف+ال+يوم)-আর আজ ; لَا يَمْلِكُ-কোনো ক্ষমতাই নেই ; بَعْضُكُمْ-(بعض+كم)-তোমাদের একে ; لِبَعْضٍ-অপরের ; نَفْعًا-উপকার করার ; وَ-আর ; لَاضَرًّا-না কোনো অপকার করার (ক্ষমতা আছে) ; وَ-আর ; نَقُوْلُ-আমি বলবো ; لِلَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; ظَلَمُوْا-যুলুম করেছে, ; ذُوْقُوْا-তোমরা মজা ভোগ করো ; عَذَابَ-শাস্তির ; النَّارِ-সেই জাহান্নামের ; الَّتِيْ-যাকে ; كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ-তোমরা মিথ্যা মনে করতে। ⑬ وَ-আর ; اِذَا-যখন ; تُتْلٰى-তিলাওয়াত করা হয় ; عَلَيْهِمْ-তাদের সামনে ; اٰيٰتُنَا-আমার আয়াতসমূহ ;

সেসব উপাস্যকে জিজ্ঞেস করবেন যে, তোমরাই কি আমার এসব বান্দাহকে পথভ্রষ্ট করেছিলে—না কি তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল ?"

৬২. অর্থাৎ ফেরেশতারা জবাবে বলবে যে, আমরা তো আপনার-ই বান্দাহ। আর আপনি সকল প্রকার শির্ক থেকে পবিত্র। এসব মুশরিকদের সাথে তো আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। সুতরাং এদের কোনো কাজের দায়ভার আমাদের উপর নেই।

৬৩. এখানে 'জ্বিন' দ্বারা 'জ্বিন শয়তানদের'-কে বুঝানো হয়েছে। ফেরেশতাদের জবাবের অর্থ হলো—এসব মুশরিক বাহ্যত ফেরেশতাদের নাম নিয়ে বা তাদের কাল্পনিক মূর্তি বানিয়ে পূজা করলেও আসলে তারা জ্বিন শয়তানের পূজা করতো এবং তাদের নির্দেশ মেনে চলতো ; কারণ শয়তানরাই তাদেরকে এ পথে নিয়ে এসেছিল। আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে প্রয়োজন পূরণকারী বলে বিশ্বাস করা এবং তাদের সামনে ভেট-বেগাড় পেশ করার জন্য জ্বিন শয়তানরাই তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল।

بَيِّنٰتٍ قَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّا رَجُلٌ يُّرِيْدُ اَنْ يَّصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ

যা সুস্পষ্ট, তারা বলে—'এতো এমন লোক ছাড়া কিছু নয়, যে তোমাদেরকে তা থেকে বিরত রাখতে চায় যার ইবাদাত করতো

اٰبَآؤُكُمْ ۚ وَقَالُوْا مَا هٰذَآ اِلَّآ اِفْكٌ مُّفْتَرًى ۚ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

তোমাদের বাপ-দাদারা' ; তারা আরও বলে—'এটাতো (এ কুরআন) মনগড়া মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়' ; আর যারা কুফরী করেছে তারা বলে—

لِلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ ۙ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ﴿٤٤﴾ وَمَآ اٰتَيْنٰهُمْ مِّنْ كُتُبٍ

সত্য সম্পর্কে যখন তা তাদের কাছে এসেছে—'এটা তো সুস্পষ্ট যাদু ছাড়া কিছুই নয়। ৪৪. অথচ আমি তাদেরকে কোনো কিতাব দেইনি

يَّدْرُسُوْنَهَا وَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيْرٍ ﴿٤٥﴾ وَكَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۙ

যা তারা পাঠ করতো এবং আপনার আগে তাদের কাছে কোনো সতর্ককারীও আমি পাঠাইনি।[৬৪] ৪৫. আর তাদের আগে যারা ছিল তারাও মিথ্যা আরোপ করেছিল,

بَيِّنٰتٍ-যা সুস্পষ্ট ; قَالُوْا-তারা বলে ; مَا-কিছু নয় ; هٰذَآ-এতো ; اِلَّا-ছাড়া ; رَجُلٌ-এমন লোক ; يُرِيْدُ-যে চায় ; اَنْ يَّصُدَّكُمْ-(ان+يصد+كم)-যে তোমাদেরকে বিরত রাখতে চায় ; عَمَّا-(عن+ما)-তা থেকে যার ; كَانَ يَعْبُدُ-ইবাদাত করতো ; اٰبَآؤُكُمْ-তোমাদের বাপ-দাদারা ; وَ-আরও ; قَالُوْا-তারা বলে ; مَا-কিছু নয় ; هٰذَآ-এটাতো ; اِلَّا-ছাড়া ; اِفْكٌ-মিথ্যাচার ; مُّفْتَرًى-মনগড়া ; وَ-আর ; قَالَ-বলে ; الَّذِيْنَ-তারা যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; لِلْحَقِّ-সত্য সম্পর্কে ; لَمَّا-যখন ; جَآءَ-তা এসেছে ; هُمْ-তাদের কাছে ; اِنْ-কিছুই নয় ; هٰذَآ-এটাতো ; اِلَّا-ছাড়া ; سِحْرٌ-যাদু ; مُّبِيْنٌ-স্পষ্ট। ﴿٤٤﴾ وَ-অথচ ; مَآ اٰتَيْنٰهُمْ-(ماتينا+هم)-আমি তাদেরকে দেইনি ; مِّنْ كُتُبٍ-কোনো কিতাব ; يَّدْرُسُوْنَهَا-(يدرسون+ها)-যা তারা পাঠ করতো ; وَ-এবং ; مَآ اَرْسَلْنَآ-আমি পাঠাইনি ; اِلَيْهِمْ-তাদের কাছে ; قَبْلَكَ-(قبل+ك)-আপনার আগে ; مِنْ نَّذِيْرٍ-কোনো সতর্ককারীও। ﴿٤٥﴾ وَ-আর ; كَذَّبَ-মিথ্যা আরোপ করেছিল ; الَّذِيْنَ-তারাও যারা ; مِنْ قَبْلِهِمْ-(من+قبل+هم)-তাদের আগে ;

[৬৪] এ আয়াত থেকে এটাও জানা যায় যে, কেবলমাত্র উপাসনা-আরাধনা ও পূজা-অর্চনার নামই ইবাদাত নয়, বরং কারো নির্দেশ অনুসরণ করা এবং অন্ধভাবে কারো আনুগত্য করাও তার ইবাদাত বলে গণ্য হয়। শয়তানকে অভিশাপ দিয়ে ও তার দেখানো পথ অনুসরণ করলে তারই ইবাদাত বলে তা গণ্য হবে।

وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝

এবং আমি তাদেরকে যা দিয়েছিলাম তার এক-দশমাংশও (এদের নিকট) পৌছেনি,[৬৫] তবুও তারা আমার রাসূলদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল, অতএব কেমন (কঠোর) ছিল আমার শাস্তি[৬৬]।

وَ-এবং ; مَا بَلَغُوا-পৌছেনি (এদের নিকট) ; مِعْشَارَ-এক-দশমাংশও ; مَآ-যা ; اٰتَيْنٰهُمْ-আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম ; فَكَذَّبُوا-(ف+كذبوا)-তবুও তারা মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ; رُسُلِى-আমার রাসূলদেরকে ; فَكَيْفَ-অতএব কেমন (কঠোর) ; كَانَ-ছিল ; نَكِيْرِ-আমার শাস্তি।

৬৪. অর্থাৎ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদের বন্দেগী বা পূজা করার অধিকার তাদেরকে কোনো নবী-রাসূলও দেননি, আর না কোনো কিতাব তাদের কাছে নাযিল করা হয়েছিল, যার ভিত্তিতে তারা এসব করেছে। তাই তারা কোনো জ্ঞানের ভিত্তিতে নয় ; বরং মূর্খতা ও অজ্ঞতার কারণেই মুহাম্মদ সা.-এর প্রদত্ত দীনী দাওয়াতের বিরোধিতা করছে। তাদের কাছে তাদের কাজের সপক্ষে কোনো যুক্তি-প্রমাণ নেই।

৬৫. 'মি'শারুন' শব্দের অর্থ দশ ভাগের এক ভাগ? কারো মতে 'একশ' ভাগের এক ভাগ; আবার কারো মতে 'এক হাজার ভাগের এক ভাগ'। অর্থাৎ 'মি'শারুন'-এর মধ্যে 'উশর'-এর চেয়ে আধিক্য আছে। সুতরাং আয়াতের অর্থ হবে—পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে পার্থিব ধন-ঐশ্বর্য, শাসন-ক্ষমতা, সুদীর্ঘ বয়স, স্বাস্থ্য ও শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি যে পরিমাণে দেয়া হয়েছিল, রাসূলুল্লাহর সমসাময়িক লোকেরা তার দশ ভাগের এক ভাগ—বরং হাজার ভাগের এক ভাগও পায়নি। তাই পূর্ববর্তীদের অবস্থা ও অশুভ পরিণাম থেকে এদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

৬৬. অর্থাৎ তাদের (আরববাসীদের) আগেকার কাফির জাতিগুলো যে শারিরীক শক্তি ও ধন-সম্পদের অধিকারী ছিল, তার দশ ভাগের এক ভাগও এরা অর্জন করতে পারেনি। এত শক্তি-সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও নবীদের প্রচারিত সত্যের বিরোধী হওয়ায় এবং মিথ্যার ওপর নিজেদের জীবনব্যবস্থার ভিত্তি রচনা করার কারণে তারা কিভাবে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তার নযীর তো তোমাদের সামনে রয়েছে।

৫ম রুকূ' (৩৭-৪৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানুষের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি মানুষকে মর্যাদার দিক থেকে আল্লাহর নিকটবর্তী করতে পারে না। মানুষকে আল্লাহর নিকট পৌছাতে পারে একমাত্র ঈমান ও নেক আমল।

২. অথবা মানুষের সেই ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান করতে পারে, যে সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করা হয় এবং যে সন্তান-সন্ততিকে উত্তম শিক্ষা দিয়ে সৎকর্মশীল হিসেবে গড়ে তোলা হয়।

৩. খাঁটি মু'মিন ও সৎকর্মশীল লোকদের জন্য আল্লাহ তাদের ঈমান ও সৎকর্মের বহুগুণ বেশী

পুরস্কার তৈরি করে রেখেছেন। মু'মিন ও সৎকর্মশীল লোকেরা জান্নাতের সুউচ্চ ভবনের কক্ষসমূহে নিরাপদ-নিশ্চিন্তে অনন্তকাল বসবাস করবে।

৪. জান্নাতবাসীদের সুখ-সমৃদ্ধিকে নিরবচ্ছিন্ন, নিষ্কন্টক ও অনাবিল করার জন্য তাদেরকে মৃত্যুভয় ও জান্নাতের নিয়ামতসমূহ হারাবার ভয় থেকেও মুক্ত রাখা হবে।

৫. আল্লাহর কালাম তথা কুরআন মাজীদের বিধানকে অকেজো করে রাখার অপচেষ্টায় লিপ্ত থাকবে বা লিপ্ত রয়েছে, তারা সার্বক্ষণিক আযাবে নিক্ষিপ্ত থাকবে।

৬. দুনিয়াতে রিযিক কম-বেশী দান করা আল্লাহর সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির সাথে সম্পর্কিত নয়। বরং তা আল্লাহর ইচ্ছার সাথে সম্পর্কিত। আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে কাফির-মুশরিকদেরকেও প্রচুর রিয্ক দান করে থাকেন, আবার সৎকর্মশীল মু'মিন বান্দাহকেও সীমিত রিযিক দান করে থাকেন।

৭. সুতরাং দুনিয়াতে আল্লাহ যাকে প্রচুর রিযিক দিয়েছেন তার ওপর সন্তুষ্ট এবং সে আল্লাহর প্রিয় বান্দাহ ; আর যাকে সীমিত রিযিক দিয়েছেন বা একেবারে অভাবগ্রস্ত করেছেন তার ওপর তিনি অসন্তুষ্ট এবং সে তাঁর অপ্রিয় এমন বিশ্বাস ভ্রান্ত।

৮. দুনিয়াতে যাদেরকে রূপকভাবে রিযিকদাতা মনে করা হয়, এমন সকল রিযিক দানকারীদের মধ্যে আল্লাহ সর্বোত্তম রিযিকদানকারী।

৯. শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির প্রত্যেককে একত্র করবেন এবং ফেরেশতা পূজারীদের সামনে ফেরেশতাদেরকে জিজ্ঞেস করবেন যে, এরাই কি তোমাদের উপাসনা করতো?

১০. ফেরেশতারা তাদের উপাসনাকারীদের সাথে সম্পর্কহীনতার কথা ঘোষণা করবে।

১১. তাদের উপাস্য দেব-দেবীরা হলো—বৃষ্টির দেবতা, কল্যাণকারী দেবতা, ধ্বংসকারী দেবতা, বিদ্যার দেবী, ধন-সম্পদ ব্যবসা-বাণিজ্যে উন্নতি দানকারী দেবী ইত্যাদি।

১২. মুশরিকরা জ্বিন শয়তানদের নির্দেশ মেনেই চলে। জ্বিন শয়তানরাই তাদেরকে আল্লাহর সাথে শির্ক করতে প্ররোচনা দেয়।

১৩. আখিরাতে সেদিন সেসব উপাস্য বা উপাসক একে অপরের কোনো ক্ষতি বা উপকার করার ক্ষমতা থাকবে না।

১৪. আল্লাহ তা'আলা সেদিন যালিম, মুশরিক ও কাফিরদের শাস্তি দিয়ে বলবেন যে, জাহান্নামের শাস্তির মজা ভোগ করো। যে জাহান্নামকে তোমরা মিথ্যা মনে করতে।

১৫. শির্কের পক্ষে মুশরিকদের খোঁড়া যুক্তি এই ছিল যে, আমাদের বাপ-দাদারা যা করেছে, তা-ই আমরা করবো, তা সত্য-মিথ্যা যা-ই হোক না কেন।

১৬. যুগে যুগে সকল মুশরিকই সত্য দীনের বিপরীতে একই অবস্থান গ্রহণ করে এবং একই অভিযোগ সত্যের বিরুদ্ধে আনয়ন করে। মুশরিকদের একটি কৌশল হলো—সত্যদীনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অপবাদ দিয়ে তা থেকে আল্লাহর বান্দাহদেরকে দূরে সরিয়ে রাখতে হবে।

১৭. মুশরিকদের সেসব অভিযোগ-আপত্তি সবই ভিত্তিহীন। তাদের বিশ্বাস ও কর্মের পেছনে কেবলমাত্র শয়তানের প্ররোচনা-ই রয়েছে। কাফির-মুশরিকদের এসব বিরোধিতা কোনো নতুন ঘটনা নয়, এদের আগেও বহু ঘটনা এরূপ ঘটেছে।

১৮. অতীতের সেই মিথ্যা আরোপকারীরা বর্তমানের মিথ্যারোপকারীদের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী ছিল ; তা সত্ত্বেও তারা আল্লাহ তা'আলার কঠোর আযাব থেকে বাঁচতে পারেনি। অতএব বর্তমানের মিথ্যা আরোপকারীরাও তা থেকে বাঁচতে পারবে না।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৬
পারা হিসেবে রুকূ'-১০
আয়াত সংখ্যা-৯

﴿٤٦﴾ قُلْ إِنَّمَآ أَعِظُكُم بِوَاحِدَةٍ ۖ أَن تَقُومُوا۟ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَٰدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا۟ ۚ

৪৬. আপনি বলুন—"আমি তোমাদেরকে শুধুমাত্র একটি উপদেশ দিচ্ছি যে, তোমরা আল্লাহরই জন্য দাঁড়াও দু'দুজন করে ও এক একজন করে অতপর গভীর চিন্তা করে দেখো—

مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَىْ

তোমাদের সাথীর মধ্যে কোনো পাগলামী নেই[৬৭]; তিনি তো তোমাদের জন্য একজন সতর্ককারী ছাড়া কিছু নন—সামনে আসন্ন

﴿٤٦﴾ قُلْ-আপনি বলুন ; اِنَّمَا-শুধুমাত্র ; اَعِظُكُمْ-(اعظ+كم)-তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি ; بِوَاحِدَةٍ-একটিমাত্র ; اَنْ-যে ; تَقُوْمُوْا-তোমরা দাঁড়াও ; لِلّٰهِ-আল্লাহরই জন্য; مَثْنٰى-দু'দুজন করে ; وَ-ও ; فُرَادٰى-এক একজন করে ; ثُمَّ-অতপর ; تَتَفَكَّرُوْا-গভীর চিন্তা করে দেখো ; مَا-নেই ; بِصَاحِبِكُمْ-(ب+صاحب+كم)-তোমাদের সাথীর মধ্যে ; مِنْ-কোনো ; جِنَّةٍ-পাগলামী; اِنْ هُوَ-তিনি তো কিছু নন ; اِلَّا-ছাড়া; نَذِيْرٌ-একজন সতর্ককারী ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; بَيْنَ يَدَىْ-সামনে আসন্ন ;

৬৭. এখানে মক্কার কাফিরদের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে যে, তোমরা তোমাদের যে সাথী সম্পর্কে গতকাল পর্যন্তও যে ধারণা পোষণ করে আসছো—তাঁকে নিজেদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞানী ও বিশ্বস্ত বলে মনে করে আসছো, তাঁকে আজ কি জন্য 'পাগল' বলে গণ্য করছো ? এইতো সেদিন কা'বাঘর পুনর্নির্মাণের সময় কালো পাথরটি সরানো নিয়ে যখন তোমাদের গোত্রগুলোর পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের আশংকা দেখা দিয়েছিল, তখন তাঁকেই তো ফায়সালাকারী হিসেবে একবাক্যে মেনে নিয়েছো এবং তাঁর ফায়সালা-ই তো সবাই নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছো। অতপর এমন কি ঘটনা ঘটে গেছে যার ফলে এমন একজন ব্যক্তিকে তোমরা পাগল বলে চিহ্নিত করছো। তোমাদের উচিত এসব বিষয়গুলো নিজে একান্তে বসে অথবা বন্ধু বান্ধব নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ যে, তাঁকে পাগল বলাটা তোমাদের জন্য কতটা যুক্তিযুক্ত। তোমরা যদি মুক্তমনে চিন্তা-ফিকির কর, তাহলে তোমাদের নিকট এটি সুস্পষ্ট হয়ে যাবে যে, দলবল ও অর্থ-সম্পদ বিহীন দরিদ্র এক ব্যক্তি হঠাৎ করে তার স্বজাতি-স্বধর্মীদের যুগযুগের বদ্ধমূল বিশ্বাসের বিপরীতে অবস্থান নেয়, তবে তার দু'টো কারণ থাকতে পারে—এক, হয়ত সে ব্যক্তি হিতাহিত জ্ঞানহীন পাগল, যে নিজের ভাল-মন্দ চিন্তা না করে সমগ্র জাতিকে শত্রুতে পরিণত করে নিজের বিপদ ডেকে আনবে ; নয়ত দুই, তাঁর ঘোষণা অমোঘ সত্য হবে এবং তিনি

عَذَابٍ شَدِيدٍ ۞ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ ۖ إِنْ أَجْرِيَ

এক কঠিন আযাব সম্পর্কে।[৬৮] ৪৭. আপনি বলুন—"আমি তোমাদের নিকট যা কিছু পারিশ্রমিকই চাই না কেন, তাতো তোমাদের জন্য[৬৯]; আমার কোনো পুরস্কার-ই নেই

إِلَّا عَلَى اللَّهِ ۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۞ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ

আল্লাহর নিকট ছাড়া ; এবং তিনি সব বিষয়ের ওপর সাক্ষী[৭০]। ৪৮. আপনি বলুন— "আমার প্রতিপালক অবশ্যই (আমার প্রতি) নিক্ষেপ করেন

بِالْحَقِّ ۚ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۞ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ

সত্য[৭১]; অসত্য দূর করার জন্য—তিনি যাবতীয় গোপন বিষয় ভালোভাবেই জ্ঞাত।" ৪৯. আপনি বলুন—"সত্য এসে পড়েছে আর অসত্য নতুন কিছু সৃষ্টি করতে

عَذَابٍ-আযাব সম্পর্কে ; شَدِيدٍ-কঠিন। (৪৭) قُلْ-আপনি বলুন ; مَا-যা ; سَأَلْتُكُمْ-তোমাদের নিকট চাই না কেন ; مِنْ-কিছু ; أَجْرٍ-পারিশ্রমিক ; فَهُوَ-তা তো ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; إِنْ-নেই ; أَجْرِيَ-আমার কোনো পুরস্কারই ; إِلَّا-ছাড়া ; عَلَى-নিকট ; اللَّهِ-আল্লাহর ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; عَلَى-ওপর ; كُلِّ-সর্ব ; شَيْءٍ-বিষয়ের ; شَهِيدٌ-সাক্ষী। (৪৮) قُلْ-আপনি বলুন ; إِنَّ-অবশ্যই ; رَبِّي-আমার প্রতিপালক ; يَقْذِفُ-নিক্ষেপ করেন (আমার প্রতি) ; بِالْحَقِّ-সত্য (অসত্য দূর করার জন্য) ; عَلَّامُ-তিনি ভালোভাবেই জ্ঞাত ; الْغُيُوبِ-যাবতীয় গোপন বিষয়। (৪৯) قُلْ-আপনি বলুন ; جَاءَ-এসে পড়েছে ; الْحَقُّ-সত্য ; وَ-আর ; مَا يُبْدِئُ-নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না ; الْبَاطِلُ-অসত্য ;

হবেন আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ; তাই তিনি আল্লাহর আদেশের সামনে কারো পরওয়া করেন না।

৬৮. অর্থাৎ ইনি তো কেবল কিয়ামতের ভয়াবহ আযাব থেকে তোমাদেরকে সতর্ক করেন। এর বেশী তো তিনি কিছুই করছেন না। এ কাজ করার পরিপ্রেক্ষিতে তোমরা তাঁকে 'পাগল' আখ্যা দিচ্ছ। তাহলে কি তোমাদের ধ্বংস দেখেও যদি তিনি চুপ করে থাকতেন, সেটাই তোমাদের মতে বুদ্ধিমানের কাজ হতো ? আর তোমাদের সামনে বিরাট বিপর্যয় দেখে তোমাদেরকে সতর্ক-সজাগ করে দেয়ার কাজটিকে তোমরা পাগলের কাজ বলে আখ্যা দিচ্ছ।

৬৯. অর্থাৎ আমাকে এ কাজের জন্য কোনো পারিশ্রমিক দিতে হবে না ; তা তোমাদের জন্যই থাকুক। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, তোমরা ভালো হয়ে যাও। তোমাদের কল্যাণ ছাড়া আমার আর কোনো পারিশ্রমিকের প্রয়োজন নেই।

وَمَا يُعِيدُ ﴿٤٩﴾ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ۖ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ

পারে না এবং না পারে পুনরায় সৃষ্টি করতে।" ৫০. আপনি বলুন—"আমি যদি পথভ্রষ্ট হই, তবে তো আমি পথভ্রষ্ট হবো কেবল আমার নিজের জন্যই ; আর যদি হিদায়াতের ওপর থাকি

فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي ۚ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿٥٠﴾ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ فَزِعُوا

তবে তা এজন্যই যে, আমার প্রতিপালক আমার প্রতি ওহী নাযিল করেন ; নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, অতি নিকটবর্তী।"[৭২] ৫১. আর আপনি যদি দেখতেন যখন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটোছুটি করবে

وَ-এবং ; مَا يُعِيدُ-না পুনসৃষ্টি করতে পারে। ﴿٥٠﴾ قُلْ-আপনি বলুন ; إِنْ-যদি ; ضَلَلْتُ-আমি পথভ্রষ্ট হই ; فَإِنَّمَا-তবে তো ; أَضِلُّ-আমি পথভ্রষ্ট হবো ; عَلَىٰ-জন্যই ; نَفْسِي-(نفس+ى)-আমার নিজের ; وَ-আর ; إِنْ-যদি ; اهْتَدَيْتُ-আমি হিদায়াতের ওপর থাকি ; فَبِمَا-তবে তা এজন্যই যে ; يُوحِي-ওহী নাযিল করেন ; إِلَيَّ-আমার প্রতি ; رَبِّي-আমার প্রতিপালক ; إِنَّهُ-নিশ্চয়ই তিনি ; سَمِيعٌ-সর্বশ্রোতা; قَرِيبٌ-অতি নিকটবর্তী। ﴿٥١﴾ وَ-আর ; لَوْ-যদি ; تَرَىٰ-আপনি দেখতেন ; إِذْ-যখন ; فَزِعُوا-তারা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটোছুটি করবে ;

একই ধরনের কথা সূরা আল ফুরকানের ৫৭ আয়াতে বলা হয়েছে—"আপনি বলুন—'আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো পারিশ্রমিক চাই না; তবে যে চায়, সে তার প্রতিপালকের পথে চলুক' (এটাই আমার পারিশ্রমিক)।"

৭০. অর্থাৎ তোমরা আমার বিরুদ্ধে যত অপবাদ ছড়াও না কেন, আমার আল্লাহ সবকিছু জানেন, তিনি সবকিছুর উপর সাক্ষী। আমার কোনো স্বার্থ নেই, আমি তোমাদের কল্যাণ চাই, তোমাদের কল্যাণ-ই আমার স্বার্থ।

৭১. অর্থাৎ আমার প্রতিপালক আল্লাহ আলেমুল গায়েব আমার প্রতি সত্য দীন নাযিল করেছেন। তিনি ওহীর মাধ্যমে আমার প্রতি সত্যের জ্ঞান নাযিল করেন। (অথবা এর অর্থ আমার প্রতিপালক সকল গোপনীয় বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত, আল্লাহ সত্যকে মিথ্যার ওপর ছুড়ে মারেন ; ফলে মিথ্যা চুরমার হয়ে যায়। 'ইয়াকযিফু' অর্থ 'তিনি ছুড়ে মারেন'। এর উদ্দেশ্য হলো সত্যকে মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত করা। মিথ্যার ওপর সত্যের আঘাতের গুরুতর প্রভাব সৃষ্টি করাই এর মূল তাৎপর্য। এটি একটি উপমা। কোনো ভারী বস্তুকে হালকা বস্তুর ওপর নিক্ষেপ করলে তা যেমন চুরমার হয়ে যায়, তেমনিভাবে সত্যের মুকাবিলায় মিথ্যা চুরমার হয়ে যায়। তাই পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে যে, সত্যের মুকাবিলায় মিথ্যা এমনভাবে চুরমার হয়ে যায় যে, মিথ্যা নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না এবং পুনরাবৃত্তিও করতে পারে না।

৭২. অর্থাৎ আমি যদি বিভ্রান্ত হয়ে গিয়ে থাকি যেমন তোমরা আমাকে অপবাদ দিচ্ছ এবং আমার এ নবুওয়াত দাবী ও তাওহীদের দাওয়াত তোমাদের মতে আমার

فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴿٥١﴾ وَقَالُوٓا آمَنَّا بِهِۦ وَأَنَّىٰ لَهُمُ

কিন্তু পালাবার পথ থাকবে না এবং নিকটবর্তী স্থান থেকেই তাদেরকে পাকড়াও করা হবে[৭৩]। ৫২. তখন তারা বলবে—আমরা তার প্রতি ঈমান আনলাম[৭৪], কিন্তু তাদের জন্য কিভাবে সম্ভব হবে

التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ ﴿٥٢﴾ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِۦ مِن قَبْلُ ۖ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ

এত দূরবর্তী স্থান থেকে (ঈমানের) নাগাল পাওয়া।[৭৫] ৫৩. অথচ আগে থেকেই তারা তাঁকে নিঃসন্দেহে অস্বীকার করে আসছিল ; এবং গায়েবী বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য করতো

مِن مَّكَانٍۭ بَعِيدٍ ﴿٥٣﴾ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ

বহুদূরবর্তী স্থান থেকে।[৭৬] ৫৪. কারণ তাদের মধ্যে ও তারা যা আকাঙ্ক্ষা করে তার মধ্যে বাধা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে, যেমন করা হয়েছিল

فَلَا فَوْتَ-(ف+لا+فوت)-কিন্তু পালাবার পথ থাকবে না ; وَ-এবং ; أُخِذُوا-তাদেরকে পাকড়াও করা হবে ; مِنْ-থেকে ; مَكَانٍ-স্থান ; قَرِيبٍ-নিকটবর্তী। (৫২) وَ-তখন ; قَالُوا-তারা বলবে ; آمَنَّا-আমরা ঈমান আনলাম ; بِهِ-তাঁর প্রতি ; وَ-কিন্তু; أَنَّى-কিভাবে সম্ভব হবে ; لَهُمُ-তাদের জন্য ; التَّنَاوُشُ-(ঈমানের) নাগাল পাওয়া; مِنْ-থেকে ; مَكَانٍ-স্থান ; بَعِيدٍ-এত দূরবর্তী। (৫৩) وَ-অথচ ; قَدْ كَفَرُوا-তারা নিঃসন্দেহে অস্বীকার করে আসছিল ; بِهِ-তাঁকে ; مِنْ قَبْلُ-আগে থেকেই ; وَ-এবং ; يَقْذِفُونَ-বিরূপ মন্তব্য করতো ; بِالْغَيْبِ-গায়েবী ; مِنْ-থেকে ; مَكَانٍ-স্থান ; بَعِيدٍ-বহু দূরবর্তী। (৫৪) وَ-কারণ ; حِيلَ-বাধা সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে ; بَيْنَهُمْ-তাদের মধ্যে ; وَ-ও ; بَيْنَ-মধ্যে ; مَا-তার যা ; يَشْتَهُونَ-তারা আকাঙ্ক্ষা করে ; كَمَا-যেমন ; فُعِلَ-করা হয়েছিল ;

বিভ্রান্তির ফসল, তাহলে আমার বিভ্রান্তির দায় আমার ওপরই পড়বে। এজন্য তো তোমাদেরকে পাকড়াও করা হবে না। আর যদি আমি সঠিক পথের ওপর থাকি এবং আমি তা আছি, তাহলে তার কারণ হলো আমার প্রতিপালক আল্লাহ আমার কাছে ওহী পাঠানোর মাধ্যমে আমাকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। আমার প্রতিপালক আল্লাহ নিকটেই আছেন, তিনি সবকিছু শুনছেন এবং তিনি জানেন যে, আমি সঠিক পথের জ্ঞান লাভ করেছি।

৭৩. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন অপরাধীদের পাকড়াও হওয়ার অবস্থা দেখে মনে হবে যেন পাকড়াওকারী নিকটেই কোথাও লুকিয়ে ছিল, আর অপরাধী পালানোর চেষ্টা করা মাত্রই তাকে ধরে ফেলেছে।

بِاَشْيَاعِهِمْ مِّنْ قَبْلُ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا فِيْ شَكٍّ مُّرِيْبٍ ۝

ইতিপূর্বে তাদের সমপন্থীদের সাথে ; নিশ্চয়ই
তারা ছিল বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে।[৭৭]

بِاَشْيَاعِهِمْ-(ب+اشياع+هم)-তাদের সমপন্থীদের সাথে ; مِنْ قَبْلُ-ইতিপূর্বে ; اِنَّهُمْ-(ان+هم)-নিশ্চয়ই তারা ; كَانُوْا-ছিল ; فِيْ-মধ্যে ; شَكٍّ-সন্দেহে ; مُّرِيْبٍ-বিভ্রান্তিকর।

৭৪. অর্থাৎ অবিশ্বাসীরা কিয়ামতের দিন আল্লাহর সামনে বলবে—রাসূল দুনিয়াতে যে শিক্ষা পেশ করেছিলেন। আমরা তার প্রতি এখন ঈমান আনলাম। কিন্তু এ ঈমান তাদের কোনো উপকারে লাগবে না।

৭৫. অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে দূরত্ব ও সময়ের ব্যবধান অনেক। ঈমান আনার স্থান ছিল দুনিয়া। সেখান থেকে এ অপরাধীরা আখিরাতের জগতে চলে এসেছে। এখন ঈমান আনার আর সুযোগ নেই।

৭৬. অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ স.-এর রিসালাত ও তাঁর দাওয়াতের বিরুদ্ধে এবং মু'মিনদের ওপর নানা ধরনের অপবাদ দিতো, তাদের প্রতি ব্যাঙ্গ-বিদ্রূপ করতো। রাসূল-কে কখনো যাদুকর, কখনো পাগল বলতো ; তাওহীদ ও আখিরাতের ধারণা-বিশ্বাসকে উপহাস করতো। কখনো সে সম্পর্কে বলতো যে, 'এসব কথা কেউ তাঁকে শিখিয়ে পড়িয়ে দেয় এবং সে এসে এসব গল্প আমাদেরকে শোনায়। রাসূলের অনুসারী মু'মিনদের সম্পর্কে মন্তব্য করতো যে, 'বেচারারা শুধুমাত্র অজ্ঞতার কারণেই রাসূলের অনুসারী হয়েছে'।

৭৭. অর্থাৎ কাফির মুশরিকদের সকল ধারণা ও বিশ্বাসের পেছনে কোনো নিশ্চিত জ্ঞান নেই। শিরক, নাস্তিকতা ও আখিরাত অস্বীকারকে সেজন্য নিশ্চয়তার সাথে কেউ গ্রহণ করে না এবং করতেও পারে না। কারণ নিশ্চয়তার সাথে কোনো বিষয় গ্রহণ করে নিতে হলে তার পেছনে সঠিক জ্ঞান ও তথ্যসূত্র থাকতে হয়। আর 'আল্লাহ নেই' অথবা, 'একাধিক আল্লাহর অস্তিত্ব রয়েছে' কিংবা 'বহু সত্তা আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা কর্তৃত্বের মধ্যে অংশীদার আছে' ইত্যাদি বিষয়গুলোতে কোনো ব্যক্তিরই সঠিক কোনো জ্ঞান নেই। তাই দুনিয়াতে যারাই এসব মতের অনুসারী তারা সবাই শুধুমাত্র আন্দাজ-অনুমান ও ধারণার ভিত্তিতে এ সবের অনুসারী হয়েছে। এসব বিষয়ের মূলভিত্তি সন্দেহ-সংশয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর এ সন্দেহ-সংশয়-ই তাদেরকে ঘোরতর বিভ্রান্তি ও পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে গেছে। তারা আল্লাহর অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণ করছে, তাওহীদ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করছে। আখিরাতের আগমন সম্পর্কে সন্দেহে নিপতিত হয়েছে। এমনকি এ সন্দেহকে তারা নিশ্চিত বিশ্বাসের মতো তাদের মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে নিয়ে নবী-রাসূলদেরকে অমান্য করেছে এবং নিজের জীবনকে—জীবনের সকল কর্মকাণ্ডকে একটি ভুলপথে পরিচালনা করেছে।

৬ষ্ঠ রুকূ' (৪৬-৫৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সুস্থ ও অনাবিল মন নিয়ে চিন্তা করলে আল্লাহর রাসূলের সব কথাই নিরেট সত্য ও যুক্তিপূর্ণ বলে মানুষের অন্তরে নিশ্চিত বিশ্বাস জন্মাবে।

২. কুফর, শিরক ও মুনাফিকীর পরিণাম হলো—আখিরাতের নিশ্চিত আযাব ও ধ্বংস।

৩. মানব জাতির জন্য সবচেয়ে নিঃস্বার্থ দরদী ও কল্যাণকামী মানুষ হচ্ছেন দুনিয়াতে আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলগণ।

৪. নবী রাসূলগণ মানব জাতির জন্য হিদায়াতের যে রাজপথ রচনা করে গেছেন, সেজন্য তাঁরা দুনিয়াতে কোনো প্রতিদান চাননি, আর তাঁদের অবদানের প্রতিদান দুনিয়াতে দেয়াও সম্ভব নয়।

৫. তাঁদের দাওয়াতের সত্যতার সাক্ষী আল্লাহ তা'আলা ; যিনি সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় সম্পর্কে অবহিত।

৬. আল্লাহ তা'আলা সত্যকে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই অসত্যকে বিদূরীত করেন। সুতরাং প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্যই এসেছে।

৭. সত্যের আগমনে অসত্যের বিলীন হওয়া অবশ্যম্ভাবী। এতে কোনো সন্দেহ-সংশয়ের অবকাশ নেই।

৮. সত্যের প্রভাবে বিলীন হওয়া অসত্য কখনো নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারে না এবং পুনরাবৃত্তিও ঘটাতে পারে না। এটিই আল্লাহর ঘোষণা।

৯. নবী-রাসূলদের আনীত জীবনব্যবস্থাই নিশ্চিত সত্য, কেননা এ জীবনব্যবস্থার উৎপত্তি ও বিকাশ সাধন মহান আল্লাহর পৃষ্ঠপোষকতায় সম্পাদিত।

১০. আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা ও অতি নিকটবর্তী। তাই তিনি সার্বক্ষণিক সত্য দীনের অভিভাবক।

১১. সত্য দীনের প্রতি অবিশ্বাসী ও তার বিরোধী অপরাধীরা আখিরাতে কোথাও পালাবার কোনো সুযোগ পাবে না—নিকটবর্তী স্থান থেকেই তাদেরকে পাকড়াও করা হবে।

১২. আখিরাতে আল্লাহর বিচারালয়ের সামনে উপস্থিত হয়ে সত্যকে তারা যখন সুস্পষ্টভাবে দেখতে পাবে, তখন তারা ঈমানের ঘোষণা দেবে ; কিন্তু তখন তাদের সেই ঘোষণা কোনো কাজে আসবে না।

১৩. ঈমান আনা ও সৎকর্ম করার স্থান হলো দুনিয়া। আখিরাত হলো তার সুফল ভোগ করার স্থান।

১৪. ঈমান ও সৎকর্ম যা করার তা করতে হবে দুনিয়ার জীবনকালের সীমার মধ্যে থাকাবস্থায়, মৃত্যুর পরে ঈমান আনা ও সৎকর্ম করার কোনো সুযোগ আর থাকবে না।

১৫. আখিরাতে কোনো কর্ম নেই। আছে শুধু ভোগ। সুতরাং দুনিয়াতে যে কর্মই করা হবে, আখিরাতে সে কর্মেরই ফল পাওয়া যাবে।

১৬. কুফর, নাস্তিক্যবাদ ও আখিরাত অবিশ্বাস প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে কোনো বিশ্বস্ত, যুক্তি-নির্ভর ও গ্রহণযোগ্য কোনো প্রমাণ নেই।

১৭. উল্লিখিত বিষয়গুলো সম্পূর্ণই সংশয় ও অনুমান-আন্দাজের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং অনুমান-আন্দাজ ও সন্দেহ-সংশয়ের ওপর নির্ভরশীল কোনো বিষয় সত্যের মুকাবিলায় টিকতে পারে না।

১৮. সত্য-মিথ্যার মুকাবিলায় সত্যের জয় ও মিথ্যার পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং সত্যপন্থীদের দুশ্চিন্তার কোনো প্রয়োজন নেই।

❑
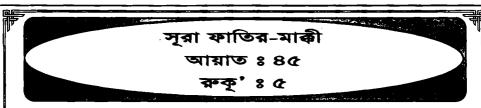
নামকরণ

এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে প্রথম আয়াতে উল্লিখিত 'ফাতির' শব্দটি দ্বারা। এ সূরার আরেকটি নাম রয়েছে 'আলমালায়িক'। এ শব্দও প্রথম আয়াতে রয়েছে। এ শিরোনাম দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, এটি সেই সূরা যাতে 'ফাতির' ও 'মালায়েক' শব্দ দুটো উল্লেখিত হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

সূরার আলোচ্য বিষয়ের আলোকে অনুমান করা যায় যে, এটি মাক্কী জীবনের মাঝামাঝি সময়ে যখন রাসূলুল্লাহ স.-এর দাওয়াতকে অকার্যকর করে দেয়ার জন্য তাঁর চরম বিরোধিতা শুরু হয়ে গিয়েছিল, তখন নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

এ সূরার আলোচ্য বিষয় হলো রাসূলুল্লাহ স.-এর তাওহীদের দাওয়াতের বিরুদ্ধে মক্কার কুরাইশ কাফির ও তাদের নেতৃবৃন্দ যে নীতি অবলম্বন করেছিল সে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করে দেয়া। এ প্রসঙ্গে কাফিরদেরকে বলা হয়েছে যে, হে কাফিররা তোমাদেরকে এ নবী যেদিকে আহ্বান জানাচ্ছেন তা তোমাদের কল্যাণেই। তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে যা কিছুই করছো এসব কিছু তো আসলে তাঁর বিরুদ্ধে যাচ্ছে না—যাচ্ছে তোমাদের নিজেদের বিরুদ্ধে। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে যদি তোমরা তাঁর আদেশ নিষেধ মেনে চলো, তাতে তোমাদেরই কল্যাণ হবে। আর যদি না মানো তাহলে তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না—ক্ষতি হবে তোমাদের।

তিনি যা করছেন তাতো অযৌক্তিক নয়। তিনি শিরক-এর প্রতিবাদ করছেন, আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করার পক্ষে কি কোনো যুক্তি প্রমাণ আছে ? তিনি তোমাদেরকে তাওহীদের দাওয়াত দিচ্ছেন ; তোমরা ভেবে দেখো, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ কি সৃষ্টি ও প্রতিপালনের ক্ষমতা ও যোগ্যতা রাখে ? আল্লাহ ছাড়া এমন কোনো সত্তার অস্তিত্ব কি কল্পনা করা যায় ? রাসূল তোমাদেরকে বলছেন যে, তোমাদের এ জীবনের পর আরেকটি জীবন আছে যেখানে তোমাদের এ জীবনের সকল কাজ কর্মের হিসাব দিতে হবে। তোমরা দায়িত্বহীন এবং স্বাধীন নও। তোমাদেরকে এক দায়িত্ব দিয়ে দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছে। সেই দায়িত্ব সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তোমাদের চোখের সামনে সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি যেমন হচ্ছে, তেমনি তোমাদেরকে পুনঃসৃষ্টি করবেন। এটি আল্লাহর জন্য কোনো কঠিন কাজ নয়। কেননা প্রথমবার সৃষ্টি তো তিনিই করেছেন। ভালো কাজ করলে তার ফল অবশ্যই ভালো হবে ; আর মন্দ কাজ করলে ফল মন্দ হবে।

এটাই তো হওয়া উচিত। বিবেক-বুদ্ধি এবং যুক্তির রায় তো এটাই। ভালো-মন্দ সমান হয়ে একাকার হয়ে মাটিতে মিশে যাক এবং দুনিয়ার ভাল-মন্দ কর্মকাণ্ডের কোনো ফল কেউ ভোগ না করুক, দুনিয়ার জীবন অর্থহীন হয়ে যাক—এটা বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তি বিরোধী কথা। এখন তোমরা যদি রাসূলের এসব বিবেকসম্মত যুক্তিসংগত কথাগুলো না মানো এবং নিজেদেরকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও দায়িত্বহীন মনে করে স্বেচ্ছাচারী জীবন যাপন কর, তাহলে রাসূলের কোনো ক্ষতি হবে না ; ক্ষতি হবে তোমাদের নিজেদের। রাসূলের দায়িত্ব ছিল, এসব বিষয় তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া। তিনি তাঁর প্রতি অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করেছেন।

উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো বর্ণনার ধারাবাহিকতায় রাসূলুল্লাহ স.-কে আল্লাহ তা'আলা বারবার সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন যে, আপনি আপনার রিসালাতের দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করেছেন। সুতরাং যারা পথভ্রষ্টতার মধ্যে ডুবে থাকতে চায় এবং সত্য-সঠিক পথে চলতে না চায় তার দায়িত্ব আপনার নয়। আপনি এজন্য দায়ী হবেন না। এসব লোকের হঠকারি আচরণে আপনি দুঃখিত হবেন না এবং এ জাতীয় লোককে সঠিক পথে আনার চিন্তায় আপনি নিজেকে ধ্বংস করে দেবেন না ; বরং যারা আপনার কথা শুনতে প্রস্তুত তাদের প্রতি আপনি দৃষ্টি দিন। তাদেরকেই দীনের পথে এগিয়ে আসতে সহায়তা করুন।

এ প্রসংগে মু'মিনদেরকেও সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যাতে তাদের মনোবল দৃঢ় হয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ওয়াদার প্রতি আস্থাশীল হয়ে দীনের পথে অবিচল থাকতে পারে।

❒
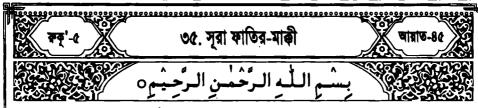
① اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولِيْٓ اَجْنِحَةٍ

১. সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি আসমান ও যমীনের স্রষ্টা, যিনি ফেরেশতাদেরকে (তাঁর) বাণীবাহক নিয়োগকারী[১] যারা ডানাসমূহের অধিকারী—(যা সংখ্যায়)

مَّثْنٰى وَثُلٰثَ وَرُبٰعَ ۗ يَزِيْدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَآءُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

দুই দুই ও তিন তিন এবং চার চার[২] ; তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা চান বৃদ্ধি করেন[৩] ; নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সর্ব বিষয়ের ওপর

①اَلْحَمْدُ-সকল প্রশংসা ; لِلّٰهِ-আল্লাহর জন্য ; فَاطِرِ-যিনি স্রষ্টা ; السَّمٰوٰتِ- আসমান; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; جَاعِلِ-যিনি নিয়োগকারী ; الْمَلٰٓئِكَةِ-ফেরেশতাদেরকে ; رُسُلًا-(তাঁর) বাণীবাহক ; اُولِيْٓ-যারা অধিকারী ; اَجْنِحَةٍ-ডানাসমূহের ; مَثْنٰى-(যা সংখ্যায়) দুই দুই ; وَ-ও ; ثُلٰثَ-তিন তিন ; وَ-এবং ; رُبٰعَ-চার চার ; يَزِيْدُ-তিনি বৃদ্ধি করেন ; فِي-মধ্যে ; الْخَلْقِ-সৃষ্টির ; مَا-যা ; يَشَآءُ-তিনি চান ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; عَلٰى-ওপর ; كُلِّ-সর্ব ; شَيْءٍ-বিষয়ের ;

১. অর্থাৎ ফেরেশতারা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে নবী-রাসূলদের নিকট ওহী পৌঁছাবার দায়িত্বে নিয়োজিত। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, মহান আল্লাহ বিশ্ব-জাহানে যেসব বিধান জারী করেন তা ফেরেশতারাই নিয়ে আসে এবং সেসব বিধান জারী করে। ফেরেশতাদের মর্যাদা এক লা-শরীক আল্লাহর অনুগত হুকুম-বরদারের বেশী কিছু নয়। মুশরিকরা তাদেরকে উপাস্য দেব-দেবীতে পরিণত করে থাকলেও প্রকৃতপক্ষে তাদের কোনো ক্ষমতা-ই নেই, সকল ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ।

২. ফেরেশতাদের হাত ও ডানার ধরন সম্পর্কে আমাদের জানা নেই। তবে আল্লাহ তা'আলা যখন 'ডানা' শব্দ ব্যবহার করেছেন, তখন তা আমাদের পরিচিত ডানার মতো তথা পাখিদের ডানার মতোও হতে পারে। আর ডানার সংখ্যা দুই-দুই, তিন-তিন ও চার-চার ডানা বলা দ্বারা ফেরেশতাদের দায়িত্ব অনুসারে তাদের ক্ষমতার পার্থক্যের কথা বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা যে ফেরেশতাকে দিয়ে যে ধরনের কাজ করাতে চান, তাকে সে ধরনের গতি ও কর্মশক্তি দান করেছেন।

৩. অর্থাৎ ফেরেশতাদের ডানা শুধুমাত্র চার-এ সীমিত নয় ; বরং দায়িত্ব অনুপাতে ডানার সংখ্যা আরও বাড়িয়েও দিয়েছেন। সহীহ হাদীসে জিবরাঈলের ডানা সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. রিওয়ায়াত করেছেন—রাসূলুল্লাহ

قَدِيْرٌ ۝ مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْ ۙ

সর্বশক্তিমান। ২. আল্লাহ মানুষের জন্য (তাঁর) রহমত থেকে যা খুলে দেন, তার প্রতিরোধকারী কেউ নেই, আর যা তিনি বন্ধ করে দেন

فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ؕ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوْا

তার পরে তার চালুকারীও কেউ নেই[৪] এবং তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়[৫]। ৩. হে মানুষ! তোমরা স্মরণ করো

قَدِيْرٌ-সর্বশক্তিমান।②مَا-যা ; يَفْتَحِ-খুলে দেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; لِلنَّاسِ-মানুষের জন্য; مِنْ-থেকে ; رَحْمَةٍ-(তাঁর) রহমত ; فَلَا-কেউ নেই ; مُمْسِكَ-প্রতিরোধকারী ; لَهَا-তার ; وَ-আর ; مَا-যা ; يُمْسِكْ-তিনি বন্ধ করে দেন ; فَلَا-কেউ নেই ; مُرْسِلَ-চালুকারীও ; لَهٗ-তার ; مِنْ بَعْدِهٖ-তার পরে ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; الْعَزِيْزُ-পরাক্রমশালী ; الْحَكِيْمُ-প্রজ্ঞাময়।③يٰۤاَيُّهَا-হে ; النَّاسُ-মানুষ ; اذْكُرُوْا-তোমরা স্মরণ করো ;

স. জিবরাঈল আ.-কে এমন অবস্থায় দেখেছেন, যখন তাঁর ডানার সংখ্যা ছিল ছয়শত। হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ স. জিবরাঈল আ.-কে তাঁর আসল চেহারায় দু'বার দেখেছেন। তখন তাঁর ডানার সংখ্যা ছিল ছয়শত এবং তিনি সারা আকাশ জুড়ে ছিলেন।

৪. এখানে মুশরিকদের ভুল ধারণা দূর করা হয়েছে। মুশরিকরা মানুষের মধ্য থেকে কাউকে তাদের রিযিকদাতা, কাউকে সন্তানদাতা, কাউকে তাদের বিপদ থেকে উদ্ধারকারী ইত্যাদি ভেবে নিয়ে তাদের আনুগত্য করতে থাকে। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতের মাধ্যমে এটা পরিষ্কার করে দেন যে, মানুষের প্রতি যেসব নিয়ামত আল্লাহ বর্ষণ করেন, এতে কারো হাত নেই। দুনিয়ার কোনো শক্তিই এ নিয়ামত আগমনের ধারা রোধ করতে সক্ষম নয়। অপরদিকে আল্লাহ যদি কারো প্রতি নিয়ামতের বর্ষণ বন্ধ করে দেন, তাহলে কেউ তা খুলেও দিতে সক্ষম নয়। সুতরাং মানুষের সকল চাওয়া-পাওয়া হবে একমাত্র আল্লাহর কাছেই। এভাবে মানুষ গায়রুল্লাহর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াবার গ্লানী থেকে মুক্তি পেতে পারে এবং তার অন্তরে এ বিশ্বাস দৃঢ় হতে পারে যে, তার ভাগ্যের উন্নতি-অবনতি একমাত্র আল্লাহর হাতেই নিবদ্ধ।

৫. অর্থাৎ আল্লাহর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের এবং সবকিছুর ওপর প্রাধান্য বিস্তারের ক্ষেত্রে কোনো বাধা সৃষ্টি করতে পারে এমন কেউ নেই ; কেননা তিনি একমাত্র পরাক্রমশালী। তাঁর সকল সিদ্ধান্ত জ্ঞান ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতেই হয়ে থাকে, তিনি কাউকে কিছু দিলে তা পরিপূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাপূর্ণ সিদ্ধান্ত। আর কাউকে কিছু না দিলে তা-ও জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দাবী বলেই দেয়া থেকে বিরত থাকেন।

نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ ۚ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَ

তোমাদের ওপর (বর্ষিত) আল্লাহর নিয়ামতসমূহ[৬] ; আল্লাহ ছাড়া এমন কোনো স্রষ্টা আছে কি, যে তোমাদেরকে রিযিক দান করে আসমান থেকে ও

الْأَرْضِ ۚ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنّٰى تُؤْفَكُونَ ④ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ

যমীন থেকে ? তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ; তাহলে তোমরা কিভাবে প্রতারিত হচ্ছো[৭] ? ৪. আর (হে নবী !) তারা যদি আপনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে[৮] তবে (এটা নতুন নয়) নিঃসন্দেহে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়েছিল

رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ ۚ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ⑤ يٰأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ

আপনার আগেও রাসূলদেরকে ; আর সকল বিষয়ই অবশেষে আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তিত হবে[৯]। ৫. হে মানুষ ! আল্লাহর ওয়াদা নিশ্চিতভাবেই

نِعْمَةَ-নিয়ামতসমূহ ; اللّٰه-আল্লাহর ; عَلَيْكُمْ-তোমাদের ওপর (বর্ষিত) ; هَلْ-আছে কি ; مِنْ-কোনো ; خَالِقٍ-এমন স্রষ্টা ; غَيْرُ-ছাড়া ; اللّٰه-আল্লাহ ; يَرْزُقُكُمْ-(يرزق+كم)-যে তোমাদেরকে রিযিক দান করে ; مِنَ-থেকে ; السَّمَاءِ-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضِ-যমীন ; لَا-নেই ; إِلٰهَ-কোনো ইলাহ ; إِلَّا-ছাড়া ; هُوَ-তিনি ; فَأَنّٰى-(ف+انى)-তাহলে কিভাবে ; تُؤْفَكُونَ-তোমরা প্রতারিত হচ্ছো ④ ; وَ-আর (হে নবী!) ; إِنْ-যদি ; يُكَذِّبُوكَ-(يكذبوا+ك)-তারা আপনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে ; فَقَدْ كُذِّبَتْ-তবে (এটা নতুন নয়) নিঃসন্দেহে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়েছিল ; رُسُلٌ-রাসূলদেরকে; مِنْ قَبْلِكَ-আপনার আগেও ; وَ-আর ; إِلَى-দিকেই ; اللّٰه-আল্লাহর ; تُرْجَعُ-প্রত্যাবর্তিত হবে ; الْأُمُورُ-অবশেষে সকল বিষয়ই ⑤ ; يٰأَيُّهَا-হে ; النَّاسُ-মানুষ ! إِنَّ-নিশ্চিতভাবেই; وَعْدَ-ওয়াদা ; اللّٰه-আল্লাহর ;

৬. অর্থাৎ তোমাদের যেসব নিয়ামত দান করা হয়েছে সেগুলো যে আল্লাহর-ই দেয়া একথা মনে রেখে আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থেকো। আর আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকার অর্থ হলো—একমাত্র আল্লাহরই ইবাদাত বা দাসত্ব, সকল নিয়ামত-ই আল্লাহর দেয়া বলে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা ও তাঁর শোকর আদায় করা এবং সকল চাওয়ার পাত্র একমাত্র আল্লাহকেই মনে করা।

৭. অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া তোমাদের যখন কোনো স্রষ্টা ও আসমান-যমীন থেকে তোমাদের রিযিকদাতা যে নেই, তা তোমরা তো জান ; অতএব তোমাদের ইবাদাত-আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী-ও কেউ হতে পারে না। স্রষ্টা ও রিযিকদাতা যে একমাত্র আল্লাহ এটা নিশ্চিত জেনেও তোমরা এ ধোঁকাতে কেমন করে পড়লে যে, স্রষ্টা ও রিযিকদাতা হবে আল্লাহ আর ইবাদাত আনুগত্য পাবেন অন্য কোনো সত্তা।

حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا ۖ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورُ ۞ اِنَّ

সত্য[১০] ; অতএব দুনিয়ার জীবন কখনো যেন তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে[১১] এবং সেই বড় ধোঁকাবাজ তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে কখনো যেন ধোঁকায় ফেলতে না পারে[১২]। ৬. নিশ্চয়ই

الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ۖ اِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهٗ لِيَكُوْنُوْا

শয়তান তোমাদের দুশমন। অতএব তোমরা তাকে দুশমন হিসেবেই গ্রহণ করো ; সে তার দলবলকে শুধুমাত্র এ জন্যেই ডাকে, যেন তারা হয়ে যায়

حَقٌّ-সত্য ; فَلَا يَغُرَّنَّكُمْ-(ف+لاتغرن+كم)-অতএব তোমাদেরকে কখনো যেন ধোঁকায় না ফেলে ; الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا-দুনিয়ার জীবন ; وَ-এবং ; لَا تَغُرَّنَّكُمْ-তোমাদেরকে কখনো যেন ধোঁকায় ফেলতে না পারে ; بِاللّٰهِ-আল্লাহ সম্পর্কে ; الْغَرُورُ-সেই বড় ধোঁকাবাজ।৬ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الشَّيْطٰنَ-শয়তান ; لَكُمْ-তোমাদের ; عَدُوٌّ-দুশমন ; فَاتَّخِذُوْهُ-(ف+اتخذوا+ه)-অতএব তাকে গ্রহণ করো ; عَدُوًّا-দুশমন হিসেবেই ; اِنَّمَا-শুধুমাত্র ; يَدْعُوْا-সে-তো ডাকে ; حِزْبَهٗ-(حزب+ه)-তার দল-বলকে ; لِيَكُوْنُوْا-এজন্যই যেন তারা হয়ে যায় ;

৮. অর্থাৎ আপনাকে নবী হিসেবে মেনে নেয় না এবং আপনি যে দাওয়াত দেন তার প্রতিও তারা কর্ণপাত করে না। আপনি যে বলেন, 'আল্লাহ ছাড়া ইবাদাতের যোগ্য আর কেউ নেই' তারা একথার সাথে দ্বিমত পোষণ করে।

৯. অর্থাৎ আপনার যেসব নবী-রাসূল দুনিয়াতে পাঠানো হয়েছিল। তাদেরকেও আপনার মতোই মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়েছিল ; কিন্তু সত্য-মিথ্যা ফায়সালাদানের ক্ষমতা-কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর হাতে, কোনো মানুষের হাতে এ ক্ষমতা নেই। কে সত্যের ওপর আছে, আর কে মিথ্যায় জড়িয়ে আছে, তার সিদ্ধান্ত অবশেষে আল্লাহ-ই দেবেন এবং সাথে সাথে মিথ্যার পরিণতিও দেখিয়ে দেবেন।

১০. অর্থাৎ সকল বিষয় যে অবশেষে আল্লাহর-ই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে বলে যে প্রতিশ্রুতি আল্লাহ দিয়েছেন, সেই প্রতিশ্রুতি নিশ্চিতভাবে সত্য।

১১. অর্থাৎ "আখিরাত বলতে কিছুই নেই, দুনিয়ার জীবনই সবকিছু" এমন প্রতারণায় যেন তোমরা পড়ে না যাও। অথবা "আখিরাত থেকে থাকলেও দুনিয়াতে যারা আরাম-আয়েশে দিন গুজরান করছে, তারা আখিরাতেও আরাম আয়েশে থাকবে।" এমন ধোঁকায় যেন তোমরা পড়ে না যাও।

১২. সবচেয়ে 'বড় প্রতারক' হলো শয়তান। এ শয়তান মানুষকে বিভিন্নভাবে প্রতারিত করে। কাউকে বলে যে, 'আল্লাহ বলতে কিছুই নেই' ; আবার কাউকে বলে—'আল্লাহ থাকলেও তিনি দুনিয়া সৃষ্টি করে দিয়ে আরাম করছেন, তাঁর সাথে এখন দুনিয়ার কোনো

مِنْ أَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۞ اَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۞ وَالَّذِيْنَ

জাহান্নামবাসীদের শামিল। ৭. যারা কুফরী করেছে[১৩] তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি ; আর যারা

اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۞

ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার।[১৪]

مِنْ-শামিল ; أَصْحٰبِ-বাসীদের ; السَّعِيْرِ-জাহান্নাম। ⑦ اَلَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ-শাস্তি ; شَدِيْدٌ-কঠোর ; وَ-আর ; اَلَّذِيْنَ-যারা ; اٰمَنُوْا-ঈমান এনেছে ; وَ-এবং ; عَمِلُوا-করেছে ; الصّٰلِحٰتِ-সৎকাজ ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; مَغْفِرَةٌ-ক্ষমা ; وَ-ও ; اَجْرٌ-পুরস্কার ; كَبِيْرٌ-বিরাট।

সম্পর্ক নেই ; কাউকে এটা বলে বিভ্রান্ত করছেন যে, "আল্লাহ বিশ্ব-জাহান সৃষ্টি করে এর ব্যবস্থাপনাও করছেন ঠিকই, কিন্তু মানুষকে দিক নির্দেশ দেয়ার জন্য কোনো নবী-রাসূল পাঠাননি। কাজেই নবী পাঠানো ও তাঁর প্রতি কিতাব পাঠানো এগুলো সবই মিথ্যা কথা।" কিছু কিছু লোককে এমন আশ্বাস দিয়েও শয়তান প্রতারিত করছে যে, আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু ; সুতরাং তোমরা যত গুনাহ-ই কর না কেন, আল্লাহর কিছু কিছু প্রিয় বান্দাহ আছেন, যাদের সুপারিশে তোমাদের সকল গুনাহ-ই তিনি ক্ষমা করে দেবেন ; অতএব গুনাহের জন্য চিন্তার কোনো কারণ নেই।

১৩. অর্থাৎ যারা রাসূলুল্লাহর প্রতি এবং তাঁর প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের প্রতি অস্বীকৃতি জানাবে, তারাই কুফরী করেছে বলে ধরা হবে।

১৪. অর্থাৎ ঈমান ও নেককাজ নিয়ে যারা আখিরাতের জীবনে প্রবেশ করবে, তাদের গুনাহ-খাতা ও ভুল-ভ্রান্তি আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তাদের নেক কাজগুলোর ন্যায্য প্রতিদানের চেয়ে অনেক বেশী পুরস্কার তাদেরকে দেবেন।

১ম রুকূ' (১-৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. সকল প্রশংসার মালিক একমাত্র আল্লাহ তা'আলা, কারণ আসমান ও যমীনের স্রষ্টা তিনিই।

২. ফেরেশতারা আল্লাহর বাণীবাহক, যারা জ্বিন ও মানুষ জাতি থেকে ভিন্ন নূরের তৈরি একটি সৃষ্টি। তারা পানাহার করে না, তারা নারীও নয় পুরুষও নয়।

৩. দায়িত্ব ও কর্তব্যের তারতম্য অনুসারে ফেরেশতাদের ডানার সংখ্যা কম-বেশী দেয়া হয়েছে। তবে ফেরেশতাদের ডানার আকার-আকৃতি সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণা নেই।

৪. হযরত জিবরাঈল আ.-এর ডানার সংখ্যা ছয়শত ছিল বলে হাদীসে প্রমাণ আছে। রাসূলুল্লাহ সা. তাঁকে স্বমূর্তীতে দু'বার দেখেছেন।

৫. আল্লাহর যাবতীয় বিধি-বিধান দুনিয়াতে বাস্তবায়ন করাও ফেরেশতাদের দায়িত্বে রয়েছে।

৬. আল্লাহ যেহেতু সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান, তাই ফেরেশতাদের সৃষ্টি সম্পর্কে আমাদের অবাক হওয়ার কিছু নেই। তিনি যখন, যা, যেভাবে ইচ্ছা করতে পারেন।

৭. আল্লাহ যদি কোনো মানুষকে কোনো নিয়ামত দান করেন, তাহলে তাকে রুখে রাখার সাধ্য কারো নেই। অপরদিকে তিনি যদি কারো নিয়ামত দান বন্ধ রাখেন, তবে তা চালু করার কারো ক্ষমতা নেই।

৮. আল্লাহ কাউকে নিয়ামত দিলে তা ন্যায় ইনসাফ ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে দেন ; আবার কাউকে সীমিত নিয়ামত দান করলেও তা ন্যায়, ইনসাফ ও প্রজ্ঞার দাবী বলেই তা করেন।

৯. আসমান ও যমীন থেকে আল্লাহ ছাড়া কেউ কোনো প্রাণীর রিযিক-এর ব্যবস্থা করতে পারেন না। অতএব ইবাদাত ও আনুগত্য পাওয়ার অধিকারী-ও কেউ হতে পারে না।

১০. আল্লাহ বিরোধী শক্তি সকল নবী-রাসূলকেই মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ; আর নবী-রাসূলদের দাওয়াত নিয়ে যারাই দাঁড়াবে, তাদেরকেও আল্লাহ বিরোধী শক্তি মিথ্যা সাব্যস্ত করবে—এটাই স্বাভাবিক।

১১. কারা সত্যের ওপর রয়েছে, আর কারা মিথ্যার ওপর, তার চূড়ান্ত ফায়সালা আল্লাহ-ই করবেন। কারণ তাঁর কাছেই সকলকে ফিরে যেতে হবে।

১২. আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল ও তাঁর কিতাবের মাধ্যমে যে ওয়াদা দিয়েছেন তা অকাট্য সত্য। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ সংশয় করা যাবে না।

১৩. দুনিয়ার জীবনের মোহে পড়ে আখিরাত সম্পর্কে আল্লাহর ওয়াদা ভুলে যাওয়া যাবে না। আখিরাতে জবাবদিহিতার কথা স্মরণ করেই জীবন যাপন করতে হবে।

১৪. দুনিয়ার জীবনের ছোট থেকে ছোট কাজের হিসাবও আল্লাহর কাছে দিতে হবে, এটা সদা সর্বদা স্মরণ রাখতে হবে।

১৫. মানুষের চিরশত্রু শয়তান সম্পর্কে মানুষকে সদা-সচেতন থাকতে হবে, তাহলেই তাঁর ধোঁকা থেকে বাঁচা সহজ হবে।

১৬. শয়তান তার অনুসারীদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার জন্যই যাবতীয় প্রচেষ্টা চালায়। সুতরাং তার সকল প্রলোভনকে এড়িয়ে চলতে হবে এবং তা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইতে হবে।

১৭. মুহাম্মদ স.-এর দাওয়াতকে অস্বীকারকারীদের জন্য আখিরাতে কঠোর শাস্তি-নির্ধারিত রয়েছে।

১৮. মু'মিন সৎকর্মশীল লোকদের জন্য আখিরাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও আশাতীত পুরস্কারের সুসংবাদ রয়েছে।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১৪
আয়াত সংখ্যা-৭

⑧ أَفَمَن زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَ

৮. তবে[15] কি যাকে তার মন্দ কাজকে শোভনীয় করে দেখান হয়েছে এবং সে তা ভালো মনে করে নিয়েছে[16]। সে কি তার সমান, যে মন্দকে মন্দ বলে জানে ? তবে আল্লাহ যাকে চান তাকে নিশ্চিত গুমরাহ করেন এবং

يَهْدِي مَن يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

যাকে তিনি চান হিদায়াত দান করেন; অতএব হে নবী ! আপনি তাদের জন্য আক্ষেপ করে নিজেকে ধ্বংস করে দেবেন না[17] আল্লাহ অবশ্যই ভালোভাবে অবগত

⑧أَفَمَنْ-তবে কি যাকে ; زُيِّنَ-শোভনীয় করে দেখানো হয়েছে ; لَهُ-তার ; سُوءُ-মন্দ; عَمَلِهِ-(عمل+ه)-তার কাজকে ; فَرَآهُ-(ف+را+ه)-এবং সে তা মনে করে নিয়েছে ; حَسَنًا-ভালো (সে কি সমান যে মন্দকে মন্দ বলে জানে ?) فَإِنَّ-তবে নিশ্চিত ; اللَّهَ-আল্লাহ ; يُضِلُّ-গুমরাহ করেন ; مَنْ-যাকে, তাকে ; يَشَاءُ-চান ; وَ-এবং ; يَهْدِي-হিদায়াত দান করেন ; مَنْ-যাকে ; يَشَاءُ-তিনি চান ; فَلَا تَذْهَبْ-(ف+لا تذهب)-অতএব হে নবী ! আপনি ধ্বংস করে দেবেন না ; نَفْسُكَ-(نفس+ك)-আপনার নিজেকে ; عَلَيْهِمْ-তাদের জন্য ; حَسَرَاتٍ-আক্ষেপ করে ; إِنَّ-অবশ্যই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; عَلِيمٌ-ভালোভাবে অবগত ;

১৫. এখান থেকে সেসব গুমরাহ নেতাদের কথা বলা হচ্ছে যারা মনের সন্তোষ সহকারে নিজেরা গুমরাহীর মধ্যে ডুবে আছে এবং অন্যদেরকেও বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এর আগে সাধারণ জনগণের কথা বলা হয়েছিল।

১৬. অর্থাৎ যারা খারাপ কাজে লিপ্ত হয় তাকে ভালো মনে করেই, এ জাতীয় লোকের অভ্যাস ও মন-মানসিকতাই বিগড়ে গেছে। এ জাতীয় লোকের ভালো-মন্দের পার্থক্যবোধ নষ্ট হয়ে গেছে। গুনাহের জীবন তার কাছে প্রিয় ও গৌরবময়। নেক কাজকে সে ঘৃণার চোখে দেখে এবং অসৎ কাজকে সে সভ্যতা-সংস্কৃতি মনে করে। সৎ মানসিকতা ও তাকওয়া পরহেযগারীকে সে সেকেলে মানসিকতা বলে উপহাস করে। সৎপথে চলা ও সৎপন্থা অবলম্বন করাকে সে বোকামী মনে করে ; অপরদিকে অসত্য-অসৎ পথে চলা, চালবাজী, শঠতা ও প্রতারণা করে চলতে পারাটাকে সে সঠিক পন্থা বলে মনে করে। এ ধরনের লোকের পেছনে লেগে থাকা অর্থহীন। কারণ এদেরকে কোনো উপদেশ দেয়া কার্যকর হতে পারে না। সত্যের পথে আহ্বানকারীদের শ্রম, মেধা ও অর্থ এসব লোকের পেছনে ব্যয় করা ঠিক নয়। অপর দিকে এমন লোকও আছে, যাদের বিবেক

بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝ وَاللّٰهُ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ فَتُثِيْرُ سَحَابًا فَسُقْنٰهُ

সে সম্পর্কে, যা তারা করছে[১৮]। ৯. আর আল্লাহ তো তিনিই, যিনি বাতাসকে পাঠান, তারপর তা মেঘমালাকে সঞ্চালিত করে এবং আমি তাকে পরিচালিত করি

اِلٰى بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ كَذٰلِكَ النُّشُوْرُ ۝

এক মৃত ভূখণ্ডের দিকে, অতপর আমি তা দ্বারা যমীনকে তার মৃত্যুর (শুকিয়ে যাওয়ার) পর সঞ্জীবিত করে দেই ; একইভাবে হবে (মানুষের) পুনরুত্থান[১৯]।

بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; يَصْنَعُوْنَ-তারা করছে। ⑨ وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ তো ; الَّذِيْٓ-তিনি যিনি ; اَرْسَلَ-পাঠান ; الرِّيٰحَ-বাতাসকে ; فَتُثِيْرُ-(ف+تثير)-তার তা সঞ্চালিত করে ; سَحَابًا-মেঘমালাকে ; فَسُقْنٰهُ-(ف+سقنا+ه)-এবং আমি তাকে পরিচালিত করি ; اِلٰى-দিকে ; بَلَدٍ-এ ভূখণ্ডের ; مَّيِّتٍ-মৃত ; فَاَحْيَيْنَا-(ف+احيينا)-অতপর আমি সঞ্জীবিত করে দেই ; بِهِ-তা দ্বারা ; الْاَرْضَ-যমীনকে ; بَعْدَ-পর ; مَوْتِهَا-(موت+ها)-তার মৃত্যুর ; كَذٰلِكَ-একইভাবে হবে ; النُّشُوْرُ-(মানুষের) পুনরুত্থান।

এখনো একেবারে মরে যায়নি। তারা মন্দ কাজে লিপ্ত হলেও তারা মন্দকে মন্দ বলেই জানে এবং নিজে স্বীকার করে যে, সে যা কিছু করছে তা খারাপ। এ ধরনের লোকের ওপর উপদেশ কার্যকর হতে পারে এবং এসব লোক কখনো বিবেকের তাড়নায়ও সঠিক পথে ফিরে আসতে পারে। কারণ তার শুধু মাত্র অভ্যাস-ই বিগড়ে গেছে। বিবেক তার এখনো ঠিক আছে।

১৭. অর্থাৎ যেসব লোক এতদূর বিকৃত মানসিকতার শিকার হয়ে পড়েছে যে, মন্দকে তারা মন্দ তো মনে করেই না ; বরং ভালো মনে করে তাতে ডুবেই থাকতে ভালোবাসে, তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা তাতেই ডুবে থাকার সহজ সুযোগ করে দেন। এ জাতীয় লোককে হিদায়াতের পথে আনা রাসূলের কাজ নয়। কাজেই তাদের ব্যাপারে সবর করতে হবে। এদের জন্য দুঃখ করে কোনো লাভ নেই। এদের হিদায়াতের মালিক আল্লাহ তা'আলা। চাইলে তিনি কাউকে হিদায়াত দিয়ে দিতে পারেন ; আবার চাইলে তাদেরকে ভ্রষ্টতার মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে পারেন। যেমন রাসূলুল্লাহ স. ওমর ইবনে খাত্তাব অথবা আবু জেহেল—এ দু'জনের একজনকে হিদায়াত দিয়ে ইসলামকে শক্তিশালী করার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেন। আল্লাহ তা'আলা হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা.-এর ব্যাপারে তাঁর দোয়া কবুল করেন। তাকে আল্লাহ তা'আলা ইসলামের খুঁটি হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অপরদিকে আবু জেহেল তার পথ ভ্রষ্টতার মধ্যেই ডুবে থাকে।

এখানে উল্লেখ্য এখানে যেসব লোকের কথা বলা হয়েছে, তারা কোনো সাধারণ লোক ছিল না। তারা ছিল আরবের সম্মানিত নেতৃবৃন্দ। আর তাদের কথা সাধারণ জনগণের সামনে বলা হয়েছে এজন্য যে, তোমরা এ জাতীয় নেতা- নেতৃর পেছনে চলো না, কারণ এদের বিবেক বুদ্ধি নষ্ট হয়ে গেছে। এদের ওপর আল্লাহর লা'নত পড়েছে।

﴿١٠﴾ مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعِزَّةَ فَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ جَمِيْعًا ۗ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ

১০. যে সম্মান চায়, তবে (তার জানা উচিত) সমস্ত সম্মান একমাত্র আল্লাহর জন্যই[২০], তাঁরই নিকট উঠে যায় উত্তম বাক্যসমূহ

وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهٗ ۗ وَالَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ

এবং সৎকাজ তাকে ওপরে উঠায়[২১] ; আর যারা মন্দ কাজের ষড়যন্ত্র করে[২২], তাদের জন্য রয়েছে

১০ مَنْ-যে ; كَانَ يُرِيْدُ-চায় ; الْعِزَّةَ-সম্মান ; فَلِلّٰهِ-তবে (তার জানা উচিত) একমাত্র আল্লাহর জন্যই ; الْعِزَّةُ-সম্মান ; جَمِيْعًا-সমস্ত ; اِلَيْهِ-তাঁরই নিকট ; يَصْعَدُ-উঠে যায় ; الْكَلِمُ-বাক্যসমূহ ; الطَّيِّبُ-উত্তম ; وَ-এবং ; الْعَمَلُ-কাজ ; الصَّالِحُ-সৎ ; يَرْفَعُهٗ-(يرفع+ه)-তাকে উঠায় ; وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যারা ; يَمْكُرُوْنَ-ষড়যন্ত্র করে ; السَّيِّاٰتِ-মন্দ কাজের ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ;

১৮. অর্থাৎ আল্লাহ তাদের এসব ষড়যন্ত্রমূলক কাজ সম্পর্কে সব খবর রাখেন ; সুতরাং তারা এসব অপকর্মের শাস্তি অবশ্যই পাবে। এ বাক্যে দীন ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে আল্লাহর পক্ষ থেকে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে।

১৯. অর্থাৎ দুনিয়াতে তাদের সামনে মৃত যমীন যেমন বৃষ্টি পেয়ে জেগে উঠে, তেমনি আখিরাতেও মানুষ পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবে। অতপর তাদেরকে জবাবদিহি করার জন্য আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে। অথচ এ মূর্খেরা আখিরাতকে অসম্ভব মনে করছে। তাদের ধারণা, আমরা দুনিয়াতে যা কিছুই করি না কেন, তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে না।

২০. অর্থাৎ কেউ যদি সম্মান ও ক্ষমতা লাভ করতে চায়, তাহলে তার জেনে রাখা উচিত যে, তা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো আয়ত্বে নেই। তারা যাদেরকে উপাস্য সাব্যস্ত করেছে এবং সম্মান পাওয়ার আশায় যাদেরকে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে, তারা কাউকে সম্মান দিতে পারে না। স্মরণীয় যে, কুরাইশ সরদাররা রাসূলুল্লাহ স. তথা ইসলামের মুকাবিলায় যা কিছুই করছিল, তা ছিল তাদের ইয্যত ও মর্যাদা রক্ষার খাতিরে। তারা ধারণা করতো যে, মুহাম্মাদ স.-এর কথা মেনে নিলে তাদের নেতৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব শেষ হয়ে যাবে। তামাম আরবে তাদের যে মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তা মাটিতে মিশে যাবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে তাদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমাদের মর্যাদা যা তোমরা তৈরী করে রেখেছো, তাতো ক্ষণস্থায়ী। আসল ও চিরস্থায়ী-মর্যাদা তো দু'টো পন্থায় অর্জিত হতে পারে—এক, আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর গুণাবলীর জ্ঞান অর্জনে এবং দুই, সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে। অর্থাৎ অন্তরে তাওহীদের বিশ্বাস ও শরীয়তের অনুসরণে সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে আসল ও স্থায়ী মর্যাদা অর্জিত হতে পারে।

عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ ⑩ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ

কঠোর শাস্তি ; এবং তাদের ষড়যন্ত্র—তা ধ্বংস হবেই। ১১. আর আল্লাহ[২৩] তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে

عَذَابٌ-শাস্তি ; شَدِيدٌ-কঠোর ; وَ-এবং ; مَكْرُ-ষড়যন্ত্র ; أُولَٰئِكَ-তাদের ; هُوَ-তা ; يَبُورُ-ধ্বংস হবেই। ⑪ وَ-আর ; اللَّهُ-আল্লাহ ; خَلَقَكُمْ-(خلق+كم)-সৃষ্টি করেছেন ; مِنْ-থেকে ; تُرَابٍ-মাটি ;

২১. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে শুধুমাত্র সৎবাক্যসমূহ আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাঁকে উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছায়। কিন্তু এর উপায় হচ্ছে আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী সৎকর্ম করা। আল্লাহর দিকে আরোহণ করানো বা করার অর্থ হলো, আল্লাহর দরবারে তা কবুল হওয়া। কোনো সৎবাক্য বা যিকর-আযকার সৎকর্মের সহায়তা ছাড়া আল্লাহর দরবারে পৌঁছে না তথা কবুল হয় না। সৎকর্মের প্রধান অংশ হলো আত্মিক বিশ্বাস। অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর তাওহীদের বিশ্বাস স্থাপন করা। এটা ব্যতীত 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বা অন্য কোনো যিকর গ্রহণীয় নয়। আবার কোনো কর্ম নিছক তার বাহ্যিক আকার-আকৃতির দিক দিয়ে সৎ হতে পারে না। যতক্ষণ না তার পেছনে থাকে সৎ আকীদা-বিশ্বাস। কোনো আকীদা-বিশ্বাসও সৎ ও নির্ভরযোগ্য হতে পারে না, যতক্ষণ না মানুষের কাজ তার প্রতি সমর্থন যোগায় এবং তার সত্যতা প্রমাণ করে। অতএব মুখে মুখে 'আল্লাহকে এক ও লা শরীক বলে মানি' একথা বলেও কেউ যদি কার্যত তার বিপরীত করে, তাহলে তার এ কাজ তার কথাকে মিথ্যা প্রমাণ করে। মুখে মুখে কেউ যদি 'মদ হারাম' বলে, কিন্তু কার্যত সে মদ পান করে, তাহলে তার একথা মানুষের নিকট-ও গ্রহণযোগ্য হতে পারে না ; আর আল্লাহর দরবারে তো গ্রহণযোগ্য হবার প্রশ্নই উঠে না।

সৎকর্মের অন্যান্য অংশ হচ্ছে নামায, রোযা ইত্যাদি সম্পাদন করা এবং হারাম ও মাকরূহ কর্ম বর্জন। এসব কর্মও পূর্ণরূপে কবুল হওয়া শর্ত। অতএব যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে না, সে মুখে যতই কালেমায়ে তাওহীদ উচ্চারণ করুক, আল্লাহ তা'আলার কাছে কিছুই কবুল হবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি অন্তরে ঈমান ও বিশ্বাস রাখে, কিন্তু অন্যান্য সৎকর্ম সম্পাদন করে না, অথবা তাতে ত্রুটি করে, তার যিকর ও কালিমায়ে তাওহীদ সম্পূর্ণ বিনষ্ট হবে না ; বরং সে চিরকালীন আযাব থেকে মুক্তি পাবে। তবে সে পরিপূর্ণ কবুলিয়াত লাভ করতে পারবে না। ফলে সৎকর্ম বর্জন ও ত্রুটির পরিমাণ আযাব ভোগ করবে।

হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন—আল্লাহ তা'আলা কোনো কথাকে কাজ ছাড়া ; কোনো কথা ও কাজকে নিয়ত ছাড়া এবং কোনো কথা, কাজ ও নিয়তকে সুন্নত অনুযায়ী না হওয়া পর্যন্ত কবুল করেন না।-(কুরতুবী)

২২. অর্থাৎ বাতিলের পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং প্রতারণা ও মনোমুগ্ধকর যুক্তি খাড়া করে বাতিলকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চালায় ; সত্য ও হকের আন্দোলনকে ব্যর্থ করার জন্য যত প্রকার মন্দ ব্যবস্থা আছে, তার সবই অবলম্বন করে।

ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا ۚ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ

অতপর শুক্র থেকে[২৪], তারপর তোমাদেরকে করেছেন জোড়া জোড়া ; আর কোনো নারী গর্ভও ধারণ করে না ও সন্তান প্রসবও করে না

إِلَّا بِعِلْمِهِ ۚ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ

তাঁর অবগতি ছাড়া ; আর কোনো বয়স্ক ব্যক্তির বয়স বাড়িয়েও দেয়া হয় না এবং তার বয়স থেকে কমিয়েও দেয়া হয় না, কিন্তু তা (লিপিবদ্ধ) থাকে একটি কিতাবে[২৫];

ثُمَّ-অতপর ; مِنْ-থেকে ; نُّطْفَةٍ-শুক্র ; ثُمَّ-তারপর ; جَعَلَكُمْ-(جعل+كم)-তোমাদেরকে করেছেন ; أَزْوَاجًا-জোড়া জোড়া ; وَ-আর ; مَا تَحْمِلُ-গর্ভও ধারণ করে না ; مِنْ-কোনো ; أُنْثَىٰ-নারী ; وَ-ও ; لَا تَضَعُ-সন্তান প্রসবও করে না ; إِلَّا-ছাড়া ; بِعِلْمِهِ-(ب+علم+ه)-তাঁর অবগতি ছাড়া ; وَ-আর ; مَا يُعَمَّرُ-বয়স বাড়িয়েও দেয়া হয় না ; مِنْ-কোনো ; مُّعَمَّرٍ-বয়স্ক ব্যক্তির ; وَ-এবং ; لَا يُنْقَصُ-কমিয়েও দেয়া হয় না ; مِنْ-থেকে ; عُمُرِهِ-(عمر+ه)-তার বয়স ; إِلَّا-কিন্তু ; فِي ; كِتَابٍ-তা (লিপিবদ্ধ) থাকে একটি কিতাবে ;

২৩. এখানে আল্লাহ তা'আলা সরাসরি মানুষকে সম্বোধন করেছেন এবং তাদের সৃষ্টিতে আল্লাহর কুদরতের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করছেন।

২৪. অর্থাৎ প্রথম মানুষকে সৃষ্টি করা হয় মাটি থেকে। অতপর মানব বংশ বিস্তার করা হয়, শুক্র বা বীর্য থেকে ; এ পদ্ধতিতেই কিয়ামত পর্যন্ত বংশ বিস্তার চালু থাকবে।

২৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা কাউকে দীর্ঘ জীবন দান করলে তা যেমন লাওহে মাহফুযে লিখিত থাকে, তেমনি কাউকে স্বল্প জীবন দান করলে তা-ও সেখানে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এখানে কোনো ব্যক্তিবিশেষের কথা বলা হয়নি ; বরং গোটা মানব জাতির সকল সদস্যের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাদের কাউকে দীর্ঘ জীবন দান করা হয়, কাউকে দান করা হয় স্বল্প জীবন।–(ইবনে কাসীর হযরত ইবনে আব্বাস থেকে)

কারো কারো মতে, যদি বয়স কম-বেশী হওয়া ধরেও নেয়া হয়, তাহলে এর অর্থ এই হবে যে, প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স যা আল্লাহ তা'আলা লিখে রেখেছেন, তা নিশ্চিত, কিন্তু এ নির্দিষ্ট বয়স থেকে একদিন অতিবাহিত হলে, একদিন হ্রাস পায়, দু'দিন অতিবাহিত হলে দু'দিন হ্রাস পায়। এমনিভাবে প্রতিদিন ও প্রতিটি নিঃশ্বাস তার বয়সকে হ্রাস করতে থাকে।–(ইবনে যোবায়ের, আবু মালেক, আতিয়্যা ও সুদ্দী থেকে রুহুল মা'আনী)

আবু দারদা রাসূলুল্লাহ স. থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ স.-এর সাথে আলোচনা করলে তিনি ইরশাদ করেন—আল্লাহর নিকট নির্দিষ্ট বয়স শেষ হয়ে গেলে কাউকে এক মুহূর্তও অবকাশ দেয়া হয় না ; তবে জীবন দীর্ঘ হওয়ার অর্থ এই যে, আল্লাহ তা'আলা যাকে সৎকর্মশীল সন্তান-সন্তুতি দান করেন, যারা তার মৃত্যুর পরও তার জন্য

إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ⑪ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْبَحْرَانِ هَٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ

নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ[২৬]। ১২. আর সমুদ্র দু'টি সমান নয়[২৭] ; এটাতো সুমিষ্ট পিপাসা নিবারণকারী

سَآئِغٌ شَرَابُهُۥ وَهَٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ ۖ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا

তা পান করা সহজ, আর অপরটি লবণাক্ত কটু স্বাদবিশিষ্ট ; আর তোমরা প্রত্যেকটি থেকে তরতাজা গোশ্ত খেয়ে থাক[২৮] এবং

وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا۟

তোমরা বের করে নাও অলংকার যা তোমরা পরিধান কর[২৯] ; আর তুমি দেখতে পাও তাতে বুক চিরে চলাচলকারী নৌকা-জাহাজ যাতে তোমরা খুঁজে নিতে পার

إِنَّ-নিশ্চয়ই ; ذَٰلِكَ-এটা ; عَلَى-পক্ষে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; يَسِيرٌ-অতিসহজ। ⑫ وَ-আর ; مَا يَسْتَوِي-সমান নয় ; الْبَحْرَانِ-সমুদ্র দু'টি ; هَٰذَا-এটাতো ; عَذْبٌ-সুমিষ্ট ; فُرَاتٌ-পিপাসা নিবারণকারী ; سَائِغٌ-সহজ ; شَرَابُهُ-(شراب+ه)-তা পান করা ; وَ-আর ; هَٰذَا-অপরটি ; مِلْحٌ-লবণাক্ত ; أُجَاجٌ-কটুস্বাদ বিশিষ্ট ; وَ-আর ; مِنْ-থেকে ; كُلٍّ-প্রত্যেকটি ; تَأْكُلُونَ-তোমরা খেয়ে থাক ; لَحْمًا-গোশত ; طَرِيًّا-তরতাজা ; وَ-এবং ; تَسْتَخْرِجُونَ-তোমরা বের করে নাও ; حِلْيَةً-অলংকার ; تَلْبَسُونَهَا-(تلبسون+ها)-তোমরা পরিধান কর ; وَ-আর ; تَرَى-তুমি দেখতে পাও ; الْفُلْكَ-নৌকা-জাহাজ ; فِيهِ-তাতে ; مَوَاخِرَ-বুক চিরে চলাচলকারী ; لِتَبْتَغُوا-যাতে তোমরা খুঁজে নিতে পার ;

দোয়া করতে থাকে। সে জীবিত না থাকলেও কবরে থেকেও তাদের দোয়া পেতে থাকে। ফলে তার বয়স যেন বেড়ে গেল। সারকথা হলো—বয়স বাড়ার অর্থ বয়সের বরকত ও কল্যাণ বৃদ্ধি পাওয়া।

২৬. অর্থাৎ অগণিত অসংখ্য মানুষ ছাড়া ও অসংখ্য প্রকারের প্রাণীর জন্য যাবতীয় বিধান দেয়া এবং তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা আল্লাহর জন্য একেবারেই সহজ কাজ।

২৭. অর্থাৎ একটি হলো লবণাক্ত সমুদ্রের পানি এবং অপরটি হলো—বৃষ্টির পানি যা খাল, বিল, নদী-নালা ইত্যাদি দিয়ে প্রবাহিত হয়, সেই মিষ্টি পানি।

২৮. অর্থাৎ পানিতে বসবাসরত প্রাণীর গোশত তথা মৎস জাতীয় প্রাণীর গোশত।

২৯. অর্থাৎ সমুদ্রের তলদেশ থেকে আহরিত মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ ও হীরা ইত্যাদি, যা মানুষ দেহের শোভা বর্ধনের জন্য অলংকার হিসেবে ব্যবহার করে।

مِنْ فَضْلِهٖ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ⑬ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ

তাঁর অনুগ্রহ থেকে এবং যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ১৩. তিনি রাতকে দিনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেন এবং দিনকে প্রবেশ করিয়ে দেন

فِي الَّيْلِ ۙ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَّجْرِيْ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ

রাতের মধ্যে[৩০] ; আর তিনি কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন সূর্য ও চন্দ্রকে[৩১] প্রত্যেকে এক নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে

ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۚ وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ

ইনিই তো তোমাদের আল্লাহ—তোমাদের প্রতিপালক, সার্বভৌমত্ব তাঁরই; আর তাঁকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা ডাক তারা মালিক নয়

مِنْ قِطْمِيْرٍ ⑭ إِنْ تَدْعُوْهُمْ لَا يَسْمَعُوْا دُعَآءَكُمْ ۚ وَلَوْ سَمِعُوْا

খেঁজুরের আঁটির একটি পাতলা আবরণেরও[৩২]। ১৪. যদি তোমরা তাদেরকে ডেকেও থাক, তারা তোমাদের ডাক শুনবে না ; আর যদি শুনেও থাকে,

مِنْ-থেকে ; فَضْلِهٖ-(فضل+ه)-তাঁর অনুগ্রহ ; وَ-এবং ; لَعَلَّكُمْ-যাতে তোমরা ; تَشْكُرُوْنَ-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। ⑬ يُوْلِجُ-তিনি প্রবেশ করিয়ে দেন; الَّيْلَ-রাতকে; فِي-মধ্যে ; النَّهَارِ-দিনের ; وَ-এবং ; يُوْلِجُ-প্রবেশ করিয়ে দেন ; النَّهَارَ-দিনকে ; فِي-মধ্যে ; الَّيْلِ-রাতের ; وَ-আর ; سَخَّرَ-তিনি কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন ; الشَّمْسَ-সূর্য ; وَ-ও ; الْقَمَرَ-চন্দ্রকে ; كُلٌّ-প্রত্যেকে ; يَجْرِيْ-চলতে থাকবে ; لِأَجَلٍ-একটি সময় পর্যন্ত ; مُسَمًّى-নির্দিষ্ট ; ذٰلِكُمُ-ইনিইতো তোমাদের ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; رَبُّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক ; لَهُ-তাঁরই ; الْمُلْكُ-সার্বভৌমত্ব ; وَ-আর ; الَّذِيْنَ-যাদেরকে ; تَدْعُوْنَ-তোমরা ডাক ; مِنْ دُوْنِهٖ-তাঁকে বাদ দিয়ে ; مَا يَمْلِكُوْنَ-তারা মালিক নয় ; مِنْ قِطْمِيْرٍ-খেজুরের আঁটির একটি পাতলা আবরণেরও। ⑭ إِنْ-যদি ; تَدْعُوْهُمْ-(تدعوا+هم)-তোমরা তাদেরকে ডেকেও থাক ; لَا يَسْمَعُوْا-তারা শুনবে না ; دُعَآءَكُمْ-(دعاء+كم)-তোমাদের ডাক ; وَ-আর ; لَوْ-যদি ; سَمِعُوْا-শুনেও থাকে ;

৩০. অর্থাৎ দিনের আলো স্তিমিত হয়ে যায় এবং অন্ধকার রাত এসে দিনকে ঢেকে নেয়। আবার উষার আগমনে রাতের অন্ধকার ফিকে হয়ে আসে এবং দিনের স্বচ্ছ আলো রাতের অন্ধকারকে দূরীভূত করে দেয়।

مَا اسْتَجَابُوْا لَكُمْ ۖ وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ يَكْفُرُوْنَ بِشِرْكِكُمْ ۖ وَلَا يُنَبِّئُكَ

তারা তোমাদের ডাকে সাড়া দেবে না[৩৩]; আর কিয়ামতের দিন তারা অস্বীকার করবে তোমাদের শির্ক করাকে[৩৪]; আর কেউ তোমাকে সঠিক খবর দিতে পারে না

مِثْلُ خَبِيْرٍ ۝٣١

সর্বজ্ঞ আল্লাহর মতো।[৩৫]

مَا اسْتَجَابُوْا-তারা সাড়া দেবে না ; لَكُمْ-তোমাদের ডাকে ; وَ-আর ; يَوْمَ-দিন ; الْقِيٰمَةِ-কিয়ামতের ; يَكْفُرُوْنَ-তারা অস্বীকার করবে ; بِشِرْكِكُمْ-(ب+شرك+كم)-তোমাদের শির্ক করাকে ; وَ-আর ; لَا يُنَبِّئُكَ-কেউ তোমাকে সঠিক খবর দিতে পারবে না ; مِثْلُ-মতো ; خَبِيْرٍ-সর্বজ্ঞ আল্লাহর।

৩১. অর্থাৎ সূর্য ও চন্দ্রকে একের পর এক আবর্তনের নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন। সেই নিয়ম অনুসারে তারা আবর্তিত হয়েই চলছে।

৩২. অর্থাৎ আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা মুশরিকরা যেসব মূর্তি বিগ্রহকে দেবতা জ্ঞানে পূজা-উপাসনা করছ, তারা তো সামান্যতম বস্তুরও মালিক নয়।

৩৩. অর্থাৎ তোমরা দেব-দেবীর বা নবী ও ফেরেশতার উপাসনা কর, তাদের তো শোনার যোগ্যতাই নেই। নবী বা ফেরেশতার শোনার যোগ্যতা আছে বলে ধরে নেয়া হলেও তারা তো উপস্থিত নেই এবং তোমাদের আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার কোনো ক্ষমতা-ই তাদের নেই। কোনো লোক যদি তার দরখাস্ত কোনো এমন ব্যক্তির কাছে পাঠায়, যে শাসক নয়, অথচ শাসক ছাড়া তার আবেদন বিবেচনা করার ক্ষমতা কারো নেই। অতএব উক্ত ব্যক্তির আবেদন ব্যর্থ হতে বাধ্য।

৩৪. অর্থাৎ তোমরা যেসব উপাস্যকে আল্লাহর সাথে শরীক করছ, তারা পরিষ্কার বলে দেবে যে, আমরা তো এদেরকে কখনো বলিনি আমাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করার জন্য। তারা যে আমাদের উপাসনা করেছে এবং আল্লাহর সাথে শরীক করেছে সে সম্পর্কে আমরা জানতাম-ই না। তাদের কোনো প্রার্থনা আমাদের কাছে আসেনি। তাদের কোনো উপহার উপঢৌকনও আমাদের কাছে পৌঁছেনি। সুতরাং আমাদের সাথে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এটাই হবে তাদের উপাস্যদের বক্তব্য।

৩৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা-ই সর্বজ্ঞ তথা সবকিছুর জ্ঞান রাখেন। তোমাদের উপাস্য মা'বুদদের কতটুকু ক্ষমতা আছে তার সঠিক বিবরণ একমাত্র তিনিই তোমাদেরকে দিতে পারেন। তিনি-ই বলছেন যে, তোমাদের এসব উপাস্য মা'বুদদের কোনো ক্ষমতা-ই নেই।

২য় রুকূ' (৮-১৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. যেসব অপরাধী মন্দকে মন্দ বলে জানে, কিন্তু অভ্যাস বশত এখনও তা ত্যাগ করে নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারছে না, এমন লোকদেরকে বুঝাতে পারলে পরিশুদ্ধ হওয়ার আশা করা যায়। কারণ এদের বিবেক এখনও জাগ্রত।

২. যেসব অপরাধী মন্দকে ভাল মনে করেই তাতে লিপ্ত হয় এ জাতীয় অপরাধীদের সংশোধনের আশা সুদূর পরাহত। কারণ এদের বিবেক একেবারেই মরে গেছে। সুতরাং এদের হিদায়াত করার জন্য সময় ব্যয় করা ফলপ্রসূ হয় না।

৩. অপরাধীদের সকল অপরাধ সম্পর্কেই আল্লাহ ভালোভাবে অবহিত। সুতরাং তাদেরকে অবশ্যই অপরাধের শাস্তি পেতেই হবে।

৪. আল্লাহ তা'আলা বাতাসের দ্বারা মেঘমালাকে পরিচালিত করে শুষ্ক যমীনে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং মৃত যমীনকে জীবিত করেন। যার ফলে শুষ্ক-মৃত যমীন জীবিত হয়ে সুজলা-সুফলা হয়ে উঠে।

৫. একইভাবে মানব জাতির আদি-অন্ত সকলেই আল্লাহর হুকুমে হাশরের দিন জীবিত হয়ে আল্লাহর সামনে হাজির হবে।

৬. মানুষের উচ্চারিত সৎকথাসমূহ সৎকর্মের পৃষ্ঠপোষকতায় আল্লাহর নিকট পৌঁছে যায় ; কিন্তু অসৎ বাক্যগুলো ঊর্ধে উঠার ক্ষমতা রাখে না, তাই তাদের কোনো মর্যাদা আল্লাহর নিকট নেই।

৭. কাউকে সম্মানিত করা বা মর্যাদাবান করার ক্ষমতা ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর হাতে। সুতরাং প্রকৃত সম্মান-মর্যাদা একমাত্র আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ হওয়ার মধ্যেই নিহিত রয়েছে।

৮. আল্লাহ তা'আলা কোনো কথাকে সে অনুসারে কাজ ছাড়া, কোনো কথা ও কাজকে নিয়ত ছাড়া, কোনো কথা, কাজ ও নিয়তকে (রাসূলের) সুন্নত তথা পদ্ধতি ছাড়া গ্রহণ করেন না।

৯. ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যাবতীয় ষড়যন্ত্র বা কূট-কৌশল অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে। এজন্য মুসলমানদেরকে ইসলামের সঠিক অনুসারী হতে হবে।

১০. ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা আখিরাতে কঠোর শাস্তি পাবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

১১. প্রথম মানুষকে আল্লাহ মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতপর তাদের সৃষ্টিধারা শুক্র থেকেই চলে আসছে। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

১২. কোনো নারীর গর্ভধারণ ও সন্তানপ্রসব কোনটাই আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে হতে পারে না। দুনিয়াতে কোনো ঘটনাই আল্লাহর অবগতি ছাড়া ঘটে না।

১৩. দুনিয়ার সকল প্রাণীর জীবনকাল আল্লাহ কর্তৃক লাওহে মাহফূযে নির্ধারিত। এতে কম-বেশী করার ক্ষমতা কারো নেই।

১৪. কোনো কোনো কাজে বয়স বৃদ্ধি পাওয়া বা বয়স কমে যাওয়ার যে কথা বলা হয়েছে তার অর্থ হলো নির্ধারিত বয়সেই তার চেয়ে অধিক বয়সের বরকত ও কল্যাণ লাভ করা ; আর নির্ধারিত বয়সের কল্যাণ ও বরকত থেকে বঞ্চিত হয়ে যাওয়া অর্থই হলো বয়স কমে যাওয়া।

১৫. অগণিত-অসংখ্য মানুষ ও অন্যসব প্রাণীর বয়সের সঠিক হিসাব পরিচালনা করা আল্লাহর জন্য কিছুমাত্র কঠিন কাজ নয়।

১৬. আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন তো আমাদের সামনে অনেক রয়েছে। যেমন মিষ্টি ও সুপেয় পানি এবং লোনা ও কটুস্বাদ বিশিষ্ট পানির দুটো উৎস।

১৭. উভয় প্রকার পানি থেকে আমাদের পুষ্টির অন্যতম উপকরণ জলজ প্রাণীর গোশত পাওয়াও আল্লাহর কুদরতের অন্যতঃ নিদর্শন।

১৮. সমুদ্র থেকে প্রাপ্ত দামী মুক্তা, হীরক ও স্বর্ণ প্রভৃতি সৌন্দর্যের উপকরণ আমরা পেয়ে থাকি—এতেও আমাদের জন্য আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন রয়েছে।

১৯. নদী-সমুদ্রে যে পরিবহন ব্যবস্থা তথা নৌকা-জাহাজের চলাচলের মধ্যেও রয়েছে আমাদের জন্য আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন।

২০. আল্লাহর ক্ষমতা-কুদরতের নিদর্শন রয়েছে রাত-দিনের আবর্তনের মধ্যে। অজানা কাল থেকেই ব্যতিক্রমহীন রাত-দিনের আবর্তন হচ্ছে।

২১. আরও নিদর্শন রয়েছে চন্দ্র-সূর্যের পরিভ্রমণের মধ্যে। এরাও আল্লাহর জ্ঞানে নির্ধারিত সময়-কাল পর্যন্ত চলতেই থাকবে।

২২. উল্লিখিত নিদর্শনই প্রমাণ করে যে, আল্লাহ-ই একমাত্র স্রষ্টা, প্রতিপালক এবং সার্বভৌমত্বের মালিক।

২৩. আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে মানুষ উপাস্য ও সার্বভৌমত্বের মালিকানায় অংশীদার মনে করে, তারা খেজুরের আঁটির ওপরের পাতলা আবরণেরও মালিক নয়।

২৪. মুশরিকরা যাদেরকে আল্লাহর শরীক মনে করে আনুগত্য করে, তারা কিয়ামতের দিন তা অস্বীকার করবে এবং সেদিন তারা মুশরিকদের সাথে কোনো সম্পর্কের কথাই স্বীকার করবে না।

২৫. আল্লাহর পক্ষ থেকে আগত নবী-রাসূলদের ওপর অবতীর্ণ ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত খবরই একমাত্র নির্ভরযোগ্য ও অনুসরণযোগ্য।

❖

সূরা হিসেবে রুকু'-৩
পারা হিসেবে রুকু'-১৫
আয়াত সংখ্যা-১২

﴿١٥﴾ يَاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ اِلَى اللّٰهِ ۚ وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝

১৫. হে মানুষ ! তোমরাই আল্লাহর কাছে মুখাপেক্ষী[৩৬] আর আল্লাহ—তিনি হলেন অভাবমুক্ত সর্বগুণে গুণান্বিত[৩৭]।

﴿١٦﴾ اِنْ يَّشَاْ يُذْهِبْكُمْ وَيَاْتِ بِخَلْقٍ جَدِيْدٍ ﴿١٧﴾ وَمَا ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَزِيْزٍ ۝

১৬. যদি তিনি চান তবে তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে দেবেন এবং (তোমাদের জায়গায়) এক নতুন সৃষ্টি নিয়ে আসবেন। ১৭. আর এটা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়।[৩৮]

(১৫) يَاَيُّهَا-হে ; النَّاسُ-মানুষ ! اَنْتُمُ-তোমরাই ; الْفُقَرَاءُ-মুখাপেক্ষী ; اِلَى-কাছে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-আর ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; هُوَ-তিনি হলেন ; الْغَنِيُّ-অভাবমুক্ত ; الْحَمِيْدُ-সর্বগুণে গুণান্বিত। (১৬) اِنْ-যদি ; يَّشَاْ-তিনি চান ; يُذْهِبْكُمْ-(يذهب+كم)-তোমাদেরকে বিলুপ্ত করে দেবেন ; وَ-এবং ; يَاْتِ-আসবেন ; بِخَلْقٍ-(ب+خلق)-এক সৃষ্টি নিয়ে ; جَدِيْدٍ-নতুন। (১৭) وَ-আর ; مَا-মোটেই নয় ; ذٰلِكَ-এটা ; عَلَى-জন্য ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; بِعَزِيْزٍ-কঠিন।

৩৬. অর্থাৎ আল্লাহর কাছে তোমরা সার্বক্ষণিক মুখাপেক্ষী। তিনি সর্বগুণে গুণান্বিত ও সর্বপ্রশংসিত। এমন মনে করার কোনো কারণ নেই যে, মানুষ তাঁকে আল্লাহ বলে মেনে না নিলে, তাঁর সার্বভৌমত্ব ও ক্ষমতা কর্তৃত্বে তার বিন্দুমাত্র প্রভাব পড়বে। অথবা মানুষ তাঁর ইবাদাত-বন্দেগী না করলে তাঁর বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয়ে যাবে। তাই তিনি এতটুকুর জন্য তাঁর সৃষ্টিকূলের কাছে মুখাপেক্ষী—এমনও নয়। বরং মানুষই তার জীবনের জন্য তথা সৃষ্টি প্রবৃদ্ধি ও স্থিতির জন্য সার্বক্ষণিক মুখাপেক্ষী। তাই মানুষকে তাঁর ইবাদাত-আনুগত্য করার নির্দেশ তাদের নিজেদের কল্যাণেই—এতে আল্লাহর কোনো কল্যাণ নেই। এ ইবাদাত-আনুগত্যের ওপরই মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ নির্ভরশীল। তা না হলে মানুষ নিজেই নিজের সর্বনাশ করবে, আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।

৩৭. অর্থাৎ আল্লাহ কারো সাহায্যের বা কারো থেকে উপকার লাভের মুখাপেক্ষী নন। দুনিয়ার মানুষ প্রচুর সম্পদের মালিক হলে 'গনী' হতে পারে ; কিন্তু সে কারো না কারো কাছে মুখাপেক্ষী। তাছাড়া তার সম্পদ দ্বারা কারো উপকার সাধিত না হলেও সে 'গনী'-ই থাকতে পারে। এমতাবস্থায় সে কোনো প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য হয় না। আল্লাহ সকল সম্পদের মালিক, তাঁর সম্পদ দ্বারা জীব ও জড় জগত সবাই উপকৃত। সকল সৃষ্টি-ই তাঁর সম্পদের উপর নির্ভরশীল—সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি নিজেই তার জন্য প্রশংসিত। কিন্তু এ প্রশংসা পাওয়ার জন্যও মুখাপেক্ষী নন। তাই তিনি 'হামিদ'।

⑱ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ أُخْرٰى ۚ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ

১৮. আর কোনো বোঝা বহনকারী অপরের বোঝা বহন করবে না[৩৯] ; আর যদি কোনো বোঝা ভারাক্রান্ত ব্যক্তি (কাউকে) ডাকে তা (তার বোঝা) বহন করতে (তবে) কিছুই বহন করা হবে না

⑱ وَ-আর ; لَاتَزِرُ-বোঝা বহন করবে না ; وَازِرَةٌ-বোঝা বহনকারী ; وِزْرَ-বোঝা ; أُخْرٰى-অপরের ; وَ-আর ; اِنْ-যদি ; تَدْعُ-ডাকে (কাউকে); مُثْقَلَةٌ-বোঝা ভারাক্রান্ত ব্যক্তি ; اِلٰى-জন্য ; حِمْلِهَا-(حمل+ها)-তা (বোঝা) বহন করতে ; لَايُحْمَلْ-(তবে) বহন করা হবে না ;

৩৮. অর্থাৎ তোমরা অবাধ্য হলে তোমাদের স্থলে অন্য কোনো সৃষ্টি বা অন্য কোনো জাতিকে বসিয়ে দেয়া আল্লাহর জন্য কোনো কঠিন কাজ নয়। তিনি একটি মাত্র ইশারা করলেই তোমাদের স্থলে অন্য একটি জাতি এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। অতএব নিজেদের অবস্থান সম্পর্কে সচেতন হও। কারণ কোনো জাতির অপকর্মের ফলে তাদের উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে শাস্তির ফায়সালা হয়ে যায়, তখন দুনিয়াতে এমন কোনো শক্তি নেই, যে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা শাস্তিকে প্রতিরোধ করতে পারে।

৩৯. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন কোনো মানুষ অন্য কোনো মানুষের গুনাহের বোঝা বহন করবে না। কেউ নিজের অপরাধের দায়ভার অন্যের উপর চাপাতে পারবে না। প্রত্যেককে নিজের বোঝা নিজেকেই বহন করতে হবে। সূরা আনকাবূতের ১৩ আয়াতে বলা হয়েছে—

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ-

অর্থাৎ, "তারা তো বহন করবে নিজেদের অপরাধের বোঝা এবং নিজেদের বোঝার সাথে আরও কিছু বোঝা," এখানে বলা হয়েছে যে, যারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হওয়ার সাথে সাথে অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করেছে তারা নিজেদের অপরাধের বোঝা বহন করবেই, তৎসঙ্গে আরও কিছু বোঝা বহন করবে, তবে সেগুলো তাদের বোঝা হবে না যাদেরকে তারা পথভ্রষ্ট করেছিল, বরং সে বোঝাগুলো হবে অন্যদের পথভ্রষ্ট করার অপরাধের বোঝা। সুতরাং উভয় আয়াতে কোনো বৈপরীত্য নেই।

হযরত ইকরিমা আলোচ্য আয়াতের তাফসীরে বলেন—কিয়ামতের দিন এক পিতা তার পুত্রকে বলবে, তুমি জান যে, আমি দুনিয়াতে তোমার প্রতি কেমন স্নেহশীল ছিলাম। পুত্র স্বীকার করে বলবে, নিশ্চয়ই আপনার ঋণ অপরিশোধ্য। আমার জন্য দুনিয়াতে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। অতপর পিতা বলবে—বৎস! আজ আমি তোমার মুখাপেক্ষী, তোমার নেকসমূহের মধ্য থেকে যদি তুমি সামান্য কিছু নেক আমাকে দিয়ে দাও, তাতে আমি মুক্তি পেয়ে যাব। পুত্র বলবে—পিতা! আপনি তো সামান্য জিনিসই চেয়েছেন ; কিন্তু পিতা, আমি কি করব, আমি যদি আমার নেকী থেকে আপনাকে কিছু দিয়ে দেই তবে আমার অবস্থাও আপনার মত হয়ে যাবে। অতএব আমি অক্ষম। অতপর সে ব্যক্তি তার স্ত্রীর কাছে গিয়ে অনুরূপ নেকী চাইবে, কিন্তু সে-ও পুত্রের মতই জবাব দেবে।

مِنْهُ شَيْءٌ وَّلَوْ كَانَ ذَا قُرْبٰى ۗ اِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ

তা থেকে কোনো কিছু, যদিও সে হয় নিকটাত্মীয়[৪০]; আপনি তো শুধুমাত্র তাদেরকে সতর্ক করতে পারেন যারা তাদের প্রতিপালককে অদৃশ্য সত্ত্বেও ভয় করে

وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ ۗ وَمَنْ تَزَكّٰى فَاِنَّمَا يَتَزَكّٰى لِنَفْسِهٖ ۗ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَصِيْرُ ○

এবং নামায কায়েম করে[৪১]; আর যে কেউ নিজেকে পরিশুদ্ধ করে তবে সে শুধুমাত্র তার নিজের (কল্যাণের) জন্যই পরিশুদ্ধ করে ; আর আল্লাহর নিকটই (সকলের) প্রত্যাবর্তন।

⑲ وَمَا يَسْتَوِى الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ ⑳ وَلَا الظُّلُمٰتُ وَلَا النُّوْرُ ㉑ وَلَا الظِّلُّ

১৯. আর সমান নয় অন্ধ ও চক্ষুষ্মান। ২০. আর না (সমান) অন্ধকার ও না আলো। ২১. এবং না (সমান) ছায়া

وَلَا الْحَرُوْرُ ㉒ وَمَا يَسْتَوِى الْاَحْيَآءُ وَلَا الْاَمْوَاتُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ

ও না রৌদ্র। ২২. আর সমান নয় জীবিতরা ও না মৃতরা[৪২]; নিশ্চয়ই আল্লাহ

مِنْهُ-তা থেকে ; شَيْءٌ-কোনো কিছু ; وَلَوْ-যদিও ; كَانَ-সে হয় ; ذَا قُرْبٰى-নিকটাত্মীয়; اِنَّمَا-শুধুমাত্র ; تُنْذِرُ-আপনি তো সতর্ক করতে পারেন ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে, যারা ; يَخْشَوْنَ-ভয় করে ; رَبَّهُمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালককে ; بِالْغَيْبِ-(ب+ال+غيب)-অদৃশ্য সত্ত্বেও ; وَ-এবং ; اَقَامُوا-কায়েম করে ; الصَّلٰوةَ-নামায ; وَ-আর ; مَنْ-যে কেউ ; تَزَكّٰى-পরিশুদ্ধ করে ; فَاِنَّمَا-তবে শুধুমাত্র ; يَتَزَكّٰى-সে পরিশুদ্ধ করে ; لِنَفْسِهٖ-(ل+نفس+ه)-তার নিজের (কল্যাণের) জন্যই ; وَ-আর ; اِلَى-নিকটই ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; الْمَصِيْرُ-সকলের প্রত্যাবর্তন। ⑲وَ-আর ; مَا يَسْتَوِى-সমান নয় ; الْاَعْمٰى-অন্ধ ; وَ-ও ; الْبَصِيْرُ-চক্ষুষ্মান। ⑳وَ-আর ; لَا-না (সমান) ; الظُّلُمٰتُ-অন্ধকার ; وَ-ও; لَا-না ; النُّوْرُ-আলো। ㉑وَ-এবং ; لَا-না (সমান) ; الظِّلُّ-ছায়া ; وَ-ও ; لَا-না ; الْحَرُوْرُ-রৌদ্র। ㉒وَ-আর ; مَا يَسْتَوِى-সমান নয় ; الْاَحْيَآءُ-জীবিত ; وَ-ও ; لَا-না ; الْاَمْوَاتُ-মৃত ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ;

৪০. অর্থাৎ কিয়ামতের দিন অবস্থা যেখানে এমন হবে যে, নিকটাত্মীয় হওয়া সত্ত্বেও কেউ কারো সামান্যতম উপকার করতেও পারবে না বা করতে রাজী হবে না। সেখানে যারা দুনিয়াতে অন্যের গুনাহের দায়িত্ব নেয়ার স্বীকৃতি দিয়ে তাদেরকে গুনাহ করার ছাড়পত্র দিয়ে চলছে এবং মিথ্যা ভরসা দিচ্ছে, তাদের অবস্থা কি হতে পারে তা অনুমেয়। তারা নিজেদের গুনাহের বোঝার ভার সইতে পারবে না। অন্যের গুনাহের বোঝার ভার কিভাবে সইবে।

يُسْمِعُ مَنْ يَّشَاءُ ۚ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّنْ فِي الْقُبُورِ ۝ إِنْ أَنْتَ

শোনান যাকে চান ; আর আপনি তাদের শোনানে ওয়ালা নন, যারা (শায়িত) রয়েছে কবরে[৪৩]। ২৩. আপনি তো নন

إِلَّا نَذِيرٌ ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَّنَذِيرًا ۚ وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ

একজন সতর্ককারী ছাড়া (অন্য কিছু)[৪৪]। ২৪. আমি অবশ্যই আপনাকে সত্যসহ পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা হিসেবে ও সতর্ককারী হিসেবে ; আর ছিল না এমন কোনো উম্মত

يُسْمِعُ-শোনান ; مَنْ-যাকে ; يَّشَاءُ-চান ; وَ-আর ; مَا-না ; أَنْتَ-আপনি ; بِمُسْمِعٍ-শোনানেওয়ালা ; مَنْ-তাদের যারা ; فِي الْقُبُورِ-(শায়িত) রয়েছে কবরে। ㉓ إِنْ-নন; أَنْتَ-আপনি তো ; إِلَّا-ছাড়া (অন্য কিছু) ; نَذِيرٌ-একজন সতর্ককারী। ㉔ إِنَّا-আমি অবশ্যই ; أَرْسَلْنَاكَ-(ارسلنا+ك)-আপনাকে পাঠিয়েছি ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্যসহ ; بَشِيرًا-সুসংবাদদাতা হিসেবে ; وَ-ও ; نَذِيرًا-সতর্ককারী হিসেবে ; وَ-আর ; إِنْ-ছিল না ; مِّنْ-কোনো ; أُمَّةٍ-উম্মত ;

৪১. অর্থাৎ যারা আল্লাহকে ভয় করে এবং যারা তাদের প্রতিপালকের সামনে আনুগত্যের মস্তক নত রাখে, এমন লোকেরাই আপনার দেয়া উপদেশবাণী শুনতে পারে এবং আপনার সতর্কবাণী তাদের ওপর কার্যকর হতে পারে।

৪২. আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে মু'মিন ও কাফিরের মধ্যকার পার্থক্য অত্যন্ত সুন্দর উপমার মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। এক ব্যক্তি আল্লাহর কুদরতের অগণিত-অসংখ্য নিদর্শনাবলীর মধ্যে ডুবে থেকেও অন্ধ হয়ে আছে অর্থাৎ সে এসব নিদর্শনাবলী দেখেও আল্লাহর প্রতি ঈমান আনছে না, সে নিজের অস্তিত্বে সাক্ষ্য প্রমাণ থেকে আল্লাহর একত্ববাদ তথা প্রকৃত সত্যের প্রতি ঈমান আনতেছে না— এমন ব্যক্তিকে অন্ধ ছাড়া আর কি বলা যায়? অপরদিকে অন্য ব্যক্তি যে তার চারিপাশে ও নিজের অস্তিত্বের মধ্যে আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী দেখে আল্লাহর একত্ববাদ ও তাঁর সামনে জবাবদিহিতার কথা অনুভব করে নবীর দাওয়াতে সাড়া দিয়েছে। অন্ধ ব্যক্তিটি নবীর হিদায়াতের আলো দেখতে পাচ্ছে না সে অন্ধকারে পথ হাতড়ে মরছে। আর চক্ষুষ্মান ব্যক্তি নবীর জানানো হিদায়াতের আলোকোজ্জ্বল পথে চলছে। সে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে যে, মুশরিক, কাফির ও নাস্তিক্যবাদীরা যে পথে চলছে, তা ধ্বংসের পথ। এ ব্যক্তি মু'মিন—এ মু'মিনের পথ ও কাফির-মুশরিকদের পথ কখনো এক হতে পারে না। এ দুনিয়াতে এ দু'দলের নীতিও এক হতে পারে না, তাই এদের উভয় দলের পরিণতিও এক হতে পারে না। দু'দলই মরে মাটি হয়ে যাবে। কাফির মুশরিকরা তাদের কুকর্মের শাস্তি পাবে না, মু'মিনরা তাদের ঈমান ও সৎকর্মের কোনো পুরস্কার পাবে না—এমন কখনো হতে পারে না। একদল আল্লাহর রহমতের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণকারী অপরদল জাহান্নামের অগ্নিতাপে দগ্ধ। এদের উভয়ের পরিণাম কেমন করে এক হবে? মু'মিনরা যেহেতু অনুভূতি, উপলব্ধি, বিবেচনা,

إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴿٢٤﴾ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

যাদের মধ্যে আসেনি কোনো সতর্ককারী[৪৫]। ২৫. আর তারা যদি আপনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তবে নিঃসন্দেহে তারাও মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল যারা ছিল তাদের আগে ;

جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿٢٥﴾ ثُمَّ أَخَذْتُ

তাদের নিকট এসেছিলেন তাদের রাসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনসহ[৪৬] ও ক্ষুদ্র কিতাবসহ এবং উজ্জ্বল কিতাবসহ[৪৭]। ২৬. অতপর আমি পাকড়াও করেছিলাম

اِلَّا-الا خَلَا-আসেনি ; فِيهَا-যাদের মধ্যে ; نَذِيرٌ-কোনো সতর্ককারী। ⑳-وَ-আর ; اِنْ-যদি ; يُكَذِّبُوكَ-(يكذبو+ك)-আপনাকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে ; فَقَدْ كَذَّبَ-তবে নিঃসন্দেহে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ; الَّذِينَ-তারাও যারা ; مِنْ قَبْلِهِمْ-ছিল তাদের আগে ; جَاءَتْهُمْ-(جاءت+هم)-তাদের নিকট এসেছিলেন ; رُسُلُهُمْ-(رسل+هم)-তাদের রাসূলগণ ; بِالْبَيِّنَاتِ-(ب+ال+بينت)-স্পষ্ট নিদর্শনসহ ; وَ-ও ; بِالزُّبُرِ-(ب+ال+زبر)-ক্ষুদ্র কিতাবসহ ; وَ-এবং ; بِالْكِتَابِ-কিতাব সহ ; الْمُنِيرِ-উজ্জ্বল। ㉖ ثُمَّ-অতপর ; أَخَذْتُ-আমি পাকড়াও করলাম ;

জ্ঞান ও চেতনার অধিকারী ; তাই তারা জীবিত। অপরদিকে কাফির মুশরিকরা কুফরী ও শির্কের অন্ধকারে ডুবে আছে, তারা চেতনাহীন ; তাই তারা মৃত।

৪৩. অর্থাৎ যাদের বিবেক মরে গেছে ; যাদেরকে আল্লাহর রাসূল সত্য দীনের দাওয়াত দেয়ার পরও তাদের বিবেক জাগ্রত হয় না। তারা রাসূলের কথা শুনতেই চায় না—এমন লোকদেরকে দীনের প্রতি হিদায়াত দান তাঁর সাধ্যের বাইরে ; কারণ তারা কবরে শায়িত মৃতদের সমান।

৪৪. অর্থাৎ আপনি একজন সতর্ককারী মাত্র। আপনার সতর্ক করা সত্ত্বেও কেউ যদি সচেতন না হয়, বরং পথভ্রষ্টতায় ডুবে থাকে, তার দায়-দায়িত্ব আপনার নেই। অন্ধদের পথ দেখাবার এবং বধিরদের শোনাবার দায়িত্ব আপনার নয়।

৪৫. অর্থাৎ দুনিয়াতে শেষ নবী পর্যন্ত যত নবী-রাসূল এসেছেন তাদের সবাইকে কোনো না কোনো জাতি গোষ্ঠীর কাছে পাঠানো হয়েছিল। দুনিয়াতে কোনো জাতি-গোষ্ঠি-ই এমন ছিল না, যাদের কাছে কোনো না কোনো সতর্ককারী তথা নবী-রাসূল পাঠানো হয়নি।

কুরআন মাজীদের অনেক স্থানেই একথা উল্লিখিত হয়েছে। সূরা রা'দের ৭ম আয়াতে বলা হয়েছে—"প্রত্যেক কাওমের জন্যই রয়েছে পথপ্রদর্শক।"

সূরা হিজরের ১০ আয়াতে বলা হয়েছে—"আর আপনার আগে আমি পূর্ববর্তী অনেক সম্প্রদায়ের কাছে রাসূল পাঠিয়েছিলাম।"

الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ⁦۝⁩

তাদেরকে যারা কুফরী করেছিল, সুতরাং কেমন ছিল আমার আযাব।

الَّذِيْنَ-তাদেরকে যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছিল ; فَكَيْفَ-(ف+كيف)-সুতরাং কেমন ; كَانَ-ছিল ; نَكِيْرِ-আমার আযাব।

সূরা শুআরা'র ২০৮ আয়াতে বলা হয়েছে—"আমি এমন কোনো জনপদ ধ্বংস করিনি যেখানে কোনো সতর্ককারী আসেনি।"

এখানে স্মরণীয় যে, প্রত্যেকটি জনপদে ও প্রত্যেকটি জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে নবী পাঠানো জরুরী নয় বরং একজন নবীর দাওয়াত যতদূর পৌঁছে ততটুকু পর্যন্ত সে নবী-ই যথেষ্ট। তাছাড়া একজন নবীর দাওয়াত ও হিদায়াতের প্রভাব যতদিন ছিল ততদিন নতুন নবীর প্রয়োজন ছিল না।

৪৬. অর্থাৎ তাঁদের রিসালাতের সত্যতার সমর্থনে পেশকৃত সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী। এসব নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দিচ্ছিল যে, তাঁরা আল্লাহর রাসূল।

৪৭. 'যুবুর' শব্দটি 'যাবূর'-এর বহুবচন। এর অর্থ সহীফাসমূহ। কিতাব ও যাবূর-এর মধ্যেকার পার্থক্য হলো—যাবূর হলো উপদেশাবলী, নীতিকথা ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী-সমষ্টি এবং তাতে শরয়ী বিধি-বিধান ছিল না। আর 'কিতাব' হলো—শরয়ী বিধি-বিধান ও আদেশ-নিষেধ সম্বলিত পূর্ণমাত্রার গ্রন্থ। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দাউদ আ.-এর ওপর নাযিলকৃত 'যাবূর' পূর্ণাঙ্গ শরয়ী বিধান সম্বলিত কিতাব ছিল না।

আল্লামা বগভী লিখেছেন যে, যাবূর হলো সেই কিতাব যা আল্লাহ তা'আলা দাউদ আ.-কে শিক্ষা দিয়েছিলেন। এটি ছিল একশত পঞ্চাশটি অধ্যায়ে বিভক্ত; যার অধিকাংশই ছিল বিভিন্ন প্রকার দোয়া ও আল্লাহ তা'আলার হামদ ও সানা। এতে হালাল, হারাম, ফরয বা অবশ্য পালনীয় নির্দেশাবলী এবং অপরাধের শাস্তির কোনো বিধান ছিল না।

৩য় রুকূ' (১৫-২৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানুষ এবং আল্লাহর কোনো সৃষ্টিই প্রয়োজনহীন নয়। তাদের অভাব আছে, তাই তারা সার্বক্ষণিক আল্লাহর মুখাপেক্ষী।

২. আল্লাহ তা'আলা যাবতীয় প্রয়োজন থেকে মুক্ত; তাই তিনি অভাবমুক্ত। সর্বপ্রকার মুখাপেক্ষিতা থেকেও তিনি মুক্ত।

৩. আল্লাহ কারো প্রশংসারও মুখাপেক্ষী নন। কেউ তাঁর প্রশংসা করুক বা না-ই করুক, তাতে তাঁর কিছু আসে যায় না।

৪. আল্লাহ ইচ্ছা করলে দুনিয়াতে অস্তিত্বশীল সকল বিলুপ্ত করে দিয়ে তদস্থলে অন্য কোনো সৃষ্টিকে স্থলাভিষিক্ত করে দিতে পারেন। এটি আল্লাহর জন্য অত্যন্ত সহজ কাজ।

৫. আখিরাতে কারো অপরাধের দায়-দায়িত্ব কেউ গ্রহণ করবে না। এমনকি কোনো গুনাহগার ব্যক্তি সামান্য কিছু নেকীর অভাবে জাহান্নামে যাওয়ার যোগ্য হয়ে যায়, তথাপিও তার ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়, স্ত্রী, পুত্র সামান্য নেকী দিয়ে তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে রাজী হবে না।

৬. রাসূলের সতর্ক ও হিদায়াত তাদের জন্যই ফলপ্রসূ হতে পারে, যারা আল্লাহকে না দেখেও ভয় করে এবং নামায কায়েম করে।

৭. রাসূলের নির্দেশ অনুসারে যে বা যারা নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করবে, তা তার নিজের জন্যই কল্যাণকর।

৮. যাদের বিবেক মৃত, আল্লাহর কুদরতের নিদর্শনাবলী দেখে, রাসূলের হিদায়াতের আলো দেখে দীনের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়ার সৌভাগ্য যাদের হয় না, তারা অন্ধ, তারা কাফির।

৯. যাদের বিবেক জাগ্রত, যাদের পরিবেশ-প্রতিবেশে ছড়িয়ে থাকা এবং নিজের অস্তিত্বের মধ্যে ক্রিয়াশীল অসংখ্য নিদর্শন অনুভব করে রাসূলের হিদায়াতের আলোকে পথ চলে দীনের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নেয়, তারা চক্ষুষ্মান। তারা মু'মিন।

১০. আখিরাতে কাফির ও মু'মিনের পরিণাম সমান হওয়া কখনো সম্ভবপর নয়। এরূপ কল্পনা করা যুক্তি ও বিবেক বিরোধী।

১১. রাসূলের দায়িত্ব ছিল কুফরীর অশুভ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা এবং ঈমান ও সৎকর্মের শুভ পরিণাম সম্পর্কে সুসংবাদ দেয়া।

১২. দায়ী তথা আল্লাহর পথে আহ্বানকারীদের দায়িত্ব মানুষকে আখিরাতের পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা। এ সতর্কতাকে যারা মূল্যায়ন করে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেবে, তা হবে তাদের নিজেদের জন্য কল্যাণকর।

১৩. যারা রাসূলের সতর্কতাকে মূল্যায়ন করবে না তাদের বিবেক মৃত, তাই তারাও মৃত। আর মৃত ব্যক্তিদেরকে হিদায়াতের বাণী শোনানোর সাধ্য কারো নেই।

১৪. দুনিয়াতে এমন কোনো জাতি-গোষ্ঠী অতিবাহিত হয়নি, যাদের নিকট নবী-রাসূলের মাধ্যমে দীনের দাওয়াত পৌঁছেনি।

১৫. এক শ্রেণীর মানুষ সকল নবী-রাসূলের দাওয়াতকে-ই মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল। সুতরাং সত্য দীনকে মিথ্যা সাব্যস্তকারী মানুষের অস্তিত্ব সর্বযুগেই থাকবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

১৬. সকল নবী-রাসূল কর্তৃক তাঁদের নবুওয়াতের সত্যতার সমর্থনে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসা সত্ত্বেও তাদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করা হয়েছে। অতএব আজও এ জাতীয় লোক থাকবে—এটাই স্বাভাবিক।

১৭. সকল নবী-রাসূলই আল্লাহর পক্ষ থেকে সহীফা ও সত্য মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী আসমানী কিতাব লাভ করেছিল। রাসূলকেও তাঁর ওপর নাযিলকৃত ওহীকে অস্বীকারের ফলে আল্লাহর আযাব তাদেরকে দুনিয়াতেও পাকড়াও করেছিল। আর আখিরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

❐

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১৬
আয়াত সংখ্যা-১১

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ ﴿٢٧﴾

২৭. তুমি কি লক্ষ করনি, আল্লাহ-ই তো আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, অতপর তদ্দ্বারা আমি ফল-ফলাদি উৎপন্ন করি, যা বিভিন্ন রংয়ের

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ

আর পর্বতমালারও রয়েছে গিরিপথসমূহ যা সাদা ও লাল, বিচিত্র বর্ণের এবং নিকষ কালো।

﴿٢٨﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ

২৮. আর মানুষ ও বিভিন্ন প্রাণী এবং চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যে একইভাবে রয়েছে বিচিত্র বর্ণ ;[৪৮]

(২৭) أَلَمْ تَرَ-(ا+لم تر)-তুমি কি লক্ষ্য করনি ; أَنَّ اللَّهَ-আল্লাহ-ই তো ; أَنزَلَ-বর্ষণ করেন; مِنَ-থেকে ; السَّمَاءِ-আসমান ; مَاءً-পানি ; فَأَخْرَجْنَا-(ف+اخرجنا)-অতপর আমি উৎপন্ন করি ; بِهِ-তদ্দ্বারা ; ثَمَرَاتٍ-ফল-ফলাদি ; مُّخْتَلِفًا-বিভিন্ন ; أَلْوَانُهَا-রংয়ের ; وَ-আর ; مِنَ الْجِبَالِ-পর্বতমালারও রয়েছে ; جُدَدٌ-গিরিপথসমূহ ; بِيضٌ-যা সাদা ; وَ-ও ; حُمْرٌ-লাল ; مُّخْتَلِفٌ-বিচিত্র ; أَلْوَانُهَا-বর্ণের ; وَ-এবং ; غَرَابِيبُ-নিকষ ; سُودٌ-কালো। (২৮) وَ-আর ; مِنَ-মধ্যে রয়েছে ; النَّاسِ-মানুষ ; وَ-ও ; الدَّوَابِّ-বিভিন্ন প্রাণী ; وَ-এবং ; الْأَنْعَامِ-চতুষ্পদ জন্তুর ; مُخْتَلِفٌ-বিচিত্র ; أَلْوَانُهُ-(الوان+ه)-তার রং ; كَذَٰلِكَ-একইভাবে ;

৪৮. অর্থাৎ এ বৈচিত্র্যময় বিশ্বের মধ্যে যা কিছুই আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন, তার সবকিছুতেই সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের নিদর্শন রয়েছে। এখানে নেই কোনো একঘেয়েমী। একই মাটিতে একই পানি থেকে উৎপন্ন হচ্ছে বিচিত্র সব উদ্ভিদ। এসব উদ্ভিদ থেকে উৎপন্ন ফলগুলোও স্বাদ, রং ও গন্ধে বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এমনকি একই উদ্ভিদ থেকে উৎপন্ন দু'টো ফলেরও বর্ণ, স্বাদ, এবং দৈহিক কাঠামোতে বৈচিত্রতা দেখা যায়। অতপর যদি পাহাড়ের দিকে তাকালে সেখানে দেখা যায় বিচিত্র বর্ণের সমাহার। এসব পাহাড়ের গঠনশৈলীতে রয়েছে বিরাট পার্থক্য।প্রাণী জগতের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে যে, একই জোড়া থেকে জন্ম নেয়া দু'টো সন্তানও একই রকম হয় না। এই যে বিরাট বৈচিত্র্য ও পার্থক্য,

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَٰٓؤُا ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾ إِنَّ

আল্লাহকে তাঁর বান্দাহদের মধ্যে কেবলমাত্র জ্ঞানীরা-ই ভয় করে[৪৯] ; অবশ্যই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী পরম ক্ষমাশীল[৫০]। ২৯. নিশ্চয়ই

الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَٰبَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ سِرًّا

যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে ও যথারীতি নামায কায়েম করে এবং আমি তাদেরকে যা কিছু রিযক দিয়েছি তা থেকে খরচ করে গোপনে

اِنَّمَا-কেবলমাত্র ; يَخْشَى-ভয় করে ; اللّٰهَ-আল্লাহকে ; مِنْ-মধ্যে ; عِبَادِهِ-(عباد+ه)-তাঁর বান্দাহদের ; الْعُلَمٰٓؤُا-জ্ঞানীরা-ই ; اِنَّ-অবশ্যই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; عَزِيْزٌ-মহাপরাক্রমশালী ; غَفُوْرٌ-পরম ক্ষমাশীল।(২৯) اِنَّ-নিশ্চয়ই ; الَّذِيْنَ-যারা ; يَتْلُوْنَ-পাঠ করে ; كِتٰبَ-কিতাব ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; وَ-ও ; اَقَامُوا-যথারীতি কায়েম করে ; الصَّلٰوةَ-নামায ; وَ-এবং ; اَنْفَقُوْا-খরচ করে ; مِمَّا-তা থেকে যা কিছু ; رَزَقْنٰهُمْ-(رزقنا+هم)-রিযক আমি তাদেরকে দিয়েছি ; سِرًّا-গোপনে ;

এটা আমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছে যে, এ বিশ্ব জাহানের স্রষ্টা একজন মহাবিজ্ঞানী অতুলনীয় স্রষ্টা ও সুকৌশলী নির্মাতা। তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অন্তহীন। প্রত্যেকটি সৃষ্টির অগণিত নমুনা তাঁর জ্ঞানে রয়েছে। মানব-আকৃতি ও মানব বুদ্ধির বৈচিত্র এবং অন্য সকল সৃষ্টির বৈচিত্র সম্পর্কে সত্যই আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, মহান স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা এ বিশ্ব-জাহান ও এর মধ্যকার যাবতীয় সৃষ্টি অনর্থক সৃষ্টি করেননি। এর পেছনে রয়েছে তাঁর সুবিস্তৃত ও সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য। সুতরাং মানুষকেও তিনি আকস্মিক খেয়ালের বশে সৃষ্টি করেননি। বরং তাকে পৃথিবীতে একটি দায়িত্বশীল ও স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষের সৃষ্টি কাঠামোর বিভিন্নতা এবং বুদ্ধি-বৈচিত্র-ই এর সাক্ষ্য দেয়। যদি তা না হতো—মানুষ যদি নিজেদের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, সৃষ্টি-কাঠামো, প্রবৃত্তি, কামনা, আবেগ-অনুভূতি, ঝোঁক-প্রবণতা ও চিন্তা ধারার দিক দিয়ে অভিন্ন হতো এবং কোনো প্রকার বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের অবকাশই তাদের মধ্যে না থাকতো, তাহলে দুনিয়াতে মানুষের সৃষ্টি অর্থহীন হয়ে যেতো। সুতরাং সৃষ্টবস্তুসমূহকে বিভিন্ন প্রকার ও বর্ণে প্রজ্ঞা সহকারে সৃষ্টি করা আল্লাহ তা'আলার অসীম শক্তি ও প্রজ্ঞার অতুলনীয় নিদর্শন।

৪৯. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে যতবেশী জ্ঞানী হবে সে আল্লাহকে ততবেশী ভয় করবে। আল্লাহর শক্তি-ক্ষমতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ; তাঁর ক্রোধ ও পরাক্রমশালীতা এবং সার্বভৌম ক্ষমতা-কর্তৃত্ব সম্পর্কে অবগত ব্যক্তি কখনো আল্লাহর পাকড়াও হতে নির্ভয় হয়ে নাফরমানীতে লিপ্ত হতে পারে না। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে না, আল্লাহর পাকড়াও থেকে নির্ভয় হয়ে বেধড়ক গুনাহে লিপ্ত থাকে, সে আসলেই একজন মূর্খ ছাড়া কিছু নয় ; যদিও দুনিয়ার মানুষের দৃষ্টিতে যুগের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হিসেবে

وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ ۝ لِيُوَفِّيَهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم

ও প্রকাশ্যে, তারা এমন ব্যবসায়ের আশা করে, যাতে কখনো লোকসান হবে না[৫১]। ৩০. যাতে করে তিনি (আল্লাহ) তাদেরকে পুরোপুরি দেবেন তাদের প্রতিদান এবং তাদেরকে বেশী বেশী দেবেন

مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ ۝ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ

তাঁর অনুগ্রহ থেকে[৫২]; নিশ্চয়ই তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী[৫৩]। ৩১.আর (হে নবী !) ওহী রূপে আপনার প্রতি কিতাব থেকে যা আমি নাযিল করেছি

وَ-ও ; عَلَانِيَةً-প্রকাশ্যে ; يَرْجُونَ-তারা আশা করে ; تِجَارَةً-এমন ব্যবসায়ের ; لَّنْ تَبُورَ-যাতে কখনো লোকসান হবে না। ৩০ لِيُوَفِّيَهُمْ-(ليوفى+هم)-যাতে করে তিনি (আল্লাহ) পুরোপুরি দেবেন তাদেরকে ; أُجُورَهُمْ-(اجور+هم)-তাদের প্রতিদান ; وَ-এবং; يَزِيدَهُمْ-(يزيد+هم)-তাদেরকে বেশী বেশী দেবেন ; مِنْ-থেকে ; فَضْلِهِ-(فضل+ه)-তাঁর অনুগ্রহ; إِنَّهُ-নিশ্চয়ই তিনি ; غَفُورٌ-অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; شَكُورٌ-গুণগ্রাহী। ৩১ وَ-আর (হে নবী!) ; الَّذِيٓ-যা ; أَوْحَيْنَآ-আমি ওহীরূপে নাযিল করেছি ; إِلَيْكَ-আপনার প্রতি ; مِنَ-থেকে ; الْكِتَابِ-কিতাব ;

স্বীকৃত হোক না কেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান রাখে এবং আল্লাহর ভয় অন্তরে জাগরুক রেখে জীবন পরিচালনা করে, সে যুগের দৃষ্টিতে মূর্খ বলে বিবেচিত হলেও প্রকৃতপক্ষে সে একজন জ্ঞানী ব্যক্তি।

কুরআন, হাদীস, ফিকহ ও ইলমে কালামের জ্ঞানের অধিকারী হলেও যদি কোনো ব্যক্তির মধ্যে আল্লাহভীতি না থাকে, তাহলে তাকে 'জ্ঞানী' বলা যায় না। হযরত ইবনে মাসউদ বলেছেন–"বিপুল হাদীসের জ্ঞান থাকাই জ্ঞান নয়, বেশী বেশী আল্লাহর ভয় থাকাই প্রকৃত জ্ঞানের পরিচায়ক।" হযরত হাসান বসরী র.-ও বলেছেন—"যে ব্যক্তি আল্লাহকে না দেখে ভয় করে এবং আল্লাহ যা পছন্দ করেন, সে দিকে আকৃষ্ট হয় ও আল্লাহ যা অপছন্দ করেন তার প্রতি নিরাসক্ত থাকে, তিনি-ই আলেম তথা জ্ঞানী।"

৫০. অর্থাৎ আল্লাহ এমন-ই পরাক্রমশালী যে, তিনি যখনই চান, আল্লাহদ্রোহীদের পাকড়াও করতে পারেন। তাঁর পাকড়াও থেকে রেহাই পাওয়ার ক্ষমতা কারো নেই। তবে যেহেতু তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, তাই তিনি যালিমদেরকে কিছুকাল অবকাশ দিয়ে থাকেন।

৫১. মানুষ ব্যবসায়ে যেমন নিজের অর্থ-সম্পদ, শ্রম ও মেধা বিনিয়োগ করে মূলধনের অতিরিক্ত বাড়তি মুনাফা পাওয়ার জন্য, তেমনি মু'মিন ব্যক্তিও আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্য করে এবং তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম-সাধনায় নিজের অর্থ-শ্রম ও মেধা ব্যয় করে শুধু মাত্র এসবের সমপরিমাণ প্রতিদান লাভের জন্য নয়, বরং সমপ্রতিদান

هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٣١﴾ ثُمَّ

তা সম্পূর্ণ সত্য—তা সত্যায়নকারী তাঁর সামনে বর্তমান পূর্ববর্তী কিতাবগুলোকে[৫৪] ; নিশ্চয়ই আল্লাহ তার বান্দাহদের সম্পর্কে সব ওয়াকিফহাল সর্বদ্রষ্টা[৫৫]। ৩২. অতপর

هُوَ-তা ; الْحَقُّ-সম্পূর্ণ সত্য ; مُصَدِّقًا-তা সত্যায়নকারী ; لِمَا-তার ; بَيْنَ يَدَيْهِ - সামনে বর্তমান পূর্ববর্তী কিতাবগুলোকে ; إِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللَّهَ-আল্লাহ ; بِعِبَادِهِ-(ب+عباد+ه)-তাঁর বান্দাহদের সম্পর্কে ; لَخَبِيرٌ-সর্ব-ওয়াকিফহাল ; بَصِيرٌ-সর্বদ্রষ্টা। ৩২ ثُمَّ-অতপর ;

লাভের সাথে সাথে আল্লাহর পক্ষ থেকে বাড়তিও পাওয়া যাবে সেই আশায়। আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের এ কাজকে ব্যবসার সাথে তুলনা করেছেন। তবে ঈমানদারদের এ ব্যবসা ও পার্থিব জীবনে মানুষের ব্যবসা এক নয়। পার্থিব জীবনে মানুষের ব্যবসাতে লোকসানের ঝুঁকি আছে, কিন্তু আল্লাহর মু'মিনের ব্যবসায় লোকসানের কোনো ঝুঁকি তো নেই-ই বরং আশাতীত লাভের নিশ্চয়তা।

৫২. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের সৎকর্মের প্রতিদান পুরোপুরি দেয়ার পরও নিজ অনুগ্রহে তাদের ধারণার অতীত অনেক বেশী-পুরস্কার দেবেন। এই বেশীর মধ্যে আল্লাহ তা'আলার সেই ওয়াদাও অন্তর্ভুক্ত, যাতে বলা হয়েছে যে, মু'মিনের সৎকর্মের পুরস্কার আল্লাহ তা'আলা বহুগুণ বেশী দেবেন, যা কমপক্ষে দশগুণ এবং বেশীর পক্ষে সাতশত গুণ বা তার চেয়েও বেশী হবে। অন্যান্য পাপীর জন্য মু'মিনের সুপারিশ কবুল করাও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের শামিল।

হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন—রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন—'মুমিনের প্রতি যে ব্যক্তি অনুগ্রহ করেছিল, আখিরাতে মু'মিন ব্যক্তি তার জন্য সুপারিশ করবে। ফলে জাহান্নামের যোগ্য হওয়া সত্ত্বেও মু'মিনের সুপারিশে সে মুক্তি পাবে।'-(মাযহারী)

আর সুপারিশ কেবল ঈমানদারদের জন্যই হতে পারবে—কাফিরের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি কাউকে দেয়া হবে না। একইভাবে জান্নাতে আল্লাহ তা'আলার সাক্ষাত লাভও এ অতিরিক্ত অনুগ্রহের মধ্যে শামিল।

৫৩. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন মালিক নন, যে তার গোলামের খুঁত খুঁজে বেড়ায় এবং খুঁটি-নাটি ত্রুটি-বিচ্যুতি পেলেই তার জন্য পাকড়াও করে শাস্তি দেয় ; বরং তিনি এমন মালিক যিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ; মুখলিস মু'মিনের ছোট-খাটো দোষ ত্রুটি তিনি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন এবং বড় অপরাধও যথার্থ অর্থে তাওবা-অনুশোচনার সাথে ক্ষমা চাইলে তিনি ক্ষমা করে দেন। তিনি মু'মিনের নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদাতের অত্যন্ত কদর করেন।

৫৪. অর্থাৎ শেষ নবী মুহাম্মদ স.-এর কাছে যে কিতাব ওহীরূপে পাঠানো হয়েছে এবং এ কিতাবে যে তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেয়া হচ্ছে একই দাওয়াত পূর্ববর্তী কিতাবগুলোতেও দেয়া হয়েছে। এ রাসূল পূর্ববর্তী নবী-রাসূলদের দাওয়াতের বিপরীত কোনো কথা বলছেন না। যেহেতু এ রাসূল পূর্ববর্তী নবী-

أَوْرَثْنَا الْكِتٰبَ الَّذِيْنَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا ۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَمِنْهُمْ

আমি এ কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি তাদেরকে, যাদেরকে আমি (এ উত্তরাধিকারের জন্য) আমার বান্দাহদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়েছি[৫৬] ; তবে তাদের মধ্যে (কতেক) নিজের প্রতি অত্যাচারী এবং তাদের মধ্যে (কতেক)

مُّقْتَصِدٌ ۚ وَمِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ ۗ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ۝

মধ্যমপন্থী ; আর তাদের মধ্যে (কতেক) আল্লাহর হুকুমে নেক কাজে অগ্রবর্তী ছিল ; এটাই ছিল অনেক বড় অনুগ্রহ[৫৭]।

أَوْرَثْنَا-আমি উত্তরাধিকারী করেছি ; الْكِتٰبَ-এ কিতাবের ; الَّذِيْنَ-তাদেরকে, যাদেরকে ; اصْطَفَيْنَا-আমি (এ উত্তরাধিকারের জন্য) বাছাই করে নিয়েছি ; مِنْ-মধ্য থেকে ; عِبَادِنَا-আমার বান্দাহদের ; فَمِنْهُمْ-(ف+من+هم)-তবে তাদের মধ্যে (কতেক) ; ظَالِمٌ-অত্যাচারী ; لِّنَفْسِهٖ-(ل+نفس+ه)-নিজের প্রতি ; وَ-এবং ; مِنْهُمْ-তাদের মধ্যে (কতেক) ; مُّقْتَصِدٌ-মধ্যমপন্থী ; وَ-আর ; مِنْهُمْ-তাদের মধ্যে (কতেক) ; سَابِقٌ-ছিল অগ্রবর্তী ; بِالْخَيْرٰتِ-(ب+ال+خيرت)-নেক কাজে ; بِإِذْنِ-হুকুমে ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; ذٰلِكَ هُوَ-এটাই ছিল ; الْفَضْلُ-অনুগ্রহ ; الْكَبِيْرُ-অনেক বড়।

রাসূল ও কিতাবের বিপরীত কোনো কথা বলছেন না, অতএব তিনি সেসব কিতাবকে স্বীকার করেন এবং সেগুলোতে যে শাশ্বত সত্য দীনের দাওয়াত দেয়া হয়েছিল, তিনিও সেদিকেই মানুষকে দাওয়াত দিচ্ছেন।

৫৫. আল্লাহর 'খাবীর' ও 'বাসীর' গুণবাচক নাম দু'টো উল্লেখ করে এখানে বুঝানো হয়েছে যে, বান্দাহর প্রকৃতি, চাহিদা, প্রয়োজন এবং কল্যাণ কিসে তার সার্বিক দিক সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ-ই অবগত। আর তিনি এ সবের প্রতি যথাযথ দৃষ্টি রাখেন। বান্দাহ নিজের সম্পর্কে যা জানে, আল্লাহ তার সম্পর্কে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী জানেন। কারণ তিনি তার স্রষ্টা ও প্রতিপালক। সুতরাং বান্দাহর জন্য কল্যাণকর বিধিব্যবস্থা সেটাই, যা আল্লাহ ওহীরূপে তাঁর রাসূলের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন।

৫৬. অর্থাৎ 'উম্মতে মুহাম্মদী' ও তাদেরকে আমার বান্দাহদের মধ্য থেকে বাছাই করে নিয়েছি। উম্মতের ওলামায়ে কিরাম প্রত্যক্ষভাবে এবং অনান্য মুসলমানগণ ওলামায়ে কেরামের মধ্যস্থতায় এতে শামিল। হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'আল্লাযীনাস্ তাফাইনা' বলে উম্মতে মুহাম্মাদীকে বুঝানো হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তার অবতীর্ণ প্রত্যেকটি কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছেন। যেহেতু কুরআন মাজীদ পূর্ববর্তী সমস্ত কিতাবের সমর্থক ও সংরক্ষক হিসেবে সমস্ত আসমানী কিতাবের সমষ্টি, যেহেতু এর উত্তরাধিকারী হওয়ার অর্থ সমস্ত আসমানী কিতাবের উত্তরাধিকারী হওয়া।

ইবনে আব্বাস রা. আরও বলেন—"এ উম্মতের আলেমদেরকেও শেষ পর্যন্ত ক্ষমা

করা হবে। মধ্যপন্থীদের হিসাব সহজভাবে নেয়া হবে ; আর যারা সৎকর্মে অগ্রগামী তাদেরকে বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে।"–(ইবনে কাসীর)

এ আয়াত দ্বারা উম্মতে মুহাম্মাদীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ পেয়েছে ; কেননা এ শব্দ নবী-রাসূলদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে।

৫৭. অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মাদী তিন প্রকারের—যালেম, মধ্যপন্থী ও সৎকর্মে অগ্রগামী।

(ক) প্রথম প্রকার হলো, নিজেদের প্রতি যুলুমকারী। এরা এমনসব লোক যারা আন্তরিকতা সহকারে কুরআনকে আল্লাহর কিতাব, মুহাম্মদ স.-কে আল্লাহর রাসূল বলে স্বীকার করে ; কিন্তু কার্যত আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাতের অনুসরণ করে না। এরা কোনো কোনো ফরয-ওয়াজিব কাজে ত্রুটি করে এবং কোনো কোনো নিষিদ্ধ কাজে ও জড়িত হয়ে পড়ে। এরা মু'মিন কিন্তু গোনাহগার—এরা অপরাধী কিন্তু বিদ্রোহী নয়। দুর্বল ঈমানের অধিকারী। তবে মুনাফিক বা কাফির নয়। তাই এদেরকে 'নিজের প্রতি অত্যাচারী' বলা সত্ত্বেও আল্লাহর কিতাবের 'উত্তরাধিকারী' হওয়ার মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে। আর এদের সংখ্যা-ই উম্মতের মধ্যে বেশী হওয়ার কারণে এদের কথাই আগে উল্লেখ করা হয়েছে।

(খ) দ্বিতীয় প্রকার হলো, মিতচারী মধ্যপন্থী। এরা ফরয-ওয়াজিব পালন করে এবং নিষিদ্ধ কাজ থেকেও বেঁচে থাকে। তবে মাঝে মাঝে মুস্তাহাব কাজ ছেড়ে দেয় এবং মাকরূহ কাজে জড়িত হয়ে পড়ে। এরা আল্লাহর হুকুম পালন এবং কখনো কখনো অমান্যও করে। তবে নিজের ইচ্ছা প্রবৃত্তিকে লাগামহীন ছেড়ে দেয়নি ; প্রবৃত্তিকে আল্লাহর অনুগত রাখার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালায় এবং সদা-সর্বদা সচেষ্ট থাকে। তারপরও কখনো কখনো তার প্রচেষ্টায় ভাটা পড়ে এবং গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এদের জীবন ভালো-মন্দের সমন্বয়ে গঠিত। এ মধ্যপন্থীদেরকে দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়েছে। কারণ, এরা সংখ্যার দিক থেকে প্রথমোক্ত দলের চেয়ে কম, কিন্তু তৃতীয় দলের চেয়ে বেশী।

(গ) তৃতীয় প্রকার হলো, ভালো তথা নেক কাজে অগ্রগামী। আল্লাহর কিতাব তথা কুরআনের যথার্থ উত্তরাধিকারী এরাই। এরাই উত্তরাধিকারের হক আদায়কারী। এরা কুরআন ও সুন্নাহর অনুসরণে সদা-সর্বদা তৎপর থাকে। শরীয়তের ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব সাধ্যমত মেনে চলে ; নিষিদ্ধ মাকরূহ বা অপছন্দনীয় কাজ থেকে বেঁচে থাকতে তৎপর থাকে। নিষিদ্ধ কাজে জড়িত হওয়ার আশংকায় অতি সতর্কতাবশত মুবাহ কাজ থেকেও দূরে থাকে। আল্লাহর পয়গাম তাঁর বান্দাহদের নিকট পৌছানোর কাজেও এরা এগিয়ে থাকে। সত্য দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এগিয়ে যেতেও এরা পিছপা হয় না। এরা জেনে-বুঝে গোনাহে লিপ্ত হয় না এবং কখনো অজান্তে কোনো গোনাহ হয়ে গেলেও সে সম্পর্কে অবগত হওয়া মাত্রই আল্লাহর দরবারে অনুশোচনা করে তাওবা করে এবং দ্বিতীয়বার এ জাতীয় কাজে লিপ্ত হয় না। প্রথমোক্ত দু'দলের চেয়ে এদের সংখ্যা কম, তাই এদের কথা সবার শেষে বলা হয়েছে। 'এটাই অনেক বড় অনুগ্রহ' এর অর্থ—আল্লাহর কিতাবের উত্তরাধিকারীদের তালিকায় শামিল হতে পারা-ই আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ। অথবা এর অর্থ—নেক কাজে অগ্রগামী

٣٣ جَنّٰتُ عَدْنٍ يَّدْخُلُوْنَهَا يُحَلَّوْنَ فِيْهَا مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُؤْلُؤًا ۚ

৩৩. চিরস্থায়ী জান্নাত—তাতে তারা প্রবেশ করবে[৫৮]। তাদেরকে সেখানে সাজানো হবে স্বর্ণের বালা ও মুক্তা দিয়ে ;

৩৩ جَنّٰتُ-জান্নাত ; عَدْنٍ-চিরস্থায়ী ; يَدْخُلُوْنَهَا-(يدخلون+ها)-তাতে তারা প্রবেশ করবে ; يُحَلَّوْنَ-তাদেরকে সাজানো হবে ; فِيْهَا-সেখানে ; مِنْ-দিয়ে ; اَسَاوِرَ-বালা ; مِنْ ذَهَبٍ-স্বর্ণের ; وَّ-ও ; لُؤْلُؤًا-মুক্তা ;

হতে পারাটা-ই আল্লাহর বিরাট অনুগ্রহ। কারণ মুসলিম উম্মাহর তিন শ্রেণীর মধ্যে এরা সবার সেরা।

৫৮. অধিকাংশ তাফসীরবিদদের মতে উম্মতে মুহাম্মাদীর উল্লিখিত তিনটি শ্রেণীই জান্নাতে যাবে। তবে এদের মধ্যে কেউ যাবে কোনো প্রকার হিসাব-নিকাশ ছাড়াই ; কেউ যাবে হিসাব-নিকাশের পর; আবার কেউ যাবে বিচারে শাস্তিযোগ্য হয়ে সেই শাস্তি ভোগ করার পর। কুরআন মাজীদের আগে-পরের আলোচনা থেকে এটাই বুঝা যায় যে, যারা এ কিতাবকে মেনে নিয়েছে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত আর যারা একে অমান্য করেছে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নাম। জান্নাতে যাওয়ার হুকুমের সাথে উল্লিখিত তিন শ্রেণীই যে সম্পৃক্ত, তা নিম্নোক্ত হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়। হযরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন—"যারা নেককাজে অগ্রগামী হয়েছে তারা বিনা হিসেবেই জান্নাতে প্রবেশ করবে ; আর যারা মধ্যপন্থী হয়েছে, তাদের হিসেব নেয়া হবে, তবে তা হবে সহজ হিসাব ; আর যারা নিজের ওপর যুলুম করেছে তাদেরকে হাশরের দীর্ঘকালীন সময় আটক করে রাখা হবে, অতপর আল্লাহ রহমতের সাথে তাদের দিকে দৃষ্টি দেবেন এবং এরাই হবে সেসব লোক, যারা বলবে—সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের দুঃখ-চিন্তা দূর করে দিয়েছেন।"

এ হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে যেটা বুঝা যায় তা হলো—উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে নেককাজে অগ্রগামীরা বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে। মধ্যপন্থীরা অর্থাৎ ভালো-মন্দ উভয় কর্ম করেছে যারা তাদের উভয় কাজের হিসাব হবে ; কিন্তু তা হবে সহজ হিসাব। আর যারা নিজের প্রতি যুলুমকারী হবে, তাদেরকেও জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে না; বরং হাশরের বিচারকার্য চলাকালীন দীর্ঘ সময় আটকে রাখা হবে, অতপর আল্লাহর অনুগ্রহে তাদেরকেও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। উল্লিখিত হাদীসের সমার্থক সাহাবায়ে কিরামের অনেক বক্তব্যই মুহাদ্দিসগণ উদ্ধৃত করেছেন। আর এটা সত্য যে, রাসূলুল্লাহ স. থেকে না শুনে এসব কথা তাঁরা বলেননি।

অতপর কথা থাকে যে, কুরআন মাজীদে ও হাদীসে অনেক অপরাধের শাস্তি স্বরূপ জাহান্নাম নির্ধারিত হয়েছে। এমনকি তাদের ঈমানও তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাতে পারবে না ; তাহলে যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছে, তারা শুধুমাত্র হাশরের দীর্ঘ বিচারকালীন সময় আটক থাকবে, তাদের কেউ জাহান্নামে যাবেই না—একথা মনে করে

وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿٣٣﴾ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ

আর সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। ৩৪. আর তারা বলবে—সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের থেকে চিন্তা দূর করলেন[৫৯];

إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿٣٤﴾ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ

অবশ্যই আমাদের প্রতিপালক নিশ্চিত পরম ক্ষমাশীল অত্যন্ত গুণগ্রাহী[৬০]। ৩৫. যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে অনন্ত নিবাসে স্থান দিয়েছেন ;[৬১]

لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿٣٥﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ

সেখানে আমাদেরকে কোনো কষ্টও স্পর্শ করে না এবং সেখানে কোনো ক্লান্তিও আমাদেরকে স্পর্শ করে না[৬২]। ৩৬. আর যারা কুফরী করেছে[৬৩] তাদের জন্য রয়েছে

- وَ-আর ; لِبَاسُهُمْ-(لباس+هم)-তাদের পোশাক হবে ; فِيهَا-সেখানে ; حَرِيرٌ-রেশমের। ﴿٣٣﴾ وَ-আর ; قَالُوا-তারা বলবে; الْحَمْدُ-সকল প্রশংসা; لِلَّهِ-আল্লাহর জন্য; الَّذِي-যিনি ; أَذْهَبَ-দূর করলেন ; عَنَّا-আমাদের থেকে ; الْحَزَنَ-চিন্তা ; إِنَّ-অবশ্যই ; رَبَّنَا-আমাদের প্রতিপালক ; لَغَفُورٌ-নিশ্চিত পরম ক্ষমাশীল ; شَكُورٌ-অত্যন্ত গুণগ্রাহী। ﴿٣٤﴾ الَّذِي-নিজ ; أَحَلَّنَا-আমাদেরকে স্থান দিয়েছেন ; دَارَ-নিবাসে ; الْمُقَامَةِ-অনন্ত ; مِنْ فَضْلِهِ-(من+فضل+ه)-নিজ অনুগ্রহে ; لَا يَمَسُّنَا-(لا يمس+نا)-আমাদেরকে স্পর্শও করে না ; فِيهَا-সেখানে ; نَصَبٌ-কোনো কষ্ট ; وَ-এবং ; لَا يَمَسُّنَا-আমাদেরকে স্পর্শ করে না ; فِيهَا-সেখানে ; لُغُوبٌ-কোনো ক্লান্তিও। ﴿٣٥﴾ وَ-আর ; الَّذِينَ-যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ;

রাখা উচিত নয়। যেমন কোনো মুমিনকে যদি ইচ্ছাকৃতভাবে জেনে-বুঝে হত্যা করে, তার শাস্তি স্বরূপ আল্লাহ নিজেই জাহান্নাম ঘোষণা করেছেন। একইভাবে মীরাসী আইনে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘনকারীর জন্য কুরআন মাজীদে জাহান্নামের ঘোষণা দিয়েছেন। সূদের ব্যাপারেও কুরআন মাজীদে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে। এ ছাড়া হাদীসে কাবীরা গুনাহের শাস্তি হিসেবেও জাহান্নাম ঘোষিত হয়েছে।

৫৯. অর্থাৎ দুনিয়াতে আমরা যেসব দুঃখ-বেদনা ও চিন্তা-পেরেশানীতে ছিলাম এবং শেষ-বিচারে আমাদের পরিণাম সম্পর্কে যে শংকায় ছিলাম তা থেকে আল্লাহ আমাদেরকে মুক্তিদান করেছেন। এখন আমরা সকল প্রকার দুশ্চিন্তা ও ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত, কারণ ভবিষ্যতে আর কখনো দুঃশ্চিন্তার কোনো কারণ সৃষ্টি হওয়ার আশংকা নেই।

৬০. অর্থাৎ তিনি দয়া পরবশ হয়ে আমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাদের সামান্য সৎকর্মের অত্যন্ত বেশী মূল্যায়ন করেছেন। অতপর তার

نَارُ جَهَنَّمَ ۚ لَا يُقْضٰى عَلَيْهِمْ فَيَمُوْتُوْا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا ؕ

জাহান্নামের আগুন ; তাদের অস্তিত্ব শেষ করেও দেয়া হবে না, যাতে তারা মরে যায়, আর না তার (জাহান্নামের) আযাব তাদের থেকে লাঘব করা হবে ;

كَذٰلِكَ نَجْزِيْ كُلَّ كَفُوْرٍ ﴿٣٦﴾ وَهُمْ يَصْطَرِخُوْنَ فِيْهَا ۚ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا

আমি প্রত্যেক অকৃতজ্ঞকে এরূপই প্রতিদান দিয়ে থাকি। ৩৭. আর তারা সেখানে আর্তচিৎকার করে বলবে—'হে আমাদের প্রতিপালক ! আমাদেরকে (এখান থেকে) বের করে নিন,

نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِيْ كُنَّا نَعْمَلُ ؕ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ

আমরা নেক কাজ করবো—তা থেকে ভিন্ন যা আমরা (আগে) করতাম ; (আল্লাহ বলবেন) আমি কি তোমাদেরকে (এতটুকু) বয়স দেইনি ?

نَارُ-আগুন ; جَهَنَّمَ-জাহান্নামের ; لَا يُقْضٰى-অস্তিত্ব শেষ করেও দেয়া হবে না ; عَلَيْهِمْ-তাদের ; فَيَمُوْتُوْا-(ف+يموتوا)-যাতে তারা মরে যায় ; وَ-আর ; لَا يُخَفَّفُ-না লাঘব করা হবে ; عَنْهُمْ-তাদের থেকে ; مِّنْ-থেকে ; عَذَابِهَا-তার (জাহান্নামের) আযাব ; كَذٰلِكَ-এরূপই ; نَجْزِيْ-আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি ; كُلَّ-প্রত্যেক ; كَفُوْرٍ-অকৃতজ্ঞকে। ৩৭ وَ-আর ; هُمْ-তারা ; يَصْطَرِخُوْنَ-আর্ত-চিৎকার করে বলবে ; فِيْهَا-সেখানে ; رَبَّنَآ-হে আমাদের প্রতিপালক ; أَخْرِجْنَا-আমাদেরকে বের করে নিন (এখান থেকে) ; نَعْمَلْ-আমরা করবো ; صَالِحًا-নেক কাজ ; غَيْرَ-ভিন্ন ; الَّذِيْ-তা থেকে যা; كُنَّا نَعْمَلُ-আমরা (আগে) করতাম ; أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ-(ا+و+لم نعمر+كم)-(আল্লাহ বলবেন) আমি কি তোমাদেরকে (এতটুকু) বয়স দেইনি ?

বিনিময়ে আমাদেরকে তিনি জান্নাত দান করেছেন—এটা তাঁর অত্যন্ত ক্ষমাশীলতা ও গুণগ্রাহিতার পরিচায়ক।

৬১. অর্থাৎ আখিরাতের সফরের বিভিন্ন মনযিল আমরা পার হয়ে এসেছি। দুনিয়া ছিল এ সফরের একটি মনযিল ; তারপর হাশর নশর ছিল আরেকটি পর্যায়। বর্তমানে আমাদেরকে যে আবাসস্থল দিয়েছেন তা এমন স্থায়ী আবাস, যেখান থেকে বের হওয়ার আর কোনো আশংকা নেই।

৬২. অর্থাৎ এখানে আমাদের কোনো পরিশ্রম করতে হয় না বা এমন কোনো কাজ কারতে হয় না, যাতে আমাদের কোনো ক্লান্তি আসতে পারে। আমাদের সকল কষ্ট পরিশ্রমের অবসান হয়েছে। এখন শুধু সুখ আর সুখ।

৬৩. এখানে 'কুফরী করেছে' অর্থ মুহাম্মাদ স.-এর ওপর যে কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তা মেনে নিতে অস্বীকার করেছে।

مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ ۖ فَذُوقُوا

যাতে সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারতো, যে উপদেশ লাভ করতে চাইত[৬৪], অথচ তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল ; অতএব শাস্তির মজা ভোগ কর,

فَمَا لِلظّٰلِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ ۝

কেননা যালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।

مَا-যাতে ; يَتَذَكَّرُ-সে উপদেশ গ্রহণ করতে পারতো ; فِيهِ-তাতে ; مَنْ-যে ; تَذَكَّرَ-উপদেশ লাভ করতে চাইত ; وَ-অথচ ; جَاءَكُمْ-(جاء+كم)-তোমাদের কাছে এসেছিল ; النَّذِيرُ-সতর্ককারীও ; فَذُوقُوا-(ف+ذوقوا)-অতএব ভোগ করো শাস্তির মজা ; فَمَا-কেননা নেই ; لِلظّٰلِمِينَ-যালিমদের জন্য ; مِنْ-কোনো ; نَصِيرٍ-সাহায্যকারী।

৬৪. অর্থাৎ জাহান্নামে কাফিররা যখন ফরিয়াদ করবে যে, হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে এ আযাব থেকে রেহাই দিন, আমরা সৎকর্ম করবো, অতীতের সকল অপকর্ম ছেড়ে দেবো। তখন আল্লাহ জবাবে বলবেন—আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দেইনি যাতে একজন চিন্তাশীল লোক চিন্তা করে সঠিক পথে আসতে পারে ? যেসব বয়সে মানুষ সত্য-মিথ্যা ও ভালো-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার সুযোগ পায় ? এ আয়াতের দৃষ্টিতে কেউ যদি এ বয়সে পৌছার আগে মৃত্যুবরণ করে। তাহলে তাকে আল্লাহর দরবারে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। তবে এ বয়সে পৌছে গেলে তাকে অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। অতপর তার বয়স যতই বেড়ে যেতে থাকবে এবং হিদায়াত লাভের যতই সুযোগ সে পেতে থাকবে ততই তার দায়িত্ব কঠোর হয়ে যেতে থাকবে। যে ব্যক্তি বার্ধক্যে পৌছেও হিদায়াতের পথে এগিয়ে আসবে না, তার কোনো ওযরই আল্লাহর দরবারে টিকবে না।

হযরত সাহল ইবনে সা'দ সায়েদী রা. বর্ণিত হাদীসে আছে—রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন, "যে ব্যক্তি কম বয়স পাবে, তার জন্য ওযর পেশ করার সুযোগ থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি ৬০ বছর বা তার চেয়ে বেশী বয়স পর্যন্ত পৌছে যায়, তার জন্য ওযর পেশ করার কোনো সুযোগ অবশিষ্ট থাকে না।"

৪র্থ রুকূ' (২৭-৩৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. পানির দ্বারাই আল্লাহ তা'আলা মানুষ, অন্যসব প্রাণী এবং উদ্ভীদের জীবন প্রবাহ চালু রেখেছেন। তাই পানির অপর নাম জীবন।

২. পানির মূল উৎস ভূগর্ভ হলেও আল্লাহ তা'আলা যদি বৃষ্টি আকারে বিভিন্ন অঞ্চলে বর্ষণের

ব্যবস্থা না করতেন, তাহলে ভূপৃষ্ঠে কোনো উদ্ভিদ-ই জন্মাতো না। সুতরাং বৃষ্টিপাত সৃষ্টিকূলের জন্য আল্লাহর অন্যতম রহমতস্বরূপ।

৩. বৃষ্টিপাতের ফলে উৎপাদিত ফল-ফলাদীর রং, স্বাদ ও গন্ধে যেমন রয়েছে প্রচুর বৈচিত্র্য, তেমনি আল্লাহ আল্লাহর কুদরতের নিশান পাহাড়-পর্বতের আকার-আকৃতি ও বর্ণে রয়েছে প্রচুর পার্থক্য।

৪. আল্লাহর অপর সৃষ্টির অন্যতম পশু-পাখির মধ্যে রয়েছে এক বিরাট বর্ণ-বৈচিত্র।

৫. উল্লিখিত নিদর্শনাবলী আল্লাহর একত্ব ও অসীম শক্তি ক্ষমতার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

৬. 'আলেম' বা প্রকৃত জ্ঞানী তারাই যারা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহর জ্ঞান রাখেন এবং আল্লাহকে ভয় করেন। অতএব যার মধ্যে আল্লাহর ভয় নেই। তিনি উল্লিখিত জ্ঞানের অধিকারী হলেও তাঁকে 'আলেম' বা জ্ঞানী বলা যায় না।

৭. মু'মিনের বৈশিষ্ট্য হলো—তিনি সদা-সর্বদা আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান অর্জনে মশগুল থাকেন, নামায আদায়ের মাধ্যমে দৈহিক ইবাদাত সম্পাদন করেন এবং আল্লাহর পথে আর্থিক ত্যাগের মাধ্যমে আর্থিক ইবাদাত করেন।

৮. মু'মিন ব্যক্তি আল্লাহর সাথে তার ব্যবসায়ে শুধুমাত্র মূলধনের সমপরিমাণ প্রতিদান-ই আশা করেন না ; বরং অতিরিক্ত পুরস্কারও আশা করেন। আর আল্লাহ-ও মু'মিনদেরকে আশাতীত পুরস্কার দেবেন।

৯. আল্লাহ মু'মিনের ছোটখাটো গুনাহ ক্ষমা করে দেন এবং বড় গুনাহ-ও তাওবা করলে ক্ষমা করে দেন, কারণ তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল।

১০. আল্লাহ মু'মিনের নিষ্ঠাপূর্ণ ইবাদাতকে অবমূল্যায়ন করেন না; কারণ তিনি অত্যন্ত গুণগ্রাহী।

১১. কুরআন মাজীদ আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিল হয়েছে। এটা অতীতের আসমানী কিতাবগুলোর সত্যায়নকারী। কেননা এতে ইতিপূর্বেকার কিতাবসমূহের মূল বিষয়গুলো সন্নিবেশিত রয়েছে।

১২. আল কুরআনের মাধ্যমে আল্লাহ বান্দাহর জন্য যে বিধি-বিধান দিয়েছেন, তা-ই বান্দাহর জন্য কল্যাণকর ; কারণ তিনি বান্দাহর সর্ব বিষয় সম্পর্কে অবগত এবং বান্দাহর সবকিছুর দ্রষ্টা।

১৩. আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে মানব জাতি থেকে বাছাই করে নিয়েছেন তাঁর কিতাব তথা আল কুরআনের উত্তরাধিকারী হিসেবে।

১৪. মুসলিম উম্মাহ তথা উম্মতে মুহাম্মাদী তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী বিশ্বাসের দিক থেকে মু'মিন, কিন্তু শরীয়তের ফরয ও ওয়াজিব পালনে ক্রটি করে এবং শরীয়তের নিষিদ্ধ কাজেও জড়িত। এরা নিজের প্রতি যুলুমকারী। তবে এরা বিদ্রোহী নয়। এরা সংখ্যায় বেশী।

১৫. দ্বিতীয় শ্রেণীর মু'মিন শরীয়তের ফরয-ওয়াজিব পালন করে ; আবার মাঝে মাঝে আল্লাহর হুকুম অমান্যও করে। এদের জীবনে ভালো-মন্দ উভয় কাজের সমাবেশ রয়েছে। এরা সংখ্যায় প্রথম দলের চেয়ে কম।

১৬. তৃতীয় দল নেক কাজে অগ্রবর্তী। এরা আল্লাহর কিতাবের উত্তরাধিকারী হওয়ার হক যথাযথভাবে পালনকারী। এরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার যথাসাধ্য চেষ্টা করে। কখনো গুনাহ হয়ে গেলেও চেতনা আসার সাথে সাথে তাওবা করে আল্লাহর দরবারে ক্ষমা চেয়ে নেয়।

১৭. আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের উত্তরাধিকারীদের সবাইকে অবশেষে জান্নাত দান করবেন। তবে প্রথম দলকে হাশরের দীর্ঘ সময়কাল আটক রাখার পর জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। দ্বিতীয়

দলকে সহজ হিসাব নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তৃতীয় দলকে বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

১৮. জান্নাতবাসীদেরকে স্বর্ণ-রৌপ্যের অলংকারে সাজানো হবে এবং মহামূল্য রেশমী পোশাক পরিধান করানো হবে।

১৯. জান্নাতীরা সকল প্রকার দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে এবং চিরস্থায়ী জান্নাতে অনন্তকাল বসবাস করবে।

২০. জান্নাতীরা সকল প্রকার অশান্তি ও দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেয়ে আল্লাহর প্রশংসায় সদা নিমগ্ন থাকবে।

২১. জান্নাতের সুখ হবে অনাবিল। সেখানে সুখের সাথে কণামাত্র দুঃখের মিশ্রণ থাকবে না। এমনকি দুঃখের কোনো প্রকার আশংকাও তাদেরকে স্পর্শ করবে না।

২২. আর আল্লাহদ্রোহী কাফিরদের স্থান হবে চিরস্থায়ী জাহান্নাম। সেখানে দুঃখের সাথে সুখের কণা মাত্র মিশ্রণ থাকবে না। এমনকি সুখের সামান্যতম আশার আলোও তারা দেখবে না।

২৩. বিদ্রোহী কাফিররা দুনিয়াতে আবার এসে নেক কাজ করার সুযোগ পাওয়ার আবেদন জানাবে, কিন্তু তাদেরকে আর কোনো সুযোগ দেয়া হবে না। কারণ তাদেরকে যথেষ্ট বয়স দেয়া হয়েছে।

২৪. জাহান্নামে বিদ্রোহী কাফিরদের কোনো সাহায্যকারী থাকবে না। তাদেরকে চিরদিন জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করতে হবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-১৭
আয়াত সংখ্যা-৮

۳۸ إِنَّ اللَّهَ عَلِمُ غَيْبِ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

৩৮. নিশ্চয়ই আল্লাহ আসমান ও যমীনের যাবতীয় গোপন বিষয় অবগত ; অবশ্যই তিনি মনের গভীরে যা কিছু রয়েছে সে সম্পর্কেও সবিশেষ অবগত।

۳۹ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلٰئِفَ فِي الْأَرْضِ ۚ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَ

৩৯. তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি বানিয়েছেন[৬৫] ; সুতরাং যে কুফরী করবে তার ওপরই তার কুফরীর দায় বর্তাবে[৬৬] এবং

لَا يَزِيدُ الْكٰفِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا ۖ وَلَا يَزِيدُ الْكٰفِرِينَ

কাফিরদের কুফরী তো (তাদের প্রতি) তাদের প্রতিপালকের রাগ ছাড়া কিছুই বাড়ায় না ; আর বাড়ায় না কাফিরদের

৩৮ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; اللّٰهَ-আল্লাহ ; عٰلِمُ-অবগত ; غَيْبَ-যাবতীয় গোপন বিষয় ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; اِنَّهُ-অবশ্যই তিনি ; عَلِيْمٌ-সবিশেষ অবগত ; بِذَاتِ-সেসব বিষয় যা কিছু রয়েছে ; الصُّدُوْرِ-মনের গভীরে। ৩৯ هُوَ-তিনিই ; الَّذِىْ-সেই সত্তা যিনি ; جَعَلَكُمْ-(جعل+كم)-তোমাদেরকে বানিয়েছেন ; خَلٰئِفَ-প্রতিনিধি ; فِى الْاَرْضِ-পৃথিবীতে ; فَمَنْ-সুতরাং যে ; كَفَرَ-কুফরী করবে ; فَعَلَيْهِ-(ف+عليه)-তার ওপরই ; كُفْرُهُ-(كفر+ه)-তার কুফরীর দায় বর্তাবে ; وَ-এবং ; لَايَزِيْدُ-বাড়ায় না ; الْكٰفِرِيْنَ-কাফিরদের ; كُفْرُهُمْ-(كفر+هم)-তাদের কুফরী তো (তাদের প্রতি) ; عِنْدَ-নিকট ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; اِلَّا-ছাড়া ; مَقْتًا-রাগ ; وَ-আর ; لَايَزِيْدُ-বাড়ায় না ; الْكٰفِرِيْنَ-কাফিরদের ;

৬৫. অর্থাৎ পৃথিবীতে যেসব জিনিস ভোগ-ব্যবহার করছো, তার অর্থ এটা নয় যে, তোমরা এসবের মালিক। বরং মূল মালিকের প্রতিনিধি হিসেবে তোমরা এ সবের ভোগ-ব্যবহারের অধিকার লাভ করেছো। অথবা এর অর্থ-আগেকার জতি-গোষ্ঠী অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে।

৬৬. এখানে কুফরী করার অর্থ—যারা আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব ভুলে গিয়ে নিজেরাই সার্বভৌমত্বের দাবীদার হয়ে বসবে ; অথবা যারা অতীত জাতি-গোষ্ঠীর স্থলাভিষিক্ত হওয়ার কথা এবং তাদের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার কারণ ভুলে গিয়ে তাদের পথই অনুসরণ করবে, তাদের পরিণাম এমন হবে।

كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿٣٩﴾ قُلْ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ ۚ

তাদের কুফরী (তাদের নিজেদের) ক্ষতি ছাড়া (অন্য কিছু)। ৪০. আপনি বলুন—'তোমরা কি তোমাদের (বানানো) শরীকদের সম্বন্ধে ভেবে দেখেছো, যাদেরকে তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে ডেকে থাক ?[৬৭]

أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ

তোমরা আমাকে দেখাও যমীনের কোন্ অংশ তারা সৃষ্টি করেছে ? অথবা আসমানে তাদের কোনো অংশীদারিত্ব থাকলে, অথবা আমি তাদের দিয়ে থাকলে

كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ ۚ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا

কোনো কিতাব, তাই তার প্রমাণের ওপর তারা প্রতিষ্ঠিত ;[৬৮] বরং যালিমরা তাদের একে অপরকে কোনো ওয়াদা দেয় না

كُفْرُهُمْ-(كفر+هم)-তাদের কুফরী ; إِلَّا-ছাড়া (অন্য কিছু) ; خَسَارًا-(তাদের নিজেদের) ক্ষতি। ④⓪ قُلْ-আপনি বলুন ; أَرَءَيْتُمْ-তোমরা ভেবে দেখেছো কি ; شُرَكَاءَكُمْ-(شركاء+كم)-তোমাদের (বানানো) শরীকদের সম্বন্ধে ; الَّذِينَ-যাদেরকে; تَدْعُونَ-তোমরা ডেকে থাক ; مِنْ دُونِ-ছেড়ে ; اللَّهِ-আল্লাহকে ; أَرُونِي- তোমরা আমাকে দেখাও ; مَاذَا-কোন্ অংশ ; خَلَقُوا-তারা সৃষ্টি করেছে ; مِنَ الْأَرْضِ- যমীনের ; أَمْ-অথবা ; لَهُمْ-তাদের ; شِرْكٌ-কোনো অংশীদারিত্ব থাকলে ; فِي السَّمَاوَاتِ-আসমানে ; أَمْ-অথবা ; آتَيْنَاهُمْ-(اتينا+هم)-আমি তাদের দিয়ে থাকলে ; كِتَابًا-কোনো কিতাব ; فَهُمْ-তাই তারা প্রতিষ্ঠিত ; عَلَىٰ-ওপর ; بَيِّنَتٍ-প্রমাণের ; مِنْهُ-তার ; بَلْ-বরং ; إِنْ يَعِدُ-কোনো ওয়াদা দেয় না ; الظَّالِمُونَ-যালিমরা ; بَعْضُهُمْ-(بعض+هم)-তাদের একে ; بَعْضًا-অপরকে ;

৬৭. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে যাদেরকে আল্লাহর শরীক বানিয়ে নিয়েছ, তারা তো আল্লাহর শরীক নয়—হতে পারে না, কারণ আল্লাহ হলেন লা শরীক। এসব তো তোমাদের নিজেদের মনগড়া খোদা।

৬৮. অর্থাৎ আমি কি আমার পক্ষ থেকে লিখিত কোনো প্রমাণ তাদেরকে দিয়েছি, যার ভিত্তিতে তারা তাদের বানানো মিথ্যা খোদাদের কাছে প্রার্থনা করে, তাদের সামনে নযর-নেয়ায পেশ করে, তাদের কাছে বিপদ-মসীবত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য আবেদন জানায় এবং তাদের প্রতি-ই কৃতজ্ঞতা জানায়। যদি তেমন কোনো কিছু থাকে তাহলে তারা তা পেশ করুক। আর যদি তা না থাকে, তাহলে এসব শিরকী আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মপদ্ধতি তারা কোথা থেকে নিয়ে এসেছে। আসমান-যমীনের কোথাও কি এসব বানোয়াট খোদাদের আল্লাহর শরীক হবার কোনো আলামত পাওয়া যায় না-কি। এর জবাব

إِلَّا غُرُورًا ۝٤٠ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن

ধোঁকা ছাড়া[৬৯]। ৪১ নিশ্চয় আল্লাহ-ই আসমান ও যমীনকে স্থিরভাবে ধরে রাখেন, যাতে সেগুলো টলে না যায় ; আর যদি

زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝٤١ وَ

সেগুলো টলটলায়মান হয়, তাহলে তাঁর পরে এদেরকে কেউ স্থির রাখতে পারে না,[৭০] অবশ্যই তিনি হলেন অত্যন্ত সহনশীল, পরম ক্ষমাশীল।[৭১] ৪২. আর

إِلَّا-ছাড়া ; غُرُورًا-ধোঁকা। ۝٤١ إِنَّ-নিশ্চয় ; اللَّهَ-আল্লাহ ; يُمْسِكُ-স্থিরভাবে ধরে রাখেন ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضَ-যমীনকে ; أَنْ تَزُولَا-যাতে সেগুলো টলে না যায় ; وَ-আর ; لَئِنْ-যদি ; زَالَتَآ-সেগুলো টলটলায়মান হয় ; إِنْ أَمْسَكَهُمَا-এদেরকে স্থির রাখতে পারে না ; مِنْ أَحَدٍ-কেউ ; مِنْ بَعْدِهِ-(من+بعد+ه)-তাঁর পরে ; إِنَّهُ-অবশ্যই তিনি ; كَانَ-হলেন ; حَلِيمًا-অত্যন্ত সহনশীল ; غَفُورًا-পরম ক্ষমাশীল। ۝٤٢ وَ-আর ;

অবশ্যই না-বাচক হবে। অথবা আল্লাহ তার নাযিলকৃত কিতাবসমূহে কি কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে যে, আল্লাহ নিজেই সেসব ক্ষমতা ইখতিয়ার তাদের খোদাদেরকে দিয়ে রেখেছেন, যেগুলো তারা তাদের বানোয়াট খোদাদের সাথে যুক্ত করেছে। এর জবাবও না-বাচক হবে। তাহলে তারা কি আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক, যার জন্য তারা আল্লাহর ক্ষমতা ইখতিয়ারকে যাকে ইচ্ছা বণ্টন করে দিচ্ছে।

৬৯. অর্থাৎ মুশরিকদের সেসব ধর্মীয় নেতা, ধর্মীয় গুরু, পুরোহিত নেতা-নেত্রী, দরগাহ মাজার এর গদীনশীন, খাদেম যারা মানুষকে তাদের পরকালের মুক্তির এজেন্সী নেয়ার দাবী করে এবং বিভিন্ন অলৌকিক ঘটনার কথা প্রচার করে জনসাধারণকে ধোঁকা দেয়। আয়াতে এসব ধোঁকাবাজদের কথাই বলা হয়েছে। এরা মানুষকে বুঝাতে চায় যে, অমুক দরবারে নযর-নেয়ায দিয়ে তার শরণাপন্ন হলে তোমার দুনিয়ার সব সংকটের সমাধান হয়ে যাবে এবং আখিরাতে তোমার গুনাহের পরিমাণ যা-ই থাক না কেন, সব মাফ হয়ে যাবে।

৭০. 'নিশ্চয়ই আল্লাহই আসমান-যমীনকে স্থিরভাবে ধরে রাখেন'-এর অর্থ তাদের গতিরুদ্ধ করে দেয়া নয়, বরং এর অর্থ নিজের অবস্থান থেকে সরে যাওয়া বা টলে যাওয়া থেকে রক্ষা করা। অর্থাৎ আল্লাহ-ই এ অসীম বিশ্ব-জগতকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। কোনো ফেরেশতা, জ্বিন, কোনো নবী বা অলীও এ জগতকে ধরে রাখছে না। এ জগতকে ধরে রাখাতো দূরের কথা, এ জগতের আকার-আয়তন সম্পর্কে কোনো ধারণাও তাদের নেই। তারা প্রত্যেকেই নিজেদের অস্তিত্ব লাভ ও স্থায়িত্বের জন্যই তো সেই সার্বভৌম সত্তার নিকট মুখাপেক্ষী। সুতরাং তাদেরকে আল্লাহর গুণাবলী ও ক্ষমতা-ইখতিয়ারে অংশীদার মনে করা নিরেট বোকামী ও ধোঁকার শিকার হওয়া ছাড়া আর কি হতে পারে।

أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ

তারা আল্লাহর নামে তাদের কসমের সাধ্যমত কসম করে বলে—যদি তাদের কাছে কোনো সতর্ককারী আসতো, তারা অবশ্য অবশ্যই অধিকতর হিদায়াত গ্রহণকারী হয়ে যেতো,

مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ ۖ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٤٢﴾ اسْتِكْبَارًا

অন্য যে কোনো জাতির চেয়ে[৭২] ; অতপর যখন তাদের কাছে সতর্ককারী আসলো, (তখন) তাদের ঘৃণা ছাড়া কিছুই বৃদ্ধি পেলো না। ৪৩.—প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য

فِي الْأَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِ ۚ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ۚ فَهَلْ

পৃথিবীতে এবং হীন ষড়যন্ত্রের কারণে ; অথচ হীন ষড়যন্ত্র তার কর্তা ছাড়া অন্য কাউকে ঘিরে ধরে না[৭৩]; তবে কি

أَقْسَمُوا-তারা কসম করে বলে ; بِاللَّهِ-আল্লাহর নামে ; جَهْدَ-সাধ্যমত ; أَيْمَانِهِمْ-(ايمان+هم)-তাদের কসমের ; لَئِنْ-যদি ; جَاءَتْهُمْ-(جاءت+هم)-তাদের কাছে আসতো ; نَذِيرٌ-কোনো সতর্ককারী ; لَيَكُونُنَّ-তারা অবশ্য অবশ্যই হয়ে যেতো ; أَهْدَى-অধিকতর হিদায়াত গ্রহণকারী; مِنْ-চেয়ে; إِحْدَى الْأُمَمِ-অন্য যে কোনো জাতির; فَلَمَّا-অতপর যখন ; جَاءَ-আসলো ; هُمْ-তাদের কাছে ; نَذِيرٌ-সতর্ককারী ; مَّازَادَ-(তখন) কিছুই বৃদ্ধি পেলো না ; هُمْ-তাদের ; إِلَّا-ছাড়া ; نُفُورًا-ঘৃণা।﴿٤٣﴾ اسْتِكْبَارًا-প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য ; فِي الْأَرْضِ-পৃথিবীতে ; وَ-এবং ; مَكْرَ السَّيِّئِ-হীন ষড়যন্ত্রের কারণে ; وَ-অথচ ; لَا يَحِيقُ-ঘিরে ধরে না ; الْمَكْرُ السَّيِّئُ-হীন ষড়যন্ত্র ; إِلَّا-ছাড়া (অন্য কাউকে) ; بِأَهْلِهِ-(ب+اهل+ه)-তার কর্তা ; فَهَلْ-তবে কি ;

৭১. অর্থাৎ মানুষ আল্লাহ সম্পর্কে এত বেয়াদবীমূলক আচরণ করছে, তারপরও তিনি তাদেরকে তাৎক্ষণিক পাকড়াও করে শাস্তি দিচ্ছেন না, এটা তাঁর অত্যন্ত সহনশীলতা ও পরম ক্ষমাশীলতার পরিচায়ক।

৭২. মুহাম্মদ স.-এর আগমনের আগে আরববাসী কাফির-মুশরিকরা ইয়াহুদী ও খৃস্টানদের নৈতিক ও চারিত্রিক অধপতন দেখে বলতো যে, এদের মধ্যে আল্লাহ নবী পাঠিয়েছেন, তা সত্ত্বেও এরা হিদায়াত লাভ করতে পারলো না ; আমাদের মধ্যে যদি এ রকম কোনো সতর্ককারী নবী আসতো, তাহলে আমরা দুনিয়ার সব জাতির চেয়ে অগ্রগামী থাকতাম। আরববাসী কাফির কুরাইশদের এসব কথা কুরআন মাজীদের অন্য স্থানেও উল্লিখিত হয়েছে। সূরা আল আনআমের ১৫৬ থেকে ১৫৭ আয়াতে বলা হয়েছে—"হয়তো তোমরা বলতে পারতে যে, কিতাব তো শুধুমাত্র আমাদের পূর্ববর্তী দু' সম্প্রদায়ের কাছেই নাযিল করা হয়েছিল। কিন্তু আমরা তো তাদের পঠন-পাঠন সম্পর্কে

يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۚ وَلَنْ تَجِدَ

তারা পূর্ববর্তীদের (সাথে কৃত) বিধান-পদ্ধতির অপেক্ষা করছে[৭৪] ; তাহলে (জেনে রাখুন) আপনি (এদের ব্যাপারে) আল্লাহর বিধানে কোনো পরিবর্তন পাবেন না ; এবং কখনো আপনি পাবেন না

لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿٤٤﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ

আল্লাহর বিধানে কোনো নড়চড়[৭৫]। ৪৪. তারা কি দুনিয়াতে সফর করে না ? তাহলে তারা দেখতে পেতো কেমন হয়েছিল

يَنْظُرُونَ-তারা অপেক্ষা করছে ; الا سُنَّتَ-বিধান পদ্ধতির ; الْأَوَّلِينَ-পূর্ববর্তীদের ; فَلَنْ تَجِدَ-তাহলে (জেনে রাখুন) আপনি পাবেন না (এদের ব্যাপারেও) ; لِسُنَّتِ-বিধানে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; تَبْدِيلًا-কোনো পরিবর্তন ; وَ-এবং ; لَنْ تَجِدَ-কখনো আপনি পাবেন না ; لِسُنَّتِ-বিধানে ; اللَّهِ-আল্লাহর ; تَحْوِيلًا-কোনো ষড়যন্ত্র। ﴿٤٤﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا(+ا)-তারা কি সফর করে না ; فِي الْأَرْضِ-দুনিয়াতে ; فَيَنْظُرُوا(ف+)-(و+لم يسيروا ينظروا)-তাহলে তারা দেখতে পেতো ; كَيْفَ-কেমন ; كَانَ-হয়েছিল ;

কিছুই জানতাম না। অথবা তোমরা বলতে—যদি আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হতো, তাহলে আমরা অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত হতাম।"

সূরা আস সাফফাতের ১৬৭-১৬৯ আয়াতে বলা হয়েছে—"আর কাফিররা তো বলতো—যদি পূর্ববর্তীদের কিতাবের মত, আমাদের কাছেও কোনো কিতাব থাকতো তবে আমরাও আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ হতাম।"

৭৩. 'লা ইয়াহীকু' অর্থ 'লা ইউহীতু' বা 'লা ইসীকু' অর্থাৎ হীন ষড়যন্ত্রের শাস্তি অন্য কারো ওপর পতিত হয় না—খোদ ষড়যন্ত্রকারীর ওপরই পতিত হয়। যে ব্যক্তি অপরের অনিষ্ট কামনা করে সে নিজেই অনিষ্টের শিকার হয়।

প্রশ্ন হতে পারে যে, দুনিয়াতে অনেক সময় ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র সফল হতে দেখা যায় এবং যার ক্ষতি করার উদ্দেশ্য থাকে, তার ক্ষতি হয়েই যায়। এর জবাবে বলা যায় যে, এ ক্ষতি আখিরাতের তুলনায় নিতান্ত নগণ্য ক্ষতি আর ষড়যন্ত্রকারীর ক্ষতি হলো আখিরাতের ক্ষতি যা অত্যন্ত গুরুতর ও চিরস্থায়ী। আর এর বিপরীতে দুনিয়াবী ক্ষতি একেবারেই তুচ্ছ ব্যাপার।

মুহাম্মদ ইবনে কা'ব কোরাযী বলেন—"তিনটি কাজ যারা করে, তারা দুনিয়াতেও প্রতিফল বা শাস্তির কবল থেকে রেহাই পাবেন না—(১) কোনো নিরাপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাকে কষ্ট দেয়া (২) যুল্ম করা এবং (৩) অঙ্গীকার ভঙ্গ করা।" (ইবনে কাসীর)

বিশেষত যে ব্যক্তি অসহায় এবং প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি রাখে না অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের শক্তি থাকা সত্ত্বেও সবর করে, তার ওপর যুলুমের শাস্তি থেকে দুনিয়াতেও কাউকে বাঁচতে দেখা যায়নি।

عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ

তাদের পরিণাম, যারা ছিল তাঁদের আগে, অথচ তারা (পূর্ববর্তীরা) ছিল এদের চেয়ে অনেক বেশী কঠোর শক্তির দিক থেকে ; আর আল্লাহ তো এমন নন—

لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ۝

যাতে কোনো কিছু তাঁকে অক্ষম করে দিতে পারে আসমানে আর না যমীনে ; নিশ্চয়ই তিনি হলেন সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান।[৭৬]

۝٤٥ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا

৪৫. আর যদি আল্লাহ মানুষকে তার কারণে পাকড়াও করতেন, যা তারা কামাই করেছে, তবে তার (যমীনের) পিঠের ওপর রেহাই দিতেন না

عَاقِبَةُ-পরিণাম ; الَّذِيْنَ-তাদের যারা ছিল ; مِنْ قَبْلِهِمْ-(من+قبل+هم)-তাদের আগে ; وَ-অথচ ; كَانُوْا-তারা (পূর্ববর্তীরা) ছিল ; أَشَدَّ-অনেক বেশী কঠোর ; مِنْهُمْ-(من+هم)-এদের চেয়ে ; قُوَّةً-শক্তির দিক থেকে ; وَ-আর ; مَا كَانَ-এমন নন ; اللّٰهُ-আল্লাহ তো ; لِيُعْجِزَهُ-(ليعجز+ه)-যাতে তাঁকে অক্ষম করে দিতে পারে ; مِنْ شَيْءٍ-কোনো কিছু ; فِي السَّمٰوٰتِ-আসমানে ; وَ-আর ; لَا-না ; فِي الْأَرْضِ-যমীনে ; إِنَّهُ-(ان+ه)-নিশ্চয়ই তিনি ; كَانَ-হলেন ; عَلِيْمًا-সর্বজ্ঞ ; قَدِيْرًا-সর্ব শক্তিমান। (৪৫) وَ-আর ; لَوْ-যদি ; يُؤَاخِذُ-পাকড়াও করতেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; النَّاسَ-মানুষকে ; بِمَا-তার কারণে যা ; كَسَبُوْا-তারা কামাই করেছে ; مَا تَرَكَ-তবে রেহাই দিতেন না ; عَلٰى-ওপর ; ظَهْرِهَا-(ظهر+ها)-তার (যমীনের) পিঠের ;

আয়াতে সামগ্রিক নীতি বর্ণনা করা হয়নি। অধিকাংশ ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করে বলা হয়েছে।

৭৪. অর্থাৎ পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে যারা তাদের নবীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল এবং তাদেরকে এ অপরাধের কারণে আল্লাহ যেমন ধ্বংস ও বরবাদ করে দিয়েছিলেন, এরাও কি সেই পরিণতি দেখার অপেক্ষায় আছে ?

৭৫. অর্থাৎ অতীতের জাতি-গোষ্ঠীগুলো তাদের নবীর প্রতি মিথ্যারোপ করার কারণে তাদের প্রতি শাস্তির যে বিধান জারী হয়েছিল, সে বিধান বাতিল হয়ে যায়নি, আর না তাতে কোনো পরিবর্তন করা হয়েছে।

৭৬. অর্থাৎ আল্লাহ কাউকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করলে শাস্তির সেই আইন জারীর পথে কেউ বাধা সৃষ্টি করে আল্লাহকে তা থেকে বিরত রাখতে পারে এমন কোনো শক্তি কোথাও নেই।

مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ

কোনো একটি প্রাণীকেও কিন্তু তিনি এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দিচ্ছেন ; অতপর তাদের নির্দিষ্ট সেই মেয়াদ যখন এসে পড়বে (জেনে রাখা উচিত) তখন নিশ্চিত

اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا ۝

আল্লাহ হলেন তাঁর বান্দাহদের প্রতি সম্যক দ্রষ্টা।[৭৭]

مِنْ دَابَّةٍ-কোনো একটি প্রাণীকেও ; وَلَٰكِنْ-কিন্তু ; يُؤَخِّرُهُمْ-(يوخر+هم)-তিনি অবকাশ দিচ্ছেন ; إِلَىٰ-পর্যন্ত ; أَجَلٍ-এক মেয়াদ ; مُسَمًّى-নির্দিষ্ট ; فَإِذَا-(ف+اذا)-অতপর যখন ; جَاءَ-এসে পড়বে ; أَجَلُهُمْ-(اجل+هم)-তাদের নির্দিষ্ট সেই মেয়াদ ; فَإِنَّ-(জেনে রাখা উচিত) তখন নিশ্চিত ; اللَّهَ-আল্লাহ ; كَانَ-হলেন ; بِعِبَادِهِ-তাঁর বান্দাহদের প্রতি ; بَصِيرًا-সম্যক দ্রষ্টা।

৭৭. অর্থাৎ অপরাধীদের কর্মকাণ্ডের কারণে আল্লাহ তাদেরকে তাৎক্ষণিক পাকড়াও করে যে শাস্তি দিচ্ছে না, তার অর্থ এটা নয় যে, তিনি এসব দেখছেন না ; বরং তিনি সবই দেখছেন ; তিনি তো তাদেরকে দেয়া অবকাশের মেয়াদ শেষ হওয়ার অপেক্ষায় আছেন, তা শেষ হলেই পাকড়াও করবেন ; তখন একজন অপরাধীও তা থেকে পালিয়ে বাঁচতে পারবে না।

৫ম রুকূ' (৩৮-৪৫ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহর জ্ঞানের বাইরে বিশ্বজগতের কোথাও কিছু নেই। মানুষের মনের গোপন কুটিরে যা বুদবুদের মত উদ্ভূত হয়ে মিলিয়ে যায় তা-ও তিনি জানেন।

২. মানুষ দুনিয়াতে আল্লাহর প্রতিনিধি। এ দায়িত্বে অবহেলা বা দায়িত্বের খেলাফ কাজ করলে বা দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানালে তার জন্য জবাবদিহি করতে হবে।

৩. আল্লাহর দেয়া খিলাফত তথা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন না করলে আল্লাহ রাগান্বিত হন। আর আল্লাহর ক্রোধে পতিত হলে উভয় জাহান বরবাদ হয়ে যাবে।

৪. বিশ্ব জগতের সবকিছুর স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। মুশরিকরা যাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক মনে করে, তাদের কিছুই সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই।

৫. দুনিয়াতে যত প্রকার ধোঁকা বা প্রতারণা রয়েছে, সবচেয়ে বড় প্রতারণা হলো আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করা। অর্থাৎ আল্লাহর অধিকার ও গুণাবলীকে মানুষের সাথে সম্পৃক্ত করা।

৬. আসমান ও যমীনের গতি বা স্থিতি এবং স্বস্থানে অবস্থান একমাত্র আল্লাহর কুদরত তথা ক্ষমতার প্রভাবেই সম্ভব রয়েছে।

৭. আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্তার পক্ষে যখন আসমান-যমীনকে টলে যাওয়া থেকে স্বস্থানে ধরে রাখা সম্ভব নয়, তখন অন্য কোনো সত্তাকে আল্লাহর সমকক্ষ করা সবচেয়ে বড় যুলুম ছাড়া আর কি হতে পারে?

৮. আল্লাহ তা'আলা অত্যন্ত সহনশীল ও ক্ষমাশীল হওয়ার কারণেই শিরকের শাস্তি দেয়ার জন্য তাৎক্ষণিক পাকড়াও করছেন না।

৯. কাফির-মুশরিকদের কসম বিশ্বাসযোগ্য নয় ; কারণ তারা আল্লাহর নামে কসম করে তাঁর নবীর আনুগত্য করার ওয়াদা দিয়েও তা অমান্য করেছে।

১০. আল্লাহর দীনের বিরুদ্ধে যত ষড়যন্ত্রই করা হোক না কেন, সেসব ষড়যন্ত্র অবশেষে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধেই কার্যকর হবে।

১১. আল্লাহর দীনকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে অমান্য করলে অতীতের অমান্যকারী জাতিগুলোর পরিণাম ভোগ করতে হবে।

১২. আল্লাহর কিতাবে ঘোষিত বিধানাবলী শাশ্বত, অপরিবর্তনীয় ও অনড়।

১৩. অতীতের অমান্যকারী জাতিসমূহের ধ্বংসপ্রাপ্ত আবাসভূমি তাদের দুঃখজনক পরিণতির চিহ্ন বহন করে আজো দাঁড়িয়ে আছে। এসব স্থান ভ্রমণের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করা প্রয়োজন।

১৪. অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতিগুলো বর্তমানের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল। তা সত্ত্বেও তারা তাদের পরিণতিকে রোধ করতে পারেনি।

১৫. বর্তমানকালে অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সত্ত্বেও আল্লাহর দীনকে অমান্য করলে তার অশুভ পরিণতি থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না।

১৬. আল্লাহ সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান। তাই তার দীনের বিরোধী শক্তিকে শাস্তিদান থেকে তাঁকে বিরত রাখতে পারে এমন শক্তি কোথাও কারো নেই।

১৭. মানুষের নাফরমানীর ফলে আল্লাহ যদি তাদেরকে তাৎক্ষণিক পাকড়াও করতেন, তাহলে যমীনের ওপর চলাচলকারী একটি প্রাণীও পাকড়াও থেকে রেহাই পেতো না।

১৮. আল্লাহ মানুষকে সংশোধন ও পরিশুদ্ধ হয়ে সৎপথে এগিয়ে আসার একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে রেখেছেন। আর সে অবকাশকাল হলো মৃত্যু পর্যন্ত। সুতরাং মৃত্যুর আগেই আমাদেরকে সৎপথে ফিরে আসতে হবে।

১৯. যেহেতু আমাদের অবকাশকাল কতদিন তা আমাদের জানা নেই, সুতরাং এখনই আমাদের সংশোধনের সময়। প্রত্যেক মানুষকে বর্তমানকেই নিজেকে পরিশুদ্ধ করার যথার্থ সময় বলে ধরে নিয়ে হিদায়াতের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

❒
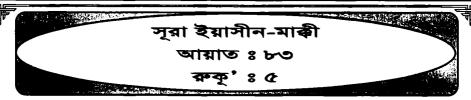
নামকরণ

সূরার শুরুতে দু'অক্ষর বিশিষ্ট শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এটাই এ সূরার প্রসিদ্ধ নাম।

হাদীসে এ সূরার আরও কতিপয় নাম উল্লিখিত হয়েছে, যেমন–

'আযীমা'—যেহেতু পরকাল তথা কিয়ামত ও হাশর-নশর সম্পর্কে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আর পরকালে বিশ্বাসই ঈমানের এমন একটি মূলনীতি যার ওপর মানুষের সকল কাজ ও আচরণের শুদ্ধতা নির্ভরশীল। ঈমানের সুস্থতাও পরকাল বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল।

'মুয়িম্মাহ'—কারণ এ সূরা তার পাঠককে 'আম'ভাবে তথা ব্যাপকভাবে ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ দান করে।

'মুদফি'আহ'—অর্থাৎ এ সূরা তার পাঠকদের বিপদ মসীবত দূর করে।

'ক্বাদিয়াহ'—অর্থাৎ এ সূরা তার পাঠকদের প্রয়োজন মেটায়।

নাযিলের সময়কাল

সূরার আলোচ্য বিষয় থেকে বুঝা যায় যে, সূরাটি রাসূলুল্লাহ সা.-এর মাক্কী জীবনের মাঝামাঝি বা শেষ পর্যায়ে নাযিল হয়েছে।

আলোচ্য বিষয়

সূরা ইয়াসীনে মূলতঃ তিনটি বিষয়ে বিশ্ব-জাহানে ছড়িয়ে থাকা নিদর্শনাবলী ও সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে আলোচনা করা হয়েছে। সেই তিনটি বিষয় হলো তাওহীদ, আখিরাত ও মুহাম্মদ স.-এর রিসালাতের সত্যতা। বিশ্ব-জগতের নিদর্শনাবলী ও সাধারণ মানব-বুদ্ধির সাহায্যে তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদকে সপ্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। একইভাবে আখিরাতের সত্যতার প্রমাণ দেয়া হয়েছে। অতপর মুহাম্মদ স.-এর নবুওয়তের সত্যতার প্রমাণ দেয়া হয়েছে তাঁর নিঃস্বার্থভাবে যুলম-নির্যাতন সহ্য করা এবং তাঁর যুক্তিসংগত দাওয়াতের ভিত্তিতে। তিনি মানব জাতিকে যে বিষয়ের দিকে দাওয়াত দিচ্ছেন তা যথার্থ ও যুক্তিসংগত এবং তা গ্রহণ করে নেয়ার মধ্যেই রয়েছে মানব জাতির কল্যাণ।

অতপর অত্যন্ত জোর দিয়ে কাফিরদেরকে ভীতি প্রদর্শন ও সতর্ক করা হয়েছে, যাতে তাদের মনের তালা খুলে যায় এবং কোনো কাফির-ই ঈমানের আলো থেকে বঞ্চিত থেকে না যায়।

সূরা ফাতিহা-কে যেমন 'উম্মুল কুরআন' তথা কুরআনের মূল বলা হয়, কারণ সূরা ফাতিহার মধ্যে কুরআন মাজীদের সারসংক্ষেপ রয়েছে ; তেমনি সূরা ইয়াসীনকে কুরআনের 'কালব' বা হৃদয় বলা হয়। কারণ কুরআনের দাওয়াতকে এ সূরায় অত্যন্ত বলিষ্ঠতা সহকারে পেশ করা হয়েছে।

সূরার কিছু বৈশিষ্ট্য

মৃত্যুপথ যাত্রীর কাছে এ সূরা পাঠ করলে তার ঈমান সতেজ হয় এবং মৃত্যু সহজ হয় ; কেননা তার সামনে আখিরাতের চিত্র ভেসে উঠে, সে বুঝতে পারে তার জীবনের মনযিল আর কতদূর। অবশ্য পুরোপুরি এ কল্যাণ লাভের জন্য আরবী না জানা লোকের সামনে মূল আরবী তিলাওয়াতের সাথে সাথে তার অনুবাদও শুনিয়ে দেয়া উচিত। এতে করে তাকে আখিরাত সম্পর্কে উপদেশ দান ও তা স্মরণ করিয়ে দেয়ার পরিপূর্ণ হক আদায় হয়ে যায়।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. বলেন, কোনো অভাবী ব্যক্তি যদি অভাব-অনটনের বেলায় ইখলাসের সাথে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে, তার অভাব-অনটন দূর যায়।–(মাযহারী)

ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর বলেন, যে ব্যক্তি এ সূরা সকালে পাঠ করবে, সে সন্ধ্যা পর্যন্ত সুখে-শান্তিতে থাকবে, আর যে ব্যক্তি সন্ধ্যায় পাঠ করবে, সে সকাল পর্যন্ত শান্তিতে থাকবে।–(মাযহারী)
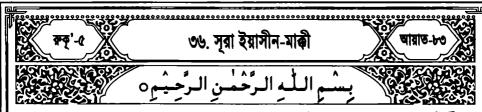
❐

রুকূ'-৫ ৩৬. সূরা ইয়াসীন-মাক্কী আয়াত-৮৩

يٰسٓ ۝١ وَالْقُرْاٰنِ الْحَكِيْمِ ۝٢ اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝٣ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝٤

১. ইয়া–সীন[১]। ২. বিজ্ঞানময় কুরআনের কসম। ৩. আপনি অবশ্যই প্রেরিত রাসূলদের শামিল[২]। ৪. সরল-সঠিক পথের ওপর।

تَنْزِيْلَ الْعَزِيْزِ الرَّحِيْمِ ۝٥ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّآ اُنْذِرَ اٰبَآؤُهُمْ فَهُمْ غٰفِلُوْنَ ۝٦

৫. (এ কুরআন) প্রবল-প্রতাপশালী পরম দয়ালু সত্তার নাযিলকৃত[৩]। ৬. যাতে আপনি সতর্ক করে দেন এমন একটি জাতিকে যাদের বাপ-দাদাকে সতর্ক করা হয়নি, ফলে তারা গাফিল হয়ে গেছে[৪]।

①يٰسٓ-ইয়া-সীন (এর অর্থ আল্লাহ-ই ভাল জানেন)।②وَ-কসম ; الْقُرْاٰنِ-কুরআনের; الْحَكِيْمِ-বিজ্ঞানময়।③ اِنَّكَ-(ان+ك)-আপনি অবশ্যই ; لَمِنَ-শামিল ; الْمُرْسَلِيْنَ-প্রেরিত রাসূলদের।④عَلٰى-ওপর ; صِرَاطٍ-পথের ; مُّسْتَقِيْمٍ-সরল-সঠিক।⑤تَنْزِيْلَ-(এ কুরআন) নাযিলকৃত ; الْعَزِيْزِ-প্রবল-প্রতাপশালী সত্তার ; الرَّحِيْمِ-পরম দয়ালু।⑥ لِتُنْذِرَ-যাতে আপনি সতর্ক করে দেন ; قَوْمًا-এমন একটি জাতিকে ; مَّآ اُنْذِرَ-সতর্ক করা হয়নি.; اٰبَآؤُهُمْ-(ابا ء+هم)-যাদের বাপ-দাদাকে ; فَهُمْ-(ف+هم)-ফলে তারা ; غٰفِلُوْنَ-গাফিল হয়ে গেছে।

১. 'ইয়াসীন' একটি খণ্ডবাক্য। এর অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আহকামুল কুরআনে ইমাম মালেকের উক্তি উল্লিখিত হয়েছে যে, এটা আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নাম। অন্য রেওয়ায়াতে আছে যে, এটা আবিসিনীয় শব্দ, এর অর্থ 'হে মানুষ'। এর দ্বারা নবী করীম স.-কে বোঝানো হয়েছে। হযরত ইবনে যুবায়ের রা. বলেন—ইয়াসীন' রাসূলুল্লাহ স.-এর নাম।

২. অর্থাৎ যারা আপনার নবুওয়াতকে মিথ্যা সাব্যস্ত করছে, তারা ভুল করছে ; আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। একথার ওপর কুরআন মাজীদের কসম করা হয়েছে এবং কুরআন মাজীদের গুণ বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, 'বিজ্ঞানময় কুরআনের কসম' এর অর্থ বিজ্ঞানময় কুরআন আপনার নবুওয়াতের সত্যতার পক্ষে এক বলিষ্ঠ সাক্ষী। কারণ এ ধরনের বিজ্ঞানময় কিতাব কোনো মানুষ রচনা করতে পারে না। যারা রাসূলকে জানতো তারা অবশ্যই মেনে নিতে বাধ্য যে, এ কিতাব রচনা করা তাঁর পক্ষে কোনো মতেই সম্ভব নয়। অথবা এ কিতাব তিনি অন্য কারো নিকট থেকে শিখে এসে তা মানুষকে শোনাচ্ছেন—এটাও তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। যেহেতু এটা মানুষের রচিত নয়, তাই এটা যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর পদ্ধতিতে নাযিলকৃত। আর যার ওপর আল্লাহ

এ কিতাব নাযিল করেছেন, তিনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল। কেননা রাসূল ছাড়া অন্য কারো ওপর ওহী নাযিল হতে পারে না।

৩. অর্থাৎ এ কুরআন প্রবল-প্রতাপশালী বিশ্ব-জাহানের মালিক আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। সুতরাং এটাকে অমান্য করলে কোনো ক্ষতি হবে না—এমন মনে করার কোনো সুযোগ নেই। তিনি অবশ্যই তাঁর ফায়সালা করার শক্তি-ক্ষমতা রাখেন। অতএব এ কিতাবকে অমান্য করলে তিনি অবশ্যই পাকড়াও করবেন ; তাঁর পাকড়াও থেকে রেহাই পাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

তবে তিনি অবশ্যই 'পরম দয়ালু'। তিনি মানুষের প্রতি পরম দয়া পরবশ হয়ে রাসূল ও কিতাব পাঠিয়েছেন, যাতে মানুষ পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্তি লাভ করে হিদায়াতের পথে তথা সরল-সঠিক পথে চলতে পারে এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা লাভ করতে পারে।

৪. অর্থাৎ এমন জাতিকে আপনি সতর্ক করে দিন যাদের মধ্যে নিকট অতীতে কোনো সতর্ককারী আসেনি এবং তাদের নিকট অতীতের পূর্ব-পুরুষদের সতর্ক করা হয়নি। ফলে তারা গাফিল হয়ে গেছে। কারণ দূর অতীতে তাদের মধ্যে ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ. এসেছিলেন। নিকট অতীতে আরববাসীদের মধ্যে কোনো নবী না আসলেও দীনের প্রচারকার্য কখনো থেমে থাকেনি। কুরআন মাজীদে অন্যত্র একথাটি উল্লিখিত হয়েছে এভাবে যে, এমন কোনো জাতি অতীতে অতিবাহিত হয়নি যাদের মধ্যে কোনো সতর্ককারী আসেনি।

আর এ আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে যে, আপনি এমন একটি জাতিকে সতর্ক করে দেন যাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল ; কারণ তারা গাফলতিতে ডুবে ছিল। এ অর্থের আলোকে 'পূর্ব পুরুষ' দ্বারা দূর অতীতের পূর্বপুরুষ বুঝাবে, কারণ দূর অতীতে তাদের মধ্যে অনেক নবী এসেছিলেন।

এখানে কারো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, তৎকালীন আরব জাতির পূর্বেকার লোকেরা যখন এমন একটি যুগ অতিক্রম করেছিল যে যুগে কোনো নবী-রাসূল আসেনি। সুতরাং তাদেরকে তাদের গুমরাহীর জন্য কেন দায়ী করা হবে ? এ প্রশ্নের জবাবে বলা যায় যে, কোনো নবী দুনিয়াতে আসলে তাঁর দাওয়াত ও শিক্ষার প্রভাব দূর-দূরান্তে প্রসার লাভ করে। এ প্রভাব যতদিন সতেজ থাকে এবং নবীর অনুসারী উম্মতের মধ্যে তাঁর হিদায়াতের মশালবাহী একদল লোক দীনের দাওয়াত দিয়ে যেতে থাকে, সে সময়কে হিদায়াত বিহীন অবস্থা বলা যায় না। অতপর যখন নবীর শিক্ষা ও দাওয়াতের প্রভাব একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় বা একেবারে বিকৃত হয়ে যায়, তখন আল্লাহ তা'আলা নবী পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা মনে করেন এবং নতুন নবী পাঠান। রাসূলুল্লাহ স.-এর আগে আরবে হযরত ইবরাহীম, ইসমাঈল, শুআইব, মূসা ও ঈসা আ. প্রমুখ নবীর শিক্ষা চারিদিকে ছড়িয়ে ছিল। তা ছাড়া তাদের মধ্যেও মাঝে মাঝে এমন লোকের আবির্ভাব হতো বা অন্যত্র থেকে আগমন ঘটতো যারা নবীদের শিক্ষাকে পুনর্জীবিত করে তুলতেন। অতপর যখন এ পুনর্জীবিত শিক্ষা ও বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং মূল শিক্ষা বিকৃত হয়ে যায় তখনই আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ স.-কে নবী হিসেবে পাঠান। অতপর আল্লাহ তাঁর হিদায়াত ও

⑦ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰۤى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑧ اِنَّا جَعَلْنَا فِیْۤ اَعْنَاقِهِمْ

৭. নিঃসন্দেহে তাদের অধিকাংশের ব্যাপারে (আল্লাহর) বাণী অবধারিত হয়ে গেছে, সুতরাং তারা ঈমান আনবে না[৫]। ৮. আমি অবশ্যই তাদের গলায় পরিয়ে দিয়েছি

اَغْلٰلًا فَهِیَ اِلَى الْاَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ ⑨ وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَیْنِ اَیْدِیْهِمْ

বেড়ী এবং তা তাদের চিবুক পর্যন্ত (পৌঁছে গেছে), ফলে তারা ঊর্ধমুখী হয়ে আছে[৬]। ৯. আর আমি তাদের সামনে স্থাপন করে দিয়েছি

سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَیْنٰهُمْ فَهُمْ لَا یُبْصِرُوْنَ ⑩ وَسَوَآءٌ عَلَیْهِمْ

দেয়াল আর তাদের পেছনেও দেয়াল এবং তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি ফলে তারা দেখতে পারছে না[৭]। ১০. আর তাদের পক্ষে (উভয়ই) সমান—

⑦ لَقَدْ حَقَّ-নিঃসন্দেহে অবধারিত হয়ে গেছে ; الْقَوْلُ-(আল্লাহর) বাণী ; عَلٰى- ব্যাপারে ; اَكْثَرِهِمْ-(اكثر+هم)-তাদের অধিকাংশের ; فَهُمْ-সুতরাং তারা ; لَا يُؤْمِنُوْنَ-ঈমান আনবে না। ⑧ اِنَّا-আমি অবশ্যই ; جَعَلْنَا-পরিয়ে দিয়েছি ; فِیْۤ اَعْنَاقِهِمْ-(فی+اعناق+هم)-তাদের গলায় ; اَغْلٰلًا-বেড়ী ; فَهِیَ-(ف+هی)-এবং তা ; اِلَى- পর্যন্ত (পৌঁছে গেছে) ; الْاَذْقَانِ-চিবুক ; فَهُمْ-(ف+هم)-ফলে তারা ; مُّقْمَحُوْنَ- ঊর্ধমুখী হয়ে আছে। ⑨ وَ-আর ; جَعَلْنَا-আমি স্থাপন করে দিয়েছি ; مِنْۢ بَیْنِ اَیْدِیْهِمْ-তাদের সামনে ; سَدًّا-দেয়াল ; وَّ-এবং ; مِنْ خَلْفِهِمْ-(من+خلف+هم)-তাদের পেছনে ; سَدًّا-দেয়াল ; فَاَغْشَیْنٰهُمْ-(ف+اغشینا+هم)-এবং তাদেরকে ঢেকে দিয়েছি ; فَهُمْ-ফলে তারা ; لَا یُبْصِرُوْنَ-দেখতে পারছে না। ⑩ وَ-আর ; سَوَآءٌ- (উভয়ই) সমান ; عَلَیْهِمْ-তাদের পক্ষে ;

শিক্ষাকে বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করার জন্য এমন সব ব্যবস্থা করেন, যার ফলে তা কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে। কেননা তিনিই শেষ নবী। দুনিয়াতে আর কোনো নবী আসবে না।

৫. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা ঈমান ও কুফর এবং জান্নাত ও জাহান্নাম উভয় রাস্তা দেখিয়ে দেয়ার জন্য রাসূল ও কিতাব পাঠিয়েছেন। ভালো মন্দ বিবেচনা করে যে কোনো রাস্তা অবলম্বন করার ক্ষমতা দিয়েছেন ; অতপর যে হতভাগা আল্লাহর অগণিত নিদর্শনাবলী সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে না, নবী-রাসূলের দাওয়াতের প্রতিও কর্ণপাত করে না এবং আল্লাহর কিতাব সম্পর্কেও চিন্তা করে না, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সে পথেরই উপকরণ সংগ্রহ করে দেন যে পথ সে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করে নেয়। তাদের ভুল পথ নির্বাচনের কারণেই তাদের জন্য শাস্তির বাণী অবধারিত হয়ে গেছে।

৬. তাদের গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দেয়া হয়েছে অর্থাৎ তাদের হঠকারিতা তাদেরকে ঊর্ধমুখী করেছে। গলায় বেড়ি পরা অবস্থায় যেমন নিচের দিকে কেউ তাকাতে পারে

ءَاَنْذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ⑩ اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ

আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা সতর্ক না করুন, তারা ঈমান আনবে না[৮]।

১১. আপনি তো শুধুমাত্র তাকেই সতর্ক করতে পারেন, যে মেনে চলে

الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمٰنَ بِالْغَيْبِ ۚ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَّاَجْرٍ كَرِيْمٍ

উপদেশ এবং ভয় করে দয়াময় (আল্লাহ)-কে না দেখেও ; অতএব, আপনি তাকে ক্ষমা ও উত্তম পুরস্কারের সুসংবাদ দিন।

اِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتٰى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوْا وَاٰثَارَهُمْ ۫ ⑫

১২. নিশ্চয়ই আমি জীবিত করি মৃতদেরকে আর আমি লিখে রাখছি যা কিছু তারা আগে পাঠিয়েছে এবং তাদের পেছনে ফেলে আসা ইতিহাস[৯] ;

ءَ اَنْذَرْتَهُمْ-(ءَ+انذرت+هم)-আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন ; اَمْ-বা ; لَمْ تُنْذِرْهُمْ-সতর্ক না করুন ; لَا يُؤْمِنُوْنَ-তারা ঈমান আনবে না। ⑪ اِنَّمَا-শুধুমাত্র ; تُنْذِرُ-আপনি সতর্ক করতে পারেন ; مَنِ-তাকেই, যে ; اتَّبَعَ-মেনে চলে ; الذِّكْرَ-উপদেশ ; وَ-এবং ; خَشِيَ-ভয় করে ; الرَّحْمٰنَ-দয়াময় (আল্লাহ)-কে ; بِالْغَيْبِ-না দেখেও ; فَبَشِّرْهُ-(ف+بشر+ه)-অতএব আপনি সুসংবাদ দিন তাকে ; بِمَغْفِرَةٍ-ক্ষমা ; وَ-ও ; اَجْرٍ-পুরস্কারের ; كَرِيْمٍ-উত্তম। ⑫ اِنَّا نَحْنُ-নিশ্চয় আমি ; نُحْيِ-জীবিত করি ; الْمَوْتٰى-মৃতদেরকে ; وَ-আর ; نَكْتُبُ-আমি লিখে রাখছি ; مَا-যা কিছু ; قَدَّمُوْا-তারা আগে পাঠিয়েছে ; وَ-এবং ; اٰثَارَهُمْ-(اثار+هم)-তাদের পেছনে ফেলে আসা ইতিহাস ;

না, তেমনি হঠকারিতা বশত তারাও অহংকারী হয়ে পড়েছে, তাই উজ্জ্বল সত্য তাদের সামনে থাকা সত্ত্বেও তারা সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করছে না।

৭. অর্থাৎ তাদের সামনে-পেছনে হঠকারিতা ও অহংকারের দেয়াল দাঁড় করিয়ে দেয়া হয়েছে। যার ফলে তারা পেছনের ইতিহাস থেকে যেমন কোনো শিক্ষা গ্রহণ করে না, তেমনি সামনের পরিণাম সম্পর্কেও তারা চিন্তা করে না। তাদের স্বার্থপ্রীতি তাদের চোখের ওপর পর্দা টেনে দিয়েছে, ফলে প্রত্যেক সুস্থ বোধ সম্পন্ন মানুষ সুস্পষ্ট সত্য দেখতে পায়, তারা তা দেখতে পায় না।

৮. অর্থাৎ আপনার দাওয়াত সাধারণভাবে সকল মানুষের কাছে পৌঁছতে হবে। এর মধ্যে কিছু লোক পাওয়া যাবে, যারা অহংকার ও বিদ্বেষবশত আপনার দাওয়াতকে অস্বীকার করবে এবং হঠকারি হয়ে বিরোধিতা করে যাবে। এ জাতীয় লোকের পেছনে লেগে থাকার প্রয়োজন নেই। আর এদের আচরণে দুঃখ পাওয়ার কারণ নেই। মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে, যারা আপনার উপদেশ গ্রহণ করবে এবং আল্লাহকে ভয় করে সরল সঠিক পথে চলবে। আপনি এমন লোকদেরকেই খুঁজে বের করে তাদের পেছনেই সময় ও শ্রম ব্যয় করবেন।

وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَٰهُ فِىٓ إِمَامٍ مُّبِينٍ ○

আর প্রত্যেকটি বিষয়—আমি তাকে একটি সুস্পষ্ট কিতাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি।

وَ-আর ; كُلَّ-প্রত্যেকটি ; شَيْءٍ-বিষয় ; أَحْصَيْنَٰهُ-(احصين+ه)-আমি তাকে সংরক্ষণ করে রেখেছি ; فِىٓ اِمَامٍ-একটি কিতাবে ; مُّبِينٍ-সুস্পষ্ট।

৯. অর্থাৎ আমি তাদের সেসব কর্ম লিপিবদ্ধ করবো, যা তারা পূর্বে পাঠিয়েছে। এর দ্বারা ইংগীত করা হয়েছে যে, মানুষ দুনিয়াতে ভালো-মন্দ যেসব কাজ করে, তা দুনিয়াতেই শেষ হয়ে যায় না ; বরং সেসব কর্ম তাদের ভবিষ্যত জীবনের সম্বল হয়ে মৃত্যুর আগেই আল্লাহর দরবারে পৌঁছে যায়, যা আখিরাতে পাওয়া যাবে।

মানুষের নামায়ে আমল তথা ভাল-মন্দ কর্মের ইতিহাস তিন প্রকারে লিপিবদ্ধ হবে। প্রথমত, মানুষ ভালো-মন্দ যে কাজই করুক না কেন তা আল্লাহর দফতরে লিখে নেয়া হয়। দ্বিতীয়ত, এসব কাজের যে প্রভাব তার নিজের ওপর এবং তার চারপাশের পরিবেশের ওপর পড়ে, তাও প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে এবং একসময় তার সামনে ভেসে উঠবে তার সচিত্র প্রতিবেদন, তার কানে তার নিজের আওয়াজ শোনা যাবে, তার নিয়ত ও ইচ্ছা-সংকল্প তার নিজের মানসপটে লিখিত আকারে ভেসে উঠবে। এমনকি তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যাবতীয় তৎপরতার ছবিও তার সামনে পরিষ্কারভাবে ভেসে উঠবে। তৃতীয়ত, তার ভালো বা মন্দ সকল কাজের ভালো বা মন্দ প্রতিক্রিয়া যা তার পরবর্তী প্রজন্মের ওপর তার সমাজ ও জাতির ওপর হয়েছে এবং তার প্রভাব যতদিন পর্যন্ত থাকবে, যতদিন তার প্রতিফল দুনিয়াতে থাকবে ততদিন তার আমলনামায় যোগ হতে থাকবে। এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো উত্তম প্রথা প্রবর্তন করে তার জন্য রয়েছে তার সাওয়াব এবং যত মানুষ এ প্রথার ওপর আমল করবে তাদের সাওয়াব—অথচ পালনকারীদের সাওয়াব মোটেও হ্রাস করা হবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি কোনো মন্দ প্রথা চালু করবে, সে তার গুনাহ তো ভোগ করবেই তার সাথে যত মানুষ সেই মন্দ প্রথা আমল করবে, তাদের গুনাহ-ও তার আমলনামায় লিখিত হবে—অথচ পালনকারীদের গুনাহ হ্রাস করা হবে না।-(ইবনে কাসীর)

১ম রুকূ' (১-১২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মুহাম্মদ স. যে আল্লাহর সত্য রাসূল তার প্রমাণ আল-কুরআন। কারণ কুরআন মাজীদ যে আল্লাহর বাণী কোনো মানুষের রচিত নয়—এটা সুপ্রতিষ্ঠিত। অতএব যার ওপর এ মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, তিনি অবশ্যই আল্লাহর রাসূল।

২. যেহেতু তিনি আল্লাহর রাসূল তাই অবশ্যই তিনি সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাঁর দেখানো পথই মানুষের জন্য অনুসরণীয়।

৩. মানুষকে সঠিক পথে আনার জন্য এ কুরআনে বর্ণিত বিধান-ই সর্বোত্তম বিধান। কারণ এ কুরআন প্রবল প্রতাপশালী ও পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।

৪. আল্লাহ তাঁর কিতাব অমান্যকারীদের পাকড়াও করে শাস্তি দিতে সক্ষম ; কেননা তিনি প্রবল প্রতাপশালী।

৫. আল্লাহ মানুষকে পথ দেখানোর জন্য রাসূল ও কিতাব পাঠিয়েছেন। এটা তাঁর পরম দয়ালু হওয়ার পরিচয়।

৬. সকল যুগেই নবী-রাসূলদের সরাসরি শিক্ষা বা তাঁদের সক্রিয় অনুসারীদের মাধ্যমে প্রচারিত শিক্ষা বিরাজমান ছিল।

৭. নবীদের শিক্ষা থেকে যখনই কোনো জাতির অধিকাংশ লোক গাফিল হয়ে গেছে, তখনই আল্লাহ তাদেরকে সতর্ক করার জন্য নবী পাঠিয়েছেন।

৮. আল্লাহর কিতাব ও নবী-রাসূলদের প্রদর্শিত সুস্পষ্ট হিদায়াত বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যারা সে পথে চলতে অনিচ্ছুক এবং তারা অন্যায় ও বিদ্রোহের পথেই এগিয়ে যায়। আল্লাহ তখন তাদের জন্য সে পথে চলা সহজ করে দেন। সত্যের পথ তাদের রুদ্ধ হয়ে যায়।

৯. অহংকার ও স্বার্থপ্রীতি মানুষকে হিদায়াতের পথে চলতে বাধা সৃষ্টি করে, ফলে তাদের মধ্যে হিদায়াত গ্রহণের কোনো যোগ্যতা-ই অবশিষ্ট থাকে না। হিদায়াত পেতে চাইলে অহংকার ও স্বার্থপ্রীতি ত্যাগ করতে হবে।

১০. অহংকার ও স্বার্থ প্রিয় লোকদের পেছনে বেশী সময় ব্যয় করা 'দায়ী'-দের জন্য সমিচীন নয়।

১১. যারা আল্লাহ ও রাসূলের কথা শুনতে আগ্রহী তাদের প্রতি মনোযেগ দেয়া দীনের প্রতি আহ্বানকারী 'দায়ী'-দের কর্তব্য।

১২. যারা দীনের কথা শুনতে আগ্রহী এবং আল্লাহকে না দেখেও শুধুমাত্র তাঁর কুদরতের অসংখ্য নিদর্শন দেখে তাঁকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও উত্তম পুরস্কার।

১৩. আল্লাহ মানুষকে পুনর্জীবন দান করবেন এবং তাঁর নিকট সংরক্ষিত এ দুনিয়ার সকল কর্মকাণ্ডের নির্ভুল সচিত্র প্রতিবেদন মানুষের সামনে পেশ করা হবে।

১৪. মানুষের সকল কর্মতৎপরতার নির্ভুল প্রতিবেদন আল্লাহর নিকট সংরক্ষিত রয়েছে, যা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ সেদিন থাকবে না।

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-১
আয়াত সংখ্যা-২০

⑬ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ ۘ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۚ

১৩. আর আপনি তাদের কাছে উদাহরণ স্বরূপ সেই জনপদের অধিবাসীদের কথা বর্ণনা করুন—যখন তাদের কাছে এসেছিলেন কয়েকজন রাসূল।[১০]

⑭ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا

১৪. যখন আমি তাদের কাছে দু'জন (রাসূল)-কে পাঠিয়েছিলাম, তখন তারা তাঁদেরকে (রাসূলদেরকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ; তারপর আমি (তাদেরকে) শক্তিশালী করলাম তৃতীয় জন দ্বারা। তখন তাঁরা বললেন—

⑬ وَ-আর ; اضْرِبْ-আপনি বর্ণনা করুন ; لَهُمْ-তাদের কাছে ; مَثَلًا-উদাহরণ স্বরূপ; أَصْحٰبَ-অধিবাসীদের কথা ; الْقَرْيَةِ-সেই জনপদের ; إِذْ-যখন ; جَاءَهَا-(جاء+ها)-তাদের কাছে এসেছিলেন ; الْمُرْسَلُونَ-কয়েকজন রাসূল। ⑭ إِذْ-যখন ; أَرْسَلْنَا-আমি পাঠিয়েছিলাম ; إِلَيْهِمُ-(الى+هم)-তাদের কাছে ; اثْنَيْنِ-দু'জন (রাসূল)-কে ; فَكَذَّبُوهُمَا-(ف+كذبوا+هما)-তখন তারা তাদেরকে (রাসূলদেরকে) মিথ্যা সাব্যস্ত করেছিল ; فَعَزَّزْنَا-(ف+عززنا)-তারপর আমি শক্তিশালী করলাম (তাদেরকে) ; بِثَالِثٍ-(ب+ثالث)-তৃতীয় জন দ্বারা ; فَقَالُوا-(ف+قالوا)-তখন তাঁরা বললেন ;

১০. অর্থাৎ আপনি কাফিরদেরকে অতীতের এ ঘটনাটি দৃষ্টান্ত হিসেবে শোনান। কুরআন মাজীদে বা রাসূলুল্লাহ স.-এর হাদীস থেকে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার স্থান ও প্রেরিত রাসূলদের নাম জানা যায় না। তাছাড়া এ ঘটনা কোন যুগে সংঘটিত হয়েছিল তা-ও কুরআন-হাদীস থেকে জানা যায় না। তবে তাফসীরকারদের সাধারণ মত হলো ঘটনাটি হযরত ঈসা আ.-এর সময়কার ঘটনা। আর এখানে যে রাসূলদের কথা বলা হয়েছে তাঁরা ছিলেন ঈসা আ. কর্তৃক প্রেরিত রাসূল বা প্রতিনিধি। ঈসা আ. তাঁদেরকে বর্তমান সিরিয়ার ইন্তাকিয়া শহরে খৃস্টধর্ম প্রচারের জন্য পাঠিয়েছিলেন। বর্ণিত এ ঘটনায় উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের নামও উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে এটার ভিত্তি পাওয়া যায় না এবং খৃস্টানদের কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনাতেও এর সমর্থন মেলে না।

কুরআন ও হাদীসে যেহেতু উল্লিখিত জনপদ, রাসূলদের নাম এবং ঘটনার সময়কাল সম্পর্কে উল্লিখিত হয়নি, সুতরাং বুঝা যায় যে, ঘটনা বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য এখানে ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞানদান নয় ; বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে কুরাইশদেরকে এ বলে সতর্ক করা যে, সত্য অস্বীকারের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। এই জনপদের অধিবাসীরা আল্লাহর প্রেরিত

إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا ۙ وَمَا أَنْزَلَ

'আমরা অবশ্যই তোমাদের কাছে প্রেরিত রাসূল।' ১৫. তারা বললো—'তোমরা তো আমাদের মতো মানুষ ছাড়া কিছু নও ;[১১] এবং নাযিল করেননি

اِنَّا-আমরা অবশ্যই ; اِلَيْكُمْ-তোমাদের কাছে ; مُرْسَلُوْنَ-প্রেরিত রাসূল। ⑮ قَالُوْا-তারা বললো ; مَآ-কিছু নও ; اَنْتُمْ-তোমরা ; اِلَّا-ছাড়া ; بَشَرٌ-মানুষ ; مِثْلُنَا-(مثل+نا)-আমাদের মতো ; وَ-এবং ; مَآ اَنْزَلَ-নাযিল করেননি ;

রাসূলদের সাথে যে আচরণ করেছিল এবং তার ফলে তাদেরকে যে পরিণতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল তোমাদের আচরণও যেহেতু সেই জনপদবাসীদের মতোই দেখা যাচ্ছে সুতরাং তোমাদের বেলায়ও ভিন্ন ফলাফল হবে না।

১১. আয়াতে 'রাসূল' শব্দটি উল্লিখিত হওয়ার কারণে মুফাস্‌সিরীনে কিরাম তিনজনকেই আল্লাহ প্রেরিত রাসূল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁরা তাঁদের নামও উল্লেখ করেছেন যে, তাঁদের নাম ছিল সাদিক, সদূক ও শালূম। মতান্তরে তৃতীয় জনের নাম 'শামউন' বলে উল্লিখিত হয়েছে।–(ইবনে কাসীর)

উল্লিখিত জনপদের লোকেরা যেমন রাসূলদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে তাঁদেরকে বলেছিল যে, তোমরা যেহেতু আমাদের মতো মানুষ, তাই তোমাদেরকে আল্লাহ প্রেরিত 'রাসূল' বলে মেনে নেয়া যায় না—একইভাবে মক্কার কুরাইশ—কাফিররাও মুহাম্মদ স.-কে বলেছিল যে, মুহাম্মদ স. যেহেতু একজন মানুষ তাই তিনি রাসূল হতে পারেন না। কুরআন মাজীদে কাফিরদের সেই আপত্তি উল্লিখিত হয়েছে—সূরা আল ফুরকানের ৭ আয়াতে বলা হয়েছে—"তারা বলে এ কেমন রাসূল, যে খাওয়া-দাওয়া করে এবং বাজারে চলাফেরাও করে।"

সূরা আল আম্বিয়ার ৩ আয়াতে বলা হয়েছে—"যালিমরা গোপন-পরামর্শ করে যে, সেতো তোমাদের মতোই একজন মানুষ, এরপরও তোমরা দেখেশুনে যাদুর কবলে পড়বে?"

কুরআন মাজীদ এ ভুল ধারণার প্রতিবাদ করে বলেছে যে, এ ধারণা নতুন কিছু নয়, অতীতেও কাফিররা এ ধরনের কথাই বলতো। তারা বলতো যে, মানুষ কখনো রাসূল হতে পারে না, আর রাসূল কখনো মানুষ হতে পারে না। হযরত নূহ আ.-এর কাওমের সরদার তাঁর নবুওয়াত অস্বীকার করে যা বলেছিল তা কুরআন মাজীদের সূরা আল মু'মিনূন-এর ২৪ আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে—"অতপর তাঁর কওমের কাফির সরদাররা বললো—এ ব্যক্তি তো তোমাদের মতো মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নয়, সে তোমাদের ওপর মর্যাদাবান হতে চায়, আর আল্লাহ যদি রাসূল পাঠাতে চাইতেন, তবে তিনি অবশ্যই একজন ফেরেশতা পাঠাতেন ; আমরা তো আমাদের পূর্ব-পুরুষদের থেকে এমন কথা শুনিনি।"

হযরত সালেহ আ.-এর জাতিও একই কথা বলেছে। সূরা আল ক্বামারের ২৪ আয়াতে তাদের কথা উল্লিখিত হয়েছে—"আমরা কি আমাদের মধ্যকার একজন মানুষের আনুগত্য করবো"।

সকল নবী-রাসূলের সাথেই এরূপ আচরণ করা হয়েছে। তাঁদের অমান্যকারীরাই তাঁদেরকে বলেছে—"তুমি তো আমাদের মতো মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নও।"

নবী-রাসূলগণ তাদের আপত্তির জবাবে যা বলেছে তা-ও কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে। সূরা ইবরাহীম-এর ১১ আয়াতে বলা হয়েছে—"আমরা তো তোমাদের মতো মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নই, তবে আল্লাহ তাঁর বান্দাহদের মধ্যে যাকে চান তার ওপর অনুগ্রহ করেন।"

সূরা আত তাগাবুন-এর ৫ ও ৬ আয়াতে বলা হয়েছে—"তোমাদের কাছে তাদের খবর পৌঁছেনি, যারা ইতিপূর্বে কুফরী করেছিল, ফলে তারা তাদের কাজের মন্দ ফল ভোগ করেছিল, পরে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। এটা এজন্য যে, তাদের নিকট রাসূলগণ সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসার পরও তারা বলেছিল—'মানুষ কি আমাদের পথ দেখাবে' ! (এ বলে) তারা অস্বীকার করলো ও মুখ ফিরিয়ে নিল।"

সূরা বনী ইসরাঈলের ৯৪ আয়াতে বলা হয়েছে—"যখন তাদের কাছ হিদায়াত এসে গেলো, তখন লোকদেরকে ঈমান আনা থেকে এ ছাড়া আর কিছুই বাধা দেয়নি যে, তারা বললো—'আল্লাহ কি মানুষকে রাসূল করে পাঠিয়েছেন' ?"

কুরআন মাজীদ অতপর বলেছে যে, আল্লাহ তো চিরকালই মানুষকে রাসূল হিসেবে পাঠিয়েছেন। মানুষের হিদায়াতের জন্য মানুষই হতে পারে, এ জন্য ফেরেশতা বা অন্য কোনো উচ্চতর সত্তা এ দায়িত্ব পালন করার উপযোগী নয়।

সূরা আম্বিয়া'র ৭ থেকে ৮ আয়াতে বলা হয়েছে—"আর আমি আপনার আগে মানুষ ছাড়া কাউকেই রাসূল হিসেবে পাঠাইনি। যাদের কাছে আমি ওহী পাঠাতাম, তোমরা যদি তা জেনে না থাক, তাহলে জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখো। আর তাদেরকে আমি এমন দেহ বিশিষ্ট করিনি যে, তারা খাদ্য গ্রহণ করতো না এবং তারা চিরকাল জীবিতও ছিল না।"

সূরা আল ফুরকানে ২০ আয়াতে বলা হয়েছে—"আর আপনার আগে আমি এমন কোনো রাসূল পাঠাইনি যে, তারা খাদ্য গ্রহণ করতো না এবং হাটে-বাজারে চলা-ফেরা করতো না।"

সূরা বনী ইসরাঈলের ৯৫ আয়াতে বলা হয়েছে—"আপনি বলে দিন যে, ফেরেশতারা যদি দুনিয়াতে নিশ্চিন্তে চলা ফেরা করতেন, তবে অবশ্যই আমি ফেরেশতাদেরকেই তাদের কাছে রাসূল করে পাঠাতাম।"

الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ ۙ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُوْنَ ⑮ قَالُوْا رَبُّنَا يَعْلَمُ

দয়াময় আল্লাহ কোনো কিছু[১২], তোমরা তো এ ছাড়া কিছু নও যে, তোমরা মিথ্যা বলছো। ১৬. তাঁরা (রাসূলগণ) বললেন—"আমাদের প্রতিপালক জানেন

إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُوْنَ ⑯ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ⑰ قَالُوْا

আমরা অবশ্যই তোমাদের প্রতি নিশ্চিত প্রেরিত রাসূল। ১৭. আর সুস্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া ছাড়া আমাদের ওপর কোনো দায়িত্ব নেই[১৩]।" ১৮. তারা বললো—

إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ ۚ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهُوْا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ

"আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে অশুভ লক্ষণ মনে করি[১৪]; যদি তোমরা (এ থেকে) বিরত না হও, তাহলে আমরা অবশ্য অবশ্যই তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবো এবং তোমাদের ওপর আপতিত হবে

اَلرَّحْمٰنُ-দয়াময় আল্লাহ ; مِنْ-কোনো ; شَيْءٍ-কিছু ; اِنْ-কিছু নও ; اَنْتُمْ-তোমরা ; اِلَّا-এ ছাড়া যে, تَكْذِبُوْنَ-তোমরা মিথ্যা বলছো। ⑯ قَالُوْا-তাঁরা (রাসূলগণ) বললেন ; رَبُّنَا-আমাদের প্রতিপালক ; يَعْلَمُ-জানেন ; اِنَّا-আমরা অবশ্যই ; اِلَيْكُمْ-তোমাদের প্রতি ; لَمُرْسَلُوْنَ-নিশ্চিত প্রেরিত রাসূল। ⑰ وَ-আর ; مَا-নেই কোনো দায়িত্ব ; عَلَيْنَا-আমাদের ওপর ; اِلَّا-ছাড়া ; الْبَلٰغُ-পৌঁছে দেয়া ; الْمُبِيْنُ-সুস্পষ্টভাবে। ⑱ قَالُوْا-তারা বললো ; اِنَّا-আমরা অবশ্যই ; تَطَيَّرْنَا-অশুভ লক্ষণ মনে করি ; بِكُمْ-তোমাদেরকে ; لَئِنْ-যদি ; لَمْ تَنْتَهُوْا-তোমরা বিরত না হও ; لَنَرْجُمَنَّكُمْ-(لنرجمن+كم)-তাহলে আমরা অবশ্য অবশ্যই তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করবো ; وَ-এবং ; لَيَمَسَّنَّكُمْ-(ليمسن+كم)-তোমাদের ওপর আপতিত হবে ;

১২. আগেকার আল্লাহদ্রোহী লোকদের মতো বর্তমান কালেও এমন কিছু লোক রয়েছে, যাদের ধারণা আল্লাহ দুনিয়াতে মানুষদের জন্য ওহীর মাধ্যমে কোনো বিধান দেননি, মানুষদের জীবনবিধান মানুষদেরকেই তৈরি করে নিতে হবে। এসব লোক ওহী ও রিসালাত-কে অস্বীকার করে। আর ওহী ও রিসালাত-কে অস্বীকার করা কুফরীর নামান্তর।

১৩. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের হিদায়াতের জন্য যে বিধান দিয়েছেন, তা যথাযথভাবে তোমাদের নিকট পৌঁছে দেয়াই আমাদের দায়িত্ব। আমরা সেই দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছি। এখন এটা মেনে চলা না চলা তোমাদের ইচ্ছাধীন। তোমরা যদি এটা অমান্য কর তাহলে তার জন্য আমাদেরকে দায়ী করা হবে না। তোমাদের অপরাধের জন্য তোমাদেরকেই জবাবদিহী করতে হবে।

مِّنَّا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ قَالُوْا طَائِرُكُمْ مَّعَكُمْ ۚ اَئِنْ ذُكِّرْتُمْ ۚ بَلْ

আমাদের পক্ষ থেকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব।" ১৯. তারা (রাসূলগণ) বললেন—'তোমাদের অশুভ লক্ষণ তোমাদের সাথেই[১৫]; তোমাদেরকে উপদেশ দেয়াটাকে কি অশুভ লক্ষণ মনে করছো ? বরং

اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ ۝ وَجَاءَ مِنْ اَقْصَا الْمَدِيْنَةِ رَجُلٌ يَّسْعٰى

তোমরা একটি সীমালংঘনকারী কওম[১৬]। ২০. অতপর শহরের দূরপ্রান্ত থেকে এক ব্যক্তি দৌড়ে এলো,

مِنَّا-আমাদের পক্ষ থেকে ; عَذَابٌ-আযাব ; اَلِيْمٌ-যন্ত্রণাদায়ক। ⑲ قَالُوْا- তাঁরা (রাসূলগণ) বললেন ; طَائِرُكُمْ-(طائر+كم)-তোমাদের অশুভ লক্ষণ ; مَعَكُمْ-(مع+كم)-তোমাদের সাথেই ; اَئِنْ-কি ; ذُكِّرْتُمْ-তোমাদেরকে উপদেশ দেয়াটাকে অশুভ লক্ষণ মনে করছো ? بَلْ-বরং ; اَنْتُمْ-তোমরা ; قَوْمٌ-একটি কওম ; مُسْرِفُوْنَ-সীমালংঘনকারী। ⑳ وَ-অতপর ; جَاءَ-এলো ; مِنْ-থেকে ; اَقْصَى-দূরপ্রান্ত ; الْمَدِيْنَةِ-শহরের ; رَجُلٌ-এক ব্যক্তি ; يَّسْعٰى-দৌড়ে ;

১৪. এটা হলো কাফিরদের চিরায়ত অভ্যাস। কোনো ধরনের বিপদাপদ দেখলে তারা হিদায়াতকারী ঈমানদার লোকদেরকেই এজন্য দায়ী করতো। উল্লিখিত জনপদবাসীরাও রাসূলদেরকেই তাদের বিপদ-মসীবতের জন্য দায়ী করেছিল। বর্ণিত আছে যে, প্রেরিত রাসূলদেরকে অমান্য করার ফলে আল্লাহ তা'আলা সে দেশে দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেন। তারা বলতে লাগলো যে, তোমরা আমাদের দেব-দেবীদের বিরুদ্ধে কথা বলে তাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছো, সে জন্যই আমাদের ওপর দুর্ভিক্ষের বিপদ নেমে এসেছে।

আরবের কাফির-মুনাফিকরাও ঠিক একই ধরনের কথা রাসূলুল্লাহ স.-কে বলেছিল। কুরআন মাজীদে সূরা নিসা'র ৭৮ আয়াতে উল্লিখিত আছে—"তাদের ওপর যদি কোনো মসীবত নেমে আসতো তখন তারা বলতো—এটা হয়েছে তোমার কারণে।"

আর প্রাচীন যুগের কাফিররাও একই কথা বলতো। সূরা আন নামলের ৪৭ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সামূদ জাতির লোকেরা তাদের নবীকে বলেছিল—"আমরা তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে অশুভ হিসেবে পেয়েছি।"

ফিরআউনের জাতিও মূসা আ.-এর প্রতি একই অভিযোগ এনেছে। সূরা আল আ'রাফের ১৩১ আয়াতে বলা হয়েছে—"তাদের কোনো কল্যাণ হলে তারা বলতো, এটা আমাদের সৌভাগ্যের কারণে হয়েছে, আর যদি তাদের ওপর কোনো বিপদ আসতো, তাহলে তা মূসা ও তাঁর সাথীদের অশুভ হওয়ার ফল বলে সাব্যস্ত করতো।"

قَالَ يٰقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٢١﴾ اتَّبِعُوْا مَنْ لَّا يَسْـَٔلُكُمْ

সে বললো—'হে আমার কওম ! তোমরা রাসূলদের অনুসরণ করো। ২১. তোমরা অনুসরণ করো তাঁদের যাঁরা তোমাদের কাছে চান না

أَجْرًا وَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ○

কোনো বিনিময় এবং তাঁরা সৎপথ প্রাপ্ত[১৭]।

﴿٢٢﴾ وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ الَّذِيْ فَطَرَنِيْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

২২. আর আমার কি হয়েছে যে, আমি তাঁর ইবাদাত করবো না যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।[১৮]

قَالَ-সে বললো ; يٰقَوْمِ-(يا+قوم)-হে আমার কওম ; اتَّبِعُوا-তোমরা অনুসরণ করো; الْمُرْسَلِيْنَ-রাসূলদের। ﴿٢١﴾ اتَّبِعُوْا-তোমরা অনুসরণ করো ; مَنْ-তাঁদের যাঁরা ; لَا يَسْـَٔلُكُمْ-(لايسئل+كم)-চান না তোমাদের কাছে ; أَجْرًا-কোনো বিনিময় ; وَّ-এবং; هُمْ-তারা ; مُّهْتَدُوْنَ-সৎ পথ প্রাপ্ত। ﴿٢٢﴾ وَ-আর ; مَا-কি হয়েছে যে ; لِيَ-আমার ; لَآ أَعْبُدُ-আমি ইবাদত করবো না ; الَّذِيْ-তাঁর যিনি ; فَطَرَنِيْ-আমাকে সৃষ্টি করেছেন ; وَ-এবং ; إِلَيْهِ-তাঁর কাছেই ; تُرْجَعُوْنَ-তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

১৫. অর্থাৎ তোমাদের অকল্যাণ তোমাদের অপকর্মের ফল। প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণ-অকল্যাণ তার তাকদীরের লিখন যা তার গলায় ঝুলে আছে, কেউ কারও জন্য অলক্ষুণে নয়। সূরা বনী ইসরাঈলের ১৩ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন—"আমি প্রত্যেকটি মানুষের কল্যাণ-অকল্যাণের পরোয়ানা তার গলদেশে ঝুলিয়ে দিয়েছি।"

১৬. অর্থাৎ তোমরা হিদায়াত পেতে চাও না, তোমরা গুমরাহীতেই ডুবে থাকতে চাও। তাই তোমরা হক ও বাতিলের ফায়সালা করতে চাও যুক্তির পরিবর্তে কুসংস্কারের ধুয়া তুলে। এসব করে তোমরা নিজেদের প্রতিই যুলুম করছো।

১৭. শহরের দূরপ্রান্ত থেকে দৌড়ে আসা ব্যক্তি আগন্তুকদের কথা মেনে নেয়ার জন্য অর্থাৎ ঈমান আনার জন্য তাঁর সম্প্রদায়ের লোকদেরকে আহ্বান জানালেন এবং নবুওয়াতের সত্যতা যাঁচাইয়ের দু'টো মানদণ্ড তাদের সামনে পেশ করলেন। তাঁর যুক্তির সারকথা হলো—প্রথমত, রাসূলগণের কথা ও কাজই তাদের দাবীর সত্যতার পক্ষে সাক্ষী। রাসূলগণ যা বলছেন, তা ন্যায়সংগত এবং তাঁদের চরিত্রও কলুষতামুক্ত। দ্বিতীয়ত, তাঁরা তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় চান না অর্থাৎ তাঁরা একেবারে নিঃস্বার্থ। এ ব্যক্তির মুখ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা লোকদের সামনে একটি মানদণ্ড তুলে ধরেছেন যে, নবীর নবুওয়াতের সত্যতা যাঁচাই করতে হলে উল্লিখিত দু'টো মানদণ্ডের আলোকে যাঁচাই করতে হবে। এ মানদণ্ডের ভিত্তিতে মুহাম্মদ স.-কে যাচাই করলে দেখা

﴿٢٣﴾ ءَاَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهٖۤ اٰلِهَةً اِنْ يُّرِدْنِ الرَّحْمٰنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّيْ شَفَاعَتُهُمْ

২৩. তবে কি আমি তাঁকে (আল্লাহকে) ছেড়ে এমন সব উপাস্যকে গ্রহণ করবো—যদি দয়াময় আল্লাহ আমার কোনো ক্ষতি করতে চান, তবে তাদের সুপারিশ আমার উপকার করতে পারবে না

شَيْـًٔا وَّلَا يُنْقِذُوْنِ ﴿٢٤﴾ اِنِّيْۤ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٢٥﴾ اِنِّيْۤ اٰمَنْتُ بِرَبِّكُمْ

কিছুমাত্র এবং তারা আমাকে মুক্তও করতে পারবে না[১৯]। ২৪. নিশ্চয়ই আমি (যদি তা করি)[২০] তখন নিশ্চিত প্রকাশ্য গুমরাহীতে পতিত হবো। ২৫. আমি তো অবশ্যই তোমাদের প্রতিপালকের ওপর ঈমান এনেছি[২১]

(২৩) ءَ اَتَّخِذُ-তবে কি আমি গ্রহণ করবো ; مِنْ دُوْنِهٖ-(من+دون+ه)-তাঁকে (আল্লাহকে) ছেড়ে ; اٰلِهَةً-এমন সব উপাস্যকে ; اِنْ-যদি ; يُرِدْنِ-চান আমার ; الرَّحْمٰنُ-দয়াময় আল্লাহ ; بِضُرٍّ-(ب+ضر)-কোনো ক্ষতি করতে ; لَا تُغْنِ-উপকার করতে পারবে না ; عَنِّيْ-আমার ; شَفَاعَتُهُمْ-(شفاعة+هم)-তাদের সুপারিশ ; شَيْـًٔا-কিছুমাত্র ; وَ-এবং ; لَا يُنْقِذُوْنِ-তারা আমাকে মুক্তও করতে পারবে না। (২৪) اِنِّيْ-নিশ্চয়ই আমি ; اِذًا-(যদি তা করি) তখন ; لَفِيْ ضَلٰلٍ-নিশ্চিত গুমরাহীতে পতিত হবো ; مُبِيْنٍ-প্রকাশ্য। (২৫) اِنِّيْ-আমি তো অবশ্যই ; اٰمَنْتُ-ঈমান এনেছি ; بِرَبِّكُمْ-(ب+رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালকের ওপর ;

যাবে যে, তাঁর কথা ও কাজে মিল রয়েছে এবং তিনি তাঁর দাওয়াতের জন্য কোনো বিনিময় চান না অর্থাৎ তাঁর কাজ নিঃস্বার্থ। সুতরাং কোনো ন্যায়বান লোক তাঁর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। আলোচ্য আয়াতেও আগন্তুক তাঁর জাতিকে এটাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, রাসূলদের সত্যতা যেখানে প্রমাণিত সেখানে তাঁদের দাওয়াতকে গ্রহণ করে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

১৮. আলোচ্য আয়াতে রয়েছে আল্লাহর দীনের মুবাল্লিগদের জন্য উন্নত যুক্তিবাদিতা ও সত্য প্রচারের সর্বোত্তম কৌশল। আল্লাহ যেহেতু স্রষ্টা, তাই স্রষ্টার ইবাদত করাই হলো উন্নত যুক্তির দাবী। আর স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে—যারা মানুষকে সৃষ্টি করেনি তাদের ইবাদত করাটাই অযৌক্তিক কথা। অতপর বলা হয়েছে যে, মানুষকে অবশ্যই মরতে হবে এবং মৃত্যুর পর অবশ্যই তাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে। সুতরাং মানুষের ভেবে দেখা উচিত যে, যে আল্লাহর কাছ থেকে ফিরে যাওয়ার বিকল্প নেই, সে আল্লাহর ইবাদত না করে কোনো কল্যাণ লাভের আশা করা যেতে পারে কি না।

১৯. অর্থাৎ আমার প্রতিপালক যদি আমাকে শাস্তি দেয়ার ইচ্ছা করেন, তাহলে সেসব মিথ্যা মা'বুদদের এমন কোনো শক্তি নেই যে, তারা তাদের শক্তির জোরে আমার প্রতিপালকের শাস্তি থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারে। অথবা আমার প্রতিপালকের দরবারে তাদের এমন কোনো মর্যাদা নেই বা তাঁর কাছে এমন প্রিয়-ও নয় যে, তাদের সুপারিশ আমাকে শাস্তি থেকে রেহাই দেয়া হবে।

فَاسْمَعُوْنِ ۝٢٥ قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ ۚ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ ۝

অতএব তোমরা আমার কথা শোন। ২৬. (তাঁকে হত্যা করার পর) তাঁকে বলা হলো—'জান্নাতে প্রবেশ করো'[২২] সে বললো—'আহ! যদি আমার কওম জানতে পারতো !

۝٢٦ بِمَا غَفَرَ لِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ۝٢٧ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلٰى قَوْمِهٖ

২৭.—কি কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন—এবং আমাকে সম্মানিতদের শামিল করেছেন[২৩]। ২৮. আর আমি নাযিল করিনি তার কওমের ওপর

فَاسْمَعُوْنِ-(ف+اسمعون)-অতএব তোমরা আমার কথা শোন। ২৬ قِيْلَ-(তাঁকে হত্যা করার পর) তাঁকে বলা হলো ; ادْخُلِ-প্রবেশ করো ; الْجَنَّةَ-জান্নাতে ; قَالَ -সে বললো ; يٰلَيْتَ-আহ যদি ; قَوْمِيْ-(قوم+ى)-আমার কওম ; يَعْلَمُوْنَ -জানতে পারতো। ২৭ بِمَا-কি কারণে ; غَفَرَ-ক্ষমা করেছেন ; لِيْ-আমাকে ; رَبِّيْ- আমার প্রতিপালক ; وَ-এবং ; جَعَلَنِيْ-(جعل+نى)-আমাকে করেছেন ; مِنَ-শামিল ; الْمُكْرَمِيْنَ-সম্মানিতদের। ২৮ وَ-আর ; مَا أَنْزَلْنَا-আমি নাযিল করিনি ; عَلٰى-ওপর ; قَوْمِهٖ-(قوم+ه)-তার কওমের ;

২০. অর্থাৎ সবকিছু জেনেও যদি আমি আল্লাহকে বাদ দিয়ে মিথ্যা মা'বুদদের উপাসনা করি, তা হবে সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা।

২১. অর্থাৎ আমি যার ওপর ঈমান এনেছি সেই মহান সত্তা শুধু আমারই প্রতিপালক নন, তিনি তোমাদেরও প্রতিপালক। এ বাক্যে সত্য দীন প্রচারের একটি কৌশল নিহিত রয়েছে। 'তোমাদের প্রতিপালক' বলে বাস্তবতাকে তুলে ধরা হয়েছে। এর দ্বারা দাওয়াত অমান্যকারীদের সুপ্ত অনুভূতিকে জাগ্রত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

২২. অর্থাৎ উপদেশ দানের উদ্দেশ্যে শহরের দূরপ্রান্ত থেকে দৌড়ে আসার পর তার উপদেশপূর্ণ কথা শুনেও অমান্যকারীরা রাসূলদের প্রতি ঈমান আনলো না ; বরং উক্ত ব্যক্তিকে শহীদ করে দিল। আর শাহাদত লাভের সাথে সাথেই তাঁকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বলা হলো—'তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো।' এটা বাহ্যত কোনো ফেরেশতার মাধ্যমে বলা হতে পারে, অথবা এর অর্থ এ সুসংবাদ দেয়া যে, তাঁর জান্নাতে প্রবেশ করা নিশ্চিত। সময় এলে অর্থাৎ হাশরের পর সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।–(কুরতুবী)

জান্নাতে প্রবেশ করা বা জান্নাতের নিয়ামতরাজী দেখা যেহেতু মৃত্যুর পরেই সম্ভবপর, তাই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করার নির্দেশ দ্বারা ইংগীত করা হয়েছে যে, তাঁকে শহীদ করে দেয়া হয়েছিল।

২৩. এ আয়াত থেকে 'আলমে বরযখ' তথা মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত জীবনের সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এ থেকে জানা যায় যে, মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত

مِنْ بَعْدِهٖ مِنْ جُنْدٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِيْنَ ﴿٢٩﴾ إِنْ كَانَتْ

তার (মৃত্যুর) পর আসমান থেকে কোনো সেনাদল এবং আমি (সেনাদল) নাযিলকারীও ছিলাম না (অর্থাৎ আমার কোনো প্রয়োজন ছিল না)। ২৯. তা ছিল না

إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَإِذَا هُمْ خٰمِدُوْنَ ﴿٣٠﴾ يٰحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ

এক বিকট আওয়াজ ছাড়া, ফলে তারা তৎক্ষণাৎ নিস্তব্ধ হয়ে গেল[২৪]। ৩০. আফসোস সেই বান্দাদের জন্য ;

مِنْ بَعْدِهٖ-(من+بعد+ه)-তার (মৃত্যুর) পর ; مِنْ-কোনো ; جُنْدٍ-সেনাদল ; مِّنَ-থেকে; السَّمَآءِ-আসমান ; وَ-এবং ; مَا كُنَّا-আমি ছিলাম না ; مُنْزِلِيْنَ-(সেনাদল) নাযিলকারীও (অর্থাৎ আমার কোনো প্রয়োজন ছিল না)।﴿٢٩﴾ إِنْ كَانَتْ-তা ছিল না ; إِلَّا-ছাড়া ; صَيْحَةً-বিকট আওয়াজ ; وَّاحِدَةً-এক ; فَإِذَا-ফলে তৎক্ষণাৎ ; هُمْ-তারা ; خٰمِدُوْنَ-তারা নিস্তব্ধ হয়ে গেল।﴿٣٠﴾ يٰحَسْرَةً-আফসোস ; عَلَى-জন্য ; الْعِبَادِ-সেই বান্দাহদের জন্য ;

পর্যন্ত সময় পূর্ণ বিলুপ্তির যুগ নয়। বরং এ সময় দেহবিহীন প্রাণ জীবিত থাকে, কথা বলে ও কথা শোনে, আবেগ-অনুভূতি ও আনন্দ-দুঃখ অনুভব করে এবং দুনিয়াবাসীদের ব্যাপারেও তাদের আগ্রহ অব্যাহত থাকে। যদি তা না হতো, তাহলে মৃত্যুর পর উল্লিখিত মু'মিন ব্যক্তিকে কিভাবে জান্নাতের সুসংবাদ শোনানো হলো এবং তিনি-ই বা কেমন করে তাঁর জাতির জন্য তাঁর মনের আশা-আকাংখা প্রকাশ করলেন যে, তাঁর জাতি যদি তাঁর সৌভাগ্যের কথা জানতে পারতো।

এখানে লক্ষণীয় যে, মু'মিন ব্যক্তিটি ছিলেন উন্নত নৈতিক চরিত্রের একটি আদর্শ। যেখানে একটু আগেই তাঁকে যারা হত্যা করেছে, তাঁদের বিরুদ্ধে তাঁর অন্তরে কোনো রাগ বা প্রতিহিংসা ছিল না, তিনি তাঁদের জন্য কোনো বদদোয়া করেননি ; বরং তার পরিবর্তে তিনি তাঁদের কল্যাণ কামনা করছেন এবং তাদের জন্য দোয়া করেছেন। মৃত্যুর পরও তাঁর প্রথম আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর মৃত্যু থেকে যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে হিদায়াতের পথে এগিয়ে আসে এবং ঈমান এনে তাঁর মতো মর্যাদার অধিকারী হয়ে যায়। তারা যেন জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। হাদীসে এ ব্যক্তির প্রশংসায় বলা হয়েছে—"তিনি জীবিত অবস্থায়ও তাঁর জাতির কল্যাণকামী ছিলেন এবং মৃত্যুর পরও তাই ছিলেন।"

২৪. এখানে রাসূলদের অমান্যকারী ও মু'মিন ব্যক্তিকে হত্যাকারী সম্প্রদায়ের করুণ পরিণতির কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, এ হঠকারী সম্প্রদায়কে শাস্তি দেয়ার জন্য আসমান থেকে ফেরেশতাদের কোনো বাহিনী পাঠানোর প্রয়োজন হয়নি। আর এরূপ বাহিনী পাঠানো আল্লাহর রীতিও নয়। কারণ আল্লাহর একজন ফেরেশতা-ই একটি শক্তিশালী জাতিকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এরপর তাদের শাস্তির বিবরণ দিয়ে বলা

مَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٣٠﴾ أَلَمْ يَرَوْا

যাদের নিকট এমন কোনো রাসূল আসেনি যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি। ৩১. তারা কি দেখেনি—

كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ○

তাদের আগে আমি কত মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, নিশ্চিত তারা তাদের মধ্যে (কখনো) ফিরে আসবে না[২৫]।

﴿٣٢﴾ وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ○

৩২. আর তাদের সবাইকে তখন অবশ্যই আমার নিকট হাজির করা হবে।

مَا يَاْتِيْهِمْ-(مايأتى+هم)-যাদের নিকট আসেনি ; مِّنْ-কোনো ; رَّسُوْلٍ-রাসূল ; اِلَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ-যাকে নিয়ে তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করেনি। ﴿٣١﴾ اَلَمْ يَرَوْا-(ا+لم+يروا)-তারা কি দেখেনি ; كَمْ-কত ; اَهْلَكْنَا-আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; قَبْلَهُمْ-(قبل+هم)-তাদের আগে ; مِّنَ الْقُرُوْنِ-মানব গোষ্ঠীকে ; اَنَّهُمْ-নিশ্চিত তারা ; اِلَيْهِمْ-তাদের মধ্যে ; لَا يَرْجِعُوْنَ-(কখনো) ফিরে আসবে না। ﴿٣٢﴾ وَ-আর ; اِنْ كُلٌّ لَّمَّا جَمِيْعٌ-তাদের সবাইকে তখন ; لَّدَيْنَا-আমার নিকট ; مُحْضَرُوْنَ-হাজির করা হবে।

হয়েছে যে, এক বিকট শব্দের ফলে তারা সবাই নিজ গৃহে নিরব-নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছিল। সত্য দীনের বিরুদ্ধে তাদের আক্রোশমূলক তৎপরতা ছিল একটি জ্বলন্ত আগুনের শিখা। তারা ভেবেছিল তাদের আক্রোশের অগ্নিশিখা উল্লিখিত তিনজন রাসূল ও তাদের অনুসারীদেরকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে। কিন্তু আল্লাহর আযাবের একটি মাত্র আঘাতেই তা চিরতরে নিভে গেলো।

২৫. অর্থাৎ তারা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো যে, তাদের নাম-নিশানাও মুছে গেলো। তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি সবকিছুই এমনভাবে শেষ হয়ে গেলো যে, তাদের কথা স্মরণ করারও কেউ রইল না।

২য় রুকূ' (১৩-৩২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. অত্র রুকূ'তে আলোচিত ঘটনা বর্ণনার মূল উদ্দেশ্য হলো বিরোধীদের এটা বুঝানো যে, অতীতের জনপদবাসীরা যেমন প্রেরিত রাসূলদেরকে অমান্য করে একজন অনুসারীকে হত্যা করার ফলে চিরতরে ধ্বংস হয়ে গেছে, তেমনি তোমাদের পরিণতিও একই হতে বাধ্য।

২. অতীতের আল্লাহদ্রোহী সকল বাতিল শক্তি-ই নবীদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার জন্য একই খোঁড়া অজুহাত খাড়া করেছে। তাদের খোঁড়া অজুহাত ছিল মানুষ কখনো নবী হতে পারে না ; আর নবী কখনো মানুষ হতে পারে না।

৩. পৃথিবীতে মানব জাতির শুরু থেকেই আল্লাহ তা'আলা মানুষকেই নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন। কারণ, মানুষের হিদায়াতের জন্য মানুষ ছাড়া অন্য কোনো সত্তা ফলপ্রসূ হতে পারে না।

৪. যাদের মূল উদ্দেশ্য রাসূলদেরকে অমান্য করা, তারা তো অযৌক্তিক অজুহাত দাড় করবেই, এটাই চিরাচরিত প্রথা।

৫. নবী-রাসূলদের দায়িত্ব হলো মানুষের কাছে দীনের দাওয়াত যথাযথভাবে পৌঁছে দেয়া। মানা না মানার ব্যাপারে তাঁদের কোনো দায়িত্ব নেই। একই দায়িত্ব সর্বযুগের দীনের মুবাল্লিগদের। কাউকে দীন গ্রহণের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তী করার কোনো ইখতিয়ার কারো নেই।

৬. বাতিল পন্থীরা সর্ব যুগেই বিপদ-মসীবত এলে তার জন্যে ঈমানদারদেরকে দায়ী করতো ; আর কোনো কল্যাণ পেলে তার কৃতিত্ব তাদের নিজেদের বলে দাবী করতো। মক্কার কাফির-মুনাফিকরাও তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য রাসূলুল্লাহ স. ও তাঁর সাথীদেরকে দায়ী করেছিল। আর বর্তমান কালেও একই অবস্থা বিরাজ করছে।

৭. ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির কল্যাণ-অকল্যাণ তাদের গলদেশে ঝুলন্ত রয়েছে। প্রত্যেকের তাকদীরেই কল্যাণ-অকল্যাণ লিখে দেয়া হয়েছে। সুতরাং সুলক্ষণ বা কুলক্ষণ বলে কোনো কিছু নেই। যারা আল্লাহর দীনে ঈমান আনতে রাজী নয়, তারাই যুক্তির পরিবর্তে বিভিন্ন কুসংস্কারের ধূঁয়া তুলে হক ও বাতিলের ফায়সালা করতে চায়।

৮. নবুওয়াতের সত্যতা যাঁচাইয়ের মানদণ্ড—নবুওয়াত দাবীকারীর কথা ও কাজের মিল থাকা এবং তাঁদের কথা কাজে প্রকাশ হবে স্বার্থহীনতা।

৯. যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই ইবাদত পাওয়ার হকদার। কারণ অবশেষে আমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে।

১০. আল্লাহ যদি দুনিয়াতে কারো অকল্যাণ চান, দুনিয়ার কোনো শক্তির পক্ষে তা প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। সুতরাং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো হুকুমের আনুগত্য করা যাবে না।

১১. মৃত্যু পরবর্তী জীবনেও আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা করার কোনো শক্তি থাকবে না। সুতরাং ইবাদত করতে হবে একমাত্র আল্লাহর। আল্লাহ ছাড়া কারো হুকুমের আনুগত্য করা সুস্পষ্ট গুমরাহী।

১২. দীনের জন্য যারা জীবন দেয়, তাদের সকল গুনাহ আল্লাহ ক্ষমা করে দেন এবং শাহাদাতের সাথে সাথেই তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ শুনিয়ে দেন।

১৩. দুনিয়াতে সবচেয়ে মানব দরদী আল্লাহর নবী-রাসূলগণ। আর তাই নবী-রাসূলদের সঠিক অনুসারী মু'মিন বান্দাহরাও মানব জাতির জন্য কল্যাণ কামনা করেন।

১৪. আল্লাহর নেক বান্দাহগণ দুনিয়াতে অবস্থানকালে যেমন মানুষের কল্যাণে কাজ করেন, তেমনি মৃত্যুর পরও তাদের আকাঙ্ক্ষা থাকে জীবিত মানুষের প্রকৃত কল্যাণ।

১৫. মানুষের প্রকৃত কল্যাণ হলো আখিরাতের কঠিন দিনে আল্লাহর ক্ষমা ও জান্নাত লাভ। আর যে বা যারা মানুষকে উক্ত প্রকৃত কল্যাণ লাভে সাহায্য করে তারাই প্রকৃত মানব-দরদী।

১৬. কোনো জাতি-গোষ্ঠীই বিদ্রোহী হয়ে উঠলে তাদেরকে শায়েস্তা করার জন্য কোনো বাহিনী পাঠানোর প্রয়োজন হয় না। সুতরাং যে কোনো মুহূর্তে আল্লাহর শাস্তির ভয় অন্তরে রেখেই জীবনযাপন করতে হবে। উল্লিখিত জনপদের লোকেরা সীমালংঘনের কারণে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে একটিমাত্র বিকট আওয়াজ দিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

১৭. সুদূর অতীতকাল থেকেই শয়তানের দোসররা দুনিয়াতে আগত সকল নবী-রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে এসেছে। সুতরাং বর্তমানে নবীদের অবর্তমানে তাঁদের দীনের পতাকাবাহীদের সাথেও একই আচরণ হওয়াই এ পথের সত্যতার পরিচায়ক।

১৮. তবে সত্যের আগমনে মিথ্যা দূরীভূত হবেই। মিথ্যা তো দূরীভূত হওয়ার-ই জিনিস। যেমন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে উল্লিখিত জনপদের যালিমরা। অতীতের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি-গোষ্ঠীদের নাম-নিশানা দুনিয়া থেকে এমনভাবে মুছে গেছে যে, আজ আর তাদের কথা দুনিয়াবাসী স্মরণ করে না।

১৯. সত্য কখনো ধ্বংস হয় না। দুনিয়াতে প্রথম মানুষ যিনি প্রথম নবী—তিনি সত্যের যে মশাল জ্বালিয়ে গেছেন তা কিয়ামত পর্যন্ত আলো ছড়াতে থাকবে।

২০. সত্যের মশালের আলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দুনিয়াতে সদা-সর্বদা একটি দলকে আল্লাহ সক্রিয় রাখবেন। কিন্তু মিথ্যার ধ্বংস অনিবার্য।

২১. আমাদেরকে একদিন আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। সেখানেই মিথ্যা চূড়ান্তভাবে নির্মূল হয়ে যাবে। আর তখন সত্য ছাড়া আর কিছুই বাকী থাকবে না।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-২
আয়াত সংখ্যা-১৮

﴿٣٣﴾ وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الْاَرْضُ الْمَيْتَةُ ۚۖ اَحْيَيْنٰهَا وَاَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ

৩৩. আর তাদের[২৬] জন্য একটি নিদর্শন হলো মৃত যমীন[২৭]; আমি তাকে সঞ্জীবিত করি এবং তা থেকে উৎপন্ন করি শস্য, ফলে তা থেকে

يَاْكُلُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنّٰتٍ مِّنْ نَّخِيْلٍ وَّاَعْنَابٍ وَّفَجَّرْنَا فِيْهَا

তারা খায়। ৩৪. আর আমি তাতে সৃষ্টি করি খেজুর ও আংগুরের বাগানগুলো এবং প্রবাহিত করি তাতে

مِنَ الْعُيُوْنِ ﴿٣٤﴾ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ ۙ وَمَا عَمِلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ ۗ اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٣٥﴾

ঝর্ণাধারাসমূহ। ৩৫. যেন তারা এর ফল-ফলাদি খেতে পারে ; আর তাদের হাত এটা সৃষ্টি করেনি[২৮] ; তবুও কি তারা শোকর করবে না ?[২৯]

(৩৩) وَ-আর ; اٰيَةٌ-একটি নিদর্শন হলো ; لَهُمُ-তাদের জন্য ; الْاَرْضُ-যমীন ; الْمَيْتَةُ-মৃত ; اَحْيَيْنٰهَا-(احيينا+ها)-আমি তাকে সঞ্জীবিত করি ; وَ-এবং ; اَخْرَجْنَا-উৎপন্ন করি ; مِنْهَا-তা থেকে ; حَبًّا-শস্য ; فَمِنْهُ-(ف+من+ه)-ফলে তা থেকে ; يَاْكُلُوْنَ-তারা খায়। (৩৪) وَ-আর ; جَعَلْنَا-আমি সৃষ্টি করি ; فِيْهَا-তাতে ; جَنّٰتٍ-বাগানগুলো ; مِّنْ نَّخِيْلٍ-খেজুর ; وَّ-ও ; اَعْنَابٍ-আংগুরের ; وَّ-এবং ; فَجَّرْنَا-প্রবাহিত করি ; فِيْهَا-তাতে ; مِنَ الْعُيُوْنِ-ঝর্ণাধারাসমূহ। (৩৫) لِيَاْكُلُوْا-যেন তারা খেতে পারে ; مِنْ-এর ; ثَمَرِهٖ-(ثمر+ه)-এর ফল-ফলাদি ; وَ-আর ; مَا عَمِلَتْهُ-(ما+عملت+ه)-এটা সৃষ্টি করেনি ; اَيْدِيْهِمْ-(ايدى+هم)-তাদের হাত ; اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ-(ا+ف+لايشكرون)-তবুও কি তারা শোকর করবে না।

২৬. পেছনের দু'রুকূতে নবী-রাসূলদের দাওয়াতকে অস্বীকার ও মিথ্যা সাব্যস্ত করার নিন্দা করে তার পরিণতি সম্পর্কে কাফিরদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। এখান থেকে আবার রাসূলুল্লাহ স.-এর দাওয়াতের মূল বিষয় তথা তাওহীদ ও আখিরাতে বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে বিশ্ব-জাহানের প্রত্যক্ষ নিদর্শনাবলীর দিকে কাফিরদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে যে, তোমাদের চোখের সামনে যে নিদর্শনগুলো রয়েছে, সেগুলোই তো রাসূলের দাওয়াতের সত্যতা প্রমাণ করে।

২৭. অর্থাৎ এ নিদর্শনটি তাওহীদের সত্যতা এবং শিরক-এর ভিত্তিহীনতা প্রমাণ করে।

২৮. এ আয়াতের অর্থ এটাও হতে পারে—"যাতে এরা তার ফল-ফলাদি খেতে পারে এবং তাও খেতো যা তাদের হাত তৈরী করে।" অর্থাৎ সেসব জিনিস যা আল্লাহর দেয়া ফল-ফসল থেকে তারা নিজেরা তৈরী করে। যেমন গম ও ধান থেকে রুটি বা বিভিন্ন ধরনের পিঠা এবং বিভিন্ন ফল থেকে আচার, মোরব্বা ইত্যাদি।

২৯. অর্থাৎ মানুষের জন্য ভূমিকে উর্বর ও উদ্ভিদের উৎপাদন-ক্ষমতাসম্পন্ন করে দেয়া হয়েছে, তারপরও কি এরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনে তাঁর শোকরগুযারী করবে না ? তারা এটাকে একটি সাধারণ প্রাকৃতিক ব্যাপার মনে করে। অথচ তারা যদি একটু গভীরভাবে চিন্তা করে, তাহলে এর মধ্যেই মহান স্রষ্টা এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহর অস্তিত্বের সুস্পষ্ট প্রমাণ পেয়ে যায়। তারা জানতে পারবে যে, ভূমির উপরিভাগের স্তর ভেদ করে যে সবুজ বর্ন-বনানী ও ফল-ফসলের বাগান গড়ে উঠেছে এবং এর মধ্যে নদ-নদী প্রবাহিত হয়েছে, এসব কিছু নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়নি, বরং এ সবের পেছনে সক্রিয় রয়েছে এক বিরাট শক্তি ও সুবিজ্ঞ পরিচালনা ব্যবস্থা। উদ্ভিদের সৃষ্টি ও বিকাশের পেছনে যেসব উপাদন কাজ করছে এসব উপাদানের মধ্যে এককভাবে বা মিশ্রিতভাবে কোনো প্রকার জীবনের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাহলে মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে, এ নিষ্প্রাণ ভূমিস্তরে কিভাবে উদ্ভিদ-প্রাণের উদ্ভব হলো ? অনুসন্ধানে জানা যায় যে, কয়েকটি প্রধান কার্যকারণের অবর্তমানে ভূমিতে উদ্ভিদের সৃষ্টি ও বিকাশ লাভ কোনো মতেই সম্ভব নয়–

এক ঃ পৃথিবীর উপরিভাগের ভূমিস্তরে অনেক জৈবিক উপাদান রয়েছে, যেসব উপাদান ভূমিস্তরকে নরম রেখেছে, যাতে উদ্ভিদের শিকড় তার মধ্যে বিস্তার লাভ করে নিজের খাদ্য সংগ্রহ করে নিতে পারে।

দুই ঃ ভূমির ওপর নানা উপায়ে পানি সেঁচের ব্যবস্থা করা হয়েছে, যাতে উদ্ভিদ-খাদ্যের উপাদানসমূহ ভূমিস্তরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে এবং উদ্ভিদের শিকড়গুলো তা গ্রহণ করতে পারে।

তিন ঃ শূন্যমণ্ডলে বায়ু সৃষ্টি করা হয়েছে যা উদ্ভিদকে উর্ধলোকের বিপদ-আপদ থেকে হিফাযত করে এবং বৃষ্টি পরিবহন করে। এর সাথে এমন সব গ্যাসীয় উপাদান সৃষ্টি করা হয়েছে যা উদ্ভিদের জীবন ও বিকাশ লাভের জন্য প্রয়োজন।

চার ঃ সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে এমন সম্পর্ক জুড়ে দেয়া হয়েছে, যার ফলে উদ্ভিদের গঠনের জন্য আবশ্যকীয় তাপ ও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

উল্লিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করলে মানুষের অন্তরই সাক্ষ্য দেবে যে, এসব বিস্ময়কর বিষয়গুলো আপনা-আপনি হতে পারে না, অবশ্যই এর পেছনে এক মহাকুশলী, সুবিজ্ঞ সর্বশক্তিমান ইলাহর ক্ষমতা কাজ করছে। এটা এ-ও প্রমাণ করে যে, সেই সর্বশক্তিমান সত্তা মাত্র একজন। একাধিক কোনো শক্তির দ্বারা এমনি ধরনের একটি সর্বব্যাপী ও গভীর জ্ঞানময় পরিকল্পনা এবং লক্ষ-কোটি বছর পর্যন্ত তা সুশৃংখল-ভাবে যথানিয়মে কার্যকর থাকা কোনো মতেই সম্ভবপর হতে পারে না।

٣٦ سُبْحٰنَ الَّذِىْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْۢبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ

৩৬. পবিত্র মহান তিনি[৩০], যিনি সৃষ্টি করেছেন তার প্রত্যেকটি জিনিস জোড়া জোড়া, যা উৎপন্ন করে ভূমি ও তাদের নিজেদের (প্রজাতির) মধ্যে

وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ٣٧ وَاٰيَةٌ لَّهُمُ الَّيْلُ ۚ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَاِذَا هُمْ

এবং সেসব (জিনিস) যা তারা জানে না[৩১]। ৩৭. আর তাদের জন্য আর একটি নিদর্শন হলো রাত ; আমি তার থেকে দিনকে সরিয়ে দেই, ফলে তৎক্ষণাৎ তারা হয়ে পড়ে

৩৬ سُبْحٰنَ-পবিত্র মহান তিনি ; الَّذِىْ-যিনি ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; الْاَزْوَاجَ-জোড়া জোড়া ; كُلَّهَا-(كل+ها)-তার প্রত্যেকটি জিনিস ; مِمَّا-যা ; تُنْۢبِتُ-উৎপন্ন করে ; الْاَرْضُ-ভূমি ; وَ-ও ; مِنْ-মধ্যে ; اَنْفُسِهِمْ-(انفس+هم)-তাদের নিজেদের (প্রজাতির); وَ-এবং ; مِمَّا-সেসব (জিনিস) যা ; لَا يَعْلَمُوْنَ-তারা জানে না। ৩৭ وَ-আর ; اٰيَةٌ-একটি নিদর্শন হলো ; لَهُمُ-তাদের জন্য ; الَّيْلُ-রাত ; نَسْلَخُ-আমি সরিয়ে দেই ; مِنْهُ-তার থেকে ; النَّهَارَ-দিনকে ; فَاِذَا-(ف+اذا)-ফলে তৎক্ষণাৎ ; هُمْ-তারা হয়ে পড়ে ;

অতপর আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, মানুষ এমন অকৃতজ্ঞ যে, এতসব সাক্ষ্য প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তারা আল্লাহর শোকরগুযারী করে না, অধিকন্তু তারা শিরকে লিপ্ত হয় ; অন্য সৃষ্টির সামনে মাথা নত করে। অথচ এরা যাদের সামনে মাথা নোয়ায় তারা একটি ঘাসও সৃষ্টি করতে পারে না।

৩০. শিরক করার অর্থ হলো এমন আকীদা-বিশ্বাস পোষণ করা যাতে আল্লাহকে কোনো না কোনো দোষ-ত্রুটি, দুর্বলতা বা ভুল-ভ্রান্তির মতো মানবিক বৈশিষ্ট্যের সাথে যুক্ত করা। অথচ আল্লাহ এসব মানবিক প্রকৃতি থেকে মুক্ত। যে আল্লাহর সাথে অন্য কোনো সত্তাকে শরীক করে সে মনে করে যে, আল্লাহ তা'আলা একা তাঁর সার্বভৌমত্ব রক্ষা করতে সক্ষম নন ; অথবা তিনি তাঁর প্রভুত্ব রক্ষায় কাউকে সাহায্যকারী হিসেবে গ্রহণ করতে বাধ্য ; অথবা তার বান্দাহদের মধ্যে কিছু কিছু বান্দাহ এমন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, যারা তাঁর প্রভুত্ব পরিচালনায় হস্তক্ষেপ করছে ; অথবা তিনি (নাউযুবিল্লাহ) মানব বংশজাত রাজা-বাদশাহদের মতো দুর্বলতার অধিকারী। তাই উযীর-নাযীর, মোসাহেব-চাটুকার, শাহজাদা-শাহজাদী ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজনের এক বিরাট দল দ্বারা তিনি পরিবেষ্টিত এবং আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এদের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেছে। যদি শিরককারীদের অন্তরে এরূপ বিশ্বাস না থাকতো তাহলে তাদের মধ্যে শিরকের জন্মই হতো না। তাই কুরআন মাজীদের স্থানে স্থানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ অত্যন্ত পবিত্র ও মহান। তার অর্থ মুশরিকরা তাকে যেসব দুর্বলতার সাথে সম্পৃক্ত করে, তিনি তা থেকে অত্যন্ত পবিত্র এবং তিনি সর্বময় ক্ষমতায় অধিকারী।

৩১. অর্থাৎ তাওহীদের পক্ষে অনেক যুক্তির মধ্যে এটাও অন্যতম যুক্তি যে, নারী-পুরুষের জুটির মাধ্যমে মানব বংশধারা চলমান থাকা। শুধু মানুষ-ই নয়, জীব-জন্তুর

مُّظْلِمُونَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿٣٨﴾

অন্ধকারাচ্ছন্ন[৩২]। ৩৮. আর সূর্য নিজ গন্তব্যের দিকে চলছে[৩৩] ; এটা মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নিয়ন্ত্রণ।

مُّظْلِمُونَ-অন্ধকারাচ্ছন্ন। ⑶⑻ وَ-আর ; الشَّمْسُ-সূর্য ; تَجْرِيْ-চলছে ; لِمُسْتَقَرٍّ-গন্তব্যের দিকে ; لَّهَا-নিজ ; ذٰلِكَ-এটা ; تَقْدِيْرُ-নিয়ন্ত্রণ ; الْعَزِيْزِ-মহাপরাক্রমশালী; الْعَلِيْمِ-সর্বজ্ঞের।

বংশধারাও এভাবে নারী-পুরুষের সম্মিলনেই এগিয়ে চলছে। উদ্ভিদ জগত সম্পর্কে মানুষ আজ পর্যন্ত যেসব তথ্য জানতে পেরেছে তাদের মধ্যেও বিপরীত লিংগের জুটি বাঁধার রীতি রয়েছে। এমন কি নিষ্প্রাণ জড় পদার্থের মধ্যেও একটি অপরটির সাথে যখন মিশ্রিত হয়, তখন তৃতীয় একটি যৌগিক পদার্থ অস্তিত্ব লাভ করে। এ যুথবদ্ধতা বা জোড়া জোড়া সৃষ্টির মাধ্যমেই আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্ব-জাহানকে অস্তিত্বে এনেছেন। আল্লাহ তা'আলার এ প্রজ্ঞা ও সৃষ্টি কুশলতাই তাঁর তাওহীদ তথা একাত্ববাদকে প্রমাণ করে। এটাকে নিরপেক্ষ ও স্বাধীন কোনো বিবেক-বুদ্ধি আকস্মিক কোনো ঘটনার ফল বলতে পারে না। আবার এটাও বলতে পারে না যে, এসব বিষয় বিভিন্ন ইলাহর কাজ। বরং এটা সুস্পষ্টভাবে এটাই প্রমাণ করে যে, এসব বিস্ময়কর ব্যাপারগুলো একমাত্র একক স্রষ্টা ও প্রতিপালকের কাজ।

৩২. দিন-রাত্রির আবর্তনের মধ্যেও সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে মহান স্রষ্টা ও প্রতিপালক-পরিচালক আল্লাহর কুদরত ও একত্বের। যদি এটা প্রতিনিয়ত আমাদের চোখের সামনে ঘটে চলছে বলে আমরা এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজনবোধ করি না। অথচ যদি একটু গভীরতার সাথে চিন্তা করা হয়, তাহলে পরিষ্কারভাবে একথাই প্রমাণিত হয় যে, সর্বোচ্চ বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞা সহকারে কোনো অনন্য একক সত্তা ইচ্ছাকৃতভাবেই এ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। এ ব্যবস্থার অবর্তমানে পৃথিবীতে কোনো প্রাণের অস্তিত্ব যে অসম্ভব ছিল, তেমনি নিষ্প্রাণ পদার্থসমূহের আকার-আকৃতিও তাদের বর্তমান আকার-আকৃতি থেকে ভিন্নতর হতো। মূলত এ পৃথিবীর সবকিছুতেই এবং আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের ব্যাপারেও চিন্তা-ফিকির করলে মহান আল্লাহর এককত্বের বহু নিদর্শন আমাদের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে।

৩৩. অর্থাৎ সূর্যকে মনে করা হতো স্থির ; এটা ছিল আগের আকাশ গবেষকদের ধারণা। পরবর্তীতে এ ধারণা পরিবর্তিত হয়ে যায়। কুরআন মাজীদ আজ থেকে চৌদ্দশত বছর আগে বলেছে যে, সূর্য স্থির নয়, বরং তা-ও তার গন্তব্যের দিকে চলমান রয়েছে। সূর্যের গন্তব্য বলতে স্থানগত গন্তব্য বা কালগত গন্তব্য উভয়ই হতে পারে। সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করতে হলে মানুষকে বিশ্ব-জগতের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। কিন্তু মানুষের কাছে এমন কোনো তথ্য-সূত্র নেই, যার মাধ্যমে এ সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান অর্জিত হতে পারে। তাই দেখা যায়, মানুষের জ্ঞান যুগে যুগে পরিবর্তনশীল।

٣٩ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ٤٠ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ

৩৯. আর আমি চাঁদ—তার জন্য আমি নির্ধারণ করেছি বিভিন্ন মনযিল, এমনকি সে ফিরে আসে খেজুরের পুরাতন শুকনো ডালের মত হয়ে[৩৪]। ৪০. না সূর্যের পক্ষে সম্ভব

اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ؕ وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ

চাঁদকে ধরে ফেলা[৩৫], আর না রাত অগ্রগামী হতে পারে দিনের[৩৬] ; আর প্রত্যেকেই এক একটি নির্ধারিত কক্ষপথে

৩৯ وَ-আর ; الْقَمَرَ-চাঁদ ; قَدَّرْنٰهُ-(قدرنا+ه)-আমি তার জন্য নির্ধারণ করেছি ; مَنَازِلَ-বিভিন্ন মনযিল ; حَتّٰى-এমন কি ; عَادَ-সে ফিরে আসে ; كَالْعُرْجُوْنِ-(ك+ال+عرجون)-খেজুরের শুকনো ডালের মতো হয়ে ; الْقَدِيْمِ-পুরাতন। ৪০ لَا-না ; الشَّمْسُ-সূর্যের ; يَنْۢبَغِيْ-সম্ভব ; لَهَا-পক্ষে ; اَنْ تُدْرِكَ-ধরে ফেলা ; الْقَمَرَ-চাঁদকে ; وَ-আর ; لَا-না ; الَّيْلُ-রাত ; سَابِقُ-অগ্রগামী হতে পারে ; النَّهَارِ-দিনের ; وَ-আর ; كُلٌّ-প্রত্যেকেই ; فِيْ فَلَكٍ-এক একটি নির্ধারিত কক্ষপথে ;

বর্তমানে মানুষ যা জানে তা কিছুদিন পর পরিবর্তন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এক সূর্যকে স্থির বলে বিশ্বাস করা হলেও বর্তমানে তাকে গতিশীল বলে ধারণা করা হচ্ছে। আধুনিক সৌর বিজ্ঞানীরা ধারণা করছে যে, সূর্য সমস্ত সৌরজগত নিয়ে প্রতি সেকেণ্ডে ২০ কিলোমিটার গতিতে এগিয়ে চলছে। এটাও নির্ভুল বলে নিশ্চিত হওয়া যায় না। কিছুদিন পর এ সম্পর্কে আবার নতুন মতবাদ সৃষ্টি হতে পারে।

৩৪. অর্থাৎ চাঁদের জন্য মনযিল বা অবতরণস্থল নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। চাঁদ এ মনযিলসমূহের মধ্যেই আবর্তিত হতে থাকে। মাসের মধ্যে প্রতি দিনই চাঁদের আবর্তন পরিবর্তিত হতে থাকে। মাসের প্রথম তারিখে তাকে দেখা যায় অত্যন্ত সরু কাস্তের মতো। ক্রমান্বয়ে তা বাড়তে থাকে এবং চতুর্দশ তারিখে গোলাকার পূর্ণচন্দ্র হিসেবে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। অতপর আবার তার আকার হ্রাস পেতে থাকে ; অবশেষে তার আকার প্রথম তারিখের মতো হয়ে যায়। লক্ষ লক্ষ বছর থেকে এভাবেই চাঁদের আবর্তন হচ্ছে। কখনো এর ব্যতিক্রম দেখা যায়নি। এ জন্যই মানুষ হিসেব করে বলতে পারে, চাঁদ কোন্ তারিখে কোন্ মনযিলে অবস্থান করবে। চাঁদের এরূপ আবর্তন-নিয়ম না থাকলে হিসেব করা কোনো মতেই সম্ভব হতো না।

৩৫. অর্থাৎ সূর্যের পক্ষে চাঁদের কক্ষপথে ঢুকে পড়ে চাঁদের সাথে সংঘর্ষ বাঁধানো সম্ভব নয়। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, চাঁদের উদয়ের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে সেই সময়ের মধ্যে সূর্যের প্রবেশ সম্ভব নয়। চাঁদ উদয়ের সময় হলো রাতের বেলা। সে সময় হঠাৎ করে সূর্যের উদয় হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

৩৬. অর্থাৎ দিনের জন্য যে সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে তা শেষ হওয়ার আগে হঠাৎ করে রাত হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

يَسْبَحُوْنَ ﴿٤٠﴾ وَاٰيَةٌ لَّهُمْ اَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿٤١﴾

সাঁতার কাটছে[৩৭]। ৪১. আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন হলো ; আমি অবশ্যই তাদের সন্তান-সন্ততিকে আরোহণ করিয়ে দিয়েছি বোঝাই নৌকায়[৩৮]।

﴿٤٢﴾ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِّنْ مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُوْنَ ﴿٤٣﴾ وَاِنْ نَّشَاْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيْخَ لَهُمْ

৪২. আর আমি তাদের জন্য এর মতো (আরও নৌযান) সৃষ্টি করেছি যাতে তারা আরোহণ করতে পারে।[৩৯] ৪৩. আর আমি যদি চাই তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি, তখন তাদের ডাকে সাড়া দানকারী কেউ হবে না

يَسْبَحُوْنَ-সাঁতার কাটছে। ﴿٤١﴾ وَ-আর ; اٰيَةٌ-একটি নিদর্শন হলো ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; اَنَّا-আমি অবশ্যই ; حَمَلْنَا-আরোহণ করিয়ে দিয়েছি ; ذُرِّيَّتَهُمْ-(ذرية+هم)-তাদের সন্তান-সন্ততিকে ; فِي الْفُلْكِ-নৌকায় ; الْمَشْحُوْنِ-বোঝাই। ﴿٤٢﴾ وَ-আর ; خَلَقْنَا-আমি সৃষ্টি করেছি ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; مِّنْ مِّثْلِهِ-(من+مثل+ه)-এর অনুরূপ (আরও নৌযান) ; مَا-যাতে ; يَرْكَبُوْنَ-তারা আরোহণ করতে পারে। ﴿٤٣﴾ وَ-আর ; اِنْ-যদি ; نَّشَاْ-আমি চাই ; نُغْرِقْهُمْ-(نغرق+هم)-তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি ; فَلَا-তখন কেউ হবে না ; صَرِيْخَ-ডাকে সাড়া দানকারী ; لَهُمْ-তাদের ;

৩৭. 'প্রত্যেকে এক একটি কক্ষপথে সাঁতার কাটছে'। গ্রহ-নক্ষত্রের কক্ষপথকে আরবীতে 'ফালাক' বলে। এ আয়াত থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শুধুমাত্র সূর্য ও চন্দ্র নয়, সকল গ্রহ-নক্ষত্রই নিজ নিজ কক্ষপথে চলমান। প্রত্যেকের কক্ষপথ আলাদা। তারকারাজী মহাকাশে আবর্তনশীল। মহাকাশে তারকারাজী এমনভাবে ভেসে আছে, যেমন কোনো তরল পদার্থে কোনো জিনিস ভেসে চলে।

বিশ্ব-জগত সম্পর্কে মানুষ এ পর্যন্ত যেসব তথ্য জানতে পেরেছে, তাতেই এটা প্রমাণ হয়ে যায় যে, এই মহা-বিশ্ব একই আল্লাহর সৃষ্টি এবং এখানে একই স্রষ্টার প্রজ্ঞা-কলাকৌশল, দক্ষতা-শিল্পকারিতা এবং নিয়ম-শৃংখলা বিরাজমান। কোনো বিবেকসম্পন্ন ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি একথা কোনো ক্রমেই ভাবতে পারে না মহাবিশ্বের এসব ব্যবস্থার পেছনে কোনো স্রষ্টা ও ব্যবস্থাপক নেই।

৩৮. 'ফুলকিল মাশহুন' অর্থ ভরা বা বোঝাই নৌযান। এর দ্বারা নূহ আ.-এর নৌযান বুঝানো হয়েছে। মানব-বংশধরদেরকে নৌযানে আরোহণ করিয়ে দেয়ার অর্থ হলো—নূহ আ.-এর সময়ে যে মহাপ্লাবন সংঘটিত হয়েছিল, সেই প্লাবনে নূহ আ.-এর নৌযানের আরোহীরা ছাড়া তৎকালীন পৃথিবীতে বসবাসকারী আর কোনো প্রাণী জীবিত ছিল না। পৃথিবীর পরবর্তী মানুষগণ সবাই নূহের নৌযানে আরোহীদের বংশধর। তাই বাহ্যত নূহের কয়েকজন সাথী নৌযানের আরোহী হলেও, পরোক্ষভাবে পরবর্তী দুনিয়াতে জন্মলাভকারী সকল মানুষই নূহের নৌযানের আরোহী ছিল।

৩৯. এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, নূহ আ.-এর নৌযান-ই ছিল পৃথিবীর সর্বপ্রথম

وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ ﴿٤٣﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿٤٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا

এবং না তারা মুক্তি পাবে। ৪৪. তবে আমার পক্ষ থেকে রহমত এবং একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবন-উপভোগের অবকাশ (দিয়ে থাকি)।[৪০] ৪৫. আর যখন তাদেরকে বলা হয়—তোমরা ভয় করো

مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٤٥﴾ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ

যা তোমাদের সামনে রয়েছে এবং যা তোমাদের পেছনে আছে[৪১], যেন তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়। ৪৬. আর তাদের কাছে আসে না কোনো নিদর্শন—

وَ-এবং ; لَا-না ; هُمْ-তারা ; يُنْقَذُوْنَ-মুক্তি পাবে। ﴿৪৪﴾ اِلَّا-তবে ; رَحْمَةً-রহমত ; مِنَّا-আমার পক্ষ থেকে ; وَ-এবং ; مَتَاعًا-জীবন উপভোগের উপকরণ ; اِلٰى-পর্যন্ত ; حِيْنٍ-একটা নির্দিষ্ট সময় অবকাশ। ﴿৪৫﴾ وَ-আর ; اِذَا-যখন ; قِيْلَ-বলা হয় ; لَهُمْ-তাদেরকে ; اِتَّقُوْا-তোমরা ভয় করো ; مَا-যা ; بَيْنَ اَيْدِيْكُمْ-(بين+ايدى+كم)-তোমাদের সামনে রয়েছে ; وَ-এবং ; مَا-যা ; خَلْفَكُمْ-(خلف+كم)-তোমাদের পেছনে আছে ; لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ-যেন তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়। ﴿৪৬﴾ وَ-আর ; مَا تَأْتِيْهِمْ-(ماتاتى+هم)-তাদের কাছে আসে না ; مِنْ اٰيَةٍ-কোনো নিদর্শন ;

নৌযান। এর আগে মানুষ জলপথ ব্যবহারের তথা নদী-সাগর পার হওয়ার উপায় জানতো না। হযরত নূহ আ.-এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে নৌযান তৈরী ও তার ব্যবহার শিক্ষা দেন। আল্লাহর কিছু বান্দাহ যখন নূহের নৌযানে চড়ে মহাপ্লাবন থেকে রক্ষা পান, তখন তাদের পরবর্তী বংশধরগণ নৌযান তৈরী করে জলপথে সফর করার ব্যবস্থা করেন। এভাবেই নৌযান তৈরী ও তার ব্যবহার শুরু হয়।

৪০. ইতিপূর্বেকার আয়াতসমূহে তাওহীদের পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। এখানে উল্লিখিত নিদর্শন দ্বারা মানুষকে এ ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যে, মানুষকে প্রকৃতির আয়ত্বে আনার যতটুকু ক্ষমতা দেয়া হয়েছে তা-ও আল্লাহরই দেয়া মানুষ নিজে নিজে তা অর্জন করতে পারেনি। আল্লাহর দেয়া পথ নির্দেশের মাধ্যমে এসব প্রাকৃতিক বিশাল শক্তিগুলোর আংশিক তাদের আয়ত্তাধীন হয়েছে। নচেৎ প্রাকৃতিক এসব শক্তিকে জয় করা মানুষের সাধ্য ছিল না। এরপরও এসব শক্তি সম্পূর্ণই আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন। আল্লাহ তা'আলা যতক্ষণ চান ততক্ষণই এসব প্রাকৃতিক শক্তি মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে। যখন আল্লাহর ইচ্ছা ভিন্নতর হয় তখন এসব শক্তি আর মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। আল্লাহ তা'আলা নূহ আ.-এর নৌকার ব্যাপারকে উদাহরণ হিসেবে পেশ করেছেন। আল্লাহ যদি তাঁকে নৌকা তৈরির পদ্ধতি শিখিয়ে না দিতেন এবং তাঁর ঈমানদার সাথীরা নৌকায় আরোহণ না করতো, তাহলে সেই মহাপ্লাবনে সমগ্র মানব জাতি-ই ধ্বংস হয়ে যেতো। অতপর আল্লাহর দেয়া নির্দেশ অনুসারে মানুষ নৌকা তৈরির পদ্ধতি শিখে নিয়ে তারা সাগর-নদী পার হওয়া বা জলপথে দেশ থেকে দেশান্তরে সফর করার যোগ্যতা অর্জন করে। যার

مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِمْ اِلَّا كَانُوْا عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ ﴿٤٦﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اَنْفِقُوْا مِمَّا

তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী থেকে, যা থেকে তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় না[৪২]।

৪৭. আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা খরচ করো তা থেকে, যে

رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ۙ قَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنُطْعِمُ مَنْ لَّوْ يَشَآءُ اللّٰهُ

রিযক আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন ; (তখন) যারা কুফরী করেছে তারা ওদেরকে বলে, যারা ঈমান এনেছে—'আমরা কি তাকে খাওয়াবো, যদি আল্লাহ চাইতেন

اَطْعَمَهٗٓ ۖ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿٤٧﴾ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هٰذَا الْوَعْدُ

তাকে খাওয়াতে পারতেন ? তোমরা তো সুস্পষ্ট বিভ্রান্তি ছাড়া অন্য কিছুতে নেই[৪৩]।

৪৮. আর তারা[৪৪] বলে—'এ ওয়াদা কখন পূর্ণ হবে ? (বলো)

مِنْ-থেকে ; اٰيٰتِ-নিদর্শনাবলী ; رَبِّهِمْ-তাদের প্রতিপালকের ; اِلَّا كَانُوْا-নেয় না ; عَنْهَا-যা থেকে ; مُعْرِضِيْنَ-মুখ ফিরিয়ে। ﴿٤٧﴾ وَ-আর ; اِذَا-যখন ; قِيْلَ-বলা হয় ; لَهُمْ-তাদেরকে ; اَنْفِقُوْا-তোমরা খরচ করো ; مِمَّا-তা থেকে, যে ; رَزَقَكُمْ-(رزق+كم)-রিযক তোমাদেরকে দিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; قَالَ-(তখন) তারা বলে ; الَّذِيْنَ-যারা ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; لِلَّذِيْنَ-ওদেরকে যারা ; اٰمَنُوْٓا-ঈমান এনেছে ; اَنُطْعِمُ-আমরা কি খাওয়াবো ? مَنْ-তাকে ; لَوْ-যদি ; يَشَآءُ-চাইতেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; اَطْعَمَهٗٓ-(اطعم+ه)-তাকে খাওয়াতে পারতেন ; اِنْ-নেই ; اَنْتُمْ-তোমরা তো ; اِلَّا-ছাড়া অন্য কিছুতে ; فِيْ ضَلٰلٍ-বিভ্রান্তিতে ; مُّبِيْنٍ-সুস্পষ্ট। ﴿٤٨﴾ وَ-আর ; يَقُوْلُوْنَ-তারা বলে ; مَتٰى-কখন পূর্ণ হবে ; هٰذَا-এ ; الْوَعْدُ-ওয়াদা ;

ফলে মানুষ বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়তে সক্ষম হয়। নূহ আ.-এর নৌযান তৈরি থেকে নিয়ে আধুনিক যুগের বিশালকার সামুদ্রিক জাহাজ তৈরি পর্যন্ত এক্ষেত্রে মানুষ যতটুকু উন্নতি করেছে, তারপরও মানুষ একথা বলতে পারে না যে, তারা নদী-সমুদ্র তথা পৃথিবীর জলপথকে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। আজো আল্লাহর জল-শক্তি তাঁরই পূর্ণ কর্তৃত্বে রয়েছে। তিনি যতটুকু চান, যতক্ষণ চান ততটুকু এবং ততক্ষণই মানুষ তা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর যখন আল্লাহর ইচ্ছা ভিন্নরূপ হয়, তখন এ শক্তি আর মানুষের নিয়ন্ত্রণে থাকে না। তখন দেখা যায় যে, যত আধুনিক জলযান-ই হোক না কেন তা মানুষসহ সমুদ্রে ডুবে ধ্বংস হয়ে যায়।

৪১. অর্থাৎ দুনিয়াতে অমান্যকারীদের যেসব পরিণাম তোমাদের সামনে আছে এবং আখিরাতে যে পরিণাম তাদের জন্য অপেক্ষা করছে, তাকে তোমরা ভয় করো। এতে তোমাদের বিশ্বাসে শুভ পরিবর্তন আসবে, যা তোমাদের উভয় জাহানে কল্যাণ হবে।

إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿٤٨﴾ مَا يَنْظُرُوْنَ إِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ

যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাকো।[৪৫] ৪৯. তারা তো একটা বিকট আওয়াজ ছাড়া অন্য কিছুর অপেক্ষা করছে না, যা তাদেরকে পাকড়াও করে নেবে,

وَهُمْ يَخِصِّمُوْنَ ﴿٤٩﴾ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ تَوْصِيَةً وَّلَا إِلٰى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٥٠﴾

এমতাবস্থায় যে তারা পরস্পরে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত থাকবে। ৫০. অতপর তারা ওসীয়ত করতেও সমর্থ হবে না, আর না নিজেদের পরিবার-পরিজনের কাছে তারা ফিরতে পারবে।[৪৬]

اِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা হয়ে থাকো ; صٰدِقِيْنَ-সত্যবাদী। ﴿٤٩﴾ مَا يَنْظُرُوْنَ-তারা তো অপেক্ষা করছে না ; اِلَّا-ছাড়া অন্য কিছুর ; صَيْحَةً-বিকট আওয়াজ ; وَّاحِدَةً-একটা ; تَأْخُذُهُمْ-(تاخذ+هم)-যা তাদেরকে পাকড়াও করে নেবে ; وَ-এমতাবস্থায় যে ; هُمْ-তারা ; يَخِصِّمُوْنَ-পরস্পরে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত থাকবে। ﴿٥٠﴾ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ-অতপর তারা সমর্থ হবে না ; تَوْصِيَةً-ওসীয়ত করতেও ; وَّ-আর ; لَا-না ; اِلٰى-কাছে ; أَهْلِهِمْ-(اهل+هم)-তাদের পরিবার-পরিজনের ; يَرْجِعُوْنَ-তারা ফিরতে পারবে।

৪২. অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব যা মানুষের হিদায়াতের জন্য নাযিল করা হয়েছে, অথবা সেসব নিদর্শন যা অতীতের অমান্যকারী জাতি-গোষ্ঠীসমূহের ধ্বংসাবশেষ ও মানুষের নিজের অস্তিত্ব থেকে জানা যায়। এসব থেকে মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, যদি সেরূপ মানসিকতা মানুষের থাকে।

৪৩. অর্থাৎ কুফরীতে তাদের হঠকারিতা তাদেরকে এমনভাবে অন্ধ করে দিয়েছে যে, তারা তাদের চোখের সামনে বর্তমান আল্লাহর নিদর্শনাবলী তো দেখেই না, তাদেরকে কোনো সদুপদেশ দান করলেও তারা তার উল্টো অর্থ করে। আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সদাচার করার উপদেশ তাদেরকে দিলে তারা তার বিপরীত দর্শন দাঁড় করে। এটা হলো প্রত্যেক সৎকাজ থেকে দূরে থাকার জন্য তাদের নিজস্ব মনগড়া অজুহাত মাত্র।

৪৪. কাফিরদের সাথে রাসূলুল্লাহ স.-এর মতবিরোধ প্রথমত তাওহীদ এবং দ্বিতীয়ত আখিরাত সম্পর্কে। এ পর্যন্ত তাওহীদের পক্ষে যুক্তি দিয়ে তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। এখান থেকে আখিরাত সম্পর্কে যুক্তি দেয়া হয়েছে। এ পর্যায়ে তাদেরকে একথা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, যে আখিরাতকে তারা অসম্ভব মনে করে অস্বীকার করছে, তাদের অস্বীকারের ফলে তা বাতিল হয়ে যাবে না ; বরং সেই আখিরাতের সংঘটিতব্য অবস্থার সম্মুখীন তাদেরকে হতেই হবে।

৪৫. কাফিরদের এ প্রশ্ন এ জন্য ছিল না যে, কিয়ামতের দিন-তারিখ জানতে পারলে তারা তার আগে আগে ঈমান এনে নিজেদেরকে পরিশুদ্ধ করে নেবে। তাদের প্রশ্ন ছিল উপহাসের ভঙ্গীতে। অর্থাৎ কিয়ামত বলতে যা বলা হচ্ছে তা-তো আদৌ সংঘটিত হবে না। এটা বলে মানুষকে খামাখা ভয় দেখানো হচ্ছে। আর আল্লাহর পক্ষ থেকেও জবাবে

কিয়ামতের দিন-তারিখ ঘোষণা দেয়ার পরিবর্তে তার নিশ্চয়তা ও ভয়াবহতার কথা বলা হয়েছে।

৪৬. অর্থাৎ আগে থেকে ঘোষণা বা প্রচার-প্রোপাগাণ্ডা চালিয়ে কিয়ামত আসবে না। মানুষ তাদের স্বাভাবিক কাজে-কর্মে ব্যস্ত থাকবে। তাদের মনে এ ব্যাপারে কোনো আশংকা থাকবে না যে, দুনিয়ার সময় শেষ হয়ে গেছে, আমাদের সব কাজ গুছিয়ে নেয়া দরকার ; প্রয়োজনীয় বিষয়গুলো ওসীয়ত করে যাওয়া দরকার। এমন একটি সময়ে হঠাৎ একটি বিস্ফোরণ হবে, আর যে যেখানে আছে সেখানেই মরে পড়ে থাকবে।

৩য় রুকূ' (৩৩-৫০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. 'তাওহীদ' তথা আল্লাহর অস্তিত্ব ও এককত্বের একটি নিদর্শন হলো—শুষ্ক ও মৃত যমীনে বৃষ্টির পানি দ্বারা সঞ্জীবিত করা এবং তাতে ফল-ফসল উৎপন্ন করা। এটা এক আল্লাহরই কুদরতের বাস্তব রূপ।

২. বৃষ্টির পানির জলাবদ্ধতা দূরীকরণে খাল-বিল ও নদী-নালা সৃষ্টি করাও আল্লাহর কুদরতের আর এক নিদর্শন। কেননা এসব মানুষ তৈরী করেনি। অতএব যিনি এসব করেছেন তিনিই আল্লাহ।

৩. মানুষ, অন্যসব জীবজন্তু, পশু-পাখি ও উদ্ভিদরাজীকে নারী-পুরুষ হিসেবে জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করাও আল্লাহর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ এবং তাঁর অস্তিত্ব ও এককত্বের প্রমাণ।

৪. আল্লাহর অস্তিত্ব ও এককত্বের অপর একটি নিদর্শন হলো—রাত ও দিনের আবর্তন। অজানা কাল থেকেই বিরামহীনভাবে একই নিয়মে রাতের পর দিন আবার রাত আবর্তিত হচ্ছে।

৫. সূর্য ও চন্দ্রের সৃষ্টি এবং একই নিয়মে ও একই গতিতে বিরাম-বিরতিহীনভাবে উদয়-অস্ত যাওয়া আল্লাহর অস্তিত্ব ও এককত্বের চাক্ষুষ প্রমাণ।

৬. চন্দ্র, সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ-নক্ষত্র প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে সুনির্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে ছুটে চলছে। কারো সাথে কারো সংঘর্ষ হচ্ছে না—এটাও প্রমাণ করে যে, এক মহাপরাক্রমশালী স্রষ্টা ও ব্যবস্থাপক তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করছেন।

৭. জলপথের ব্যবহার করার কারিগরী জ্ঞান একজন নবীর মাধ্যমে মানুষকে দান করাও আল্লাহর অস্তিত্ব ও এককত্বের নিদর্শন।

৮. এছাড়া অন্যান্য যানবাহন যেমন, স্থলযান ও আকাশযান তৈরির কলা-কৌশল শিক্ষা দেয়াও আল্লাহর কুদরতের নিদর্শন।

৯. মানুষকে জলপথ, স্থলপথ ও আকাশ পথে চলার উপযোগী যানবাহন তৈরি ও ব্যবহারের ক্ষমতা দেয়া হলেও এসবের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আল্লাহর হাতে রয়েছে।

১০. আল্লাহ চাইলেই মানুষ এসব পথ ব্যবহার করতে পারে ; আবার আল্লাহ চাইলে তা বন্ধও করে দিতে পারেন। তখন মানুষের করার কিছু থাকে না।

১১. আল্লাহ তা'আলা মানুষের নাফরমানীর জন্য যে কোনো মুহূর্তে পাকড়াও করতে পারেন ; কিন্তু তিনি একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদেরকে দুনিয়ার ভোগ্য-সামগ্রী গ্রহণের অবকাশ দিয়ে থাকেন, যাতে তারা নিজেদেরকে সংশোধন করে নিতে পারেন।

১২. আমাদের সামনে অতীতের নাফরমান জাতিসমূহের অশুভ পরিণামের নিদর্শন রয়েছে, আর আখিরাতে তাদের কঠোর আযাবের সতর্কবাণীও রয়েছে। অতএব আল্লাহর আযাবকে ভয় করে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেয়াই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক।

১৩. আল্লাহর আয়াত থেকে যারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তারা অবশ্যই কাফির, এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

১৪. কাফিররা দুঃখী মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসা থেকে বেঁচে থাকতে নানারকম মিথ্যা বাহানা খুঁজে বেড়ায়। অন্য কথায় আল্লাহর নির্দেশিত পথে অর্থ ব্যয় করতে অনাগ্রহী তারাও কাফির।

১৫. যারা আখিরাতে অবিশ্বাসী তারাই বিদ্রূপ করে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার তারিখ জানতে চায়।

১৬. কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। আগে থেকে সংবাদ দিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হবে না।

১৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা. ও হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত হাদীসে কিয়ামত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, মানুষ তাদের দৈনন্দিন স্বাভাবিক কাজকর্মে ব্যস্ত থাকবে, এমন অবস্থায় কিয়ামত সংঘটিত হয়ে যাবে।

১৮. মানুষ নিজেদের মধ্যে বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত থাকবে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য কাজ-কর্মে লিপ্ত থাকবে। এমতাবস্থায় এক বিকট আওয়াজ হবে, ফলে যে যেখানে যে অবস্থায় থাকবে সেখানেই মরে পড়ে থাকবে। অতএব সেই কঠিন মুহূর্ত আসার আগেই নিজেদেরকে শুধরে নিতে হবে।
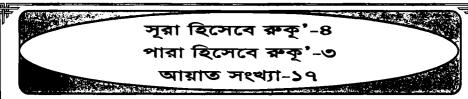
﴿٥١﴾ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ﴿٥٢﴾ قَالُوا

৫১. আর শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে তখনি তারা কবরগুলো থেকে (বের হয়ে) তাদের প্রতিপালকের দিকে দৌড়াতে থাকবে[৪৭]। ৫২. তারা বলবে—

يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا ۜ هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ○

হায়! দুর্ভোগ আমাদের, কে আমাদেরকে ঘুমের স্থান থেকে উঠালো,[৪৮]। এটাতো তা-ই যার ওয়াদা দয়াময় (আল্লাহ) দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণও সত্যই বলেছিলেন[৪৯]।

﴿٥١﴾ وَ-আর ; نُفِخَ-ফুঁক দেয়া হবে ; فِي الصُّورِ-(فى+ال+صور)-শিঙ্গায় ; فَإِذَا-তখনি; هُمْ-তারা ; مِنَ-থেকে (বের হয়ে) ; الْأَجْدَاثِ-কবরগুলো ; إِلَى-দিকে ; رَبِّهِمْ-(رب+هم)-তাদের প্রতিপালকের ; يَنْسِلُونَ-দৌড়াতে থাকবে। ﴿٥٢﴾ قَالُوا-তারা বলবে ; يَا وَيْلَنَا-হায়! দুর্ভোগ আমাদের ; مَنْ-কে ; بَعَثَنَا-(بعث+نا)-আমাদেরকে উঠালো ; مِنْ-থেকে ; مَرْقَدِنَا-(مرقد+نا)-আমাদের ঘুমের স্থান ; هَٰذَا-এটাতো ; مَا -তা-ই যার ; وَعَدَ-ওয়াদা দিয়েছিলেন ; الرَّحْمَٰنُ-দয়াময় (আল্লাহ) ; وَ-এবং ; صَدَقَ- সত্যই বলেছিলেন ; الْمُرْسَلُونَ-রাসূলগণও।

৪৭. শিংগায় ফুঁক দেয়া সম্পর্কে কুরআন মাজীদের ইংগীত ও হাদীস থেকে যা জানা যায়, তাহলো—শিংগায় ফুঁক দেয়া হবে তিনবার। প্রথম ফুঁককে বলা হয় 'নাফখাতুল ফাযা' অর্থাৎ ভীত-সন্ত্রস্ত করে দেয়ার ফুঁক। ইসরাফীল আ. শিংগায় মুখ লাগিয়ে স্থির দাঁড়িয়ে আল্লাহর হুকুমের অপেক্ষায় আছেন। হুকুম হওয়া মাত্রই তিনি ফুঁক দেবেন। এ ফুঁকের সাথে সাথে সকল সৃষ্টিজগত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে। অতপর দ্বিতীয় ফুঁক দেয়া হবে। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় ফুঁকের মধ্যে কত সময়ের ব্যবধান হবে এ সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এ ব্যবধান শত শত বা হাজার হাজার বছরেরও হতে পারে। দ্বিতীয় ফুঁককে বলা হয় 'নাফখাতুস সাআক' অর্থাৎ মৃত্যুর ফুঁক'। দ্বিতীয় ফুঁকের সাথে সাথে সবাই মরে পড়ে থাকবে। অতপর যখন আল্লাহ ছাড়া কেউ থাকবে না, তখন পৃথিবীকে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করে দেয়া হবে। সমস্ত যমীনকে এমনভাবে সমতল করে দেয়া হবে যে, কোথাও উঁচুনীচু বা ভাঁজ থাকবে না। অতপর তৃতীয় ফুঁক দেয়া হবে। এ ফুঁকের সাথে সাথে যে যেখানে মরে পড়েছিল, সেখান থেকেই পরিবর্তিত যমীনে উঠে হাশরের ময়দানের দিকে ছুটতে থাকবে। এটাই শেষ ফুঁক, যাকে 'নাফখাতুল কিয়ামি লিরাব্বিল আলামীন' অর্থাৎ 'জগতের প্রতিপালকের সামনে উঠে দাঁড়ানোর ফুঁক' বলে।

إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۝٥٣

৫৩. এটাতো একটা বিকট আওয়াজ ছাড়া কিছু হবে না, ফলে তখনি তারা সবাই আমার নিকট উপস্থাপিত হয়ে যাবে।

فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۝٥٤ إِنَّ

৫৪. আর আজ কোনো লোকের[৫০] প্রতি কিছুমাত্র অবিচার করা হবে না এবং তোমরা যা করতে তার প্রতিফল ছাড়া তোমাদেরকে অন্য কিছু দেয়া হবে না। ৫৫. নিঃসন্দেহে

أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ ۝٥٥ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ

জান্নাতবাসীরা সেদিন আরাম-আয়েশে মশগুল থাকবে[৫১]। ৫৬. তারা এবং তাদের সঙ্গিনীরা থাকবে সুশীতল ছায়া তলে

৫৩ إِنْ كَانَتْ-এটাতো হবে না ; إِلَّا-ছাড়া ; صَيْحَةً-বিকট আওয়াজ ; وَاحِدَةً-একটা ; فَإِذَا-ফলে তখনি ; هُمْ-তারা ; جَمِيعٌ-সবাই ; لَدَيْنَا-আমার নিকট ; مُحْضَرُونَ-উপস্থাপিত হয়ে যাবে। ৫৪ فَالْيَوْمَ-(ف+ال+يوم)-আর আজ ; لَا تُظْلَمُ-অবিচার করা হবে না ; نَفْسٌ-কোনো লোকের প্রতি ; شَيْئًا-বিন্দুমাত্র ; وَ-এবং ; لَا تُجْزَوْنَ-প্রতিফল তোমাদেরকে দেয়া হবে না ; إِلَّا-ছাড়া ; مَا-অন্য কিছু ; كُنتُمْ تَعْمَلُونَ-তোমরা যা করতে। ৫৫ إِنَّ-নিঃসন্দেহে ; أَصْحَابَ-বাসীরা ; الْجَنَّةِ-জান্নাত ; الْيَوْمَ-সেদিন ; فِي شُغُلٍ-মশগুল থাকবে ; فَاكِهُونَ-আরাম-আয়েশে। ৫৬ هُمْ-তারা ; وَ-এবং ; أَزْوَاجُهُمْ-(ازواج+هم)-তাদের সঙ্গিনীরা ; فِي ظِلَالٍ-থাকবে সুশীতল ছায়াতলে ;

৪৮. অর্থাৎ তাদের অনুভূতি হবে যে, তারা ঘুমিয়েছিল, হঠাৎ কোনো ভয়াবহ দুর্ঘটনায় জেগে উঠেছে।

৪৯. এ জবাব হয়ত মু'মিনরা দেবে যাতে কাফিরদের কাছে তা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আল্লাহর ওয়াদা এবং রাসূলদের কথা সত্য ছিল। অথবা কাফিররা নিজেরাই কিছু সময় পর এটা উপলব্ধি করতে পারবে যে, আল্লাহ আখিরাতের জীবন সম্পর্কে যে ওয়াদা করেছিলেন এবং রাসূলগণও যেটাকে সত্য বলে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন তা সত্য ছিল এবং এটা সেই আখিরাতের জীবন। অথবা কিয়ামতে সার্বিক পরিস্থিতি-ই এ জবাব দেবে। অথবা ফেরেশতারা তাদেরকে এ সম্পর্কে প্রকৃত ব্যাপার স্পষ্ট করে দেবে।

৫০. এ বক্তব্য আল্লাহর পক্ষ থেকে তখন দেয়া হবে। যখন সকল অপরাধীকে আল্লাহর সামনে হাজির করা হবে।

৫১. অর্থাৎ নেক্কার মু'মিনরা এ সৌভাগ্যের অধিকারী হবে। তাদেরকে হাশরের ময়দানে হিসাবের জন্য আটকে রাখা হবে না; বরং বিচার কার্য শুরু হওয়ার পর প্রথম দিকেই

عَلَى الْأَرَآئِكِ مُتَّكِئُوْنَ ﴿٥٧﴾ لَهُمْ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَّلَهُمْ مَّا يَدَّعُوْنَ ﴿٥٨﴾ سَلٰمٌ قف

সুসজ্জিত রাজকীয় আসনে হেলান দিয়ে। ৫৭. সেখানে তাদের জন্য থাকবে যাবতীয় ফলমূল আরও তাদের জন্য থাকবে যা কিছু তারা চাইবে তা সবই। ৫৮. 'সালাম'

قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ رَّحِيْمٍ ﴿٥٩﴾ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ ﴿٦٠﴾ أَلَمْ أَعْهَدْ

(তাদেরকে) বলা হবে ; পরম দয়ালু প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। ৫৯. আর অপরাধীদেরকে বলা হবে—"হে অপরাধীরা ! আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও[৫২]" ৬০. আমি কি সতর্ক করিনি

إِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ أَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَ ۚ إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ۙ

তোমাদেরকে (এ বলে) যে, 'হে আদম সন্তানেরা! তোমরা শয়তানের পূজা করো না, নিশ্চয় সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন'।

عَلَى الْأَرَآئِكِ-(على+ال+ارائك)-সুসজ্জিত রাজকীয় আসনে ; مُتَّكِئُوْنَ-হেলান দিয়ে। (৫৭) لَهُمْ-তাদের জন্য থাকবে ; فِيْهَا-সেখানে ; فَاكِهَةٌ-যাবতীয় ফলমূল ; وَ-আরও ; لَهُمْ-তাদের জন্য থাকবে ; مَّا-যা কিছু তা সবই ; يَدَّعُوْنَ-তারা চাইবে। (৫৮) سَلٰمٌ-'সালাম' ; قَوْلًا-(তাদেরকে) বলা হবে ; مِّنْ-পক্ষ থেকে ; رَّبٍّ-প্রতিপালকের ; رَّحِيْمٍ-দয়ালু। (৫৯) وَ-আর (অপরাধীদেরকে বলা হবে) ; امْتَازُوا-তোমরা পৃথক হয়ে যাও ; الْيَوْمَ-আজ ; أَيُّهَا-হে ; الْمُجْرِمُوْنَ-অপরাধীরা। (৬০) أَلَمْ أَعْهَدْ-আমি কি সতর্ক করিনি ; إِلَيْكُمْ-তোমাদেরকে (এ বলে) ; يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ-হে আদম সন্তানেরা ; أَنْ-যে ; لَّا تَعْبُدُوا-তোমরা পূজা করো না ; الشَّيْطٰنَ-শয়তানের ; إِنَّهٗ-(ان+ه)-নিশ্চয় সে ; لَكُمْ-তোমাদের ; عَدُوٌّ-দুশমন ; مُّبِيْنٌ-প্রকাশ্য।

তাদেরকে কোনোরকম সংক্ষিপ্ত হিসেব নিয়েই জান্নাতে পাঠিয়ে দেয়া হবে। কারণ তাদের নামায়ে আমল বা রেকর্ডপত্র থাকবে পরিচ্ছন্ন। জান্নাতে তাদের কোনো ফরয-ওয়াজিব ইবাদত থাকবে না ; জীবিকা উপার্জনের কোনো চিন্তা তাদের থাকবে না ; তারা থাকবে বেকার কিন্তু বেকার অবস্থায় মানুষের যে অস্বস্তি লাগে, তা তাদের লাগবে না, কারণ তারা বিনোদন মূলক কাজে ব্যস্ত থাকবে। তারা জান্নাতের হূর ও দুনিয়ায় তার নেক স্ত্রী, যে জান্নাতে তার সঙ্গী হয়েছে তাদের সাথে আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত থাকবে। শ্রমের কষ্ট থেকে জান্নাত পবিত্র। তাই জান্নাতে কোনো কিছু লাভ করার জন্য কোনো শ্রম ব্যয় করতে হবে না। জান্নাতীরা যা চাইবে, তা-ই তৎক্ষণাৎ হাজির হয়ে যাবে।

৫২. হাশরের ময়দানে প্রথমে মানুষ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় থাকবে। কুরআন মাজীদের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে—কা-আন্নাহুম জারাদুম মুনতাশির' অর্থাৎ তারা হবে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের মতো। পরে কর্মের ভিত্তিতে তাদেরকে আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত করা হবে।

﴿٦١﴾ وَأَنِ اعْبُدُونِي ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿٦٢﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا ۖ

৬১. আর তোমরা আমার-ই ইবাদত করো ; এটাই সরল-সঠিক পথ[৫৩]। ৬২. আর সেতো (শয়তান) তোমাদের মধ্যকার অনেক বড় দলকে নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট করেছে ;

(৬১) وَ-আর ; اَنِ اعْبُدُوْنِىْ-তোমরা আমারই ইবাদত করো; هٰذَا-এটাই ; صِرَاطٌ-পথ; مُسْتَقِيْمٌ-সরল সঠিক। (৬২) وَ-আর ; لَقَدْ اَضَلَّ-সেতো নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট করেছে ; مِنْكُمْ-তোমাদের মধ্যকার ; جِبِلًّا-বড় দলকে ; كَثِيْرًا-অনেক ;

কাফির, মু'মিন, সৎকর্মশীল ও অসৎকর্মশীল মানুষ পৃথক পৃথক জায়গায় অবস্থান করবে। আলোচ্য আয়াতে সে কথাই বলা হয়েছে। কাফিরদেরকে বলা হবে—তোমরা সৎকর্মশীল মু'মিনদের থেকে আলাদা হয়ে যাও। দুনিয়াতে তোমরা তাদের সমাজ, সম্প্রদায়, গোষ্ঠী ও পরিবারের মধ্যে শামিল থাকলেও এখানে তাদের সাথে তোমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, আজ তোমাদের সকল দল ও জোট ভেঙ্গে দেয়া হয়েছে। তোমাদের সকল আত্মীয়তা ও সম্পর্ক শেষ করে দেয়া হয়েছে। এখন তোমাদের প্রত্যেকে ব্যক্তিগতভাবে নিজ নিজ কর্মের জন্য দায়ী।

৫৩. 'শয়তানের ইবাদত করো না'-এর অর্থ শয়তানের হুকুমের আনুগত্য করো না বা শয়তানের শিক্ষার অনুসারী হয়ো না। প্রত্যেক কাজে ও প্রত্যেক অবস্থায় কারো আনুগত্য করার নামই ইবাদত। অর্থের মহব্বতে বৈধ-অবৈধ এমনসব কাজ করা, যাতে অর্থ বৃদ্ধি পায় এবং স্ত্রীর মহব্বতে বৈধ-অবৈধ এমনসব কাজ করা যাতে অর্থ বৃদ্ধি পায় এবং স্ত্রী মহব্বতে এমন সব কাজ করা, যাতে স্ত্রী সন্তুষ্ট হয়, হাদীসে এসব কাজকে অর্থের দাসত্ব ও স্ত্রীর দাসত্ব বলা হয়েছে। তবে কারো আনুগত্য যদি আল্লাহর হুকুমের অধীন হয় তাহলে তা আল্লাহর-ই ইবাদত হবে। 'ইবাদত' অর্থ যদি 'ইতা'আত' তথা আনুগত্য হয় তাহলে 'ইতা'আত' অর্থ অবশ্যই 'ইবাদত' হবে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কুরআন মাজীদে বলা হয়েছে—"তোমরা 'ইতা'আত' করো আল্লাহর, 'ইতা'আত' কারো রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যকার কর্তৃত্বশীলদের।" আয়াতে আল্লাহর 'ইতা'আতের' সাথে সাথে রাসূল ও কর্তৃত্বশীলদের 'ইতা'আত' করার হুকুম দেয়া হয়েছে। তাহলে কি এখানে রাসূল ও কর্তৃত্বশীলদের ইবাদত করার হুকুম দেয়া হয়েছে ? এর উত্তরে ইমাম রাজী তাঁর গ্রন্থ তাফসীরে কবীরে বলেছেন যে, আল্লাহ ছাড়া আনুগত্য করার হুকুম যদি আল্লাহ দিয়ে থাকেন তাহলে সেটা আল্লাহরই আনুগত্য বা ইবাদত হবে। এখানে রাসূল ও কর্তৃত্বশীলদের আনুগত্য করার হুকুম যেহেতু আল্লাহ দিয়েছেন তাই এ আনুগত্য ও ইবাদত আল্লাহরই হবে। যেমন ফেরেশতাদেরকে আল্লাহ হুকুম দিয়েছেন, আদমকে সিজদা করার জন্য ; অতএব তাদের আদমকে সিজদা করা আল্লাহকে সিজদা করার নামান্তর। তবে যে ব্যাপারে কর্তৃত্বশীলদের আনুগত্য করার হুকুম আল্লাহ দেননি, সে ব্যাপারে তাদের আনুগত্য করা অবশ্যই তাদের ইবাদত করা হবে।

أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ۝٦٢ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۝٦٣ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ

তবুও কি তোমরা বুঝবে না ?[৫৪] ৬৩. এটাই তো সেই জাহান্নাম যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হতো। ৬৪. আজ তোমরা এতে প্রবেশ করো

بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ۝٦٤ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ

তার কারণে যে কুফরী তোমরা করতে। ৬৫. আজ আমি তাদের মুখে মোহর মেরে দেবো এবং তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে

وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝٦٥ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ

এবং তাদের পা সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে যা তারা দুনিয়াতে কামাই করেছিল[৫৫]। ৬৬. আর আমি যদি চাই তাদের চোখগুলোকে নিশ্চিত আলোহীন করে দিতে পারি

أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ-তবুও কি তোমরা বুঝবে না ? ৬৩ هَٰذِهِ-এটাই তো ; جَهَنَّمُ-সেই জাহান্নাম ; الَّتِي-যার ; كُنتُمْ تُوعَدُونَ-ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হতো। ৬৪ اصْلَوْهَا-তোমরা এতে প্রবেশ করো ; الْيَوْمَ-আজ ; بِمَا-তার কারণে, যে ; كُنتُمْ تَكْفُرُونَ-কুফরী তোমরা করতে। ৬৫ الْيَوْمَ-আজ ; نَخْتِمُ-আমি মোহর মেরে দেবো ; عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ-(على+افواه+هم)-তাদের মুখে ; وَ-এবং ; تُكَلِّمُنَا-আমার সাথে কথা বলবে ; أَيْدِيهِمْ-(ايدى+هم)-তাদের হাত ; وَ-এবং ; تَشْهَدُ-সাক্ষ্য দেবে ; أَرْجُلُهُمْ-(ارجل+هم)-তাদের পা ; بِمَا-সে সম্পর্কে যা ; كَانُوا يَكْسِبُونَ-(দুনিয়াতে) কামাই করেছিল। ৬৬ وَ-আর ; لَوْ-যদি ; نَشَاءُ-আমি চাই ; لَطَمَسْنَا-নিশ্চিত আলোহীন করে দিতে পারি; عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ-(على+اعين+هم)-তাদের চোখগুলোকে ;

একইভাবে নিজের নফসের দাবী যদি আল্লাহর হুকুমের পরিপন্থী হয় এবং সে দাবী অনুযায়ী কেউ যদি চলে তবে তা হবে নফসের ইবাদত করা।

৫৪. অর্থাৎ তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও শয়তান তোমাদের মধ্যকার অনেক লোককেই পথভ্রষ্ট করেছে, অথচ এ জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে তোমরা দুনিয়াতে সব কাজ-কারবার করে যাচ্ছো এবং নবী-রাসূলদের মাধ্যমে তিনি তোমাদেরকে সতর্কও করে চলছেন, তা সত্ত্বেও তোমরা শয়তানের চালে পড়ে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছো, অতএব তোমাদের বোকামীর খেসারত তোমাদের নিজেদেরকেই দিতে হবে।

৫৫. হাশরের হিসাব-নিকাশের জন্য উপস্থিতির সময় প্রত্যেকেই নিজেদের ওযর পেশ করার স্বাধীনতা পাবে। কাফির-মুশরিকরা কসম করে কুফর ও শিরক অস্বীকার করবে। তারা বলবে—'আল্লাহর কসম', আমরা শিরক করিনি। কেউ কেউ বলবে—'আমাদের আমলনামায় ফেরেশতারা যা লিখে রেখেছে তা সত্য নয়।' তখন আল্লাহ

فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ ﴿٦٧﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ

তারপর তারা পথ চলতে চাইতো, তবে কেমন করে তারা দেখতো ! ৬৭. আর আমি যদি চাই, তাদের অবস্থানেই অবশ্য আমি তাদের আকৃতি বদলে দিতে পারি

فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ

তখন তারা সক্ষম হতো না সামনে যেতে আর না পারতো ফিরে আসতে[৫৬]।

فَاسْتَبَقُوا-তারপর তারা চলতে চাইতো ; الصِّرَاطَ-পথ ; فَأَنَّىٰ-(ف+انى)-তবে কেমন করে ; يُبْصِرُونَ-তারা দেখতো। ﴿٦٧﴾-وَ-আর ; لَوْ-যদি ; نَشَاءُ-আমি চাই ; لَمَسَخْنَاهُمْ-অবশ্যই আমি তাদের আকৃতি বদলে দিতে পারি ; عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ-(على+مكانة+هم)-তাদের অবস্থানেই ; فَمَا اسْتَطَاعُوا-(ف+ما استطاعوا)-তখন তারা সক্ষম হতো না ; مُضِيًّا-সামনে যেতে ; وَ-আর ; لَا يَرْجِعُونَ-না পারতো ফিরে আসতে।

তা'আলা তাদের মুখে মোহর লাগিয়ে দেবেন, যাতে তারা মুখে কোনো কিছু বলতে না পারে। অতপর তাদের হাত, পা এবং প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে রাজসাক্ষী করে কথা বলার যোগ্যতা দান করবেন। তারা কাফির-মুশরিকদের যাবতীয় কার্যকলাপের সাক্ষ্য দেবে। এ আয়াতে শুধুমাত্র হাত ও পায়ের সাক্ষ্যের কথা বলা হলেও অন্য আয়াতে চোখ, কান ও চামড়ার সাক্ষ্য দানের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

সূরা আন নূর-এর ২৪ আয়াতে বলা হয়েছে—"যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা ; তারা যা করতো সে সম্বন্ধে।"

সূরা হা-মীম আস-সাজদার ২০ আয়াতে বলা হয়েছে—"এমনকি তারা যখন জাহান্নামের নিকটবর্তী হবে, তখন তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের চামড়া তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে।"

৫৬. কিয়ামতের ভয়াবহ ঘটনা সম্পর্কে বিবরণ দেয়ার পর এখানে কাফির-মুশরিকদেরকে জানানো হচ্ছে যে, কিয়ামতকে তোমরা অনেক দূরের জিনিস মনে করলেও তোমরা যে আল্লাহর বিশাল শক্তির সামনে একান্ত অসহায় তা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারবে। তোমাদেরকে দেয়া চোখ যা দিয়ে সারা দুনিয়া দেখছো এবং গর্ব-অহংকার করে কাজ করছো, তা আল্লাহর একটি মাত্র ইশারায় অন্ধ হয়ে যেতে পারে। যে পায়ের ওপর ভর করে তোমরা দৌড়াদৌড়ি করছো, তা-ও আল্লাহর ইশারায় অবশ হয়ে যেতে পারে, তাহলে তোমরা যে শক্তির অহংকার কর তার কি কোনো মূল্য আছে ?

৪র্থ রুকূ' (৫১-৬৭ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. তৃতীয় ফুঁকের মাধ্যমেই আগে-পরের সমস্ত মানুষ যাকে যেখানে সমাধিস্থ করা হয়েছে সেখান থেকে বের হয়ে পড়বে এবং ফেরেশতারা তাদেরকে হাশরের ময়দানের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।

২. মানুষ মনে করবে যে, তারা ঘুমিয়ে ছিল, কেউ তাদের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়েছে। তবে কিছুক্ষণ পর তারাই উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, এটাই আল্লাহর ওয়াদাকৃত হাশরের দিন যার সত্যতা প্রতিপাদন করেছেন রাসূলগণ।

৩. শেষ বিচারের দিন আল্লাহ তা'আলা যার ব্যাপারে যে ফায়সালা দেবেন সেটাই হবে তার জন্য সবচেয়ে ইনসাফপূর্ণ সমাধান। সেই ফায়সালার চেয়ে উত্তম কোনো ফায়সালা আর হতে পারে না।

৪. আল্লাহ তা'আলা যাকে যে শাস্তি দেবেন, সেটাই তার অপরাধের যথার্থ শাস্তি এবং সুবিচারের দাবীও তাই।

৫. জান্নাতে জান্নাতবাসীদের কোনো কাজ থাকবে না। কারণ তাদের ফরয-ওয়াজিব কোনো ইবাদতও থাকবে না। জীবিকার জন্যও তাদের কোনো চিন্তা করতে হবে না।

৬. দুনিয়াতে কোনো কাজ না থাকলে মানুষ সাধারণত অস্বস্তিতে ভোগে ; কিন্তু জান্নাতবাসীরা তা থেকে মুক্ত থাকবে ; কেননা তারা আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত থাকবে।

৭. জান্নাতীরা তাদের সঙ্গী-সঙ্গিনীদের সাথে নিয়ে সুসজ্জিত রাজকীয় আসনে হেলান দিয়ে বসে আরাম করবে।

৮. জান্নাতে সব ধরনের ফলমূল থাকবে এবং যে যা কামনা করবে তা-ই সেখানে উপস্থিত পাবে।

৯. সর্বোপরি জান্নাতীদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে 'সালাম' দ্বারা অভিবাদন জানানো হবে।

১০. দুনিয়াতে কাফির-মুশরিকরা মু'মিনদের সমাজ বা পরিবারে মিলেমিশে থাকলে হাশরে তাদেরকে আলাদা করে দেয়া হবে। তারা নিজেরাও দলবদ্ধ অবস্থায় থাকতে পারবে না ; বরং প্রত্যেকে আলাদাভাবে নিজ কর্মের জন্য দায়ী থাকবে।

১১. আল্লাহ মানব জাতির সূচনা থেকেই শয়তানের আনুগত্য করতে নিষেধ করে মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছেন। কারণ শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন।

১২. আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করাই মানুষের জন্য সঠিক এবং যথার্থ কাজ।

১৩. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়েছেন এবং নবী-রাসূলগণও মানুষকে শয়তানের ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছেন ; এরপরও শয়তানের প্ররোচনা থেকে বেঁচে থাকতে না পারা মানুষের জন্য অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক।

১৪. কাফিরদের বলা হবে এটাতো সেই জাহান্নাম যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হয়েছিল, এখন তোমরা এতে প্রবেশ করো। এ আদেশ লংঘন করার ক্ষমতা তাদের থাকবে না।

১৫. আল্লাহর সামনে অপরাধীরা তাদের অপরাধ অস্বীকার করতে চাইবে ; কিন্তু তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাদের অপরাধের সাক্ষী দেবে ; সুতরাং কোনোভাবেই শাস্তি থেকে বেঁচে যাওয়ার কোনো উপায় থাকবে না।

১৬. আল্লাহ তা'আলা যে কোনো মুহূর্তে আমাদের দেখার শক্তি নিয়ে যেতে পারেন, তখন আমাদের কিছুই করার থাকবে না। সুতরাং এ নিয়ামতের মূল্যায়ন করে আল্লাহর হুকুমের অনুগত হয়ে যেতে হবে।

১৭. আল্লাহ চাইলে আমাদের হাঁটা-চলার শক্তি রহিত করে দিতে পারেন, তখন আমাদেরকে চোখ থাকা সত্ত্বেও লাঞ্ছনাময় জীবনের কষ্ট বয়ে বেড়াতে হবে। সুতরাং আল্লাহর দেয়া এসব নিয়ামতের জন্য যথাসাধ্য শোকর করা কর্তব্য।

১৮. আল্লাহ যা চান, তা-ই যে করতে পারেন, তার অসংখ্য প্রমাণ আমাদের সামনে সদা-সর্বদা বিদ্যমান আছে। সুতরাং শেষ বিচারের দিনে আল্লাহর সামনে কোনো অজুহাত গ্রহণযোগ্য হবে না।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-৪
আয়াত সংখ্যা-১৬

وَمَنْ نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ ۚ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ

৬৮. আর আমি যাকে দীর্ঘ বয়স দান করি, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই সৃষ্টি কালীন অবস্থায়[৫৭], তবুও কি তারা বুঝবে না ? ৬৯. আর আমি তাকে (রাসূলকে) কবিতা শিক্ষা দেইনি

وَمَا يَنْۢبَغِيْ لَهٗ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَّقُرْاٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿٦٩﴾ لِّيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا

এবং তা তার জন্য শোভনীয়ও নয়[৫৮]; এটাতো এক উপদেশ বাণী ও সুস্পষ্ট কুরআন (বহুল পাঠ্য কিতাব) ছাড়া কিছু নয়। ৭০. যাতে তিনি সতর্ক করতে পারেন তাকে যে জীবিত,[৫৯]

(৬৮) وَ-আর ; مَنْ-যাকে ; نُعَمِّرْهُ-(نعمر+ه)-দীর্ঘ বয়স দান করি ; نُنَكِّسْهُ-(ننكس+ه)-তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাই ; فِي الْخَلْقِ-(فى+ال+خلق)-সৃষ্টিকালীন অবস্থায় ; أَفَلَا يَعْقِلُونَ-(ا+ف+لا+يعقلون)-তবুও কি তারা বুঝবে না। (৬৯) وَ-আর ; مَا عَلَّمْنٰهُ-(ماعلمنا+ه)-আমি তাকে (রাসূলকে) শিক্ষা দেইনি ; الشِّعْرَ-কবিতা ; وَ-এবং ; مَا يَنْبَغِيْ-শোভনীয়ও নয় ; لَهٗ-তার জন্য ; إِنْ-নয় ; هُوَ-এটাতো ; إِلَّا-ছাড়া কিছু নয় ; ذِكْرٌ-উপদেশবাণী ; وَّ-ও ; قُرْاٰنٌ-কুরআন (বহুল পাঠ্য কিতাব) ; مُبِيْنٌ-সুস্পষ্ট। (৭০) لِيُنْذِرَ-যাতে তিনি সতর্ক করতে পারেন ; مَنْ-তাকে যে ; كَانَ حَيًّا-জীবিত ;

৫৭. সৃষ্টিকালীন অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার অর্থ বৃদ্ধ বয়সে আল্লাহ মানুষকে শিশুদের পর্যায়ে নিয়ে যান। শিশুরা যেমন নিজের হাতে খেতে পারে না, নিজের কাপড়-চোপড় নিজে পরতে পারে না। এমনকি পেসাব-পায়খানা করার জন্যও যেতে পারে না ; শিশুদের মতো বিছানায় তা সারতে হয়। কথাবার্তাও শিশুদের মতো বলে, যা শুনে অন্যেরা হাসে। অর্থাৎ তার জীবন যে দুর্বলতার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল, বার্ধক্যে সে সেই অবস্থায়ই ফিরে যায়।

মানুষের অস্তিত্বে এসব পরিবর্তন আল্লাহ তা'আলার কুদরতের বহিঃপ্রকাশ, তেমনি এতে মানুষের প্রতি এক বিরাট অনুগ্রহ বিদ্যমান রয়েছে। স্রষ্টা মানুষের অস্তিত্বে যেসব শক্তি গচ্ছিত রেখেছেন, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে সরকারী যন্ত্রপাতি। এগুলো তাকে দান করে বলে দেয়া হয়েছে যে, এগুলোর মালিক তুমি নও এবং এগুলো চিরস্থায়ীও নয়। অবশেষে তোমার কাছ থেকে এগুলো ফেরত নেয়া হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের সবগুলো শক্তি একযোগে ফেরত নিয়ে যাওয়া অসঙ্গত ছিল না। কিন্তু দয়াময় আল্লাহ এসব শক্তি ফেরত নেয়ার জন্যও তাকে দীর্ঘ মেয়াদী কিস্তিও নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং ক্রমান্বয়ে ফেরত নিয়েছেন যাতে মানুষ সাবধান হয়ে পরকালের সফরে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারে।

وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧١﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ

এবং অমান্যকারীদের ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ৭১. তারা কি লক্ষ করেনি অবশ্যই আমি তাদের জন্য সৃষ্টি করেছি সেসব (বস্তু) থেকে—যা সৃষ্টি করেছে

أَيْدِيْنَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مٰلِكُوْنَ ﴿٧٢﴾ وَذَلَّلْنٰهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوْبُهُمْ وَمِنْهَا

আমার হাত[৫৮]—গবাদিপশু হিসেবে অতপর তারা সেগুলোর মালিক হয়। ৭২. আর আমি সেগুলোকে তাদের বশীভূত করে দিয়েছি, ফলে তাদের কিছু কিছু তাদের বাহন এবং তাদের কিছু কিছু

وَ-এবং ; يَحِقَّ-প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় ; الْقَوْلُ-প্রমাণ ; عَلَى-ওপর ; الْكٰفِرِيْنَ-অমান্যকারীদের। ﴿٧١﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا-(أ+و+لم يروا)-তবে কি তারা লক্ষ্য করেনি ; أَنَّا-অবশ্যই আমি ; خَلَقْنَا-সৃষ্টি করেছি ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; مِمَّا-(من+ما)-সেসব (বস্তু) থেকে যা ; عَمِلَتْ-সৃষ্টি করেছে ; أَيْدِيْنَا-(ايدى+نا)-আমার হাত ; أَنْعَامًا-গবাদি পশু হিসেবে ; فَهُمْ-(ف+هم)-অতপর তারা ; لَهَا-সেগুলোর ; مٰلِكُوْنَ-মালিক হয়। ﴿٧٢﴾ وَ-আর ; ذَلَّلْنٰهَا-(ذللنا+ها)-আমি সেগুলোকে বশীভূত করে দিয়েছি ; لَهُمْ-তাদের ; فَمِنْهَا-(ف+من+ها)-ফলে তাদের কিছু কিছু ; رَكُوْبُهُمْ-(ركوب+هم)-তাদের বাহন ; وَ-এবং ; مِنْهَا-তাদের কিছু কিছু ;

৫৮. কাফির-মুশরিকরা তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত ও জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে আলোচনা সম্বলিত কুরআনকে কবিতা বলে উপেক্ষা করতে সচেষ্ট ছিল। এখানে তাদের কথার প্রতিবাদ করা হয়েছে। যদিও কুরআনের বিস্ময়কর প্রভাবকে তারা অস্বীকার করতে পারতো না। তারা কখনো কুরআনকে যাদু, রাসূলকে যাদুকর বলতো। তারা প্রমাণ করতে চাইতো যে, কুরআনের প্রভাব আল্লাহর বাণী বলে নয় ; বরং কবিতা হওয়ার কারণে। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন যে, আমি আমার নবীকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং এটা তাঁর জন্য শোভনীয় নয়। সুতরাং তাঁকে কবি বলা ভ্রান্ত।

কুরআন যে, কবিতা ছিল না তা কাফিররা ভালোভাবে জানতো। কারণ তারা কাব্য চর্চায় ছিল অত্যন্ত পারদর্শী। কবিতায় যে অন্তমিল থাকা জরুরী, কুরআন তা মেনে চলেনি তারপরও কুরআনকে কবিতা এবং রাসূলকে কবি বলার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য ছিল–কবিতা যেমন স্বরচিত কাল্পনিক বিষয় হয়ে থাকে, কুরআনকেও সেরূপ কাল্পনিক বিষয় আখ্যা দিয়ে তাকে গুরুত্বহীন করে দেয়া। আর রাসূলুল্লাহ স. নিজেও কখনো কবিতা আবৃত্তি করতেন না। হযরত আয়েশা রা.-কে কেউ জিজ্ঞেস করলো যে, রাসূলুল্লাহ স. কখনো কবিতা আবৃত্তি করতেন কি না ? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি উত্তর দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ স. সাধারণত কবিতা আবৃত্তি করতেন না। তবে একবার কবি ইবনে তুরফার একটি কবিতার দু'টো চরণ আবৃত্তি করতে গিয়ে শব্দ ওলট-পালট করে আবৃত্তি করলে হযরত আবু বকর রা.

يَأْكُلُوْنَ ﴿٧٣﴾ وَلَهُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ ۖ أَفَلَا يَشْكُرُوْنَ ﴿٧٤﴾ وَ

তারা খায়। ৭৩. আর এসবের মধ্যে রয়েছে তাদের জন্য অনেক উপকারিতা ও নানা ধরনের পানীয়, তবুও কি তারা শোকর আদায় করবে না[৬১] ? ৭৪. আবার

اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللهِ اٰلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿٧٥﴾ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ نَصْرَهُمْ ۙ

তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অনেক উপাস্যও বানিয়ে নিয়েছে এ আশায় যে তারা সাহায্য প্রাপ্ত হবে। ৭৫. তারা (এসব উপাস্য) তাদের সাহায্য করতে সমর্থ নয়

يَأْكُلُوْنَ-তারা খায়। ﴿٧٣﴾ وَ-আর ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; فِيْهَا-এসবের মধ্যে রয়েছে ; مَنَافِعُ-অনেক উপকারিতা ; وَ-ও ; مَشَارِبُ-নানা ধরনের পানীয় ; اَفَلَا يَشْكُرُوْنَ-তবুও কি তারা শোকর আদায় করবে না। ﴿٧٤﴾ وَ-আর; اتَّخَذُوْا-তারা বানিয়ে নিয়েছে; مِنْ دُوْنِ-বাদ দিয়ে ; اللهِ-আল্লাহকে ; اٰلِهَةً-অনেক উপাস্যও ; لَعَلَّهُمْ-এ আশায় যে, يُنْصَرُوْنَ-তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। ﴿٧٥﴾ لَا يَسْتَطِيْعُوْنَ-তারা (এসব উপাস্য) সমর্থ নয় ; نَصْرَهُمْ-(نصر+هم)-তাদের সাহায্য করতে ;

তা সংশোধন করে দেন। অতএব প্রমাণিত হলো যে, কবিতা রচনা করা দূরের কথা কবিতা আবৃত্তি করাকেও তিনি নিজের জন্য শোভনীয় মনে করতেন না।

৫৯. অর্থাৎ যার বিবেক ও চিন্তাশক্তি মরে যায়নি। অথবা তা পাথরের মতো নির্জীব ও নিষ্ক্রিয় নয়। যাদের বিবেক নির্জীব হয়ে গেছে তাদেরকে যতই সহানুভূতি সহকারে উপদেশ দেয়া হোক না কেন, তারা কিছুই শোনে না, কিছই বুঝে না।

৬০. আয়াতে চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টিতে মানুষের উপকারিতা এবং মানুষের প্রতি আল্লাহর অতুলনীয় দান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, এগুলো আল্লাহ নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন। 'হাত' শব্দ এখানে রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ এটা নয় যে, (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ দেহ বিশিষ্ট সত্তা এবং তিনিও বুঝি মানুষের মতো হাত দিয়ে কাজ করেন। বরং এর অর্থ-এ জিনিসগুলো আল্লাহ নিজেই সৃষ্টি করেছেন এবং এ কাজে কারো সামান্যতম অংশও নেই।

৬১. আল্লাহ তা'আলা এসব জন্তুগুলো দ্বারা মানুষের উপকার করা পর্যন্তই সীমিত করে রাখেননি, বরং মানুষকে এগুলোর মালিক বানিয়ে দিয়েছেন। ফলে তারা এগুলো থেকে উপকার লাভের সাথে সাথে এগুলোতে সর্বপ্রকার মালিকানা সুলভ অধিকারও প্রয়োগ করতে পারে। তারা এগুলোকে কাজে ব্যবহার করতে পারে। এগুলো বিক্রি করে তার মূল্য দ্বারাও তারা উপকৃত হতে পারে। কিন্তু এতসব আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত লাভ করেও যদি এসব নিয়ামতকে অন্য কারো দান বলে মনে করে, অন্যের অনুগ্রহভাজন হয়, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে নিয়ামত লাভের আশা করে, তাহলে এটা হবে মানুষের চরম অকৃতজ্ঞতা এবং আল্লাহর নিয়ামতকে অস্বীকার করার নামান্তর।

وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُوْنَ ﴿٧٥﴾ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ ۘ إِنَّا نَعْلَمُ

বরং তারাই ওদের (উপাস্যদের) বাহিনীরূপে উপস্থাপিত হবে।[৬২] ৭৬. অতএব তাদের কথা আপনাকে যেন দুঃখ না দেয় ; আমি অবশ্যই তা জানি

مَا يُسِرُّوْنَ وَمَا يُعْلِنُوْنَ ﴿٧٦﴾ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنٰهُ مِنْ نُّطْفَةٍ

যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে[৬৩]। ৭৭. মানুষ[৬৪] কি লক্ষ করে না যে, আমি অবশ্যই তাকে শুক্রবিন্দু থেকে সৃষ্টি করেছি

وَ-বরং ; هُمْ-তারাই ; لَهُمْ-ওদের (উপাস্যদের) ; جُنْدٌ-বাহিনীরূপে ; مُحْضَرُوْنَ-উপস্থাপিত হবে। ﴿٧٦﴾ فَلَا يَحْزُنْكَ-(ف+لا+يحزن+ك)-অতএব আপনাকে যেন দুঃখ না দেয় ; قَوْلُهُمْ-(قول+هم)-তাদের কথা ; اِنَّا-আমি অবশ্যই ; نَعْلَمُ-জানি ; مَا-যা ; يُسِرُّوْنَ-তারা গোপন করে ; وَ-এবং ; مَا-যা ; يُعْلِنُوْنَ-তারা প্রকাশ করে। ﴿٧٧﴾ اَوَلَمْ يَرَوْا-(ا+و+لم يروا)-লক্ষ্য কি করে না যে, الْاِنْسَانُ-মানুষ ; اَنَّا-আমি অবশ্যই ; خَلَقْنٰهُ-(خلقنا+ه)-আমি তাকে সৃষ্টি করেছি ; مِنْ-থেকে ; نُّطْفَةٍ-শুক্রবিন্দু ;

শুধুমাত্র এজন্যই মুখে মুখে শুকরিয়া জ্ঞাপন করলে আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দাহ হওয়া যায় না। কাফির-মুশরিকরাও এসব নিয়মাতকে আল্লাহর সৃষ্টি বলে স্বীকার করতো। তাদের কেউ এসব সৃষ্টির ব্যাপারে তাদের উপাস্যদের কারো সামান্যতম ভূমিকা আছে বলেও মনে করতো না। কিন্তু এর পরও তারা যখন আল্লাহকে বাদ দিয়ে উপাস্যদের সামনে মাথা নত করতো, নজরানা পেশ করতো, নিয়ামতের জন্য উপাস্যদের কাছে প্রার্থনা জানাতো এবং তাদের সামনে বলিদান করতো, তখন আল্লাহকে স্রষ্টা হিসেবে তাদের মৌখিক স্বীকৃতি ও শুকরিয়া জ্ঞাপনের কোনো অর্থই থাকতো না।

৬২. অর্থাৎ ওসব মিথ্যা উপাস্যরা তাদের উপাসকদের সাহায্য করা দূরের কথা, তারা নিজেরাই উপাসকদের সাহায্যের ভিখারী। আর উপাসকরাও তাদের সাহায্য করা তথা তাদের সেবা করার কাজে নিজেদেরকে তাদের সেবাদাসে পরিণত করে নিয়েছে। তাদের প্রতিরক্ষায় নিজেদেরকে রক্ষীবাহনী হিসেবে পরিণত করেছে। তাহলে এসব উপাস্যরা কিভাবে আল্লাহ হতে পারে ? নিজ শক্তিতে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে কখনো তারা পারবে না।

৬৩. এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন যে, কাফির-মুশরিকরা আপনাকে প্রকাশ্যে ও গোপনে যা কিছু বলছে এবং আপনাকে যেসব কথা বলে কষ্ট দিচ্ছে তার জন্য আপনি মন খারাপ করবেন না। কারণ তাদের এসব কথা যে মিথ্যা তা তারা নিজেরাও জানে এবং যাদেরকে শোনানোর জন্য বলে তারাও জানে। আর মিথ্যা দিয়ে কখনো সত্যের মুকাবিলা করা যায় না। দুনিয়াতে এরা অবশ্যই পরাজিত হবে এবং আখিরাতেও তারা আল্লাহর আযাবের স্বাদ গ্রহণ করবে।

فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿٧٧﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ۖ قَالَ مَن

আর তখনি সে প্রকাশ্য ঝগড়াটে হয়ে উঠলো[৬৫] ৭৮. আর সে আমার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে[৬৬] কিন্তু তার সৃষ্টির কথা ভুলে যায়,[৬৭] সে বলে—কে

يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ ۖ

পুনরুজ্জীবিত করবে এ হাড়গুলোকে অথচ তা পঁচে গলে গেছে ? ৭৯. আপনি বলুন তিনিই তাকে পুনরুজ্জীবিত করবেন, যিনি তাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন

فَإِذَا-(ف+اذا)-আর তখনি ; هُوَ-সে ; خَصِيمٌ-ঝগড়াটে হয়ে উঠলো ; مُّبِينٌ-প্রকাশ্য। ⑦⑧ وَ-আর ; ضَرَبَ-বর্ণনা করে ; لَنَا-আমার ; مَثَلًا-দৃষ্টান্ত ; وَ-কিন্তু ; نَسِيَ-ভুলে যায় ; خَلْقَهُ-(خلق+ه)-তার সৃষ্টির কথা ; قَالَ-সে বলে ; مَنْ-কে ; يُحْيِي-পুনর্জীবিত করবে ; الْعِظَامَ-এ হাড়গুলোকে ; وَ-অথচ ; هِيَ-তা ; رَمِيمٌ-পঁচে-গলে গেছে। ⑦⑨ قُلْ-আপনি বলুন ; يُحْيِيهَا-(يحيى+ها)-তিনিই পুনর্জীবিত করবেন তাকে ; الَّذِي-যিনি ; أَنشَأَهَا-(انشا+ها)-সৃষ্টি করেছেন তাকে ; أَوَّلَ-প্রথম ; مَرَّةٍ-বার ;

৬৪. এখান থেকে পরবর্তী পাঁচটি আয়াত, যে ঘটনা উপলক্ষে নাযিল হয়েছে, তাহলো কাফিরদের এক নেতা কোনো এক কবরস্থান থেকে এক লাশের গলিত হাড় নিয়ে রাসূলুল্লাহ স.-এর সামনে আসে এবং হাড়টিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে রাসূলুল্লাহ স.-কে জিজ্ঞেস করলো যে, আল্লাহ তা'আলা কি এ চূর্ণ-বিচূর্ণ হাড়টিকেও জীবিত করবেন ? উত্তরে রাসূলুল্লাহ স. বললেন—হাঁ, আল্লাহ তা'আলা তোমাকে মৃত্যু দেবেন, আবার জীবিত করবেন এবং জাহান্নামে দাখিল করবেন।– (ইবনে কাসীর)

৬৫. অর্থাৎ মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে এক ফোঁটা তরল শত্রু-বিন্দুতে অবস্থিত একটি অতিক্ষুদ্র শুক্রকীট থেকে, যে শুক্রকীট খালি চোখে দেখা যায় না। এ শুক্রকীট-ই ক্রমোন্নতি লাভ করে একটি সুঠাম-সুন্দর মানুষে পরিণত হয়েছে। শুধু তাই নয়, সে এখন বুদ্ধি জ্ঞান সম্পন্ন একজন পূর্ণ মানুষ। সে আলাপ আলোচনা, যুক্তি প্রদর্শন, বক্তৃতা-বিবৃতি দান এবং বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হয়। তার মধ্যে সৃষ্ট যোগ্যতা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে নেই। এখন সে তার স্রষ্টাকেও অস্বীকার করার দুঃসাহস দেখায়।

৬৬. অর্থাৎ মানুষ কোনো কিছু সৃষ্টি করতে অক্ষম, তেমনি এ কাফিররা আমাকে মানুষের সাথে তুলনা করে এবং আমাকেও কিছু সৃষ্টি করতে অক্ষম বলে মনে করে।

৬৭. অর্থাৎ মানুষের মাঝে আমার দৃষ্টান্ত খুঁজে বেড়াবার সময় সে তার নিজের সৃষ্টিতত্ত্ব ভুলে যায়। এক বিন্দু নিকৃষ্ট, নাপাক ও নিষ্প্রাণ পানি থেকে যে তার সৃষ্টি তা সে ভুলে যায়। যদি সে তা ভুলে না যেতো, তাহলে সে এমন দৃষ্টান্ত পেশ করে আমার কুদরতকে অস্বীকার করতে পারতো না।

وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ۝٧٩ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا

এবং তিনি প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত। ৮০. যিনি তোমাদের জন্য উৎপন্ন করেন আগুন সবুজ বৃক্ষ থেকে

فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ ۝٨٠ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

অতপর তোমরা তা থেকে আগুন জ্বালিয়ে থাক[৬৮]। ৮১. তবে কি যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন তিনি সক্ষম নন

بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم ۚ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ۝٨١ إِنَّمَا أَمْرُهُ

তাদের মতো সৃষ্টি করতে? অবশ্যই (তিনি সক্ষম) কারণ তিনি শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। ৮২. তাঁর কাজ তো শুধুমাত্র

إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ۝٨٢ فَسُبْحَانَ الَّذِي

যখন তিনি কোনো কিছু (সৃষ্টির) ইচ্ছা করেন, তখন তাকে বলা হয়—'হও' অমনি তা হয়ে যায়। ৮৩. অতএব পবিত্র মহান তিনি

وَ-এবং ; هُوَ-তিনি ; بِكُلِّ خَلْقٍ-(ب+كل+خلق)-প্রত্যেকটি সৃষ্টি সম্পর্কে ; عَلِيمٌ- বিশেষভাবে অবগত। ৮০ الَّذِي-যিনি ; جَعَلَ-উৎপন্ন করেন ; لَكُمْ-তোমাদের জন্য ; مِنَ-থেকে ; الشَّجَرِ-বৃক্ষ ; الْأَخْضَرِ-সবুজ ; نَارًا-আগুন ; فَإِذَا-অতপর ; أَنتُمْ - তোমরা ; مِنْهُ-তা থেকে ; تُوقِدُونَ-আগুন জ্বালিয়ে থাক। ৮১ أَوَلَيْسَ-তবে কি নন ; الَّذِي-যিনি ; خَلَقَ-সৃষ্টি করেছেন ; السَّمَاوَاتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضَ-যমীন ; بِقَادِرٍ ; -তিনি সক্ষম ; عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ-(على+ان يخلق)-সৃষ্টি করতে ; مِثْلَهُمْ-(مثل+هم)- তাদের মতো ; بَلَىٰ-অবশ্যই (তিনি সক্ষম) ; وَ-কারণ ; هُوَ-তিনি ; الْخَلَّاقُ -শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা ; الْعَلِيمُ-সর্বজ্ঞ। ৮২ إِنَّمَا-শুধুমাত্র ; أَمْرُهُ-(امر+ه)-তার কাজ তো ; إِذَا-যখন ; أَرَادَ-তিনি ইচ্ছা করেন (সৃষ্টির) ; شَيْئًا-কোনো কিছু ; أَن يَقُولَ-তখন বলা হয় ; لَهُ -তাকে ; كُن-হয়ে যাও ; فَيَكُونُ-(ف+يكون)-অমনি তা হয়ে যায়। ৮৩ فَسُبْحَانَ- (ف+سبحن)-অতএব পবিত্র মহান ; الَّذِي-তিনি, যাঁর ;

৬৮. আরব দেশে 'মারখ' ও 'ইফার' নামক দু'রকমের গাছ ছিল। আরববাসীরা এ দু'গাছের দু'টো ডাল এক বিঘত পরিমাণ কেটে নিত। অতপর একেবারে তাজা ডাল দু'টোর একটিকে অপরটির সাথে ঘষে আগুন জ্বালাতো। এটাকে তারা চকমকি হিসেবে ব্যবহার করতো। এখানে সেদিকেই ইংগিত করে বলা হয়েছে যে, এ সবুজ গাছের মধ্যে আল্লাহ

بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ وَّإِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○

যার হাতে রয়েছে প্রত্যেকটি বিষয়ের সর্বময় ক্ষমতা এবং তাঁরই দিকে তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

بِيَدِهٖ-(ب+يد+ه)-হাতে রয়েছে ; مَلَكُوْتُ-সর্বময় ক্ষমতা ; كُلِّ-প্রত্যেকটি ; شَيْءٍ-বিষয়ের ; وَ-এবং ; إِلَيْهِ-তাঁরই দিকে ; تُرْجَعُوْنَ-তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেয়া হবে।

তা'আলা এমন দাহ্যবস্তু রেখে দিয়েছেন যার ফলে তোমরা তা ব্যবহার করে আগুন জ্বালিয়ে থাকো।-(কুরতুবী)

পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ বলেন যে, যে আল্লাহ এসব সামগ্রী তাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি তাদের অনুরূপ পুনরায় সৃষ্টি করতে সক্ষম নন ? অর্থাৎ অবশ্যই সক্ষম।

৫ম রুকূ' (৬৮-৮৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা মানুষকে বাধ্যক্যে সেই অসহায় অবস্থায় নিয়ে যান, যেভাবে সে শিশু অবস্থায় দুনিয়াতে এসেছিল। এর মধ্যেই আল্লাহর কুদরত তথা শক্তি-ক্ষমতার দিনর্শন রয়েছে।

২. কুরআনকে কবিতা ও রাসূলকে কবি বলে আখ্যায়িত করা ছিল কাফিরদের একটি অপকৌশল। এর দ্বারা তারা আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলকে মানুষের সামনে গুরুত্বহীন করার অপকৌশল অবলম্বন করেছিল। তাদের এ অপচেষ্টা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে।

৩. আল্লাহ তা'আলা সুস্পষ্টভাবে তাদের অপচেষ্টার প্রতিবাদে বলেছেন যে, তিনি তাঁর নবীকে কবিতা শিক্ষা দেননি, আর তা তাঁর জন্য শোভনীয়ও নয়।

৪. আল কুরআন মানব জাতির জন্য জীবনযাপনের দিকদর্শন এবং বহুল পাঠ্য একটি আসমানী কিতাব। এ কিতাব অনুসরণে জীবন গড়ার মধ্যেই রয়েছে মানব জাতির উভয় জাহানের কল্যাণ।

৫. আল কুরআনে বর্ণিত সতর্কতা থেকে তারাই লাভবান হতে পারে, যারা বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগায়।

৬. যাদের বিবেক-বুদ্ধির অপমৃত্যু হয়েছে, সত্যকে চিনে নেয়ার জ্ঞান-বুদ্ধি যাদের বিলুপ্ত হয়েছে, সেই কাফিরদের বিরুদ্ধে কুরআন আখিরাতে প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত হবে।

৭. মানুষের জন্য গবাদি পশু সৃষ্টি আল্লাহর অতুলনীয় অন্যতম দান। আল্লাহ তা'আলা এসব পশুর সেবা দ্বারা মানুষের উপকার করার সাথে সাথে মানুষকে এগুলোর মালিকানাও দিয়ে দিয়েছেন।

৮. আল্লাহ ছাড়া এসব পশুর স্রষ্টা যে অন্য কেউ নয়, এ সত্য অস্বীকার করার পক্ষে কোনো যুক্তি কোনো মানুষের নিকট নেই। এগুলোর স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহকে মেনে নিতে মানুষ বাধ্য।

৯. বাধ্যতামূলক বিশ্বাস দ্বারা মু'মিন হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়া যেতে পারে না।

১০. আল্লাহর নিয়ামতের শোকর শুধুমাত্র মুখে মুখে আদায় করলে আদায় হবে না। কার্যত আল্লাহর সকল হুকুমের আনুগত্য করলেই শোকর আদায় হবে।

১১. আল্লাহ-ই সকল নিয়ামতের মালিক এবং তিনিই পারেন মানুষের সকল প্রয়োজনে সাহায্য করতে। সুতরাং শোকর আদায় করতে হবে আল্লাহর এবং সাহায্যও চাইতে হবে আল্লাহর কাছেই।

১২. মিথ্যা উপাস্যরা মানুষের সাহায্য করতে সমর্থ নয় ; বরং তারাই মানুষের সাহায্যের মুখাপেক্ষী। তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে কাফির-মুশরিকরা।

১৩. বাতিল শক্তির অপপ্রচার ও নির্যাতন-নিপীড়নে হতাশাগ্রস্ত হওয়া বা উৎসাহী হওয়া মু'মিনের বৈশিষ্ট্য নয়। সকল প্রতিকূল অবস্থায় আল্লাহর ওপর ভরসা রেখে দীনের পথে এগিয়ে যেতে হবে।

১৪. মানুষের মধ্যে আল্লাহর দৃষ্টান্ত খোঁজার ব্যর্থ প্রচেষ্টা চালানো চরম মূর্খতা। সৃষ্টির সাথে স্রষ্টার তুলনা চলে না। আল্লাহর দৃষ্টান্ত স্বয়ং আল্লাহই।

১৫. মানুষ যদি তার নিজের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে, তাহলে সে আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে বেহুদা ধারণা থেকে বিরত থাকতে সক্ষম হবে।

১৬. যে আল্লাহ মানুষকে এক বিন্দু নাপাক পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন, সেই আল্লাহ অবশ্যই তাকে মৃত্যুর পর পুনসৃষ্টি করতে সক্ষম।

১৭. আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টিকর্মে অবশ্যই পারদর্শী। নমুনাহীন প্রথম সৃষ্টিকর্ম থেকে দ্বিতীয়বার অনুরূপ সৃষ্টি আল্লাহর জন্য নিতান্ত সহজ কাজ।

১৮. সবুজ বৃক্ষের মধ্যে দাহ্য উপাদান সৃষ্টি করা আল্লাহর কুদরতের অপর এক নিদর্শন। অতএব তিনি মানুষকে পুনঃসৃষ্টি করতে অবশ্যই সক্ষম।

১৯. যে আল্লাহ আসমান-যমীন সৃষ্টি করেছেন, তিনি মানুষকে পুনঃসৃষ্টি করতে অক্ষম—একথা একমাত্র বুদ্ধি-জ্ঞানহীন বোকারাই ভাবতে পারে। কারণ আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ট ও সর্বজ্ঞ স্রষ্টা।

২০. কোনো কিছু সৃষ্টি করার জন্য আল্লাহকে শুধুমাত্র ইচ্ছা করতে হয়। তিনি কিছু সৃষ্টি করতে 'হও' বললেই তা হয়ে যায়। অবশ্য 'হও' শব্দ বলারও মুখাপেক্ষী নন।

২১. আল্লাহর হাতেই রয়েছে সর্ববিষয়ের সর্বময় ক্ষমতা-কর্তৃত্ব। মানুষকে অবশ্যই তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।

সূরা আস্ সাফ্ফাত-মাক্কী
আয়াত ঃ ১৮২
রুকূ' ঃ ৫

নামকরণ

সূরার প্রথম শব্দটিকেই এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

বিষয়বস্তু ও বক্তব্য উপস্থাপনার আলোকে প্রতীয়মান হয় যে, সূরাটি মাক্কী জীবনের শেষদিকে নাযিল হয়েছে। এটি এমন এক সময় নাযিল হয়েছে যখন রাসূলুল্লাহ স. ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের তথা ইসলামের প্রচণ্ড বিরোধিতা চলছিল। এ সময় রাসূলুল্লাহ স. ও সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে হতাশাব্যঞ্জক অবস্থা বিরাজ করছিল।

আলোচ্য বিষয়

সূরার মূল আলোচ্য বিষয় তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত। এ তিনটি বিষয়কে বিভিন্ন পন্থায় প্রমাণ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত মুশরিকদের ভ্রান্ত আকীদাসমূহ খণ্ডন করা হয়েছে। চিত্রায়ণ করা হয়েছে জান্নাত ও জাহান্নামসমূহের অবস্থার। নবী-রাসূলদের দাওয়াতের অন্তর্ভুক্ত বিশ্বাসসমূহ প্রমাণ করা হয়েছে। অতপর কাফিরদের সন্দেহ-সংশয় ও আপত্তিসমূহের জবাব দিয়ে—অতীতের ঈমানদারদের সাথে আল্লাহ কি আচরণ করেছেন এবং বে-ঈমানদের পরিণতি কি হয়েছিল ইত্যাদি বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। এ প্রসংগে হযরত নূহ আ., হযরত ইবরাহীম আ. ও তাঁর পুত্রগণ, হযরত মূসা আ., হযরত হারূন আ., হযরত ইলিয়াস আ., হযরত লূত আ. ও হযরত ইউনুস আ. প্রমুখ আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনাবলী কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

কাফিরদেরকে সতর্ক করে দিয়ে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, যে নবীকে তারা বিদ্রূপ করছে তিনি খুব অল্প কালের মধ্যেই তাদের ওপর বিজয় লাভ করবেন। তারা সচোক্ষে দেখবে যে, আল্লাহর সৈনিকরা তাদের আঙ্গিনায় প্রবেশ করছে। আল্লাহ তা'আলা এ ঘোষণা যখন দিয়েছেন, তখন মুসলমানদের বিজয়ের লক্ষণ তো দূরের কথা, প্রবল-প্রতাপশালী কাফিরদের ওপর বিজয় লাভের কল্পনাও কেউ করতে পারেনি। বরং পর্যবেক্ষকরা ধারণা করেছিল যে, মুসলমানদের এ আন্দোলন অচিরেই মক্কার পাহাড় উপত্যকায় বিলীন হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কাফিরদেরকে আগেই যা জানিয়ে দিলেন তা মাত্র পনের ষোল বছরের মধ্যেই বাস্তবে পরিণত হয়ে গেছে।

কাফিরদেরকে সতর্ক করার সাথে সাথে তাদেরকে বুঝানো এবং উৎসাহ-উদ্দীপনাও দান করা হয়েছে। তাওহীদ ও আখিরাত সম্পর্কে হৃদয়গ্রাহী যুক্তি প্রদর্শন করা হয়েছে। তাদের আকীদা-বিশ্বাসের ভ্রান্তি তুলে ধরা হয়েছে। সাথে সাথে ঈমান ও নেককাজের

সুফল এবং কুফরীর কুফল বর্ণনা করা হয়েছে। অতীতের মিথ্যারোপকারীদের শাস্তি এবং সত্যপ্রিয় মু'মিনদের পুরস্কার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

হযরত ইবরাহীম আ.-এর ঘটনা উল্লেখ করে কাফিরদেরকে বুঝানো হয়েছে যে, তিনি আল্লাহর সামান্য ইশারায় নিজের প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র ইসমাঈল আ.-কে কুরবানী করতে তৈরি হয়েছিলেন, অথচ তোমরা ইবরাহীম আ.-এর সাথে তোমাদের বংশগত সম্পর্কের দাবি করে থাক, তোমরা সে দীনে ইবরাহীমের বিরুদ্ধে তৎপরতায় লিপ্ত হয়ে রয়েছ। এই সাথে রাসূলের প্রতি ঈমানদার মু'মিনদেরকেও এ ঘটনা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে প্রয়োজন হলে হযরত ইবরাহীম আ.-এর মত নিজেদের সবকিছু কুরবানী করে দিয়েই ঈমানের পরীক্ষা দিতে হয়।

সূরার শেষাংশে যেমন কাফিরদের জন্য সতর্কতা রয়েছে, তেমনি মু'মিনদের জন্যও রয়েছে সুসংবাদ। মু'মিনদেরকে এ বলে সুসংবাদ দেয়া হয়েছে যে, তারা রাসূলুল্লাহ স.-কে সমর্থন ও সহযোগিতা দান করার ফলে যে চরম নৈরাশ্যজনক অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে এবং যেসব বিপদ-মসীবতের মুকাবিলা তাদেরকে করতে হচ্ছে, এতে তারা যেন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে না পড়ে। অবশেষে তাদেরই বিজয় হবে, আর এ কাফিররা পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে যাবে। এটি মুসলমানদের জন্য নিছক সান্ত্বনার বাণী-ই ছিল না, বরং এটি ছিল নিশ্চিত সংঘটিতব্য ঘটনার আগাম সুসংবাদ দান, যাতে মুসলমানদের মনোবল শক্তিশালী ও জোরদার হয়।

সূরার উপসংহারে মুশরিকদের একটি ভ্রান্ত বিশ্বাসের খণ্ডন করা হয়েছে। তারা ফেরেশতাদেরকে 'আল্লাহর কন্যা' বলে অভিহিত করতো, তাদের এ বিশ্বাস খণ্ডন করার লক্ষ্যে ফেরেশতাদের শপথের মাধ্যমে সূরাটি শুরু করা হয়েছে।

❒
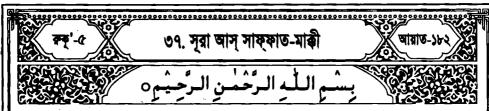
০ وَالصّٰٓفّٰتِ صَفًّا ۙ فَالزّٰجِرٰتِ زَجْرًا ۙ فَالتّٰلِيٰتِ ذِكْرًا ۙ إِنَّ إِلٰهَكُمْ

১. সারি সারি দণ্ডায়মানদের কসম। ২. আর কঠোরভাবে ধমকদানকারীদের কসম। ৩. তারপর উপদেশবাণী পাঠকদের কসম[১]। ৪. নিশ্চয়ই তোমাদের প্রকৃত ইলাহ—

لَوَاحِدٌ ۙ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ ۙ

নিঃসন্দেহে এক[২]। ৫. (তিনি) প্রতিপালক আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুর, আর (তিনিও) প্রতিপালক[৩] উদয়স্থলসমূহের[৪]।

①وَ-কসম ; الصّٰٓفّٰتِ-দণ্ডায়মানদের ; صَفًّا-সারি সারি। ②فَالزّٰجِرٰتِ-(ف+الزجرت) আর (কসম) ধমক দানকারীদের ; زَجْرًا-কঠোরভাবে। ③فَالتّٰلِيٰتِ-(ف+التليت) -তারপর (কসম) পাঠকদের ; ذِكْرًا-উপদেশ বাণী। ④إِنَّ-নিশ্চয়ই ; إِلٰهَكُمْ-(اله+كم) -তোমাদের ইলাহ ; لَوَاحِدٌ-নিঃসন্দেহে এক। ⑤رَبُّ-(তিনি) প্রতিপালক ; السَّمٰوٰتِ- আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضِ-যমীন ; وَ-এবং ; مَا بَيْنَهُمَا-এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছুর ; وَ-আর ; رَبُّ-(তিনি) প্রতিপালক ; الْمَشَارِقِ-উদয়স্থলসমূহের।

১. তাফসীরকারদের প্রায় সর্বসম্মত মতে প্রথম তিনটি আয়াতে ফেরেশতাদের বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা উল্লিখিত তিন শ্রেণীর ফেরেশতার কসম করেছেন ৪ আয়াতে বলা কথাটির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য। প্রথম আয়াতে সারি সারি দাঁড়ানো ফেরেশতাদের কসম করা হয়েছে। ফেরেশতারা আল্লাহর আদেশ শোনা এবং তা পালন করার জন্য এভাবে সারিবদ্ধভাবে সদা প্রস্তুত থাকে। তারা আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় সদা সজাগ সচেতন অবস্থায় সারি সারি থাকে। সূরার সামনে ১৬৫ আয়াতে ফেরেশতাদের সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানোর কথা উল্লিখিত হয়েছে। ফেরেশতাদের উক্তি—'নিঃসন্দেহে আমরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।" ফেরেশতারা শূন্য মণ্ডলে সদা-সর্বদা সারিবদ্ধ হয়ে আল্লাহর আদেশের অপেক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে থাকে। যখনই কোনো আদেশ হয় তখনই তা কার্যে পরিণত করে।-(মাযহারী)

কারো কারো মতে, ফেরেশতারা যখন ইবাদত, যিক্‌র ও তাসবীহে মশগুল হয়, কেবল তখনই সারিবদ্ধ হয়।-(তাফসীরে কাবীর)

সারিবদ্ধ হয়ে দ্বারা নিয়ম-শৃংখলার অনুসরণ করা বুঝায়। সকল কাজে নিয়ম-শৃংখলা মেনে চলা—বিশেষ করে দীনের কাজে শৃংখলার প্রতি লক্ষ্য রাখা আল্লাহর

পছন্দনীয়। ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে না দাঁড়িয়ে এলোমেলোভাবেও আল্লাহর আদেশ পালন করতে পারতো কিন্তু তাতে বিশৃংখল অবস্থা দেখা যেতো ; আল্লাহ তা'আলা তাই তাদেরকে সারিবদ্ধ হয়ে আদেশ পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের উত্তম গুণাবলীর মধ্যে প্রথমে এ গুণটি উল্লেখ করে বুঝাতে চেয়েছেন যে, এ গুনটি আল্লাহর পছন্দনীয়। আর সেজন্য মু'মিনদেরকেও সারিবদ্ধ হয়ে সালাত আদায়ের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। হযরত জাবির ইবনে সামুরাহ রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে রয়েছে—একদা রাসূলুল্লাহর স. আমাদেরকে বললেন—'তোমরা (নামাযে) সারিবদ্ধ হও না কেন, যেমন ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের সামনে সারিবদ্ধ হয় ? সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ফেরেশতারা তাদের প্রতিপালকের সামনে কিভাবে সারিবদ্ধ হয় ? তিনি জবাবে বললেন—'তারা কাতার পূর্ণ করে এবং কাতারে একে অপরের গা ঘেষে দাড়ায়।"-(মাযহারী)

ফেরেশতাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—প্রতিরোধ করা, ধমক দেয়া ও লা'নত করা বা অভিশাপ দেয়া। ফেরেশতারা শয়তানদের উর্ধজগতে পৌঁছাকে প্রতিরোধ করে। তারা নাফরমান ও অপরাধীদেরকে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিরাট আকারের বিপদ মসীবত দিয়ে ধমক দেয় এবং যারা অপরাধ থেকে ফিরে না আসে তাদেরকে লা'নত করে।

ফেরেশতাদের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—তারা যিক্র তিলাওয়াত করে বা পাঠ করে। 'যিকর' অর্থ উপদেশবাণী বা আল্লাহর স্মরণ উভয়টি হতে পারে। প্রথম অর্থ অনুযায়ী উদ্দেশ্য হলো, আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবসমূহের মাধ্যমে যে উপদেশমালা নাযিল করেছেন তারা সেসব উপদেশমালা তিলাওয়াত করে। ফেরেশতাদের এ তিলাওয়াত সাওয়াব লাভ বা ইবাদতের উদ্দেশ্যে হতে পারে ; অথবা নবী-রাসূলদের নিকটই পয়গাম পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে আসমানীগ্রন্থ তিলাওয়াত করা উদ্দেশ্যও হতে পারে। আর 'যিক্র' দ্বারা আল্লাহর স্মরণ নেয়া হলে তার অর্থ হবে—তারা যেসব বাক্য পাঠে রত থাকে, সেগুলোর মাধ্যমে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। কুরআন মাজীদে ফেরেশতাদের তিনটি গুণ বর্ণনার মাধ্যমে আল্লাহর প্রতি তাদের আনুগত্য ও দাসত্বের সবক'টি গুণই উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ ইবাদতের জন্য সারিবদ্ধ হয়ে থাকা, আল্লাহর অবাধ্যতা থেকে শয়তানী শক্তিসমূহকে প্রতিরোধ করা এবং আল্লাহর বিধানাবলী ও উপদেশবাণীসমূহ নিজে পাঠ করা এবং অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়া। উল্লেখ্য যে, আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের কোনো কাজ এ তিনটি বিষয়ের বাইরে থাকতে পারে না। অতএব আলোচ্য আয়াত তিনটি এবং পরের আয়াতটির অর্থ হলো—যেসব ফেরেশতা দাসত্বের যাবতীয় গুণের অধিকারী তাদের কসম, তোমাদের সত্য 'ইলাহ' মাত্র এক।

২. এ বিশ্বের যাবতীয় নিদর্শন ও ব্যবস্থাপনা এক আল্লাহরই আনুগত্যের ভিত্তিতে সক্রিয় রয়েছে। বিশ্ব-জাহানে এমন সব নিদর্শনও রয়েছে যেসব নিদর্শন আল্লাহর আনুগত্য থেকে বিমুখতার অশুভ ফল মানুষের সামনে তুলে ধরছে। ফেরেশতারা যেমন সদা-সর্বদা আল্লাহর আনুগত্য-দাসত্বে নিয়োজিত থেকে এক সর্বশক্তিমান আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ দিচ্ছে, তেমনি এ বিশ্বজাহানের যাবতীয় নিদর্শনও সৃষ্টির সূচনা থেকে অবিরাম এক আল্লাহর কথাই মানুষকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, মানুষের 'ইলাহ' মাত্র একজন।

⑥إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ⑦وَحِفْظًا مِّن كُلِّ

৬. নিশ্চয়ই আমি দুনিয়ার আসমানকে[৫] সাজিয়ে দিয়েছি তারকাদের সৌন্দর্য দিয়ে।
৭. এবং সংরক্ষিত রয়েছে তা[৬] (আসমান) প্রত্যেক

⑥إِنَّا-নিশ্চয়ই আমি ; زَيَّنَّا-সাজিয়ে দিয়েছি ; السَّمَاءَ-আসমানকে ; الدُّنْيَا-দুনিয়ার; بِزِينَةٍ-(ب+زينة)-সৌন্দর্য দিয়ে ; الْكَوَاكِبِ-তারকাদের। ⑦وَ-এবং ; حِفْظًا - সংরক্ষিত রয়েছে তা (আসমান) ; مِّنْ-থেকে ; كُلِّ-প্রত্যেক ;

'ইলাহ' শব্দ দ্বারা দু'টো অর্থ বুঝায়। প্রথমত, 'ইলাহ' অর্থ এমন মা'বূদ বা উপাস্য যার ইবাদত বাস্তবে ও সক্রিয়ভাবে করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত 'ইলাহ' অর্থ সেই মা'বূদ প্রকৃতপক্ষে যার ইবাদত করা কর্তব্য। এখানে দ্বিতীয় অর্থেই ইলাহ্ শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ মানুষের প্রকৃত ইলাহ্ মাত্র একজন কারণ প্রথম অর্থ অনুসারে বাস্তবে মানুষ বহু 'ইলাহ'-এর ইবাদতে লিপ্ত রয়েছে।

৩. অর্থাৎ তিনি যেমন আসমানসমূহের প্রতিপালক তেমনি যমীনেরও প্রতিপালক ; আর তিনি সূর্যের উদয়স্থল—সমূহেরও প্রতিপালক। অতএব যে মহান সত্তা এতসব মহাসৃষ্টির স্রষ্টা ও প্রতিপালক, ইবাদত-আনুগত্যের যথার্থ অধিকারীও তিনি ছাড়া আর কেউ হতে পারে না। সমস্ত সৃষ্টিজগত-ইতো তাঁর অস্তিত্ব ও একত্বের প্রমাণ। এখানে 'উদয়স্থলসমূহের' বহুবচনের শব্দ ব্যবহার করেই বুঝানো হয়েছে যে, সূর্য বছরের প্রতিদিন এক একটি নতুন স্থান থেকে উদিত হয়, তাই উদয়স্থল একটি নয় বরং অনেক।

৪. অর্থাৎ যিনি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সেসব কিছুর মালিক, যিনি সূর্যের উদয়স্থলসমূহেরও মালিক ও প্রতিপালক, তিনিই মা'বূদ হবেন, এটাই স্বাভাবিক। স্রষ্টা ও প্রতিপালক হবেন আল্লাহ, আর মা'বূদ হবে তাঁরই সৃষ্ট ব্যক্তি বা বস্তু—এটা বিবেক-বুদ্ধি বিরোধী কথা। যার ক্ষমতার অধীনে রয়েছে মানুষের লাভ ও ক্ষতি, তার অভাব ও প্রয়োজন পূরণের ক্ষমতা এবং তার অস্তিত্ব ও স্থায়িত্বের জন্য যার কাছে মানুষ মুখাপেক্ষী, তাঁর শ্রেষ্টত্ব ও প্রাধান্য স্বীকার করা এবং তাঁর সামনে বিনত হওয়া মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি। এটাই হলো ইবাদতের মূল কারণ। আর একথাটি মানুষের জন্য একান্ত সহজ বোধগম্য বিষয়। অতএব এটা না বুঝারও কোনো কারণ নেই যে, সকল ক্ষমতার অধিকারী সত্তার ইবাদত না করা এবং তাঁকে বাদ দিয়ে তার সৃষ্ট কোনো সত্তার ইবাদত করা উভয়ই বুদ্ধি-বিবেকের সুস্পষ্ট পরিপন্থী। এসব সত্তা ইবাদত লাভের অধিকারী হতে পারে না। তাদের ইবাদত করা, তাদের সামনে মাথা নত করা, কিছু প্রার্থনা করা, কোনো প্রকার সংকটে তাদের কাছে সাহায্য চাওয়া কোনো ফল বয়ে আনে না। কারণ, মানুষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেয়ার কোনো ক্ষমতাই তাদের নেই।

৫. অর্থাৎ আমি পৃথিবীর নিকটতম আসমানকে তারকারাজি দ্বারা সাজিয়ে দিয়েছি। এর অর্থ এটা নয় যে, তারাগুলোকে আসমানের গায়ে সেঁটে দেয়া হয়েছে; বরং সেগুলোকে

شَيْطٰنٍ مَّارِدٍ ﴿٧﴾ لَا يَسَّمَّعُوْنَ اِلَى الْمَلَاِ الْاَعْلٰى وَيُقْذَفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ﴿٨﴾

অবাধ্য শয়তান থেকে। ৮. (ফলে) তারা কান লাগাতে (শুনতে) সক্ষম নয় ঊর্ধ জগতের সাথে এবং প্রত্যেক দিক থেকে তাদেরকে উল্‌কা নিক্ষেপ করা হয়—

دُحُوْرًا وَّلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ﴿٩﴾ اِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَاَتْبَعَهٗ ﴿١٠﴾

৯. বিতাড়নের জন্য এবং তাদের জন্য রয়েছে অবিরাম অনন্ত আযাব। ১০. তবে কেউ এক ঝাপটায় কিছু শুনে ফেললেও তার পেছনে ধাওয়া করে

شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴿١١﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمْ مَّنْ خَلَقْنَا ۭ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ

এক জ্বলন্ত উল্কাপিণ্ড।[৭] ১১. অতএব আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন, তারা কি সৃষ্টি হিসেবে অধিকতর কঠিন নাকি আমি অন্য যা কিছু সৃষ্টি করেছি তা[৮] ? নিশ্চয়ই আমি তাদেরকে সৃষ্টি করেছি

شَيْطٰنٍ-শয়তান ; مَّارِدٍ-অবাধ্য। ⑧ لَا يَسَّمَّعُوْنَ-(ফলে) তারা কান লাগাতে (শুনতে) সক্ষম নয় ; اِلَى-সাথে ; الْمَلَاِ-জগতের ; الْاَعْلٰى-ঊর্ধ ; وَ-এবং ; يُقْذَفُوْنَ-তাদেরকে উল্কা নিক্ষেপ করা হয় ; مِنْ-থেকে ; كُلِّ-প্রত্যেক ; جَانِبٍ-দিক। ⑨ دُحُوْرًا-বিতাড়নের জন্য ; وَّ-এবং ; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ-আযাব ; وَّاصِبٌ-অবিরাম অনন্ত। ⑩ اِلَّا-তবে ; مَنْ-কেউ ; خَطِفَ-শুনে ফেললেও ; الْخَطْفَةَ-এক ঝাপটায়; فَاَتْبَعَهٗ-(ف+اتبع+ه)-তার পেছনে ধাওয়া করে ; شِهَابٌ-এক উল্কাপিণ্ড ; ثَاقِبٌ-জ্বলন্ত। ⑪ فَاسْتَفْتِهِمْ-(ف+استفت+هم)-অতএব আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন ; اَهُمْ-(ا+هم)-তারা কি ; اَشَدُّ-অধিকতর কঠিন ; خَلْقًا-সৃষ্টি হিসেবে ; اَمْ-না কি ; مَّنْ-অন্য যা কিছু, তা ; خَلَقْنَا-আমি সৃষ্টি করেছি ; اِنَّا-নিশ্চয়ই আমি ; خَلَقْنٰهُمْ-(خلقنا+هم)-তাদেরকে সৃষ্টি করেছি ;

আসমান থেকে আলাদা হলেও পৃথিবীর ভূমি থেকে সেগুলোকে আসমানের সাথে সেঁটে আছে বলেই মনে হয়। তারকারাজির কারণে গোটা আকাশ ঝলমল করতে থাকে। এখানে তারকারাজি সুশোভিত আসমান বলে এটা বুঝানো যে, এ আসমান সাক্ষ্য দেয় যে, এসব কিছু নিজে নিজে অস্তিত্ব লাভ করেনি, বরং এ সবের একজন স্রষ্টা ও প্রতিপালক আছেন, যিনি নিজেই এসব করতে সক্ষম, যার কোনো শরীক বা অংশীদারের প্রয়োজন নেই। মুশরিকদের কাছেও এটা স্বীকৃত যে, সমগ্র সৌরজগতের স্রষ্টাই আল্লাহ। অতএব আল্লাহকে স্রষ্টা ও মালিক জেনেও অন্যের ইবাদত করা মূলতই মহা অবিচার ও যুল্‌ম।

৬. অর্থাৎ মহাশূন্য বা ঊর্ধজগত নিছক মহাশূন্য নয় ; বরং এর বিভিন্ন অংশ সুদৃঢ় সীমান্ত দ্বারা সুরক্ষিত। ফলে দুষ্টপ্রকৃতি শয়তানের পক্ষে ঊর্ধজগতের কথাবার্তা শুনে নেয়া সম্ভব নয়। শয়তানরা গায়েবী সংবাদ শোনার জন্য দুনিয়ার আসমানের কাছাকাছি

مِّنۡ طِيۡنٍ لَّازِبٍ ﴿١١﴾ بَلۡ عَجِبۡتَ وَيَسۡخَرُوۡنَ ﴿١٢﴾ وَإِذَا ذُكِّرُوۡا لَا يَذۡكُرُوۡنَ ﴿١٣﴾

আঠাল কাদামাটি থেকে[৯]। ১২. আপনি তো বরং আশ্চর্যবোধ করেন, আর তারা বিদ্রূপ করে। ১৩. এবং যখন তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয়, তারা উপদেশ গ্রহণ করে না।

مِنْ-থেকে ; طِيْنٍ-কাদামাটি ; لَازِبٍ-আঠাল। ⑫بَلْ-বরং ; عَجِبْتَ-আপনি তো আশ্চর্যবোধ করেন ; وَ-আর ; يَسْخَرُوْنَ-তারা বিদ্রূপ করে। ⑬وَ-এবং ; إِذَا-যখন ; ذُكِّرُوْا-তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয় ; لَا يَذْكُرُوْنَ-তারা উপদেশ গ্রহণ করে না।

গিয়ে উপস্থিত হয় ; কিন্তু তাদের পক্ষে সে সীমাগুলো অতিক্রম করা সম্ভবপর নয় ; সেসব সংরক্ষিত এলাকা থেকে কোনো কিছু বের হয়ে আসা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি তার ভেতরে কিছু ঢুকে পরাও সম্ভব নয়। যদিও আমরা আমাদের দৃষ্টিতে নিছক শূন্যমণ্ডল ছাড়া আর কিছুই সেখানে দেখতে পাই না।

৭. রাসূলুল্লাহ স.-এর সমসাময়িক কালে আরবে জ্যোতিষ শাস্ত্র তথা গণকদের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। গণক বা জ্যোতিষিরা ভবিষ্যদ্বাণী করতে অদৃশ্য সংবাদ দিত। হারিয়ে যাওয়া জিনিসের সংবাদ দিত। মানুষ নিজেদের অতীত-ভবিষ্যত জানার জন্য তাদের কাছে ধর্ণা দিত। গণৎকারেরা দাবী করতো যে, জ্বিন শয়তানেরা তাদের আয়ত্বে রয়েছে, তারা এসব বিষয়ে বিভিন্ন খবর তাদেরকে এনে দেয়। রাসূলুল্লাহ স. যখন কুরআনের এমন একটি আয়াত শোনাতে শুরু করেন এবং বলেন, এ আয়াতসমূহ একজন ফেরেশতা আসমান থেকে তাঁর নিকট নিয়ে আসে। তখন কাফিররা তাঁকে গণৎকার বলে উপহাস করতে থাকে। তারা লোকদেরকে বলতে থাকে যে, অন্যান্য গণৎকারের মতো মুহাম্মদের সাথেও শয়তানের সম্পর্ক আছে। শয়তানেরা আসমান থেকে কান পেতে কিছু শুনে এসে মুহাম্মদকে সেসব কথা বলে, আর সে এসব কথাকে ওহী হিসেবে মানুষের নিকট প্রচার করে। কাফিরদের এ অপবাদের জবাবে আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য আয়াতে তাদের প্রতিবাদ করেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, শয়তানরা উর্ধজগতে পৌছাতো দূরের কথা পৃথিবীর নিকটতম আসমানের কাছেও পৌছতে পারে না। তবে ঘটনাক্রমে ছিটে ফোটা কিছু শুনে ফেললেও তা নিয়ে মানুষের কাছে এসে পৌছার আগেই তাদের প্রতি নিক্ষিপ্ত দ্রুতগামী উল্কাপিণ্ড তাদের ধাওয়া করে ধ্বংস করে দেয়। সুতরাং আল্লাহ তা'আলার বিশ্বজাহানের ব্যবস্থাপনা ফেরেশতাদের দ্বারা সংরক্ষিত এবং শয়তানদের হস্তক্ষেপ মুক্ত।

৮. অর্থাৎ তোমরা যে ধারণা করে নিয়েছো যে, তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা সম্ভব নয়, তাহলে তোমাদের দৃশ্যমান যে জগত—আসমান-যমীন, তারকারাজী, আসমান-যমীনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে সেসব জিনিস—এসবই তো আমারই সৃষ্টি। এটাতো তোমরাও স্বীকার কর। এসব সৃষ্টি করা তোমাদেরকে পুনরায় সৃষ্টি করা থেকে কি সহজ কাজ ? যদি তা না হয়ে থাকে, তাহলে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা অসম্ভব হবে কেন ? বিশেষ করে একবার যখন তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

৯. অর্থাৎ তোমাদের আদি পিতা আদম আ.-কে আঠাল কাঁদামাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছি। অতপর তাঁর বীর্য থেকে সমগ্র মানব জাতির বংশধারা আজ পর্যন্ত চালু রয়েছে এবং

⑭ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخِرُونَ ⑮ وَقَالُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ⑯ ءَإِذَا مِتْنَا

১৪. আর যখন তারা দেখে কোনো নিদর্শন—উপহাস করে। ১৫. এবং বলে—এটাতো প্রকাশ্য যাদু ছাড়া কিছু নয়[১০]। ১৬. আমরা যখন মরে যাবো

وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ءَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ⑰ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ⑱ قُلْ نَعَمْ وَأَنتُمْ

এবং পরিণত হবো মাটিতে ও হাড়ে, তখনো কি আমরা (জীবিত হয়ে) পুনরোত্থিত হবো ? ১৭. এবং আমাদের পূর্ববর্তী পিতৃপুরুষরাও কি ? ১৮. আপনি বলুন—হাঁ এবং তোমরা

دَاخِرُونَ ⑲ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ ⑳ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا

অপমানিত হবে[১১]। ১৯. অতএব তা হবে শুধুমাত্র একটি বিকট আওয়াজ, আর তখনি তারা (চারদিকে) তাকিয়ে দেখতে থাকবে[১২]। ২০. আর তারা বলবে—হায় দুর্ভাগ্য আমাদের, এটাতো

⑭-وَ-আর ; إِذَا-যখন ; رَأَوْا-তারা দেখে ; اٰيَةً-কোনো নিদর্শন ; يَسْتَسْخِرُوْنَ-উপহাস করে। ⑮-وَ-এবং ; قَالُوْا-বলে ; اِنْ-নয় ; هٰذَا-এটাতো ; اِلَّا-ছাড়া ; سِحْرٌ-যাদু ; مُّبِيْنٌ-প্রকাশ্য। ⑯ ءَاِذَا-কি, যখন ; مِتْنَا-আমরা মরে যাব ; وَ-এবং ; كُنَّا-পরিণত হবো ; تُرَابًا-মাটিতে ; وَّ-ও ; عِظَامًا-হাড়ে ; ءَ اِنَّا-তখনো কি আমরা ; لَمَبْعُوْثُوْنَ-(জীবিত হয়ে) পুনরোত্থিত হবো। ⑰ اَوَ-এবং কি ; اٰبَاؤُنَا-আমাদের পিতৃপুরুষরাও ; الْاَوَّلُوْنَ-পূর্ববর্তী। ⑱ قُلْ-আপনি বলুন ; نَعَمْ-হাঁ ; وَ-এবং ; اَنْتُمْ-তোমরা ; دٰخِرُوْنَ-অপমানিত হবে। ⑲ فَاِنَّمَا-অতএব শুধুমাত্র ; هِيَ-তা হবে ; زَجْرَةٌ-বিকট আওয়াজ ; وَّاحِدَةٌ-এক ; فَاِذَا-আর তখনি ; هُمْ-তারা ; يَنْظُرُوْنَ-(চারদিকে) তাকিয়ে দেখতে থাকবে। ⑳-وَ-আর ; قَالُوْا-তারা বলবে ; يٰوَيْلَنَا-হায় দুর্ভাগ্য আমাদের ; هٰذَا-এটাতো ;

কিয়ামত পর্যন্তই এ ধারা জারী থাকবে। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, সব মানুষই পরোক্ষভাবে আঠাল কাঁদামাটি দিয়ে সৃষ্টি। যেহেতু মানুষের অস্তিত্বের সকল উপাদানই মাটি থেকে সৃষ্টি। যে বীর্যে তার জন্ম তা খাদ্য থেকেই তৈরী। গর্ভসঞ্চার থেকে শুরু করে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত মানুষ যে খাদ্য গ্রহণ করে তা সবই উদ্ভীদজাত। পশু ও জীবজন্তু থেকে গৃহীত খাদ্যও পরোক্ষভাবে উদ্ভিদ থেকে আসে, আর উদ্ভীদ জন্মে কাঁদামাটি তথা মাটি ও পানির মিশ্রণ থেকে। এ মাটিতে যদি জীবন গ্রহণ করার যোগ্যতা না থাকতো, তাহলে মানুষ কিভাবে দুনিয়ার বুকে জীবিত থাকতো ? যেহেতু মানুষের জীবন-ই প্রমাণ করছে যে, মাটিতে জীবন গ্রহণ করার যোগ্যতা রয়েছে, তাহলে কাল কিয়ামতে একই মাটি থেকে মানুষের পুনঃ সৃষ্টি অসম্ভব হবে কেন

১০. অর্থাৎ আপনার নবুওয়াত ও আখিরাতের ওপর ঈমান আনার মতো কোনো নিদর্শন তথা কোনো অলৌকিক বিষয় দেখলেও তাকে প্রকাশ্য যাদু মন্ত্র বলে উড়িয়ে

يَوْمُ الدِّيْنِ ﴿٢١﴾ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِىْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ○

কিয়ামতের দিন। ২১. (বলা হবে—) এটাই সেই ফায়সালার দিন যাকে তোমরা অস্বীকার করতে[১৩]।

يَوْمُ-দিন ; الدِّيْنِ-কিয়ামতের। ﴿٢١﴾ هٰذَا-(বলা হবে-) এটাই ; يَوْمُ-দিন ; الْفَصْلِ-ফায়সালার ; الَّذِىْ-সেই ; كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ-যাকে তোমরা অস্বীকার করতে।

দেয়। তারা বলে—এ লোক বলে যে, মৃতেরা আবার জীবিত হবে, বিচারালয় প্রতিষ্ঠা করা হবে। জান্নাত এবং জাহান্নাম তৈরি হবে। এসব তো যাদুগ্রস্ত ব্যক্তির কথা, কেউ এর ওপর যাদু করেছে, তাই সে এমন আবোল-তাবোল কথা বলছে।

১১. অর্থাৎ 'হ্যা, তোমরা অবশ্যই পুনরুজ্জীতি হবে এবং অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় জীবিত হবে।' এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে আখিরাত সম্পর্কে কাফিরদের সন্দেহ-সংশয়ের জবাব। তাদের কল্পনায়ও আসে না যে, তাদের মৃত্যুর পর তাদেরকে এবং অতীতে মৃত তাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে কিভাবে জীবিত করা হবে। আল্লাহ তাদের সন্দেহ-সংশয়ের জবাবে উক্ত সংক্ষিপ্ত বাক্যটি উল্লেখ করেছেন।

১২. অর্থাৎ মৃতদেরকে পুনর্জীবিত করার জন্য আল্লাহ তা'আলাকে বেশী কিছু করতে হবে না, শুধুমাত্র একটি 'বিকট শব্দ'-ই তার জন্য যথেষ্ট। 'যাজরাতুন' শব্দের একাধিক অর্থ হয়। এর একটি অর্থ হলো—গৃহপালিত পশুদেরকে চারণভূমি থেকে দিন শেষে গৃহে ফিরিয়ে আনার জন্য যে আওয়াজ করা হয়। এ আওয়াজ শুনেই পশুগুলো গৃহে ফিরতে উদ্যত হয়। এখানে মৃতদেরকে জীবিত করার উদ্দেশ্যে ইসরাফীল আ. কর্তৃক শিঙ্গার দ্বিতীয় ফুঁককে বুঝানো হয়েছে। এ শব্দ ব্যবহার করার কারণ হলো জন্তুদেরকে পরিচালনা করার জন্য যেমন কিছু আওয়াজ করা হয়, তেমনি মৃতদেরকে জীবিত করার জন্যও এই বিকট ধমক দেয়া হবে।-(কুরতুবী)

১৩. একথাটি মু'মিনদের হতে পারে ; হতে পারে ফেরেশতাদের অথবা হাশরের ময়দানের সার্বিক পরিবেশ-পরিস্থিতিই এটা প্রমাণ করে দেবে যে, এটাই সেই হাশরের দিন, যা নবী-রাসূলগণ বলেছিলেন, আবার এটা অবিশ্বাসীদের নিজেদের প্রতিক্রিয়া হতে পারে। অর্থাৎ তারা নিজেরাই মনে মনে নিজেদেরকে বলবে—'এটাতো দেখছি সেই দিন, যেটাকে তোমরা অবিশ্বাস করেছিলে, তোমরা ভেবেছো ফায়সালার দিন কখনো আসবে না, এখন তো সর্বনাশ হয়ে গেছে। সেই দিন তো এসে উপস্থিত, এখন কি উপায় হবে ?

১ম রুকূ' (১-২১ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. ফেরেশতারা আল্লাহর অনুগত দাস, তাঁর হুকুম পালনে সদা তৎপর এবং তাঁর পবিত্রতা-মাহাত্ম্য বর্ণনায় সদামুখর। তারা আল্লাহর নূরের সৃষ্ট। আল্লাহর সাথে তাঁদের সম্পর্ক পিতা ও কন্যার নয়—যেমন কাফিরদের ভ্রান্ত বিশ্বাস—বরং দাস-প্রভুর সম্পর্ক।

২. আল্লাহর আদেশ শোনা এবং তা অবিলম্বে পালন করার জন্য ফেরেশতারা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকে।

৩. আল্লাহর অবাধ্য শয়তানী শক্তিসমূহকে প্রতিরোধকল্পে ফেরেশতারা ধমক দিয়ে থাকে। শয়তানী শক্তি যেন ঊর্ধ্বজগতের ধারে কাছে পৌঁছতে না পারে।

৪. আল্লাহর কিতাবসমূহে যেসব উপদেশ রয়েছে ফেরেশতারা তা সদা-সর্বদা পাঠরত থাকে। তারা নবী-রাসূলদের নিকট এসব উপদেশবাণী ওহী আকারে পৌঁছে দেয় এবং সদা-সর্বদা আল্লাহর প্রশংসা-মহিমা বর্ণনারত থাকে।

৫. 'ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা' বলে কাফির-মুশরিকরা যে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতো, তা ভুল প্রমাণ করার জন্যই ফেরেশতাদের কসম করে তাদের দাসত্বের গুণগুলো উল্লেখ করেছেন।

৬. আল্লাহর কসম করার কোনো প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু মানুষের প্রতি অত্যন্ত দয়া-পরবশ হয়ে তিনি তা করেছেন, যেন মানুষ কোনো না কোনো উপায়ে সত্যের সন্ধান পায় এবং আখিরাতের আযাব থেকে মুক্তি পায়।

৭. আল্লাহ তাআলা আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যস্থিত সবকিছু এবং সূর্যের উদয়স্থলসমূহের প্রতিপালক। অতএব সকল প্রশংসা ও ইবাদত পাওয়ার একমাত্র অধিকারীও তিনি।

৮. তারকারাজী দ্বারা সুশোভিত এবং শয়তানদের থেকে সুরক্ষিত আসমান সাক্ষ্য দেয় যে, এসব কিছু আপনা-আপনি সৃষ্টি হয়নি, বরং এসবই এক মহান স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্ট ও পরিচালিত।

৯. অবাধ্য জ্বিন শয়তানরা আকাশ রাজ্যের কোনো খবর জানার জন্য কান-পাতার চেষ্টা করলে জ্বলন্ত আগুনের উল্কাপিণ্ড নিক্ষেপ করে তাদেরকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। সুতরাং জ্বিনেরা অদৃশ্যের কোনো খবর দিতে পারে না।

১০. অবাধ্য শয়তানদের জন্য অবশ্যই আখিরাতে কঠোর শাস্তি তৈরি করে রাখা হয়েছে।

১১. বিশ্ব জগত এবং এর মধ্যকার যাবতীয় কিছু সৃষ্টি করার চেয়ে মানুষকে কিয়ামতের দিন পুনরায় সৃষ্টি করা আল্লাহর জন্য মোটেই কঠিন নয়। সুতরাং পুনর্জীবন লাভ করে তাঁর সামনে হাজির হতে হবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই।

১২. আল্লাহর নিদর্শনাবলী নিয়ে যারা উপহাস করে, যারা কোনো উপদেশ গ্রহণ করতে রাজী নয়, তাদের অবশ্যই নিজেদের সৃষ্টি উপাদান সম্পর্কে চিন্তা করে দেখা উচিত। তাহলেই আল্লাহর কুদরত সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান অর্জিত হতে পারে।

১৩. পুনর্জীবন এবং কর্মফল লাভ করার ব্যাপারকে আজ আর অবিশ্বাস করার কোনো সুযোগ নেই ; কারণ বিজ্ঞান এটাকে যথার্থ সত্য প্রমাণ করছে। দুনিয়াতে আগে-পরে আগত সকল মানুষই পুনর্জীবন লাভ করবে এবং অবিশ্বাসীরা অবশ্যই লাঞ্ছিত ও অপমানিত হবে।

১৪. মানুষকে পুনর্জীবন দান করার জন্য আল্লাহকে কোনো কিছুই করতে হবে না। শিঙ্গায় ইসরাফিল আ.-এর একটি ফুঁকের শব্দেই সকল মানুষ জীবিত হয়ে হাশরের ময়দানের দিকে নীত হবে। কিয়ামতের দিন যখন চাক্ষুষ দেখবে তখনই অবিশ্বাসীরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হবে যে, আখিরাত তথা পুনর্জীবন ও কর্মফল লাভ সত্য এবং দীনের পথে আহ্বানকারীদের দাবী সত্যই ছিল।

*

সূরা হিসেবে রুকূ'-২
পারা হিসেবে রুকূ'-৬
আয়াত সংখ্যা-৫৩

㉒ أُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ㉓ مِن دُونِ اللَّهِ

২২. (ফেরেশতাদেরকে বলা হবে)—একত্র করো তাদেরকে যারা যুলম করেছে তাদের[১৪] সাথীদের সহ[১৫] এবং তারা যাদের ইবাদত করতো—২৩. আল্লাহকে বাদ দিয়ে[১৬],

فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الْجَحِيمِ ㉔ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُم مَّسْئُولُونَ ㉕ مَا لَكُمْ

অতপর তাদেরকে জাহান্নামের পথে পরিচালিত করো। ২৪. আর তাদেরকে একটু থামাও, নিশ্চয়ই তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ২৫. তোমাদের কি হয়েছে,

㉒ أُحْشُرُوا-(ফেরেশতাদেরকে বলা হবে) 'একত্র করো' ; الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; ظَلَمُوا-যুল্‌ম করেছে ; وَ-সহ ; أَزْوَاجَهُمْ-(ازواج+هم)-তাদের সাথীদের ; وَ-এবং ; مَا-যাদের ; كَانُوا يَعْبُدُونَ-তারা ইবাদত করতো। ㉓ مِنْ دُونِ-বাদ দিয়ে ; اللَّهِ-আল্লাহকে ; فَاهْدُوهُمْ-(ف+اهدوا+هم)-অতপর তাদের পরিচালিত করো ; إِلَىٰ صِرَاطِ-পথে ; الْجَحِيمِ-জাহান্নামের। ㉔ وَ-আর ; قِفُوهُمْ-(قفوا+هم)-তাদেরকে একটু থামাও ; إِنَّهُمْ-(ان+هم)-নিশ্চয়ই তাদেরকে ; مَسْئُولُونَ-জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ㉕ مَا لَكُمْ-তোমাদের কি হয়েছে ?

১৪. অর্থাৎ যারা শির্কের মতো গুরুতর গুনাহ করেছে তাদেরকে একত্র করো। শির্ক হলো সবচেয়ে বড় যুলুম। যারা শির্ক করেছে তারাই সবচেয়ে বড় যালিম। সূরা লুকমানের ১৩ আয়াতে বলা হয়েছে—"নিশ্চয়ই শির্ক হলো মহা যুলুম"। কুরআন মাজীদ অনুযায়ী এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই যালিম, যে আল্লাহর মুকাবিলায় বিদ্রোহী, সীমালংঘন ও নাফরমানীর পথ অবলম্বন করেছে।

১৫. 'আযওয়াজ' শব্দের অর্থ 'জোড়া' যার অর্থ স্বামী বা স্ত্রী। এদিক থেকে এর অর্থ মুশরিক পুরুষের মুশরিকা স্ত্রী অথবা মুশরিকা স্ত্রীর মুশরিক স্বামী, যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে শরীক ছিল। তবে অধিকাংশ মুফাস্‌সিরের মতে এমন সব সঙ্গী-সাথী যারা বিদ্রোহীদের সঙ্গে থেকে বিদ্রোহে সহযোগিতা করেছিল।

১৬. অর্থাৎ এমনসব মা'বূদ যারা মানুষ ও শয়তানদের অন্তর্ভুক্ত। এরা আকাঙ্ক্ষা করতো যে, মানুষ আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আনুগত্য করুক। এছাড়া সেসব দেব-দেবী,

لَا تَنَاصَرُوْنَ ﴿٢٥﴾ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُوْنَ ﴿٢٦﴾ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ

তোমরা পরস্পর সাহায্য করছো না। ২৬. বরং সেদিন তারা সবাই আত্মসমর্পণকারী হবে[১৭]। ২৭. আর তারা একে অপরের মুখোমুখী হবে—

يَتَسَاءَلُوْنَ ﴿٢٧﴾ قَالُوْٓا اِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا عَنِ الْيَمِيْنِ ﴿٢٨﴾ قَالُوْا بَلْ

পরস্পর বিতর্ক করতে থাকবে। ২৮. তারা (দুর্বলরা সবলদেরকে) বলবে—তোমরা অবশ্যই আমাদের কাছে আসতে 'ইয়ামীন' নিয়ে[১৮]। ২৯. তারা (সবলরা) বলবে—'বরং

لَاتَنَاصَرُوْنَ-তোমরা পরস্পর সাহায্য করছো না। ㉖ بَلْ-বরং ; هُمْ-তারা ; الْيَوْمَ - সেদিন ; مُسْتَسْلِمُوْنَ-আত্মসমর্পণকারী হবে। ㉗ وَ-আর ; أَقْبَلَ-মুখোমুখী হবে ; بَعْضُهُمْ-(بعض+هم)-তারা একে ; عَلٰى بَعْضٍ-অপরের ; يَتَسَاءَلُوْنَ-পরস্পর বিতর্ক করতে থাকবে। ㉘ قَالُوْا-তারা (দুর্বলরা সবলদেরকে) বলবে ; اِنَّكُمْ- তোমরা অবশ্যই ; كُنْتُمْ تَاْتُوْنَنَا-(كنتم+تاتون+نا)-আমাদের কাছে আসতে ; عَنِ الْيَمِيْنِ - 'ইয়ামীন' নিয়ে। ㉙ قَالُوْا-তারা (সবলরা) বলবে ; بَلْ-বরং ;

গাছ-পাথরও এর মধ্যে শামিল, যাদের পূজায় দুনিয়াবাসীরা লিপ্ত ছিল। প্রথমে উল্লিখিত মা'বূদরা অপরাধীদের শামিল থাকবে এবং তাদেরকেও অপরাধীদের সাথে জাহান্নামের পথ দেখিয়ে দেয়া হবে। আর দ্বিতীয় ধরনের মা'বূদদেরকে তাদের আনুগত্যকারীদের সাথে এজন্য জাহান্নামে ফেলা হবে, যাতে করে তাদের ইবাদতকারীরা এসব মূর্তি ও গাছ-পাথরের ইবাদত করে যে বোকামী করেছিল তার জন্য সর্বদা লজ্জিত থাকে এবং অনুশোচনা করতে থাকে। তৃতীয় ধরনের মা'বূদদেরকে জাহান্নামে ফেলা হবে না, কারণ তারা কখনো তাদের ইবাদতকারীদেরকে নিজেদের ইবাদত করার জন্য বলেনি ; বরং তারা সদা-সর্বদা আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করতে নিষেধ করেছেন। এদের মধ্যে রয়েছেন নবী-রাসূল ও আল্লাহর নেক বান্দাহরা।

১৭. অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশে যখন ফেরেশতারা ছোটবড় সব অপরাধীদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যেতে থাকবে এবং পুলসিরাতের নিকটবর্তী হবে, তখন আল্লাহর আদেশ হবে—এদেরকে একটু থামাও এদেরকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' তখন সেখানে তাদেরকে বিশ্বাস ও কর্ম সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন করা হবে। কুরআন মাজীদ ও হাদীসে এসব প্রশ্নোত্তর উল্লেখ করা হয়েছে।

হাশরের ময়দানে দুনিয়ার বড় অপরাধী নেতা-নেতৃ ও তাদের অনুসারী-অনুগামী বাহিনী একত্রিত হবে এবং কোনো প্রকার বাদ-প্রতিবাদ ছাড়াই জাহান্নামের দিকে রওয়ানা হয়ে যাবে। তবে তারা নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি করতে থাকবে। অবস্থা এমন হবে যে, দুনিয়াতে যারা বড় বড় নেতা-নেতৃ ছিল এবং যাদের অগণিত অসংখ্য অনুগামী যারা তাদের গুণ-কীর্তন করে বেড়াতো, তাদের সহ যখন সবাইকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে

لَمْ تَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٩﴾ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ

তোমরা তো বিশ্বাসী-ই ছিলে না। ৩০. আর তোমাদের ওপর আমাদের কোনো কর্তৃত্বও ছিল না ; বরং তোমরা ছিলে

قَوْمًا طٰغِيْنَ ﴿٣٠﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَآ ۖ إِنَّا لَذَآئِقُوْنَ ﴿٣١﴾ فَأَغْوَيْنٰكُمْ إِنَّا كُنَّا

অবাধ্য সম্প্রদায়। ৩১. অতএব সাব্যস্ত হয়ে গেছে আমাদের ওপর আমাদের প্রতিপালকের বাণী ; আমাদেরকে অবশ্যই আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। ৩২. আর আমরাই তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম এবং নিজেরাও ছিলাম নিশ্চিত

غٰوِيْنَ ﴿٣٢﴾ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿٣٣﴾ إِنَّا كَذٰلِكَ نَفْعَلُ

পথভ্রষ্ট[১৯]। ৩৩. অতএব তারা সেদিন নিশ্চিত আযাবের মধ্যেও পরস্পর শরীক থাকবে[২০]। ৩৪. নিশ্চয়ই আমি এমনই করে থাকি

لَمْ تَكُوْنُوْا-তোমরা তো ছিলে না ; مُؤْمِنِيْنَ-বিশ্বাসী-ই। ৩০ وَ-আর ; مَا كَانَ-ছিল না ; لَنَا-আমাদের ; عَلَيْكُمْ-(على+كم)-তোমাদের ওপর ; مِنْ-কোনো ; سُلْطٰنٍ-কর্তৃত্বও ; بَلْ-বরং ; كُنْتُمْ-তোমরা ছিলে ; قَوْمًا-সম্প্রদায় ; طٰغِيْنَ-অবাধ্য। ৩১ فَحَقَّ-(ف+حق)-অতএব সাব্যস্ত হয়ে গেছে ; عَلَيْنَا-(على+نا)-আমাদের ওপর ; قَوْلُ-বাণী ; رَبِّنَآ-(رب+نا)-আমাদের প্রতিপালকের ; اِنَّا-আমাদেরকে অবশ্যই ; لَذَآئِقُوْنَ-(ل+ذائقون)-আযাবের স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। ৩২ فَاَغْوَيْنٰكُمْ-(ف+اغوينا+كم)-আর আমরাই তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিলাম ; اِنَّا-নিজেরাও নিশ্চিত ; كُنَّا-ছিলাম ; غٰوِيْنَ-পথভ্রষ্ট। ৩৩ فَاِنَّهُمْ-(ف+ان+هم)-অতএব তারা নিশ্চিত ; يَوْمَئِذٍ-সেদিন ; فِي-মধ্যেও ; الْعَذَابِ-আযাবের ; مُشْتَرِكُوْنَ-শরীক থাকবে। ৩৪ اِنَّا-নিশ্চয়ই আমি ; كَذٰلِكَ-এমনই ; نَفْعَلُ-করে থাকি ;

যাওয়া হবে, তখন কেউ তাদের রক্ষায় এগিয়ে আসবে না। প্রত্যেকেই লাঞ্ছনা সহকারে জাহান্নামের দিকে যেতে বাধ্য হবে। মোটকথা দুনিয়াতে যেসব সম্পর্ক আল্লাহ রাসূলের বিরোধিতার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে তা আখিরাতে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে এবং দুনিয়াতে যারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে বিভোর হয়ে আছে, আখিরাতে তা মিসমার হয়ে যাবে।

১৮. 'ইয়ামীন' শব্দের একাধিক অর্থ হতে পার। এর এক অর্থ হলো শক্তি-ক্ষমতা। অর্থাৎ তোমরা আমাদের নিকট আসতে শক্তি ক্ষমতা নিয়ে। তোমাদের শক্তি-ক্ষমতার কাছে আমরা অসহায় ছিলাম। তোমরা শক্তি-ক্ষমতা প্রয়োগ করে আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে। এর আর এক অর্থ 'শপথ' বা 'কসম'। অর্থাৎ তোমরা আমাদের নিকট শপথ নিয়ে আসতে—শপথ করে আমাদেরকে আশ্বাস করতে যে, তোমরা আমাদের কল্যাণকামী। তোমরা আমাদের কল্যাণকামী সেজে আমাদেরকে ধোঁকা দিয়েছ। তোমাদের কসম করে

بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿٣٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٣٥﴾

অপরাধীদের সাথে। ৩৫. নিশ্চয়ই তারা ছিল (এমন) যখন তাদেরকে বলা হতো 'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই' (তখন) তারা অহংকার করতো।

وَيَقُوْلُوْنَ أَئِنَّا لَتَارِكُوْا اٰلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَّجْنُوْنٍ ﴿٣٦﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَ

৩৬. আর তারা বলতো, আমরা কি তবে এক পাগল কবির জন্য আমাদের মা'বূদদের পরিত্যাগকারী হবো? ৩৭. অথচ তিনি এসেছেন সত্যসহ এবং

صَدَّقَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿٣٧﴾ إِنَّكُمْ لَذَائِقُوا الْعَذَابِ الْأَلِيْمِ ﴿٣٨﴾ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا

সকল রাসূলের সত্যতা প্রতিপাদন করেছেন[২১]। ৩৮. তোমরা অবশ্যই যন্ত্রণাদায়ক আযাবের স্বাদ গ্রহণকারী হবে। ৩৯. আর তোমাদেরকে তা ছাড়া কোনো প্রতিদান দেয়া হবে না যা

بِالْمُجْرِمِيْنَ-(ب+ال+مجرمين)-অপরাধীদের সাথে। ﴿٣٥﴾ اِنَّهُمْ-(ان+هم)-নিশ্চয়ই তারা ; كَانُوْا-ছিল (এমন) ; اِذَا-যখন ; قِيْلَ-বলা হতো ; لَهُمْ-তাদেরকে ; لَا-নেই; اِلٰهَ-কোনো ইলাহ ; اِلَّا-ছাড়া ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; يَسْتَكْبِرُوْنَ-(তখন) তারা অহংকার করতো। ﴿٣٦﴾ وَ-আর ; يَقُوْلُوْنَ-তারা বলতো ; اَئِنَّا-আমরা কি তবে ; لَتَارِكُوْا-(ل+تاركوا)-পরিত্যাগকারী হবো; اٰلِهَتِنَا-(الهة+نا)-আমাদের মা'বূদদের; لِشَاعِرٍ-(ل+شاعر)-এক কবির জন্য ; مَّجْنُوْنٍ-পাগল। ﴿٣٧﴾ بَلْ-অথচ ; جَاءَ-তিনি এসেছেন ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-সত্যসহ ; وَ-এবং ; صَدَّقَ-সত্যতা প্রতিপাদন করেছেন ; الْمُرْسَلِيْنَ-সকল রাসূলের। ﴿٣٨﴾ اِنَّكُمْ-তোমরা অবশ্যই ; لَذَائِقُوا-স্বাদ গ্রহণকারী হবে; الْعَذَابِ-আযাবের ; الْاَلِيْمِ-যন্ত্রণাদায়ক। ﴿٣٩﴾ وَ-আর ; مَا تُجْزَوْنَ-তোমাদেরকে কোনো প্রতিদান দেয়া হবে না ; اِلَّا-তা ছাড়া ; مَا-যা ;

আমাদেরকে এ নিশ্চয়তা দিয়েছ যে, তোমরা আমাদেরকে যে পথে চালাচ্ছো সেটাই সত্য ও কল্যাণের পথ।

১৯. কাফির-মুশরিক ও পথভ্রষ্ট নেতা-নেতৃ এবং তাদের অনুসারী পথভ্রষ্ট কর্মীবাহিনীর মধ্যে হাশরের ময়দানে বাক-বিতণ্ডা হতে থাকবে, তার বিবরণ এখানে উল্লিখিত হয়েছে। এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে সূরা সাবা'র ৩১ থেকে ৩৩ আয়াতে। আগ্রহী পাঠকগণ উক্ত আয়াতসমূহ ও তৎসংশ্লিষ্ট টীকা দেখে নিতে পারেন।

২০. অর্থাৎ পথভ্রষ্ট নেতা-নেতৃ, ভণ্ড পীর-মুরশিদ যারা জনগণকে পথভ্রষ্ট করেছে এবং তাদের অনুসারী অনুগামী কর্মী ও মুরিদান সবাই আল্লাহর আযাবে নিপতিত হবে। নেতা-নেতৃরা তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি ব্যবহার করে জনগণকে পথভ্রষ্ট করার জন্য শাস্তি ভোগ করবে এবং তাদের অনুসারীরা স্বেচ্ছায় তাদের পেছনে চলে পথভ্রষ্ট হওয়ার জন্য শাস্তি ভোগ

كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿٤٠﴾ إِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٤١﴾ أُولٰٓئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَّعْلُوْمٌ

তোমরা (দুনিয়াতে) করতে। ৪০. তবে আল্লাহর নিষ্ঠাবান বান্দাহগণ (এ আযাব থেকে মুক্ত থাকবে)। ৪১. তারাই (সেসব বান্দাহ) যাদের জন্য রয়েছে (জান্নাতে) নির্ধারিত রিয্ক।[২২]

﴿٤٢﴾ فَوَاكِهُ ۚ وَهُمْ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٤٣﴾ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿٤٤﴾ عَلٰى سُرُرٍ مُّتَقٰبِلِيْنَ ﴿٤٥﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ

৪২.—বিভিন্ন প্রকার ফল-ফলাদি[২৩], এবং তারা (হবে) সম্মানিত। ৪৩.—(তারা থাকবে) নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে। ৪৪.—(তারা) পালঙ্কের ওপর মুখোমুখি সমাসীন হবে।[২৪] ৪৫. তাদেরকে ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হবে

كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ-তোমরা (দুনিয়াতে) করতে ⑩ إِلَّا-তবে ; عِبَادَ-বান্দাহগণ (এ আযাব থেকে মুক্ত থাকবে) ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; الْمُخْلَصِيْنَ-নিষ্ঠাবান। ⑪ أُولٰٓئِكَ-তারাই (সেসব বান্দাহ) ; لَهُمْ-যাদের জন্য রয়েছে (জান্নাতে) ; رِزْقٌ-রিযক ; مَّعْلُوْمٌ-নির্ধারিত। ⑫ فَوَاكِهُ-বিভিন্ন প্রকার ফল-ফলাদি ; وَ-এবং ; هُمْ-তারা (হবে) ; مُّكْرَمُوْنَ-সম্মানিত। ⑬ فِيْ جَنّٰتِ-(তারা থাকবে) জান্নাতে ; النَّعِيْمِ-নিয়ামতপূর্ণ। ⑭ عَلٰى-ওপর ; سُرُرٍ-পালঙ্কের ; مُّتَقٰبِلِيْنَ-(তারা) মুখোমুখী সমাসীন হবে। ⑮ يُطَافُ-ঘুরে ফিরে পরিবেশন করা হবে ; عَلَيْهِمْ-তাদেরকে ;

করবে। তাদের এ অজুহাত যেমন মেনে নেয়া হবে না যে, তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়নি বরং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করা হয়েছিল; তেমনি নেতা-নেতৃ ও ভণ্ড পীরদের এ অজুহাতও গ্রহণ করা হবে না যে, জনগণ নিজেরাই সত্য পথের প্রত্যাশী ছিল না।

২১. 'তিনি সকল রাসূলের সত্যতা প্রতিপাদন করেছেন'—একথার অর্থ হলো, তিনি পূর্ববর্তী রাসূলদের মধ্যে কারো বিরোধিতা করেননি যাতে তাঁর উম্মতদের তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ পোষণ করার কোনো যুক্তিসংগত কারণ থাকতে পারে। বরং তিনি আল্লাহর সব নবী-রাসূলকেই সত্য বলতেন। তিনি কোনো নতুন কথা নিয়ে আসেননি ; বরং আগেকার নবী-রাসূলরা যা বলেছেন, তিনিও তা-ই বলছেন ; তাঁদের শিক্ষার অনুরূপ শিক্ষা তিনি পেশ করছেন। আগেকার নবী-রাসূলগণ তাঁর সম্পর্কে যেসব ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন তিনি তার যথার্থ প্রতিরূপ।

২২. অর্থাৎ এমন রিয্ক তথা খাদ্য-সামগ্রী ও ব্যবহার্য সামগ্রী যা পাওয়ার ব্যাপারে কোনো প্রকার অনিশ্চয়তা নেই এবং পাওয়ার পর তা থেকে মাহরূম হওয়ার কোনো আশংকাও সেখানে থাকবে না। এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, এটা এমন রিয্ক যার অবস্থা জানা হয়ে গেছে। এর দ্বারা বিভিন্ন সূরায় উল্লেখিত জান্নাতী রিয্ক এর আলোচনার দিকে ইংগীত করা হয়েছে।

২৩. 'ফাওয়াকিহু' শব্দটি 'ফাকিহাতুন' শব্দের বহুবচন ; যে খাদ্য ক্ষুধা মেটানোর প্রয়োজনে নয় বরং মজা বা স্বাদ উপভোগ করার জন্য খাওয়া হয় তাকেই 'ফাকিহাতুন' বলা হয়। যেমন ফল-ফলাদি খাওয়া হয় স্বাদ উপভোগের জন্য। শরীরের শক্তি ক্ষয় হওয়ার

بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿٤٥﴾ بَيْضَاءَ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ ﴿٤٦﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا

বিশুদ্ধ পানীয়ে[২৫] পূর্ণ পানপাত্র থেকে;[২৬] ৪৬.—শুভ্র-উজ্জ্বল, পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। ৪৭. তাতে থাকবে না কোনো মানসিক বিকৃতি, আর তাতে না তারা

بِكَأْسٍ-পানপাত্র থেকে ; مِّنْ مَّعِيْنٍ-বিশুদ্ধ পানীয়ে পূর্ণ। ﴿٤٦﴾ بَيْضَاءَ-শুভ্র-উজ্জ্বল ; لَذَّةٍ-সুস্বাদু ; لِّلشّٰرِبِيْنَ-পানকারীদের জন্য। ﴿٤٧﴾ لَا-থাকবে না ; فِيْهَا-তাতে ; غَوْلٌ-কোনো মানসিক বিকৃতি ; وَ-আর ; لَا-না ; هُمْ-তারা ; عَنْهَا-তাতে ;

কারণে মানুষের ক্ষুধার উদ্রেক হয়, জান্নাতের চিরন্তন জীবনে শরীরের কোনো অংশের কোনো ক্ষয়ই হবে না ; সুতরাং সেখানে মানুষের ক্ষুধাও লাগবে না এবং শরীরের ক্ষয়পূরণের প্রয়োজনও হবে না। আর তাদের এ রিয্ক হবে সম্মানজনক। মেহমানকে অপমান করে যদি খাদ্য দেয়া হয় বা খাদ্য দিয়ে পরে যদি অপমান করা হয় তাহলে এ খাদ্য দানের কোনো সার্থকতা থাকে ? এ থেকে জানা গেল যে, শুধু ভালো ভালো খাদ্য-পানীয় খাওয়ালেই মেহমানের হক আদায় হয়ে যায় না ; বরং তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাও তার হক বা অধিকারের অংশ।

২৪. অর্থাৎ জান্নাতবাসীরা রাজকীয় আসনে পরস্পর মুখোমুখি হয়ে বসবে। কারও দিকে কারও পিঠ থাকবে না। জান্নাতীদের মজলিসের বাস্তব চিত্র কি হবে তা আল্লাহই জানেন। এমনও হতে পারে যে, মজলিসের পরিধি এত বিশাল হবে যে, কারো দিকে কারো পিঠ দিয়ে বসার প্রয়োজন হবে না। আর তাদেরকে আল্লাহ তা'আলা এমন প্রখর দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বাকশক্তি দান করবেন যে, তারা অনেক দূরে উপবিষ্টদের সাথেও স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলতে পারবেন।

২৫. অর্থাৎ দুনিয়াতে ফলমূল বা অন্যান্য খাদ্যবস্তু পঁচিয়ে যে মদ তৈরি করা হয়, জান্নাতের পানীয় তেমন কিছু হবে না। বরং তা হবে প্রাকৃতিক ঝরণা থেকে উৎসারিত পবিত্র পানীয়, যা নদীর মতো প্রবাহিত হতে থাকবে।

সূরা মুহাম্মদ-এর ১৫ আয়াতে বলা হয়েছে—"মুত্তাকীদেরকে যে জান্নাতের ওয়াদা দেয়া হয়েছে, তার অবস্থা এরূপ যে, সেখানে আছে বিশুদ্ধ পানির নহর, আর আছে এমন দুধের নহর যার স্বাদ কখনো পরিবর্তন হয় না এবং আছে পানকারীদের জন্য সুস্বাদু পানীয়ের নহর ; আরও আছে স্বচ্ছ মধুর নহর।"

২৬. অর্থাৎ সুস্বাদু পানীয় পানপাত্র ভরে ভরে জান্নাতীদেরকে বারবার পরিবেশন করা হবে। তবে এখানে উল্লিখিত পানীয় কারা পরিবেশন করবে, তা বলা হয়নি। সেটা বর্ণিত হয়েছে সূরা আত তূর-এর ২৪ আয়াতে—"তাদের (জান্নাতীদের) সেবায় নিয়োজিত থাকবে কিশোরগণ যারা সুরক্ষিত মোতির মত হবে—তারা এদের আশেপাশে ঘোরাফেরা করবে।"

সূরা আদ দাহর-এর ১৯ আয়াতে বলা হয়েছে—

يُنزَفُونَ ﴿٤٧﴾ وَعِندَهُمْ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ عِينٌ ﴿٤٨﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَّكْنُونٌ ﴿٤٩﴾

হবে মাতাল[২৭]। ৪৮. আর তাদের পাশে থাকবে আনত নয়না[২৮], টানা টানা চোখবিশিষ্ট রমণীগণ[২৯]। ৪৯. যেন তারা আচ্ছাদিত-সুরক্ষিত ডিম[৩০]।

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَآءَلُونَ ﴿٥٠﴾ قَالَ قَآئِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّى كَانَ لِى

৫০. তারপর তারা একে অপরের মুখোমুখি বসে পরস্পর কুশল বিনিময় করবে। ৫১. তাদের মধ্য থেকে একজন (বক্তা) বলবে—অবশ্যই আমার ছিল

يُنزَفُونَ-হবে মাতাল। ⑷৮ وَ-আর ; عِندَهُمْ-তাদের পাশে থাকবে ; قَٰصِرَٰتُ الطَّرْفِ-আনত নয়না ; عِينٌ-টানা টানা চোখ বিশিষ্ট রমণীগণ। ⑷৯ كَأَنَّهُنَّ-(ك+ان+هن)-যেন তারা ; بَيْضٌ-ডিম ; مَّكْنُونٌ-আচ্ছাদিত সুরক্ষিত। ⑸০ فَأَقْبَلَ-(ف+اقبل)-তারপর তারা মুখোমুখী বসে ; بَعْضُهُمْ-(بعض+هم)-তাদের একে ; عَلَىٰ بَعْضٍ-অপরের ; يَتَسَآءَلُونَ-পরস্পর কুশল বিনিময় করবে। ⑸১ قَالَ-বলবে ; قَآئِلٌ-একজন বক্তা ; مِّنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্য থেকে ; إِنِّى-অবশ্যই ; كَانَ-ছিল ; لِى-আমার ;

"আর তাদেরকে ঘুরেফিরে পানীয় পরিবেশন করবে চির কিশোররা, আপনি তাদেরকে দেখলে মনে করবেন ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ছড়ানো মুক্তা।"

হাদীসে রাসূল থেকেও জানা যায় যে, মুশরিদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানরা জান্নাতবাসীদের সেবক হবে। হাদীস থেকে আরও জানা যায় যে, যেসব শিশুর পিতামাতা জান্নাতবাসী হবে তারা নিজেদের পিতামাতার সাথে জান্নাতে যাবে। যাতে তাদের চোখ শীতল হয়। অতপর প্রশ্ন থেকে যায় যে, যেসব শিশুর পিতামাতা জান্নাতী হবে না তাদের পরিণতি কি হবে ? এ প্রশ্নের উত্তরে যুক্তিসংগত উত্তর এটাই হতে পারে যে, তাদেরকে জান্নাতীদের খাদেম বা সেবক বানিয়ে দেয়া হবে।

২৭. অর্থাৎ দুনিয়ার শরাবে যেসব খারাপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, জান্নাতের পবিত্র পানীয়ের সেরূপ কোনো প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না ; বরং জান্নাতের পানীয় পানকারীদের আনন্দ বাড়াবে। দুনিয়ার শরাবে যেসব প্রতিক্রিয়া হয় তাহলো—তা পান করার আগেই কাছে এলেই তা থেকে পঁচা-দুর্গন্ধ বের হয়। পান করার পর পরই তা জিহ্বাকে তিক্ত-বিস্বাদ করে দেয়। অতপর গলার নীচে নামার পর পেট চেপে ধরে এবং ক্রমান্বয়ে তার প্রতিক্রিয়া মাথায় চড়তে থাকে। এরপর তা কলিজায় প্রভাব বিস্তার করে। নেশা যখন শেষ হতে থাকে তখন তা শরীরে অবসাদ নিয়ে আসে। আর দুনিয়ার শরাব পানকারী অযথা বক বক করে এবং এমন উলট-পালট ও আজে-বাজে কথা বলে যা সে স্বাভাবিক অবস্থায় বলতে লজ্জাবোধ করে। এগুলো শরাব পানের মানসিক ক্ষতি।

২৮. অর্থাৎ জান্নাতের হুরের বৈশিষ্ট্য হলো—তারা হবে আনত নয়না। যেসব পুরুষের সাথে আল্লাহ তা'আলা তাদের দাম্পত্য সম্পর্ক স্থাপন করে দেবেন, তাদের ছাড়া কোনো ভিন্ন

قَرِيْنٌ ﴿٥١﴾ يَّقُوْلُ اَئِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِيْنَ ﴿٥٢﴾ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا

একজন সঙ্গী। ৫২. সে বলতো, 'তুমি কি নিশ্চিত এ বিশ্বাসীদের শামিল[৩১] যে,
৫৩. যখন আমরা মরে যাবো এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হবো

قَرِيْنٌ-একজন সঙ্গী। ﴿٥٢﴾ يَقُوْلُ-সে বলতো ; اَئِنَّكَ-(ا+ان+ك)-তুমি কি নিশ্চিত ; لَمِنَ-শামিল যে ; الْمُصَدِّقِيْنَ-এ বিশ্বাসীদের। ﴿٥٣﴾ ءَ اِذَا-যখন ; مِتْنَا-আমরা মরে যাব ; وَ-এবং كُنَّا-পরিণত হবো ; تُرَابًا-মাটি ; وَّ-ও ; عِظَامًا-হাড়ে ;

পুরুষের দিকে তারা দৃষ্টিপাত করবে না। আল্লামা ইবনে জাওযী বলেন—তারা তাদের স্বামীদেরকে বলবে—'আমার পালনকর্তার ইয্যতের কসম জান্নাতে তোমার চেয়ে সুন্দর পুরুষ আমার চোখে পড়ে না। যে আল্লাহ্ আমাকে তোমার স্ত্রী এবং তোমাকে আমার স্বামী করেছেন, সমস্ত প্রশংসা তাঁর।' আল্লামা ইবনে জাওযী এ আয়াতের অন্য একটি অর্থ করেছেন যে, তারা তাদের স্বামীদের দৃষ্টিকে অপর হূরদের থেকে বিনত করে ফেলবে। অর্থাৎ তারা এমন অনিন্দ্য সুন্দরী ও স্বামীর প্রতি নিবেদিতা হবে যে, স্বামীদের মনে অপর কোনো নারীর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার কামনা-ই-জাগবে না।-(যাদুল মাসীর)

২৯. উল্লিখিত হুরদের সম্পর্কে অনুমান করা যেতে পারে যে, এরা এমনসব মেয়ে হবে যারা বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেছে এবং যাদের মাতাপিতা জান্নাত লাভ করতে পারেনি। কারণ এ ধরনের অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদেরকে যখন জান্নাতবাসীদের সেবক করা হবে, তেমনি বালিকাদেরকেও জান্নাতবাসীদের জন্য হুর-এ পরিণত করা হয়ে থাকবে। অথবা এসব হুর আল্লাহর অপর কোনো নতুন সৃষ্টিও হতে পারে। তবে এসব হুর চিরকাল উঠতি বয়সের বালিকারূপে থাকবে। আল্লাহ-ই এ সম্পর্কে ভাল জানেন।

৩০. অর্থাৎ জান্নাতের হুরগণ যেন লুক্কায়িত ডিম। আরবদের কাছে এ উপমা অত্যন্ত পরিচিত। ডিম যেমন পাখার নীচে লুকানো থাকে, ফলে তার ওপর ধুলিবালি পড়তে পারে না, তাই তা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন থাকে, তা ছাড়া ডিমের হলুদ ও সাদা রং আরবদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়, তাই হুরদের গায়ের রংকে ডিমের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

রাসূলুল্লাহ স. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন যে, হুরদের কোমলতা ও নাজুকতা এমন ঝিল্লির মতো হবে যা ডিমের খোসা ও তার সাদা অংশের মাঝখানে থাকে।-(ইবনে কাসীর)

৩১. এখানে কোনো এক জান্নাতীর আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, জান্নাতের মজলিসে পৌঁছার পর তার এক কাফির বন্ধুর কথা স্মরণ হবে। বন্ধুটি পরকাল বিশ্বাস করতো না। আল্লাহ তা'আলার অনুমতি সাপেক্ষে সে উঁকি দিয়ে জাহান্নামের মধ্যে শাস্তি ভোগরত বন্ধুটির সাথে কথা বলার সুযোগ পাবে। দুনিয়াতে বন্ধুটি তাকে লক্ষ্য করে বলতো যে, তোমরা কি এমন অযৌক্তিক কথা বিশ্বাস কর যে, মৃত্যুর পরে আবার তোমরা জীবিত হবে? এ বন্ধুটি জান্নাতী ব্যক্তিকে জাহান্নামের পথে নেয়ার চেষ্টা করতো। তাই প্রত্যেক মানুষের উচিত, বন্ধু নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করে বন্ধু নির্বাচন করা। এমন বন্ধু নির্বাচন

ءَاِنَّا لَمَدِيْنُوْنَ ﴿٥٣﴾ قَالَ هَلْ اَنْتُمْ مُّطَّلِعُوْنَ ﴿٥٤﴾ فَاطَّلَعَ فَرَاٰهُ فِيْ سَوَآءِ الْجَحِيْمِ ﴿٥٥﴾

তখনও কি আমরা প্রতিফল প্রাপ্ত হবো। ৫৪. তিনি (আল্লাহ) বলবেন—'তোমরা কি (তাকে) উঁকি দিয়ে দেখতে চাও'৫৫. তখন সে উঁকি দিয়ে দেখবে এবং তাকে জাহান্নামের মাঝখানে দেখতে পাবে।

قَالَ تَاللّٰهِ اِنْ كِدْتَّ لَتُرْدِيْنِ ﴿٥٦﴾ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّيْ لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٥٧﴾

৫৬. সে বলবে—আল্লাহর কসম "তুই তো আমাকেও ধ্বংস করে দেয়ার উপক্রম করেছিলি ; ৫৭ আর যদি আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ না থাকতো, তাহলে আমিও গ্রেফতার হয়ে আসা লোকদের মধ্যে শামিল হতাম।[৩২]

اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِيْنَ ﴿٥٨﴾ اِلَّا مَوْتَتَنَا الْاُوْلٰى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿٥٩﴾ اِنَّ

৫৮. আমরা কি তাহলে আর মৃতদের শামিল হবো না ? ৫৯. আমাদের প্রথম মৃত্যু ছাড়া ? এবং আমরা আর শাস্তিপ্রাপ্তদের শামিল হবো না[৩৩] ? ৬০. নিশ্চয়ই

ءَ-اِنَّا-তখনও কি আমরা ; لَمَدِيْنُوْنَ-প্রতিফলপ্রাপ্ত হবো। ﴿٥٤﴾ قَالَ-তিনি (আল্লাহ) বলবেন ; هَلْ-কি ; اَنْتُمْ-তোমরা ; مُطَّلِعُوْنَ-উঁকি দিয়ে দেখতে চাও। ﴿٥٥﴾ فَاطَّلَعَ-(ف+اطلع)-তখন সে উঁকি দিয়ে দেখবে ; فَرَاٰهُ-(ف+را+ه)-এবং তাকে দেখতে পাবে; فِيْ سَوَآءِ-মাঝখানে ; الْجَحِيْمِ-জাহান্নামের। ﴿٥٦﴾ قَالَ-সে বলবে ; تَاللّٰهِ-আল্লাহর কসম ; اِنْ كِدْتَّ-তুইতো উপক্রম করেছিলি ; لَتُرْدِيْنِ-আমাকে ধ্বংস করে দেয়ার। ﴿٥٧﴾ وَ-আর ; لَوْ-যদি ; لَا-না থাকতো ; نِعْمَةُ-অনুগ্রহ ; رَبِّيْ-আমার প্রতিপালকের ; لَكُنْتُ-তাহলে আমিও হতাম ; مِنَ-শামিল ; الْمُحْضَرِيْنَ-(তোর মতো) গ্রেফতার হয়ে লোকদের মধ্যে। ﴿٥٨﴾ اَفَمَا نَحْنُ-(ا+ف+ما+ نحن)-আমরা কি তাহলে আর হবো না ? بِمَيِّتِيْنَ-(ب+ميتين)-মৃতদের শামিল। ﴿٥٩﴾ اِلَّا-ছাড়া ; مَوْتَتَنَا-(موتة+نا)-আমাদের মৃত্যু ; الْاُوْلٰى-প্রথম ; وَ-এবং ; مَا-হবো না ; نَحْنُ-আমরা ; بِمُعَذَّبِيْنَ-(ب+معذبين)-শাস্তিপ্রাপ্তদের শামিল। ﴿٦٠﴾ اِنَّ-নিশ্চয়ই ;

করা কখনো উচিত হবে না, যে বন্ধু তাকে জাহান্নামের পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে। অসৎ বন্ধু নির্বাচনের ভয়ংকর পরিণতি পরকালেই দেখা যাবে, কিন্তু তখন তো আর সংশোধনের কোনো পথই খোলা থাকবে না। মানুষ ইসলাম-বিরোধী ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করে নিজের অজান্তেই তার চিন্তাধারা, মতবাদ ও জীবন পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পড়ে। এটা তাকে পরকালের ভয়ানক বিপজ্জনক পরিণতির দিকে নিয়ে যায়।

৩২. আখিরাতে মানুষের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি কেমন তা এ আয়াত থেকে অনুমিত হয়। সে ইচ্ছা করলে বহুদূরবর্তী জাহান্নামের মধ্যে শাস্তিভোগরত কোনো লোককে দেখে নিতে পারবে এবং সে ব্যক্তিও জান্নাতে আরাম আয়েশে লিপ্ত ব্যক্তিকে দেখতে সক্ষম হবে। শুধু তাই নয়, তারা পরস্পর কথাবার্তা বলতে ও শুনতে সক্ষম হবে।

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٠﴾ لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ ﴿٦١﴾ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ

এটা—এটাই মহাসাফল্য। ৬১. এর মতই (এরূপ সাফল্যের জন্য) কর্মীদের কাজ করা উচিত। ৬২. এই মেহমানদারী-ই কি উত্তম না–কি

شَجَرَةُ الزَّقُّومِ ﴿٦٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِّلظَّالِمِينَ ﴿٦٣﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ

'যাক্কুম' গাছ[৩৪] ? ৬৩. আমি তো অবশ্যই তা সৃষ্টি করেছি যালিমদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ।[৩৫] ৬৪. নিশ্চয়ই তা এমন একটি গাছ যা বের হয়

هَٰذَا-এটা ; لَهُوَ-এটাই ; الْفَوْزُ-সাফল্য ; الْعَظِيمُ-মহা। ﴿٦١﴾ لِمِثْلِ-মতোই (এরূপ সাফল্যের জন্য) ; هَٰذَا-এর ; فَلْيَعْمَلِ-(ف+ليعمل)-কাজ করা উচিত ; الْعَامِلُونَ-কর্মীদের। ﴿٦٢﴾ أَذَٰلِكَ-(ا+ذلك)-এই কি ; خَيْرٌ-উত্তম ; نُّزُلًا-মেহমানদারী-ই ; أَمْ-না-কি ; شَجَرَةُ-গাছ ; الزَّقُّومِ-যাক্কুম। ﴿٦٣﴾ إِنَّا-আমি তো অবশ্যই ; جَعَلْنَاهَا-(جعلنا+ها)-তা সৃষ্টি করেছি ; فِتْنَةً-পরীক্ষা স্বরূপ ; لِّلظَّالِمِينَ-যালিমদের জন্য। ﴿٦٤﴾ إِنَّهَا-নিশ্চয়ই তা ; شَجَرَةٌ-এমন একটি গাছ ; تَخْرُجُ-যা বের হয় ;

৩৩. এখানে জান্নাতী লোকটির এ উক্তির মাধ্যমে তার চরম আনন্দ-অনুভূতির প্রকাশ ঘটানো হয়েছে। জান্নাতের নিয়ামতরাজী লাভ করার পর সে আনন্দের আতিশয্যে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে পড়বে। অতপর যখন সে জানবে যে, তার আর মৃত্যু হবে না এবং তার এ সুখ-শান্তি চিরন্তন, তখন বিস্মিত কণ্ঠে স্বাগত প্রশ্ন করবে যে, তাহলে কি আমাদের আর মৃত্যু হবে না এবং আমাদের কোনো শাস্তিও হবে না ? আনন্দ-অনুভূতির চরম পর্যায়ে মানুষ এমনি কথাবার্তা বলে থাকে।

৩৪. অবশেষে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের মূল শিক্ষার দিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছেন যে, উল্লিখিত জান্নাতী লোকটি যেমন সফলতা পেয়েছে, তেমনি সফলতার জন্যই নেক আমলকারীদের আমল করা উচিত।

অতপর আল্লাহ তা'আলা মানুষের সামনে প্রশ্ন রাখছেন যে, তোমরা মূল্যায়ন কর—কোন্টা উত্তম, জান্নাতের অপার সুখ-শান্তি, না-কি জাহান্নামের কাটাযুক্ত 'যাক্কুম' গাছ ?

'যাক্কুম' এমন এক ধরনের কাঁটাযুক্ত গাছ যা আরব উপদ্বীপের 'তিহামা' অঞ্চলে জন্মে। তা ছাড়া এটা অনুর্বর মরু অঞ্চলেই জন্মে। এর স্বাদ অত্যন্ত তিক্ত। গন্ধ অত্যন্ত বিরক্তিকর। কাটলে তা থেকে দুধের মত সাদা আঠাল পদার্থ বের হয়, যা গায়ে লাগলে গা ফুলে উঠে ও ফোস্কা পড়ে। মুফাস্সিরীনে কেরামের বর্ণনা মতে এ গাছটি আমাদের দেশের ফনী-মনসা জাতীয় গাছ হবে। তবে জাহান্নামের 'যাক্কুম' গাছ দুনিয়ার 'যাক্কুম' থেকে ভিন্নতর হবে। যেমন জাহান্নামের সাপ-বিচ্ছু দুনিয়ার সাপ-বিচ্ছু থেকে ভিন্নতর।

৩৫. অর্থাৎ জাহান্নামের জ্বলন্ত আগুনে 'যাক্কুম' নামক উদ্ভিদ জন্মানোর কথা শুনে কে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে, আর কে তাতে অবিশ্বাস করে তার পরীক্ষা। আরবের কাফিররা এ

فِىٓ اَصْلِ الْجَحِيْمِ ۙ﴿٦٤﴾ طَلْعُهَا كَاَنَّهٗ رُءُوْسُ الشَّيٰطِيْنِ ﴿٦٥﴾ فَاِنَّهُمْ لَاٰكِلُوْنَ

জাহান্নামের তলদেশ থেকে। ৬৫. তার মোচাগুলো যেন সেগুলো নিশ্চিত শয়তানদের মাথা।[৩৬] ৬৬. অতপর তারা (জাহান্নামবাসীরা) অবশ্যই খেতে বাধ্য হবে

مِنْهَا فَمَالِـُٔوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ۙ﴿٦٦﴾ ثُمَّ اِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيْمٍ ۚ﴿٦٧﴾

তা থেকে এবং তা দিয়ে তারা (তাদের) উদরগুলো পূর্ণকারী। ৬৭. তারপর অবশ্যই তাদের জন্য অতিরিক্ত (মেহমানদারী) থাকবে পুঁজ মিশ্রিত ফুটন্ত পানি থেকে।

﴿٦٨﴾ ثُمَّ اِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَاِلَى الْجَحِيْمِ ﴿٦٩﴾ اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اٰبَآءَهُمْ ضَآلِّيْنَ ۙ﴿٧٠﴾ فَهُمْ

৬৮. অতপর তাদের গন্তব্য হবে নিশ্চিত জাহান্নামের দিকে।[৩৭] ৬৯. নিশ্চয়ই তারা তাদের বাপদাদাদেরকে পেয়েছিল পথভ্রষ্ট। ৭০. ফলে তারা

فِىٓ-থেকে ; اَصْلِ-তলদেশ ; الْجَحِيْمِ-জাহান্নামের। ﴿٦٥﴾ طَلْعُهَا-(طلع+ها)-তার মোচাগুলো ; كَاَنَّهٗ-(ك+ان+ه)-যেন সেগুলো নিশ্চিত ; رُءُوْسُ-মাথা ; الشَّيٰطِيْنِ-শয়তানদের। ﴿٦٦﴾ فَاِنَّهُمْ-(ف+ان+هم)-অতপর তারা (জাহান্নামবাসীরা) অবশ্যই ; لَاٰكِلُوْنَ-খেতে বাধ্য হবে ; مِنْهَا-তা থেকে ; فَمَالِـُٔوْنَ-(ف+مالئون)-এবং তারা পূর্ণকারী ; مِنْهَا-তা দিয়ে ; الْبُطُوْنَ-(তাদের) উদরগুলো। ﴿٦٧﴾ ثُمَّ-তারপর ; اِنَّ-অবশ্যই ; لَهُمْ-তাদের জন্য ; عَلَيْهَا-অতিরিক্ত (মেহমানদারী) থাকবে ; لَشَوْبًا-পুঁজ মিশ্রিত ; مِّنْ-থেকে ; حَمِيْمٍ-ফুটন্ত পানি। ﴿٦٨﴾ ثُمَّ-অতপর ; اِنَّ-নিশ্চিত ; مَرْجِعَهُمْ-(مرجع+هم)-তাদের গন্তব্য ; لَاِلَى-দিকে ; الْجَحِيْمِ-জাহান্নামের। ﴿٦٩﴾ اِنَّهُمْ-নিশ্চয়ই তারা ; اَلْفَوْا-পেয়েছিল ; اٰبَآءَهُمْ-(اباء+هم)-তাদের বাপদাদাদেরকে ; ضَآلِّيْنَ-পথভ্রষ্ট। ﴿٧٠﴾ فَهُمْ-(ف+هم)-ফলে তারা ;

কথা শুনে বিদ্রূপ করতে থাকে এবং বলতে থাকে যে শোন জাহান্নামের আগুনে না-কি আবার গাছ জন্মাবে, অথচ আগুন গাছকে পুড়ে ছাই করে ফেলে, আমরা জানি যে, খেজুর ও মাখনকে 'যাক্কুম' বলা হয়, এসো, আমরা খেজুর ও মাখন খেয়ে নেই।–(দুররে মানসুর)

আরবের জাহেলী ভাষায় খেজুর ও মাখনকে 'যাক্কুম' বলা হয়। তাই আবু জেহেল এ পন্থায় বিদ্রূপ করতে থাকে।

৩৬. এখানে আল্লাহ তা'আলা কাফির-যালিমদের বিদ্রূপের জবাব দিয়েছেন যে, 'যাক্কুম' খেজুর ও মাখন নয় এটা আগুনের অভ্যন্তরে উদগত একটি গাছ। গাছটি যখন আগুনের ভেতরেই জন্মলাভ করতে সক্ষম তখন তার ভেতর আল্লাহ এমন বৈশিষ্ট্য দিয়ে রেখেছেন, যা আগুনে পুড়ে যাওয়ার পরিবর্তে আগুনের সাহায্যেই বিকশিত হতে পারে।

عَلَىٰٓ اٰثٰرِهِمْ يُهْرَعُوْنَ ﴿٧٠﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ اَكْثَرُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿٧١﴾ وَلَقَدْ

তাদের পদাংক অনুসরণ করে ছুটে চলেছে।[৩৮] ৭১. আর নিঃসন্দেহে তাদের আগে পূর্ববর্তীদের অধিকাংশই পথভ্রষ্ট হয়েছিল। ৭২. অথচ নিঃসন্দেহে

اَرْسَلْنَا فِيْهِمْ مُّنْذِرِيْنَ ﴿٧٢﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنْذَرِيْنَ ۙ

আমি তাদের মধ্যে অনেক সতর্ককারী পাঠিয়েছিলাম। ৭৩. অতপর দেখুন সতর্ককৃতদের পরিণাম কেমন হয়েছিল।

﴿٧٣﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ۝

৭৪. (তবে) আল্লাহর খাঁটি বান্দাহগণ ব্যতীত।

عَلٰٓى-অনুসরণ করে ; اٰثٰرِهِمْ-(اثر+هم)-তাদের পদাঙ্ক ; يُهْرَعُوْنَ-তারা ছুটে চলছে। ﴿٧١﴾ وَ-আর ; لَقَدْ ضَلَّ-(ل+قد ضل)-নিঃসন্দেহে পথভ্রষ্ট হয়েছিল ; قَبْلَهُمْ-(قبل+هم)-তাদের আগে ; اَكْثَرُ-অধিকাংশই ; الْاَوَّلِيْنَ-পূর্ববর্তীদের। ﴿٧٢﴾ وَ-অথচ ; لَقَدْ-(ل+قد)-নিঃসন্দেহে ; اَرْسَلْنَا -আমি পাঠিয়েছি ; فِيْهِمْ-(فى+هم)-তাদের মধ্যে ; مُّنْذِرِيْنَ-অনেক সতর্ককারী। ﴿٧٣﴾ فَانْظُرْ-(ف+انظر)-অতপর দেখুন ; كَيْفَ-কেমন ; كَانَ-হয়েছিল ; عَاقِبَةُ-পরিণাম ; الْمُنْذَرِيْنَ-সতর্ককৃতদের। ﴿٧٤﴾ اِلَّا-(তবে) ব্যতীত ; عِبَادَ-বান্দাহগণ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; الْمُخْلَصِيْنَ-খাঁটি।

'যাক্কুম' গাছের ফুলকে শয়তানের মাথার সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ শয়তানের মাথা যেমন কুৎসিত, তেমনি 'যাক্কুম' গাছের ফুলগুলোও তেমনি কুৎসতি। এ ধরনের তুলনা আমরাও দিয়ে থাকি। যেমন ভয়ংকর-দর্শন কোনো লোক সম্পর্কে আমরা বলে থাকি যে, লোকটাকে শয়তানের মতো দেখাচ্ছে।

৩৭. অর্থাৎ তাদেরকে তাদের জাহান্নামে ফিরিয়ে আনা হবে। এ থেকে এটাই বুঝা যায় যে, যখন তারা ক্ষুধা-পিপাসায় কাতর হয়ে পড়বে তখন তাদেরকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে 'যাক্কুম' গাছ ও টগবগে ফুটন্ত পানির ঝরণার কাছে। পানাহার শেষে তাদেরকে আবার তাদের জন্য নির্ধারিত জাহান্নামে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে।

৩৮. অর্থাৎ তাদেরকে আল্লাহ যে বিবেক-বুদ্ধি দিয়েছিলেন তা ব্যয় করে চিন্তা করে দেখেনি যে, তাদের বাপ-দাদারা যে পথে চলেছে তা সঠিক পথ, না-কি ভ্রষ্ট পথ। তারা অন্ধভাবেই বাপ-দাদাদের পদাংক অনুসরণ করে ছুটে চলেছে।

২য় রুকূ' (২২-৭৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হাশরের দিন মুশরিকদেরকে তাদের সঙ্গী-সাথী ও সহায়তা দানকারী এবং তাদের মা'বূদদেরসহ একত্র করে জাহান্নামের দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

২. জাহান্নামের দিকে যাওয়ার পথে থামিয়ে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে যে, দুনিয়াতে তারা পরস্পর সাহায্যকারী ছিল, এখন কেন তা করছে না।

৩. হাশরের দিন দুনিয়ার বড় বড় অত্যাচারী-অপরাধীরাও আত্মসমর্পণ করে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে বাধ্য হবে।

৪. পথভ্রষ্ট লোকেরা তাদের পথভ্রষ্টতার জন্য তাদের নেতা-নেতৃদের ওপর দোষারোপ করবে, অপরদিকে নেতা-নেতৃরা তা অস্বীকার করবে।

৫. আল্লাহ ও রাসূলের নীতি-পদ্ধতির বিপক্ষের কোনো দল বা নেতার অনুসরণ করা যাবে না। কোনো দল বা নেতার অনুসরণের আগে তাকে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে যাঁচাই করে নিতে হবে।

৬. আখিরাতে জাহান্নামবাসীরা তাদেরকে প্রদত্ত শাস্তির যৌক্তিকতা স্বীকার করবে এবং তাদের ওপর আপতিত শাস্তি যথার্থ বলে মেনে নেবে। কেননা তারা এ শাস্তির উপযুক্ত কাজই দুনিয়াতে করেছে।

৭. দুনিয়াতে সৎকর্মে পরস্পর সহযোগিরা যেমন আখিরাতে প্রতিদান লাভে সহযোগী হবে, তেমনি অসৎকর্মে পরস্পর সহযোগিরাও শাস্তিলাভে পরস্পর শরীক হবে।

৮. তাওহীদকে অস্বীকারকারী অপরাধীদের সাথে আল্লাহ আখিরাতে অত্যন্ত কঠোর আচরণ করবেন। তাদের প্রতি কোনো প্রকার দয়া দেখাবেন না।

৯. মৌখিক বা কর্মগত শির্ক থেকে বেঁচে থাকা আখিরাতে মুক্তি লাভের জন্য অপরিহার্য। যে কোনোভাবে তা থেকে বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে হবে।

১০. তাওহীদ ও শিরক সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান লাভের মাধ্যমেই শিরক থেকে বেঁচে থাকা যাবে। অতএব এ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা ফরয।

১১. রিসালাতের সত্যতা অস্বীকারকারীরা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহকে অস্বীকারকারী। আর আল্লাহকে অস্বীকারকারী কখনও মুক্তি লাভ করতে পারে না।

১২. আখিরাতে কাফিরদেরকে তাদের কর্মের ফল হিসেবে যথার্থভাবে প্রাপ্য প্রতিদান-ই দেয়া হবে—তাদের ওপর এক বিন্দুও যুলুম করা হবে না।

১৩. আল্লাহর নিষ্ঠাবান মু'মিন বান্দাহগণ নিয়ামতপূর্ণ জান্নাতে অবস্থান করবে এবং তাদের জন্য নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে বে-হিসাব রিয্ক।

১৪. জান্নাতের অনন্ত-অফুরন্ত সুখের জন্য আমাদেরকে কাজ করে যেতে হবে। এটাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

১৫. মু'মিনদের সৎকর্মের বিনিময়ে যে সুখময় জান্নাত দেয়ার ওয়াদা আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে দিয়েছেন তাকে নিরেট সত্য বলে বিশ্বাস করা ঈমানের দাবী। সুতরাং তাকে নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করতে হবে।

১৬. দুনিয়াতে কাফির, মুশরিক ও আল্লাহর নাফরমান কোনো মানুষকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করা কোনো মু'মিনের জন্য কখনো সমিচীন হতে পারে না।

১৭. মানুষ যেসব কারণে পথভ্রষ্ট হয়, তন্মধ্যে অসৎ বন্ধু-বান্ধব অন্যতম প্রধান কারণ। অতএব ফাসেক-ফাজের-এর সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলা থেকে আমাদের দূরে থাকতে হবে।

১৮. আখিরাতে মানুষের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি এবং বাকশক্তি অত্যন্ত প্রখর হবে। জান্নাত ও জাহান্নামের অধিবাসীরা নিজ অবস্থান থেকে পরস্পরকে দেখতে, একে অপরের কথা শুনতে ও পরস্পর কথা বলতে সক্ষম হবে।

১৯. আমাদেরকে আখিরাতের সফলতা তথা জান্নাত লাভের লক্ষ্যেই নিজেদের অর্থ, সময় ও শ্রম ব্যয় করা উচিত।

২০. জান্নাতবাসীরা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার চেয়ে অনেক বেশী প্রতিদান পেয়ে আত্মহারা হয়ে যাবে।

২১. আখিরাতের জীবন হলো মৃত্যুহীন অনন্ত জীবন। আর মৃত্যু হবে না—এ সংবাদে জান্নাতীরা অত্যন্ত বিস্মিত ও আবেগাপ্লুত হয়ে পড়বে।

২২. জাহান্নামীদের খাদ্য জাহান্নামের তলদেশ থেকে উদগত 'যাক্কুম' নামক কাটাযুক্ত উদ্ভিদ। তাদের পানীয় হবে টগবগে ফুটন্ত পুঁজ-মিশ্রিত পানি।

২৩. বাপ-দাদার ধর্মকে অথবা ধর্ম পালনে বাপ-দাদার অন্ধ অনুসরণ করা যাবে না ; বরং বিবেক-বুদ্ধি খরচ করে কুরআন-হাদীস থেকে জেনে-শুনে তা গ্রহণ বা বর্জন করতে হবে।

২৪. বাপ-দাদা নয়—অনুসরণ করতে হবে আল্লাহর পাঠানো নবী-রাসূলদেরকে।

২৫. নবী-রাসূলদের জীবনব্যবস্থাকে বাদ দিয়ে যারা বাপ-দাদার অনুসৃত ধর্মকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেছে, তারাই যুগে যুগে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

২৬. সুদূর অতীত কাল থেকে আখেরী নবী পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা অগণিত নবী-রাসূল দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। কোনো যুগই কোনো নবী বা কোনো না কোনো নবীর শিক্ষাবিহীন অবস্থায় ছিল না।

২৭. আল্লাহর খাঁটি বান্দাহগণ যাঁরা নবীদের অনুসারী তাঁরা ব্যতীত, অমান্যকারীদের পরিণাম দুনিয়াতেও অত্যন্ত মর্মান্তিক হয়েছিল, আর আখিরাতে তো তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-৭
আয়াত সংখ্যা-৩৯

⑦⑤ وَلَقَدْ نَادٰىنَا نُوْحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيْبُوْنَ ⑦⑥ وَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيْمِ

৭৫. আর[৩৯] নিঃসন্দেহে নূহ আমাকে ডেকেছিলেন[৪০], অতপর (দেখো) আমি সাড়া দানকারীদের মধ্যে কত উত্তম। ৭৬. এবং আমি রক্ষা করেছিলাম তাঁকে ও তাঁর পরিবারবর্গকে মহাসংকট থেকে[৪১]।

⑦⑦ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهٗ هُمُ الْبٰقِيْنَ ⑦⑧ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْاٰخِرِيْنَ ⑦⑨ سَلٰمٌ عَلٰى نُوْحٍ

৭৭. আর আমি তার বংশধরদেরকে রাখলাম অবশিষ্ট[৪২]। ৭৮. আর আমি রেখে দিলাম তার জন্য (প্রশংসা) পরবর্তীদের মধ্যে। ৭৯. নূহের ওপর 'সালাম' বর্ষিত হোক,

⑦⑤ وَ-আর ; لَقَدْ نَادٰىنَا-(لقد نادى+نا)-নিঃসন্দেহে আমাকে ডেকেছিলেন ; نُوْحٌ-নূহ; فَلَنِعْمَ-(ف+ل+نعم)-অতপর (দেখো) আমি কত উত্তম ; الْمُجِيْبُوْنَ-সাড়াদানকারীদের মধ্যে। ⑦⑥ وَ-এবং ; نَجَّيْنٰهُ-(نجينا+ه)-আমি রক্ষা করেছিলাম তাঁকে ; وَ-ও ; اَهْلَهٗ-(اهل+ه)-তাঁর পরিবারবর্গকে ; مِنَ-থেকে ; الْكَرْبِ-সংকট ; الْعَظِيْمِ-মহা। ⑦⑦ وَ-আর ; جَعَلْنَا-আমি রাখলাম ; ذُرِّيَّتَهٗ-(ذرية+ه)-তাঁর বংশধরদেরকে ; هُمُ الْبٰقِيْنَ-অবশিষ্ট। ⑦⑧ وَ-আর ; تَرَكْنَا-আমি রেখে দিলাম ; عَلَيْهِ-তাঁর জন্য (প্রশংসা) ; فِيْ-মধ্যে ; الْاٰخِرِيْنَ-পরবর্তীদের। ⑦⑨ سَلٰمٌ -সালাম বর্ষিত হোক ; عَلٰى-ওপর ; نُوْحٍ-নূহের ;

৩৯. পূর্বের রুকূ'র শেষে নবী-রাসূলদের অমান্যকারী জাতিসমূহের যে অশুভ পরিণতির কথা বলা হয়েছে, এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। নূহ আ. তাঁর অবাধ্য কাওমের ধ্বংসের জন্য প্রার্থনা করেছিলেন 'হে আমার পরওয়াদিগার পৃথিবীতে কাফিরদের একজনকেও অবশিষ্ট রেখো না।'

৪০. হযরত নূহ আ. দীর্ঘ ৯৫০ বছর দাওয়াত দেয়ার পর অবশেষে নিরাশ হয়ে আল্লাহর দরবারে তাঁর জাতির ধ্বংসের জন্য ফরিয়াদ করেছিলেন। সূরা আল কামারের ১০ আয়াতেও নূহ আ.-এর ফরিয়াদের কথা বলা হয়েছে যে, "অতপর তিনি (নূহ) তাঁর প্রতিপালককে ডেকে বললেন–'আমি পরাজিত হয়ে গেছি, আমাকে সাহায্য করুন।"

৪১. অর্থাৎ নূহ আ.-ফরিয়াদে তাঁর বিদ্রোহী জাতির আচরণে তিনি যে যন্ত্রণা ও কষ্ট-ক্লেশের সম্মুখীন হয়েছিলেন, তা থেকে আমি তাঁকে ও তাঁর পরিবার বর্গ তথা সঙ্গী-সাথীদেরকে রক্ষা করেছিলাম। অনুরূপভাবে মক্কাবাসীদের দেয়া কষ্ট-ক্লেশ থেকে মুহাম্মদ স.-কে এবং তার সঙ্গী-সাথীদেরকে-ও রক্ষা করবো।

فِي الْعٰلَمِيْنَ ﴿٧٩﴾ إِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿٨٠﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٨١﴾

বিশ্ববাসীর মধ্যে[৪৩]। ৮০. আমি অবশ্যই সৎকর্মশীলদেরকে এরূপভাবে পুরস্কৃত করে থাকি। ৮১. নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন আমার ঈমানদার বান্দাহদের শামিল।

ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿٨٢﴾ وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ لَإِبْرٰهِيْمَ ﴿٨٣﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ

৮২. অতপর আমি অপর লোকদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। ৮৩. আর অবশ্যই তাঁর (নূহের) পথের অনুসারীদের শামিল ছিলেন ইবরাহীম। ৮৪. (স্মরণ করুন) যখন তিনি এলেন তাঁর প্রতিপালকের নিকট।

بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ ﴿٨٤﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُوْنَ ﴿٨٥﴾ أَئِفْكًا اٰلِهَةً دُوْنَ اللّٰهِ

বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে[৪৪]। ৮৫. যখন তিনি বললেন তাঁর পিতাকে এবং তার কওমকে[৪৫]—'তোমরা কিসের উপাসনা করছ? ৮৬. আল্লাহকে ছেড়ে মিথ্যা ইলাহদেরকে কি

فِى-মধ্যে ; الْعٰلَمِيْنَ-বিশ্ববাসীর। ﴿৮০﴾ اِنَّا-আমি অবশ্যই ; كَذٰلِكَ-এরূপভাবে ; نَجْزِى-পুরস্কৃত করে থাকি ; الْمُحْسِنِيْنَ-সৎকর্মশীলদেরকে। ﴿৮১﴾ اِنَّهُ-নিঃসন্দেহে তিনি ; مِنْ-শামিল ছিলেন ; عِبَادِنَا-আমার বান্দাহদের ; الْمُؤْمِنِيْنَ-ঈমানদার। ﴿৮২﴾ ثُمَّ-অতপর ; اَغْرَقْنَا-আমি ডুবিয়ে দিলাম ; الْاٰخَرِيْنَ-অপর লোকদেরকে। ﴿৮৩﴾ وَ-আর; اِنَّ-অবশ্যই ; مِنْ-শামিল ছিলেন ; شِيْعَتِهِ-তাঁর (নূহের) পথের অনুসারীদের ; لَاِبْرٰهِيْمَ-ইবরাহীম। ﴿৮৪﴾ اِذْ-(স্মরণ করুন) যখন ; جَاءَ-তিনি এলেন ; رَبَّهُ-তাঁর প্রতিপালকের নিকট ; بِقَلْبٍ-(ب+قلب)-অন্তর নিয়ে ; سَلِيْمٍ-বিশুদ্ধ। ﴿৮৫﴾ اِذْ-যখন ; قَالَ-তিনি বললেন ; لِاَبِيْهِ-(ل+ابى+ه)-তাঁর পিতাকে ; وَ-এবং ; قَوْمِهِ-(قوم+ه)-তাঁর কাওমকে ; مَاذَا-কিসের ; تَعْبُدُوْنَ-তোমরা উপাসনা করছ। ﴿৮৬﴾ اَئِفْكًا اٰلِهَةً-মিথ্যা ইলাহদেরকে কি ; دُوْنَ-ছেড়ে ; اللّٰهِ-আল্লাহকে ;

৪২. অর্থাৎ নূহ আ.-এর যারা বিরোধিতা করেছিল তাদের বংশধারা তখন আর দুনিয়াতে টিকে ছিল না। একমাত্র নূহ আ.-এর বংশধারা-ই পরবর্তীতে বিস্তার লাভ করেছে।

৪৩. অর্থাৎ নূহের বিরোধীদের খতম হয়ে যাওয়ার পর তাঁর দুর্নাম করার মতো কোনো লোক ছিল না এবং আজ পর্যন্ত নূহ আ.-এর দুর্নামকারী দুনিয়াতে সৃষ্টি হয়নি। বরং আজ পর্যন্ত কেবল তাঁর সুনাম সুখ্যাতি-ই দুনিয়াতে ছড়িয়ে আছে। আর তার শান্তির জন্য দুনিয়ার মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত দোয়া করতে থাকবে। বাস্তবেও দেখা যায় যে, বিশ্বের সমস্ত আসমানী কিতাবে হযরত নূহ আ.-এর নবুওয়াত ও পবিত্রতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুসলমানরা তো বটেই—ইহুদী-খ্রিষ্টানরাও তাঁকে নিজেদের নেতা বলে মানে।

৪৪. অর্থাৎ ইবরাহীম আ. যখন সবদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বিশুদ্ধ ও নিষ্কলুষ অন্তর নিয়ে তাঁর প্রতিপালকের দিকে রুজু' হলেন। 'কালবুন সালীম' অর্থ এমন অন্তর যাতে

تُرِيْدُوْنَ ﴿٨٦﴾ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٧﴾ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُوْمِ ﴿٨٨﴾

তোমরা চাচ্ছো ? ৮৭. তবে বিশ্বজাহানের প্রতিপালক সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি[৪৬] ? ৮৮. তারপর[৪৭] তিনি (ইবরাহীম) একবার তারকাদের দিকে তাকালেন[৪৮]।

فَقَالَ اِنِّيْ سَقِيْمٌ ﴿٨٩﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِيْنَ ﴿٩٠﴾ فَرَاغَ اِلٰٓى اٰلِهَتِهِمْ فَقَالَ

৮৯. এবং তিনি বললেন—'আমি অবশ্যই অসুস্থ[৪৯]। ৯০. অতপর তাঁকে পেছনে রেখে তারা মুখ ফিরিয়ে চলে গেলো[৫০]। ৯১. আর তিনি চুপিসারে তাদের মাবূদদের নিকট গেলেন এবং বললেন—

تُرِيْدُوْنَ-তোমরা চাচ্ছ। ৮৭ فَمَا-তবে কি ; ظَنُّكُمْ-(ظن+كم)-তোমাদের ধারণা ; بِرَبِّ-(ب+رب)-প্রতিপালক সম্পর্কে ; الْعٰلَمِيْنَ-বিশ্ব জাহানের। ৮৮ فَنَظَرَ-(ف+نظر)-তারপর তিনি তাকালেন ; نَظْرَةً-একবার ; فِىْ-দিকে ; النُّجُوْمِ-তারকাদের। ৮৯ فَقَالَ-(ف+قال)-এবং তিনি বললেন ; اِنِّىْ-আমি অবশ্যই ; سَقِيْمٌ-অসুস্থ। ৯০ فَتَوَلَّوْا-(ف+تولوا)-অতপর তারা মুখ ফিরিয়ে চলে গেলো ; عَنْهُ-তাকে ; مُدْبِرِيْنَ-পেছনে রেখে। ৯১ فَرَاغَ-(ف+راغ)-আর তিনি চুপিসারে গেলেন ; اِلٰى-নিকট ; اٰلِهَتِهِمْ-(الهة+هم)-তাদের মাবূদদের ; فَقَالَ-(ف+قال)-এবং বললেন ;

কোনো প্রকার কুফরী, শিরকী বা সন্দেহ-সংশয়ের লেশমাত্র নেই, যে অন্তরে কোনো প্রকার বিদ্রোহ বা নাফরমানীর সামান্য অনুভূতিও নেই—সব ধরনের অসৎ মনোভাব ও অপবিত্র কামনা-বাসনার সম্পূর্ণ প্রভাব মুক্ত। যে অন্তরে কারো বিরুদ্ধে হিংসা-বিদ্বেষ, অকল্যাণ চিন্তা বা কৃত্রিমতা নেই।

৪৫. আল কুরআনের বিভিন্ন স্থানে হযরত ইবরাহীম আ.-এর এ কাহিনী বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে প্রাসঙ্গিক কিছু আলোচনা এসেছে।

৪৬. অর্থাৎ তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে কেমন ধারণা কর ? তোমাদের পাথরের দেব-দেবীরা কি আল্লাহর সমজাতীয় বা সমতুল্য হতে পারে ? আসলে তোমাদের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। আল্লাহর শানে এমন জঘন্য ধারণা পোষণ করার পরও তোমরা ভাবছো তাঁর পাকড়াও থেকে তোমরা রেহাই পেয়ে যাবে।

৪৭. এখানে ইবরাহীম আ.-এর কাওমের এক বিশেষ উৎসবের দিনের ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে। উৎসবের দিন তারা ইবরাহীম আ.-কেও উৎসবে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালো। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, তাঁকে উৎসবে নিতে পারলে তাদের ধর্মের প্রতি প্রভাবান্বিত হয়ে নিজের ধর্মের দাওয়াত দান থেকে বিরত থাকবে।-(দুররে মানসূর)

৪৮. অর্থাৎ তাদের আমন্ত্রণের জবাবে তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে চিন্তা-ভাবনা করলেন এবং মনে মনে এ সুযোগকে কাজে লাগানোর কথা ভাবলেন। তিনি ভাবলেন তারা যখন উৎসবে চলে যাবে, তখন তাদের মন্দিরে ঢুকে তাদের মিথ্যা উপাস্য দেবতাগুলোকে

أَلَا تَأْكُلُونَ ﴿٩١﴾ مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ ﴿٩٢﴾ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴿٩٣﴾

'তোমরা খাচ্ছো না কেন[৫১] ? ৯২. তোমাদের কি হয়েছে, তোমরা কথা বলছো না ? ৯৩. এরপর তিনি তাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়লেন—ডান হাত দিয়ে সজোরে আঘাত করলেন।

تَأْكُلُونَ أَلَا-তোমরা খাচ্ছো না কেন ? ﴿٩٢﴾ مَا لَكُمْ-তোমাদের কি হয়েছে ; لَا تَنطِقُونَ-তোমরা কথা বলছো না। ﴿٩٣﴾ فَرَاغَ-(ف+راغ)-এরপর তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন ; عَلَيْهِمْ-তাদের ওপর ; ضَرْبًا-সজোরে আঘাত করলেন ; بِالْيَمِينِ-(ب+ال+يمين)-ডান হাত দিয়ে।

ভেঙ্গে দিলে তারা উৎসব থেকে ফিরে এসে নিজেদের দেবতাদের অসহায়ত্ব দেখলে তাদের চেতনায় ঈমান জাগ্রত হবে, ফলে তারা শির্‌ক থেকে ফিরে আসবে।

৪৯. হযরত ইবরাহীম আ.-এর 'আমি অসুস্থ' কথাটি অমূলক ছিল না ; কারণ তাঁর জাতির শির্‌কী কার্যকলাপ দেখে তিনি মানসিকভাবে অস্বস্তিতে ভুগছিলেন। তাছাড়া সে সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন না, এমন কোনো সাক্ষ্য প্রমাণও তো নেই। আর তিনি 'সাকীম' শব্দ ব্যবহার করেছেন যার অর্থ মানসিক অসুস্থতাও বুঝায় অর্থাৎ 'আমার মন খারাপ।' তবে তিনি যদি 'মারীদ' শব্দ ব্যবহার করতেন, তাহলে তাঁর বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন তোলা সংগত হতো।

তাছাড়া শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে কোনো প্রয়োজনে কৌশল অবলম্বন করে জবাব দেয়া জায়েয। যাকে শরয়ী পরিভাষায় 'তাওরিয়া' বলে। তাওরিয়া দু'প্রকার। এক ঃ উক্তিগত, অর্থাৎ এমন কথা বলা যার বাহ্যিক অর্থ বাস্তব ঘটনার প্রতিকূল, কিন্তু বক্তার উদ্দিষ্ট অর্থ বাস্তব ঘটনার অনুকূল। দুই ঃ কার্যগত অর্থাৎ এমন কাজ করা যার প্রকৃত উদ্দেশ্য দর্শকদের বুঝে নেয়া উদ্দেশ্য থেকে ভিন্ন। একে 'ইহাম'-ও বলা হয়। তারকারাজীর দিকে হযরত ইবরাহীম আ.-এর দৃষ্টিপাত করাও মুফাস্‌সিরীনদের মতে 'ঈহাম' ছিল এবং নিজেকে 'অসুস্থ' বলা ছিল 'তাওরিয়া'।

প্রয়োজনের ক্ষেত্রে উভয় প্রকার 'তাওরিয়া' স্বয়ং রাসূলে কারীম স. থেকে প্রমাণিত রয়েছে। তিনি যখন মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় যাচ্ছিলেন এবং কাফিররা তার সন্ধান করছিল, তখন পথে এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর রা.-কে তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো ঃ 'ইনি কে ?' হযরত আবু বকর জবাব দিলেন 'ইনি আমার পথ প্রদর্শক, আমাকে পথ দেখান।' এতে লোকটি সাধারণ পথপ্রদর্শক মনে করে চলে যায়। অথচ আবু বকরের উদ্দেশ্য ছিল ইনি আমার ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক পথপ্রদর্শক।-(রুহুল মায়ানী)

হযরত কা'আব ইবনে মালিক রহ. বলেন—রাসূলুল্লাহ স. জিহাদের জন্য যখন মদীনা থেকে বের হতেন তখন যেদিকে যেতে হবে তার বিপরীত দিক দিয়ে মদীনা থেকে বের হতেন। যাতে দর্শকরা সঠিক গন্তব্যস্থল সম্পর্কে ধারণা করতে না পারে। এটা ছিল 'কর্মগত তাওরিয়া' তথা 'ঈহাম'।-(মুসলিম)

فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ۝٩٤ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ۝٩٥ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ

৯৪. তারপর তারা তার দিকে ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে এলো[৫২]। ৯৫. তিনি (ইবরাহীম) বললেন—'তোমরা কি এমন কিছুর পূজা করো যা তোমরা খোদাই করে বানিয়ে থাক। ৯৬. অথচ আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে

وَمَا تَعْمَلُونَ ۝٩٦ قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ ۝٩٧ فَأَرَادُوا بِهِ

এবং যা তোমরা তৈরি করো তাদেরকেও। ৯৭. তারা বললো—'তোমরা তার জন্য একটি অগ্নিকুণ্ড তৈরি করো তারপর তাকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করো। ৯৮. আসলে তারা চেয়েছিল তার বিরুদ্ধে

كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ ۝٩٨ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ۝٩٩ رَبِّ

এক বিরাট চক্রান্ত করতে, কিন্তু আমি তাদেরকে হেয়প্রতিপন্ন করে দিলাম[৫৩]। ৯৯. আর তিনি বললেন[৫৪]—আমি অবশ্যই আমার প্রতিপালকের দিকের যাত্রী[৫৫], তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। ১০০. হে আমার প্রতিপালক !

(৯৪) فَأَقْبَلُوا-(ف+اقبلوا)-তারপর তারা এগিয়ে এলো ; إِلَيْهِ-তার দিকে ; يَزِفُّونَ-ব্যস্ত হয়ে। (৯৫) قَالَ-তিনি (ইবরাহীম) বললেন ; أَتَعْبُدُونَ-তোমরা কি পূজা কর ; مَا-এমন কিছুর যা ; تَنْحِتُونَ-তোমরা খোদাই করে বানিয়ে থাক। (৯৬) وَ-অথচ ; اللَّهُ-আল্লাহ-ই ; خَلَقَكُمْ-(خلق+كم)-তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন ; وَ-এবং ; مَا-তাদেরকেও যা ; تَعْمَلُونَ-তোমরা তৈরি কর। (৯৭) قَالُوا-তারা বললো ; ابْنُوا-তোমরা তৈরি করো ; لَهُ-তার জন্য ; بُنْيَانًا-অগ্নিকুণ্ড ; فَأَلْقُوهُ-(ف+القوا+ه)-তারপর তাকে নিক্ষেপ করো ; فِي الْجَحِيمِ-জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। (৯৮) فَأَرَادُوا-(ف+ارادوا)-আসলে তারা চেয়েছিল ; بِهِ-তার বিরুদ্ধে ; كَيْدًا-এক বিরাট চক্রান্ত করতে ; فَجَعَلْنَاهُمُ-(ف+جعلنا+هم)-কিন্তু আমি তাদেরকে করে দিলাম ; الْأَسْفَلِينَ-হেয়প্রতিপন্ন। (৯৯) وَ-আর ; قَالَ-তিনি (ইবরাহীম) বললেন ; إِنِّي-আমি অবশ্যই ; ذَاهِبٌ-যাত্রী ; إِلَىٰ-দিকের ; رَبِّي-আমার প্রতিপালকের ; سَيَهْدِينِ-তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। (১০০) رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ;

৫০. অর্থাৎ লোকেরা ইবরাহীম আ.-এর তাদের সাথে যেতে ওযর পেশ করায় এবং তাঁর অবস্থা দেখে তাঁকে রেখে চলে যেতে রাজী হয়ে যায়। এতে এটা বুঝা যায় যে, তিনি সর্দী-কাশি বা এ ধরনের কোনো সাধারণ রোগে ভুগছিলেন। নচেৎ তারা তাঁকে উৎসবে নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপিড়ী করতো।

৫১. অর্থাৎ দেব-দেবীর সামনে পূজার উপকরণ হিসেবে ফুল-পাতা দেয়া ছাড়া খাদ্য-পানীয়-ও রাখা হতো। অথচ দেব-দেবীর তো কোনো খাদ্য পানীয় গ্রহণের ক্ষমতা ছিল না।

৫২. অর্থাৎ তারা যখন উৎসব থেকে ফিরে এলো এবং মন্দিরে গিয়ে মূর্তিগুলোকে বিধ্বস্ত অবস্থায় দেখলো, তখন তারা বিভিন্ন লোককে জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারলো যে, ইবরাহীম

هَبْ لِىْ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٠١﴾ فَبَشَّرْنٰهُ بِغُلٰمٍ حَلِيْمٍ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْىَ قَالَ

আমাকে দান করুন নেককারদের শামিল এক পুত্র[৫৬]। ১০১. অতপর আমি তাঁকে সুসংবাদ দিলাম এক ধৈর্যশীল পুত্রের[৫৭]। ১০২. আর যখন সে (পুত্র) তাঁর সাথে চলা-ফেরার বয়সে পৌঁছলো, তিনি বললেন—

هَبْ-দান করুন এক পুত্র ; لِىْ-আমাকে ; مِنَ-শামিল ; الصّٰلِحِيْنَ-নেক্‌কারদের। (১০১) فَبَشَّرْنٰهُ-(ف+بشرنا+ه)-অতপর আমি তাকে সুসংবাদ দিলাম ; بِغُلٰمٍ-এক পুত্রের ; حَلِيْمٍ-ধৈর্যশীল। (১০২) فَلَمَّا-আর যখন ; بَلَغَ-সে (পুত্র) পৌঁছলো ; مَعَهُ-(مع+ه)-তাঁর সাথে ; السَّعْىَ-চলা ফেরার বয়সে ; قَالَ-তিনি বললেন ;

নামের এক যুবক তাদের মূর্তির বিরুদ্ধে কথা বলে। তখন তাদের একটি দল ইবরাহীম আ.-এর কাছে এলো এবং তাঁকে ধরে নিয়ে সমবেত জনতার সামনে হাজির করলো।

৫৩. অর্থাৎ ইবরাহীম আ.-এর বিরুদ্ধে তাঁর কাওমের লোকেরা যেসব ষড়যন্ত্র করেছিল, তাদের সেসব ষড়যন্ত্র আমি ব্যর্থ করে দিয়েছিলাম। একইভাবে হে মুহাম্মদ স.-এর বিরোধীরা! মুহাম্মাদ স.-এর আদর্শের বিরুদ্ধেও তোমাদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ হয়ে যাবে। তোমরাতো নিজেদেরকে ইবরাহীম আ.-এর বংশধর মনে করে থাক, অথচ তাঁর নীতি-পদ্ধতির অনুসরণ তোমরা করছোনা, তোমরা তাদের পথেই চলছো, যারা ইবরাহীম আ.-কে আগুনের গর্তে ফেলে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছিল। আমি-ই তাঁকে উদ্ধার করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছি। আর মুহাম্মদ স.-ই তাঁর সার্থক বংশধর ও তাঁর আদর্শের সঠিক অনুসারী। অতএব তোমাদের ষড়যন্ত্রের মুকাবিলায় মুহাম্মদ স.-ই বিজয়ী হবেন।

৫৪. ইবরাহীম আ.-এর এ কথাগুলো ছিল সে সময়কার যখন তিনি আগুনের কুণ্ডলী থেকে অক্ষত অবস্থায় বের হয়ে দেশ ত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

৫৫. অর্থাৎ আমার যাওয়ার তো নির্দিষ্ট কোনো স্থান নেই, তাই আমি একমাত্র আমার প্রতিপালকের ওপর ভরসা করেই দেশত্যাগ করছি। আমি আমার প্রতিপালকের হয়ে গেছি, তাই আমার জাতি আমার শত্রু হয়ে গেছে। নচেৎ তাদের সাথে আমার কোনো স্বার্থ সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব নেই। এখন দুনিয়াতে আমার যাওয়ার মতো কোনো নির্দিষ্ট স্থান নেই। আমার প্রতিপালক আল্লাহ আমাকে যেখানে নিয়ে যান, সেখানেই আমি চলে যাবো।

৫৬. হযরত ইবরাহীম আ.-এর এ দোয়া থেকে একথা জানা যায় যে, তখন পর্যন্ত তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি তাঁর স্ত্রী সারা ও ভাতিজা লূত আ.-কে নিয়ে দেশত্যাগ করেন। তিনি ইরাকের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে অবশেষে সিরিয়ায় পৌঁছেন। তাঁর অন্তরে সন্তানের কামনা জাগে। তাই তিনি আল্লাহর কাছে একটি নেককার সন্তানের জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে একটি পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ দান করেন।

৫৭. সন্তানের জন্য ইবরাহীম আ.-এর দোয়া এবং পুত্র-সন্তানের সুসংবাদ লাভ করার মাঝে বেশ কিছু বছরের ব্যবধান ছিল। তাঁর ৮৬ বছর বয়সে হযরত ইসমাঈল আ. জন্মলাভ করেন এবং ১০০ বছর বয়সে ইসহাক আ. জন্মলাভ করেন। সূরা ইবরাহীমের ৩৯ আয়াত থেকে এ ব্যবধান থাকার সমর্থন মেলে। ইবরাহীম আ. বলেছেন—সমস্ত

يٰبُنَيَّ اِنِّيْٓ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْٓ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى ۚ قَالَ يٰٓاَبَتِ

হে পুত্র! আমি নিশ্চিত স্বপ্নের মধ্যে দেখি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি[৫৮], এখন তুমি চিন্তা করে বলো—তোমার মতামত কি[৫৯] ?' সে বললো—"হে আমার পিতা!

افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ۖ سَتَجِدُنِيْٓ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّآ اَسْلَمَا وَتَلَّهٗ

আপনাকে যা হুকুম করা হয়েছে,[৬০] আপনি তা করে ফেলুন, ইনশাআল্লাহ আপনি নিশ্চিত আমাকে ধৈর্যশীলদের শামিল পাবেন।" ১০৩. অতপর যখন তারা উভয়ে অনুগত হয়ে গেলো এবং তিনি তাকে যমীনে শুইয়ে দিলেন

يٰبُنَيَّ-হে পুত্র ; اِنِّيْٓ-আমি নিশ্চিত ; اَرٰى-দেখি ; فِي-মধ্যে ; الْمَنَامِ-স্বপ্নের ; اَنِّيْٓ-যে, আমি ; اَذْبَحُكَ-(اذبح+ك)-তোমাকে আমি যবেহ করছি ; فَانْظُرْ-(ف+انظر)-এখন তুমি চিন্তা করে বলো ; مَاذَا-কি ; تَرٰى-তোমার মতামত ; قَالَ-সে বললো ; يٰٓاَبَتِ-হে আমার পিতা ; افْعَلْ-আপনি করে ফেলুন ; مَا-তা, যা ; تُؤْمَرُ-আপনাকে হুকুম করা হয়েছে ; سَتَجِدُنِيْٓ-আপনি আমাকে নিশ্চিত পাবেন ; اِنْ شَآءَ اللّٰهُ-ইনশাআল্লাহ ; مِنَ-শামিল ; الصّٰبِرِيْنَ-ধৈর্যশীলদের। ﴿١٠٣﴾ فَلَمَّآ-অতপর যখন ; اَسْلَمَا-তারা উভয়ে অনুগত হয়ে গেলো ; وَ-এবং ; تَلَّهٗ-(تل+ه)-তিনি তাকে যমীনে শুইয়ে দিলেন ;

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাককে দান করেছেন।"

৫৮. হযরত ইবরাহীম আ. স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, তিনি তাঁর প্রিয় পুত্রকে যবেহ করছেন। এ স্বপ্ন তিনি পর পর তিন দিন দেখেছিলেন বলে কোনো কোনো রিওয়ায়াতে উল্লিখিত হয়েছে।-(কুরতুবী)

নবীদের স্বপ্নও ওহী। তাই তিনি প্রিয় পুত্রকে কুরবানী করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ইবরাহীম আ.-এর আনুগত্য পূর্ণরূপে প্রকাশ করার জন্যই আল্লাহ তা'আলা এ হুকুমটি কোনো ফেরেশতার মাধ্যমে ওহীরূপে না দিয়ে স্বপ্নের মাধ্যমে দিয়েছিলেন। স্বপ্নের মাধ্যমে প্রাপ্ত আদেশের ভিন্ন অর্থ গ্রহণ করার অবকাশ থাকলেও তিনি সে পথ অবলম্বন না করে সরাসরি আল্লাহর আদেশের সামনে মাথা নত করে দিলেন।-(কাবীর)

৫৯. হযরত ইবরাহীম আ.-এর পুত্র ইসমাঈলকে জিজ্ঞেস করার অর্থ এটা ছিল না যে, ইসমাঈল রাজী হলে তিনি আল্লাহর আদেশ পালন করবেন অন্যথায় করবেন না। বরং তিনি পুত্রের পরীক্ষা নিতে চাচ্ছিলেন এবং তিনি জেনে নিতে চাচ্ছিলেন যে, তিনি যে নেক সন্তানের জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিলেন, সে সন্তান কতটুকু নেক সন্তান। যদি সে আল্লাহর নির্দেশের অনুকূলে স্বেচ্ছায় নিজ প্রাণ কুরবান করতে রাজী হয় তবে তিনি বুঝবেন যে, তাঁর পুত্র যথার্থই সুসন্তান।

৬০. 'হে আমার পিতা! আপনাকে যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আপনি তা করে ফেলুন।"— ইসমাঈল আ.-এর এ জবাবে বুঝা যায় যে, তিনি পিতার স্বপ্নকে নিছক স্বপ্ন মনে করেননি।

لِلْجَبِيْنِ ﴿١٠٣﴾ وَنَادَيْنٰهُ اَنْ يّٰاِبْرٰهِيْمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا ۚ اِنَّا كَذٰلِكَ

উপুড় করে[৬১] ; ১০৪. আর (তখন) আমি তাঁকে ডেকে বললাম[৬২] যে, "হে ইবরাহীম ! ১০৫. আপনি তো স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করে দেখালেন[৬৩], আমি অবশ্যই এভাবে

نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٠٥﴾ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلٰٓؤُا الْمُبِيْنُ ﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيْمٍ ﴿١٠٧﴾

নেক্কারদের প্রতিদান দিয়ে থাকি[৬৪]। ১০৬. নিশ্চয়ই এটা—এটাই এক সুস্পষ্ট পরীক্ষা[৬৫]। ১০৭. আর আমি তাঁকে বিনিময়ে দান করলাম এক মহান যবেহর পশু[৬৬]।

لِلْجَبِيْنِ-উপুড় করে। ﴿١٠٤﴾ وَ-আর (তখন) ; نَادَيْنٰهُ-(نادينا+ه)-আমি তাঁকে ডেকে বললাম ; اَنْ-যে ; يّٰاِبْرٰهِيْمُ-হে ইবরাহীম। ﴿١٠٥﴾ قَدْ صَدَّقْتَ-আপনি তো সত্যে পরিণত করে দেখালেন ; الرُّءْيَا-স্বপ্নকে ; اِنَّا-আমি অবশ্যই ; كَذٰلِكَ-এভাবে ; نَجْزِى-আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি ; الْمُحْسِنِيْنَ-নেক্কারদের। ﴿١٠٦﴾ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; هٰذَا-এটা ; لَهُوَ-এটাই ; الْبَلٰٓؤُا-এক পরীক্ষা ; الْمُبِيْنُ-সুস্পষ্ট। ﴿١٠٧﴾ وَ-আর ; فَدَيْنٰهُ-(فدينا+ه)-আমি তাকে দান করলাম ; بِذِبْحٍ-(ب+ذبح)-বিনিময়ে এক যবেহর পশু ; عَظِيْمٍ-মহান।

তিনি এটাকে আল্লাহর নির্দেশ মনে করেছেন। কারণ নবীদের স্বপ্নও ওহী। হযরত ইসমাঈল আ. যেহেতু ভাবী নবী তাই তাঁর জওয়াবেই নবীসূলভ বিনয় ও মেধার পরিচয় পাওয়া যায়।

৬১. হযরত ইবরাহীম আ. পুত্রকে চিৎ করে শোয়ানোর পরিবর্তে উপুড় করে শুইয়ে দিয়েছিলেন, যাতে যবেহ করার সময় পুত্রের চেহারা দেখে তাঁর অন্তরে কোনো প্রকার স্নেহ-মমতা জেগে না উঠে এবং তাঁর হাত কেঁপে না উঠে।

৬২. অর্থাৎ পিতা-পুত্র যখন আল্লাহর নির্দেশের সামনে নিজেদের আনুগত্যের প্রমাণ দিল এবং পিতা তাঁর পুত্রকে যবেহ করার জন্য উপুড় করে শুইয়ে দিল তখন আমি ডাক দিলাম—'হে ইবরাহীম!......

৬৩. অর্থাৎ হে ইবরাহীম! আমি তো আপনাকে স্বপ্নে এতটুকু দেখাইনি যে, আপনি পুত্রকে যবেহ করে ফেলেছেন, তার প্রাণবায়ূ বের হয়ে গেছে। আমি তো আপনাকে দেখিয়েছি আপনি পুত্রকে যবেহ করছেন। আপনি তো স্বপ্নকেই সত্যে পরিণত করে দেখালেন। আপনার পুত্রের প্রাণ নিয়ে যাওয়া আমার লক্ষ্য নয়। আমার উদ্দেশ্য যা ছিল, তা হলো আপনার সংকল্প, উদ্যোগ ও প্রস্তুতি দেখা। আপনি তাতে সফল হয়ে গেছেন।

৬৪. অর্থাৎ 'মুহসেন' তথা সৎকর্মশীল বান্দাদেরকে খামাখা কষ্ট দেয়ার জন্য আমি তাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করি না ; বরং তাদের উন্নত গুণাবলী বিকশিত করার জন্য এবং তাদের মর্যাদাকে উন্নত করার জন্যই তাদেরকে পরীক্ষার সম্মুখীন করি। অতপর

﴿١٠٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿١٠٩﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿١١٠﴾ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ

১০৮. আর আমি তার জন্য (বিষয়টি) পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিলাম। ১০৯. 'সালাম' ইবরাহীমের ওপর। ১১০. এরূপই আমি নেক্কারদের প্রতিদান দিয়ে থাকি।

﴿١١١﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ

১১১. নিশ্চয়ই তিনি আমার মু'মিন বান্দাহদের শামিল ছিলেন। ১১২. আর আমি তাঁকে ইসহাক সম্পর্কে সুসংবাদ দিলাম—(তিনি) নেক্কারদের শামিল এক নবী ছিলেন।

﴿١١٣﴾ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ

১১৩. আর আমি তাকে বরকত দান করেছিলাম এবং ইসহাককেও[৬৭] এবং তাদের বংশধরদের কতক ছিল নেক্কার আর কতক ছিল নিজেদের ওপর প্রকাশ্য যালিম[৬৮]।

(১০৮) وَ-আর ; تَرَكْنَا-আমি (বিষয়টি) রেখে দিলাম ; عَلَيْهِ-তার জন্য ; فِي-মধ্যে ; الْآخِرِينَ-পরবর্তীদের। (১০৯) سَلَامٌ-সালাম ; عَلَىٰ-ওপর ; إِبْرَاهِيمَ-ইবরাহীমের। (১১০) كَذَٰلِكَ-এরূপই ; نَجْزِي-আমি প্রতিদান দিয়ে থাকি ; الْمُحْسِنِينَ-নেক্কারদের। (১১১) إِنَّهُ-নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন ; مِنْ-শামিল ; عِبَادِنَا-(عباد+نا)-আমার বান্দাহদের ; الْمُؤْمِنِينَ-মু'মিন। (১১২) وَ-আর ; بَشَّرْنَاهُ-(بشرنا+ه)-তাঁকে সুসংবাদ দিলাম ; بِإِسْحَاقَ-(ب+اسحق)-ইসহাক সম্পর্কে ; نَبِيًّا-(তিনি) এক নবী ছিলেন ; مِّنَ-শামিল ; الصَّالِحِينَ-নেক্কারদের। (১১৩) وَ-আর ; بَارَكْنَا-আমি বরকত দান করেছিলাম ; عَلَيْهِ-তাকে ; وَ-এবং ; عَلَىٰ إِسْحَاقَ-ইসহাককে-ও ; وَ-এবং ; مِنْ-মধ্যে কতক ছিল ; ذُرِّيَّتِهِمَا-তাদের বংশধরদের ; مُحْسِنٌ-নেক্কার ; وَ-আর ; ظَالِمٌ-যালিম ; لِّنَفْسِهِ-(ل+نفس+ه)-নিজেদের ওপর ; مُبِينٌ-প্রকাশ্য।

আমি তাদেরকে নিরাপদে উদ্ধারও করি। পুত্রের কুরবানীর জন্য আপনার সংকল্প, প্রস্তুতি ও উদ্যোগ দ্বারাই সে মর্যাদা লাভ করেছেন, যা একজন যথার্থ পুত্র-কুরবানীকারী একজন পিতা লাভ করতো। তাই আমি আপনার পুত্রের প্রাণও রক্ষা করলাম এবং আপনার মর্যাদাও উন্নত করে দিলাম।

৬৫. অর্থাৎ এটা মূলত ছিল প্রকাশ্য পরীক্ষা। আপনার প্রিয় সন্তানের প্রাণ নিয়ে যাওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিল না। আমার উদ্দেশ্য ছিল যে, আপনি দুনিয়ার কোনো জিনিসকে আমার মুকাবিলায় বেশী ভালোবাসেন কিনা তার প্রকাশ্য পরীক্ষা নেয়া।

৬৬. অর্থাৎ আমি এক মহান যবেহর পশুকে ইসমাঈলের প্রাণের বিনিময়ে দান করলাম। বিভিন্ন বর্ণনা মতে আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়েবী আওয়াজ শুনে ওপরের দিকে তাকিয়ে

দেখেন যে, হযরত জিবরাঈল আ. একটি ভেড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। অতপর তিনি তা আল্লাহর নামে কুরবানী দিলেন। একে 'আযীম' তথা 'মহান' বলার কারণ হলো—এটা হযরত ইবরাহীম আ.-এর মতো আল্লাহর প্রিয় বান্দাহর জন্য এবং তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাঈল আ.-এর মতো আল্লাহর জন্য প্রাণ কুরবানীকারী ধৈর্যশীল বান্দাহর প্রাণের বিনিময়ে ছিল। আল্লাহ তা'আলা একে অভূতপূর্ব কুরবানীর নিয়ত পূর্ণ করার অসীলায় পরিণত করেছেন। তাছাড়া এটাকে 'মহান' বলার একটি বড় কারণ হলো, এ তারিখেই দুনিয়ায় সমস্ত মু'মিন বান্দাহগণ এ ঘটনার স্মরণে পশু কুরবানী করবে। কিয়ামত পর্যন্ত মু'মিন বান্দাহগণ এ ঘটনার স্মৃতি বহন এবং কুরবানীর মাধ্যমে একে পুনরুজ্জীবিত করবে।

৬৭. বাইবেল ও কুরআন মাজীদে উল্লিখিত বিভিন্ন বর্ণনায় যদিও এটা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, আল্লাহ তা'আলা হযরত ইসমাঈলকেই কুরবানী করার নির্দেশ দিয়ে ইবরাহীম আ.-কে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে কিছু কিছু বর্ণনাকারী ও তাফসীরবিদদের মতে যার কুরবানী আল্লাহ চেয়েছিলেন তিনি ছিলেন হযরত ইসহাক আ.। মূলতঃ এটা ছিল ইহুদীদের প্রচারণা। আরবদের প্রতি বিদ্বেষবশতঃ তারা এ প্রচারণা চালায়। এটা মুসলমানদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে, যার ফলে তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। বর্তমানকালে অবশ্য মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এ ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে যে, মুসলিম উম্মাহ তথা বনী ইসমাঈলের মধ্যেই ১০ই যিলহজ্জ কুরবানী করার নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে।

৬৮. অর্থাৎ হযরত ইবরাহীম আ.-এর দুই পুত্র হযরত ইসমাঈল আ. ও হযরত ইসহাক আ. এ দু'জনের বংশধরদের দু'জনের মধ্যে সবাই সৎকর্মশীল হয়নি। কেউ কেউ সৎকর্মশীল হয়েছে, আবার কেউ কেউ অসৎ কার্যকলাপে লিপ্ত হয়ে নিজের ওপর প্রকাশ্যে যুলুম করেছে। এ আয়াত থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, পয়গাম্বরগণের বংশধর হওয়াই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ ও মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়। অথবা কোনো সৎলোকের সাথে বংশগত সম্পর্ক তথা রক্ত সম্পর্ক থাকা দ্বারাই মুক্তিলাভ সম্ভব নয় ; আখেরাতে মুক্তি মানুষের নিজের বিশ্বাস ও কর্মের ওপর নির্ভরশীল।

এখানে উল্লেখ্য যে, হযরত ইবরাহীম আ.-এর দুইপুত্র হযরত ইসমাঈল ও হযরত ইসহাক আ.-এর বংশ থেকে দু'টি সুবিশাল জাতি-গোষ্ঠী সৃষ্টি হয়। এর মধ্য একটি হলো বনী ইসরাঈল জাতি, যার মধ্যে উদ্ভব হয় দুনিয়ার দু'টো বিশাল ধর্মমত। এর একটি হলো ইহুদীবাদ এবং অপরটি হলো খ্রিস্টবাদ। এ উভয় ধর্মমত দুনিয়ার অনেক বড় বিস্তৃত অংশকে নিজেদের অনুসারী করে নিয়েছে। ইবরাহীম আ.-এর প্রথম পুত্রের বংশধরদের সমন্বয়ে গড়ে উঠে বনী ইসমাঈল জাতি। যারা কুরআন নাযিলের সমসাময়িক কালে সমগ্র আরববাসীর নেতা ও অনুসরণীয় ছিল। এদের মধ্যে সে সময়কার মক্কা-মুয়ায্যামার কুরাইশ গোত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদার অধিকারী ছিল। ইবরাহীমী বংশ ধারার এ দুটো শাখা যে উন্নতি, বিস্তৃতি ও খ্যাতি লাভ করেছে তার কারণ হলো, তাদের রক্তের সম্পর্ক ছিল ইবরাহীম আ.-এর মহান মর্যাদাসম্পন্ন দুই পুত্রের সাথে। অথচ দুনিয়াতে এমন কত শত পরিবারের উদ্ভব হয়েছে এবং কালক্রমে তাদের নাম-নিশানা বিলীন হয়ে গেছে।

অতপর আল্লাহ তা'আলা তাদের সম্পর্কে বলেন, দুই মহান নবীর সাথে সম্পর্কের কারণে তারা দুনিয়াতে মান-মর্যাদা ও সমৃদ্ধি লাভ করলেও আখিরাতে কেবল এ বংশীয় সম্পর্কের ভিত্তিতে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়। তাদের মধ্যে যারা দুনিয়াতে সৎকর্মশীল বলে প্রমাণিত হবে, সে হিসেবেই সে প্রতিদান লাভ করবে। আর যে পাপাচারে লিপ্ত হয়ে নিজের প্রতি যুলুম করবে, তার প্রতিদানও তার কর্মের অনুরূপ হবে।

৩য় রুকূ' (৭৫-১১৩ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. নূহ আ. সাড়ে নয়শত বছর তাঁর জাতিকে হিদায়াতের পথে আনতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু তারা হিদায়াতের পথে এগিয়ে আসলো না। অবশেষে নূহ আ. তাদের হিদায়াতের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে আল্লাহর কাছে তাদের ধ্বংসের জন্য দোয়া করলেন।

২. নবীদের দোয়া আল্লাহ নিশ্চিত কবুল করেন। তাই কাওমে নূহের ওপর আল্লাহর আযাব ঝড়-বৃষ্টি ও বন্যার আকারে নেমে এলো।

৩. শেষ নবীর পরে আর কোনো নবী আসবেন না। কিন্তু তাঁর দাওয়াতের সকল উপকরণ-উপাদান আমাদের সামনে অবিকৃত অবস্থায় আছে এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। শেষ নবীর দাওয়াত যদি আমরা অমান্য করি, তাহলে আমাদের ওপরও আসমানী আযাব এসে যাওয়া বিচিত্র নয়।

৪. নূহের জাতির নাম-নিশানা মিটে গেছে ; কিন্তু তার নাম কিয়ামত পর্যন্ত স্মরণীয় হয়ে থাকবে। মানুষ চিরদিন তাঁর জন্য দোয়া করতে থাকবে।

৫. নেক্‌কার লোকদেরকে আল্লাহ পরীক্ষার সম্মুখীন করলেও তাদেরকে পরীক্ষায় সাফল্য দান করেন এবং নেক্ কাজের যথার্থ পুরস্কার দান করেন।

৬. হযরত ইবরাহীম আ.-ও তার জাতির লোকদেরকে নূহ আ.-এর মতো একই দাওয়াত দিয়েছিলেন, কিন্তু তারাও একই প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল।

৭. সকল নবীর দাওয়াত ইসলামের দিকেই ছিল। শির্‌ক পরিত্যাগ করে তাওহীদের পথে চলার দাওয়াতই সকল নবী দিয়েছিলেন।

৮. হযরত ইবরাহীম আ.-তাঁর জাতির গুমরাহীর বিরুদ্ধে একাই সত্যের দাওয়াত নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। সত্যের পথের পথিকদের সাহসিকতা এমনই হওয়া কাম্য।

৯. আল্লাহর সাহায্য সবসময় সত্যের পক্ষেই থাকে—এ বিশ্বাসই সত্যের পথিকদের সাহস বৃদ্ধি করে।

১০. ওহীর শিক্ষা না থাকাই চরম মূর্খতা। আর মূর্খতা-ই মানুষকে শির্‌ক ও কুফরীর পথে ঠেলে দেয়।

১১. ওহীর শিক্ষা পাওয়ার একমাত্র মাধ্যম হলো নবী-রাসূলগণ। সুতরাং সঠিক হিদায়াত পেতে হলে নবী-রাসূলদের শিক্ষার দিকে ফিরে যেতে হবে।

১২. বাতিলের সকল ষড়যন্ত্র বাহ্যিক দিক থেকে যত বিশাল-ই মনে হোক না কেন, পরিণামে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। যেমন ব্যর্থ হয়েছিল ইবরাহীম আ.-এর জাতির ষড়যন্ত্র।

১৩. আল্লাহ তা'আলা কাওমে ইবরাহীমের সকল ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিয়ে তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। যুগে যুগে এভাবেই আল্লাহ তাঁর নেক বান্দাহদের রক্ষা করেন।

১৪. ইবরাহীম আ. আল্লাহর নিকট একজন নেককার ও ধৈর্যশীল সন্তানের জন্য দোয়া করেছিলেন। আল্লাহ তাঁকে বৃদ্ধ বয়সেও ইসমাঈল আ.-এর মতো ধৈর্যশীল সন্তান দান করেছিলেন।

১৫. আল্লাহ তা'আলা প্রাকৃতিক স্বাভাবিক নিয়মের বিপরীত কাজ করে তাঁর কুদরতের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম।

১৬. আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আ.-এর বৃদ্ধ বয়সের অত্যন্ত প্রিয় সন্তান ইসমাঈলকে কুরবানীর নির্দেশ দিয়ে পরীক্ষা নিতে চেয়েছিলেন।

১৭. হযরত ইবরাহীম আ. আল্লাহর পরীক্ষায় অত্যন্ত সফলভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। আল্লাহ এ বিস্ময়কর পরীক্ষার বিষয়কে কিয়ামত পর্যন্ত স্মরণীয় করে রাখার ব্যবস্থা করেছেন।

১৮. বিশ্ব মুসলিম উম্মাহ ১০ই যিলহজ্জ পশু কুরবানী করার মাধ্যমে ইবরাহীম ও ইসমাঈল আ.-এর পরীক্ষার স্মৃতিকে আজ পর্যন্ত জাগরুক করে রেখেছে।

১৯. সৎকর্মশীল বান্দাহদেরকে পরীক্ষা করার মাধ্যমে আল্লাহ তাঁদের মর্যাদাকে উন্নত করেন। তাদেরকে অনর্থক কষ্টে ফেলে দুঃখ দেন না, যা করেন তা তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যই করেন।

২০. আল্লাহ তা'আলা ইসমাঈল আ.-এর প্রাণের বিনিময়ে পশু যবেহর রীতিকে পরবর্তী মানুষদের জন্য বিধান করে দিলেন। প্রতি বছরই সে অবিস্মরণীয় স্মৃতিকে পুনর্জীবন দান করেন মুসলিম উম্মাহ।

২১. বিশ্ব-মুসলিম প্রতিদিনই নামাযের শেষ বৈঠকে 'দরূদে ইবরাহীম' পাঠের মাধ্যমে তাঁর জন্য এবং তাঁর পরিবারবর্গের জন্য দোয়া করতে থাকে। এ ধারা কিয়ামত পর্যন্তই জারী থাকবে।

২২. ইবরাহীম (আ)-এর বংশধররাই বিশ্বের এক বিশাল অংশ বিস্তার লাভ করে আছে

২৩. ইসহাক (আ)-এর বংশধররা যারা বনী ইসরাঈল পরিচয়ে বিশ্বের বড় বড় দুটো ধর্মমতের অনুসারী বলে নিজেদেরকে দাবি করে। এর একটি হলো ইহুদীবাদ আর অপরটি হলো খ্রিস্টবাদ।

২৪. হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর তথা বনী ইসমাঈলের মধ্যেই শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর আবির্ভাব হয়েছে এবং তারা বর্তমান মুসলিম উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত।

২৫. আখেরাতের মুক্তির জন্য কোনো নবী-রাসূল বা কোনো সৎকর্মশীল লোকের বংশধর হওয়াই যথেষ্ট নয়। প্রত্যেকের নিজ নিজ বিশ্বাস ও কর্মই দুনিয়ার শাস্তি ও আখেরাতে মুক্তির ফায়সালা করবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-৮
আয়াত সংখ্যা-২৫

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١١٤﴾ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿١١٥﴾

১১৪. আর নিঃসন্দেহে আমি মূসা ও হারূনের প্রতিও অনুগ্রহ করেছিলাম। ১১৫. এবং আমি উদ্ধার করেছিলাম তাদের উভয়কে ও তাদের জাতিকে মহাসংকট থেকে[৬৯]।

وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿١١٦﴾ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿١١٧﴾ وَهَدَيْنَاهُمَا

১১৬. আর আমি সাহায্য করেছিলাম তাদেরকে, ফলে তারাই বিজয়ী হয়েছিল। ১১৭. আর তাদের উভয়কে আমি দান করেছিলাম সুস্পষ্ট কিতাব। ১১৮. এবং আমি তাদের উভয়কে পরিচালিত করেছিলাম

الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿١١٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ ﴿١١٩﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَ

সরল-সঠিক পথে। ১১৯. এবং তাদের উভয়ের জন্য পরবর্তীদের মধ্যে (এ বিষয়টি) আমি রেখে দিলাম— ১২০. 'সালাম' মূসার ওপর ও

(১১৪) وَ-আর ; لَقَدْ مَنَنَّا-নিঃসন্দেহে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম ; عَلَىٰ-প্রতিও ; مُوسَىٰ-মূসা ; وَ-ও ; هَارُونَ-হারূনের। (১১৫) وَ-এবং ; نَجَّيْنَاهُمَا-(نجينا+هما)-আমি উদ্ধার করেছিলাম তাদের উভয়কে ; وَ-ও ; قَوْمَهُمَا-(قوم+هما)-তাদের জাতিকে ; مِنَ-থেকে ; الْكَرْبِ-সংকট ; الْعَظِيمِ-মহা। (১১৬) وَ-আর ; نَصَرْنَاهُمْ-(نصرنا+هم)-আমি সাহায্য করেছিলাম তাদেরকে ; فَكَانُوا-(ف+كانوا)-ফলে হয়েছিল ; هُمُ-তারাই ; الْغَالِبِينَ-বিজয়ী। (১১৭) وَ-আর ; آتَيْنَاهُمَا-(اتينا+هما)-তাদের উভয়কে আমি দান করেছিলাম ; الْكِتَابَ-কিতাব ; الْمُسْتَبِينَ-সুস্পষ্ট। (১১৮) وَ-এবং ; هَدَيْنَاهُمَا-(هدينا+هما)-আমি তাদের উভয়কে পরিচালিত করেছিলাম ; الصِّرَاطَ-পথে ; الْمُسْتَقِيمَ-সরল-সঠিক। (১১৯) وَ-এবং ; تَرَكْنَا-আমি রেখেছিলাম (এ বিষয়টি) ; عَلَيْهِمَا-(على+هما)-তাদের উভয়ের জন্য ; فِي-মধ্যে ; الْآخِرِينَ-পরবর্তীদের। (১২০) سَلَامٌ-সালাম ; عَلَىٰ-ওপর ; مُوسَىٰ-মূসার ; وَ-ও ;

৬৯. অর্থাৎ 'তাঁদের জন্য উপকারী এবং তাদেরকে বিপদ থেকে উদ্ধারকারী অনুগ্রহ করেছিলাম'। সামনের দিকে এ ধরনের নিয়ামতের বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

هٰرُوْنَ ﴿١٢٠﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢١﴾ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١٢٢﴾

হারূনের ওপর। ১২১. আমি অবশ্যই নেক্‌কার বান্দাদের প্রতিদান এমনই দিয়ে থাকি। ১২২. নিশ্চয়ই তারা উভয়ে ছিলেন আমার মু'মিন বান্দাদের শামিল।

وَاِنَّ اِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾ اَتَدْعُوْنَ بَعْلًا

১২৩. আর নিঃসন্দেহে ইলিয়াসও ছিলেন রাসূলদের শামিল।[৭০] ১২৪. স্মরণীয়, যখন তিনি বলেছিলেন তাঁর জাতিকে—'তোমরা কি ভয় করো না?' ১২৫. 'তোমরা কি বা'আল-কে ডাকছো[৭১]

هٰرُوْنَ-হারূনের ওপর। (১২১) اِنَّا-আমি অবশ্যই ; كَذٰلِكَ-এমনই ; نَجْزِى- প্রতিদান দিয়ে থাকি ; الْمُحْسِنِيْنَ-নেক্‌কার বান্দাহদের। (১২২) اِنَّهُمَا-নিশ্চয়ই তারা উভয়ে ছিলেন ; مِنْ-শামিল ; عِبَادِنَا-আমার মু'মিন বান্দাহদের ; الْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিন। (১২৩) وَ-আর ; اِنَّ-নিঃসন্দেহে ; اِلْيَاسَ-ইলিয়াসও ছিলেন ; لَمِنَ-(ل+من)-শামিল ; الْمُرْسَلِيْنَ-রাসূলদের। (১২৪) اِذْ-স্মরণীয় যখন ; قَالَ-তিনি বলেছিলেন ; لِقَوْمِهٖٓ-(ل+قوم+ه)-তাঁর জাতিকে ; اَلَا تَتَّقُوْنَ-(ا+لاتتقون)-তোমরা কি ভয় করো না। (১২৫) اَتَدْعُوْنَ-(ا+تدعون)-তোমরা কি ডাকছো ; بَعْلًا-বা'আল-কে ;

৭০. কুরআন মাজীদে মাত্র দু'জায়গায় হযরত ইলিয়াস আ.-এর আলোচনা এসেছে। সূরা আল আনআমের ৮৫ আয়াতে এবং আলোচ্য সূরার অত্র আয়াতে। সূরা আনআমে শুধুমাত্র নবীদের তালিকায় তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে, কিন্তু কোনো ঘটনা বর্ণিত হয়নি। আর এখানে সংক্ষেপে তাঁর দাওয়াত ও প্রচারকার্যের বিষয় বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইলিয়াস আ. সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু কুরআন ও হাদীস থেকে জানা যায় না। বিভিন্ন ইসরাঈলী বর্ণনা অনুসারে এ সম্পর্কে যা জানা যায়, তা হলো—হযরত সুলায়মান আ.-এর পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদের অযোগ্যতার ফলে ইসরাঈল রাষ্ট্র দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি অংশের নাম 'ইয়াহূদাই' যার রাজধানী ছিল বায়তুল মাকদিস। আর অপর অংশের নাম ছিল 'ইসরাঈল' যার রাজধানী ছিল 'সামেরাহ', বর্তমানে তার নাম 'নাবলুস'। হযরত ইলিয়াস আ. জর্দানের 'জালআদ' নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। ইসরাঈল রাষ্ট্রটি প্রথম থেকেই শির্‌ক, মূর্তিপূজা, যুলুম, ফাসেকী ও চরিত্রহীনতার দিক থেকে অনেক বেড়ে যায়। এমনকি ইসরাঈল রাষ্ট্রের বাদশাহ আখিয়াব মূর্তিপূজক দেশ 'সাইদা' যার বর্তমান নাম লেবানন-এর মুশরিক রাজকন্যা ইজবেলকে বিয়ে করে। ইজবেল বা'আল নামক দেবতার পূজা করতো। এ মুশরিক রাজকন্যার সংস্পর্শে এসে বাদশা আখিয়াবও মুশরিক হয়ে যায়। সে সামেরাহ-তে 'বা'আল' দেবতার মন্দির প্রতিষ্ঠা করে। সে এক আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে বা'আল দেবতার পূজার প্রচলন করার প্রচেষ্টা চালায় এবং ইসরাঈল রাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে 'বা'আল' দেবতার নামে বলিদানের প্রচলন করে।

এমন সময়ে ইলিয়াস আ.-এর আবির্ভাব ঘটে। তিনি আখিয়াব ও ইসরাঈল রাষ্ট্রের প্রজাদেরকে মূর্তিপূজা ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদত করার আহ্বান জানান। খুব কম

লোকই তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল। অবশেষে তারা তাঁকে নানাভাবে উত্যক্ত করার চেষ্টা করলো। এমনকি বাদশাহ আখিয়াব ও তার স্ত্রী ইলিয়াস আ.-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করলো। ফলে তিনি সুদূরে এক গুহায় আশ্রয় নিলেন। তিনি দীর্ঘদিন সেখানে অবস্থান করলেন। অতপর তিনি দোয়া করলেন—যেন ইসরাঈলবাসীরা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়। তাঁর দোয়ার ফলে ইসরাঈলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এরপর আল্লাহর আদেশে তিনি সম্রাট আখিয়াবের সাথে সাক্ষাত করে দুর্ভিক্ষের কারণ সম্পর্কে তাকে অবহিত করলেন। তিনি তাকে বললেন যে, তোমরা আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত হলেই এ দুর্ভিক্ষ দূর হতে পারে। তিনি আখিয়াবকে বললেন, তোমরা আমার নবুওয়াতের সত্যতা এ সুযোগে পরীক্ষা করে নিতে পার। তুমি বলে থাক যে, তোমাদের বা'আল দেবতার সাড়ে চারশ নবী আছে। তুমি তাদেরকে আমার সামনে হাজির কর। তারা বা'আল দেবতার নামে কুরবানী পেশ করুক, আর আমি আল্লাহর নামে কুরবানী পেশ করবো। যার কুরবানী আকাশ থেকে আগুন এসে ভস্ম করে দেবে তার ধর্মই সত্য বলে প্রমাণিত হবে। সবাই এ প্রস্তাব সানন্দে মেনে নিল।

অবশেষে ইলিয়াস আ.-এর ধর্মই সত্য বলে প্রমাণিত হলো। কিন্তু বা'আল দেবতার নবীরা তা মানলো না। ফলে ইলিয়াস আ. তাদেরকে হত্যা করেছিলেন।

এ ঘটনার পর মুষলধারে বৃষ্টি হলো। দেশের দুর্ভিক্ষ দূর হয়ে গেলো। কিন্তু আখিয়াবের স্ত্রী ইজবীল ইলিয়াস আ.-এর শত্রু হয়ে গেলো এবং তাঁকে হত্যা করার প্রস্তুতি নিতে লাগলো। ইলিয়াস আ. এ খবর জানতে পেরে বনী ইসরাঈলের অপর রাষ্ট্র ইয়াহুদীয়ায় হিজরত করলেন এবং সেখানে দীনের তাবলীগ করতে লাগলেন। সেখানকার সম্রাটও তাঁর কথা অমান্য করলো, ফলে সে-ও ধ্বংস হলো। অতপর তিনি আবার ইসরাঈলে ফিরে এলেন এবং আখিয়াব ও তার পুত্র আখযিয়াকে সত্য পথে আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তারা তা মানলো না। অবশেষে তাদেরকে বৈদেশিক আক্রমণ ও মারাত্মক ব্যাধির শিকার করে দেয়া হলো। অতপর আল্লাহ তাঁর নবীকে উঠিয়ে নিলেন।

৭১. 'বা'আল' শব্দের আভিধানিক অর্থ স্বামী, মালিক, সরদার ইত্যাদি। এটা ছিল হযরত ইলিয়াস আ.-এর উপাস্য সমসাময়িক জাতির দেবতার নাম। 'বা'আল' পূজার ইতিহাস অনেক পুরাতন। প্রাচীনকালে সিরিয়ার বিভিন্ন মুশরিক জাতি-গোষ্ঠী তাদের বিশেষ দেবতাকে এ নামে চিহ্নিত করেছিল। সিরিয়ার একটি শহরের নাম 'বা'আল বাক্কা' এ দেবতার নামেই রাখা হয়েছিল। কারো কারো ধারণা যে, আরবদের প্রসিদ্ধ দেবমূর্তি 'হুবাল'-ও 'বা'আল'-এর অপর নাম। সে যাই হোক 'বা'আল' দ্বারা সূর্য এবং 'আশারাত' দ্বারা চন্দ্র-ও বুঝায়। আশারাত হলো 'বা'আল' দেবতার স্ত্রীর নাম। ঐতিহাসিক দিক দিয়ে সত্য যে, ব্যবিলন থেকে মিসর পর্যন্ত মধ্য প্রাচ্যে 'বা'আলা' পূজা বিস্তার করেছিল। বাইবেলের মতে মূসা আ.-এর প্রথম খলীফা ইউশা ইবনে নূন-এর ইন্তেকালের পর থেকে বনী ইসরাঈলের মধ্যে এ ধর্মীয় ও নৈতিক অধপতন শুরু হয়ে যায়। অতপর তা বনী ইসরাঈলের মধ্যে ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করে। অবশেষে এর উৎখাত করেন হযরত স্যামূয়েল, তালূত এবং হযরত দাঊদ ও হযরত সুলায়মান আ.। তারা বনী ইসরাঈলের সংস্কার-এর সাথে সাথে নিজেদের রাজ্যেও শির্‌ক ও মূর্তিপূজা উৎখাত করেন।

وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ ﴿١٢٥﴾ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿١٢٦﴾

এবং পরিত্যাগ করছো সর্বোত্তম স্রষ্টাকে—১২৬. যিনি আল্লাহ—তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদাদেরও প্রতিপালক ?'

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿١٢٧﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ﴿١٢٨﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ

১২৭. অবশেষে তারা তাকে (ইলিয়াসকে) অস্বীকার করলো ; তবে অবশ্যই তাদেরকে শাস্তির জন্য হাজির করা হবে। ১২৮.—আল্লাহর মনোনীত খাঁটি নেক্কার বান্দাহদের ছাড়া[৭২]। ১২৯. আর আমি বিষয়টি রেখে দিয়েছি তার জন্য

فِي الْآخِرِينَ ﴿١٢٩﴾ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ ﴿١٣٠﴾ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣١﴾

পরবর্তীদের মধ্যে[৭৩]। ১৩০. 'সালাম' ইলিয়াসের প্রতি[৭৪]। ১৩১. আমি অবশ্যই নেক্কারদের এরূপ-ই প্রতিদান দিয়ে থাকি।

(১২৫) وَ-এবং ; تَذَرُوْنَ-পরিত্যাগ করছো ; أَحْسَنَ-সর্বোত্তম ; الْخَالِقِيْنَ-স্রষ্টাকে। (১২৬) اللَّهَ-যিনি আল্লাহ ; رَبَّكُمْ-(رب+كم)-তোমাদের প্রতিপালক; وَ-এবং ; رَبَّ-প্রতিপালক ; اٰبَائِكُمُ-(ابا ء+كم)-তোমাদের বাপ-দাদাদেরও ; الْأَوَّلِيْنَ-পূর্ববর্তী। (১২৭) فَكَذَّبُوْهُ-(ف+كذبوا+ه)-অবশেষে তারা তাকে অস্বীকার করলো ; فَإِنَّهُمْ-(ف+ان+هم)-তবে অবশ্যই তাদেরকে ; لَمُحْضَرُوْنَ-শাস্তির জন্য হাজির করা হবে। (১২৮) إِلَّا-ছাড়া ; عِبَادَ-বান্দাহদের ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; الْمُخْلَصِيْنَ-খাঁটি। (১২৯) وَ-আর ; تَرَكْنَا-আমি বিষয়টি রেখে দিয়েছি ; عَلَيْهِ-তার জন্য ; فِيْ-মধ্যে ; الْاٰخِرِيْنَ-পরবর্তীদের। (১৩০) سَلٰمٌ-সালাম ; عَلٰى-প্রতি ; اِلْ يَاسِيْنَ-ইলিয়াসের। (১৩১) اِنَّا-আমি অবশ্যই ; كَذٰلِكَ-এরূপই ; نَجْزِى-প্রতিদান দিয়ে থাকি ; الْمُحْسِنِيْنَ-নেক্কারদের।

৭২. অর্থাৎ আল্লাহর আযাব থেকে একমাত্র সেসব লোকই রেহাই পাবে, যারা হযরত ইলিয়াস আ.-এর প্রতি মিথ্যারোপ করেনি এবং যাদেরকে আল্লাহ তাঁর ইবাদত-আনুগত্য করার জন্য ও পুরস্কার প্রদানের জন্য বাছাই করে খাঁটি বানিয়ে নিয়েছেন।

৭৩. হযরত ইলিয়াস আ.-কে বনী ইসরাঈল তাঁর জীবনকালে যদিও যুল্ম-নির্যাতন করে কষ্ট দিয়েছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা তাঁর প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী হয়ে যায়। এমনকি তারা মূসা আ.-এর পর খুব কম লোককেই তাঁর চেয়ে বেশী মর্যাদা দিয়েছে। আর তাঁর সুখ্যাতি আজ পর্যন্তও ছড়িয়ে আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর নাম জাগরূক থাকবে।

৭৪. 'ইলইয়াসীন' হযরত ইলিয়াস আ.-এর অপর নাম। আরবরা প্রায়ই অনারব নামগুলোর শেষে 'ইয়া' ও 'নূন' যুক্ত করে দেয়। হিব্রু ভাষার নামগুলো আরবদের মধ্যে

﴿١٣٢﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣٣﴾ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٤﴾ إِذْ نَجَّيْنَٰهُ وَ

১৩২. নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন আমার মু'মিন বান্দাহদের শামিল। ১৩৩. আর লূতও ছিলেন নিশ্চিত রাসূলদের শামিল। ১৩৪. স্মরণীয়, যখন আমি উদ্ধার করেছিলাম তাঁকে ও

أَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٣٥﴾ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَٰبِرِينَ ﴿١٣٦﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ

তাঁর পরিবারবর্গ সবাইকে ; ১৩৫. এক বৃদ্ধাকে ছাড়া, যে পেছনে থাকা লোকদের মধ্যে ছিল[৭৫]। ১৩৬. অতপর আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম অন্যান্য সবাইকে।

﴿١٣٧﴾ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ ﴿١٣٨﴾ وَبِاللَّيْلِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

১৩৭. আর তোমরা তো অবশ্যই তাদের (বিধ্বস্ত এলাকার) ওপর দিয়ে প্রায়ই ভোরে আসা-যাওয়া করে থাক ;[৭৬] ১৩৮.—এবং রাতের বেলায়ও তবুও কি তোমরা বুঝ না ?

১৩২ اَنَّهٗ-(ان+ه)-নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন ; مِنْ-শামিল ; عِبَادِنَا-আমার বান্দাহদের ; الْمُؤْمِنِيْنَ-মু'মিন। ১৩৩ وَ-আর ; اِنَّ-নিশ্চিত ; لُوْطًا-লূতও ছিলেন ; لَمِنَ-শামিল ; الْمُرْسَلِيْنَ-রাসূলদের। ১৩৪ اِذْ-স্মরণীয় যখন ; نَجَّيْنٰهُ-আমি উদ্ধার করেছিলাম তাঁকে; وَ-ও ; اَهْلَهٗ-(اهل+ه)-তাঁর পরিবারবর্গ ; اَجْمَعِيْنَ-সবাইকে। ১৩৫ اِلَّا-ছাড়া ; عَجُوْزًا-এক বৃদ্ধাকে ; فِى-মধ্যে ; الْغٰبِرِيْنَ-যে ছিল পেছনে থাকা লোকদের। ১৩৬ ثُمَّ-অতপর ; دَمَّرْنَا-আমি ধ্বংস করে দিয়েছিলাম ; الْاٰخَرِيْنَ-অন্যান্য সবাইকে। ১৩৭ وَ-আর ; اِنَّكُمْ-তোমরা তো অবশ্যই ; لَتَمُرُّوْنَ-আসা-যাওয়া করে থাক ; عَلَيْهِمْ-(على+هم)-তাদের (বিধ্বস্ত এলাকার) উপর দিয়ে ; مُصْبِحِيْنَ-প্রায়ই ভোরে। ১৩৮ وَ-এবং ; بِالَّيْلِ-রাতের বেলায়ও ; اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ-তবুও কি তোমরা বুঝ না ?

বিভিন্নভাবে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যেমন 'ইবরাহীম' ও 'আবরাহাম' ইবরাহীম আ.-এর নাম। একইভাবে প্রধান চারজন ফেরেশতার একজনের নাম উচ্চারণ করা হয়ে থাকে। স্বয়ং কুরআন মাজীদে একই পাহাড়কে 'তুরে সাইনা' ও তুরে সীনীন নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

৭৫. ১৩৩ আয়াত থেকে ১৩৮ আয়াত পর্যন্ত হযরত লূত আ.-এর ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। ইতোপূর্বেও কয়েক জায়গায় এ সম্পর্কে আলোচনা এসেছে। কাওমে লূতের অপকর্ম এবং লূত আ.-কে অমান্য করার ফলে তাদের ওপর নেমে এসেছিল আল্লাহর 'গযব'। আল্লাহ তা'আলা লূত আ.-এর পরিবারকে এ 'গযব' থেকে রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্ত্রী—যে তার স্বামী লূত আ.-এর সাথে যেতে রাজী হয়নি এবং সে তার সম্প্রদায়ের সাথে পেছনে থেকে গিয়েছিল এবং আল্লাহর গযবে তার সম্প্রদায়ের সাথেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ১৩৫ আয়াতে সে দিকেই ইংগীত করা হয়েছে।

৭৬. এখানে মক্কাবাসীদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, তোমরা সিরিয়াতে বাণিজ্যিক সফরে যাওয়ার সময় 'কাওমে লূত'-এর বিধ্বস্ত এলাকা 'সাদ্দুম' প্রায়ই অতিক্রম করে থাক। এই 'সাদ্দুম'-এ সেই দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু তোমরা তো এ থেকে কোনো শিক্ষা গ্রহণ কর না। 'ভোর' ও 'রাত'-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ হলো—আরবদের বাণিজ্যিক সফরে আগত দলগুলো সাধারণত এ সময়েই 'সাদ্দুম' এলাকা অতিক্রম করত। তাফসীরে আবু দাউদে উল্লিখিত হয়েছে যে, "সম্ভবত সাদ্দুম এলাকাটি বাণিজ্যিক পথের এমন মনযিলে অবস্থিত ছিল, যেখান থেকে প্রস্থানকারীরা ভোরবেলা রওয়ানা দিত এবং আগমনকারীরাও সন্ধ্যাবেলা সেখানে এসে পৌঁছত।"

৪র্থ রুকূ' (১১৪-১৩৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা হযরত মূসা আ. ও হযরত হারুন আ.-কে মিসরের অত্যাচারী শাসক 'ফিরআউনের' নিকট দীনের দওয়াত নিয়ে পাঠিয়েছিলেন ; কিন্তু সে নবীদেরকে অমান্য করে।

২. আল্লাহর নবীদেরকে অমান্য করা এবং তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহাত্মক আচরণ করার অর্থ আল্লাহর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করা, যার পরিণাম নিজেদের চিরস্থায়ী ধ্বংসকে ডেকে আনা।

৩. আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে, তাঁর পরিবার-পরিজনকে এবং নবীর প্রতি যারা ঈমান এনেছে তাদেরকেই ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এভাবে যুগে যুগে মু'মিনদেরকে দুনিয়াতেও রক্ষা করেন এবং আখেরাতেও কঠিন আযাব থেকে রক্ষা করবেন।

৪. আল্লাহ তা'আলা মূসা আ. ও হারুন আ.-কে ফিরআউনের কবল থেকে রক্ষা করেছেন এবং বিদ্রোহী ফিরআউনকে সদলবলে নীল নদীতে ডুবিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

৫. আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী-রাসূলদের এবং মু'মিন বান্দাহদের সুনাম-সুখ্যাতি এবং তাদের প্রতি 'সালাম' তথা শান্তির দোয়াকে কিয়ামত পর্যন্ত জারী রাখবেন।

৬. আল্লাহর নবী ইলিয়াস আ.-ও তাঁর জাতিকে শিরক থেকে বেঁচে থাকা এবং এক আল্লাহর ইবাদত করার জন্য আহ্বান করেছিলেন।

৭. ইলিয়াস আ.-এর জাতি তাঁকে অমান্য করেছিল। আল্লাহ তাদের জন্যও আখেরাতে কঠিন আযাব তৈরি করে রেখেছেন। এ আযাব থেকে একমাত্র আল্লাহর নেক বান্দারাই বেঁচে থাকবে।

৮ ইলিয়াস আ.-এর সুনাম সুখ্যাতিও আল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত জাগরুক রাখবেন।

৯. লূত আ.-ও আল্লাহর নবী ছিলেন। তাঁর জাতিও তাঁকে অমান্য করেছিল এবং জঘন্য অপকর্মে লিপ্ত হয়েছিল। তাদের জঘন্য অপকর্মের কারণে সমূলে মাটির অভ্যন্তরে ধ্বসিয়ে দেন।

১০. লূত আ.-এর অবাধ্য জাতির সাথে তাঁর অবাধ্য স্ত্রী-ও ধ্বংস হয়ে যায়, কারণ সে ছিল বিদ্রোহীদের সহায়তাকারী। অপকর্মের সহায়তাকারীও সমভাবে দোষী। তাই নবীর স্ত্রী হওয়া সত্ত্বেও শাস্তি থেকে সে রেহাই পায়নি।

১১. কাওমে লূতের ধ্বংসাবশেষ আমাদের শিক্ষা লাভের জন্য আজও সাক্ষী হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এ থেকে শিক্ষা লাভের তাওফীক দান করুন।

❋

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-৯
আয়াত সংখ্যা-৪৪

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٣٩﴾ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿١٤٠﴾ فَسَاهَمَ

১৩৯. আর ইউনুসও অবশ্যই রাসূলদের শামিল ছিলেন[৭৭]। ১৪০. স্মরণীয়, যখন তিনি পালিয়ে গেলেন একটি বোঝাই নৌকার দিকে[৭৮]; ১৪১. অতপর তিনি লটারীতে অংশ নিলেন

فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿١٤١﴾ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ ﴿١٤٢﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ

এবং পরাজিতদের শামিল হলেন। ১৪২. তারপর একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেললো এবং তিনি হলেন নিজেকে তিরস্কারকারী[৭৯]। ১৪৩. সুতরাং যদি তিনি না হতেন নিশ্চিত

(১৩৯) وَ-আর ; إِنَّ-অবশ্যই ; يُونُسَ-ইউনুসও ; لَمِنَ-শামিল ছিলেন ; الْمُرْسَلِينَ-রাসূলদের। (১৪০) إِذْ-(স্মরণীয়) যখন ; أَبَقَ-তিনি পালিয়ে গেলেন ; إِلَى-দিকে ; الْفُلْكِ-নৌকার ; الْمَشْحُونِ-বোঝাই। (১৪১) فَسَاهَمَ-(ف+ساهم)-অতপর তিনি লটারীতে অংশ নিলেন ; فَكَانَ-(ف+كان)-এবং হলেন ; مِنَ-শামিল ; الْمُدْحَضِينَ-পরাজিতদের। (১৪২) فَالْتَقَمَهُ-(ف+التقم+ه)-তারপর তাঁকে গিলে ফেললো ; الْحُوتُ-একটি মাছ ; وَ-এবং ; هُوَ-তিনি হলেন ; مُلِيمٌ-নিজেকে তিরস্কারকারী। (১৪৩) فَلَوْ-(ف+لو)-সুতরাং যদি ; لَا-না ; أَنَّهُ-তিনি নিশ্চিত ; كَانَ-হতেন ;

৭৭. ইতোপূর্বে সূরা ইউনুস ও সূরা আম্বিয়াতে হযরত ইউনুস আ.-এর ঘটনা আলোচিত হয়েছে। মাছের পেটে যাওয়ার ঘটনার আগেই তিনি নবুওয়াতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন।

৭৮. অর্থাৎ "যখন তিনি বোঝাই নৌকার দিকে পালিয়ে গেলেন।" 'আবাকা' শব্দটি 'ইবাক' থেকে গৃহীত। এর অর্থ প্রভুর নিকট থেকে গোলামের পালিয়ে যাওয়া। হযরত ইউনুস আ.-এর ব্যাপারে এ শব্দ ব্যবহার করার কারণ হলো, তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর অপেক্ষা না করেই দেশত্যাগ করার জন্য রওয়ানা হয়ে গিয়েছিলেন। নবীগণ আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দাহ। তাঁদের সামান্য অপরাধও কঠোরভাবে পাকড়াওয়ের কারণ হয়ে থাকে। তাই ইউনুস আ.-এর সম্পর্কে কঠোর ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

৭৯. অর্থাৎ নৌকাতে অতিরিক্ত বোঝাই হওয়ার কারণে স্থির হলো যে, একজনকে নদীতে ফেলে দিলে নৌকা হালকা হবে এবং ডুবে গিয়ে সবার প্রাণহানীর আশংকা মুক্ত হবে। কিন্তু কাকে ফেলা হবে তা নির্ধারণ করার জন্য লটারী দেয়া হলো। লটারীতে ইউনুস আ.-এর নাম উঠলে তিনি নিজেই নদীতে ঝাঁপ দিলেন। তিনি ভেবেছিলেন সাঁতরে তীরে উঠে যাবেন।

مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ﴿١٤٣﴾ لَلَبِثَ فِيْ بَطْنِهٖٓ إِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ﴿١٤٤﴾ فَنَبَذْنٰهُ

তাসবীহ পাঠকারীদের শামিল[৮০], ১৪৪. তবে তিনি অবশ্যই থেকে যেতেন তার (মাছের) পেটের মধ্যে কিয়ামতের দিন পর্যন্ত[৮১]। ১৪৫. অতপর আমি তাঁকে নিক্ষেপ করলাম

بِالْعَرَآءِ وَهُوَ سَقِيْمٌ ﴿١٤٥﴾ وَأَنْۢبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَّقْطِيْنٍ ﴿١٤٦﴾ وَأَرْسَلْنٰهُ

রুগ্ন অবস্থায় এক তৃণলতাহীন ময়দানে।[৮২] ১৪৬. আর আমি তাঁর ওপর উৎপন্ন করলাম একটি গাছ লাউ গাছ থেকে[৮৩]। ১৪৭. আর আমি তাঁকে পাঠিয়েছিলাম

مِنَ-শামিল ; الْمُسَبِّحِيْنَ-তাসবীহ পাঠকারীদের। ﴿١٤٤﴾ لَلَبِثَ-তবে তিনি অবশ্যই থেকে যেতেন ; فِىْ-মধ্যে ; بَطْنِهٖ-(بطن+ه)-তার (মাছের) পেটের ; إِلٰى-পর্যন্ত ; يَوْمِ-দিন ; يُبْعَثُوْنَ-কিয়ামতের। ﴿١٤٥﴾ فَنَبَذْنٰهُ-(ف+نبذنا+ه)-অতপর আমি তাঁকে নিক্ষেপ করলাম ; بِالْعَرَآءِ-(ب+ال+عراء)-এক তৃণলতাহীন ময়দানে ; وَ-অবস্থায় ; هُوَ-তিনি ; سَقِيْمٌ-রুগ্ন। ﴿١٤٦﴾ وَ-আর ; أَنْبَتْنَا-আমি উৎপন্ন করলাম ; عَلَيْهِ - তার ওপর ; شَجَرَةً-একটি গাছ ; مِّنْ-থেকে ; يَّقْطِيْنٍ-লাউগাছ। ﴿١٤٧﴾ وَ-আর ; أَرْسَلْنٰهُ - (ارسلنا+ه)-আমি তাঁকে পাঠিয়েছিলাম ;

৮০. অর্থাৎ তিনি আগে গাফিল লোকদের মধ্যে শামিল ছিলেন না ; বরং তিনি আল্লাহর পবিত্রতা মহিমা ঘোষণাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আর যখন তিনি মাছের পেটে পৌঁছলেন তখনও আল্লাহর পবিত্রতা-মহিমা ঘোষণা করতে থাকলেন। সূরা আম্বিয়ার ৮৭ আয়াতে বলা হয়েছে—"তারপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে থেকে ডাকলেন, আপনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, আপনি পবিত্র-মহান, আমি তো অবশ্যই যালিমদের শামিল।"

ইমাম আবু দাঊদ হযরত সা'দ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের এক রিওয়ায়াতের উল্লেখ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ স. ইরশাদ করেছেন—মাছের পেটে হযরত ইউনুস আ.-এর পঠিত দোয়া যে কোনো মুসলমান যে কোনো উদ্দেশ্যে পাঠ করবে, তার দোয়া কুবল হবে।-(কুরতুবী)

৮১. এ আয়াত থেকে এটা অনুমান করা ঠিক নয় যে, তিনি তাসবীহ পাঠ না করলে মাছটি কিয়ামত পর্যন্ত জীবিত থাকতো এবং তিনিও মাছটির পেটে জীবিত থাকতেন ; বরং এর অর্থ হলো মাছের পেটেই তার কবর হয়ে যেতো।

৮২. অর্থাৎ তিনি তাওবা-ইসতিগফার করার পর মাছটি তাঁকে এক বিরাণ তৃণলতাহীন প্রান্তরে উগলে দিলো। এ থেকে জানা গেলো যে, বিপদ-আপদ দূর করার ক্ষেত্রে তাসবীহ-ইসতিগফার বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। আল্লাহর নেক বান্দাহদের চিরাচরিত রীতি এই যে, কোনো ব্যক্তিগত বা সামষ্টিক বিপদাপদে ইউনুস আ.-এর পঠিত দোয়া

إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿١٤٧﴾ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿١٤٨﴾

এক লক্ষ বা (তার চেয়ে) বেশী লোকের প্রতি[৮৪]। ১৪৮. এবং তারা ঈমান এনেছিল, ফলে আমি তাদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জীবন উপভোগ করতে দিলাম[৮৫]।

﴿١٤٩﴾ فَاسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿١٥٠﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ إِنَاثًا

১৪৯. অতপর আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন[৮৬]—তোমার প্রতিপালকের জন্য কি রয়েছে কন্যা সন্তান এবং তাদের জন্য পুত্র সন্তান[৮৭]? ১৫০. অথবা আমি ফেরেশতাদেরকে নারী হিসেবে সৃষ্টি করেছি

(১৪৭) اِلٰى-প্রতি ; مِائَةِ اَلْفٍ-এক লক্ষ ; اَوْ-বা ; يَزِيْدُوْنَ-(তার চেয়ে) বেশী লোকের। (১৪৮) فَاٰمَنُوْا-(ف+امنوا)-এবং তারা ঈমান এনেছিল ; فَمَتَّعْنٰهُمْ-(ف+متعنا+هم)-ফলে আমি তাদেরকে জীবন উপভোগ করতে দিলাম ; اِلٰى-পর্যন্ত ; حِيْنٍ-এক নির্দিষ্ট সময়। (১৪৯) فَاسْتَفْتِهِمْ-(ف+استفت+هم)-অতপর আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করুন ; اَلِرَبِّكَ-(ا+ل+رب+ك)-তোমাদের প্রতিপালকের জন্য কি রয়েছে ; الْبَنَاتُ-কন্যা সন্তান ; وَ-এবং ; لَهُمُ-তাদের জন্য ; الْبَنُوْنَ-পুত্র সন্তান। (১৫০) اَمْ-অথবা ; خَلَقْنَا-আমি সৃষ্টি করেছি ; الْمَلٰٓئِكَةَ-ফেরেশতাদেরকে ; اِنَاثًا-নারী হিসেবে ;

৮৩. 'ইয়াকত্বীন' বলা হয় লতাজাতীয় দৃঢ় কাণ্ডবিহীন উদ্ভিদ-কে। ছায়ার জন্য এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, গাছটি লাউ জাতীয় গাছ ছিল। আল্লাহ তা'আলা লাউ জাতীয় গাছটিকেই ইউনুস আ.-এর রুগ্ন শরীরের ওপর ছায়া দান করার জন্য অলৌকিকভাবে সেখানে উৎপন্ন করেছিলেন। যার পাতাগুলো তাঁকে ছায়া দান করতো, ফলগুলো তার খাদ্য ও পানীয় সরবরাহ করতো।

৮৪. অর্থাৎ যে জনপদে ইউনুস আ.-কে পাঠানো হয়েছিল সেখানে এত জনসংখ্যা ছিল যে, একজন সাধারণ মানুষ তাদেরকে দেখলে এক লক্ষ বা তার চেয়ে কিছু বেশীই মনে করবে। আল্লাহ তা'আলা "এক লক্ষ বা তার চেয়ে বেশী" বলে সন্দেহ প্রকাশ করেননি। কেননা সঠিক সংখ্যা তো আল্লাহর জানাই আছে।

৮৫. অর্থাৎ তারা যখন তাদের নবীর অনুপস্থিতিতেই আল্লাহ ও তাদের নবীর প্রতি ঈমান আনলো, তখন আল্লাহ তাদের ওপর থেকে আসন্ন আযাবকে হটিয়ে দিলেন, তাদেরকে আরও কিছুকাল আযাব থেকে মুক্ত রাখলেন। 'কিছুকাল' বলে বুঝানো হয়েছে যে, যতদিন তারা শির্ক ও কুফর থেকে মুক্ত ছিল, ততদিন আযাব থেকেও মুক্ত ছিল।

৮৬. এ পর্যন্ত নবী-রাসূলদের ঘটনাবলী, উপদেশ ও শিক্ষার উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। এখান থেকে তাওহীদ সপ্রমাণ করা ও শির্ক বাতিলের মূল বিষয় বর্ণনা করা হচ্ছে। এখানে এক বিশেষ ধরনের শির্ককে খণ্ডন করা হচ্ছে। মক্কার কাফিরদের বিশ্বাস ছিল যে, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা এবং জ্বিন সরদারের কন্যারা ফেরেশতাদের জননী।

وَهُمْ شٰهِدُوْنَ ﴿١٥٠﴾ أَلَآ إِنَّهُمْ مِّنْ إِفْكِهِمْ لَيَقُوْلُوْنَ ﴿١٥١﴾ وَلَدَ اللّٰهُ ۙ وَإِنَّهُمْ

এবং তারা তা দেখছিল ? ১৫১. শুনে রাখো ! তারা তো তাদের মনগড়া কথা থেকে বলে যে, ১৫২. 'আল্লাহ সন্তান জন্ম দিয়েছেন' অথচ তারা নিশ্চিত

لَكٰذِبُوْنَ ﴿١٥٢﴾ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِيْنَ ﴿١٥٣﴾ مَا لَكُمْ ۟ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ﴿١٥٤﴾

মিথ্যাবাদী। ১৫৩. তিনি কি পুত্র সন্তানের পরিবর্তে কন্যা সন্তানকে অধিক পছন্দকারী ? ১৫৪. তোমাদের কি হলো ? তোমরা কেমন ফায়সালা করছো

أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ ﴿١٥٥﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِيْنٌ ﴿١٥٦﴾ فَأْتُوْا بِكِتٰبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

১৫৫. তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না ? ১৫৬. অথবা তোমাদের কাছে কি কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে ? ১৫৭. তাহলে তোমরা তোমাদের কিতাব নিয়ে এসো, যদি তোমরা হয়ে থাক

صٰدِقِيْنَ ﴿١٥٧﴾ وَجَعَلُوْا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ۚ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ

সত্যবাদী[৮৮] ১৫৮. আর তারা তাঁর (আল্লাহর) মধ্যে ও জ্বিনদের মধ্যে[৮৯] আত্মীয়তার সম্পর্ক সাব্যস্ত করেছে ; অথচ জ্বিনেরা নিঃসন্দেহে জানে যে, অবশ্যই তাদেরকে

وَ-এবং ; هُمْ-তারা ; شٰهِدُوْنَ-তা দেখছিল। ﴿١٥١﴾ أَلَآ-শুনে রাখো ; إِنَّهُمْ-তারা তো ; مِنْ-থেকে ; إِفْكِهِمْ-(افك+هم)-তাদের মনগড়া কথা ; لَيَقُوْلُوْنَ-তারা বলে যে। ﴿١٥٢﴾ وَلَدَ-সন্তান জন্ম দিয়েছেন ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; وَ-অথচ ; إِنَّهُمْ-তারা নিশ্চিত ; لَكٰذِبُوْنَ-মিথ্যাবাদী। ﴿١٥٣﴾ أَصْطَفَى-তিনি কি অধিক পছন্দকারী ; الْبَنَاتِ-কন্যা সন্তানকে ; عَلَى-পরিবর্তে ; الْبَنِيْنَ-পুত্র সন্তানের। ﴿١٥٤﴾ مَا لَكُمْ-তোমাদের কি হলো; كَيْفَ-কেমন ; تَحْكُمُوْنَ-ফায়সালা তোমরা করছো ? ﴿١٥٥﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ-(أ+ف+لاتذكرون)-তবে কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না। ﴿١٥٦﴾ أَمْ-অথবা ; لَكُمْ-তোমাদের কাছে কি আছে ; سُلْطٰنٌ-কোনো প্রমাণ ; مُّبِيْنٌ-সুস্পষ্ট। ﴿١٥٧﴾ فَأْتُوْا-(ف+اتوا)-তাহলে তোমরা নিয়ে এসো ; بِكِتٰبِكُمْ-(ب+كتب+كم)-তোমাদের কিতাব ; إِنْ-যদি ; كُنْتُمْ-তোমরা হয়ে থাক ; صٰدِقِيْنَ-সত্যবাদী। ﴿١٥٨﴾ وَ-আর ; جَعَلُوْا-তারা সাব্যস্ত করেছে ; بَيْنَهُ-তার (আল্লাহর) মধ্যে ; وَ-ও ; بَيْنَ-মধ্যে ; الْجِنَّةِ-জ্বিনদের; نَسَبًا-আত্মীয়তার সম্পর্ক ; وَ-অথচ ; لَقَدْ عَلِمَتِ-নিঃসন্দেহে জানে যে, الْجِنَّةُ-জ্বিনেরা ; إِنَّهُمْ-অবশ্যই তাদেরকে ;

৮৭. ওপরে উল্লিখিত বিশ্বাস কোরাইশ গোত্র ছাড়াও জুহাইনা, বনু সালমা, বনু খোযা'আ ও বনু সালীহদের মধ্যেও বদ্ধমূল ছিল। কুরআন মাজীদের অনেক জায়গায় (তাফসীরে কাবীর) তাদের এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের কথা বলা হয়েছে।

لَمُحْضَرُوْنَ ﴿١٥٨﴾ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يَصِفُوْنَ ﴿١٥٩﴾ اِلَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿١٦٠﴾

অপরাধী হিসেবে উপস্থিত করা হবে। ১৫৯. আল্লাহ পবিত্র মহান তা থেকে, যা তারা (আল্লাহ সম্পর্কে) বলে। ১৬০. তবে আল্লাহর খাঁটি বান্দাহরা (পাকড়াও) হবে না।

﴿١٦١﴾ فَاِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ ﴿١٦٢﴾ مَآ اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفٰتِنِيْنَ ﴿١٦٣﴾ اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ

১৬১. অতএব তোমরা ও যাদের উপাসনা তোমরা করো—১৬২. তোমরা (সবাই মিলে) তাঁর (আল্লাহর) সম্পর্কে কাউকে বিভ্রান্ত করতে পার না। ১৬৩. তাকে ছাড়া যে হবে প্রবেশকারী

الْجَحِيْمِ ﴿١٦٤﴾ وَمَا مِنَّآ اِلَّا لَهٗ مَقَامٌ مَّعْلُوْمٌ ﴿١٦٥﴾ وَّاِنَّا لَنَحْنُ الصَّآفُّوْنَ ﴿١٦٦﴾

জাহান্নামে[৯০]। ১৬৪. (ফেরেশতারা বলে) আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার জন্য কোনো নির্ধারিত স্থান নেই[৯১]। ১৬৫. আর আমরা অবশ্যই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছি।

لَمُحْضَرُوْنَ-অপরাধী হিসেবে হাজির করা হবে। ﴿১৫৯﴾ سُبْحٰنَ-পবিত্র মহান ; اللّٰهِ-আল্লাহ; عَمَّا-(عن+ما)-তা থেকে যা ; يَصِفُوْنَ-তারা (আল্লাহ সম্পর্কে) বলে। ﴿১৬০﴾ اِلَّا-তবে ; عِبَادَ-বান্দাহরা (পাকড়াও হবে না) ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; الْمُخْلَصِيْنَ-খাঁটি। ﴿১৬১﴾ فَاِنَّكُمْ-(ف+ان+كم)-অতএব তোমরা ; وَ-ও ; مَا-যাদের ; تَعْبُدُوْنَ-উপাসনা তোমরা কর। ﴿১৬২﴾ مَآ اَنْتُمْ-তোমরা (সবাই মিলে) পার না ; عَلَيْهِ-তাঁর (আল্লাহ) সম্পর্কে ; بِفٰتِنِيْنَ-বিভ্রান্ত করতে। ﴿১৬৩﴾ اِلَّا-ছাড়া ; مَنْ هُوَ-তাকে, যে হবে ; صَالِ-প্রবেশকারী ; الْجَحِيْمِ-জাহান্নামে। ﴿১৬৪﴾ وَ-আর (ফেরেশতারা বলে) ; مَا-নেই এমন কেউ ; مِنَّا-আমাদের মধ্যে ; اِلَّا-নেই ; لَهٗ-যার জন্য ; مَقَامٌ-কোনো স্থান ; مَّعْلُوْمٌ-নির্ধারিত। ﴿১৬৫﴾ وَّ-আর ; اِنَّا-অবশ্যই ; لَنَحْنُ-আমরা ; الصَّآفُّوْنَ-সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছি।

৮৮. অর্থাৎ তাদের এ বিশ্বাসের পেছনে কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ নেই। তারা চাক্ষুষ দেখেও এ বিশ্বাস পোষণ করে না এবং না তাদের কাছে আল্লাহর পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে কোনো কিতাব নাযিল হয়েছে। সুতরাং তাদের এ বিশ্বাস ভ্রান্ত। কারণ যে কন্যা সন্তানকে তারা নিজেদের জন্য লজ্জাজনক মনে করে, তা আল্লাহর জন্য কেন লজ্জাজনক হবে না ? কোনো দাবি প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিন প্রকারের দলীলের কোনো একটি অবশ্যই থাকতে হবে ঃ (১) চাক্ষুষ দলীল, (২) ইতিহাসভিত্তিক দলীল, (৩) যুক্তিভিত্তিক দলীল। এর কোনোটাই তাদের কাছে নেই।

৮৯. 'আল জিন্নাহ' শব্দের অর্থ গোপন সৃষ্টি। ফেরেশতারাও গোপন সৃষ্টি। তাই মুফাস্‌সিরীনে কেরামের মতে এখানে জ্বিন দ্বারা 'মালা-ইকা' তথা ফেরেশতা বুঝানো হয়েছে।

۞وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ۞وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ ۞لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا

১৬৬. এবং আমরা অবশ্যই তাসবীহ পাঠরত আছি। ১৬৭. যদিও তারা (কাফিররা) বলতো—১৬৮. যদি নিশ্চিত থাকত আমাদের কাছে

ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ ۞لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ ۞فَكَفَرُوا بِهِ

কোনো কিতাব পূর্ববর্তীদের (কিতাব) থেকে ১৬৯. তবে আমরাও আল্লাহর খাঁটি বান্দাহ হয়ে যেতাম[৯২]। ১৭০. কিন্তু (যখন তা এসে গেছে) তারা তাকে (কুরআনকে) অস্বীকার করেছে ;

فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۞إِنَّهُمْ

এখন তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। ১৭১. আর আমার প্রেরিত বান্দাহদের জন্য আমার একথা আগেই নির্ধারিত আছে যে—১৭২. নিশ্চয়ই তারা—

(১৬৬) وَ-এবং ; اِنَّا-অবশ্যই ; لَنَحْنُ-আমরা ; الْمُسَبِّحُوْنَ-তাসবীহ পাঠরত আছি। (১৬৭) وَاِنْ-যদিও ; كَانُوا لَيَقُوْلُوْنَ-তারা (কাফিররা) বলতো। (১৬৮) لَوْ-যদি ; اَنَّ-নিশ্চিত; عِنْدَنَا-আমাদের কাছে ; ذِكْرًا-কোনো কিতাব ; مِنَ-(কিতাব) থেকে ; الْاَوَّلِيْنَ-পূর্ববর্তীদের। (১৬৯) لَكُنَّا-তবে আমরাও হয়ে যেতাম ; عِبَادَ-বান্দাহ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; الْمُخْلَصِيْنَ-খাঁটি। (১৭০) فَكَفَرُوْا-কিন্তু (যখন তা এসে গেছে) তারা অস্বীকার করেছে; بِهٖ-তাকে (কুরআনকে) ; فَسَوْفَ-(ف+سوف)-এখন শীঘ্রই ; يَعْلَمُوْنَ-তারা জানতে পারবে। (১৭১) وَ-আর ; لَقَدْ سَبَقَتْ-আগেই নির্ধারিত আছে যে, كَلِمَتُنَا-আমার একথা ; لِعِبَادِنَا-(ل+عباد+نا)-আমার বান্দাহদের জন্য ; الْمُرْسَلِيْنَ-প্রেরিত। (১৭২) اِنَّهُمْ-নিশ্চয়ই তারা ;

৯০. অর্থাৎ তোমরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা বলে গণ্য করছো—এর দ্বারা তোমরা কাউকেই আল্লাহ সম্পর্কে বিভ্রান্ত করতে পারবে না। এর দ্বারা তোমরা কেবল সেই দুর্ভাগাকেই ফিতনায় ফেলতে পারবে। যার গন্তব্য হবে জাহান্নাম।

৯১. অর্থাৎ আমাদের প্রত্যেকের জন্যই দায়িত্ব ও স্থান নির্ধারিত রয়েছে, যার চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম করার কোনো ক্ষমতা আমাদের নেই। অতএব আল্লাহর সাথে বংশীয় সম্পর্ক থাকার তোমাদের ধারণা একেবারেই ভ্রান্ত।

৯২. কাফিররা রাসূলুল্লাহ স.-এর আগমনের আগে বলে বেড়াতো যে, আমাদের কাছে যদি আগেকার আসমানী কিতাবসমূহের মতো কিতাব এবং নবী আসলে আমরা তা মেনে চলতাম এবং নবীর আনুগত্য করতাম ; কিন্তু যখন নবী আসলেন এবং আল কুরআন নাযিল হলো, তখন তারা হঠকারিতা শুরু করলো। এ বিষয়ে সূরা ফাতিরের ৪২ আয়াত ও সংশ্লিষ্ট টীকায় বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴿١٧٢﴾ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿١٧٣﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٤﴾

তারাই হবে সাহায্যপ্রাপ্ত। ১৭৩. এবং নিশ্চয়ই আমার বাহিনী—তারাই হবে বিজয়ী[৯৩]। ১৭৪. অতএব আপনি কিছুকাল পর্যন্ত তাদের প্রতি নির্লিপ্ত থাকুন।

وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ﴿١٧٥﴾ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٧٦﴾ فَإِذَا نَزَلَ

১৭৫. এবং তাদের প্রতি লক্ষ করতে থাকুন, তারাও শীঘ্রই দেখতে পাবে[৯৪] ১৭৬. তারা কি আমার আযাবের দ্রুত আসাটা কামনা করে? ১৭৭. তবে যখন তা এসে পড়বে

بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿١٧٧﴾ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿١٧٨﴾ وَأَبْصِرْ

তাদের আঙিনায়, তখন কতই না মন্দ হবে সতর্ককৃতদের প্রভাব। ১৭৮. অতএব আপনি তাদের সম্পর্কে কিছু কালের জন্য নির্লিপ্ত থাকুন ১৭৯. এবং আপনি লক্ষ করুন,

لَهُمُ-তারাই হবে ; الْمَنْصُورُونَ-সাহায্যপ্রাপ্ত। ﴿١٧٣﴾ وَ-এবং ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; جُنْدَنَا-(جند+نا)-আমার বাহিনী ; لَهُمُ-তারাই হবে ; الْغَالِبُونَ-বিজয়ী। ﴿١٧٤﴾ فَتَوَلَّ-(ف+تولى)-অতএব আপনি নির্লিপ্ত থাকুন ; عَنْهُمْ-তাদের প্রতি ; حَتَّى-পর্যন্ত ; حِينٍ-কিছুকাল। ﴿١٧٥﴾ وَ-এবং ; اَبْصِرْهُمْ-(ابصر+هم)-তাদের প্রতি লক্ষ্য করতে থাকুন ; فَسَوْفَ-শীঘ্রই ; يُبْصِرُونَ-তারাও দেখতে পাবে। ﴿١٧٦﴾ اَفَبِعَذَابِنَا-(ا+ف+ب+عذاب+نا)-তারা কি আমার আযাবের ; يَسْتَعْجِلُونَ-দ্রুত আসাটা কামনা করে। ﴿١٧٧﴾ فَاِذَا-(ف+اذا)-তবে যখন ; نَزَلَ-তা এসে পড়বে ; بِسَاحَتِهِمْ-(ب+ساحة+هم)-তাদের আঙিনায় ; فَسَاءَ-(ف+ساء)-তখন কতইনা মন্দ হবে ; صَبَاحُ-প্রভাত ; الْمُنْذَرِينَ-সতর্ককৃতদের। ﴿١٧٨﴾ وَ-অতএব ; تَوَلَّ-আপনি নির্লিপ্ত থাকুন ; عَنْهُمْ-তাদের সম্পর্কে; حَتَّى-জন্য ; حِينٍ-কিছু কালের। ﴿١٧٩﴾ وَ-এবং ; اَبْصِرْ-আপনি লক্ষ্য করুন ;

৯৩. অর্থাৎ আমি আগেই স্থির করে রেখেছি যে, আমার নবী-রাসূলগণ এবং তাঁদের অনুসারীরা-ই অবশেষে বিজয় লাভ করবে। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কতেক নবী-রাসূল দুনিয়াতে বিজয় লাভ করতে পারেননি। এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, এ বিজয় দ্বারা পার্থিব বিজয় বুঝানো হয়নি। তাঁদের নৈতিক বিজয়ের কথাই বুঝানো হয়েছে। অধিকাংশ নবী-রাসূলের সম্প্রদায় তাঁদেরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করার কারণে দুনিয়াতেই আযাবে পতিত হয়েছে। কিন্তু নবী-রাসূলগণ ও তাদের ওপর বিশ্বাসী মু'মিনগণ সেই আযাব থেকে মুক্ত থেকেছে। আর যারা দুনিয়াতে বৈষয়িক বিজয় লাভ করতে সক্ষম হননি, তাঁরাও যুক্তিতর্কে এবং আদর্শের দিক থেকে বিজয় লাভ করেছেন। আসলে বিজয় বহু ধরনের বৈষয়িক তথা রাজনৈতিক বিজয় তন্মধ্যে একটি। যেখানে নবী-

فَسَوْفَ يُبْصِرُوْنَ ﴿١٨٠﴾ سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ

তারাও শীঘ্রই দেখতে পাবে। ১৮০. আপনার প্রতিপালক সকল মর্যাদার অধিকারী, অতীব পবিত্র মহিমান্বিত তা থেকে, যা তারা বলে ;

﴿١٨١﴾ وَسَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٨٢﴾ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

১৮১. এবং 'সালাম' রাসূলগণের প্রতি ; ১৮২. আর সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য—(যিনি) জগতসমূহের প্রতিপালক।

فَسَوْفَ-শীঘ্রই; يُبْصِرُوْنَ-তারাও দেখতে পাবে। ১৮০ سُبْحٰنَ-অতীব পবিত্র মহিমান্বিত; رَبِّكَ-আপনার প্রতিপালক ; رَبِّ-অধিকারী ; الْعِزَّةِ-সকল মর্যাদার ; عَمَّا-তা থেকে ; يَصِفُوْنَ-যা তারা বলে। ১৮১ وَ-এবং ; سَلٰمٌ-সালাম ; عَلَى-প্রতি ; الْمُرْسَلِيْنَ-রাসূলগণের। ১৮২ وَ-আর ; الْحَمْدُ-সকল প্রশংসা ; لِلّٰهِ-আল্লাহর জন্য ; رَبِّ-(যিনি) প্রতিপালক ; الْعٰلَمِيْنَ-জগতসমূহের।

রাসূলদের এ ধরনের বিজয় লাভ হয়নি। সেখানেও তাদের নৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেসব জাতি তাঁদের কথা মানেনি এবং মূর্খতা ও ভ্রষ্টতার দর্শনের ওপর ভিত্তিশীল জীবনাচার অনুসরণ করেছে। তারা কিছুদিন টিকে থাকলেও অবশেষে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু নবী-রাসূলগণ যে সত্য আদর্শ প্রচার করেছেন, তা আগেও যেমন অপরিবর্তনীয় ছিল, আজো তা অপরিবর্তনীয় আছে।

৯৪. অর্থাৎ অল্প কিছুদিন পরই তারা নিজেদের পরাজয় ও আপনার বিজয় স্বচোক্ষে দেখবে। এ আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার মাত্র ১৪/১৫ বছর পরেই মক্কার কাফিররা স্ববিস্ময়ে দেখলো যে, মুহাম্মদ স. বিজয়ীর বেশে তাদের শহরে প্রবেশ করছেন। অতপর ইসলাম শুধুমাত্র আরবেই সীমিত থাকেনি, বিশাল রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের ওপরও বিজয় লাভ করেছে।

৫ম রুকূ' (১৩৯-১৮২ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. হযরত ইউনুস আ. আল্লাহর একজন নবী ছিলেন। তিনি মসূল এলাকার নি নাওয়ার লক্ষাধিক লোকের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন।

২. লোকেরা তাঁর কথা অমান্য করে মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকলে তিনি তাদেরকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব আসার দুঃসংবাদ দিয়ে আল্লাহর ওহী আসার অপেক্ষা না করে দেশত্যাগ করলেন।

৩. নবীগণের পক্ষে ওহীর নির্দেশনা ছাড়া কোনো সিদ্ধান্ত নেয়া বৈধ নয়। তাই ইউনুস আ.-এর জন্যও এ কাজ শোভন ছিল না।

৪. ইউনুস আ. নদী পার হতে গিয়ে অতিরিক্ত বোঝাই নৌকায় আরোহণ করলে নৌকা ডোবার

উপক্রম হলো। ফলে বোঝা কমানোর লক্ষ্যে লটারীর মাধ্যমে একজনকে নৌকা থেকে নদীতে নামিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত হলো।

৫. লটারীতে ইউনুস (আ)-এর নাম উঠায় তিনি সাঁতরে তীরে উঠার লক্ষ্যে স্বেচ্ছায় নৌকা থেকে নেমে গেলেন।

৬. মাছের উদরস্ত হওয়া ঘটনা ছিল আল্লাহ তা'আলার পরীক্ষাস্বরূপ। তাই মাছ তাকে হযম করতে পারলো না।

৭. মাছের পেটে থেকে ইউনুস আ. আল্লাহর নিকট তাওবা-ইসতিগফার করলেন। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন। মাছ তাঁকে জনমানবহীন বিরাণ প্রান্তরে উগড়ে দিল। আল্লাহর একনিষ্ঠ মু'মিন বান্দাহরা এভাবেই আল্লাহর দরবারে নিজ অপরাধের স্বীকৃতি দিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

৮. মাছের পেটে পঠিত ইউনুস আ.-এর দোয়াটি 'দোয়া ইউনুস' নামে মু'মিনদের কাছে পরিচিত। কঠিন বিপদেও এ দোয়াটি পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চাইলে আল্লাহ তা কবুল করেন।

৯. দোয়ার অর্থ জেনে তা মনে মনে স্বরণ করে আল্লাহর নিকট দোয়া করতে হবে। সেই সাথে নিজ গুনাহসমূহ এবং বিপদের কথাও স্মরণ করতে হবে।

১০. আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেছেন যে, যে কোনো মু'মিন বান্দাহ, যে কোনো বিপদাপদে 'দোয়া ইউনুস' পাঠ করে আল্লাহর নিকট দোয়া চাইলে তা কবুল হয়। যে কোনো বিপদ-মসীবতে আল্লাহর কাছে তাওবা-ইসতিগফার করে দোয়া করা সকল মুমিনের কর্তব্য।

১১. আল্লাহ সকল সৃষ্টিকুলের যাবতীয় বৈশিষ্ট্য থেকে পবিত্র। তিনি কিছু থেকে জন্মগ্রহণও করেননি এবং কাউকে জন্মদানও করেননি।

১২. তাওহীদের খেলাফ যত মতবাদ রয়েছে সব মতবাদই ভ্রান্ত। এসব মতবাদে বিশ্বাসী মানুষেরা শয়তানের অনুসারী। আখেরাতে তাদেরকে অবশ্যই পাকড়াও করা হবে।

১৩. শয়তানের অনুচররা অবশ্যই দুর্ভাগা এবং তারা অবশ্যই জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। আখেরাতে জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করে জান্নাত লাভে সমর্থ হওয়াই সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য।

১৪. কাফির-মুশরিকদের সকল ওয়াদা-প্রতিশ্রুতি-ই ধোঁকা। তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। সুতরাং তাদেরকে কোনোভাবেই বিশ্বাস করা যায় না।

১৫. আল্লাহ ও তাঁর রাসূল মু'মিন বান্দাহদের জন্য যেসব ওয়াদা, সুখবর ও প্রতিশ্রুতি দান করেছেন তা অবশ্যই সত্য। এতে কোনো প্রকার সংশয় প্রকাশ করা কুফরী।

১৬. সকল প্রকার ষড়যন্ত্র, ধোঁকা-প্রতারণা ও বিপদাপদ মুকাবিলা করে আল্লাহর সৈনিক মু'মিনরাই আল্লাহর সাহায্যে বিজয় লাভ করবে, এটা আল্লাহর ওয়াদা। আর আল্লাহর ওয়াদা কখনো মিথ্যা হয় না।

১৭. শক্তি-ক্ষমতা ও প্রভাব-প্রতিপত্তির নেশায় উন্মাদ হয়ে যারা আল্লাহর দীন ও তাঁর মু'মিন বান্দাহদের ওপর নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছে, তারা সীমিত কিছুদিন পরেই নিজেদের পরাজয় স্বচোক্ষে দেখতে পাবে।

১৮. আল্লাহর আযাবকে মিথ্যা মনে করে যারা হঠকারী মনোভাব দেখায় এবং সে সম্পর্কে উপহাসমূলক কথা বলে তাদের পরিণাম অবশ্যই মন্দ।

১৯. মু'মিনদের শেষকথা হলো—মুশরিকদের সকল অপবাদ থেকে আল্লাহ মুক্ত ও পবিত্র। আর সকল মর্যাদা ও প্রশংসার মালিক জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ। আর শান্তি বর্ষিত হোক রাসূলগণের ওপর।

❒

সূরা সোয়াদ-মাক্কী
আয়াত ঃ ৮৮
রুকূ' ঃ ৫
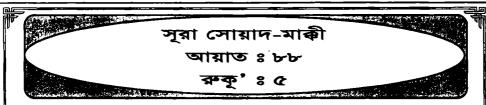
নামকরণ

সূরার প্রথমে বিচ্ছিন্ন হরফ 'সাদ'-কে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়কাল

হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনা অনুসারে এ সূরা নাযিলের সময়কাল সম্পর্কে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। তবে সূরাটি এমন এক সময়ে নাযিল হয়েছে, যখন নবী করীম স. মক্কায় প্রকাশ্যে দাওয়াত দেয়া শুরু করেছিলেন। যার ফলে কুরাইশ সরদারদের মধ্যে হৈ চৈ শুরু হয়ে গিয়েছিল। এ থেকে এর নাযিলের সময়কাল নবুওয়াতের চতুর্থ বছর বলে অনুমান করা হয়। আবার কারো মতে এর নাযিলের সময়কাল হলো নবুওয়াতের পঞ্চম বছর মুসলমানদের হাবশায় হিজরতের পর এবং হযরত উমর রা.-এর ইসলাম গ্রহণের পর। হাদীসের কোনো কোনো বর্ণনায় এর নাযিলের সময়কাল নবুওয়াতের দশম বা দ্বাদশ বছর বলে বুঝা যায়। যখন রাসূলের চাচা আবু তালিব সর্বশেষ রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন।

সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহ নাযিলের কারণ

রাসূলুল্লাহ স.-এর চাচা আবু তালিব ইসলাম গ্রহণ না করলেও আমৃত্যু তিনি ছিলেন ভাতিজা মুহাম্মদ স.-এর পৃষ্ঠপোষক। তিনি যখন মৃত্যু শয্যায় তখন মক্কার কাফির সরদাররা রাসূলুল্লাহ স.-এর ক্রমবর্ধমান দাওয়াতী তৎপরতায় শংকিত হয়ে ভাবতে লাগলো যে, আবু তালেব যদি মৃত্যুবরণ করেন এবং তাঁর অবর্তমানে আমরা যদি তাঁর ভাতিজা মুহাম্মদ স.-এর বিরুদ্ধে কোনো কঠোর ব্যবস্থা নেই তখন আরবের লোকেরা আমাদের নিন্দাবাদ করার সুযোগ পেয়ে যাবে। তাই তারা পরামর্শ করে স্থির করলো যে, তারা আবু তালেবের কাছে গিয়ে এর একটা বিহিত ব্যবস্থা করবে। সেমতে আবু জেহেল, আস ইবনে ওয়ায়েল, আসওয়াদ ইবনে মুত্তালিব, আসওয়াদ ইবনে ইয়াগুস, আবু সুফিয়ান, উমাইয়াহ ইবনে খালফ, উকবাহ ইবনে আবু মু'আইত, উতবাহ ও শায়বাহ প্রমুখ কুরাইশ সরদারগণ আবু তালেবের কাছে গিয়ে আরয করলো—'আপনার ভ্রাতুষ্পুত্র আমাদের দেব-দেবীর নিন্দা করে, আমরা আপনার কাছে একটি আপোষ মীমাংসার প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। সে আমাদেরকে আমাদের অবস্থার ওপর ছেড়ে দিক, সে-ও তার আল্লাহর ইবাদত নিয়ে থাকুক। সে আমাদের দেব-দেবীর নিন্দা করা এবং আমাদেরকে তার ধর্মমতে নেয়ার চেষ্টা পরিত্যাগ করুক। আমরাও তার বিরোধিতা পরিত্যাগ করবো। এর ভিত্তিতে আপনি তার সাথে আমাদের একটা সন্ধি করিয়ে দিন। আবু তালেব মুহাম্মদ স.-কে ডেকে এনে তাদের অভিযোগের কথা শুনিয়ে দিলেন।

রাসূলুল্লাহ স. বললেন—"চাচাজান! আমি কি তাদেরকে এমন একটি বিষয়ের দাওয়াত দেবো না, যা গ্রহণ করলে সমগ্র আরব তাদের সামনে মাথা নত করবে এবং

সমগ্র আরব তাদেরকে কর দিতে বাধ্য হবে ?" একথা শুনে প্রথমে তারা হতভম্ব হয়ে যায়। কিছুক্ষণ পর তারা বললো, "তোমার সে বিষয়টি কি" ? তিনি জবাবে বললেন, তোমরা মেনে নাও "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"। একথা শুনে তারা সবাই একসাথে উঠে দাঁড়ালো এবং বললো, "আমরা কি আমাদের সব দেব-দেবীকে পরিত্যাগ করে মাত্র একজনকে গ্রহণ করবো ? এতো বড় আশ্চর্যের কথা।" এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতেই সূরার প্রাথমিক আয়াতসমূহ নাযিল হয়।-(ইবনে কাসীর)

আলোচ্য বিষয়

সূরার সূচনায় কাফির সরদারদের সাথে মুহাম্মদ স.-এর যে কথাবার্তা হয়েছে তার ওপর মন্তব্য করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, কাফির-মুশরিকরা ইসলামের দাওয়াতকে অস্বীকার করছে, তার কারণ হলো তারা নিজেদের আত্ম-অহংকার, হিংসা ও হঠকারিতার ওপর অবিচল রয়েছে। তারা তাদের মধ্যকার একজন মানুষকে 'আল্লাহর নবী' বলে স্বীকার করে নিতে রাজী নয়। তারা তাদের পূর্বপুরুষের মতো জাহেলী ধ্যান-ধারণার ওপর অটল-অনড় থাকতে চায়। তারা নবীর দাওয়াতকে শুধু অস্বীকার নয়, এটাকে একটা ঠাট্টা-বিদ্রূপের বিষয় বলে ধরে নিয়েছে।

অতপর আল্লাহ তা'আলা সূরার শুরুর দিকে ও শেষে কাফিরদের এ বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, মহান ব্যক্তিকে তোমরা বিদ্রূপের পাত্র বলে মনে করছো, যাকে তোমরা বিভিন্নভাবে লাঞ্ছনা ও অপদস্ত করছো, তিনিই তোমাদের ওপর বিজয়ী হবেন এবং তোমরা তাঁর সামনেই তোমরা আত্মসমর্পন করতে বাধ্য হবে। সেদিন খুব বেশী দূরে নয়।

তারপর আম্বিয়ায়ে কেরামের ৯ জনের কথা উল্লিখিত হয়েছে। তন্মধ্যে হযরত সুলায়মান আ.-এর সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এ আলোচনার মাধ্যমে বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, ইনসাফের আইনে কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই—এটা ব্যক্তি-নিরপেক্ষ। মানুষের সঠিক মনোভাব ও সঠিক কর্মনীতিই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য। মানুষের ভুল হতে পারে, তবে ভুলের ওপর অবিচল থাকার চেষ্টা করা সঠিক নয়। যারা ভুলের উপর অবিচল থাকার ওপর জিদ ধরে, তারা যে পর্যায়ের লোক-ই হোক না কেন, আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করবেন। আর যারা ভুলের ওপর অবিচল থাকার চেষ্টা না করে ভুল-কে ভুল হিসেবে জানার সাথে সাথে তাওবা করে এবং পরকালকে স্মরণ করে সেখানে জবাবদিহিতার কথা অন্তরে জাগরুক রেখে দুনিয়াতে জীবন যাপন করে তাদেরকেই আল্লাহ পছন্দ করেন।

অতপর আল্লাহর অনুগত ও তাঁর বিদ্রোহী বান্দাহদের পরকালের পরিণাম প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। বলা হয়েছে, আজ যেসব পথভ্রষ্ট নেতাদের পেছনে মানুষ অন্ধভাবে ছুটে চলছে, পরকালে সেসব নেতারাই তাদের অনুসারীদের আগে জাহান্নামে পৌঁছে যাবে। নেতা-নেতৃরা ও তাদের অনুসারীরা সেখানে পরস্পরকে দোষারোপ করবে।

এরপর বলা হয়েছে যে, কাফির মুশরিকরা আজ আল্লাহর যেসব মু'মিন বান্দাহকে ঘৃণার চোখে দেখছে এবং কষ্ট দিচ্ছে, আখেরাতে তারা অবাক হয়ে দেখবে যে, সেসব

অবহেলিত মু'মিন বান্দাহরা সুখ স্বাচ্ছন্দ্যে আছে। অথচ তারা নিজেরা জাহান্নামের উত্তপ্ত আগুনে জ্বলছে।

অবশেষে আদম আ. ও ইবলীসের প্রসঙ্গ টেনে বলা হয়েছে যে, মুহাম্মদ স.-এর সামনে অনুগত হতে যে অহংকার তোমাদেরকে বাধা দিচ্ছে, সে একই অহংকার আদম আ.-এর সামনে অনুগত হতে ইবলীসকে বাধা দিয়েছিল। পরিণতিতে ইবলীস আল্লাহর লা'নতের জিঞ্জীর গলায় পরে জাহান্নামের বাসিন্দা হওয়ার যোগ্য হয়েছে, তোমাদের পরিণতিও তার ব্যতিক্রম হবে না।

❒

① صٓ وَالْقُرْاٰنِ ذِى الذِّكْرِ ② بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِىْ عِزَّةٍ وَّشِقَاقٍ
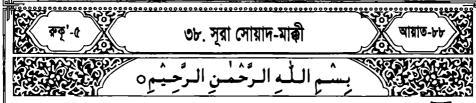
১. সা'দ[১], কসম উপদেশপূর্ণ কুরআনের[২]। ২. বরং যারা কুফরী করেছে তারাই প্রচণ্ড অহংকার ও হঠকারিতার মধ্যে রয়েছে[৩]।

③ كَمْ اَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ فَنَادَوْا وَّلَاتَ حِيْنَ مَنَاصٍ ④ وَعَجِبُوْٓا

৩. তাদের আগে আমি কতইনা জাতি-গোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি, তখন তারা আর্তনাদ করেছে কিন্তু তা মুক্তি লাভের সময় ছিল না। ৪. এবং তারা অবাক হয়েছে যে,

اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ ؗ وَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا سٰحِرٌ كَذَّابٌ ⑤ اَجَعَلَ

তাদের নিকট তাদেরই মধ্য থেকে এক সতর্ককারী এসেছে[৪] ; আর কাফিররা বলতে থাকে— এতো যাদুকর[৫], মিথ্যাবাদী। ৫. সে কি সাব্যস্ত করে নিয়েছে

①صٓ-সা'দ (এর অর্থ আল্লাহই জানেন) ; وَ-কসম ; الْقُرْاٰنِ-কুরআনের ; ذِى الذِّكْرِ-উপদেশপূর্ণ।② بَلِ-বরং ; الَّذِيْنَ-যারা, তারাই ; كَفَرُوْا-কুফরী করেছে ; فِىْ-মধ্যে রয়েছে ; عِزَّةٍ-প্রচণ্ড অহংকার ; وَّ-ও ; شِقَاقٍ-হঠকারিতার। ③ كَمْ-কতইনা ; اَهْلَكْنَا-আমি ধ্বংস করে দিয়েছি ; مِنْ قَبْلِهِمْ-তাদের পূর্বে ; مِّنْ قَرْنٍ-জাতি গোষ্ঠীকে ; فَنَادَوْا-(ف+نادوا)-তখন তারা আর্তনাদ করেছে ; وَّ-কিন্তু ; لَاتَ-তা ছিল না ; حِيْنَ-সময় ; مَنَاصٍ-মুক্তিলাভের। ④ وَ-এবং ; عَجِبُوْٓا-তারা অবাক হয়েছে ; اَنْ-যে ; جَآءَ هُمْ-(جاء+هم)-তাদের নিকট এসেছে ; مُّنْذِرٌ-এক সতর্ককারী ; مِّنْهُمْ-(من+هم)-তাদের মধ্য থেকে ; وَ-আর ; قَالَ-বলতে থাকে ; الْكٰفِرُوْنَ-কাফিররা ; هٰذَا-এতো ; سٰحِرٌ-যাদুকর ; كَذَّابٌ-মিথ্যাবাদী। ⑤ اَجَعَلَ-(ا+جعل)-সে কি সাব্যস্ত করে নিয়েছে ;

১. 'সা'দ' হরফটি অন্যান্য সূরায় সংযোজিত বিচ্ছিন্ন হরফগুলোর মতোই একটি বিচ্ছিন্ন হরফ। এগুলোর অর্থ আল্লাহ-ই অবগত। হযরত ইবনে আব্বাস রা. ও দাহ্হাক প্রমুখ মুফাস্সিরগণ সা'দ হরফের অর্থ সম্পর্কে একটি উক্তি করেছেন। তাঁরা বলেছেন —এর অর্থ 'সাদিকুন ফী কাওলিহী অর্থাৎ তিনি (মুহাম্মদ স.) তাঁর কথায় সত্যবাদী

২. 'যিয্যিক্র'-এর আর একটি অর্থ হতে পারে জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ কুরআন।

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ۞ وَانطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ

বহু উপাস্যের বদলে একমাত্র 'ইলাহ' ? এটাতো অবশ্যই বিস্ময়কর ব্যাপার !
৬. তখন তাদের নেতারা (এ বলে) চলে গেলো[৬] যে,

الْآلِهَةَ-বহু উপাস্যের বদলে ; إِلَٰهًا-ইলাহকে ; وَاحِدًا-একমাত্র ; إِنَّ-অবশ্যই ; هَٰذَا-এটাতো ; الشَّيْءُ-ব্যাপার ; عُجَابٌ-বিস্ময়কর। ⑥ وَ-তখন ; انْطَلَقَ-(এ বলে) চলে গেলো ; الْمَلَأُ-নেতারা ; مِنْهُمْ-তাদের ; أَنِ-যে ;

৩. অর্থাৎ মুহাম্মদ স. কুরআন রূপে যা নিয়ে এসেছেন তা অবশ্যই সত্য ; কিন্তু কাফিররা নিজেদের মিথ্যা অহংকার, জাহেলী আত্মম্ভরিতা ও হঠকারিতা বশতই উপদেশপূর্ণ কুরআনের বিরোধিতা করছে। তাদের বিরোধিতার কারণ এটা নয় যে, এর মধ্যে কোনো ক্রটি আছে অথবা মুহাম্মদ স. সত্য প্রকাশের কোনো ক্রটি করেছেন।

৪. অর্থাৎ তাদের অবাক হওয়ার কথা ছিল তখন, যখন আসমান থেকে তাদের হিদায়াতের জন্য অন্য কোনো সৃষ্ট প্রাণী বা কোনো ফেরেশতা পাঠিয়ে দেয়া হতো। অথবা বাইরে থেকে কোনো মানুষকে নবী করে তাদের নিকট পাঠিয়ে দেয়া হতো। তখন তাদের বলার সুযোগ থাকতো যে, মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণী মানুষের অনুভূতি-আবেগ বা প্রয়োজনের কথা কিভাবে বুঝতে পারবে ; আর যদি তা বুঝতেই পারল না, তাহলে সে মানুষকে পথের দিশা দেবে ? অথবা অপরিচিত মানুষকে আমরা কেমন করে আমাদের নেতা বা পথের দিশারী হিসেবে মেনে নেবো ? যাকে আমরা চিনিনা-জানিনা, সে সত্যবাদী ও ন্যায়পরায়ণ কিনা, সে নির্ভরযোগ্য কিনা তা আমরা কি করে বুঝবো ? তারা এতই নির্বোধ ও হঠকারী যে, তাদের কাছে বিশ্বাসী হিসেবে সুপরিচিত এবং পরিক্ষিত সমাজের সবচেয়ে উত্তম মানুষটিকে যখন তাদের সতর্ক করার জন্য নবী হিসেবে মনোনীত করা হলো, তারা সেটাকেই বিস্ময়কর বলে মনে করলো। অথচ দুনিয়াতে শুরু থেকেতো নবী-রাসূল পাঠানোর নীতি একই রয়েছে। আল্লাহর নীতি-পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন কখনো হয়নি।

৫. অর্থাৎ এ লোকটা এমন যাদুই জানে যে, তার অনুসারী মানুষগুলোকে সে পাগল করে দেয়, যার ফলে তারা তাকে এমনভাবে মানে যে, দুনিয়ার সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে হলেও তার সাথে সম্পর্ক জুড়ে রাখে। তার সাথে সম্পর্কের বিনিময়ে দুনিয়ার সকল ক্ষতিকে হাসিমুখে বরণ করে নেয়। প্রয়োজনে পিতা পুত্রকে ; পুত্র পিতাকে ; স্বামী স্ত্রীকে এবং স্ত্রী স্বামীকেও তার সাথে সম্পর্কের বিনিময়ে ত্যাগ করতেও তারা দ্বিধাবোধ করে না। হিজরত করার প্রয়োজন দেখা দিলে তারা সবকিছু ত্যাগ করে জন্মভূমি ত্যাগ করে অনিশ্চিত পথে পা বাড়িয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, তারা এ পথে অবর্ণনীয় দুঃখ-যাতনা ও শারীরিক নির্যাতন ভোগ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। কাফির-মুশরিকদের ধারণা মুহাম্মদ স. অবশ্যই যাদু জানে, যার দ্বারা সে এ মানুষগুলোকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে।

৬. অর্থাৎ মুশরিকদের সরদাররা যখন আবু তালিবের সামনে অনুষ্ঠিত মজলিস থেকে তাওহীদের দাওয়াত শুনে উঠে গেলো।

امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ۝ مَا سَمِعْنَا

তোমরা চলে যাও এবং অটল-অবিচল থাকো তোমাদের উপাস্যদের (পূজার) ওপর ; নিশ্চয়ই এটা[৭] পূর্ব পরিকল্পিত বিষয়[৮]। ৭. আমরা তো শুনিনি

بِهَٰذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَٰذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ ۝ أَأُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ

এ সম্পর্কে ইতিপূর্বেকার জাতিধর্মগুলোতে[৯] ; এটাতো মনগড়া কথা ছাড়া কিছু নয়। ৮. 'কুরআন তার ওপরই কি নাযিল করা হয়েছে

مِنْ بَيْنِنَا ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي ۖ بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابِ ۝

আমাদের মধ্য থেকে' ; আসলে তারা আমার কুরআন সম্পর্কে সন্দেহের মধ্যে রয়েছে[১০], কারণ তারা আমার আযাবের স্বাদ এখনো পায়নি।

امْشُوا-তোমরা চলে যাও ; وَ-এবং ; اصْبِرُوا-অটল-অবিচল থাকো ; عَلَى- (পূজার) ওপর; آلِهَتِكُمْ-(الهة+كم)-তোমাদের উপাস্যদের ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; هٰذَا-এটা ; لَشَيْءٌ-(لَ+شئ)-বিষয় ; يُرَادُ-পূর্ব পরিকল্পিত। ⑦ مَا سَمِعْنَا-আমরা তো শুনিনি ; بِهٰذَا-এ সম্পর্কে ; فِى الْمِلَّةِ-(فى+ال+ملة)-জাতি-ধর্মগুলোতে ; الْاٰخِرَةِ-ইতোপূর্বেকার ; اِنْ-কিছু নয় ; هٰذَا-এটাতো ; اِلَّا-ছাড়া ; اخْتِلَاقٌ-মনগড়া কথা। ⑧ اَءُنْزِلَ-(ءَ+انزل)-নাযিল করা হয়েছে কি ; عَلَيْهِ-তার ওপরই ; الذِّكْرُ-কুরআন; مِنْ-থেকে ; بَيْنِنَا-(بين+نا)-আমাদের মধ্য ; بَلْ-আসলে ; هُمْ-তারা ; فِى-মধ্যে রয়েছে ; شَكٍّ-সন্দেহের ; مِنْ-সম্পর্কে ; ذِكْرِىْ-আমার কুরআন ; بَلْ-কারণ ; لَمَّا يَذُوقُوا-তারা স্বাদ এখনো পায়নি ; عَذَابِ-আমার আযাবের।

৭. 'হা—যা' দ্বারা রাসূলুল্লাহ স.-এর একথাকে বুঝানো হয়েছে যে, "তোমরা যদি কালিমা লা ইলা-হা-কে মেনে নাও তাহলে সমগ্র আরব তোমাদের অনুগত হয়ে যাবে এবং অনারবরাও তোমাদের বশ্যতা স্বীকার করে নেবে।"

৮. অর্থাৎ মুহাম্মদ স.-এর নিজের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য আগেই পরিকল্পনা এঁটে আমাদেরকে এ কালিমার দাওয়াত দিচ্ছে, যাতে আমরা তার তাবেদারী করি এবং সে বসে বসে আমাদেরকে হুকুম দিয়ে বেড়াক।

৯. অর্থাৎ নিকট অতীতে অতিক্রান্ত আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদের দেশের এবং আশেপাশের দেশের অন্যান্য ধর্মীয় জাতি-গোষ্ঠীগুলো রয়েছে ; কিন্তু তারা তো কখনো এমন কথা বলেনি যে, সব খোদাকে বাদ দিয়ে একমাত্র এক আল্লাহকে মেনে নিতে হবে, আর কারো কোনো হুকুম মানা যাবে না। অথচ সুদৃঢ় অতীত থেকে মানুষ আল্লাহর প্রিয়জনদেরকে মেনে আসছে। তাদের কাছে গিয়ে সংকটের সমাধান চাচ্ছে নিঃসন্তানরা

⑨ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ⑩ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ

৯. তবে কি তাদের কাছে রয়েছে আপনার পরাক্রমশালী মহান দাতা প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডারসমূহ? ১০. অথবা তাদের কি মালিকানা আছে আসমান ও

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ⑪ جُنْدٌ مَا هُنَالِكَ مَهْزُومٌ

যমীনের এবং উভয়ের মধ্যকার সবকিছুর? তাহলে তারা সিঁড়ির সাহায্যে (আসমানে) আরোহণ করুক[১১]। ১১. এখানকার এ ছোট্ট বাহিনীও অবশ্যই পরাজিত হবে—

⑨ أَمْ-তবে কি ; عِنْدَهُمْ-(عند+هم)-তাদের কাছে রয়েছে ; خَزَائِنُ-ভাণ্ডারসমূহ ; رَحْمَةِ-রহমতের ; رَبِّكَ-(رب+ك)-আপনার প্রতিপালকের ; الْعَزِيزِ-পরাক্রমশালী ; الْوَهَّابِ-মহান দাতা। ⑩ أَمْ-অথবা কি ; لَهُمْ-তাদের আছে ; مُلْكُ-মালিকানা ; السَّمٰوٰتِ-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضِ-যমীনের ; وَ-এবং ; مَا-সবকিছুর ; بَيْنَهُمَا-উভয়ের মধ্যকার ; فَلْيَرْتَقُوا-(ف+ليرتقوا)-তাহলে তারা আরোহণ করুক (আসমানে) ; فِي الْأَسْبَابِ-(فى+ال+اسباب)-সিঁড়ির সাহায্যে। ⑪ جُنْدٌ-এ ছোট্ট বাহিনী-ও ; مَا هُنَالِكَ-এখানকার ; مَهْزُومٌ-অবশ্যই পরাজিত হবে ;

তাদের দরবারে গিয়ে সন্তানের জন্য প্রার্থনা জানিয়ে আসছে। দুনিয়ার এক বিরাট অংশ তাদের ক্ষমতা মেনে নিয়েছে। এখন মুহাম্মদ-এর কাছে আমরা যা শুনছি, এমন নতুন কথা আর কারো কাছে শুনিনি।

১০. অর্থাৎ 'তারা আমার কুরআনের সত্যবাদিতায় সন্দেহ করছে'। তাই তারা মুহাম্মদ স.-কে অস্বীকার করছে, কেননা ব্যক্তি মুহাম্মদ স.-এর সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততায় তাদের কোনো সন্দেহ-সংশয় কখনো ছিল না। বরং তাঁর বিশ্বস্ততা ও আমানতদারীর ব্যাপারে তারা কসম করে সাক্ষী দিতো। অথচ এখন তারা তাঁর বিশ্বস্ততায় সন্দেহ-সংশয় প্রকাশ করছে, তা একমাত্র যিক্‌র তথা এ কুরআনের কারণে। যখনি তাদেরকে এ কুরআনের উপদেশমালা মেনে চলার কথা বলা হয়েছে, তখনি তারা তাঁর সত্যবাদিতা ও আমানতদারীতে সন্দেহ করা আরম্ভ করেছে। সুতরাং মুহাম্মদ স.-কে অস্বীকার করা দ্বারা আল্লাহকেই অস্বীকার করছে।

১১. এখানে কাফিরদের একথার জবাব দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ নবী হিসেবে নির্বাচিত করার আর কোনো লোক পেলেন না। আরবের বড় বড় সরদার যারা ধন-সম্পদ ও প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী, তাদেরকে বাদ দিয়ে নিঃস্ব মুহাম্মদ স.-কে নবী করে পাঠিয়েছেন, এটা কিভাবে মেনে নেয়া যায়। তাদের কথার জবাবে আল্লাহ বলেন—"তাহলে তারা সিঁড়ির সাহায্যে আসমানে আরোহণ করুক।" অর্থাৎ তারা আসমানে আরোহণ করে আল্লাহর শাসন-কর্তৃত্ব হাতে নিয়ে আল্লাহর আরশে বসে তাদের চাহিদা মতো নবী নির্বাচিত করুক এবং আমি যাকে ওহী দান করেছি তাকে বাদ দিয়ে তাদের মনমতো মানুষের ওপর ওহী নাযিল করুক।

مِّنَ الْاَحْزَابِ ۝ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ ذُو الْاَوْتَادِ ۝

বহু বাহিনীর মধ্যে[১২]। ১২. এদের আগেও (রাসূলদেরকে) অস্বীকার করেছিল নূহ ও আদ এবং কীলকধারী ফিরআউনের[১৩] জাতি-গোষ্ঠী।

۝ وَثَمُوْدُ وَقَوْمُ لُوْطٍ وَّاَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ ؕ اُولٰٓئِكَ الْاَحْزَابُ ۝ اِنْ كُلٌّ اِلَّا كَذَّبَ

১৩. আর সামূদ (জাতি) ও লূতের কওম এবং আইকার অধিবাসীরা ; ওরা হলো বহু বাহিনী। ১৪. (এদের) কেউই এছাড়া ছিল না যে, তারা অস্বীকার করেছিল

الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ۝

রাসূলদেরকে, অতএব (এদের উপর) আমার আযাব কার্যকর হয়েই গেছে।

مِّنَ-মধ্যে ; الْاَحْزَابِ-বহু বাহিনীর। ⑫ كَذَّبَتْ-অস্বীকার করেছিল (রাসূলদেরকে) ; قَبْلَهُمْ-(قبل+هم)-এদের আগেও ; قَوْمُ-জাতি-গোষ্ঠী ; نُوْحٍ-নূহ ; وَّ-ও ; عَادٌ-আদ ; وَّ-এবং ; فِرْعَوْنُ-ফিরআউনের ; ذُو الْاَوْتَادِ-কীলকধারী। ⑬ وَ-আর ; ثَمُوْدُ-সামূদ (জাতি) ; وَ-ও ; قَوْمُ-কাওম ; لُوْطٍ-লূতের; وَّ-এবং; اَصْحٰبُ-অধিবাসীরা ; لْـَٔيْكَةِ-আইকার ; اُولٰٓئِكَ-ওরা হলো ; الْاَحْزَابُ-বহুবাহিনী। ⑭ اِنْ-(এদের) ছিল না; كُلٌّ-কেউই ; اِلَّا-এ ছাড়া যে ; كَذَّبَ-তারা অস্বীকার করেছিল ; الرُّسُلَ-রাসূলদেরকে ; فَحَقَّ-(ف+حق)-অতএব (এদের ওপর) কার্যকর হয়েই গেছে ; عِقَابِ-আমার আযাব।

১২.'হুনালিকা' অর্থ এ মক্কা শহরেই কুরাইশ কাফিরদের এ বাহিনী পরাজিত হবে। যাকে তারা আজ অপমান, অবহেলা করছে, সে নবীর সামনেই তাদেরকে একদিন নতমুখে দাঁড়াতে হবে।

১৩. 'কীলকধারী ফিরআউন' দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, তার সাম্রাজ্য এত দৃঢ় ও মজবুত ছিল—যেন যমীনে খুঁটি পুঁতে তার সাথে শক্ত করে বাঁধা ছিল। অথবা সে মানুষকে শাস্তি দিতে গিয়ে যমীনে চিৎ করে শুইয়ে দিয়ে চার হাতে পায়ে পেরেক এঁটে দিয়ে যমীনের সাথে আটকে দিত এবং তার শরীরে সাপ বিচ্ছু ছেড়ে দিত বলে তাকে 'কীলকধারী ফিরআউন' বলা হয়েছে। অথবা রশি ও কীলক বা পেরেক দ্বারা সে বিশেষ এক ধরনের খেলা দেখাত বলে তাকে এ নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অথবা কীলক দ্বারা সুদৃঢ় অট্টালিকা বুঝানো হয়েছে, তার অনেক সুদৃঢ় অট্টালিকা ছিল বলে তাকে এ নাম দেয়া হয়েছে।–(কুরতুবী)

১ম রুকূ' (১-১৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. মানবজাতির জন্য আল কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহাগ্রন্থ যা সত্য-সঠিক উপদেশে পরিপূর্ণ।

২. আল কুরআনের বিরোধিতা করা নিঃসন্দেহে এক অযৌক্তিক, হঠকারী ও ধ্বংসাত্মক কাজ।

৩. সুদূর অতীতকাল থেকে যারাই অতীতের আসমানী কিতাবগুলোর বিরোধিতা করেছে তারা ধ্বংস হয়েছে। সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী কিতাব আল কুরআনের বিরোধিতা যারা করবে, তারাও নিশ্চিত ধ্বংস হয়ে যাবে।

৪. আল্লাহর পক্ষ থেকে আযাব যখন এসে যাবে, তখন কোনো আর্তনাদ-ই কাজে আসবে না। তখন কোনো তাওবা গৃহীত হবে না।

৫. মানুষের হিদায়াতের জন্য মানুষের মধ্য থেকে তাদের পরিচিত আপনজনই সবচেয়ে উপযোগী পাত্র। সর্বযুগেই আল্লাহ তা'আলা মানুষের মধ্য থেকে বাছাই করা ব্যক্তিকে নবী হিসেবে পাঠিয়েছেন। এটাই আল্লাহর নিয়ম ; আর আল্লাহর নিয়মে কোনো পরিবর্তন নেই।

৬. সকল নবী-রাসূল একমাত্র ইলাহর ইবাদতের দাওয়াতই মানুষকে দিয়েছিলেন। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

৭. এক ইলাহর ইবাদতের ব্যাপারে কোনো নবী-রাসূলই আপোষ করেননি। সুতরাং একাধিক খোদার প্রবক্তাদের সাথে কোনো আপোষ করার অবকাশ নেই।

৮. শিরক হলো সবচেয়ে বড় অপরাধ। জাহান্নামের গভীর তলদেশেই মুশরিকদের স্থান।

৯. বিশ্ব-জগতের ওপর একচ্ছত্র ক্ষমতা-কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর। মানুষের স্রষ্টাও আল্লাহ। সুতরাং কাকে নবী করে পাঠাবেন, সে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারও একমাত্র তাঁর।

১০. রাসূলুল্লাহ স.-এর সমকালীন যুগের বড় বড় সাম্রাজ্য—যেমন রোমান ও পারস্য সাম্রাজ্য এবং ইয়াহুদী ও খ্রীষ্ট ধর্ম মুশরিক ছিল। আর বর্তমানেও ইয়াহুদী খ্রীস্টানরা মুশরিক।

১১. কুরাইশ কাফিররা ব্যক্তি মুহাম্মদকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ও অনন্য বিশ্বস্ত বলে জানতো, কিন্তু রাসূল মুহাম্মদ স.-কে মেনে নিতে রাজী ছিল না। এ থেকে প্রমাণিত যে, তারা কুরআনকে মেনে নিতেই অস্বীকার করেছে।

১২. রাসূলকে মানা এবং কুরআনকে মানা একটা অপরটার সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটাকে বাদ দিয়ে অপরটাকে মেনে নেয়ার কোনো সুযোগ নেই।

১৩. নবী পাঠানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল ক্ষমতা-ইখতিয়ার একমাত্র আল্লাহর।

১৪. আসমান-যমীন, এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছুর মালিকানা এবং সকল রহমতের ভাণ্ডার একমাত্র আল্লাহর নিকট-ই রয়েছে। সুতরাং মানুষের সকল চাওয়া-পাওয়ার স্থান শুধুমাত্র আল্লাহর দরবার।

১৫. অতীতের আল্লাহ বিরোধী সকল শক্তির মতো সর্বযুগের বাতিল শক্তি অবশেষে পরাজিত ও পর্যুদস্ত হবে। কারণ বাতিল পর্যুদস্ত হওয়ার জন্য এসেছে।

১৬. আগেকার আম্বিয়ায়ে কেরামকে অস্বীকারকারী জাতি-গোষ্ঠী যেমন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, তেমনি সত্য দীন ইসলামের অমান্যকারীরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

❐

সূরা হিসেবে রুকু'-২
পারা হিসেবে রুকু'-১১
আয়াত সংখ্যা-১২

﴿١٥﴾ وَمَا يَنْظُرُ هٰٓؤُلَآءِ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ﴿١٦﴾ وَقَالُوْا رَبَّنَا عَجِّلْ

১৫. আর তারা তো একটি বিকট চীৎকার ছাড়া অন্য কিছুর প্রতীক্ষা করছে না ; যার কোনো শ্বাস গ্রহণের অবকাশ থাকবে না[১৪]। ১৬. আর তারা বলে—হে আমার প্রতিপালক শীঘ্রই দিন

لَّنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ﴿١٧﴾ اِصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوٗدَ

আমাদেরকে আমাদের প্রাপ্য অংশ বিচারের দিনের আগেই[১৫]। ১৭ আপনি তাতে ধৈর্যধারণ করুন, যাকিছু তারা বলে[১৬] এবং আমার বান্দাহ দাউদকে স্মরণ করুন[১৭]

⑮ وَ-আর ; مَا يَنْظُرُ-প্রতীক্ষা করছে না ; هٰٓؤُلَآءِ-তারা তো ; اِلَّا-ছাড়া ; صَيْحَةً - বিকট চীৎকার ; وَّاحِدَةً-একটি ; مَا-থাকবে না ; لَهَا-যার ; مِنْ-কোনো ; فَوَاقٍ - শ্বাস গ্রহণের অবকাশ। ⑯ وَ-আর ; قَالُوْا-তারা বলে ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ; عَجِّلْ-শীঘ্রই দিন ; لَنَا-আমাদেরকে ; قِطَّنَا-(قط+نا)-আমাদের প্রাপ্য অংশ ; قَبْلَ-আগেই ; يَوْمِ-দিনের ; الْحِسَابِ-বিচারের। ⑰ اِصْبِرْ -আপনি ধৈর্যধারণ করুন ; عَلٰى-তাতে ; مَا-যা কিছু ; يَقُوْلُوْنَ-তারা বলে ; وَ-এবং ; اُذْكُرْ -স্মরণ করুন ; عَبْدَنَا-(عبد+نا)-আমার বান্দাহ ; دَاوٗدَ-দাউদকে ;

১৪. 'ফাওয়াক' শব্দের একাধিক অর্থ হয়—(১) একবাঁটে দুধ দোহনের পর অন্য বাঁটে দুধ আসার মধ্যবর্তী সময়। (২) সুখ-শান্তি। অর্থাৎ ইসরাফীলের শিঙ্গায় ফুঁক অনবরত চলতে থাকবে, এতে কোনো বিরাম-বিরতি থাকবে না।–(কুরতুবী)

১৫. অর্থাৎ তুমি আমাদেরকে যে আযাবের ভয় দেখাচ্ছো, তা পরকালের জন্য তুলে রেখো না ; বরং তা আমাদেরকে এখনই দিয়ে দাও। এটা ছিল রাসূলুল্লাহ স.-এর প্রতি কাফির মুশরিকদের ঠাট্টা-বিদ্রূপ।

১৬. অর্থাৎ এ কাফির মুশরিকরা আপনার সম্পর্কে যেসব কথা বলে, তাতে আপনি ধৈর্যধারণ করুন। এভাবে অতীতের নবী-রাসূলদেরকেও আল্লাহদ্রোহী শক্তি কষ্ট দিয়েছিল। তারাও ধৈর্যের সাথেই এসবের মুকাবিলা করেছিল।

১৭. অর্থাৎ আমাদের বান্দাহ দাউদের ঘটনা স্মরণ করলে তা তোমাদের ধৈর্যধারণ করার জন্য সহায়ক হবে। অথবা এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, দাউদের কাহিনী এদের সামনে পেশ করুন, কারণ এ কাহিনীতে এদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।

ذَا الْأَيْدِ ۚ إِنَّهُ أَوَّابٌ ⑰ إِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ

(যিনি ছিলেন) অত্যন্ত শক্তিধর[১৮] ; তিনি অবশ্যই (সর্বক্ষেত্রে) আল্লাহ-মুখী ছিলেন। ১৮. নিশ্চয়ই আমি পর্বতমালাকে অনুগত করে দিয়েছিলাম তার সাথে তারা তাসবীহ পাঠ করতো সন্ধ্যায়

وَالْإِشْرَاقِ ⑱ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً ۖ كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ ⑲ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ

ও সকালে। ১৯. আর পাখিরাও সমবেত হতো ; সকলেই ছিল তার অভিমুখী[১৯]। ২০. আর আমি তাঁর রাজত্বকে সুদৃঢ় করে দিয়েছিলাম এবং তাঁকে দান করেছিলাম

الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ⑳ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ○

হিকমত ও ফায়সালাকারী কথা বলার যোগ্যতা[২০]। ২১. আর আপনার নিকট কি বিবদমান লোকদের খবর পৌঁছেছে ? যখন তারা দেয়াল টপকে ইবাদাতখানায় ঢুকে পড়লো[২১]।

ذَا الْأَيْدِ-(যিনি ছিলেন) অত্যন্ত শক্তিধর ; إِنَّهُ-(ان+ه)-তিনি অবশ্যই ছিলেন ; أَوَّابٌ-আল্লাহমুখী। ⑰ إِنَّا-নিশ্চয়ই আমি ; سَخَّرْنَا-আগত করে দিয়েছিলাম ; الْجِبَالَ-পর্বতমালাকে ; مَعَهُ-তার সাথে ; يُسَبِّحْنَ-তারা তাসবীহ করতো ; بِالْعَشِيِّ-(ب+ال+عشى)-সন্ধ্যায় ; وَ-ও ; الْإِشْرَاقِ-সকালে। ⑱ وَ-আর ; الطَّيْرَ-পাখিরাও ; مَحْشُورَةً-সমবেত হতো ; كُلٌّ-সকলেই ছিল ; لَهُ-তার ; أَوَّابٌ-অভিমুখী। ⑲ وَ-আর ; شَدَدْنَا-আমি সুদৃঢ় করে দিয়েছিলাম ; مُلْكَهُ-(ملك+ه)-তাঁর রাজত্বকে ; وَ-এবং ; آتَيْنَاهُ-তাঁকে দান করেছিলাম ; الْحِكْمَةَ-হিকমত ; وَ-ও ; فَصْلَ-ফায়সালাকারী ; الْخِطَابِ-কথা বলার যোগ্যতা। ⑳ وَ-আর ; هَلْ-কি ; أَتَاكَ-(اتى+ك)-আপনার নিকট পৌঁছেছে ; نَبَأُ-খবর ; الْخَصْمِ-বিবদমান লোকদের ; إِذْ-যখন; تَسَوَّرُوا-তারা দেয়াল টপকে ঢুকে পড়লো ; الْمِحْرَابَ-ইবাদতখানায়।

১৮. 'যাল আইদ' অর্থ 'হাতওয়ালা' অর্থাৎ 'বিপুল শক্তিধর' ছিলেন। তাঁর দৈহিক শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় জালূতের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে। তিনি বিপুল রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন, যার দ্বারা তিনি আশেপাশের মুশরিক জাতিগুলোকে পরাজিত করে একটি শক্তিশালী ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ছিলেন মজবুত নৈতিক শক্তির অধিকারী, যার ফলে তিনি বাদশাহ হয়েও দীনহীনভাবে জীবন যাপন করতেন। আল্লাহকে অত্যন্ত ভয় করতেন এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা মেনে চলতেন। তাঁর ছিল ইবাদতের শক্তি। ফলে তিনি একদিন পর একদিন সদা-সর্বদা রোযা রাখতেন। তিনি অর্ধরাত পর্যন্ত নিদ্রা যেতেন, এক-তৃতীয়াংশ ইবাদতে কাটাতেন। আবার রাতের ষষ্ঠাংশে নিদ্রা যেতেন। শত্রুর মুকাবিলায় অবতীর্ণ হয়ে তিনি পশ্চাদপসরণ করতেন না। নিঃসন্দেহে দাউদ আ. আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনশীল ছিলেন।-(ইবনে কাসীর)

১৯. অর্থাৎ তাঁর সাথে ইবাদতে পর্বতমালা ও পক্ষীকূলের শরীক হওয়ার কথা উল্লেখ

㉒ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ

২২. যখন তারা দাউদের কাছে পৌঁছলো তখন তিনি তাদের থেকে ভয় পেলেন,[২২] তারা বললো—'ভয় পাবেন না, আমরা বিবদমান পক্ষদ্বয়, আমাদের একে অপরের ওপর বাড়াবাড়ি করেছে।

فَاحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ الصِّرَاطِ ㉓ إِنَّ هَٰذَا أَخِي

অতএব আপনি আমাদের মধ্যে ন্যায্যভাবে ফায়সালা করে দিন এবং অবিচার করবেন না, আর আমাদেরকে সরল-সঠিক পথে পরিচালিত করুন। ২৩. নিশ্চয়ই এ আমার ভাই[২৩],

لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي

তার আছে নিরানব্বইটি দুম্বী আর আমার আছে একটি মাত্র দুম্বী, তবুও সে বলে—'এটাকেও আমার যিম্মায় দিয়ে দাও' এবং সে আমাকে পরাস্ত করে ফেললো

㉒ اِذْ-যখন ; دَخَلُوْا-তারা পৌঁছলো ; عَلَى-কাছে ; دَاوُدَ-দাউদের ; فَفَزِعَ-তখন তিনি ভয় পেলেন ; مِنْهُمْ-তাদের থেকে ; قَالُوْا-তারা বললো ; لَاتَخَفْ -ভয় পাবেন না ; خَصْمٰن-আমার বিবদমান পক্ষদ্বয় ; بَغٰى-বাড়াবাড়ি করেছে ; بَعْضُنَا-আমাদের একে ; عَلٰى-ওপর ; بَعْضٍ-অপরের ; فَاحْكُمْ-(ف+احكم)-অতএব আপনি ফায়সালা করে দিন ; بَيْنَنَا-(بين+نا)-আমাদের মধ্যে ; بِالْحَقِّ-(ب+ال+حق)-ন্যায্যভাবে ; وَ-এবং ; لَا تُشْطِطْ-অবিচার করবেন না ; وَ-আর ; اهْدِنَا-আমাদেরকে পরিচালিত করুন ; اِلٰى سَوَاءِ الصِّرَاطِ-সরল-সঠিক পথে। ㉓ اِنَّ-নিশ্চয়ই ; هٰذَا-এ ; اَخِىْ-(اخ+ى)-আমার ভাই ; لَهٗ-তার আছে ; تِسْعٌ وَّتِسْعُوْنَ-নিরানব্বইটি ; نَعْجَةً-দুম্বী ; وَ-আর ; لِىَ-আমার আছে ; نَعْجَةٌ-দুম্বী ; وَّاحِدَةٌ-মাত্র একটি ; فَقَالَ-তবুও সে বলে ; اَكْفِلْنِيْهَا-(اكفل+نى+ها)-এটাকেও আমার যিম্মায় দিয়ে দাও ; وَ-এবং ; عَزَّنِىْ-(عز+نى)-সে আমাকে পরাস্ত করে ফেললো ;

করা হয়েছে। ইতোপূর্বে এর ব্যাখ্যা সূরা আম্বিয়া ও সূরা সাবায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, পর্বতমালা ও পক্ষীকূলের তাসবীহ ও পাঠকে আল্লাহ এখানে দাউদ আ.-এর প্রতি নিয়ামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এতে দাউদ আ.-এর মু'জিযা প্রকাশ পেয়েছে। আর নবীদের মু'জিযা হলো তাঁদের প্রতি আল্লাহর এক বিরাট নিয়ামত।

২০. অর্থাৎ তাঁর বক্তব্য হতো অত্যন্ত সুস্পষ্ট। শ্রোতা তাঁর কথা শুনে সহজেই তাঁর বক্তব্যের সারকথা বুঝতে পারতো। তিনি তাঁর কথাগুলো সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরতেন। তাঁর বক্তব্য হতো দ্ব্যর্থহীন। জ্ঞান-বুদ্ধি, প্রজ্ঞা ও বাকচাতুর্যের উচ্চতম যোগ্যতা তাঁর মধ্যে ছিল।

২১. এখান থেকেই দাউদ আ.-এর ঘটনা উল্লেখ করার মূল উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হচ্ছে। এর আগে তাঁর উন্নত গুণাবলী বর্ণনা করে বুঝানো হয়েছে যে, যার সাথে এমন একটি ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, তিনি কতবড় মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন।

فِى الْخِطَابِ ﴿٢٣﴾ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا

কথায়[২৪]। ২৪. তিনি (দাউদ) বললেন—সে তার দুম্বীগুলোর সাথে তোমার দুম্বীটি যুক্ত করার দাবী করে নিঃসন্দেহে তোমার প্রতি যুলুম করেছে[২৫] ; আর অবশ্যই অধিকাংশ

مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

অংশীদারদের একে অন্যের ওপর বাড়াবাড়ি করে থাকে, তারা ছাড়া যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে,

وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۩

আর এমন লোক খুব কম ; আর (তখনই) দাউদ বুঝতে পারলেন যে, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি, অতপর তখনই তিনি তাঁর প্রতিপালকের কাছে ক্ষমা চাইলেন এবং সিজদায় পড়ে গেলেন ও (তাঁর দিকে) রুজু করলেন[২৬]।

فِى الْخِطَابِ-(فى+ال+خطاب)-কথায়। ﴿٢٤﴾ قَالَ-তিনি (দাউদ) বললেন, لَقَدْ ظَلَمَكَ-(ل+قد ظلم+ك)-নিঃসন্দেহে তোমার প্রতি যুলুম করেছে ; بِسُؤَالِ-(ب+سؤال)-যুক্ত করার দাবি করে ; نَعْجَتِكَ-তোমার দুম্বীটি ; إِلَى-সাথে ; نِعَاجِهِ-(نعاج+ه)-তার দুম্বীগুলোর ; وَ-আর ; إِنَّ-অবশ্যই ; كَثِيرًا-অধিকাংশ ; مِّنَ الْخُلَطَاءِ-অংশীদারদের; لَيَبْغِي-বাড়াবাড়ি করে থাকে ; بَعْضُهُمْ-(بعض+هم)-তাদের একে ; عَلَىٰ بَعْضٍ-অন্যের ওপর ; إِلَّا-ছাড়া ; الَّذِينَ-তারা, যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; وَ-ও ; عَمِلُوا-করেছে ; الصَّالِحَاتِ-সৎকাজ ; وَ-আর ; قَلِيلٌ-খুব কম ; مَّا هُمْ-এমন লোক ; وَ-আর তখনই ; ظَنَّ-বুঝতে পারলেন ; دَاوُودُ-দাউদ ; أَنَّمَا فَتَنَّاهُ-যে, আমি তাঁকে পরীক্ষা করেছি ; فَاسْتَغْفَرَ-(ف+استغفر)-অতপর তখনই তিনি ক্ষমা চাইলেন ; رَبَّهُ-তাঁর প্রতিপালকের কাছে ; وَ-এবং ; خَرَّ-তিনি পড়ে গেলেন ; رَاكِعًا-সিজদায়; وَ-ও ; أَنَابَ-(তাঁর দিকে) রুজু করলেন।

২২. ভয় পাওয়ার কারণ হলো, সদর দরজা ব্যবহার না করে দেয়াল টপকে বাদশাহর খাস কামরায় দু'জন লোক ঢুকে পড়া। এটা ছিল একটা অস্বাভাবিক অবস্থা।

২৩. অর্থাৎ এ আমার দীনী ভাই বা জাতিভাই। এর দ্বারা সহোদর ভাই বুঝানো হয়নি।

২৪. অর্থাৎ আমার এ ভাই অত্যন্ত প্রতাপশালী ও বিশাল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, তার দাবি উপেক্ষা করার ক্ষমতা আমার নেই। কারণ আমি একজন দরিদ্র মানুষ। তাঁর কথাবার্তায় সে আমাকে দাবিয়ে দিয়েছে। এখানে লোকটি এমন কথা বলেনি যে, এ আমার দুম্বীটি জোরপূর্বক ছিনিয়ে নিয়েছে।

২৫. এখানে মনে রাখা প্রয়োজন—অভিযোগকারী যখন অভিযুক্ত সঙ্গী ব্যক্তির সামনেই তার বিরুদ্ধে দাউদ আ.-এর নিকট অভিযোগ করলো, তখন তিনি এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি নীরব থেকে তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ স্বীকার করে নিল। তখনই

㉕فَغَفَرْنَا لَهُ ذَٰلِكَ ۖ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ㉖يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ

২৫. অতপর আমি ক্ষমা করে দিলাম তার সেই ত্রুটি ; আর অবশ্যই আমার নিকট রয়েছে তার জন্য নৈকট্যের মর্যাদা এবং শুভ পরিণাম[২৭]। ২৬. (বললাম) হে দাউদ ; আমি অবশ্যই আপনাকে বানিয়েছি

خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ

পৃথিবীতে (আমার) প্রতিনিধি, অতএব আপনি মানুষের মাঝে ন্যায্যভাবে বিচার ফায়সালা করুন এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। তাহলে তা আপনাকে গুমরাহ করে দেবে

عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

আল্লাহর পথ থেকে ; নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর পথ থেকে গুমরাহ হয়ে যাবে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন আযাব,

㉕ فَغَفَرْنَا-(ف+غفرنا)-অতপর আমি ক্ষমা করে দিলাম ; لَهُ-তাঁর ; ذَٰلِكَ-সেই ত্রুটি; وَ-আর ; اِنَّ-অবশ্যই ; لَهُ-তার জন্য রয়েছে ; عِنْدَنَا-আমার নিকট ; لَزُلْفَىٰ-নৈকট্যের মর্যাদা ; وَ-এবং ; حُسْنَ-শুভ ; مَاٰبٍ-পরিণাম। ㉖ يٰدَاوٗدُ-(يا+داود)-হে দাউদ ; اِنَّا-আমি অবশ্যই ; جَعَلْنٰكَ-(جعلنا+ك)-আপনাকে বানিয়েছি ; خَلِيْفَةً-(আমার) প্রতিনিধি ; فِى الْاَرْضِ-পৃথিবীতে; فَاحْكُمْ-(ف+احكم)-অতএব আপনি বিচার-ফায়সালা করুন; بَيْنَ-মাঝে ; النَّاسِ-মানুষের ; بِالْحَقِّ-ন্যায্যভাবে; وَ-এবং ; لَا تَتَّبِعِ-অনুসরণ করবেন না ; الْهَوٰى-প্রবৃত্তির; فَيُضِلَّكَ-(ف+يضل+ك)-তাহলে তা আপনাকে গুমরাহ করে দেবে ; عَنْ-থেকে ; سَبِيْلِ-পথ ; اللّٰهِ-আল্লাহর ; اِنَّ-নিশ্চয় ; الَّذِيْنَ-যারা ; يَضِلُّوْنَ-গুমরাহ হয়ে যাবে ; عَنْ-থেকে ; سَبِيْلِ-পথ ; اللّٰهِ-আল্লাহর; لَهُمْ-তাদের জন্য রয়েছে ; عَذَابٌ-আযাব ; شَدِيْدٌ-কঠিন ;

দাউদ আ. নিশ্চিত হয়ে রায় ঘোষণা করে বললেন যে, সে বাদীর দুম্বীটি তাকে দিয়ে দেয়ার দাবি করে বাদীর উপর যুলুম করেছে।

২৬. অত্র আয়াতে সিজদা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে মতপার্থক্য থাকলেও নবী করীম স. থেকে যেহেতু এখানে সিজদা করার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাই আমাদের এখানে সিজদা করা কর্তব্য ও অধিকাংশ মুফাস্সির ও ইমামগণের মতামত এরূপই।

২৭. হযরত দাউদ আ.-এর যে ত্রুটি হয়েছিল, তা তাঁর সামনে উত্থাপিত মোকদ্দমার সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাই এমনই একটি ঘটনার মোকদ্দমা তাঁর সামনে উপস্থিত করে তাঁকে পরোক্ষভাবে সতর্ক করে দিতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁর ত্রুটিটি ছিল নবুওয়াতের শানের খেলাপ। নবীদের জন্য সামান্যতম ত্রুটিও অনাকাঙ্ক্ষিত, তাই আল্লাহ তা'আলা আলোচ্য ঘটনার মাধ্যমে সতর্ক করেছেন। আল্লাহ তা'আলার ইংগীতে তিনি নিজের ত্রুটি বুঝতে সক্ষম হলেন এবং আল্লাহর দরবারে সিজদায় লুটিয়ে

بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ۝

কেননা তারা হিসাব নিকাশের দিনকে ভুলে গিয়েছে।[২৮]

بِمَا-কেননা ; نَسُوا-তারা ভুলে গিয়েছে ; يَوْمَ-দিনকে ; الْحِسَابِ-হিসাব নিকাশের;

পড়লেন। আল্লাহর কাছে তাওবা করলেন, ফলে আল্লাহ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে তাঁর মর্যাদা আগের মতই সমুন্নত রাখলেন।

২৮. আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ আ.-এর তাওবা কবুল করে নিয়ে তাঁর মর্যাদা বাড়িয়ে দেয়ার সংবাদ দেয়ার সাথে সাথে এ আয়াতে সতর্কবাণীও শুনিয়ে দিয়েছেন। যে কাজের জন্য তাঁকে সতর্ক করা হয়েছে সে কাজটি একজন সাধারণ লোকের জন্য বৈধ হলেও একজন নবীর শানে শোভনীয় হতে পারে না।

কুরআন মাজীদ দু'টো উদ্দেশ্যে ঘটনাটি সম্পর্কে ইংগীত করেছেন। বিস্তারিত ঘটনা কুরআন মাজীদে উল্লিখিত হয়নি। ঘটনাটি মূলত মাত্র এতটুকুই ছিল যে, হযরত দাউদ আ. তাঁর নিজের লোকদের মধ্য থেকে একজনকে বললেন, তোমার স্ত্রীকে আমার জন্য ছেড়ে দাও এবং গুরুত্ব সহকারে এ দাবি করেন। কুরআন মাজীদে এটা বলা হয়নি যে, তাঁর এ দাবির কারণে লোকটি তার স্ত্রীকে ত্যাগ করেছিল এবং হযরত দাউদ আ. তাকে বিয়ে করে নেন, আর তারই গর্ভে হযরত সুলায়মান আ.-এর জন্ম হয়। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে ঘটনার যতটুকু আমাদের জন্য প্রয়োজন, ততটুকুই আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং এর ওপরই আমাদের ঈমান রাখা প্রয়োজন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীর ত্রুটি-বিচ্যুতি ও পরীক্ষার বিশদ বিবরণ দান থেকে বিরত থেকেছেন। সুতরাং আমাদেরও অনর্থক তার পেছনে পড়ার কোনো প্রয়োজন নেই। এ জন্যই পূর্ববর্তী মনীষীগণ বলেছেন—اَبْهِمُوْا مَا اَبْهَمَهُ اللّٰهُ "অর্থাৎ তোমরা সে বিষয়কে অস্পষ্ট থাকতে দাও যা আল্লাহ অস্পষ্ট রেখেছেন।" বলাবাহুল্য, এখানে সে বিষয়সমূহকে অস্পষ্ট রাখতে বলা হয়েছে, যেসব বিষয়ের সাথে আমাদের কর্ম এবং হালাল-হারামের কোনো সম্পর্ক নেই। আর যেসব বিষয় আমাদের বিশ্বাস ও কর্মের সাথে সম্পর্কিত এবং যেসব বিষয়ের ওপর আমাদের ঈমান ও আমল নির্ভরশীল, সেসব বিষয়ের অস্পষ্টতা স্বয়ং রাসূলে করীম স. নিজের উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে দূর করে দিয়েছেন।

যে দু'টো উদ্দেশ্যে আল্লাহ দাউদ আ.-এর ঘটনার উল্লেখ ঘটিয়েছেন, তা হলো—

এক ঃ রাসূলুল্লাহ স.-কে সবর তথা ধৈর্যধারণের উপদেশ দেয়া। এ উদ্দেশ্যে তাঁকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে—"এরা আপনার বিরুদ্ধে যা কিছু বলে, সে ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করুন এবং আমার বান্দা দাউদের কথা স্মরণ করুন।

দুই ঃ কাফিরদেরকে একথা জানিয়ে দেয়া যে, তোমরা সব ধরনের হিসাব-নিকাশের আশংকা থেকে মুক্ত হয়ে দুনিয়াতে বিভিন্ন বাড়াবাড়িতে লিপ্ত রয়েছো, তবে স্মরণ রেখো, যে আল্লাহর সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধীনে তোমরা এসব করছো, তিনি হিসাব-নিকাশ না নিয়ে কাউকে রেহাই দেন না, এমনকি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় পয়গাম্বার দাউদ

আ.-এরও সামান্যতম ত্রুটির জন্য তাঁকে জবাবদিহির মুখোমুখী হতে হয়েছিল। রাসূলুল্লাহ স.-কে বলা হয়েছে যে, আপনি দাউদের কথা এদের সামনে পেশ করুন, যিনি ছিলেন নানাবিধ গুণ-বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, কিন্তু তাঁর জন্য অশোভনীয় সামান্যতম ত্রুটির জন্যও তাঁকে আল্লাহর দরবারে তিরস্কৃত হতে হয়েছে।

২য় রুকূ' (১৫-২৬ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. কিয়ামত তথা মহাপ্রলয় যখন আসবে, তখন কাউকে আর কোনো অবকাশ দেয়া হবে না। মুহূর্তের মধ্যেই সবকিছু ধ্বংস করে দেয়া হবে।

২. কাফিরদের মতো মুসলমান নামধারী কিছু লোকও আমাদের সমাজে আছে যারা আল্লাহ, রাসূল ও আখেরাতের আযাব ও পুরস্কার—এসব নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করে। এসব লোকের মুসলমানিত্ব কতটুকু সঠিক তা একমাত্র আল্লাহ-ই জানেন।

৩. আল্লাহ, রাসূল, আখেরাত সম্পর্কে যাদের জ্ঞান নেই, তারা অবশ্যই মূর্খ। মূর্খদের আচরণে এবং বিদ্রূপাত্মক কথায় দুঃখবোধ না করে সবর অবলম্বন করতে হবে।

৪. কাফির, মুশরিক, মুনাফিকদের দুঃখজনক আচরণে অতীতের নবী-রাসূল ও তাঁদের অনুসারী নেক্কার মু'মিনদের পথ-পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

৫. হযরত দাউদ আ. ছিলেন আল্লাহর প্রিয় নবী এবং একজন শক্তিধর বাদশাহ। তাঁর সামান্যতম ত্রুটির জন্যও আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন। সুতরাং আল্লাহর পাকড়াও থেকে কেউ-ই রেহাই পাবে না।

৬. হযরত দাউদ আ.-কে আল্লাহ তা'আলা অনেক মু'জিযা দিয়েছিলেন। তিনি যখন আল্লাহর যিক্‌র করতেন, তাঁর সাথে পাহাড়-পর্বত, পক্ষীকূল ও যাদেরা যিক্‌র করতো। তাঁর হাতে লোহা মোমের মত গলে যেতো, ফলে তিনি লোহা দিয়ে বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার তৈরী করতে পারতেন। তিনি ছিলেন অতুলনীয় হিকমত ও অসাধারণ বাগ্মীতার অধিকারী।

৭. আল্লাহ তাঁর প্রিয় পয়গাম্বরের ব্যক্তিত্বের পক্ষে অশোভনীয় সামান্য ত্রুটিকে অত্যন্ত শালীন রূপক ঘটনার সতর্ক করে দিয়ে সংশোধন করে দিয়েছেন। নবী-রাসূলদেরকে কোনো মানবিক দুর্বলতার ওপর কায়েম রাখেননি ; বরং সরাসরি ওহীর মাধ্যমে বা কোনো ইশারা-ইংগীতের মাধ্যমে সংশোধন করে দিয়েছেন।

৮. মু'মিনদের বৈশিষ্ট্যও এটাই হওয়া উচিত যে, তাদের নিজেদের কোনো ভুল যদি তাদের গোচরে আসে তখনই তারা আল্লাহর কাছে তাওবা করে নিজেদেরকে সংশোধন করে নেবে।

৯. আল্লাহ তাওবাকারীর তাওবা অবশ্যই কবুল করে নেন এবং তাদের দোয়া কবুল করেন।

১০. মানুষকে আল্লাহ দুনিয়াতে তাঁর খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আর এ দায়িত্ব যথাযথ পালনের মাধ্যমেই তারা তাদের দুনিয়া ও আখেরাতের সাফল্য অর্জন করতে পারে। ইবাদত-আনুগত্যের বিভিন্ন বিধান মানুষের ওপর জারী করা হয়েছে তাদেরকে খেলাফত বা প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলার জন্য।

১১. খেলাফতের দায়িত্ব পালনে অবহেলা করলে অথবা দায়িত্বের অপব্যবহার করলে শুধুমাত্র অন্য ইবাদত দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব হবে না এবং তা হবে গুমরাহীর নামান্তর। আর গুমরাহীর পরিণাম হলো জাহান্নাম।

❊

সূরা হিসেবে রুকূ'-৩
পারা হিসেবে রুকূ'-১২
আয়াত সংখ্যা-১৪

۞ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ

২৭. আর আমি আসমান ও যমীন এবং যাকিছু এতদুভয়ের মধ্যে আছে, কোনোটাই অনর্থক সৃষ্টি করিনি[২৯] ; এতো তাদের ধারণা যারা কুফরী করেছে ;

فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾ أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

সুতরাং যারা কুফরী করেছে, জাহান্নামের দুর্ভোগ তাদের জন্য। ২৮. আমি কি সমান করে দেবো তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এবং করেছে

(২৭) وَ-আর ; مَا خَلَقْنَا-আমি সৃষ্টি করিনি ; السَّمَاءَ-আসমান ; وَ-ও ; الْأَرْضَ-যমীন ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু আছে ; بَيْنَهُمَا-(بين+هما)-এতদুভয়ের মধ্যে ; بَاطِلًا-অনর্থক ; ذَٰلِكَ-এতো ; ظَنُّ-ধারণা ; الَّذِينَ-তাদের যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; فَوَيْلٌ-(ف+ويل)-সুতরাং দুর্ভোগ ; لِّلَّذِينَ-তাদের জন্য যারা ; كَفَرُوا-কুফরী করেছে ; مِنَ النَّارِ-জাহান্নামের। (২৮) أَمْ نَجْعَلُ-আমি কি করে দেবো ; الَّذِينَ-তাদেরকে যারা ; آمَنُوا-ঈমান এনেছে ; وَ-এবং ; عَمِلُوا-করেছে ;

২৯. অর্থাৎ আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে তোমাদের দৃশ্য-অদৃশ্য যা কিছু আমি সৃষ্টি করেছি, কোনো বেহুদা ও বিনা প্রয়োজনে সৃষ্টি করিনি। এসব কিছু শুধুমাত্র খেয়ালের বশে, খেলাচ্ছলে, কোনো উদ্দেশ্যহীন, এর মধ্যে কোনো ন্যায়-ইনসাফ নেই, ভাল-মন্দ কোনো কাজের ফলাফল কিছুই দেখা যাবে না—এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি।

মানুষকে এখানে একেবারে স্বাধীন-স্বেচ্ছাচারী প্রাণী হিসেবে সৃষ্টি করা হয়নি। তাদের কোনো শাসক নেই এবং তাদেরকে কারো কাছে জবাবদিহিও করতে হবে না, এমনও নয়। বরং তাদেরকে সৎকর্মের জন্য পুরস্কার এবং অসৎ কাজের জন্য তাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। যারা পরকালে বিশ্বাস করে না তারা মনে করে যে, এখানে ভালো বা মন্দ কাজের কোনো প্রতিদান কেউ পাবে না ; সৎকর্মশীল ও দুষ্কৃতকারী উভয়ই মৃত্যুর পরে মাটি হয়ে যাবে। তাদের মতে দুনিয়া একটি খেলাঘর, সৃষ্টিকর্তা খেলোয়াড়। তিনি খেলার ছলে দুনিয়া সৃষ্টি করেছেন, এটা তাঁর অর্থহীন কাজ। আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন স্থানে মানুষের এ ধারণার প্রতিবাদ করেছেন। সূরা আল মু'মিনূন-এর ১১৫ আয়াতে বলা হয়েছে—"তোমরা কি মনে করেছো, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমার দিকে ফিরে আসতে হবে না ?"

الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْأَرْضِ ز أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّارِ ○

সৎকাজ—যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের মতো ? মুত্তাকীদেরকে কি আমি দুষ্কৃতকারীদের মতো করে দেবো ?[৩০]

﴿٢٩﴾ كِتٰبٌ أَنْزَلْنٰهُ إِلَيْكَ مُبٰرَكٌ لِّيَدَّبَّرُوْٓا اٰيٰتِهٖ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَابِ ○

২৯. এটা একটা বরকতময় কিতাব[৩১], যা (হে নবী) আপনার প্রতি আমি নাযিল করেছি, যাতে তারা তার আয়াত সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে এবং জ্ঞানী ও চিন্তাশীলগণ (তা থেকে) উপদেশ গ্রহণ করে।

الصّٰلِحٰتِ-সৎকাজ ; كَالْمُفْسِدِيْنَ-(ك+ال+مفسدين)-বিপর্যয় সৃষ্টিকারীদের মতো ; فِي الْأَرْضِ-যমীনে ; أَمْ نَجْعَلُ-আমি কি করে দেবো ; الْمُتَّقِيْنَ-মুত্তাকীদেরকে ; كَالْفُجَّارِ-(ك+ال+فجار)-দুষ্কৃতকারীদের মতো। ﴿٢٩﴾ كِتٰبٌ-এটা একটা কিতাব ; أَنْزَلْنٰهُ-(انزلنا+ه)-যা (হে নবী!) আমি নাযিল করেছি ; إِلَيْكَ-(الى+ك)-আপনার প্রতি ; مُبٰرَكٌ-বরকতময় ; لِّيَدَّبَّرُوْٓا-যাতে তারা চিন্তা-গবেষণা করে ; اٰيٰتِهٖ-তার আয়াত সম্পর্কে ; وَ-এবং ; لِيَتَذَكَّرَ-উপদেশ গ্রহণ করে (তা থেকে); أُولُوا الْأَلْبَابِ-চিন্তাশীলগণ।

সূরা আদ দুখান-এর ৩৮ থেকে ৪০ আয়াতে বলা হয়েছে—"আর আমি আসমান-যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যকার কোনো কিছুই খেলার ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি এগুলো যথাযথ উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি করিনি, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না। নিশ্চয়ই তাদের সবার জন্য ফায়সালার দিন নির্ধারিত রয়েছে।"

৩০. অর্থাৎ সৎকর্মশীল ও বিপর্যয় সৃষ্টিকারী উভয়ে সমান হয়ে যাবে—এমন কখনো হবে না, হতে পারে না। এটা বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তি উভয় দিক থেকে অগ্রহণযোগ্য। বরং উভয় দলের পরিণতি হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবে পৃথিবীতে কাফিররা মু'মিনদের চেয়ে বস্তুগত সুখ-শান্তি বেশী ভোগ করতে পারে। যারা আখেরাত বিশ্বাস করে না তাদের ভেবে দেখা উচিত যে, আখেরাত যদি না থাকে, আল্লাহর কাছে কোনো জবাবদিহি করতে না হয় এবং মানুষের কাজের পুরস্কার বা শাস্তি দেয়া না হয়, তাহলে আল্লাহর জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও ইনসাফ অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। আর বিশ্ব-জগতের পুরো ব্যবস্থাটাই একটি অরাজক ব্যবস্থায় পরিণত হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় পৃথিবীতে সৎকাজের উদ্যোগ গ্রহণ করা এবং অসৎ কাজ প্রতিরোধ করার মতো কোনো শক্তির অস্তিত্ব থাকে না। নাউযুবিল্লাহ, আল্লাহ তা'আলার ক্ষমতা-কর্তৃত্ব যদি এমন অরাজক ব্যবস্থা হয় তাহলে এ দুনিয়ায় যে ব্যক্তি কষ্টভোগ করে নিজে সৎজীবন যাপন করে এবং মানব সমাজকে সংস্কার সাধনের জন্য আত্মনিয়োগ করে, সে ব্যক্তি অত্যন্ত বোকা। আর যে ব্যক্তি অবৈধ সুযোগ-সুবিধা পেয়ে সব ধরনের বাড়াবাড়ি করে অন্যায়-অপরাধ করে বেড়ায় এবং অশালীন কার্যকলাপের মাধ্যমে আনন্দ-উপভোগ করে, সে-ই বুদ্ধিমান হিসেবে পরিগণিত হয়। এমন ধারণা সঠিক হতে পারে না।

وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمٰنَ ۚ نِعْمَ الْعَبْدُ ۚ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝٣٠ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ

৩০. আর আমি দাউদকে দান করলাম সুলায়মান ;[৩২] —(তিনি ছিলেন) উত্তম বান্দাহ ; নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন আল্লাহ-অভিমুখী। ৩১. যখন সন্ধ্যায় পেশ করা হলো তাঁর সামনে

الصّٰفِنٰتُ الْجِيَادُ ۝٣١ فَقَالَ إِنِّيْ أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيْ ۚ حَتّٰى تَوَارَتْ

দ্রুতগতিসম্পন্ন ঘোড়াগুলো[৩৩]—৩২. তখন তিনি বললেন—'আমি তো আমার প্রতিপালকের স্মরণের কারণে সম্পদ-প্রীতিকে[৩৪] পছন্দ করে নিয়েছি ; এমনকি যখন সেগুলো আড়ালে চলে গেলো

بِالْحِجَابِ ۝٣٢ رُدُّوْهَا عَلَيَّ ۖ فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوْقِ وَالْأَعْنَاقِ ۝٣٣ وَلَقَدْ

পর্দার ; ৩৩. তখন তিনি বললেন, ওগুলোকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো, তারপর তিনি হাত বুলাতে শুরু করলেন সেগুলোর ঘাড়ে ও পায়ের গোছায়[৩৫]। ৩৪. আর নিঃসন্দেহে

৩০-وَ-আর ; وَهَبْنَا-আমি দান করলাম ; لِدَاوُدَ-দাউদকে ; سُلَيْمٰنَ-সুলায়মান ; نِعْمَ-(তিনি ছিলেন) উত্তম ; الْعَبْدُ-বান্দাহ ; إِنَّهُ-নিশ্চয়ই তিনি ছিলেন ; أَوَّابٌ-আল্লাহ-অভিমুখী। ৩১-إِذْ-যখন ; عُرِضَ-পেশ করা হলো ; عَلَيْهِ-তাঁর সামনে ; بِالْعَشِيِّ-(ب+ال+عشى)-সন্ধ্যায় ; الصّٰفِنٰتُ-ঘোড়াগুলো ; الْجِيَادُ-দ্রুত গতিসম্পন্ন। ৩২-فَقَالَ-(ف+قال)-তখন তিনি বললেন ; إِنِّيْ-আমি তো ; أَحْبَبْتُ-পছন্দ করে নিয়েছি ; حُبَّ الْخَيْرِ-(حب+ال+خير)-সম্পদপ্রীতি ; عَنْ-কারণে ; ذِكْرِ-স্মরণের ; رَبِّيْ-আমার প্রতিপালকের ; حَتّٰى-এমনকি যখন ; تَوَارَتْ-সেগুলো আড়ালে চলে গেলো ; بِالْحِجَابِ-(ب+ال+حجاب)-পর্দার। ৩৩-رُدُّوْهَا-ওগুলোকে ফিরিয়ে আনো ; عَلَيَّ-আমার কাছে ; فَطَفِقَ-তখন তিনি শুরু করলেন ; مَسْحًا-হাত বুলাতে ; بِالسُّوْقِ-(ب+ال+سوق)-সেগুলোর পায়ের গোছায় ; وَ-ও ; الْأَعْنَاقِ-ঘাড়ে। ৩৪-وَ-আর ; لَقَدْ-নিঃসন্দেহে ;

৩১. অর্থাৎ এ কিতাবটি এমন একটি কিতাব, যার আলোকে মানুষ নিজেদের জীবন গড়ে তুললে তাদের কল্যাণ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এতে রয়েছে মানুষের উভয় জাহানের কল্যাণ-ই কল্যাণ ; কোনো প্রকার ক্ষতি এতে নেই।

৩২. কুরআন মাজীদের নিম্নোক্ত স্থানগুলোতেও হযরত সুলায়মান আ. সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে—সূরা আল বাকারা ১০২ আয়াত ; সূরা আন-নিসা ১৬৩ আয়াত ; সূরা আল আন'আম ৮৪ আয়াত ; সূরা আল-আম্বিয়া ১৯ আয়াত ; সূরা আন-নামল ১৬ আয়াত ও ৩৩ আয়াত ; সূরা সাবা ১২ আয়াত এবং সূরা সা'দ ২৯-৪০ আয়াত।

৩৩. অর্থাৎ এমনসব ঘোড়া যেগুলো দাঁড়িয়ে থাকার সময় অত্যন্ত শান্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, কোনো প্রকার লাফালাফি করে না এবং প্রয়োজনে অত্যন্ত দ্রুতবেগে দৌড়ায়।

فَتَنَّا سُلَيْمٰنَ وَاَلْقَيْنَا عَلٰى كُرْسِيِّهٖ جَسَدًا ثُمَّ اَنَابَ ۝٣٤ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِيْ

আমি পরীক্ষা করেছিলাম সুলায়মানকে এবং তার সিংহাসনের ওপর আমি রেখে দিয়েছিলাম একটি দেহকে ; অতপর তিনি আল্লাহমুখী হলেন। ৩৫. তিনি বললেন, হে আমার প্রতিপালক ! আমাকে ক্ষমা করে দিন

وَهَبْ لِيْ مُلْكًا لَّا يَنْۢبَغِيْ لِاَحَدٍ مِّنْۢ بَعْدِيْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ ۝

এবং আমাকে এমন রাজ্য দান করুন, যা আমার পরে আর কারো জন্য শোভন হবে না ; নিশ্চয়ই আপনি—আপনিই পরম দাতা[৩৬]।

فَتَنَّا-আমি পরীক্ষা করেছিলাম ; سُلَيْمٰنَ-সুলায়মানকে ; وَ-এবং ; اَلْقَيْنَا-আমি রেখে দিয়েছিলাম ; عَلٰى-ওপর; كُرْسِيِّهٖ-(كرسى+ه)-তাঁর সিংহাসনের; جَسَدًا-একটি দেহকে ; ثُمَّ-অতপর; اَنَابَ-তিনি আল্লাহমুখী হলেন। ৩৫ قَالَ-তিনি বললেন; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ; اغْفِرْ لِيْ-আমাকে ক্ষমা করে দিন ; وَ-এবং; هَبْ-দান করুন ; لِيْ-আমাকে ; مُلْكًا-এমন রাজ্য যা ; لَا يَنْۢبَغِيْ-শোভনীয় হবে না ; لِاَحَدٍ-আর কারো জন্য ; مِّنْۢ بَعْدِيْ-আমার পরে ; اِنَّكَ-(ان+ك)-নিশ্চয়ই আপনি ; اَنْتَ-আপনিই ; الْوَهَّابُ-পরম দাতা।

৩৪. 'খাইর' শব্দের অর্থ এখানে 'বিপুল সম্পদ' তবে পরোক্ষভাবে ঘোড়াকে বুঝানো হয়েছে। হযরত সুলায়মান আ. ঘোড়াগুলোকে আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, তাই এগুলোকে 'খাইর' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

৩৫. অর্থাৎ হযরত সুলায়মান আ.-এর সামনে জিহাদের জন্য প্রস্তুত ঘোড়াগুলো যখন পেশ করা হলো, তখন তিনি সেগুলো দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। তিনি বললেন, এ ঘোড়াগুলোর প্রতি আমার যে মহব্বত ও মনের আকর্ষণ তা পার্থিব মহব্বতের কারণে নয় ; বরং আমার প্রতিপালকের স্মরণের কারণেই। কারণ এগুলো আল্লাহর পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হয়েছে। জিহাদ আল্লাহ তা'আলার এক অন্যতম প্রধান ইবাদত। ইতিমধ্যে ঘোড়াগুলো তাঁর দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলো। তিনি আদেশ দিলেন যে, ঘোড়াগুলোকে আমার সামনে হাজির করো। সে অনুসারে সেগুলোকে আবার তাঁর সামনে হাজির করা হলে, তিনি ঘোড়াগুলোর ঘাড়ে ও পায়ে আদর করে হাত বুলালেন।

হাফেয ইবনে জরীর, তাবারী ও ইমাম আল রাযী উক্ত আয়াতের এ তাফসীর-ই করেছেন। কেননা এ তাফসীর অনুযায়ী সম্পদ নষ্ট করার সন্দেহ হয় না।

৩৬. এখানে প্রথমে দাউদ আ. এবং তাঁর পুত্র সুলায়মান আ.-এর ঘটনা বর্ণনা করে যে বিষয়টি আল্লাহ তা'আলা বুঝাতে চেয়েছেন তা হলো—মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাহ নবী-রাসূলগণের সামান্য ভুল-ত্রুটি ধরে-ও তাদেরকে পরীক্ষা করেছেন। তবে নবী-রাসূলগণ আল্লাহর পরীক্ষা বুঝতে পেরে নিজেদের ভুল-ত্রুটির জন্য তাওবা

﴿٣٦﴾ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ ﴿٣٧﴾ وَالشَّيَاطِينَ

৩৬. তখন আমি বাতাসকে তাঁর অনুগত করে দিলাম, যা তাঁর নির্দেশে যে দিকে তিনি চাইতেন মৃদুগতিতে বয়ে যেতো[৩৭]। ৩৭. আর (অনুগত করে দিয়েছিলাম) শয়তানদেরকেও—

كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ ﴿٣٨﴾ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿٣٩﴾ هَٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ

(যারা ছিল) প্রত্যেকে ইমারত নির্মাণকারী ও ডুবুরী। ৩৮. আর অন্য অনেকে ছিল জিঞ্জীরে আবদ্ধ[৩৮]। ৩৯. এগুলো আমার অনুগ্রহ, অতএব আপনি (কাউকে) দান করেন

৩৬ فَسَخَّرْنَا-(ف+سخرنا)-তখন আমি অনুগত করে দিলাম ; لَهُ-তাঁর ; الرِّيحَ - বাতাসকে ; تَجْرِي-যা বয়ে যেতো ; بِأَمْرِهِ-(ب+امر+ه)-তাঁর নির্দেশে ; رُخَاءً-মৃদু গতিতে ; حَيْثُ-যে দিকে ; أَصَابَ-তিনি চাইতেন। ৩৭ وَ-আর ; الشَّيَاطِينَ-(অনুগত করে দিলাম) শয়তানদেরকেও ; كُلَّ-(যারা ছিল) প্রত্যেকে ; بَنَّاءٍ-ইমারত নির্মাণকারী ; وَ-ও ; غَوَّاصٍ-ডুবুরী। ৩৮ وَ-আর ; آخَرِينَ-অন্য অনেকে ছিল ; مُقَرَّنِينَ-আবদ্ধ ; فِي الْأَصْفَادِ-জিঞ্জীরে। ৩৯ هَٰذَا-এগুলো ; عَطَاؤُنَا-(عطاؤ+نا)-আমার অনুগ্রহ ; فَامْنُنْ-(ف+امنن)-অতএব আপনি (কাউকে) দান করেন ;

করেছেন এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। দাউদ আ. সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সুলায়মান আ. সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যে, তাঁকেও পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছিল। তাঁকে তাঁর বাদশাহী থেকে সরিয়ে দেয়া হয়েছিল এবং তাঁর সিংহাসনে অন্য একজনকে বসিয়ে দেয়া হয়েছিল। ফলে সাথে সাথেই তিনি সজাগ হয়ে যান এবং আল্লাহর দরবারে তাওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং যে কথার জন্য তাঁকে পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়েছে, তা থেকে তিনি ফিরে আসেন। অর্থাৎ আল্লাহর পাকড়াও থেকে নবীরাও বাঁচতে পারেননি। তবে তাঁরা ভুলের ওপর টিকে থাকেননি, বরং যখনই নিজের ভুল বুঝতে পেরেছেন তখনই বিনীতভাবে আল্লাহর নিকট তাওবা করে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছেন। সুতরাং মু'মিন বান্দাহদেরও কর্তব্য নিজেদের অপরাধের জন্য তাওবা করা এবং আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হওয়া।

এখানে প্রশ্ন উঠে যে, সুলায়মান আ.-কে কি পরীক্ষায় ফেলা হয়েছিল? এ প্রশ্নের জবাবে মুফাস্সিরীনে কেরাম যে জবাব দিয়েছেন এসব জবাবে বেশ পার্থক্য দেখা যায়। তাঁর আসনের ওপর একটি দেহ রেখে দেয়ার অর্থ নিয়েও তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। আসলে কুরআন মাজীদের এ স্থানটি তার জটিল স্থানগুলোর একটি। এ জটিল স্থানগুলোর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ নিয়ে মতপার্থক্য সৃষ্টি না করে এগুলোর অর্থ আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেয়া উচিত। কারণ এগুলোর অর্থ জানার ওপর ঈমান নির্ভরশীল নয়।

৩৭. অর্থাৎ সুলায়মান আ.-এর জন্য আল্লাহ তা'আলা বাতাসকে তাঁর হুকুমের অনুগত করে দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর বহরসহ যেদিকে যেতে চাইতেন সেদিকেই বাতাসের গতি প্রবাহিত হতো।

أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ ۝

অথবা (কাউকে দান করা থেকে) বিরত থাকেন—বিনা হিসেবে[৩৯] ৪০. আর নিশ্চয়ই আমার কাছে রয়েছে তাঁর জন্য নিশ্চিত নৈকট্যের মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।[৪০]

اَوْ-অথবা ; اَمْسِكْ-(কাউকে দান করা থেকে) বিরত থাকেন ; بِغَيْرِ-বিনা ; حِسَابٍ-হিসাবে। ৪০ وَ-আর ; اِنَّ-নিশ্চয়ই ; لَهُ-তার জন্য ; عِنْدَنَا-আমার কাছে রয়েছে ; لَزُلْفٰى-নিশ্চিত নৈকট্যের মর্যাদা ; وَ-ও ; حُسْنَ-শুভ ; مَاٰبٍ-পরিণাম।

৩৮.অর্থাৎ এমনসব জ্বিন শয়তান যারা বিভিন্ন দুষ্কর্ম করতো। এসব জ্বিনকে জিঞ্জীরের মাধ্যমে আটকে রাখা হয়েছিল। এর দ্বারা এটা মনে করা সঠিক নয় যে, তাদেরকে লোহার তৈরী দৃশ্যমান জিঞ্জির দিয়ে বেঁধে রাখা হয়েছিল। বরং এর দ্বারা এটা বুঝে নেয়াই সঠিক যে, তাদেরকে এমন পদ্ধতিতে বন্দী করা হয়েছিল, যার ফলে তারা দুষ্কর্ম করার এবং পালাবার সুযোগ পেতো না।

৩৯. অর্থাৎ আমার এসব অনুগ্রহ থেকে আপনি কাউকে কিছু দিতেও পারেন বা কাউকে কিছু না দিয়ে সব নিজেই ভোগ করতে পারেন। কাউকে দেয়া বা না দেয়ায় এজন্য আপনাকে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না। এখানে 'অনুগ্রহ' দ্বারা বাতাসের ও জ্বিনদের ওপর এবং সৃষ্টিজগতের অন্যসব প্রাণীর ভাষা বুঝার তাঁর ক্ষমতা-কর্তৃত্বকে বুঝানো হয়েছে।

এ আয়াতের আর একটি অনুবাদ হতে পারে—শয়তানদেরকে সম্পূর্ণ আপনার অধীনস্ত করে দেয়া হলো ; এদের মধ্যে যাকে চান আপনি মুক্তি দিতে পারেন এবং যাকে চান আটকে রাখতে পারেন, এজন্য আপনাকে কোনো জবাবদিহি করতে হবে না।

৪০. অর্থাৎ দাউদ ও সুলায়মান আ. যেমন সামান্য ত্রুটি হওয়ার পর আল্লাহর নিকট তাওবা-ইসতিগফার করেন এবং আল্লাহর নিকট উভয় জাহানের ক্ষমা ও উন্নত মর্যাদা লাভ করেন, তেমনি আল্লাহর যে কোনো মু'মিন বান্দাহর কোনো অপরাধ হয়ে গেলে এবং অপরাধ সম্পর্কে অবগতি আসলে সাথে সাথেই তাওবা ইসতিগফার করে নেয়া কর্তব্য। তাহলে তারাও আল্লাহর দরবারে ক্ষমা ও যথাযথ মর্যাদা লাভ করবে। কেননা আল্লাহর কাছে বান্দাহর অহংকার যতবেশী অপ্রিয় ও অপছন্দনীয়, তার দীনতা ও বিনয় তত বেশী প্রিয়।

৩য় রুকূ' (২৯-৪০ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা আসমান ও যমীন এবং এ দুয়ের মধ্যকার ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ সবকিছুই একটি সুষ্ঠ পরিকল্পনার ভিত্তিতে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং এসব কিছুকে আল্লাহর খেয়ালী লীলাখেলা মনে করা যাবে না। এরূপ মনে করা কুফরী।

২. যারা আল্লাহর সৃষ্টি জগতকে খেয়ালী লীলাখেলা মনে করে নিজেরাও খেয়ালী জীবন যাপন করে, তারা কুফরী করে—এরূপ কাফিরদের জন্য জাহান্নাম তৈরী করা আছে।

৩. সৎকর্মশীল মু'মিন এবং দুনিয়াতে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাফিরদের মর্যাদা আল্লাহর নিকট কখনো সমান হতে পারে না। সৎকর্মশীল মু'মিন অবশ্যই আল্লাহর নৈকট্য ও শুভ প্রতিদান লাভ করবে।

৪. যারা আল্লাহর ভয় মনে রেখে জীবন পরিচালনা করে এবং যারা আল্লাহর ক্ষমতা-কর্তৃত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে আল্লাহ থেকে বে-পরওয়া জীবন যাপন করে—এ উভয় দলের পরিণাম কখনো এক হবে না।

৫. কুরআন মাজীদ রাসূলের প্রতি নাযিলকৃত এক বরকতময় আল্লাহর কিতাব। এটা অনুসরণের মধ্যেই মানব জাতির উভয় জাহানের কল্যাণ নিহিত।

৬. কুরআন অধ্যয়ন তথা বুঝে বুঝে পড়া এবং কুরআন নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করার জন্যই কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এটাই কুরআন নাযিলের মূল উদ্দেশ্য।

৭. কুরআনকে তার নাযিলের মূল উদ্দেশ্যের বাইরে মূল উদ্দেশ্যকে বাদ দিয়ে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা কুরআন-কে অবমূল্যায়ন বা অবমাননার শামিল।

৮. আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় বান্দাহ নবী-রাসূলদের সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য তাঁদেরকে পরীক্ষায় ফেলেছেন। সুতরাং সাধারণ মু'মিনদের পরীক্ষা না নিয়ে তাদেরকে এমনি-ই জান্নাত দিয়ে দেবেন—এমনটি মনে করার কোনো সুযোগ নেই।

৯. ধন-সম্পদ আল্লাহর দান। আর সম্পদের প্রতি আকর্ষণ মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি। তবে এ আকর্ষণ এজন্য হওয়া উচিত যে, এ সম্পদ দ্বারা আল্লাহর দীন ও তাঁর বান্দাহদের কল্যাণে ব্যয় করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

১০. মু'মিনদের কারো দ্বারা কোনো গুনাহ হয়ে গেলে, চেতনা আসার সাথে সাথে আল্লাহর দরবারে তাওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। এটাই নবীদের শিক্ষা।

১১. হযরত সুলায়মান আ.-কে আল্লাহ তা'আলা যে রাজত্ব ও ক্ষমতা-প্রতিপত্তি দিয়েছেন, এমন রাজত্ব ও প্রতিপত্তি তাঁর আগেও কাউকে দেননি, আর কিয়ামত পর্যন্ত অন্য কেউ এমন ক্ষমতা-প্রতিপত্তির মালিক হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

১২. আল্লাহর ওপর দৃঢ় ঈমান, সৎকর্ম এবং অপরাধের জন্য খাঁটি মনে তাওবা ও ক্ষমা প্রার্থনাকারী মু'মিনদের জন্যই অবশেষে আল্লাহর নৈকট্য ও উত্তম প্রতিদান।

*

সূরা হিসেবে রুকূ'-৪
পারা হিসেবে রুকূ'-১৩
আয়াত সংখ্যা-২৪

(৪১) وَاذْكُرْ عَبْدَنَآ اَيُّوْبَ ۘ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗٓ اَنِّىْ مَسَّنِىَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَّعَذَابٍ ○

৪১. আর স্মরণ করুন! আমার বান্দাহ্ আইয়ুব-কে[৪১] ; যখন তিনি তাঁর প্রতিপালককে ডেকে বলেছিলেন, আমাকে নিশ্চিত শয়তান দুঃখে ও যন্ত্রণায় ফেলেছে[৪২]।

(৪২) اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ ۚ هٰذَا مُغْتَسَلٌۢ بَارِدٌ وَّشَرَابٌ (৪৩) وَوَهَبْنَا لَهٗٓ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ

৪২. (আমি আদেশ দিলাম) আপনার পা দিয়ে (যমীনে) আঘাত করুন। (আঘাতের সাথে উৎসারিত ফোয়ারার) এ (পানি) হলো গোসলের সুশীতল ও সুপেয় পানীয়[৪৩]। ৪৩. আর আমি তাঁকে দান করলাম তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাদের সাথে তাদের মতো আরও[৪৪]

(৪১) وَ-আর ; اُذْكُرْ-স্মরণ করুন ; عَبْدَنَآ-(عبد+نا)-আমার বান্দাহ ; اَيُّوْبَ-আইয়ুবকে; اِذْ-যখন ; نَادٰى-তিনি ডেকে বলেছিলেন ; رَبَّهٗٓ-(رب+ه)-তাঁর প্রতিপালককে ; اَنِّىْ-নিশ্চিত ; مَسَّنِىَ-(مس+نى)-আমাকে ফেলেছে ; الشَّيْطٰنُ-শয়তান ; بِنُصْبٍ-দুঃখে; وَّ-ও ; عَذَابٍ-যন্ত্রণায়। (৪২) اُرْكُضْ-(আমি আদেশ দিলাম) আঘাত করুন (যমীনে) ; بِرِجْلِكَ-(ب+رجل+ك)-আপনার পা দিয়ে ; هٰذَا-(আঘাতের সাথে উৎসারিত ফোয়ারার) এ (পানি) হলো ; مُغْتَسَلٌ-গোসলের ; بَارِدٌ-সুশীতল ; وَّ-ও ; شَرَابٌ-সুপেয় পানীয়। (৪৩) وَ-আর ; وَهَبْنَا-আমি দান করলাম ; لَهٗ-তাঁকে ; اَهْلَهٗ-(اهل+ه)-তাঁর পরিবারবর্গ ; وَ-এবং ; مِثْلَهُمْ-(مثل+هم)-তাদের মতো আরও ; مَّعَهُمْ-(مع+هم)-তাদের সাথে ;

৪১. হযরত আইয়ুব আ. সম্পর্কে কুরআন মাজীদে ইতোপূর্বে তিন জায়গায় আলোচনা করা হয়েছে। সূরা আন নিসার ১৬৩ নং আয়াত, সূরা আল আনআমের ৮৪ আয়াত ও সূরা আল আম্বিয়ার ৮৩ থেকে ৮৪ আয়াতে এবং তৎসংশ্লিষ্ট টীকাসমূহ দ্রষ্টব্য।

৪২. 'শয়তান দুঃখে ও যন্ত্রণায় ফেলে দিয়েছে'-এর অর্থ এটা নয় যে, শয়তান তাঁকে রোগাক্রান্ত করে দিয়েছে আর সেজন্যই তাঁর সব দুঃখ-যন্ত্রণা। বরং এর অর্থ হলো—ধন-সম্পদ ধ্বংস হওয়া, আপনজনদের দূরে সরে যাওয়া এবং রোগের প্রচণ্ডতার যে যন্ত্রণা, তার চেয়ে অধিক যন্ত্রণা দিচ্ছে শয়তান তার প্ররোচনার মাধ্যমে। শয়তান তাঁকে তাঁর প্রতিপালকের থেকে নিরাশ করতে চায় এবং তাঁর প্রতিপালকের প্রতি অকৃতজ্ঞ হতে প্ররোচনা দেয়। শয়তান তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চায়। অধিকাংশ মুফাস্সিরের মতে আলোচ্য আয়াতের উল্লিখিত ব্যাখ্যাই গ্রহণযোগ্য। কারণ শয়তানকে কেবল প্ররোচনা দেয়ার ক্ষমতা-ই দেয়া হয়েছে। আল্লাহর বান্দাহদেরকে রোগ-শোক দিয়ে আল্লাহর

رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿٤٤﴾ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَ

আমার পক্ষ থেকে রহমতস্বরূপ এবং জ্ঞানবানদের জন্য উপদেশ স্বরূপ[৪৫]। ৪৪. (আমি তাঁকে বললাম) আর এক মুঠ কঞ্চি আপনার হাতে ধরুন তারপর তা দ্বারা আঘাত করুন, এবং

لَا تَحْنَثْ ۗ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا ۚ نِّعْمَ الْعَبْدُ ۖ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿٤٥﴾ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ

কসম ভঙ্গ করবেন না[৪৬], আমি অবশ্যই তাঁকে ধৈর্যশীল পেয়েছি, কত উত্তম বান্দাহ (ছিলেন তিনি); তিনি ছিলেন নিশ্চিত আল্লাহ অভিমুখী[৪৭]। ৪৫. আর স্মরণ করুন ! আমার বান্দাহ ইবরাহীম

رَحْمَةً-রহমতস্বরূপ ; مِّنَّا-আমার পক্ষ থেকে ; وَ-এবং ; ذِكْرَىٰ-উপদেশ স্বরূপ ; لِأُولِي الْأَلْبَابِ-(ل+اولى+ا+ل+لباب)-জ্ঞানবানদের জন্য। ﴿৪৪﴾ وَ-(আমি তাকে বললাম) আর ; خُذْ-ধরুন ; بِيَدِكَ-(ب+يد+ك)-আপনার হাতে ; ضِغْثًا-এক মুঠ কঞ্চি ; فَاضْرِبْ-(ف+اضرب)-তারপর আঘাত করুন ; بِهِ-তা দ্বারা ; وَ-এবং ; لَا تَحْنَثْ-কসম ভঙ্গ করবেন না ; إِنَّا-আমি অবশ্যই ; وَجَدْنَاهُ-তাঁকে পেয়েছি ; صَابِرًا-ধৈর্যশীল ; نِعْمَ الْعَبْدُ-কত উত্তম বান্দাহ (ছিলেন তিনি) ; إِنَّهُ-(انَّ+ه)-তিনি ছিলেন নিশ্চিত ; أَوَّابٌ-আল্লাহ অভিমুখী। ﴿৪৫﴾ وَ-আর ; اذْكُرْ-স্মরণ করুন ; عِبَادَنَا-আমার বান্দাহ ; إِبْرَاهِيمَ-ইবরাহীম ;

পথ থেকে দূরে সরে যেতে বাধ্য করার কোনো ক্ষমতাই তাকে দেয়া হয়নি। সূরা আম্বিয়ায় আল্লাহর দরবারে আইয়ুব আ.-এর যে অভিযোগ উল্লিখিত হয়েছে, তাতে তিনি শয়তানের কথা উচ্চারণ করেননি। তিনি বলেছেন—"আমি অবশ্যই রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েছি এবং আপনি তো সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান।"

৪৩. অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশে মাটিতে পা দ্বারা আঘাত করতেই সেখান থেকে পানির ফোয়ারা সৃষ্টি হলো, যার পানি আইয়ুব আ.-এর গোসল ও পান করার প্রয়োজন মেটাতে লাগলো। আর এ পানি দ্বারা গোসল ও পানি পান করাও ছিল তাঁর রোগের চিকিৎসা। তাঁর রোগের বিবরণ সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

৪৪. অর্থাৎ তাঁর রোগ নিরাময়ের পর তাঁর পরিবার পরিজন তো তাঁর কাছে ফিরে এলো ; তারপর আমি তাঁকে আরও সন্তান দান করলাম। এ থেকে বুঝা যায় যে, আইয়ুব আ. যে রোগেই আক্রান্ত হোন না কেন, রোগাক্রান্ত হওয়ার পর তাঁর স্ত্রী ছাড়া আর সবাই তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। এমনকি তাঁর সন্তান-সন্ততিরা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

৪৫. অর্থাৎ জ্ঞানবান লোকদের জন্য আইয়ুব আ.-এর এ ঘটনায় এ উপদেশ রয়েছে যে, মু'মিন বান্দাহদের উচিত ভালো-মন্দ সকল অবস্থায়-ই আল্লাহর ওপর ভরসা করা এবং তাঁর প্রতি পুরোপুরি নির্ভর করা। ভালো অবস্থায় যেমন আল্লাহর প্রতি বিদ্রোহী হওয়া অন্যায় তেমনি খারাপ অবস্থায়ও তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। আল্লাহ

চাইলে মানুষের সবচেয়ে ভালো অবস্থাকেও খারাপ করে দিতে পারেন, আবার সবচেয়ে খারাপ অবস্থার মধ্য থেকেও ভালো অবস্থায় নিয়ে যেতে পারেন। সুতরাং তাকদীরের ভালো-মন্দ একমাত্র এক ও লা শরীক আল্লাহর ক্ষমতার আওতাধীন।

৪৬. অর্থাৎ "আপনার কসম ভঙ্গ করবেন না ; বরং এক মুঠো শলাকা নিয়ে তা দিয়ে আঘাত করুন।" যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে আল্লাহ তা'আলা আইয়ুব আ.-কে এ নির্দেশ দিয়েছেন, তা কুরআন মাজীদে উল্লিখিত হয়নি। তবে ইমাম আহমাদ রহ. হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণনা করেছেন, হযরত আইয়ুব আ.-এর অসুস্থতার সময় একদা শয়তান এক চিকিৎসকের ছদ্মবেশে তাঁর স্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করেছিল। তাঁর স্ত্রী শয়তানকে চিকিৎসক মনে করে স্বামীর চিকিৎসা করার অনুরোধ জানান। শয়তান তখন বলে—"এ শর্তে চিকিৎসা করতে পারি যে, রোগমুক্তির পর স্বীকৃতি দিতে হবে যে, আমিই তাকে রোগমুক্ত করেছি। এছাড়া আমি আর কোনো পারিশ্রমিক চাইনা।" তিনি হযরত আইয়ুব আ.-কে একথা জানালে তিনি বলেন—"তোমার সরলতা দেখে সত্যিই দুঃখ হয়। সে তো ছিল শয়তান।" এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষতঃ স্ত্রীর মুখ দিয়ে এমন একটা প্রস্তাব শয়তান কর্তৃক তাঁর সামনে উচ্চারিত হওয়ার ব্যাপারটি তিনি স্বাভাবিকভাবে মেনে নিতে পারেননি। এতে তিনি দুঃখ পেয়েছেন ; কেননা শয়তানের এ প্রস্তাবটা ছিল আল্লাহর নবীকে শিরকীতে লিপ্ত করার এক সূক্ষ্ম অপচেষ্টা। তাই তিনি কসম করে বসলেন যে, আল্লাহ তা'আলা আমাকে সুস্থ করে তুললে স্ত্রীর এ অপরাধের জন্য তাঁকে একশত বেত্রাঘাত করবো। অথচ এ কসম সমিচীন ছিল না। তাই আল্লাহ তা'আলা এ অসমিচীন বা মাকরূহ কসম থেকে তাঁর নবীকে রক্ষার জন্য এ কৌশল শিখিয়ে দিলেন যে, একশত বা কসমকৃত বেত্রাঘাতের সমান সংখ্যক শলাকা এক সাথে একটি আঘাত করলেই কসম পূর্ণ হয়ে যাবে। এ জাতীয় ক্ষেত্রে এ ধরনের কৌশলের বৈধতার প্রমাণ পাওয়া গেলেও স্মরণ রাখতে হবে যে, এ ধরনের কৌশল অবলম্বন তখনই জায়েয হবে যখন কোনো শরয়ী বিধান কার্যকর করাকে বানচাল করার উপায় হিসেবে এটাকে গ্রহণ করা না হয়।

পক্ষান্তরে এ কৌশলে উদ্দেশ্য যদি কোনো হকদারের হক বাতিল করা অথবা কোনো প্রকাশ্য হারামকে নিজের স্বার্থে হালাল করা হয়, তবে এ জাতীয় ক্ষেত্রে এ কৌশল অবলম্বন সম্পূর্ণ নাজায়েয বা অবৈধ বলে গণ্য হবে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, যাকাত দেয়া থেকে বাঁচার জন্য কোনো ব্যক্তি যদি বছর পূর্ণ হওয়ার আগে নিজের যাকাতযোগ্য সম্পদ স্ত্রীর নামে দান করে দেয় এবং কিছুদিন স্ত্রী আবার তা স্বামীর নামে ফিরিয়ে দেয় ; আবার পরবর্তী বছরও একই পন্থা-অবলম্বন করে, এমতাবস্থায় কারো ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। এরূপ কৌশল শরীয়তের উদ্দেশ্যকে বানচাল করার অপচেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। তাই এরূপ করা হারাম। হতে পারে এ অপরাধের শাস্তি যাকাত আদায় না করার শাস্তির চেয়েও গুরুতর হবে।-(রুহুল মায়ানী)

৪৭. হযরত আইয়ুব আ.-এর ওপর যত কঠিন বিপদ আপতিত হয়েছে, তিনি আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ে ধৈর্যহারা হয়ে যাননি। বরং তিনি আল্লাহর প্রতি আরও বেশী ঝুঁকে পড়েছেন। হযরত আইয়ুব আ.-এর ঘটনা উল্লেখ করার মূল উদ্দেশ্য

وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ أُو۟لِى ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَٰرِ ﴿٤٥﴾ إِنَّآ أَخْلَصْنَٰهُم بِخَالِصَةٍ

ও ইসহাক এবং ইয়াকূবের কথা (তাঁরা ছিলেন) অত্যন্ত কর্মশক্তিসম্পন্ন ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন[৪৮]। ৪৬. আমি অবশ্যই তাদেরকে একটি বিশেষ গুণের কারণে বাছাই করে নিয়েছিলাম—

ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴿٤٦﴾ وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴿٤٧﴾ وَٱذْكُرْ إِسْمَٰعِيلَ

(তা ছিল) পরকালের স্মরণ[৪৯]। ৪৭. আর তারা অবশ্যই আমার কাছে বাছাইকৃত উত্তম বান্দাহদের শামিল। ৪৮. আর স্মরণ করুন! ইসমাঈল

وَ-ও ; إِسْحَٰقَ-ইসহাক ; وَ-এবং ; يَعْقُوبَ-ইয়াকূবের কথা ; أُولِى ٱلْأَيْدِى-(اولى+)-(তাঁরা ছিলেন) অত্যন্ত কর্মশক্তি-সম্পন্ন ; وَ-ও ; ٱلْأَبْصَٰرِ-দূরদৃষ্টি সম্পন্ন। ﴿٤٦﴾ إِنَّآ-আমি অবশ্যই; أَخْلَصْنَٰهُمْ-(اخلصنا+هم)-তাদেরকে বাছাই করে নিয়েছিলাম; بِخَالِصَةٍ-(ب+خالصة)-একটি বিশেষ গুণের কারণে ; ذِكْرَى-(তা ছিল) স্মরণ ; ٱلدَّارِ-পরকালের। ﴿٤٧﴾ وَ-আর ; إِنَّهُمْ-তারা অবশ্যই ; عِندَنَا-(عند+نا)-আমার কাছে ; لَمِنَ-শামিল ; ٱلْمُصْطَفَيْنَ-বাছাইকৃত; ٱلْأَخْيَارِ-উত্তম বান্দাহদের। ﴿٤٨﴾ وَ-আর ; ٱذْكُرْ-স্মরণ করুন ; إِسْمَٰعِيلَ-ইসমাঈল ;

এটাই। আল্লাহর নেক বান্দাহদের রীতি এটাই। তাঁরা যখন বিপদ-মসীবতের কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন, তখন তারা তাদের প্রতিপালকের কাছে অভিযোগ করেন না ; বরং তারা সবর করেন এবং এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য কামনা করেন। কিছুদিন আল্লাহর দরবারে সাহায্য চেয়ে কোনো ফল না পেলে তাঁরা নিরাশ হয়ে অন্যদের কাছে হাত পাতেন না। তাঁরা ভালোভাবেই জানেন এবং দৃঢ় ইয়াকীনও করেন যে, যা কিছু পাওয়ার তা একমাত্র আল্লাহর কাছে পাওয়া যাবে। অন্য কারো কাছে কিছুই পাওয়া যাবে না। তাই আল্লাহর নেক বান্দাহগণ বিপদ দীর্ঘস্থায়ী হলেও আল্লাহর রহমতের আশাই তাঁরা করেন। আর তাই তাঁরা আল্লাহর দান ও রহমতের বারি বর্ষণে সিক্ত হন, যার উদাহরণ হযরত আইয়ুব আ.-এর জীবনে পাওয়া যায়। এমনকি তাঁরা যদি কখনো অস্থির হয়ে কোনো প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্বের শিকারও হয়ে পড়েন, তাহলেও তাদেরকে তা থেকে মুক্ত করার একটা পথ আল্লাহ বের করে দেন, যেমন হযরত আইয়ুব আ.-এর জন্য বের করে দিয়েছিলেন।

৪৮. অর্থাৎ আল্লাহর নবীগণ হস্তধারী ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। হস্তধারী অর্থ শক্তি-সামর্থ্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁরা ছিলেন আল্লাহর যথার্থ আনুগত্যশীল এবং গুনাহ থেকে বাঁচার প্রচণ্ড শক্তির অধিকারী। আর তাঁরা ছিলেন সূক্ষ্ম সত্যদ্রষ্টা। তাঁরা অন্তর্দৃষ্টির আলোকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয় করে সত্য-সরল পথে চলতেন। আর যারা দুষ্কৃতকারী ও পথভ্রষ্ট তাদের হাত ও চোখ থাকা সত্ত্বেও প্রকৃতপক্ষে তারা এ দু'টো অঙ্গহীনদের মতো। যারা আল্লাহর পথের পথিক তারাই প্রকৃতপক্ষে হস্তধারী এবং যারা সত্যের আলো ও মিথ্যার অন্ধকারের পার্থক্য বুঝতে সক্ষম তারাই দৃষ্টিসম্পন্ন।

وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ ۖ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ ﴿٤٨﴾ هَٰذَا ذِكْرٌ ۚ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ ﴿٤٩﴾

ও আল-ইয়াসা[৫০] এবং যুল-কিফল-কে[৫১] ; এবং তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন সর্বোত্তম বান্দাহদের শামিল। ৪৯. এসব ছিল স্মরণীয় (ঘটনাবলী) আর অবশ্যই মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে নিশ্চিত উত্তম বাসস্থান—

﴿٥٠﴾ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ الْأَبْوَابُ ﴿٥١﴾ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا

৫০. চিরন্তন জান্নাত, তার দরজাগুলো খোলা থাকবে তাদের জন্য[৫২]। ৫১. সেখানে তারা হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে, তারা সেখানে ফরমাইশ দিবে

- وَ-ও ; الْيَسَعَ-আল-ইয়াসা ; وَ-এবং ; ذَا الْكِفْلِ-যুল-কিফ্ল-কে ; وَ-এবং ; كُلٌّ-তারা প্রত্যেকেই ছিলেন ; مِّنَ-শামিল ; الْأَخْيَارِ-সর্বোত্তম বান্দাহদের। ⑭৯ هَٰذَا-এসব ছিল ; ذِكْرٌ-স্মরণীয় (ঘটনাবলী) ; وَ-আর ; إِنَّ-অবশ্যই; لِلْمُتَّقِينَ-মুত্তাকীদের জন্য রয়েছে ; لَحُسْنَ-নিশ্চিত উত্তম ; مَآبٍ-বাসস্থান। ⑤০ جَنَّاتِ-জান্নাত ; عَدْنٍ-চিরন্তন ; مُّفَتَّحَةً-খোলা থাকবে ; لَّهُمُ-তাদের জন্য ; الْأَبْوَابُ-তার দরজাগুলো। ⑤১ مُتَّكِئِينَ-তারা হেলান দিয়ে উপবিষ্ট থাকবে ; فِيهَا-সেখানে ; يَدْعُونَ-তারা ফরমাইশ দেবে ; فِيهَا-সেখানে ;

৪৯. অর্থাৎ আল্লাহ তাঁদেরকে যে গুণের কারণে বাছাই করে নিয়েছেন তা ছিল তাঁদের একমাত্র ঘরের স্মরণ। এখানে 'আদ-দার' বলে আখেরাতকে বুঝানো হয়েছে। এর অর্থ মানুষের প্রকৃত ঘর হলো আখেরাতের ঘর। দুনিয়া আসলে মানুষের প্রকৃত ঘর বা আবাসস্থল নয়। মূলত দুনিয়া একটি মুসাফিরখানা মাত্র। এ দুনিয়া থেকে মানুষকে অবশ্যই একদিন বিদায় নিতে হবে। আসল ঘর আখিরাত। সুতরাং যে মানুষ আখেরাতের আসল ঘরকে সুসজ্জিত করার জন্য দুনিয়াতে কাজ করে যাবে সে-ই প্রকৃতপক্ষে দূরদৃষ্টির অধিকারী বিচক্ষণ মানুষ এবং সে-ই আল্লাহর পছন্দনীয় মানুষ হবে এটাই তো স্বাভাবিক। অপরদিকে যে মানুষ দুনিয়ার কয়েকদিনের মুসাফিরখানাকে সুসজ্জিত করার জন্য দিবানিশি ব্যস্ত থাকে, তার আখেরাতের চিরস্থায়ী ঘর বিরাণ হয়ে যায়। সে চোখ থাকা সত্ত্বেও অন্ধ। এমন মানুষ আল্লাহর পছন্দনীয় হতে পারে না।

৫০. হযরত 'আল-ইয়াসা' বনী ইসরাঈলের একজন নেতৃস্থানীয় নবী ছিলেন। কুরআন মাজীদে মাত্র দু'জায়গায় তাঁর নাম উল্লিখিত হয়েছে। সূরা আনআমের ৮৬ আয়াতে এবং আলোচ্য আয়াতে নবীদের সাথে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু কোথাও উল্লেখ করা হয়নি। বাইবেল এবং ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে তাঁর সম্পর্কে যা উল্লিখিত হয়েছে, তা হলো—তিনি ছিলেন হযরত ইলিয়াস আ.-এর চাচাত ভাই এবং তাঁর নায়েব বা প্রতিনিধি। হযরত ইলিয়াস আ.-এর পর তাঁকেই নবুওয়াত দান করা হয়। বাইবেলে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা তাঁকে 'ইলিশা ইবনে সাবেত' নামে অভিহিত করেন।

بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ ﴿٥١﴾ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ ﴿٥٢﴾ هَٰذَا مَا

অনেক প্রকার ফলমূল ও পানীয়। ৫২. আর তাদের কাছে থাকবে আনত নয়না সমবয়সী স্ত্রীগণ[৫৩]। ৫৩. এসব তা-ই যা—

تُوعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿٥٣﴾ إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِنْ نَفَادٍ ﴿٥٤﴾ هَٰذَا ۚ وَإِنَّ

হিসাবের দিনের জন্য তোমাদেরকে ওয়াদা দেয়া হচ্ছে। ৫৪. নিশ্চয়ই এসব আমার নিশ্চিত রিয্‌ক যার কোনো শেষ নেই—৫৫. এসব তো মুত্তাকীদের জন্য ; আর অবশ্যই

بِفَاكِهَةٍ-(ب+فاكهة)-ফলমূলের ; كَثِيرَةٍ-অনেক প্রকার ; وَ-ও ; شَرَابٍ-পানীয়ের। ৫২ وَ-আর ; عِنْدَهُمْ-তাদের কাছে থাকবে ; قَاصِرَاتُ-আনত ; الطَّرْفِ-নয়না ; أَتْرَابٌ-সমবয়সী স্ত্রীগণ। ৫৩ هَٰذَا-এসব ; مَا-তা-ই যা ; تُوعَدُونَ-ওয়াদা দেয়া হচ্ছে তোমাদেরকে ; لِيَوْمِ-দিনের জন্য ; الْحِسَابِ-হিসাবের। ৫৪ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; هَٰذَا-এসব; لَرِزْقُنَا-আমার নিশ্চিত রিয্‌ক ; مَا-নেই ; لَهُ-যার ; مِنْ-কোনো ; نَفَادٍ-শেষ। ৫৫ هَٰذَا-এসব তো মুত্তাকীদের জন্য ; وَ-আর ; إِنَّ-অবশ্যই ;

৫১. হযরত 'আল-ইয়াসা'-এর মতো হযরত যুল-কিফ্‌লের উল্লেখ-ও কুরআন মাজীদের দু' জায়গায় এসেছে। সূরা আল আম্বিয়ার ৮৫ আয়াতে এবং আলোচ্য আয়াতে। তাঁর সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য সূরা আম্বিয়ার উল্লিখিত আয়াত ও তৎসংশ্লিষ্ট টীকা দ্রষ্টব্য।

৫২. অর্থাৎ জান্নাতের দরজাগুলো খোলার জন্য তাদের কোনো পরিশ্রম করতে হবে না, শুধুমাত্র অন্তরে ইচ্ছা করলেই দরজাগুলো খুলে যাবে। এর অর্থ এটাও হতে পারে যে, জান্নাতে ঘোরাফেরা বা চলাচল করতে তারা কোনো বাধার সম্মুখীন হবে না, নিশ্চিন্তে-নির্বিঘ্নে তারা চলাফেরা করতে পারবে। অথবা এর অর্থ সেটাই যা সূরা আয যুমার-এর ৭৩ আয়াতে বলা হয়েছে। উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে—"এমনকি যখন তারা (জান্নাতীরা) সেখানে (জান্নাতের দরজায়) পৌঁছবে এবং তার দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে, তখন জান্নাতের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাকো এবং অনন্তকাল বসবাসের জন্য সেখানে প্রবেশ করো।"

৫৩. অর্থাৎ তাদের সাথে আনত নয়না সমবয়সী তরুণী স্ত্রীগণ থাকবে। এর এক অর্থ এটা হতে পারে যে, তরুণীগণ পরস্পর সমবয়সী হবে। অথবা এর অর্থ হবে তারা স্বামীদের সমবয়সী হবে। প্রথম অর্থ অনুসারে সমবয়সী হওয়ার উপকারিতা হলো, তাদের পরস্পরের মধ্যে ভালোবাসা, সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকবে। সপত্নীসুলভ হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা থাকবে না। এরূপ অবস্থা স্বামীদের জন্য পরম সুখের ব্যাপার হবে।

দ্বিতীয় অর্থ অনুসারে তাদের বয়স স্বামীদের সমান হবে। এমতাবস্থায় তাদের সাথে স্বামীদের মন ও মতের মিল অধিক হবে। ফলে একে অপরের সুখ আহলাদের প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

لِلطّٰغِيْنَ لَشَرَّ مَاٰبٍۙ ﴿٥٥﴾ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا ۚ فَبِئْسَ الْمِهَادُ ﴿٥٦﴾ هٰذَا ۙ فَلْيَذُوْقُوْهُ

সীমালংঘনকারীদের গন্তব্য নিকৃষ্ট—৫৬. জাহান্নাম ; তারা তাতে প্রবেশ করবে ; আসলে তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ঠিকানা। ৫৭. এটাই তাদের জন্য—অতএব তারা তার স্বাদ আস্বাদন করুক—

حَمِيْمٌ وَّغَسَّاقٌ ﴿٥٧﴾ وَّاٰخَرُ مِنْ شَكْلِهٖٓ اَزْوَاجٌ ﴿٥٨﴾ هٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ ۚ

ফুটন্ত পানির ও পুঁজের[58]। ৫৮. আর এ ধরনের অন্যান্য শাস্তিও তাদের সাথী হবে। ৫৯.—এইতো একটি দল তোমাদের সাথে প্রবেশকারী।

لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ ۭ اِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ ﴿٥٩﴾ قَالُوْا بَلْ اَنْتُمْ ۣ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ ۭ اَنْتُمْ

তাদের জন্য নেই কোনো অভিনন্দন ; তারা তো অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশকারী। ৬০. তারা (আগন্তুকরা) বলবে—"বরং তোমরাও, তোমাদের জন্যও কোনো অভিনন্দন নেই ; তোমরাই তো

قَدَّمْتُمُوْهُ لَنَا ۚ فَبِئْسَ الْقَرَارُ ﴿٦٠﴾ قَالُوْا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هٰذَا فَزِدْهُ

তা (এ বিপদ) আমাদের জন্য এগিয়ে এনেছো ; আসলে (তা) অতি নিকৃষ্ট আবাসস্থল। ৬১. তারা (আগের লোকেরা) বলবে—"হে আমাদের প্রতিপালক যে ব্যক্তি আমাদের জন্য এটা (এ বিপদ)-কে আমাদের সম্মুখীন করেছে, আপনি বাড়িয়ে দিন তার

لِلطّٰغِيْنَ-সীমালংঘনকারীদের জন্য ; لَشَرَّ-নিশ্চিত নিকৃষ্ট ; مَاٰبٍ-গন্তব্য। ৫৬ جَهَنَّمَ-জাহান্নাম ; يَصْلَوْنَهَا-(يصلون+ها)-তারা তাতে প্রবেশ করবে ; فَبِئْسَ-(ف+بئس)-আসলে তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ; الْمِهَادُ-ঠিকানা। ৫৭ هٰذَا-এটাই তাদের জন্য ; فَلْيَذُوْقُوْهُ-(ف+ليذوق+ه)-অতএব তারা তার স্বাদ আস্বাদন করুক ; حَمِيْمٌ-ফুটন্ত পানির ; وَّ-ও ; غَسَّاقٌ-পুঁজের। ৫৮ وَّ-আর ; اٰخَرُ-অন্যান্য শাস্তিও ; مِنْ شَكْلِهٖ-(من+شكل+ه)-এ ধরনের ; اَزْوَاجٌ-তাদের সাথী হবে। ৫৯ هٰذَا-এইতো ; فَوْجٌ-একটি দল ; مُّقْتَحِمٌ-প্রবেশকারী ; مَّعَكُمْ-তোমাদের সাথে ; لَا-নেই ; مَرْحَبًا-কোনো অভিনন্দন ; بِهِمْ-তাদের জন্য ; اِنَّهُمْ-তারা তো অবশ্যই ; صَالُوا-প্রবেশকারী ; النَّارِ-জাহান্নামে। ৬০ قَالُوْا-তারা (আগন্তুকরা) বলবে ; بَلْ-বরং ; اَنْتُمْ-তোমরাও لَا-নেই ; مَرْحَبًا-কোনো অভিনন্দন ; بِكُمْ-তোমাদের জন্যও ; اَنْتُمْ-তোমরা তো ; قَدَّمْتُمُوْهُ-(قدمتمو+ه)-তা (এ বিপদ) এগিয়ে এনেছো; لَنَا-আমাদের জন্য; فَبِئْسَ-আসলে (তা) অতি নিকৃষ্ট; الْقَرَارُ-আবাসস্থল। ৬১ قَالُوْا-তারা (আগের লোকেরা) বলবে ; رَبَّنَا-হে আমাদের প্রতিপালক ; مَنْ-যে ব্যক্তি ; قَدَّمَ-সম্মুখীন করেছে ; لَنَا-আমাদের জন্য ; هٰذَا-এটা (এ বিপদ)-কে ; فَزِدْهُ-(ف+زد+ه)-আপনি বাড়িয়ে দিন তার ;

عَذَابًا ضِعْفًا فِي النَّارِ ﴿٦١﴾ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ

জাহান্নামের শাস্তি দ্বিগুণ। ৬২. আরও তারা বলবে—"আমাদের কি হলো, আমরা দেখছি না কেন সেসব লোকদেরকে, যাদেরকে আমরা গণ্য করতাম

مِّنَ الْأَشْرَارِ ﴿٦٢﴾ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارُ ﴿٦٣﴾

নিকৃষ্টদের শামিল[৫৫] ? ৬৩. আমরা কি তাদেরকে (অযথা) হাস্যস্পদ বানিয়ে নিয়েছিলাম, অথবা তাদের ব্যাপারে (আমাদের) দৃষ্টি ভুল করছে।"

إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿٦٤﴾

৬৪. নিশ্চয়ই এটা—জাহান্নামবাসীদের পারস্পরিক বিবাদ নিশ্চিত সত্য।

عَذَابًا-শাস্তি ; ضِعْفًا-দ্বিগুণ ; জাহান্নামের। ﴿٦٢﴾ وَ-আরও ; قَالُوا-তারা বলবে ; مَا-কি হলো ; لَنَا-আমাদের ; لَا نَرَىٰ-আমরা দেখছি না কেন ; رِجَالًا-সেসব লোকদেরকে ; كُنَّا نَعُدُّهُمْ-(كنا+نعد+هم)-যাদেরকে আমরা গণ্য করতাম ; مِّنَ-শামিল ; الْأَشْرَارِ-নিকৃষ্টদের। ﴿٦٣﴾ أَتَّخَذْنَاهُمْ-(اتخذنا+هم)-আমরা কি (অযথা) তাদেরকে বানিয়ে নিয়েছিলাম ; سِخْرِيًّا-হাস্যস্পদ ; أَمْ-অথবা ; زَاغَتْ-ভুল করেছে ; عَنْهُمُ-তাদের ব্যাপারে ; الْأَبْصَارُ-(আমাদের) দৃষ্টি। ﴿٦٤﴾ إِنَّ-নিশ্চয়ই ; ذَٰلِكَ-এটা ; لَحَقٌّ-নিশ্চিত সত্য ; تَخَاصُمُ-পারস্পরিক বিবাদ ; أَهْلِ النَّارِ-জাহান্নামবাসীদের।

৫৪. 'গাস্‌সাক'-এর আভিধানিক অর্থ রক্ত, পূঁজ ও চোখের পানি ইত্যাদি নোংরা তরল পদার্থ। দ্বিতীয় অর্থ অত্যন্ত ঠাণ্ডা জিনিস। তৃতীয় অর্থ দুর্গন্ধময় পচা জিনিস। তবে প্রথম অর্থই এখানে অধিক প্রযোজ্য।

৫৫. অর্থাৎ সৎকর্মশীল মু'মিনগণ। কাফির-মুশরিকরা দুনিয়াতে তাদেরকে খারাপ লোক হিসেবে গণ্য করতো। তারা মনে করবে যে, দুনিয়াতে আমরা যাদেরকে খারাপ লোক হিসেবে গণ্য করতাম জাহান্নামে আমরা তাদেরকে দেখছি না কেন ? তাদেরকে নিয়ে আমরা দুনিয়াতে কত হাসি-ঠাট্টা করেছি, আজ তারা কোথায়।

৪র্থ রুকূ' (৪১-৬৪ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে অতীতের নবী-রাসূলদের মধ্যে যাদের কথা উল্লেখ করেছেন তন্মধ্যে হযরত আইয়ুব আ. অন্যতম।

২. আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে নবীদের সম্পর্কে ততটুকুই জানিয়েছেন যতটুকু আমাদের হিদায়াত গ্রহণের জন্য প্রয়োজন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে তাঁর রাসূলকে যা জানিয়েছেন এবং তিনি আমাদেরকে যতটুকু বলেছেন ততটুকুই আমাদের গ্রহণীয়।

৩. আল্লাহ তা'আলা আইয়ুব আ.-কে তাঁর ধন-দৌলত ও সহায়-সম্পদ নিয়ে গিয়ে রোগ-শোক দিয়ে এবং তাঁর আপনজনদেরকে তাঁর থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে পরীক্ষা করেছেন। এভাবেই আল্লাহ তাঁর নেক বান্দাহদের পরীক্ষা করে থাকেন।

৪. আইয়ুব আ. আল্লাহর এ পরীক্ষায় অত্যন্ত ধৈর্য ও সহনশীলতা এবং তাওবা-ইসতিগফার-এর মাধ্যমে উত্তীর্ণ হন। মু'মিনদের উচিত আম্বিয়ায়ে কেরামের আদর্শ অনুসরণে সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার চেষ্টা করা।

৫. কোনো অসংগত প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করার কৌশল আল্লাহ তাঁর নবীকে শিখিয়ে দিয়েছেন। আইয়ুব আ. তাঁর স্ত্রীকে রাগান্বিত অবস্থায় ১০০ বেত্রাঘাত করার প্রতিজ্ঞা করেছিলেন।

৬. প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে গেলে নিরাপরাধ স্ত্রীকে মারতে হয় এবং কসম ভেঙ্গে ফেললেও গোনাহগার হতে হয়, আল্লাহ তাঁর নবীকে এ কৌশলের মাধ্যমে উভয় সংকট থেকে উদ্ধার করেন।

৭. কোনো অসমিচীন অথবা মাকরূহ বিষয় থেকে আত্মরক্ষার জন্য শরীয়তসম্মত কোনো কৌশল অবলম্বন করা জায়েয। কোনো হকদারের হক বাতিল করা অথবা প্রকাশ্য হারাম কাজকে হালাল করার উদ্দেশ্যে এমন কৌশল অবলম্বন করা জায়েয নয়।

৮. কোনো অসমিচীন, ভ্রান্ত অথবা অবৈধ কাজের কসম করলেও কসম হয়ে যাবে এবং তা ভঙ্গ করলে কাফফারা দিতে হবে। এটাই শরীয়তের বিধান।

৯. আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের বিশেষ গুণ হলো আখেরাতের স্মরণ। এ গুণের জন্যই তাঁরা আল্লাহর পছন্দনীয় মানুষ।

১০. আখেরাত বা পরকালে বিশ্বাস-ই মানুষকে পাপকাজ থেকে ফিরিয়ে রাখতে পারে।

১১. আল্লাহর নবী ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূব ছিলেন আখেরাতকে স্মরণকারী ; তাই তাঁরা ছিলেন আল্লাহর পছন্দনীয় বাছাইকৃত মানুষ।

১২. হযরত ইসমাঈল, আল-ইয়াসা ও যুল-কিফ্‌ল প্রমুখও ছিলেন আল্লাহর-নবী এবং সর্বোত্তম বান্দাহদের শামিল।

১৩. যারা নবী-রাসূলদের জীবনের আলোকে নিজেদের জীবন গড়ে, সেসব আল্লাহভীরু মানুষের জন্য আখেরাতে রয়েছে উত্তম ও নিশ্চিত বাসস্থান জান্নাত।

১৪. জান্নাতবাসীদের জান্নাতে প্রবেশে, জান্নাতে ঘোরাফেরা করার ক্ষেত্রে কোনো কায়িক শ্রম দিতে হবে না বা কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হবে না।

১৫. জান্নাতের আরাম-আয়েশ ও ভোগ-বিলাসের যে বর্ণনা কুরআন মাজীদে বর্ণিত আছে, তাতে কোনো প্রকার সংশয় অন্তরে পোষণ করা যাবে না। কেননা এতে সন্দেহ পোষণ করার অর্থ আল্লাহর ওয়াদায় সন্দেহ করা।

১৬. আল্লাহর ওয়াদায় অবিশ্বাসী সীমালংঘনকারীদের গন্তব্যস্থল হলো নিকৃষ্ট স্থান জাহান্নাম।

১৭. জাহান্নামীদের শাস্তি সম্পর্কে কুরআন মাজীদে বর্ণিত বিষয়গুলো-কেও অকাট্য সত্য বলে বিশ্বাস করতে হবে।

১৮. বাতিল নেতৃত্বের অনুসারী এবং তাদের নেতারা উভয়ে নিঃসন্দেহে জাহান্নামবাসী হবে। তারা একদল অন্য দলকে তাদের করুণ পরিণতির জন্য অভিযুক্ত করবে।

১৯. কাফির-মুশরিকরা এবং বাতিলপন্থীরা জাহান্নামে মু'মিনদেরকে না দেখে অবাক হয়ে বলবে যে, দুনিয়াতে যেসব মু'মিনদেরকে আমরা বিদ্রূপের পাত্র গণ্য করেছিলাম, তারা কোথায় ? পরে তাদেরকে জান্নাতের সুখ-সম্ভোগে রত দেখে বাতিলপন্থীদের হতাশা আরও বেড়ে যাবে।

সূরা হিসেবে রুকূ'-৫
পারা হিসেবে রুকূ'-১৪
আয়াত সংখ্যা-২৪

۞ قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ مُنذِرٌ ۖ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ۞ رَبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ

৬৫. (হে নবী!) আপনি[৫৬] বলে দিন, আমি তো শুধুমাত্র একজন সতর্ককারী[৫৭] ; আর একক প্রবল-প্রতাপশালী আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। ৬৬.—(যিনি) প্রতিপালক আসমানের

وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّٰرُ ۞ قُلْ هُوَ نَبَؤٌا۟ عَظِيمٌ ۞ أَنتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ○

ও যমীনের এবং এতদুভয়ের মধ্যে যাকিছু আছে তার—(যিনি) পরাক্রমশালী পরম ক্ষমাশীল। ৬৭. আপনি বলুন, 'এটা এক মহাসংবাদ'। ৬৮. যা থেকে তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী[৫৮]।

৬৫ قُلْ-(হে নবী!) আপনি বলে দিন ; اِنَّمَآ-শুধুমাত্র ; اَنَا-আমি তো ; مُنْذِرٌ-সতর্ককারী; وَ-আর ; مَا-নেই ; مِنْ-কোনো ; اِلٰهٍ-ইলাহ ; اِلَّا-ছাড়া ; اللّٰهُ-আল্লাহ ; الْوَاحِدُ-একক ; الْقَهَّارُ-প্রবল-প্রতাপশালী। ৬৬ رَبُّ-(যিনি) প্রতিপালক ; السَّمٰوٰتِ-আসমানের ; وَ-ও ; الْاَرْضِ-যমীনের ; وَ-এবং ; مَا-যা কিছু আছে, তার ; بَيْنَهُمَا-(بين+هما)-এতদুভয়ের মধ্যে ; الْعَزِيْزُ-(যিনি) পরাক্রমশালী ; الْغَفَّارُ-পরম ক্ষমাশীল। ৬৭ قُلْ-আপনি বলুন ; هُوَ-এটা ; نَبَؤٌا-এক সংবাদ ; عَظِيْمٌ-মহা। ৬৮ اَنْتُمْ-তোমরা ; عَنْهُ-যা থেকে ; مُعْرِضُوْنَ-পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী।

৫৬. সূরার প্রথম রুকূ'তে যেসব বিষয় আলোচনা করা হয়েছে তার রেশ ধরেই এ রুকূ'তে বক্তব্য শুরু করা হচ্ছে। তাই এ আয়াতগুলো অধ্যয়ন করার সময় প্রথম রুকূ'র সাথে মিলিয়ে অধ্যয়ন করলেই বুঝতে সহজ হবে।

৫৭. অর্থাৎ আমি তো তোমাদের মধ্যকার একজন মানুষ এবং আমার কাজ শুধুমাত্র তোমাদেরকে সতর্ক করে দেয়া। আমাকে এমন কোনো ক্ষমতা দেয়া হয়নি যে, তোমাদেরকে বল প্রয়োগে সৎপথে নিয়ে আসবো। আমার সতর্ক করার ফলে তোমরা যদি ভুল পথ থেকে ফিরে আসো, তাতে তোমাদেরই কল্যাণ। অন্যথায় তোমাদের গাফলতির ফলে ডুবে থাকার পরিণাম তোমরাই ভোগ করবে।

৫৮. অর্থাৎ তোমাদের বহু খোদার পরিবর্তে এক আল্লাহর দাওয়াত শুনে যতই বিদ্রূপ কর না কেন, মূলত এটা এক মহাসত্য সংবাদ। তোমরা যতই এ দাওয়াত অস্বীকার করনা কেন, এর ফলে এ সত্য মিথ্যা হয়ে যেতে পারে না।

কাফিরদের প্রশ্ন ছিল যে, বহু উপাস্যের মধ্যে আল্লাহ-ও একজন উপাস্য। সব উপাস্যকে বাদ দিয়ে একজনকে কিভাবে মেনে নেয়া যায় ? তাদের এ প্রশ্নের জবাবে

⑥⑨ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ⑦⓪ إِن يُوحَىٰ إِلَيَّ

৬৯. (আপনি বলুন) উর্ধ্বজগত সম্পর্কে জ্ঞান আমার ছিল না যখন তারা (ফেরেশতারা) বাদানুবাদ করছিল। ৭০. আমার কাছে তো কোনো ওহী আসে না

إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ⑦① إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ

এছাড়া যে, আমি তো শুধুমাত্র একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী। ৭১. (স্মরণ করুন) যখন আপনার প্রতিপালক বলেছিলেন ফেরেশতাদেরকে[৫৯]—"আমি অবশ্যই মাটি দিয়ে একটি মানুষ সৃষ্টি করবো।[৬০]

⑦② فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ⑦③ فَسَجَدَ

৭২. অতপর যখন আমি তাকে পুরোপুরি তৈরী করবো এবং তার মধ্যে আমার রূহ থেকে ফুঁকে দেবো[৬১], তখন তোমরা তার সামনে সিজদাকারী হিসেবে অবনত হয়ে যাবে।"[৬২] ৭৩. অতপর সিজদাবনত হলো

⑥⑨ مَا كَانَ-(আপনি বলুন) ছিল না ; لِيَ-আমার ; مِنْ-কোনো ; عِلْمٍ-জ্ঞান ; بِالْمَلَإِ-(ب+ال+ملا)-জগত সম্পর্কে ; الْأَعْلَىٰ-(ال+اعلى)-উর্ধ ; إِذْ-যখন ; يَخْتَصِمُونَ-তারা (ফেরেশতারা) বাদানুবাদ করছিল। ⑦⓪ إِنْ يُوحَىٰ-কোনো ওহী আসে না ; إِلَيَّ-আমার কাছে তো ; إِلَّا-এছাড়া যে ; أَنَّمَا-শুধুমাত্র ; أَنَا-আমি তো ; نَذِيرٌ-একজন সতর্ককারী; مُّبِينٌ-সুস্পষ্ট। ⑦① إِذْ-(স্মরণ করুন) যখন ; قَالَ-বলেছিলেন ; رَبُّكَ-আপনার প্রতিপালক ; لِلْمَلَائِكَةِ-ফেরেশতাদেরকে ; إِنِّي-আমি অবশ্যই ; خَالِقٌ-সৃষ্টি করবো ; بَشَرًا-একটি মানুষ ; مِّنْ-দিয়ে ; طِينٍ-মাটি। ⑦② فَإِذَا-(ف+اذا)-অতপর যখন ; سَوَّيْتُهُ-(سويت+ه)-আমি তাকে পুরোপুরি তৈরী করবো ; وَ-এবং ; نَفَخْتُ-ফুঁকে দেবো ; فِيهِ-(فى+ه)-তার মধ্যে ; مِنْ-থেকে ; رُّوحِي-(روح+ى)-আমার রূহ ; فَقَعُوا-(ف+قعوا)-তখন তোমরা অবনত হয়ে যাবে ; لَهُ-তার সামনে ; سَاجِدِينَ-সিজদাকারী হিসেবে। ⑦③ فَسَجَدَ-অতপর সিজদাবনত হলো ;

বলা হয়েছে যে, আল্লাহ-ই একমাত্র মা'বূদ বা উপাস্য। কারণ তিনি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে এসব কিছুরই প্রতিপালক। তাঁকে বাদ দিয়ে যাদেরকে তোমরা উপাস্য বানিয়ে নিয়েছো, তারা সবাই সেই সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী একক মালিকের গোলাম। তোমাদের সেসব উপাস্যরা কেমন করে সেই মহান আল্লাহর কর্তৃত্বে শরীক হতে পারে ? কিভাবে এদেরকে উপাস্য গণ্য করা যেতে পারে ?

৫৯. উর্ধজগতে ফেরেশতাদের সাথে আল্লাহর কথাবার্তা দ্বারা শয়তানের কথাবার্তা বুঝানো হয়েছে। তবে আল্লাহর সাথে শয়তানের বাদানুবাদ সরাসরি বা সামনা-সামনি হয়নি ; বরং কোনো ফেরেশতার মাধ্যমে হয়েছে। কুরআন মাজীদে এ কাহিনী আরও অনেক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে।

الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اَجْمَعُوْنَ ﴿٧٣﴾ اِلَّآ اِبْلِيْسَ ؕ اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٧٤﴾

ফেরেশতাগণ সকলে এক সাথে ; ৭৪. ইবলীস ছাড়া, সে শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করলো এবং কাফিরদের শামিল হয়ে গেলো।[৬৩]

﴿٧٥﴾ قَالَ يٰٓاِبْلِيْسُ مَا مَنَعَكَ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ؕ اَسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ

৭৫. তিনি (আল্লাহ) বললেন, "হে ইবলীস, আমি যাকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি, তাকে সিজদা করতে তোকে কিসে বাধা দিয়েছে[৬৪] ? তুই কি অহংকার করলি, না-কি তুই

الْمَلٰٓئِكَةُ-ফেরেশতাগণ ; كُلُّهُمْ-সকলে ; اَجْمَعُوْنَ-একসাথে। ﴿٧٤﴾ اِلَّآ-ছাড়া ; اِبْلِيْسَ-ইবলীস ; اِسْتَكْبَرَ-সে শ্রেষ্ঠত্বের অহংকার করলো; وَ-এবং ; كَانَ-হয়ে গেলো; مِنَ-শামিল ; الْكٰفِرِيْنَ-কাফিরদের। ﴿٧٥﴾ قَالَ-তিনি (আল্লাহ) বললেন ; يٰٓاِبْلِيْسُ-হে- ইবলীস ; مَا-কিসে ; مَنَعَكَ-(منع+ك)-তোকে বাধা দিয়েছে ; اَنْ تَسْجُدَ-সিজদা করতে ; لِمَا-তাকে, যাকে ; خَلَقْتُ-আমি সৃষ্টি করেছি ; بِيَدَيَّ-(ب+يدى+ى)-নিজ হাতে ; اَسْتَكْبَرْتَ-তুই কি অহংকার করলি ; اَمْ-না কি ; كُنْتَ-তুই হলি ;

৬০. 'বাশার' অর্থ খোসা ছাড়ানো বা আবৃত দেহ। মানুষ সৃষ্টির পর থেকে 'বাশার' শব্দ দ্বারা মানুষকেই বুঝানো হয়ে আসছে। মানুষকে সৃষ্টি করার আগে মাটি দিয়ে বাশার সৃষ্টি করার অর্থ 'মাটি দিয়ে পুতুল সৃষ্টি করা।' এমন পুতুল যার ডানা ও পালক কিছুই থাকবেনা। অর্থাৎ তার চামড়া অন্যান্য প্রাণীর মতো উল, পশম, লোম বা পালকে ঢাকা থাকবে না।

৬১. 'নাফখুন' অর্থ ফুঁকে দেয়া বা সঞ্চার করে দেয়া। এদিক থেকে রূহকে ফুঁক দেয়ার অর্থ হবে দেহের সাথে তার সম্পর্ক স্থাপন করে দেয়া।-(বায়ানুল কুরআন)

আল্লাহ যে রূহকে নিজের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে 'আমার রূহ থেকে ফুঁকে দিলাম' বলেছেন, তা হলো আল্লাহর আদেশ জগতের সাথে সম্পর্কিত। এদিকে ইংগীত করেই আল্লাহ বলেছেন, 'আপনি বলুন যে, রূহ হলো আমার প্রতিপালকের আদেশ।' মানবাত্মার শ্রেষ্ঠত্ব ফুটিয়ে তোলার জন্যই আল্লাহ একথা বলেছেন। কারণ মানবাত্মা কোনো উপকরণ ছাড়াই একমাত্র আল্লাহর আদেশেই সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া তার মধ্যে আল্লাহর নূর গ্রহণ করার এমন যোগ্যতা রয়েছে যা অন্য কোনো প্রাণীর আত্মার মধ্যে নেই।

৬২. আদমকে সিজদার নির্দেশ সেসমস্ত সৃষ্টির প্রতি-ই ছিল, যারা বিবেকসম্পন্ন। ফেরেশতা ও জ্বিন উভয়ই এ নির্দেশের আওতাভুক্ত। কিন্তু নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে শুধু ফেরেশতাগণের কথা এজন্য উল্লেখ করা হয়েছে, কেননা তারা ছিল সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ। তাদেরকে যখন আদমকে সিজদা করার তথা সম্মান জ্ঞাপনের নির্দেশ দেয়া হলো, তখন স্বাভাবিকভাবে জ্বিনেরাও এ নির্দেশের আওতাভুক্ত হয়ে গেলো।

مِنَ الْعَالِيْنَ ﴿٧٥﴾ قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ۖ خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّخَلَقْتَهُ مِنْ طِيْنٍ ﴿٧٦﴾ قَالَ

হলি উচ্চ মর্যাদাশীলদের শামিল ?" ৭৬. সে (ইবলীস) বললো, "আমি তার থেকে উত্তম, আমাকে আপনি আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। ৭৭. তিনি (আল্লাহ) বললেন—

فَاخْرُجْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيْمٌ ﴿٧٧﴾ وَّاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيْۤ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٧٨﴾ قَالَ رَبِّ

"তবে তুই এখান থেকে বের হয়ে যা,[৬৫] আর তুই অবশ্যই বিতাড়িত[৬৬]। ৭৮. আর অবশ্যই প্রতিদান দিবস পর্যন্ত তোর ওপর আমার লা'নত[৬৭]।" ৭৯. সে (ইবলিস) বললো—"হে আমার প্রতিপালক—।

مِنَ-শামিল ; الْعَالِيْنَ-উচ্চ মর্যাদাশীলদের। ⑯ قَالَ-সে (ইবলীস) বললো ; اَنَا-আমি ; خَيْرٌ-উত্তম ; مِّنْهُ-তার থেকে ; خَلَقْتَنِيْ-(خلقت+نى)-আমাকে আপনি সৃষ্টি করেছেন ; مِنْ-থেকে ; نَّارٍ-আগুন ; وَّ-আর ; خَلَقْتَهُ-(خلقت+ه)-তাকে সৃষ্টি করেছেন ; مِنْ-থেকে ; طِيْنٍ-মাটি। ⑰ قَالَ-তিনি (আল্লাহ) বললেন ; فَاخْرُجْ-(ف+اخرج)-তবে তুই বের হয়ে যা ; مِنْهَا-(من+ها)-এখান থেকে ; فَاِنَّكَ-(ف+ان+ك)-আর তুই অবশ্যই ; رَجِيْمٌ-বিতাড়িত। ⑱ وَّ-আর ; اِنَّ-অবশ্যই ; عَلَيْكَ-তোর ওপর ; لَعْنَتِيْۤ-আমার লা'নত ; اِلٰى-পর্যন্ত ; يَوْمِ-দিবস ; الدِّيْنِ-প্রতিদান। ⑲ قَالَ-সে (ইবলীস) বললো ; رَبِّ-হে আমার প্রতিপালক ;

৬৩. অর্থাৎ ইবলীস আদম আ.-কে সিজদা করতে অস্বীকার করে কাফিরদের মধ্যে শামিল হয়ে গেলো এবং এর দ্বারা নিজের শ্রেষ্ঠত্বের বড়াই করলো।

৬৪. 'আমি নিজ হাতে সৃষ্টি করেছি'-এর অর্থ এটা নয় যে, আল্লাহরও হাত আছে। কেননা আল্লাহ তা'আলা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মুখাপেক্ষীতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। এর অর্থ হলো আল্লাহর 'কুদরত' বা ক্ষমতা। অর্থাৎ 'আমি আদমকে নিজ কুদরত দ্বারা সৃষ্টি করেছি।' এমনিতে সৃষ্ট জগতের সবকিছুই আল্লাহর কুদরত দ্বারা সৃষ্ট। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যখন কোনো বস্তুর বিশেষ মর্যাদা প্রকাশ করতে চান, তখন তাকে বিশেষভাবে নিজের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে দেন। যেমন কা'বা শরীফকে 'বায়তুল্লাহ' বা 'আল্লাহর ঘর' এবং হযরত সালেহ আ.-এর উটনী-কে 'নাকাতুল্লাহ' বা 'আল্লাহর উটনী' বলা হয়েছে। একইভাবে হযরত ঈসা আ.-কে 'কালিমাতুল্লাহ' বা 'আল্লাহর বাক্য' অথবা 'রূহুল্লাহ' বা 'আল্লাহর রূহ' বলা হয়েছে। এখানে আদম আ.-এর সম্মান প্রকাশার্থে এরূপ সম্বন্ধ করা হয়েছে।–(কুরতুবী)

৬৫. অর্থাৎ সে স্থান থেকে যেখানে আদম আ.-এর সৃষ্টিকার্য সম্পন্ন হয়েছিল, যেখানে ফেরেশতাকে সিজদা করার আদেশ দেয়া হয়েছিল এবং যেখানে ইবলীস আল্লাহর আদেশ অমান্য করে নাফরমানী করেছিল।

فَأَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿৭৯﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿৮০﴾ إِلَىٰ يَوْمِ

আপনি আমাকে অবকাশ দিন সেদিন পর্যন্ত যেদিন (সবাইকে) পুনরায় উঠানো হবে।" ৮০. তিনি (আল্লাহ) বললেন, তো ঠিক আছে তুই অবশ্যই অবকাশ প্রাপ্তদের শামিল। ৮১. সেদিন পর্যন্ত

ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿৮১﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿৮২﴾ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ

যার (উপস্থিতির) সময় সুনির্দিষ্ট। ৮২. সে (ইবলীস) বললো—"তবে আপনার ইয্যতের কসম আমি অবশ্য অবশ্যই তাদের সবাইকেই পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো, ৮৩.—তাদের মধ্যে আপনার সেসব বান্দাহ ছাড়া

ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿৮৩﴾ قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿৮৪﴾ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن

যাদেরকে একনিষ্ঠ করে নেয়া হয়েছে[৬৮]। ৮৪. তিনি (আল্লাহ) বললেন, তবে তা-ই সত্য ; আর আমি সত্যই বলছি—৮৫. আমি অবশ্য অবশ্যই ভরে দেবো জাহান্নাম তোকে দিয়ে[৬৯] এবং যারা

فَأَنْظِرْنِيٓ-(ف+انظرني)-আপনি আমাকে অবকাশ দিন ; اِلٰى-পর্যন্ত ; يَوْمِ-সেদিন যেদিন ; يُبْعَثُوْنَ-(সবাইকে) পুনরায় উঠানো হবে। ৮০ قَالَ-তিনি (আল্লাহ) বললেন; فَاِنَّكَ-(ف+ان+ك)-ঠিক আছে তুই অবশ্যই ; مِنَ-শামিল ; الْمُنْظَرِيْنَ-অবকাশ প্রাপ্তদের। ৮১ اِلٰى-পর্যন্ত ; يَوْمِ-সেদিন ; الْوَقْتِ-যার (উপস্থিতির) সময় ; الْمَعْلُوْمِ-সুনির্দিষ্ট। ৮২ قَالَ-সে (ইবলীস) বললো ; فَبِعِزَّتِكَ-(ف+ب+عزت+ك)-তবে আপনার ইয্যতের কসম ; لَاُغْوِيَنَّهُمْ-(لاغوين+هم)-আমি অবশ্য অবশ্যই তাদের পথভ্রষ্ট করে ছাড়বো ; اَجْمَعِيْنَ-সবাইকে। ৮৩ اِلَّا-ছাড়া ; عِبَادَكَ-আপনার সেসব বান্দাহ ; مِنْهُمُ-তাদের মধ্যে ; الْمُخْلَصِيْنَ-যাদেরকে একনিষ্ঠ করে নেয়া হয়েছে। ৮৪ قَالَ-তিনি (আল্লাহ) বললেন ; فَالْحَقُّ-তবে তা-ই সত্য ; وَ-আর ; الْحَقَّ-সত্যই; اَقُوْلُ-আমি বলছি। ৮৫ لَاَمْلَئَنَّ-আমি অবশ্য অবশ্যই ভরে দেবো ; جَهَنَّمَ-জাহান্নাম; مِنْكَ-তোকে দিয়ে ; وَ-এবং ; مِمَّنْ-(من+من)-যারা ;

৬৬. 'রাজীম' শব্দটির অর্থ অভিশপ্ত, প্রত্যাখ্যাত, নিক্ষিপ্ত, বিতাড়িত। কুরআন মাজীদে যেখানেই এ শব্দটি এসেছে, শয়তানের বিশেষণ হিসেবে এসেছে। কেননা শয়তান আল্লাহর দরবার থেকে বিতাড়িত, প্রত্যাখ্যাত ও অভিশপ্ত।

৬৭. অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত তুই এ নাফরমানীর জন্য লা'নত বা অভিশাপ পেতে থাকবি এবং আদমের সৃষ্টি থেকে কিয়ামত পর্যন্ত তুই যত অপকর্ম করবি শেষ বিচারের পরে তার শাস্তিও ভোগ করতে থাকবি।

৬৮. অর্থাৎ আপনার প্রতি মুখলিস বা একনিষ্ঠ যাদেরকে আপনি নির্বাচিত করেছেন, আপনার সেসব বান্দাহদের ওপর আমার প্রচেষ্টা কোনো কাজে আসবে না। তাদেরকে পথভ্রষ্ট করা আমার সাধ্যের বাইরে।

تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ۝٨٥ قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا

তোর অনুসরণ করবে তাদের সবাইকে দিয়ে[৭০]। ৮৬. (হে নবী!) আপনি বলে দিন— 'আমি তোমাদের কাছে এর বিনিময়ে কোনো প্রতিদান চাই না[৭১], আর না আমি

مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ۝٨٦ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ۝٨٧ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُۥ بَعْدَ حِينٍۭ ۝٨٨

ভানকারীদের শামিল[৭২]। ৮৭. এ (কুরআন) তো বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ ছাড়া (অন্য কিছু) নয়। ৮৮. আর কিছু সময় পরেই তোমরা তার সংবাদ নিশ্চিত জানতে পারবে।[৭৩]

تَبِعَكَ-(تبع+ك)-তোর অনুসরণ করবে ; مِنْهُمْ-তাদের ; أَجْمَعِينَ-সবাইকে। ৮৬ قُلْ-(হে নবী) আপনি বলে দিন ; مَآ أَسْـَٔلُكُمْ-(مـا اسـئل+كم)-আমি তোমাদের কাছে চাই না ; عَلَيْهِ-এর বিনিময়ে ; مِنْ-কোনো ; أَجْرٍ-প্রতিদান ; وَ-আর ; مَآ-না; أَنَا-আমি ; مِنَ-শামিল ; الْمُتَكَلِّفِينَ-ভানকারীদের। ৮৭ إِنْ-নয় (অন্য) কিছু ; هُوَ-এ (কুরআন) তো ; إِلَّا-ছাড়া ; ذِكْرٌ-উপদেশ ; لِّلْعَٰلَمِينَ-বিশ্ববাসীর জন্য। ৮৮ وَ-আর ; لَتَعْلَمُنَّ-তোমরা নিশ্চিত জানতে পারবে ; نَبَأَهُ-(نبا+ه)-তার সংবাদ ; بَعْدَ-পর ; حِينٍ-কিছু সময়।

৬৯. অর্থাৎ তুই এবং জ্বিনদের মধ্য থেকে তোর মতো যারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করার কাজে লিপ্ত থাকবে তাদের দিয়ে ; আর যারা তোকে অনুসরণ করবে তাদের সকলকে দিয়ে জাহান্নাম ভরে ফেলবো।

৭০. কুরাইশ-কাফিরদের বক্তব্য ছিল—"আমাদের মধ্য থেকে কি কেবল তার ওপরই কিতাব নাযিল করা হয়েছে ?" সূরার ৮ আয়াতে উল্লিখিত আল্লাহ তা'আলা তাদের এ সন্দেহের জবাব দিয়েছেন ৯ ও ১০ আয়াতে এই বলে যে, "তাদের কাছে কি আপনার পরাক্রমশালী মহান দাতা ও প্রতিপালকের রহমতের ভাণ্ডার রয়েছে ? তারা কি আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যকার সবকিছুর মালিক, তাহলে তারা আসমানে চড়ে দেখুক।"

অতপর এখানে আদম আ. ও ইবলীসের পুরো কাহিনী তাদেরকে শুনিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে যে, আদম আ.-এর সম্পর্কে ইবলীসের যে ভূমিকা ছিল, মুহাম্মদ স.-এর সম্পর্কেও কুরাইশদের ভূমিকা একই। ইবলীস যেমন হিংসা ও অহংকারের বশবর্তী হয়ে খলিফা বা প্রতিনিধি নিয়োগ করার আল্লাহর অধিকারকে মেনে নিতে অস্বীকার করেছিল, তেমনি কুরাইশ কাফিররাও রাসূল নির্বাচনের আল্লাহর অধিকারকে অস্বীকার করছে। ইবলীস যেমন আদম আ.-এর সাথে মাথা নত করার আল্লাহর নির্দেশকে অস্বীকার করেছে, তেমনি কাফিররাও মুহাম্মদ স.-এর আনুগত্য করতে অস্বীকার করছে। অতএব ইবলীস তার সাঙ্গপাঙ্গ এবং তার অনুসারীদের যেমন পরিণতি হবে, মুহাম্মদ স.-

এর অমান্যকারীদের পরিণতিও তারচেয়ে ভিন্ন হবে না। আর তা হলো দুনিয়ায় আল্লাহর লা'নত এবং আখিরাতে জাহান্নাম।

যারা দুনিয়াতে আল্লাহর নাফরমানী করছে তারা মূলত সে চিরন্তন শত্রু শয়তানের ফাঁদে আটকে যাচ্ছে, যে শত্রু সৃষ্টির সূচনালগ্ন থেকে মানব জাতিকে ফুসলিয়ে বিপথে পরিচালনা করার স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে। আর যারা অহংকারের কারণে আল্লাহর নাফরমানী করে এবং তার ওপর জিদ ধরে থাকে, আল্লাহর দৃষ্টিতে তারা চরম ঘৃণিত। আল্লাহর কাছে এদের কোনো ক্ষমা নেই।

৭১. অর্থাৎ আমি এসব কথা প্রচার করছি কোনো স্বার্থের বশে নয়, আমার নিজের ব্যক্তিগত কোনো স্বার্থ এতে নেই।

৭২. অর্থাৎ আমি লৌকিকতা ও কৃত্রিমতার আশ্রয়ে নবুওয়াত, রিসালাত ও জ্ঞান-গড়িমা প্রকাশ করছি না। বরং আল্লাহর বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রচার করছি। এ থেকে জানা গেলো যে, লৌকিকতা ও কৃত্রিমতা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিন্দনীয়। বুখারী ও মুসলিমে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন—"হে লোক সকল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কোনো বিষয় সম্পর্কে জানে, সে তা অন্যের কাছে বর্ণনা করুক, কিন্তু যে বিষয় সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই, সে সম্পর্কে 'আল্লাহু আ'লামু' অর্থাৎ 'আল্লাহ ভাল জানেন' বলে যেন ক্ষান্ত দেয়। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সম্পর্কে বলেছেন—"আপনি বলুন, আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাইনা এবং আমি ভানকারীদের শামিলও নই।"-(রূহুল মা'আনী)

এর অর্থ আল্লাহর রাসূল স. যে বিষয়ে বলেন তা নিশ্চিত জ্ঞানের ভিত্তিতে বলেন। কোনো স্বার্থের বশবর্তী হয়ে অস্পষ্ট জ্ঞানের ভিত্তিতে কিছু বলেন না বা কিছু না জেনেও জানার ভান করেন না।

৭৩. অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যারা জীবিত থাকবে তারা কয়েক বছরের মধ্যে স্বচক্ষে দেখে নেবে আমি যা বলছি তা সঠিক প্রমাণিত হবেই। আর যারা মরে যাবে তারা মৃত্যুর দুয়ার অতিক্রম করার পরপরই জানতে পারবে, আমি যা কিছু বলছি তা-ই প্রকৃত সত্য।

৫ম রুকূ' (৬৫-৮৮ আয়াত)-এর শিক্ষা

১. আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলদেরকে সৎকর্মশীল মু'মিনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দানকারী এবং কাফির-মুশরিক ও দুষ্কৃতকারীদেরকে জাহান্নামের ভয়াবহ আযাব সম্পর্কে সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছেন।

২. কোনো মানুষকে বল-প্রয়োগে ঈমান আনতে এবং সৎকর্ম করার জন্য বাধ্য করার কোনো ক্ষমতা নবী-রাসূলদেরকে দেয়া হয়নি।

৩. আল্লাহ-ই একমাত্র একক, প্রবল-প্রতাপশালী ইলাহ। ইবাদতের তথা দাসত্বের যোগ্য আর কোনো সত্তা নেই।

৪. জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করার মধ্যেই রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। কারণ তিনি-ই আসমান-যমীন ও এতদুভয়ের মধ্যে যাকিছু আছে সেসব কিছুরই মালিক এবং তিনি-ই একমাত্র পরম ক্ষমাশীল মালিক।

৫. দুনিয়াবাসীর এক মহাসত্য সংবাদ হলো—বিশ্বজগতের স্রষ্টা ও মালিক একমাত্র আল্লাহ। সুতরাং আনুগত্য করতে হবে একমাত্র আল্লাহর।

৬. ওহীর জ্ঞান ছাড়া নবী-রাসূলদের কাছে উর্ধজগতের জ্ঞান লাভের অন্য কোনো সূত্র নেই।

৭. মানুষকে আল্লাহ তা'আলা মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে রূহ সঞ্চার করার আগে সে ছিল ডানা, পালক ও পশমহীন একটি মাটির পুতুল।

৮. আল্লাহ তা'আলা মাটির পুতুলের মধ্যে নিজ রূহ ফুঁক দেয়ার মাধ্যমে মানবাত্মার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। এজন্যই মানুষ 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি।

৯. আদম-কে সিজদা করা তথা মানুষের আনুগত্য করার নির্দেশ ছিল জ্বিন ও ফেরেশতা উভয় সম্প্রদায়ের প্রতি। আদমকে সিজদা করার এ নির্দেশ ছিল তাঁকে সম্মান জ্ঞাপন করার নির্দেশ। এর দ্বারা মানুষকে সিজদা করার বৈধতা পাওয়া যায় না। কারণ আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সিজদা করা বৈধ নয়।

১০. আল্লাহ মানুষকে নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন—এর অর্থ নিজ কুদরত বা ক্ষমতায় সৃষ্টি করেছেন।

১১. ইবলীস নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারেই আদমকে সিজদা করার আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করেছে।

১২. বিনা বাক্যব্যয়ে আল্লাহর আদেশ মেনে নেয়াই ঈমানের দাবি।

১৩. আল্লাহর আদেশ-নিষেধের ব্যাপারে আপত্তি তোলা তাঁর নাফরমানী করার শামিল।

১৪. নাফরমানদের পরিণতি তা-ই যা হয়েছে ইবলীসের পরিণতি। আর তা হলো দুনিয়াতে লা'নত এবং আখেরাতে চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

১৫. মানুষ সৃষ্টির সূচনা থেকেই ইবলীস তথা শয়তান মানুষের চিরশত্রু। সুতরাং এ চিরশত্রুর কুমন্ত্রণা থেকে বেঁচে থাকার প্রচেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। শয়তানের ষড়যন্ত্র থেকে বেঁচে থাকার জন্য আল্লাহ তা'আলার আশ্রয় চাওয়ার নির্দেশ আল্লাহই দিয়েছেন।

১৬. মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য শয়তান শপথ করেছে। আল্লাহ তাকে এর জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার জন্য ক্ষমতা দিয়েছেন। কিন্তু মানুষকে পথভ্রষ্ট হতে বাধ্য করার ক্ষমতা শয়তানকে দেয়া হয়নি।

১৭. শয়তান আল্লাহর নিষ্ঠাবান মু'মিনদেরকে কখনো পথভ্রষ্ট করতে সক্ষম হবে না। এটা হলো তার নিজের স্বীকৃতি।

১৮. যারা শয়তানের পাতা ফাঁদে পা দেবে এবং তার দেখানো লোভ-লালসার শিকার হবে, তাদের সবাইকে দিয়ে আল্লাহ জাহান্নাম ভরে দেবেন।

১৯. মুহাম্মদ স. ছিলেন মানব জাতির সবচেয়ে বড় দরদী ও নিঃস্বার্থ নেতা।

২০. আল কুরআন মানব জাতির জন্য একমাত্র কল্যাণকর উপদেশবাণী সম্বলিত পূর্ণাংগ জীবন বিধান।

-: সমাপ্ত :-

শব্দে শব্দে
আল কুরআন
দশম খণ্ড
মাওলানা মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান